শার্লক হোমস গল্পসংগ্রহ

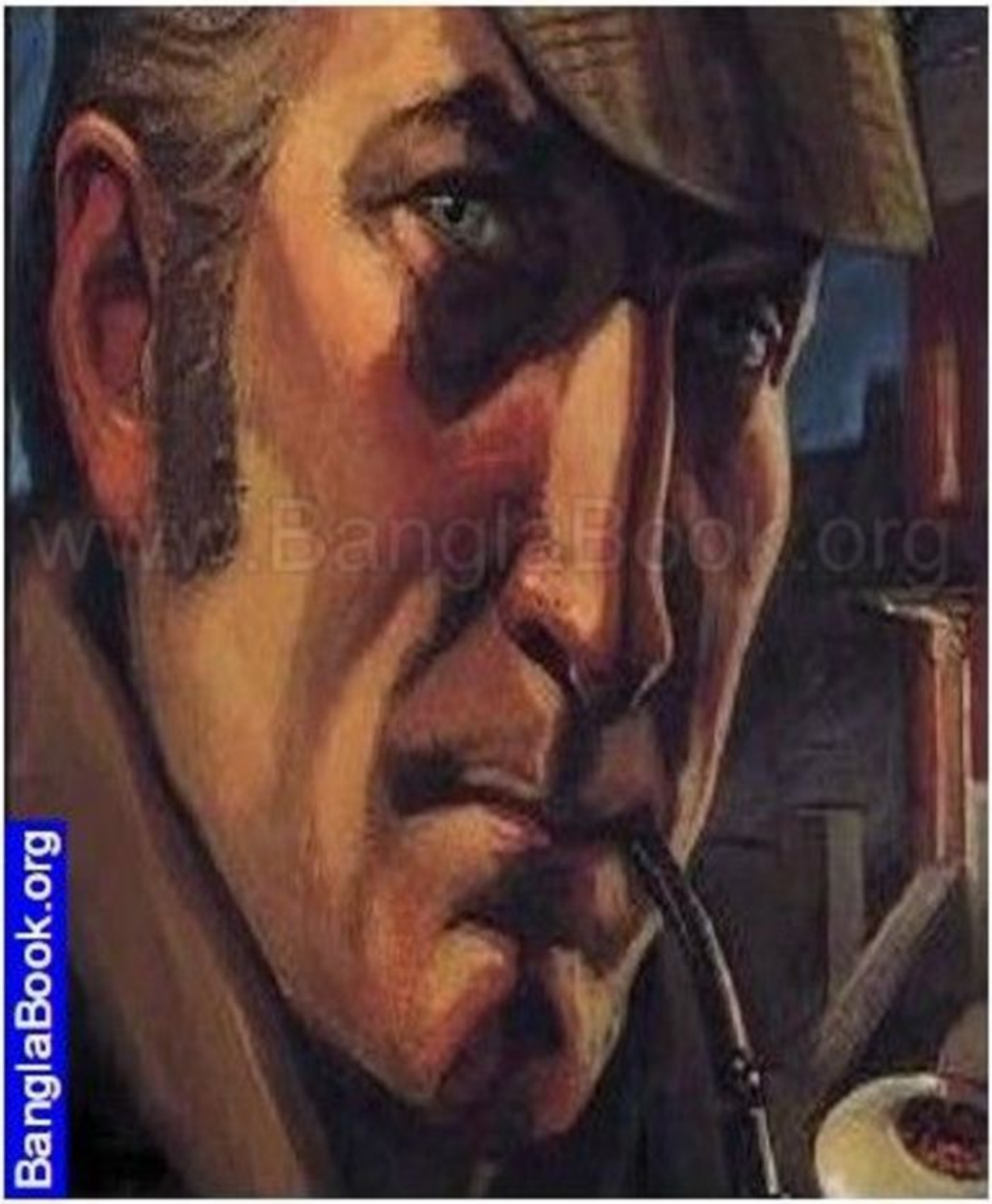

www.BanglaBook.org

_____ সার আর্থার কোনান ডয়েল

শার্লক হোমস

গল্পসংগ্রহ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আনন্দ

সূচিপত্র

বোহেমিয়ায় কেলেঙ্কারি ১
লালচুল সমিতি ১৯
কমলালেবুর পাঁচটি বীজ ৪৩
ওষ্ঠবক্র রহস্য ৬৭
নীলকান্তমণি রহস্য ৯০
বুটিদার ফেট্টি ১০৯
বুড়ো আঙুলের কথা ১৩৩
মণিমুকুট ১৫৫
বস্কোম্ব ভ্যালিতে খুন ১৭৯
সিলভার ব্লেজ ১৯৯
হলদে মুখ ২২২
নতুন চাকরি ২৩৮
মাসগ্রেভদের অনুষ্ঠান ২৫৭
বড়লোকের কাণ্ড ২৭৫
বার্কলে হত্যা-রহস্য ২৯২
শার্লকহোমসের প্রথম মামলা ৩০৮
ব্রুক স্ট্রিট রহস্য ৩২৬
গ্রিক দোভাষীর বিপদ ৩৪২
নৌবাহিনীর চুক্তি গায়েব ৩৬২
চরম সংঘর্ষ ৩৯৮
খালি বাড়ি ৪১৭
নরউডের ঠিকেদার ৪৪০
অদ্ভুত লিপি ৪৬৪

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বোহেমিয়ায় কেলেঙ্কারি

আজকাল শার্লক হোমসের সঙ্গে আমার দেখাশোনা বড় হয় না। সংসারের নানান ঝামেলা, তার ওপর ডাক্তারি প্র্যাকটিসের চাপ। আমার দম ফেলবার ফুরসত নেই। আর হোমসও খুব ঘরকুনো লোক। বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যাওয়া তার ধাতে নেই। বেকার স্ট্রিটের বাসায় নিজের বইপত্তরের মধ্যে ডুবে থাকতেই সে ভালবাসে। যদিও তার জীবনের লক্ষ্য হল অপরাধের হেস্তনেস্ত করে অপরাধীকে ধরা এই কাজের প্রয়োজন ছাড়া সে ঘর থেকে মোটেই বের হতে চায় না। হোমসের ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা আর খুবই তুচ্ছ সূত্র ধরে বেশ জটিল রহস্যের সমাধান করে ফেলবার কায়দা লন্ডনের বিশাল পুলিশবাহিনীকে মাঝে মাঝে রীতিমতো চমকে দেয়। আর পাঁচজনের মতোই আমিও এখন শার্লক হোমসের কীর্তি-কাহিনীর সংবাদ পাই খবরের কাগজের মারফত। একদিন দেখলাম যে, ট্রেপফ খুনের কিনারা করতে হোমস ওডেসায় গেছে। কিছুদিন পরে আবার দেখলাম যে, হোমস ট্রিনকোমালি গেছে অ্যাটকিনসন ভাইদের রহস্য সমাধান করতে। আর এই সেদিন দেখলাম যে, ইংল্যান্ড রাজবংশের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ অথচ একান্ত গোপনীয় একটা ব্যাপারের সুচারু সমাধান করেছে হোমস।

একদিন রাত্তিরে—সঠিক তারিখটা হল ২০ মার্চ ১৮৮৮—আমি রুগি দেখতে গিয়েছিলাম। রুগি দেখে বাড়ি ফেরবার সময় হঠাৎ খেয়াল হল যে আমি বেকার স্ট্রিট ধরে হাঁটছি। পুরনো বাসার দরজার কাছে এসে আমার অনেক কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম একবার শার্লক হোমসের খবরাখবর নেওয়া যাক। কেমন আছে? কী করছে? রাস্তা থেকে আমি দেখতে পেলাম তার ঘরে বেশ জোরালো আলো জ্বলছে। নজরে পড়ল তার রোগা লম্বা শরীরের ছায়া বার-দুয়েক জানলার কাচে পড়েই সরে গেল। বুঝলাম হোমস ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। শার্লক হোমসকে আমি যত ভাল ভাবে চিনি তত ভাল ভাবে তাকে আর কেউ চেনে না। তার ওই ভাবে বুকের ওপর আড়াআড়ি দু হাত রেখে ঘরের ভেতর অস্থির ভাবে পায়চারি করা দেখেই আমি বুঝতে পারলাম যে নতুন কোনও তদন্তের ভার হাতে নিয়ে সেই রহস্যের নেশায় সে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। আমি দরজার বেল টিপলাম আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার পুরনো ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

যদিও আমাকে দেখে হোমস বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস দেখাল না তবুও আমি বুঝলাম যে, আমার আসায় সে খুবই খুশি হয়েছে। একটা চেয়ার টেনে বসতেই হোমস আমার দিকে সিগারের বাক্সটা এগিয়ে দিল। আমি একটা সিগার ধরালাম। তারপর সে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ফায়ার প্লেসের আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল,

BanglaBook.org

"ওয়াটসন, তুমি এখন দিব্যি আরামে আছ দেখছি। যা ছিলে তার চেয়ে অনেক মোটা হয়েছ। ওজন কত বাড়ল? সাড়ে সাত পাউন্ড তো হবেই—"

"সাত পাউন্ড", আমি জবাব দিলাম।

"না; আমার মনে হচ্ছে আর একটু বেশি হবে। দেখছি তুমি পুরোদমে প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছ। প্র্যাকটিস করবার মতলব কিন্তু তুমি আমার কাছে কখনও বলোনি।"

"তা হলে তুমি জানলে কী করে," আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"আমি দেখতে জানি তাই জানতে পারি। আচ্ছা বলো তো দু'-তিন দিন আগে তুমি বৃষ্টিতে ভিজেছিলে কিনা? আর তোমার ঘরের কাজ করার লোকটি যেমন অলস তেমনই ফাঁকিবাজ কিনা?"

"হোমস," আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, "এটা তোমার ভয়ানক রকম বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তুমি যদি আজ থেকে দু'-তিনশো বছর আগে জন্মাতে লোকে তোমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারত। তুমি ঠিকই বলেছ, গত বৃহস্পতিবার আমাকে একটু পল্লি অঞ্চলে যেতে হয়েছিল আর আমি যাকে বলে কাকভেজা হয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। কিন্তু আমার আজকের পোশাক দেখে সে কথা তুমি জানলে কী করে? আর ঘরের কাজের মেয়েটির কথা যদি বলো তো তাকে এই মাস গেলেই ছাড়িয়ে দেব ঠিক করেছি। কিন্তু তার কাণ্ডও তো তোমার জানবার কথা নয়।"

হোমস খুশিতে হাত ঘষতে ঘষতে নিজের মনে হাসতে লাগল।

"আরে এ তো জলের মতো সোজা। তোমার বাঁ পায়ের জুতোর যেখানটায় ফায়ারপ্লেসের আগুনের আভা পড়েছে সেখানটায় দেখছি চামড়ার ওপর পর পর ছটা লম্বা আঁচড় টানা। বোঝাই যায় যে, অত্যন্ত যা তা করে দায়সারা ভাবে কেউ শক্ত কোনও কিছু দিয়ে জুতোয় লেগে থাকা শুকনো কাদা তুলতে চেষ্টা করেছে। আর এর থেকে আমি দুটো সিদ্ধান্ত করলাম। এক, তুমি ঝড় জলে ভিজেছিলে। আর তোমার কাজের লোকটি লন্ডন শহরের প্রধান অকর্মাদের একজন। আর তুমি যে ডাক্তারি করছ তার প্রমাণ পেলাম তুমি ঘরে পা দিতেই। যদি কোনও লোক ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে আইডোফর্মের গন্ধে ঘর ভরে যায়, যদি তার ডান হাতের তর্জনীতে সিলভার নাইট্রেটের কালো দাগ লেগে থাকে, আর তার মাথার লম্বা টুপির একদিকটা স্টেথিসকোপ গুঁজে রাখার জন্যে ফুলে থাকে, আর এই সব দেখেও আমি যদি বুঝতে না পারি যে, সে একজন রুগিদেখা ডাক্তার তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, আমার মতো মাথা-মোটা লোক লন্ডন শহরে আর দুটি নেই।"

হোমসের কথা শুনে আমি না হেসে পারলাম না।

"দেখো হোমস, তুমি যখন সব ব্যাপার বেশ করে বুঝিয়ে বলো তখন মনে হয় এ সব তো জলের মতো সহজ। এটা তো আমারও বলতে পারা উচিত ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারই তোমার কথা শুনে কেমন বোকা বনে যাই। অথচ ভগবান আমাকে তো তোমারই মতন এক জোড়া চোখ দিয়েছেন।"

"ঠিক কথা।" মৌজ করে পাইপ ধরাতে ধরাতে হোমস উত্তর দিল, "আসলে তোমরা সবকিছুই চোখ দিয়ে ওপর ওপর দেখো, মন দিয়ে গভীর ভাবে দেখো না। যেমন ধরো আমাদের একতলা থেকে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে তুমি কত বার ওঠানামা করেছ।"

"অসংখ্য বার।"

BanglaBook.org

"তবু?"

"কয়েক শো বার তো হবেই।"

"ভাল কথা। বলো তো সিঁড়িতে কটা ধাপ আছে?"

"কটা ধাপ আছে? মানে...মানে...।"

"দেখলে তো। তার মানে তুমি ভাল করে দেখোনি। আমি দেখেছি। ঠিক সতেরোটা ধাপ আছে। যাক গে। তুমি আমার ছোটখাটো রহস্য সমাধানের উৎসাহী সহকারী আর লেখক বলে তোমার এটা দেখা দরকার," এই বলে হোমস টেবিল থেকে একটা খোলা চিঠি তুলে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল। "চিঠিটা আজ বিকেলের ডাকে এসেছে।"

চিঠিটায় না আছে তারিখ না আছে লেখকের নাম বা ঠিকানা।

চিঠিটা এই রকম: "আজ রাত্তিরে পৌনে আটটা নাগাদ এক ভদ্রলোক বিশেষ গুরুতর একটি সমস্যার সমাধানের জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। কিছুদিন আগে ইউরোপের কোনও রাজবংশের সুনাম বজায় রাখতে আপনি যে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তার থেকে আমরা বুঝেছি যে, এই ধরনের গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার আপনাকে স্বচ্ছন্দে দেওয়া যায়। আপনার এই দক্ষতার কথা শুনেছি আমরা অনেক জায়গা থেকে। ওই সময়ে অবশ্যই বাড়ি থাকবেন। আর আগন্তুক যদি মুখোশ পরে থাকেন তো কিছু মনে করবেন না।"

চিঠিটা পড়ে আমি বললাম, "এ তো দেখছি রীতিমতো রহস্য। রহস্যটা কী ধরনের কিছু অনুমান করতে পেরেছ নাকি?"

"আমার হাতে কোনও তথ্য নেই। আর তথ্য ছাড়া সিদ্ধান্ত করাটা মস্ত ভুল। তাতে হয় কী, তথ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত না করে তথ্যগুলোকে আমরা মনগড়া সিদ্ধান্তের মতো করে নিতে চাই। সে কথা থাক। এখন এই চিঠিটা থেকে তুমি কী সিদ্ধান্ত করতে পারো বলো।"

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে চিঠির কাগজ আর হাতের লেখা পরীক্ষা করে হোমসকে নকল করে বললাম, "এই চিঠি যিনি লিখেছেন তিনি খুব ধনী লোক। এ চিঠির কাগজ যে রকম পুরু আর শক্ত তাতেই বোঝা যায় যে এটা দামি কাগজ।"

"ঠিক বলেছ। কাগজটা খুব পুরু আর শক্ত। আসলে এটা কোনও ব্রিটিশ কোম্পানির তৈরি কাগজই নয়। কাগজটা আলোর সামনে ধরো তো।"

কাগজটা আলোর সামনে ধরতেই নজরে পড়ল কাগজের মধ্যে জলছাপ প্রথমে বড় হাতের E ছোট হাতের g তারপরে বড় হাতের P আর সব শেষে বড় হাতের G আর ছোট হাতের t লেখা।

"এর থেকে কী বুঝলে?" হোমস আমাকে জিজ্ঞেস করল।

"হয় প্রস্তুতকারকের নাম না-হয় তার মনোগ্রাম।"

"না, তা নয়। Gt হচ্ছে জার্মান Gesellschaft-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, মানে 'কোম্পানি'। ইংরেজিতে যেমন আমরা Co লিখি তেমনি। Pp হচ্ছে Papier, কাগজ। এখন Egটা কী হতে পারে? দেখি তো কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ারখানা," বলতে বলতে হোমস বইয়ের শেলফ থেকে একটা মোটা বই নিয়ে এসে তার পাতা ওলটাতে লাগল। "এগলো...এগলোনিৎস...এই যে পেয়েছি এগরিয়া। বোহেমিয়ায় একটা জার্মানভাষী অঞ্চল। কার্লসবাডের খুব কাছে। জায়গাটা ভালেনস্টাইনের হত্যাস্থল বলে পরিচিত। এ

BanglaBook.org

ছাড়াও বহু কাচের কারখানা ও কাগজের কল আছে। কী বন্ধু, কেমন হল?" খুশিতে আটখানা হয়ে হোমস একমুখ পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে দিল।

"তা হলে বোঝা গেল কাগজটা বোহেমিয়ায় তৈরি।" আমি বললাম।

"হ্যাঁ। আর এই চিঠি যিনি লিখেছেন তিনি জার্মান। এই যে লিখেছেন 'আপনার এই দক্ষতার কথা আমরা শুনেছি অনেক জায়গা থেকে'—এই ধরনের বাক্য জার্মান ভাষারই বিশেষত্ব। কোনও ইংরেজ, ফরাসি বা রাশিয়ান এ ধরনের বাক্য লিখবে না। এখন প্রশ্ন হল এই জার্মান ভদ্রলোক যিনি বোহেমিয়ায় তৈরি কাগজে চিঠি লেখেন, মুখোশের আড়ালে মুখ ঢাকতে পছন্দ করেন, তিনি আমাদের কাছে কী চান। আর, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তো ওই তিনি আসছেন।"

হোমসের কথা শেষ না হতেই আমাদের বাড়ির সামনের ফুটপাথ ঘেঁষে খপখপ আওয়াজ করতে করতে একটা ঘোড়ারগাড়ি এসে থামায় হোমস শিস দিয়ে উঠল।

"শব্দ শুনে মনে হল দু'-ঘোড়ায় টানা গাড়ি" বলে হোমস জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। "ভারী সুন্দর একটা ছোট্ট ব্রুহাম গাড়ি। বুঝলে ওয়াটসন, ঘোড়া দুটোর তুলনা মেলা ভার। এক একটার দাম কম করে দেড়শো গিনি হবে। আর কিছু থাক বা না থাক, এই তদন্তে টাকার কমতি হবে না।"

আমি বললাম, "আমি তা হলে এখন চলি।"

"একদম নয়। যেখানে আছ ঠিক সেইখানেই বসে থাকো। তুমি হচ্ছ আমার বসওয়েল। তোমাকে ছাড়া আমার চলবে কী করে? আর তা ছাড়া মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং হবে। তুমি যদি এখন চলে যাও তো পরে তোমাকে হয়তো পস্তাতে হবে।"

"কিন্তু তোমার মক্কেল—"

"তার কথা বাদ দাও। তোমার সাহায্যের প্রয়োজন আমারও হতে পারে আবার তারও হতে পারে। অতএব ওই চেয়ারটাতেই বসে থাকো আর সব কথা মন দিয়ে শোনো।"

এতক্ষণ সিঁড়িতে যে ধীর অথচ ভারী পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল তা আমাদের দরজার কাছে এসে থেমে গেল। আর তারপর দরজায় বেশ জোর টোকা পড়ল।

হোমস বলল, "ভেতরে আসুন।"

দরজা ঠেলে যিনি ঘরে ঢুকলেন উচ্চতায় তিনি সাড়ে ছ'ফুটের বেশি তবু কম নন। তাঁর হাত-পা বুকের ছাতি হারকিউলিসকে মনে পড়িয়ে দেয়। তাঁর জামাকাপড় খুব দামি। এত দামি যে, ইংল্যান্ডের শিক্ষিত ভদ্রলোক একে বলবে রুচির বিকার। ডাবলব্রেস্টেড কোটের বুকে ও হাতায় আস্ট্রাকানের ভেড়ার লোমের বেড় আর লম্বা পটি দেওয়া। তাঁর ঘন নীল ক্লোকে লাল সিল্কের পটি বসানো। আর ক্লোকের ঘাড়ের কাছে একটা ব্রোচ। আর ব্রোচের ঠিক মধ্যিখানে দামি বেরিল পাথর বসানো। তাঁর বুট জুতোর, যা প্রায় পায়ের ডিম পর্যন্ত উঁচু, সামনে তামাটে রঙের 'ফার' দেওয়া। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোক অসম্ভব ধনী। তাঁর হাতে একটা চওড়া আকারের টুপি। কিন্তু তাঁর মুখের ওপরের দিক মুখোশে ঢাকা। আমার মনে হল মুখোশটা তিনি ঘরে ঢোকবার আগেই পরেছেন। কেননা তাঁর একটা হাত তখনও উঠে ছিল। মুখের তলার দিকটা খোলা। তাঁর ঠোঁট আর চিবুকের গড়ন দেখলে বোঝা যায় তিনি যেমন জেদি আর তেমনই দৃঢ়চেতা।

"আপনি আমার চিঠি পেয়েছিলেন?" ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন। গলার স্বর যেমন গম্ভীর

BanglaBook.org

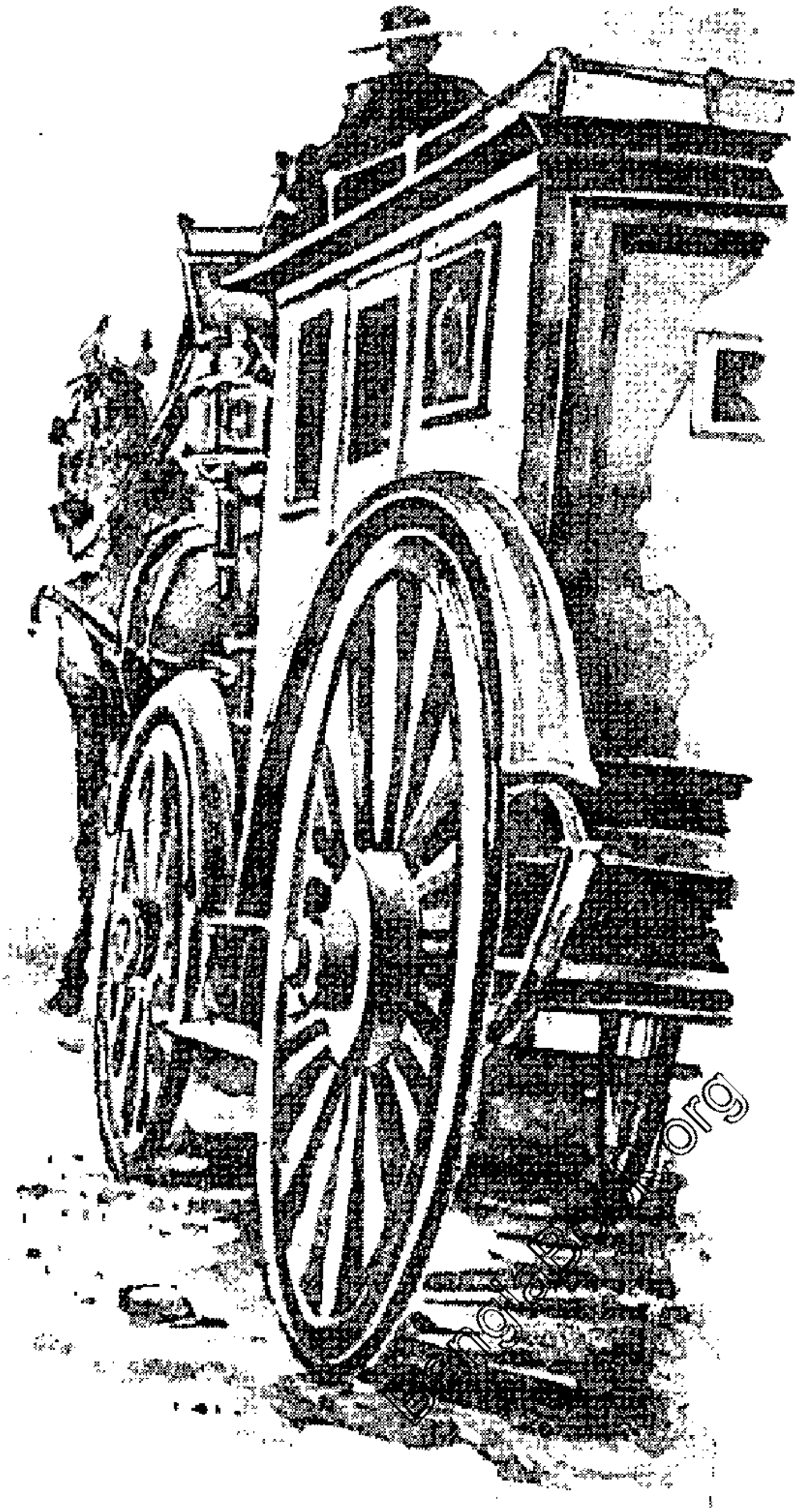

তেমনই কঠোর। উচ্চারণ জার্মানদের মতো। "আমি লিখেছিলাম যে আমি আসব।" আগন্তুক আমাদের দু'জনের মুখের দিকে তাকালেন। আমি বুঝলাম তিনি ধরতে পারেননি আমাদের মধ্যে কে শার্লক হোমস।

হোমস বলল, "আপনি অনুগ্রহ করে বসুন। ইনি আমার বন্ধু ও সহকারী ডাঃ ওয়াটসন। আমাকে আমার কাজে প্রয়োজনে সাহায্য করেন। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

"আমাকে আপনি কাউন্ট ফন ক্রাম বলে ডাকতে পারেন। আমার দেশ বোহেমিয়া। আমি আশা করি আপনার এই বন্ধুটি ভদ্রলোক এবং কোনও গোপন কথা ফাঁস করে দেবেন না জেনে নির্ভাবনায় সব কথা বলা যায়। তা যদি না হয় তো আমার সমস্যাটা আমি কেবলমাত্র আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।"

আমি উঠে যাবার জন্যে দাঁড়াতেই হোমস আমার হাত ধরে টেনে ফের বসিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার ব্যাপারে হয় আমরা দু'জনেই থাকব না হয় কেউই থাকব না। আপনার সব গোপন কথা আপনি স্বচ্ছন্দে এঁর সামনে বলতে পারেন।"

ঈষৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাউন্ট বললেন, "বেশ, সব কথাই বলছি। তবে আপনাদের কথা দিতে হবে যে, দু' বছরের মধ্যে এ সম্পর্কে একটি কথাও প্রকাশ করতে পারবেন না। তার পরে অবশ্য ব্যাপারটা জানাজানি হলেও কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু তার আগে যদি ব্যাপারটা ফাঁস হয় তো সমগ্র ইউরোপে হইচই পড়ে যাবে।"

হোমস বলল, "ঠিক আছে। আমি কথা দিচ্ছি।"

"আমিও।"

"কিন্তু কিছু মনে করবেন না, মুখোশটা আমি খুলতে পারব না। কেননা যিনি আমাকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন তিনি চান যে, তাঁর দূত হিসেবে আমি যেন আপনাদের অপরিচিতই থেকে যাই। ভাল কথা, আপনাদের কাছে আমার যে পরিচয় দিয়েছি তাও সম্পূর্ণ খাঁটি নয়।"

কিঞ্চিৎ নীরস গলায় হোমস উত্তর দিল, "তা বুঝতে পেরেছি।"

"সমস্ত ব্যাপারটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যাতে করে কোনও রকম গালগল্প, গুজব বা মিথ্যা রটতে না পারে তার জন্যে আমাদের সব রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ব্যাপারের সঙ্গে বোহেমিয়ার বংশানুক্রমিক রাজা অরমস্টাইনদের মান-সম্মান জড়িয়ে আছে।"

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ না খুলেই নিচু গলায় হোমস বলল, "এটাও আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম।"

আমাদের অতিথি কিছুটা বিস্মিত হয়ে চোখ বুজে আলস্যে গা এলিয়ে আরামকেদারায় শুয়ে থাকা হোমসের দিকে তাকিয়ে বোধহয় ভাবছিলেন এই কি সেই ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন দক্ষ রহস্যসন্ধানী যার সম্বন্ধে তিনি এত কথা শুনেছেন?

ধীরে ধীরে চোখ খুলে হোমস কিছুটা অসহিষ্ণু ভাবে বলল, "মহারাজ যদি অনুগ্রহ করে সমস্যাটা আমাকে খুলে বলেন তো আমার পক্ষে আপনাকে পরামর্শ দেওয়া সহজ হয়।"

হোমসের কথায় ভদ্রলোক চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে, বোধহয় হতাশায়, একটানে মুখোশটা ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, "আপনার অনুমান ঠিক। আমি বোহেমিয়ার রাজা। সত্য গোপন করে লাভ নেই।"

BanglaBook.org

৬

"ঠিকই বলেছেন; আপনি কোনও কথা বলবার আগেই আমি টের পেয়েছিলাম যে, আমি ভিলহেমল গটসরাইখ সিগিসমন্ড ফন অরমস্টাইন, কাসেল ফেলস্টাইনের গ্র্যান্ড ডিউক, বোহেমিয়ার রাজার সঙ্গে কথা বলছি।"

তখন আমাদের রাজা অতিথি একটা চেয়ারে বসে নিজের কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "বুঝতেই পারছেন যে এই ধরনের কাজে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু এটা এমনই একটা ব্যাপার যা কাউকেই বিশ্বাস করে বলতে পারি না। তাতে খবরটার গোপনীয়তা থাকবে না। তাই বাধ্য হয়ে নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ ভাবে গোপন করে প্রাগ থেকে আমি আসছি আপনার সাহায্য ও পরামর্শের জন্যে।"

"তা হলে অনুগ্রহ করে সব কথা আমাকে যথাসম্ভব খুলে বলুন।"

"ব্যাপারটা এই: বছর-পাঁচেক আগে বিশেষ কারণে আমাকে বেশ কিছু দিন ওয়ারশ শহরে থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ে আমার আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে পরিচয় হয়। অ্যাডলারের নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন।"

"ডাক্তার, আমার ইনডেক্স থেকে ওই নামটা বের করো তো।"

বহুকাল ধরে হোমস নানা টুকিটাকি খবর সংগ্রহ করে আসছে। অনেক দিন ধরে সংকলন করার জন্যে এখন এমন হয়েছে যে, এমন কোনও বিখ্যাত বা কুখ্যাত ব্যক্তি নেই বা বিষয় নেই যার সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু খবর তার সংগ্রহে নেই। ইনডেক্সের পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক ইহুদি ধর্মযাজক আর নৌবিভাগের পদস্থ কর্মচারীর যিনি গভীর সমুদ্রের মাছের ওপর খুব ভাল বই লিখেছেন—নামের মাঝখানে অ্যাডলারের নাম পাওয়া গেল।

"দেখি, দেখি" বলে হোমস বইটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিজেই পড়তে লাগল: "হুঁ, হুঁ, জন্ম নিউ জার্সিতে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে।...Contralto তারপর La Scala...বেশ বেশ...ওয়ারশ শহরে ইম্পিরিয়াল অপেরার প্রধান গায়িকা...অপেরা থেকে অবসর গ্রহণ...খুব ভাল...বর্তমানে লন্ডন শহরের বাসিন্দা।" তারপর বইটা বন্ধ করে বোহেমিয়ার রাজার দিকে চেয়ে বলল, "কিন্তু সমস্যাটা কী?"

"ওয়ারশ শহরে থাকবার সময় আমার লেখা কিছু ব্যক্তিগত কাগজপত্র অ্যাডলারের হাতে..."

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে হোমস বলল, "আছে। এখন আপনি সেগুলো ফেরত পেতে চান অথচ তিনি ফেরত দিচ্ছেন না, তাই তো?"

"ঠিক।"

"সেই কাগজপত্রগুলো কি কোনও কিছুর দলিল?"

"না।"

"তবে আর ভাবনা কী? অ্যাডলার বা অন্য কেউ যদি কখনও ওই সব কাগজপত্র দেখিয়ে আপনাকে অপদস্থ করতে চায় তো সোজা বলে দেবেন ও সব জাল কাগজ।"

"কিন্তু যে-কাগজে লেখা তা আমার ব্যক্তিগত প্যাডের কাগজ।"

"বলবেন একটা প্যাড চুরি গিয়েছিল।"

"হাতের লেখা যে আমার।"

"বলবেন কেউ আপনার হাতের লেখার নকল করে ওগুলো লিখেছে।"

"কাগজে আমার সিলমোহর করা আছে।"

BanglaBook.org

"ও জাঁ সিলমোহর।"

"ওই সঙ্গে আমার একটা ছবিও আছে।"

"আপনার ছবি দোকান থেকে সংগ্রহ করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।"

'কিন্তু সে ছবিতে আমরা দু'জনেই আছি।" বোহেমিয়ার রাজা একটু ইতস্তত করে বললেন।

"তা হলে অবশ্য মুশকিল। আপনি কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন।"

"হ্যাঁ। তখন আমার বয়স আর বুদ্ধি দু-ই কম ছিল।"

হোমস একটু চুপ করে থেকে বলল, "তা হলে তো জিনিসপত্রগুলো উদ্ধার করতেই হয়, বিশেষত ওই ছবিটা।"

"আমরা অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি।"

"তা হলে কিছু খরচ করে ওগুলো কিনে নিতে হবে।"

"ওঁর অভাব নেই। সুতরাং পয়সা দিয়ে কেনবার প্রশ্নই ওঠে না।"

"তা হলে চুরি করতে হয়।"

বোহেমিয়ার রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন, "সে চেষ্টা যে করা হয়নি তা নয়। দু'বার পেশাদার চোরকে দিয়ে ওঁর বাড়িতে চুরি করানো হয়েছে। একবার অ্যাডলার যখন বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছিলেন ওঁর সমস্ত মালপত্র ইচ্ছে করে ভুল ঠিকানায় পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করা হয়েছে। দু'বার রাস্তায় ওঁকে জোর করে আটকে তল্লাশি করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার মাল পাওয়া যায়নি।"

"জিনিসগুলো কোথায় থাকতে পারে তার হদিসও পাওয়া যায়নি?"

"না। কোনও হদিসই পাওয়া যায়নি।"

হোমস হেসে বলল, "আপনার সমস্যাটা সামান্য হলেও বেশ চিত্তাকর্ষক।"

মৃদু তিরস্কারের সুরে বোহেমিয়ার রাজা বললেন, "সমস্যাটা কিন্তু আমার পক্ষে খুবই গুরুতর।"

"কী ভাবে," হোমস প্রশ্ন করল।

"স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজার সঙ্গে কোনও একটা ব্যাপারে আমার যোগাযোগ হতে চলেছে। সে ব্যাপারটা অবশ্য আপনার না জানলেও চলবে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজা অত্যন্ত গোঁড়া। যদি কোনও ভাবে তিনি জানতে পারেন যে, আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তা হলে ওই যোগাযোগের ব্যাপারে আর এগোবেন না। ফলে সমস্ত ব্যাপারটা কেঁচে যাবে। তাতে আমারই ক্ষতি।"

"কিন্তু আইরিন অ্যাডলার এই ব্যাপারটা কী করে জানতে পারবেন?"

"আগামী সোমবার এই সম্পর্কে খবরের কাগজে একটা সংবাদ থাকবে। তখন অ্যাডলার কেন বিশ্ব-সংসারের সবাই জেনে যাবে। সুতরাং সোমবারের আগেই ওই কাগজপত্রগুলো উদ্ধার করতে হবে।"

"তা হলে তো আমাদের হাতে এখনও দিন তিনেক সময় আছে। ভালই হল," শার্লক হোমস বলল, "আমার হাতে দু'-একটা জরুরি কাজ আছে। আপনি এখন লন্ডনেই থাকছেন তো?"

"হ্যাঁ। কাউন্ট ফন ক্রাম এই নামে আমি ল্যাংহ্যামে উঠেছি।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে। কাজ কী রকম এগোচ্ছে তা চিঠি দিয়ে আপনাকে জানাব।"

"অবশ্যই। বুঝতেই পারছেন যে এই ব্যাপারে আমি খুবই উদ্‌বিগ্ন আছি।"

"খরচাপত্রের ব্যাপারটা—"

হোমসকে শেষ করতে না দিয়ে বোহেমিয়ার রাজা বললেন, "যত খরচা হয় হোক। প্রয়োজনে আমি আমার রাজ্যের একটা অংশ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ওই ছবিটা আমার চাই-ই চাই।"

"তা হলে হাতখরচা বাবদ কিছু দেবেন কি?"

বোহেমিয়ার রাজা তাঁর ক্লোকের ভেতর থেকে শ্যামর চামড়ার একটা পুরু ব্যাগ বের করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, "এতে হাজার পাউন্ড আছে।"

হোমস একটা কাগজে টাকার জন্যে রসিদ লিখে দিয়ে বলল, "অ্যাডলারের ঠিকানাটা কি আপনার জানা আছে?"

"ব্রিওনি লজ, সার্পেন্টাইন অ্যাভিনিউ, সেন্ট জনস উড।"

হোমস ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বলল, "আর একটা কথা। ছবিটা কি ক্যাবিনেট সাইজের?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে মহারাজ। আশা করি, দু'-একদিনের মধ্যে আপনাকে কিছু সুখবর দিতে পারব। শুভরাত্রি।"

বোহেমিয়ার রাজা চলে যাবার পর হোমস আমাকে শুভরাত্রি জানিয়ে বলল, "ওয়াটসন, যদি কাল বিকেলে তিনটে নাগাদ আসো তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।"

কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় আমি বেকার স্ট্রিটে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি শার্লক হোমস বাড়ি নেই। ল্যান্ডলেডি আমাকে বললেন যে, হোমস সকালে আটটার কিছু পরেই বেরিয়ে গেছে। হোমস যতক্ষণ না ফেরে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জেনে চেয়ারটা ফায়ারপ্লেসের কাছে সরিয়ে এনে আমি আরাম করে বসলাম। যদিও আগেকার দু'-একটা রহস্যের তুলনায় বর্তমান তদন্তে রোমহর্ষক ব্যাপার কিছু নেই, তবুও এই সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ব্যক্তিটির সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক খ্যাতির জন্য মনে মনে বিশেষ কৌতূহল অনুভব করছিলাম। তা ছাড়া, হোমসের অনুসন্ধানের পদ্ধতি, যে-কোনও অবস্থার মোকাবিলা করবার ক্ষমতা, এলোমেলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে থেকে আসল সত্যটা চট করে বুঝে নেওয়ার শক্তি আমাকে মুগ্ধ করে। অজস্র বার হোমসকে সকলরকম রহস্যের সফল সমাধান করতে দেখে আমি তার সাফল্য সম্বন্ধে এতই নিশ্চিন্ত যে সে যে কখনও ব্যর্থ হতে পারে, এমন চিন্তা আমার মাথাতেই আসত না।

চারটের একটু আগে একজন সহিস ধরনের লোক ঘরে ঢুকল। যদিও আমি আমার বন্ধুর ছদ্মবেশ ধারণের অসাধারণ ক্ষমতার কথা জানি তবুও এই একমুখ দাড়ি-গোঁফওয়ালা ময়লা জামাকাপড়-পরা অপরিষ্কার লোকটিকে তিন তিনবার দেখবার পরে বুঝলাম যে এ শার্লক হোমসই বটে। আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে হোমস নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

BanglaBook.org

পাঁচ মিনিট পরেই বেশ পরিবর্তন করে সে বেরিয়ে এল। তারপর ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা চেয়ারে বসে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসতে লাগল।

"ওহ্, কী কাণ্ড!" বলেই হোমস ফের এমন হাসতে শুরু করল যে হাসির চোটে তার দম বন্ধ হবার জোগাড়।

"হঠাৎ এত হাসির কী ঘটল?"

"সাংঘাতিক কাণ্ড! আমি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কী কী করেছি তা তুমি কোনও মতেই কল্পনা করতে পারবে না।"

"আমার মনে হচ্ছে যে তুমি সারাদিন আইরিন অ্যাডলারের বাড়ির চারপাশে সূত্রের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করেছ।"

"ঠিক তাই। কিন্তু শেষকালে যা হল তা ভাবাই যায় না। যাই হোক, বলছি শোনো। আটটার একটু পরেই আমি বেকার সহিসের ছদ্মবেশ নিয়ে তো বেরিয়ে পড়লাম। সহিস, গাড়োয়ান বা ওই ধরনের লোকদের মধ্যে যে কী প্রচণ্ড ভাব-ভালবাসা আছে তা তুমি জানো না। যদি তুমি ওদেরই একজন হয়ে ওদের দলে ভিড়ে যেতে পারো তো যে-কোনও রকম খবর তুমি অনায়াসে পেয়ে যাবে। আমি তো 'ব্রিওনি লজ' খুঁজে বের করলাম। সুন্দর ছোট্ট দোতলা বাড়ি। বাড়ির পেছনে বাগান। দরজায় 'চাবলক' লাগানো। ঘরগুলো বেশ সাজানো গোছানো। বিরাট বিরাট প্রায় মেঝে পর্যন্ত জানলা। জানলাগুলো ছিটকিনি দিয়ে আটকানো। তবে ছিটকিনিগুলো এমনই যে, যে-কোনও শিশুই সেগুলো খুলে ফেলতে পারে। বাড়ির পেছনে 'কোচহাউস'। কোচহাউসের ছাত থেকে বাড়ির ঢাকা বারান্দার জানলাটা ধরা যায়। বাড়িটার চারদিক খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও আর কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি।

"তার পর আমি ওইখানেই ঘুরঘুর করতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম যে, বাগানের একদিকের দেওয়ালের সঙ্গে লাগোয়া এক সারি আস্তাবল। আমি সেই আস্তাবলের লোকেদের সঙ্গে জুটে গিয়ে ঘোড়াগুলোকে দলাই মলাই করতে লাগলাম। তার বদলে কী পেলাম জানো? পেলাম দুটো পেন্স, একগ্লাস পানীয়, বেশ খানিকটা তামাক আর অ্যাডলার সম্বন্ধে যাবতীয় খবর। উপরন্তু ওই অঞ্চলের অন্য লোকেদের হাঁড়ির খবর আমাকে শুনতে হল।"

"অ্যাডলার সম্বন্ধে কী জানতে পারলে শুনি?"

"সার্পেন্টাইন মিউজের সবাই একবাক্যে তাঁর প্রশংসা করল। ঠান্ডা প্রকৃতির চমৎকার ভদ্রমহিলা। চুপচাপ থাকেন। মাঝে মাঝে জলসায় গান করেন। রোজ ঘড়ি ধরে বিকেল পাঁচটায় বেড়াতে যান, ফেরেন ঠিক সাতটায় ডিনারের আগে। জলসা না থাকলে অন্য সময় কখনও বাড়ি থেকে বের হন না। গডফ্রে নর্টন নামে ইনার টেম্পলের এক আইনজীবী রোজ অন্তত একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ভদ্রলোক বাবা অত্যন্ত সুপুরুষ। দেখো, এই হচ্ছে কোচোয়ান সহিসদের সঙ্গে ভাব জমাবার ফল। ওরা নর্টনকে বহুবার তাঁর বাসায় পৌঁছে দিয়েছে। ওদের অজানা খুব কম জিনিসই আছে। ওদের কাছ থেকে যতটা খবর পাওয়া গেল তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমি আবার ব্রিওনি লজের দিকে পা বাড়ালাম। কী ভাবে কোন দিক দিয়ে এগোনো যায় তাই ভাবছি।

"এই গডফ্রে নর্টন ব্যক্তিটি হাজির হয়ে পরিস্থিতি ঘোরালো করে তুলল। লোকটা পেশায় আইনজীবী। আমার প্রথম সমস্যা হল অ্যাডলারের সঙ্গে এর কী সূত্রে আলাপ সেটা জানা।

BanglaBook.org

নর্টন যদি অ্যাডলারের আত্মীয় বা বন্ধু হয় তো এক কথা; কিন্তু যদি অ্যাডলারের আইন বিষয়ের পরামর্শদাতা হয় তো খুব মুশকিল। নর্টন যদি অ্যাডলারের আত্মীয় বা বন্ধু হয় তো অ্যাডলার তাকে তার বিশেষ মূল্যবান বা গোপন পত্র দেখাবে না বা তার কাছে রাখতে দেবে না। কিন্তু সে যদি নর্টনের মক্কেল হয়? তা হলে তো অ্যাডলার তার গোপন ও মূল্যবান কাগজপত্র তাকে দেখাবে এবং চাই কী তার হেফাজতে রাখতেও দিতে পারে। বিশেষ করে যখন তার বাড়িতে বার-দুয়েক চুরি হয়েছে, তার মালপত্র খোয়া গেছে বা অন্য জায়গায় চলে গেছে এবং তাকে দু' দু'বার ছিনতাইকারীর হাতে পড়তে হয়েছে। তা যদি হয় তা হলে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটা অনেক বেড়ে গেল। এখন সমস্যা হল কোথা থেকে শুরু করি। 'ব্রিওনি লজ' না 'ইনার টেম্পল'?

"এই রকম সাতপাঁচ ভাবছি এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামল ব্রিওনি লজের সামনে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন এক ভদ্রলোক। তাঁকে এক লহমায় যা দেখলাম তাতে বুঝলাম ভদ্রলোক অসাধারণ সুপুরুষ। কোচোয়ানকে অপেক্ষা করতে বলে ভদ্রলোক দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে যে পরিচারিকাটি দরজা খুলতে এসেছিল তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। আমি বুঝলাম ইনিই সেই গডফ্রে নর্টন।

"ভদ্রলোক প্রায় আধ ঘণ্টা বাড়ির ভেতরে ছিলেন। আমি রাস্তা থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে তিনি ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন আর মাঝে মাঝে খুব হাত-পা নেড়ে কথা বলছেন। অ্যাডলারকে অবশ্য আমি দেখতে পাইনি। তারপর ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে কোচোয়ানকে বললেন, 'প্রথমে রিজেন্ট স্ট্রিটে গ্রস অ্যান্ড হ্যাংকি'র ওখানে যাব তারপর যাব এজোয়্যার স্ট্রিটে সেন্ট মনিকার গির্জাতে। কুড়ি মিনিটে নিয়ে যেতে পারলে আধ গিনি পাবে। চালাও জোরে।'

"ভদ্রলোক চলে যাবার পর কী করব ভাবছি এমন সময় একটা ল্যান্ডো এসে হাজির হল ব্রিওনি লজের সামনে। দেখলাম বেচারা কোচোয়ান তখন তার পোশাকের সব বোতামগুলো পর্যন্ত আটকাতে পারেনি। বুঝলাম হঠাৎ গাড়ির মালিকের বের হবার প্রয়োজন হয়েছে তাই তাকে পড়ি-মরি করে গাড়ি এনে হাজির করতে হয়েছে। গাড়িটা এসে থামতেই একরকম প্রায় ছুটে এসে অ্যাডলার গাড়িতে উঠলেন। 'জন, সেন্ট মনিকার গির্জা চলো। কুড়ি মিনিটে পৌঁছে দিতে পারলে আধ 'সভরেন' বকশিশ পাবে।'

"বুঝলে ওয়াটসন, এ রকম সুযোগ কখনও ছাড়া উচিত নয়। অথচ কী করে ওদের ধাওয়া করা যায়? একবার ভাবলাম ব্যাণ্ডোর পেছনে উঠে পড়ি। এমন সময় দেখি একটা ভাড়াটে গাড়ি আসছে। আমি সেই চলন্ত গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে গাড়োয়ানকে বললাম, শিগগির সেন্ট মনিকার গির্জা চলো। কুড়ি মিনিটে পৌঁছে দিলে আধ 'সভরেন' পাবে।

"আমার গাড়োয়ান তো খুব জোরে ঘোড়া ছোটাল। আমি তো মনে করতে পারছি না যে এত স্পিডে এর আগে আমি কখনও গাড়ি চড়েছি কিনা। যাক, আমি যখন গির্জাতে পৌঁছোলাম আগের দুটো গাড়িই তখন সেখানে পৌঁছে গেছে। আমি তো ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গির্জের ভিতরে গেলাম। ঢুকে দেখি যাদের অনুসরণ করে এসেছি তারা আর একজন পাদরি তিনজন দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। বেকার লোক যেমন স্রেফ সময় কাটাবার জন্যে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায় আমিও সেই রকম এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে গির্জের মধ্যে ঘুরতে লাগলাম।

BanglaBook.org

"হঠাৎ নর্টন আমাকে দেখতে পেয়ে আমার দিকে দৌড়ে এসে বলল, 'ওহ্ ভগবান রক্ষা করেছেন। ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। তোমাকে দিয়েই আমাদের কাজ হবে।' তারপর আমি কিছু বলবার আগেই আমাকে ধরে নিয়ে গেল পাদরির কাছে। তারপর? তারপর আমার উপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত গডফ্রে নর্টনের সঙ্গে শ্রীমতী আইরিন অ্যাডলারের শুভ বিবাহ হয়ে গেল।

"নববধূ আমাকে নগদ আধ সভরেন পুরস্কার দিল। তারপর তারা দু'জন দু'দিকে চলে গেল। শুধু যাবার আগে আইরিন গডফ্রেকে বলল যে সে বিকেলে পাঁচটার সময়ে পার্কে বেড়াতে যাবে।"

আমি বললাম, "এটা তো আবার নতুন ফ্যাকড়া হল। তার পরে তুমি কী করলে?"

"তারপর আমি একটু নিজের তদারকি করলাম।"

"সেটা আবার কী?"

"সকাল থেকে কিছু খাওয়াদাওয়া হয়নি। পেটে ছুঁচোয় ডন কষছিল তাই যা হোক চারটি মুখে দিলাম আর কি। যাকগে ওয়াটসন, এখন কিন্তু তোমার সাহায্য চাই।"

আমি বললাম, "বলো কী করতে হবে?"

"বেআইনি কাজে আপত্তি নেই তো?"

"মোটেই না।"

"পুলিশে যদি অ্যারেস্ট করে?"

"উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় তো তাতেও আপত্তি নেই।"

"উদ্দেশ্য যে সৎ এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত হতে পারো।"

"তা হলে আমি তোমার সঙ্গে আছি।"

"তা আমি গোড়া থেকেই জানতাম।"

"তা হলে বলো আমাকে কী করতে হবে?"

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে মিসেস টার্নার খাবারের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন, তাঁর হাত থেকে ট্রে-টা ধরে নিয়ে হোমস বলল, "দাঁড়াও, খেতে খেতে সব কথা তোমাকে বলছি।...এখন প্রায় পাঁচটা বাজে। দু'ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে আমাদের ঘটনাস্থলে হাজির হতে হবে। মিস আইরিন, থুড়ি মাদাম আইরিন ঠিক সাতটার সময় বেরিয়ে বাড়ি ফেরেন। সেই সময়ে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

"তারপর?"

"তার পরের কথা আমার ওপর ছেড়ে দাও। সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। শুধু একটা কথা। যাই ঘটুক না কেন তুমি কোনও ভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে না।"

"আমি শুধুই দর্শক?"

হোমস বলল, "গোড়ার দিকে খানিকটা তাই। যা-ই হোক, মন দিয়ে শোনো। ওখানে একটা ছোটখাটো গণ্ডগোল হয়তো হবে, আর আমাকে হয়তো ধরে ব্রিওনি লজের মধ্যে নিয়ে যাবে, তাতেও তুমি বিচলিত হবে না। মিনিট তিন-চার পরে একটা ঘরের জানলা খুলে যাবে আর তুমি চুপি চুপি ওই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।"

"বেশ।"

"তারপর আমি এই ভাবে হাত তুললে, যে-জিনিসটা তোমাকে এখন দেব সেটা ঘরের

BanglaBook.org

BanglaBook.org

মধ্যে ছুড়ে দিয়ে 'আগুন, আগুন' বলে চেঁচাবে। বুঝলে?"

"বুঝেছি।"

"এটা মারাত্মক কোনও কিছু নয়," বলে হোমস পকেট থেকে লম্বা সিগারের আকারের একটা জিনিস বের করে আমাকে দিলে। "এটা একটা পটকা। সাধারণ পটকা থেকে তফাত এই মাত্র যে এর দু' দিকেই বারুদ থাকায় আলাদা করে আগুন দিতে হয় না। তোমার কাজ হল ওই পটকা ছুড়ে দেওয়াটুকু। তুমি 'আগুন' বললেই চারপাশের আর সকলে চিৎকার শুরু করে দেবে আর সেই সুযোগে তুমি ওখান থেকে চলে এসে বড় রাস্তার মোড়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি মিনিট দশেকের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাব।"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম যে তাই হবে। হোমস তখন নিজের ঘরে গেল বাইরে বের হবার জন্যে প্রস্তুত হতে।

হোমসের ঘর থেকে বেরিয়ে এল অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ এক মাঝবয়সি পাদরি। হোমসের ছদ্মবেশ নেওয়ার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল এই যে, সে যখন যে-চরিত্রের ছদ্মবেশ নেয় তখন ঠিক সেই চরিত্র অনুযায়ী কথাবার্তা তো বলেই, চলাফেরাটাও হুবহু তাদের মতো করে। আমার এক এক সময় মনে হয় যে, হোমস যদি অভিনয় করত তা হলে তার সমকক্ষ অভিনেতা পাওয়া শক্ত হত।

সোয়া ছ'টা নাগাদ বেকার স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে আমরা যখন সার্পেন্টাইন অ্যাভিনিউয়ে পৌঁছোলাম তখন সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। সন্ধে হয়ে এসেছে। রাস্তার আলো সেই সবে একটা-দুটো করে জ্বলতে শুরু করেছে। হোমসের মুখে ব্রিওনি লজের যে রকম বিবরণ শুনেছিলাম বাড়িটা অবিকল সেই রকম। তবে আমি ভেবেছিলাম এলাকাটা নির্জন হবে। তা কিন্তু মোটেই নয়। রাস্তায় লোকজনের বেশ ভিড় আছে। দেখলাম রাস্তার একদিকে আধময়লা জামাকাপড় পরা কয়েকজন লোক জটলা করছে। তাদের থেকে কিছুটা দূরে একটা ছুরি-কাঁচি-শানওয়ালা আর জনদুয়েক পাহারাদার নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করছিল। তা ছাড়া পথচারীও কমতি ছিল না।

আমরা ব্রিওনি লজের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিলাম। হোমস বলল, "এখন ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ছবিটা ওঁর কাছেই আছে। এখন প্রশ্ন হল কোথায় আছে?"

"সেই তো, কোথায় আছে সেটাই প্রশ্ন।"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছবিটা উনি সঙ্গে নিয়ে বেড়ান না। প্রথমত ক্যাবিনেট সাইজের ছবি নিয়ে ঘোরাঘুরি করা অসুবিধেজনক আর দ্বিতীয়ত, উনি জানেন যে বোহেমিয়ার রাজা ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে যে-কোনও সময়ে ওঁকে রাস্তায় আটকাতে পারেন।"

"তা হলে ছবিটা আছে কোথায়?"

"অনেক জায়গাতেই থাকতে পারে। ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট ভল্টে থাকতে পারে। তাঁর উকিলের কাছেও থাকতে পারে। তবে আমার ধারণা ছবিটা ওঁর কাছেই এবং ওই বাড়িতেই আছে। কেননা সাধারণত মেয়েরা নিজেদের জিনিস নিজেদের কাছেই রাখতে চায়।"

"কিন্তু ওঁর বাড়িতে তো দু'বার চুরি করাতে হয়েছে," আমি বললাম।

"আরে দূর, ওরা জানেই না জিনিসটা কোথায় আছে।"

"তুমিই কি জানো যে খুঁজে পাবে?"

BanglaBook.org

"আমি তো খুঁজব না। উনিই আমায় দেখিয়ে দেবেন।"

"কেন উনি তা করতে যাবেন শুনি?"

"না করে ওঁর উপায় থাকবে না।...ওই বোধহয় ওঁর গাড়ি এসে পড়ল। যেমন যেমন বলে দিয়েছি সেইমতো করো।" হোমস চট করে কোথায় মিলিয়ে গেল।

একটা চমৎকার ল্যান্ডো ব্রিওনি লজের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। গাড়িটা থামতে না থামতেই একটা লোক দৌড়ে গেল গাড়ির দরজা খুলে দু'-চার পয়সা পাবার জন্যে। একই উদ্দেশ্যে আর-একজন লোকও ছুটে গেল। আর কে দরজা খুলবে এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। আর অমনি ওই সময়ে ওখানে যত লোক ছিল সবাই ছুটে গিয়ে এক একজনের পক্ষ নিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে লাগল।

এরই মধ্যে ভদ্রমহিলা গাড়ি থেকে নেমে খুব মুশকিলে পড়ে গেলেন। তাঁকে ঘিরে দু'পক্ষের বচসা তখন পুরোদমে জমে উঠেছে। এর মধ্যে কে আবার কাকে যেন দু'-এক ঘা দিয়ে দিয়েছে। হোমস ভদ্রমহিলাকে ওদের মধ্যে থেকে বের করে আনবার জন্যে ছুটে গিয়েই আর্তনাদ করে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল; তার মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মজাটা হল তারপর। হোমসকে ওই ভাবে পড়ে যেতে দেখে বেশির ভাগ লোকই সেখান থেকে সরে পড়ল। আইরিন এই গোলমালের মধ্যে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছিলেন। বাড়ির দরজা থেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "উনি কি খুব বেশি চোট পেয়েছেন?"

কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, "লোকটা মরে গেছে।"

"না, না, এখনও বেঁচে আছে। তবে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই শেষ হয়ে যাবে।"

একজন ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "ফাদারের খুব সাহস। উনি ছুটে না গেলে ওই গুন্ডা-বদমায়েসগুলো মাদামের ঘড়ি আর ব্যাগ ছিনতাই করে পালাত।"

"এঁকে তো এই ভাবে রাস্তায় ফেলে রাখা যায় না। যতক্ষণ না চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় এঁকে আপনার বাড়িতে শুইয়ে রাখা যাবে কি?"

"নিশ্চয়ই। ওঁকে ভেতরে নিয়ে এসে আরাম করে শুইয়ে দাও", আইরিন জবাব দিলেন।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম কী রকম ধরাধরি করে হোমসকে আইরিনের বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এই রকম কপটতা করতে আমার খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু আমি নিরুপায়। হোমসের সঙ্গে কথার খেলাপ করাটা চরম বিশ্বাসঘাতকতা হবে ভেবে মনকে শক্ত করে পটকা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খানিকক্ষণ পরে দেখলাম হোমস ধীরে ধীরে উঠে বসে এমন ভাব করছে যেন তার দমবন্ধ হয়ে আসছে। কে একজন তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকের একটা জানলা খুলে দিল। আমি জানলাটার দিকে এগিয়ে যেতে না যেতেই হোমস তার একটা হাত তুলল। আর তৎক্ষণাৎ পটকা ছুড়ে দিয়েই আমি 'আগুন' বলে চিৎকার করে উঠলাম। আমার মুখের কথা খসতে না খসতেই সেখানে যত লোক ছিল সবাই 'আগুন, আগুন' বলে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। আমি দেখলাম সেই ঘরটা থেকে হু-হু করে চাপ চাপ কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। দু'-চার মিনিট পরে হোমস বেরিয়ে এসে সকলকে আশ্বাস দিয়ে জানাল যে আগুনটাগুন কিছু লাগেনি। আমি তখন বড় রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম।

BanglaBook.org

"ডাক্তার, তোমার অপারেশন সাকসেসফুল, খুব ভাল হয়েছে," হোমস আমার পিঠ চাপড়ে দিল।

"ছবিটা উদ্ধার করতে পেরেছ?"

"আমি জানতে পেরেছি সেটা কোথায় আছে।"

"কী ভাবে?"

"তোমাকে যা বলেছিলাম। উনিই আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন।"

"বুঝতে পারলাম না।"

"তবে শোনো ডাক্তার। এটা নিশ্চয়ই বুঝেছ যে, আজকের সবটাই সাজানো ঘটনা। এরা সকলেই আমার ভাড়া-করা লোক।"

"সেটা বুঝেছি।"

"এখন বাকিটা শোনো। যখন গোলমাল আরম্ভ হল তখন আমি তো ছুটে গেলাম। গোড়া থেকেই আমার হাতের চেটোয় লাল রং লাগানো ছিল। আমি দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে পড়ে যাবার সময় সব রং সারা মুখে ভাল করে লাগিয়ে নিলাম। এটা অবশ্য খুবই পুরনো কৌশল। তারপর আমাকে তো ধরাধরি করে আইরিনের খাসকামরায় নিয়ে গিয়ে একটা বড় সোফায় শুইয়ে দিল। এই ঘরটার ওপর আমার গোড়া থেকেই নজর ছিল। এটা বাইরের বসবার ঘর আর আইরিনের শোবার ঘরের মাঝখানে। তারপর আমি এমন ভাব করলাম যেন বন্ধ ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তখন রাস্তার দিকের জানলা খুলে দেওয়া হল। আর তুমিও ঠিক তালমাফিক পটকাটা ছুড়লে।"

"তাতে তোমার কী সুবিধে হল?"

"ওইটেই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তুমি লক্ষ করেছ কি না তা জানি না, বাড়িতে আগুন লাগলে বাড়ির মেয়েরা আগে বাঁচাতে যায় সে জিনিসটা যেটা তার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। ডার্লিংটন তদন্তের সময় দেখেছিলাম বাড়িতে আগুন লাগতেই ভদ্রমহিলা ছুটলেন তাঁর বাচ্চা ছেলে যেখানে ছিল সেইখানে। আর আর্নসওয়ার্থ ক্যাসল তদন্তের সময় দেখেছিলাম আগুন লেগেছে শুনেই ভদ্রমহিলা দৌড়েছিলেন নিজের গয়নার বাক্স সামলাতে। আজও একই ব্যাপার হল। ওই চাপ চাপ কালো ধোঁয়া আর হই-হট্টগোলে যে-কোনও লোকই ঘাবড়ে যেত। ছবিটা আছে ঘরের দেওয়াল বরাবর যে কাঠের প্যানেল আছে তার ডান দিকের ঘণ্টাটানা দড়ির পেছনের একটা খোপে। আমি আড়চোখে দেখলাম আগুন লেগেছে শুনেই ভদ্রমহিলা ওইখানকার প্যানেলটা ঠেলে সরিয়েছেন। আমি যখন বললাম যে আগুন লাগেনি, তখন তিনি চট করে সেখান থেকে সরে এসে পটকাটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমিও সেই সুযোগে পালিয়ে এলাম। একবার ভেবেছিলাম ছবিটা নিয়েই আসি। কিন্তু দেখলাম কোচোয়ান সেখানে হাজির রয়েছে।

"আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ। কাল সকালে বোহেমিয়ার রাজাকে সঙ্গে নিয়ে আইরিনের সঙ্গে দেখা করতে আসব। তিনি যখন সাজগোজ সেরে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন ততক্ষণে আমরা ছবিটা বরখাস্ত করে ওখান থেকে লম্বা দেব।"

"কাল কখন আসবে?"

"এই ধরো আটটা নাগাদ।"

BanglaBook.org

এই সব আলোচনা করতে করতে আমরা বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে গেছি। হোমস পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলছিল এমন সময় একজন পথচারী বললেন, "শুভরাত্রি মিস্টার শার্লক হোমস।" রাস্তায় তখন অনেক লোক ছিল তাই কে যে বলল ঠিক বোঝা গেল না। মনে হল একটি যুবকই বোধহয় সম্ভাষণ করল।

হোমস বলল, "গলাটা চেনা চেনা ঠেকল। ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

সেই রাত্রিটা আমি বেকার স্ট্রিটে কাটালাম। পরদিন সকালে আমরা কফি টোস্ট দিয়ে সবেমাত্র ব্রেকফাস্ট সাঙ্গ করেছি, আর তখনই বোহেমিয়ার রাজা এলেন।

"আপনি ছবিটা পেয়েছেন?" তিনি অধীর ভাবে প্রশ্ন করলেন।

"পাইনি তবে পাবার আশা রাখি।"

"তা হলে চলুন ছবিটা উদ্ধারের জন্যে যাওয়া যাক।"

"হ্যাঁ। দাঁড়ান, আগে একটা গাড়ি ডাকাই।"

"কেন আমারই তো গাড়ি রয়েছে।"

"চলুন।"

ব্রিওনি লজে পৌঁছে দরজার বেল টিপতেই একজন বয়স্কা পরিচারিকা এসে দরজা খুলে বলল, "আপনাদের মধ্যে কেউ কি মিস্টার শার্লক হোমস?"

"আমিই শার্লক হোমস", বিস্মিত হয়ে আমার বন্ধু উত্তর দিল।

"আমাদের গিন্নিমা বলছিলেন যে, আপনি হয়তো আসতে পারেন। তিনি আপনাকে বলতে বলেছেন যে আজ ভোরে ৫-১৫ মিনিটের ট্রেনে তিনি চেয়ারিং ক্রশ থেকে ইউরোপের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন।"

"সে কী। তিনি ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে গেছেন?"

"হ্যাঁ। আর তিনি কখনও ইংল্যান্ডে ফিরবেন না।"

হতাশায় ভেঙে পড়ে বোহেমিয়ার রাজা বললেন, "তা হলে ছবি আর কাগজপত্রগুলোও ফেরত পাওয়া যাবে না।"

"চলুন দেখি," বলে একরকম জোর করে সেই পরিচারিকাকে সরিয়ে দিয়ে হোমস ঘরে ঢুকে গেল। তারপর সেই খাসকামরার ঘণ্টা-টানা দড়ির কাছে কাঠের প্যানেল সরিয়ে একটা খোপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সেখান থেকে একটা ছবি আর খাম বের করল। ছবিটা সান্ধ্য পোশাক-পরা আইরিন অ্যাডলারের। আর খামটার ওপরে লেখা শার্লক হোমস এস্কোয়ার।

খাম ছিঁড়ে হোমস চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

প্রিয় মিস্টার শার্লক হোমস,

সত্যই আপনার ক্ষমতা অসাধারণ। আপনি আমাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছেন। কিন্তু আগুনের মিথ্যে হল্লার আগে পর্যন্ত আমি কোনও রকম সন্দেহই করতে পারিনি। কিন্তু যখন ব্যাপারটা বুঝলাম তখন আমি ধরা পড়ে গেছি। অনেকদিন আগে আমাকে বহু লোক আপনার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল যে, বোহেমিয়ার রাজা যদি নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে কোনও লোককে নিযুক্ত করেন তো সে লোক হলেন আপনি। তারা আপনার ঠিকানাও আমাকে দিয়েছিল। এ সমস্ত জানা সত্ত্বেও আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন।

BanglaBook.org

মনে মনে সন্দেহ হলেও একজন নিরীহ পাদরিকে এর সঙ্গে জড়াতে মন চাইছিল না। যাই হোক, আপনি হয়তো জানেন যে, একসময়ে আমিও অভিনয় করতাম। তাই পুরুষের ছদ্মবেশ ধরা আমার পক্ষে মোটেই শক্ত নয়। তাই আমার কোচোয়ান জনকে আপনার ওপর নজর রাখতে বলে আমি মেকআপ নিতে যাই। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আপনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে অনুসরণ করি।

আপনার বাড়ির দরজার কাছে এসে নিশ্চিত হলাম যে বিখ্যাত শার্লক হোমস আমার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন। অহমিকার বশে আমি আপনাকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে আসি।

তারপর ভেবে ভেবে ঠিক করি যে আপনার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে এখান থেকে পালানো ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। কাল সকালে আপনি এসে দেখবেন পাখি উড়ে গেছে। ভাল কথা, আপনার মক্কেলকে বলবেন ছবির জন্যে তিনি যেন বিন্দুমাত্র উদ্‌বেগ না করেন।...

ইতি

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত

আইরিন নর্টন (অ্যাডলার)

এইভাবে এই কাহিনীর ওপর যবনিকা পড়ল। বোহেমিয়ার রাজা কেলেঙ্কারির ভয় থেকে মুক্তি পেলেন ঠিকই কিন্তু শার্লক হোমসের সমস্ত প্ল্যানকে উলটে দিলেন অসামান্য বুদ্ধিমতী এক মহিলা।

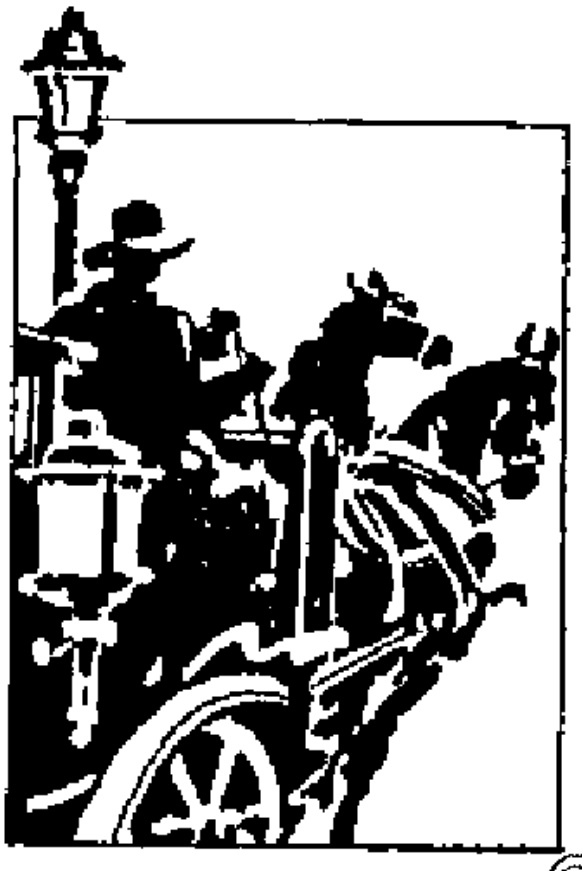

BanglaBook.org

লালচুল সমিতি

এই ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছরের শরৎকালের গোড়ায়। একদিন শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি যে, সে বেশ মোটাসোটা লালমুখ এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব নিবিষ্ট হয়ে কথাবার্তা বলছে। আমার চোখ পড়ল ভদ্রলোকের মাথার দিকে। তাঁর মাথার চুল একদম টকটকে লাল। অসময়ে এসে পড়ে তাঁর কাজের অসুবিধে ঘটানোর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতেই হোমস আমাকে প্রায় একরকম জোর করেই ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

শার্লক হোমস খুশি খুশি গলায় বলে উঠল, "ওয়াটসন, বড় ভাল সময়ে এসে পড়েছ।"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, তুমি কোনও জরুরি কাজে ব্যস্ত রয়েছ।"

"ঠিক ধরেছ। খুব জরুরি কাজে ব্যস্ত রয়েছি।"

"তা হলে আমি না হয় ততক্ষণ পাশের ঘরে বসিগে।"

"আরে ব্যাপারটা জরুরি বলেই তো বলছি যে, তুমি এসে পড়ায় বেশ ভাল হল।"

তারপর সেই ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে হোমস বলল, "মিঃ উইলসন, ইনি আমার সহকারী ডাঃ ওয়াটসন। এঁর সাহায্যে আমি অনেক জটিল সমস্যার সুচারু সমাধান করেছি। মনে হচ্ছে যে আপনার এই রহস্যের তদন্তেও এঁর সাহায্য আমার দরকার হবে।"

হোমসের কথায় ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকালেন। বেশ মাংসল ভারী মুখ। ছোট ছোট গোল চোখ চর্বিতে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

"ওয়াটসন, তুমি ওই সোফাটায় বোসো।"

হোমস তার নিজের আরামকেদারায় আধশোয়া হয়ে তার অভ্যাসমতো দু'হাতের আঙুলের ডগাগুলো ঠেকাতে লাগল।

"ওয়াটসন, তোমার সঙ্গে আমার চরিত্রের মিল কোথায় জানো? আমাদের একঘেয়ে প্রাত্যহিক জীবনের বাঁধা রুটিনের বাইরে যে-সব অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে, তার প্রতি আমাদের দু'জনেরই একটা টান বা দুর্বলতা যা-ই বলো আছে। আর তা না হলে তুমি আমার এই সব সামান্য রহস্য সমাধানের ঘটনাগুলো অত যত্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে না। ঠিক কিনা বলো?"

আমি বললাম, "তুমি তো জানো যে, রহস্যের সমাধানে তোমার যে কৌশল—যা আসলে তোমার অসামান্য বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ শক্তি আর বিশ্লেষণক্ষমতা—তা আমার কী রকম ভাল লাগে।"

আমাকে বাধা দিয়ে হোমস বলল, "তোমার বোধহয় মনে আছে, মিস মেরি সাদারল্যান্ডের অত্যন্ত সহজ সরল সমস্যাটা তদন্ত করবার সময়ে কথাপ্রসঙ্গে তোমাকে

BanglaBook.org

বলেছিলাম যে, আমাদের চারপাশে রোজই এমন সব অদ্ভুত, এমন সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে চলেছে যা কল্পনাই করতে পারা যায় না। সত্যি কথা বলতে কী, বাস্তব জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা অভিনবত্বে কাল্পনিক রহস্যকাহিনীকেও হার মানায়।"

"হ্যাঁ। আমার মনে আছে। আর এও মনে আছে যে, এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারিনি।"

"কিন্তু ডাক্তার, শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমার কথা মেনে নিতেই হবে। আমি তোমার সামনে একটার পর একটা এমন অকাট্য প্রমাণ এমন নির্ভুল তথ্য এনে হাজির করব যে, শেষকালে ওই প্রমাণ আর তথ্যের চাপে তোমার সব যুক্তি ভেঙে একদম টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এই মিঃ জাবেজ উইলসনের কথাই ধরো না। ইনি আমাকে এঁর জীবনের খুব সম্প্রতি-ঘটা এক অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলেন। এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার আমি আগে কখনও শুনিনি। আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি যে, বড় বড় খুন, ডাকাতি বা ওই ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার ভেতরে কোনও নতুনত্ব বা চমক থাকে না। কিন্তু ছোটখাটো অনেক ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক সময়ে খুব বিপদে পড়তে হয়। কখনও কখনও এমনও হয়, এই সব অতি সাধারণ ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে এত তুচ্ছ বলে মনে হয় যে, সেগুলোর সঙ্গে কোনও দুষ্কর্মের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ আছে বলে ভাবতেই পারা যায় না। এতক্ষণ পর্যন্ত মিঃ উইলসনের মুখে ওঁর কথা যতটা শুনেছি তার থেকে এ ব্যাপারটা আদৌ কোনও অপরাধমূলক ঘটনা কিনা সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারছি না। তবে ওঁর অভিজ্ঞতা যে দারুণ ইন্টারেস্টিং সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মিঃ উইলসন, আপনি যদি দয়া করে আপনার বক্তব্য আর একবার গোড়া থেকে বলেন তো খুব ভাল হয়। ভাববেন না যে ডাঃ ওয়াটসনকে শোনাবার জন্যে আবার আপনাকে সব কথা বলতে বলছি। আমি নিজেই এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিবরণ আপনার মুখ থেকে আবার শুনতে চাই, যাতে সামান্যতম কোনও সূত্রও আমার নজর এড়িয়ে না যায়।

"সাধারণত আমি যখন কোনও সমস্যার কথা শুনি তখন সর্বদা চেষ্টা করি সেই ঘটনার মধ্যে থেকে এমন কোনও সূত্র বের করতে, যার সঙ্গে আমার জানা কোনও ঘটনার মিল আছে। আর যখনই সে রকম কোনও সূত্র পেয়ে যাই, তখনই আমার জানা ওই ধরনের হাজার হাজার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে আমি ওই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করি। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আপনার এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করা যায়, এমন কোনও ঘটনার কথা আমার জানা নেই।"

হোমসের কথা শুনে সেই শাঁসেজলে চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বেশ একটু গর্বিত ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা বহু-ভাঁজ-করা ময়লা খবরের কাগজ বের করলেন। তারপর সেই কাগজটা তাঁর হাঁটুর ওপর সম্পূর্ণ বিছিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় কী যেন খুঁজতে লাগলেন। আর সেই সুযোগে আমিও ভদ্রলোককে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। ইচ্ছে, হোমসের পদ্ধতির নকলে আমিও ভদ্রলোক সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করতে পারি কিনা দেখা।

আমাদের মক্কেলের চেহারা, পোশাক, হাবভাব অবিকল আর-পাঁচজন ব্রিটিশ ব্যবসাদারের মতোই। গোলগাল, ধীর-স্থির, চোখেমুখে একটু মুরুব্বিয়ানার ভাব। তাঁর পরিধানে চেককাটা ঢোলা ট্রাউজার্স, আধময়লা ফ্রক-কোটের বুকের বোতামগুলো খোলা।

BanglaBook.org

BanglaBook.org

তার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে ময়লা ওয়েস্টকোট আর তাতে একটা মোটা তামার অ্যালবার্ট চেন। চেনের থেকে একটা চৌকো আকারের ধাতব পদার্থ ঝুলছে। তাঁর টপহ্যাটটা বহুদিনের ব্যবহারে বেশ জীর্ণ হয়ে গেছে। আর চেয়ারের ওপরে রাখা তাঁর ওভারকোটের খয়েরি রংটা একদম চটে গেছে। খুব খুঁটিয়ে দেখেও তাঁর অস্বাভাবিক লাল রঙের চুল আর চোখে মুখে হতাশা এবং বিরক্তি ছাড়া কিছুই লক্ষ করলাম না।

হঠাৎ খেয়াল হল যে, শার্লক হোমস আমাকে দেখছে। আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে হেসে বলল, "এই ভদ্রলোককে জীবনের এক সময়ে কঠোর শারীরিক শ্রম করতে হয়েছে। এঁর নস্যি নেবার অভ্যেস আছে। ইনি ফ্রি-মেসন দলের সভ্য। চিনদেশে ঘুরে এসেছেন। আর সম্প্রতি খুব লেখালেখির কাজ করছেন। এর বাইরে আমি আর কিছু জানতে পারিনি।"

ভয়ানক রকম চমকে উঠে মিঃ জাবেজ উইলসন শার্লক হোমসের দিকে তাকালেন।

"কী আশ্চর্য! এসব কথা আপনি কেমন করে জানলেন বলুন তো? মিঃ হোমস, আপনি কি ম্যাজিক জানেন? সত্যি করে বলুন তো কী করে জানলেন যে, আমি শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতাম। ঠিক বলেছেন, এক সময়ে আমি জাহাজ তৈরির কারখানায় ছুতোরের কাজ করতাম।"

"যে-কেউ আপনার হাতের দিকে ভাল করে লক্ষ করবে সেই বুঝবে যে আপনার ডান হাতের পেশি বাঁ হাতের পেশির চেয়ে মোটা, প্রায় এক সাইজ বড়। এটা তখনই হতে পারে যদি আপনি আপনার ডান হাতকে বাঁ হাতের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করিয়ে থাকেন।"

"বুঝলাম। কিন্তু নস্যি নেওয়ার আর ফ্রি-মেসন সংস্থার ব্যাপারটা কী করে জানলেন?"

"সে কথা খুলে বলব না। বললে আপনার বুদ্ধির অপমান করা হবে। বিশেষত আপনি যখন আপনার দলের সুস্পষ্ট নিয়ম না মেনে বুকে ওই রকম 'টাই-পিন' লাগিয়েছেন।

"ও হো! এইটের কথা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু লেখার কথা আপনি কী করে বুঝলেন?"

"আপনার ডান হাতের জামার কাছে প্রায় পাঁচ-ইঞ্চি পরিমাণ খুব চকচকে আর বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে একটা বেশ মোটা গোল দাগ পড়েছে ডেস্ক বা টেবিলের ওপর ভর দিয়ে রাখার জন্যে।"

"এটাও বোঝা গেল। কিন্তু চিনে যাওয়ার ব্যাপারটা?"

"আপনার ডান হাতের কবজির ঠিক ওপরে একটা মাছের উলকি আঁকা রয়েছে। ওই ধরনের মাছ শুধুমাত্র চিনদেশেই আঁকা হয়ে থাকে। বিচিত্র ধরনের উলকি আঁকার পদ্ধতির ওপর আমার কিছু পড়াশোনা আছে। এ বিষয়ে আমি একটা পুস্তিকাও লিখেছি। ওই মাছের আঁশে যে খুব ফিকে গোলাপি রং দেওয়া হয়েছে তা একমাত্র চিনে শিল্পীরাই পারে। আমি আরও নিশ্চিত হলাম যখন দেখলাম আপনার ঘড়ির চেনে একটা চিনের মুদ্রা লাগানো।"

হোমসের কথা শুনে মিঃ উইলসন খুব একচোট হেসে বললেন, "সত্যি প্রথমটায় আপনি আমাকে খুব ঘাবড়ে দিয়েছিলেন। আমি তো ধরে ভাবছিলাম কী অলৌকিক কাণ্ড! এখন দেখছি সবটাই তো জলবৎ তরল।"

"বুঝলে ওয়াটসন, সবাইকে সব কথা খুলে বলে আমি বোধহয় আমার নিজের ক্ষতি করছি। লোকে যে-জিনিসটা বুঝতে পারে না সেটাকে খুব বড় করে দেখে। এই রকম করে

BanglaBook.org

সকলকে সব কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললে বাজারে আমার যে সামান্য খাতির আর খ্যাতি হয়েছে তা দু'দিনে তলিয়ে যাবে।...আপনি কি সেই বিজ্ঞাপনটা খুঁজে পেলেন, মিঃ উইলসন।"

"হ্যাঁ। এই যে।" তিনি বিজ্ঞাপনের কলমের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালেন। "এই সেই বিজ্ঞাপন। আপনি নিজেই পড়ুন," বলে মিঃ উইলসন কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমি তাঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে বিজ্ঞাপনটা পড়লাম। বিজ্ঞাপনটা এই রকম:

লালচুল সমিতির সদস্যদের জন্য

আমেরিকার পেনসিলভানিয়া রাজ্যের লেবানন শহরের পরলোকগত এজেকিয়া হপকিনসের প্রদত্ত টাকায় সমিতির সদস্যদের জন্য সাপ্তাহিক চার পাউন্ড বেতনের একটি চাকরির সুযোগ করা সম্ভব হয়েছে। কাজ খুবই সামান্য। পঁচিশ বছর বয়সের ওপর সমস্ত লালচুল লোক যারা শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ ও সক্ষম তারা সকলেই প্রার্থী হতে পারে। সোমবার বেলা এগারোটার পরে ৭ নং পোপস কোর্টে, ফ্লিট স্ট্রিটে সমিতির সদর দফতরে মিঃ জনকান রসের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করতে হবে।

বিজ্ঞাপনটা আগাগোড়া বারদুয়েক পড়েও মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। হোমসকে জিজ্ঞেস করলাম, "এর মানে কী?"

"ব্যাপারটা খুবই অভিনব নয় কি?" বলে হোমস মুচকি হেসে তার আরামকেদারায় দুলতে লাগল। আমি জানি যে যখন কোনও কারণে হোমস খুব খুশি হয় তখনই সে এই রকম দোল খেতে খেতে মুচকি হাসে। তার এত খুশি হওয়ার কারণ কী?

তারপর মিঃ উইলসনের দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, "এবার আপনার কথা বলুন। একদম গোড়া থেকে বলবেন। কোনও কিছু বাদ দেবেন না। আপনার নিজের কথা, আপনার সংসারের কথা, কী ভাবে এই বিজ্ঞাপনটা আপনার নজরে পড়ল, এটা পেয়ে আপনার কী মনে হল, সব কথা খুলে বলবেন।...তার আগে, ওয়াটসন, বিজ্ঞাপনটা কত তারিখে কোন কাগজে বেরিয়েছিল দেখো তো।"

"এটা বেরিয়েছিল 'দি মর্নিং ক্রনিকল' পত্রিকায়। আর তারিখ হচ্ছে ২৭ এপ্রিল, ১৮৯০। অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক দু' মাস আগে।"

"বেশ।...মিঃ উইলসন, এবার আপনি বলতে শুরু করুন।"

রুমাল দিয়ে ঘাড়-মুখ মুছতে মুছতে মিঃ উইলসন বলতে লাগলেন, "আপনাকে তো বলেছি মিঃ শার্লক হোমস যে, আমার একটা ছোট বন্ধকির কারবার আছে। কোবুর্গ স্কোয়ারে আমার দোকান। কারবার আমার সামান্যই। ইদানীং কারবারে বেশ মন্দা যাচ্ছে। যা আয় হয় তাতে আমার কোনও রকমে চলে যায়। আগে আমার দোকানে দু'জন কর্মচারী ছিল। এখন একজন আছে। যে আছে তাকে যদি পুরো মাইনে দিতে হত তা হলে তাকে রাখা সম্ভব হত কিনা জানি না। নেহাত বন্ধকি কারবার শেখবার আগ্রহেই সে কম মাইনেতে কাজ করতে রাজি হয়েছে।"

BanglaBook.org

হোমস বলল, "তা এই ভালমানুষ ছেলেটার নাম কী?"

"ভিনসেন্ট স্পলডিং। না, আপনি যেরকম ভাবছেন সেরকম বাচ্চা ছেলে নয়। অবশ্য ওর বয়স কত তা ঠিক আমি জানি না। কিন্তু বেশ চালাকচতুর ও চটপটে। আমি জানি, ও যেরকম কাজের ছেলে তাতে ও যদি অন্য কোথাও কাজ করত তা হলে আমার কাছে যা পাচ্ছে তার দ্বিগুণ পেতে পারত। কিন্তু ও যদি এই অল্প মাইনেতে সুখী থাকে তো এসব কথা বলে ওর মাথা খারাপ করে দেওয়ার কোনও মানে হয় কি?" বলে মিঃ উইলসন আমাদের দিকে তাকালেন।

"সে তো বটেই। তবে আপনার কর্মচারী-ভাগ্য খুবই ভাল বলতে হবে। এ যুগে ক'জন মালিক এ রকম কর্মচারী পায়? এ তো যাকে বলে বামুনের গোরু। খাবে কম, দুধ দেবে বেশি। আপনার এই কর্মচারীটি আপনার ওই লালচুল সমিতির বিজ্ঞাপনের চেয়ে কোনও অংশে কম অদ্ভুত নয়।"

শার্লক হোমসের কথার উত্তরে মিঃ উইলসন বললেন, "তা বলে ভাববেন না যে, ও একেবারে দেবদূত, কোনও দোষ নেই। ছবি তোলার নেশায় ও একেবারে বুঁদ হয়ে আছে। একটু ফুরসত পেলেই ছবি তুলবে আর আমার বাড়ির তয়খানায় নেমে গিয়ে ফিলম ডেভেলপ করতে লেগে যাবে। এই এক দোষ ছাড়া ওর আর কোনও দোষ নেই। কাজের লোক। হাতটান নেই।"

"ও কি এখনও আপনার কাছেই কাজ করছে?" শার্লক হোমস প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ। আমার সংসার বলতে তো আমি, ওই ভিনসেন্ট আর একটি অল্প বয়সি মেয়ে। সে আমাদের ঘরদোর পরিষ্কার করে, রান্নাবান্না করে। আমার স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন আগে। আমার কোনও ছেলেমেয়ে নেই। আমাদের এই ছোট সংসারে কোনও গণ্ডগোল নেই। হঠাৎ মাসদুয়েক আগে একদিন ভিনসেন্ট এই খবরের কাগজখানা নিয়ে দোকানে হাজির হল।

'ও হো মিঃ উইলসন, যদি কোনও ফুসমন্তরে আমার চুলের রং লাল হয়ে যেত তো কী ভালই না হত।'

'এ কথা কেন বলছ ভিনসেন্ট?'

'কেন বলছি? এই তো আজকের কাগজেই লালচুল সমিতির একটা চাকরির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। ওঃ, যার বরাতে এই চাকরিটা জুটবে সে ফোকটে বেশ মোটা টাকা পেয়ে যাবে। আমি শুনেছিলাম যে ওদের নাকি যত সদস্য তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি টাকা আছে। ওরা নাকি টাকা কী ভাবে খরচ করবে ভেবে পায় না। তাই তো বলছি যে, যদি ভগবানের দয়ায় আমার সব চুল এই মুহূর্তে টকটকে লাল হয়ে যায় তো কে বলতে পারে যে ওই চাকরির শিকেটা আমার ভাগ্যে ছিঁড়বে না।?'

"এখন আসল কথা কী জানেন মিঃ হোমস, আমি খুব ঘরকুনো প্রকৃতির লোক। আর তার ওপর আমাদের ব্যবসাটাও এমন যে, আমাদের তো কারবারের খাতিরে বাইরে যেতেই হয় না, উলটে খদ্দেররাই আমার কাছে আসে। তার ফলে কখনও কখনও এমন হয় যে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাড়ির চৌকাঠের বাইরে যাওয়া হয় না। তাই বাইরের জগতের খবরাখবর আমি বিশেষ রাখি না। সেই জন্যে ভিনসেন্টের কথায় আমার কৌতূহল হল।

"আমার কথায় বেশ আশ্চর্য হয়ে ভিনসেন্ট বলল, 'সে কী! আপনি এর আগে লালচুল সমিতির নাম শোনেননি?'

BanglaBook.org

না তো।'

'ভারী আশ্চর্যের কথা। আরে আপনি নিজেই তো ওই চাকরিটার জন্যে আবেদন করতে পারেন।'

'পয়সাকড়ি কী রকম দেবে?'

'তা বছরে দু'শো পাউন্ড তো দেবেই। আর কাজও নাকি খুব হালকা। নিজের অন্যান্য কাজকর্মের ক্ষতি না করে এই চাকরি করা সম্ভব হবে।'

"আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, এ কথা শুনে আমার খুব আগ্রহ হল। মনে হল যে, বাজারে এই মন্দার সময়ে যদি উপরি দুশো পাউন্ড আয় করা যায় তো মন্দ কী? তাই আমি ভিনসেন্টকে বললাম আমাকে সব কথা খুলে বলতে।

"আমাকে বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে ভিনসেন্ট বললে, 'এই ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ করলেই আপনি সব কথা জানতে পারবেন। আমি যা জানি তা হল এজেকিয়া হপকিনস বলে এক পাগলাটে আমেরিকান কোটিপতি এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর নিজের মাথার চুল লাল ছিল বলে লালচুল লোকেদের প্রতি এঁর একটা আন্তরিক টান ছিল। ইনি এঁর স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি এই সমিতিকে দান করে গেছেন লালচুল লোকেদের সাহায্যের জন্যে। এখন এই সমিতির পরিচালন-ভার পড়েছে এক ছোট কমিটির ওপর। এই কমিটি সঞ্চিত অর্থের টাকা খরচা করে লালচুলদের উপকারের জন্যে। আমি যতদূর শুনেছি কাজ নামমাত্র, তবে মাইনে ভাল।'

"আমি বললাম, 'কিন্তু লালচুল লোকের সংখ্যা তো কিছু কম নয়। প্রচুর লোক আবেদন করবে।'

"আপনি যত লোক ভাবছেন, তত লোক নিশ্চয়ই নেই। আর তা ছাড়া দরখাস্ত করতে গেলে বয়স পঁচিশের ওপরে এবং লন্ডন শহরের বাসিন্দা হতে হবে। এই আমেরিকান ভদ্রলোক প্রথম জীবন কাটিয়ে ছিলেন এই আমাদের লন্ডনে। তাই তাঁর উইলে স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, লন্ডন শহরের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। আর তা ছাড়া চুলের রং তো যেমন-তেমন হলে হবে না। একদম টকটকে লাল হতে হবে। আমার মনে হয় আপনি যদি আবেদন করেন তো চাকরিটা আপনারই হবে। অবশ্য তার আগে ভাবতে হবে যে মাত্র কয়েকশো পাউন্ডের জন্যে বাড়ির বাইরের কোনও কাজ করতে যাওয়া আপনার পোষাবে কিনা।'

এই পর্যন্ত বলে মিঃ উইলসন আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন আমার চুল কী রকম গাঢ় লাল। তাই ভাবলাম একবার দেখাই যাক না। প্রতিযোগিতায় যে আমি প্রথম রাউন্ডেই বাদ পড়ব না সে বিশ্বাস আমার ছিল। ভিনসেন্ট যখন ব্যাপারটা সম্বন্ধে এতই ওয়াকিবহাল তখন ও আমাকে হয়তো খানিকটা সাহায্য করতে পারে এই ভেবে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে বলে ওকে আমার সঙ্গে আসতে বললাম। হঠাৎ এ রকম ছুটি পেয়ে ও তো খুবই খুশি হল। দোকান বন্ধ করে আমরা বিজ্ঞাপনে যে ঠিকানা দেওয়া ছিল সেই দিকে রওনা হলাম।

"সেখানে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। এ রকম দৃশ্য অতীতে কখনও দেখিনি, আর ভবিষ্যতেও দেখব কিনা সন্দেহ। লন্ডন শহরের উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম চারদিক থেকে যার চুলে একটু লালের আভামাত্র আছে এমন সব লোক সেখানে

BanglaBook.org

এসে হাজির। গোটা স্ট্রিট স্ট্রিট জুড়ে কেবল লালমাথা আর লালমাথা। আর পোপস কোর্টকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন এক ফলওয়ালার বৃহৎ কমলালেবু ভরতি ঝুড়ি। ওই বিজ্ঞাপন দেখে যে অত লোক হাজির হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আর তাদের চুলেরও কত বিচিত্র রং। কারও বা চুলের রং খড়ের মতো, কারও বা ইঁটের মতো, কারও বা লেবুর মতো, কারও বা মেটের মতো, কারও বা মাটির মতো। কিন্তু ভিনসেন্ট যা বলেছিল খুব কম লোকের চুলই আমার মতো গাঢ় টকটকে লাল। আমি ওই ভিড় দেখে পালিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ভিনসেন্ট কিছুতেই আমাকে ফিরে আসতে দিল না। ভিনসেন্টের আচ্ছা কেরামতি। ওই ভিড়ের মধ্যে একে পাশ কাটিয়ে, তাকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে, ওর বগলের তলা দিয়ে আমাকে নিয়ে সে আপিসের দরজায় এসে হাজির হল। সেখানে গিয়ে দেখি দু'দল লোক সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদল সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, তাদের সকলের মুখ উৎসাহ আর আশায় চকচক করছে। আর একদল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। তাদের কারও মুখ বেজার, কারও কারও মুখে গভীর হতাশা। যাক, কোনওমতে তো আমরা ওই প্রথম সারি মানে ওপরে ওঠবার দলে ঢুকে পড়লাম। আর তারপর এক সময় আপিসঘরের দরজার কাছে পৌঁছে গেলাম।"

এই পর্যন্ত বলে মিঃ উইলসন বেশ বড় এক টিপ নস্যি নাকে গুঁজে দিলেন। সেই সঙ্গে পরের ঘটনাগুলো মনে মনে ঠিক করে সাজিয়ে নিলেন।

জাবেজ উইলসনের প্রতিটি কথাই খুব মন দিয়ে শুনছিল শার্লক হোমস। ভদ্রলোককে এবারে সে বলল, "আপনার অভিজ্ঞতা খুবই অদ্ভুত, বস্তুত এর কোনও তুলনাই হয় না। আমি যত শুনছি, ততই আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। আপনি সব খুলে বলুন। কোন তথ্যটা দরকারি আর কোনটা নয়, সে আমি বুঝে নেব। অপ্রয়োজনীয় মনে করে কোনও কিছুই আপনি যেন দয়া করে বাদ দেবেন না।"

"আপিসটা আহামরি কিছু নয়। একটা পাইন কাঠের টেবিল আর গোটাদুয়েক চেয়ার। একটা চেয়ার খালি আর একটায় বসেছিলেন একজন বেঁটেখাটো লোক। দেখলাম তাঁর চুল বোধহয় আমার চেয়েও লাল। তিনি প্রত্যেক প্রার্থীর সঙ্গে দু'-একটা করে কথা বলছেন আর তাদের একটা-না-একটা খুঁত বের করে বিদায় দিচ্ছেন। যাই হোক, এক সময়ে আমাদের পালা এল।

"ভিনসেন্ট আমাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি মিঃ জাবেজ উইলসন। ইনি আপনাদের লালচুল সমিতির চাকরির জন্যে আবেদন করতে চান।'

"উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, 'বাঃ বাঃ, বেশ বেশ। একে দেখে মনে হচ্ছে এঁর সব রকম যোগ্যতাই আছে।'

"তারপর ভদ্রলোক আমার কাছে সরে এসে, দূরে সরে গিয়ে ঘাড় কাত করে নানা ভাবে আমার চুলের দিকে এমন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যে, আমার নিজেরই কেমন লজ্জা করতে লাগল। তারপর তিনি দৌড়ে এসে আমার দু'হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আমাকে

BanglaBook.org

অভিনন্দন জানালেন।

'না। আর বিবেচনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে তার আগে আমাকে একটা ছোট্ট পরীক্ষা করতে হবে।'

'আমি কিছু বোঝবার আগেই ভদ্রলোক আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দু' হাত দিয়ে আমার নাক ধরে এমন জোরে টানতে লাগলেন যে, যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ঠেকে শিখেছি মশাই,' ভদ্রলোক বললেন, 'এর আগে দু'-দুবার জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলাম। একজন এসেছিল চুলে নীলা রং লাগিয়ে, আরেকজন লাল পরচুলা পরে এসেছিল।'

'তারপর তিনি জানলা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, প্রার্থী মনোনীত হয়ে গেছে। তাঁর কথায় নীচে যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল তারা বেশ কিছুক্ষণ ধরেই চিৎকার চেঁচামেচি করে শেষকালে হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

'আমার নাম ডানকান রস। আমি নিজেও একজন এই সমিতির বেতনভোগী কর্মী। আপনি নিশ্চয়ই বিবাহিত মিঃ উইলসন? আপনার সংসারে কে-কে আছেন?'

'আমি বিপত্নীক শুনে মিঃ রসের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। 'তা হলে তো একটু মুশকিল হল মিঃ উইলসন। এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য হল বিবাহিত লোকের সংখ্যা বাড়ানো। আর তাদের সংসার যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে তাই

BanglaBook.org

দেখা। বিপত্নীক হয়ে আপনি তো খুব মুশকিলে ফেলে দিলেন দেখছি।'

"এই কথা শুনে মিঃ হোমস আমি তো খুবই দমে গেলাম। মনে হল এ যে শেষকালে তীরে এসে তরী ডুবল। চাকরিটা ফসকে গেল।

"খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিঃ রস বললেন, 'সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে। আপনার ওই অসাধারণ লালচুলের জন্যে কেবলমাত্র আপনার বেলায় আমরা নিয়মটা একটু শিথিল করব। যাক এখন বলুন কবে নাগাদ আপনি কাজ শুরু করবেন?'

"এবার আমি একটু ভয়ে ভয়ে বললাম, 'সামান্য একটু অসুবিধে হচ্ছে...মানে আমার নিজের একটা ছোটখাটো ব্যবসা আছে।'

'আপনি তার জন্যে মোটেই ভাববেন না। দোকানের দেখাশোনার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।' ভিনসেন্ট বলে উঠল।

'আমাকে কখন আসতে হবে?'

'আপনাকে কাজ শুরু করতে হবে সকাল দশটায় আর দুটোর সময়ে ছুটি হবে।'

"এতে মিঃ হোমস আমার খুব সুবিধে হল। আমাদের বন্ধকির কারবার সাধারণত সন্ধের পরেই বেশি হয়। তার মধ্যে আবার বৃহস্পতি-শুক্রবারেই খদ্দেরের ভিড়টা বেশি হয়। কেন না অনেক কলকারখানায় ওই দু'দিন হল মাইনের দিন। তাই সকাল দশটা থেকে বেলা দুটো অবধি কাজ করতে আমার কোনও অসুবিধে নেই। আর তা ছাড়া যদি কোনও ছুটকো খদ্দের ওই সময়ে দোকানে এসে পড়ে তো ভিনসেন্টই তার ব্যবস্থা করতে পারবে।

'ওই সময়ে কাজ করতে আমার কোনও অসুবিধা হবে না। তা আপনারা মাইনে কী রকম দেবেন?'

'সপ্তাহে চার পাউন্ড।'

'কাজটা কী?'

'খুবই হালকা।'

'তবু কাজের ধরনটা জানতে পারলে ভাল হয়।'

'বলছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে দুটো কথা বলি। প্রথম কথা হল যে, ওই সময়টুকু আপনাকে আপিসে হাজির থাকতেই হবে। কোনও অজুহাতে আপিস ছেড়ে বাইরে যাওয়া চলবে না। বাইরে গেলেই আপনার চাকরি খতম।'

'চার ঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকা আমার পক্ষে এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।'

'আরও একটা কথা আছে। চাকরির দ্বিতীয় শর্ত হল কোনও কারণেই, সে শারীরিক অসুস্থতা হোক বা অন্য কোনও কাজের জন্যেই হোক, কামাই করা চলবে না। আপনাকে প্রত্যহ আপিসে আসতে হবে ও নির্দিষ্ট সময়ে আপিসে বসে কাজ করতে হবে। এ বিষয়ে এজেকিয়া হপকিনসের উইলের নির্দেশ খুব পরিষ্কার।'

'সবই তো শুনলাম। কিন্তু কাজটা কী সেটা তো বলছেন না।'

'আপনাকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে নকল করতে হবে। ওই থাকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম খণ্ড রয়েছে। আপনাকে নিজের কাগজ, কালি, কলম আর ব্লটিং পেপার আনতে হবে। ওই টেবিল চেয়ারে বসে আপনাকে কাজ করতে হবে। আপনি কি আগামী কাল থেকে কাজ শুরু করবেন?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম।

BanglaBook.org

'খুব ভাল কথা। আমি আশা করি যে, এই কাজ আপনার ভাল লাগবে।' তারপর আমাদের তিনি বিদায় দিলেন। আর আমরাও বাড়ির দিকে পা চালালাম। সেদিন সকাল থেকে পরপর যে-সব কাণ্ড ঘটে গেল তাতে আমার মাথার ঠিক ছিল না। হঠাৎ এই উপরি আয়ের সুযোগ পেয়ে আমার মনে তখন ফুর্তি আর ধরে না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার মন কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। কী করেছি কী বলেছি নিজেই মনে করতে পারছি না।

"তারপর বাড়ি ফিরে ঠান্ডা মাথায় সব কথা বার বার চিন্তা করে আমার মনে হল যে, আগাগোড়া সব ব্যাপারটাই বোধহয় বিরাট একটা ধাপ্পা। যদিও এই ধাপ্পার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে তা আমি অনেক ভেবে-চিন্তেও বুঝতে পারলাম না। কেউ যে বিনা কারণে পয়সা খরচা করে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নকল করাবে এটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভিনসেন্টকে আমার সন্দেহের কথা বলাতে ও অবশ্য আমাকে অনেক ভাবে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করল। তবুও আমার মনের সন্দেহ গেল না। সে রাত্তিরে শুতে যাবার আগে সমস্ত ব্যাপারটা একটা বাজে ধাপ্পা বলে আমি উড়িয়ে দিলাম।

"পরের দিন ঘুম থেকে উঠতেই গত রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম একবার দেখে আসাই ভাল। তাই বেলা দশটার কিছু আগে একটা নতুন কলম, এক বোতল কালি, ব্লটিং পেপার আর ফুলসক্যাপ কাগজ বগলদাবা করে পোপস কোর্টের দিকে গেলাম।।

"সেখানে হাজির হয়ে দেখি আমি মিথ্যে আশঙ্কা করেছিলাম। সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। ঢুকি যেতেই মিঃ রস আমাকে আমার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা চেয়ার-টেবিলটা দেখিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে একেবারে 'A' থেকে লিখতে বললেন। আমিও সময় নষ্ট না করে লিখতে শুরু করে দিলাম। আমি লিখতে আরম্ভ করেছি দেখে মিঃ রস চলে গেলেন। কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় মিঃ রস এসে আমার কাজের প্রশংসা করে ও আমাকে শুভকামনা জানিয়ে বিদায় দিলেন। বলতে ভুলে গেছি এই দশটা থেকে দুটোর মধ্যে মিঃ রস অবশ্য বারকয়েক আমার কাজের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা জানতে এসেছিলেন।

"এই ভাবেই একটা-দুটো করে দিন কাটল। শনিবার দিন ম্যানেজার এসে আমাকে আমার সপ্তাহের মাইনে দিয়ে গেল। তার পরের সপ্তাহেও সাতটা দিন ঠিক একই ভাবে কাটল একই ভাবে পর পর বেশ কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল। আমি ঠিক বেলা দশটায় গিয়ে হাজির হলাম, থাকতাম বেলা দুটো অবধি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যে মিঃ রস আমার কাজের তদারকি করতে আসা কমিয়ে দিলেন। শেষকালে এমন হল যে, ওঁর সঙ্গে আমার আর দেখাই হত না। আমি কিন্তু তাই বলে কখনও চেয়ার ছেড়ে উঠতাম না বা কাজে ফাঁকি দিতাম না। এই উপরি টাকাটা পাওয়ায় আমার খুব সুবিধে হচ্ছিল। তাই আমি মিঃ রসের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতাম।

"একই ভাবে আট আটটা সপ্তাহ অর্থাৎ পুরো দুটি মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে আমি Athens, Archery, Armos, Architecture শেষ করে Attica পর্যন্ত নকল করে ফেলেছি। আর কয়েকদিন পরেই 'A' শেষ হয়ে 'B' শুরু হবে। কাগজের জন্যে আমার কিছু খরচ হয়েছে বটে কিন্তু এর মধ্যে আমার লেখায় একটা পুরো শেলফ ভরতি হয়ে গেছে। একদিন হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল।"

"কেন?" শার্লক হোমস ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

"মিঃ হোমস, সমিতির আপিস বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই ঘটনাটা ঘটেছে আজ সকালে। যথারীতি সকাল দশটার সময় কাজ করতে গিয়ে দেখি আপিস ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে আর দরজার পাল্লায় পিন দিয়ে একটা পোস্টকার্ডের আকারে কাগজ লাগানো। এই যে সেই কাগজটা।"

ভদ্রলোক কাগজটা আমাদের দেখালেন। কাগজটা সাধারণ ছোট নোটবুকের কাগজের মতো বলে মনে হল। তাতে এই রকম লেখা—

'লালচুল সমিতি বন্ধ হয়ে গেল।
৯ অক্টোবর, ১৮৯০।'

ভদ্রলোকের হাতে-ধরা কাগজটা দেখতে দেখতে আমাদের নজর একসঙ্গে পড়ল ভদ্রলোকের মুখের দিকে। আশাভঙ্গ হওয়ায় তাঁর মুখ দেখে শাস্তি পাওয়া লোভী ছেলের কথা মনে হল। আমরা দু'জনে একসঙ্গে জোরে হেসে উঠলাম। সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত ব্যাপারটা একটা কৌতুক বলে মনে হল।

আমাদের অকারণ হাসিতে রেগে গিয়ে মিঃ উইলসন বললেন, "এটাতে এত হাসির কী আছে বুঝতে পারলাম না। আর আমার কথায় যদি হাসি ছাড়া অন্য কিছু বলতে বা করতে আপনারা না পারেন তো বলুন আমি উঠি।"

শার্লক হোমস তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না মিঃ উইলসন, আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না। আপনি শান্ত হয়ে বসুন। আপনার এ ব্যাপারটা তদন্ত করবার ভার আমি নিলাম। তবে এ কথাও আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, ব্যাপারটা বেশ মজারও বটে। সে কথা থাক। এখন বলুন ওই নোটিশটা দেখে আপনি কী করলেন।"

"আমি তো বুঝলেন একেবারে হতভম্ব। কী করা উচিত তাই ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। ওই বাড়িতে আরও যে-সব আপিস রয়েছে সেখানে খোঁজ করেও কোনও হদিস পেলাম না। অনেক ভেবেচিন্তে মনে হল যে, বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করলে হয়তো কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। বাড়িওয়ালা একতলায় থাকেন। তাঁর কাছে খোঁজ করাতে তিনি বললেন যে, লালচুল সমিতি বা ওই ধরনের কোনও কিছুর কথা তাঁর জানা নেই। ডানকান রসের নাম করাতে তিনি বললেন যে, ওই নামের কাউকে তিনি চেনেন না। তখন আমি বললাম, 'ওই যিনি চার নম্বর ফ্ল্যাটে থাকতেন—'

'কে? ওই লালচুল ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ।'

'তাই বলুন। তাঁর নাম তো মিঃ উইলিয়ম মরিস। তিনি তো একজন সলিসিটর। তাঁর নিজের অফিসঘর তৈরি হয়নি বলে কয়েক সপ্তাহের জন্যে আমার ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিলেন। এই তো গতকালই তিনি আমার ফ্ল্যাট ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেলেন।'

'আচ্ছা, কোথায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে বলতে পারেন?'

'আপনি তাঁর নতুন আপিসে গিয়ে দেখা করুন। মিঃ মরিস তাঁর নতুন আপিসের ঠিকানা আমার কাছে দিয়ে গেছেন। এই তো তাঁর ঠিকানা ১৭ নং কিং এডোয়ার্ড স্ট্রিট। জায়গাটা সেন্ট পলসের কাছেই।'

"আমি তো মিঃ হোমস, সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা গেলাম ১৭ নং কিং এডোয়ার্ড স্ট্রিটে। সেখানে গিয়ে কী দেখলাম জানেন? সেটা একটা ছোট কারখানা। সেখানে কেউই

BanglaBook.org

মিঃ রস বা মিঃ মরিস বলে কোনও লোককে চেনে না।"

"তখন আপনি কী করলেন মিঃ উইলসন," হোমস প্রশ্ন করল।

"তখন আর কী করব। বাড়ি ফিরে এলাম। ভিনসেন্টকে সব কথা বললাম। সেও খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর বোধহয় আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলল যে, হয়তো ডাক মারফত কোনও খবর আসতে পারে। কিন্তু ওর কথা আমি মেনে নিতে পারলাম না। আমার কেমন একটা জেদ চেপে গেল। ব্যাপারটা কী আমাকে জানতেই হবে। কী করব ভাবতে ভাবতে আমার আপনার কথা মনে পড়ল। আমি অনেকের কাছে শুনেছি যে, আমাদের মতো গরিব লোকদের বিপদেআপদে আপনি নানা ভাবে সাহায্য করেন। তাই সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।"

"খুব ভাল করেছেন। আপনার ব্যাপারটায় আমি বেশ আগ্রহ বোধ করছি। এ 'কেস'টা আমি নিলাম। যতটুকু শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে যে, ব্যাপার বেশ গুরুতর।"

"নিশ্চয়ই গুরুতর। আমার সপ্তাহে চার চার পাউন্ড আয় কমে গেল বলে কথা।"

হেসে হোমস বলল, "কিন্তু এই অভিনব সমিতির ওপর আপনার তো রাগের কোনও কারণ নেই। এরা তো আপনার কোনও অনিষ্ট করেনি। উলটে আপনি যে শুধু বত্রিশ পাউন্ড আয় করেছেন তাই নয়, এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে নকল করে নানান বিষয়ে আপনার জ্ঞান কত বেড়েছে বলুন তো?"

"সে কথা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তবু কী জানেন, আমাকে জানতেই হবে এরা কে। আর কেনই বা শুধু শুধু বত্রিশ পাউন্ড খরচা করে তারা আমার সঙ্গে এ ধরনের রসিকতা—যদি অবশ্য এটাকে রসিকতা বলা যায়—করল।"

"আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আপনি পরে পাবেন। তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। আমার প্রথম প্রশ্ন: আপনার ওই ভিনসেন্ট স্পলডিং, যে আপনাকে ওই বিজ্ঞাপনটা দেখায় সে কতদিন আপনার ওখানে কাজ করছে।"

"ও তার প্রায় মাসখানেক আগে থেকে কাজে লেগেছে।"

"আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, ও আপনার চাকরিতে ঢুকল কী করে?"

"আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। সেই বিজ্ঞাপন দেখে ও দরখাস্ত করেছিল।"

"বেশ। এবার তিন নম্বর প্রশ্ন। ওই কি একমাত্র দরখাস্ত করেছিল?"

"না! তা কেন হবে? প্রায় জনা-চোদ্দো দরখাস্ত করেছিল।"

"বেশ। আপনি ওকে নিলেন কেন?"

একটু হেসে মিঃ উইলসন বললেন, "দুটো কারণে। প্রথমত ওকে দেখে বেশ চটপটে আর কাজের লোক বলে মনে হল। আর দ্বিতীয়ত, অন্য সকলের চাইতে ও কম মাইনেতে কাজ করতে রাজি হল।"

হোমস বলল, "কত কমে? অর্ধেক মাইনেতে?"

"হুঁ।"

"আচ্ছা এই ভিনসেন্ট স্পলডিংকে দেখতে কেমন? তার চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিতে পারেন?"

"দেখতে? তা বেঁটেই বলা যায়। স্বাস্থ্য ভাল। খুব চটপটে। তবে যাকে বলে মাকুন্দ। কপালে একটা দাগ আছে। একবার এক দুর্ঘটনায় অ্যাসিড পড়ে যায়।"

BanglaBook.org

উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে হোমস বলল, "তাই নাকি, তাই নাকি। খুব আশ্চর্য তো। আচ্ছা আপনি কি লক্ষ করেছেন ওর কানে দুল পরবার ফুটো আছে কিনা?"

"হ্যাঁ, দেখেছি। এ সম্বন্ধে ওকে প্রশ্নও করেছি। ও বলল যে, ছোটবেলায় এক বেদে ওর কানে ফুটো করে দেয়।"

খুব চিন্তিত হয়ে শার্লক হোমস বলল, "হুঁ। আচ্ছা ও কি এখনও আপনার কাজ করছে?"

"হ্যাঁ। এই তো ওর ওপর দোকানের ভার দিয়ে আমি এখানে এলাম।"

"আচ্ছা, আপনি যখন দোকানে থাকতেন না তখন ও দোকানের দেখাশোনা কী রকম করত?"

"খুব ভাল।তবে আপনাকে তো আগেই বলেছি যে, সকালের দিকে কাজ প্রায় থাকে না বললেই চলে।"

"ঠিক আছে, মিঃ উইলসন। আজ হল শনিবার, দিনদুয়েক বাদে, ধরুন সোমবার নাগাদ আমি আপনাকে আমার সিদ্ধান্ত জানাতে পারব।"

৩

মিঃ উইলসন চলে যাবার পরে হোমস আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তারপর ওয়াটসন, ব্যাপার কী বুঝলে বলো?" আমি খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করলাম যে, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। "এ তো দেখছি ভীষণ জটিল রহস্য।"

"কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় বলে," শার্লক হোমস বলল, "আপাতদৃষ্টিতে যে-সমস্যা যত রহস্যময় যত উদ্ভট বলে মনে হয় আসলে সেটা তত জটিল না-ও হতে পারে। বরঞ্চ খুব সাদামাটা খুব তুচ্ছ সমস্যাই অনুসন্ধান করতে গিয়ে জটিল হয়ে উঠতে পারে। একটা উদাহরণ দিলে তুমি ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারবে। কোনও খুব সুন্দর বা খুব কুৎসিত মুখ মনে রাখা খুব সহজ। কিন্তু খুব সাদামাটা সম্পূর্ণ সাধারণ একদম বিশেষত্বহীন মুখ মনে রাখা বড় শক্ত। কিন্তু মিঃ উইলসনের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি ফয়সালা করতে হবে।"

"কী করবে ভাবছ?"

"এখন বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেব। অন্তত পক্ষে তিন পাইপ তামাক না পোড়ালে কিছু হবে না। দয়া করে ঘণ্টা-খানেক চুপচাপ বোসো। বাজে কথা বলে বিরক্ত করো না।"

মোটা কালো পাইপটা ধরিয়ে হাঁটু দুটো গুটিয়ে আরামকেদারায় আধশোয়া হয়ে হোমস চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে ধূমপান করতে লাগল। এই ভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। আমি ভাবলাম হোমস বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যি কথা বলতে কী আমার নিজেরই ঢুলুনি আসছিল। হঠাৎ হোমস তড়াক করে লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর ম্যান্টেলপিসের ওপর পাইপটা রেখে আমাকে বলল, "আজ বিকেলে সেন্ট জেমস হলে খুব ভাল বাজনা আছে। শুনতে গেলে মন্দ হয় না। কী বলো ওয়াটসন? সন্ধেবেলায় তোমার ক'-জায়গায় রোগী দেখতে যেতে হবে?"

আমি বললাম, "হোমস, তুমি তো জানো যে আমার 'প্র্যাকটিস' সে রকম কিছু সাংঘাতিক নয়। আর তা ছাড়া আজ সন্ধেটা আমার ছুটি।"

BanglaBook.org

"তা হলে এসো চটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি। প্রথমে আমরা একটু এদিক-ওদিক ঘুরব। তারপর সুবিধেমতো কোথাও ডানহাতের কাজ সেরে নিয়ে বাজনা শুনতে যাব।...বুঝলে ওয়াটসন, ফরাসি কি ইতালীয় সংগীতের চেয়ে জার্মান সংগীত আমার বেশি ভাল লাগে। জার্মান সংগীতের যে গম্ভীর ভাব তা মনকে শান্ত করে। ভাবায়। ওয়াটসন, আমি এখন ভাবতে চাই, বুঝলে, ভাবতে চাই।"

আমরা গাড়ি করে অল্ডারসগেট পর্যন্ত গেলাম। সেখান থেকে দু'-চার মিনিট হাঁটলেই স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার। আমাদের আজ সকালের মক্কেল মিঃ উইলসনের পাড়া। দেখলেই বোঝা যায় যে, স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার খুব পুরনো পাড়া। অত্যন্ত ঝিঞ্জি আর কেমন যেন অপরিষ্কার। সারিবন্দি বাড়িগুলোর সামনে লোহার রেলিং-ঘেরা ছোট একটা পার্ক। পার্কটা ঘাস আর আগাছায় ভরা। বাড়িগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে আমরা হাঁটছিলাম। কোণের বাড়িটার কাছে আসতে নজরে পড়ল দরজার ওপর সাদা হরফে লেখা: মিঃ জাবেজ উইলসন। বুঝলাম, এই আমাদের লালচুল মক্কেলের বাড়ি আর দোকান। উইলসনের বাড়ির সামনে এসে হোমস একদৃষ্টিতে সেই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সে খুব ধীরে ধীরে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত বার বার পায়চারি করতে লাগল। তার চোখ আশপাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছিল। এই ভাবে বেশ কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করবার পর সে আবার মিঃ উইলসনের বাড়ির কাছে ফিরে এল। তারপর উইলসনের বাড়ির সামনে দাঁড়াল আর ফুটপাতের ওপর তার হাতের লাঠিটা ঠক ঠক করে বারকয়েক ঠুকল। ব্যাপার কী হচ্ছে আমি বোঝবার আগেই হোমস গটগট করে গিয়ে মিঃ উইলসনের দরজায় ধাক্কা দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বেশ সুশ্রী একটি অল্পবয়সি ছেলে।

আমাদের দিকে তাকিয়ে সে হেসে বলল, "আসুন, আসুন।"

শার্লক হোমস ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, "এখান থেকে স্ট্র্যান্ডে যাবার রাস্তাটা যদি আমাদের বলে দেন—"

"এখান থেকে সোজা গিয়ে ডানদিকের তৃতীয় যে রাস্তা সেটা ধরে এগিয়ে যাবেন। তারপর বাঁদিকে চতুর্থ যে রাস্তাটি পড়বে সেটা ধরে সোজা যেতে হবে।" ছোকরা আর দ্বিতীয় কোনও কথা না বলে ভেতরে ঢুকে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে হোমস বলল, "অতি ধুরন্ধর ছোকরা। আমার হিসেবে এ ছোকরা লন্ডনের যত ঘড়িয়াল লোক আছে তাদের তালিকায় চতুর্থ স্থান পাবার যোগ্য আর দুঃসাহসের দিক দিয়ে দেখলে এ বোধহয় তৃতীয় স্থান পাবে। এর কীর্তিকলাপ কিছু কিছু আমার কানে এসেছে।"

"বোঝা যাচ্ছে লালচুল সমিতির সঙ্গে মিঃ উইলসনের এই কর্মচারীটির বেশ ভাল রকম যোগাযোগ আছে। তুমি নিশ্চয় রাস্তা জানবার ছুতো করে ওকে দেখতে গিয়েছিলে।"

"না, ওকে দেখতে যাইনি।"

"তা হলে কী করতে গিয়েছিলে?"

"ওর হাঁটুর কাছে ট্রাউজার্সের অবস্থাটা কী রকম সেটা দেখতে।"

"কী দেখলে?"

BanglaBook.org

"যা দেখব বলে ভেবেছিলাম।"

"তুমি ফুটপাথে ও রকম ঠকঠক করে লাঠি ঠুকছিলে কেন?"

"বন্ধু, এখন কথা না বলে সবকিছু ভাল করে দেখে নাও। এখন আমরা শত্রু-সীমানায় গুপ্তচরবৃত্তি করছি। সুতরাং, সাবধান। স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে। এবার চলো আশপাশের রাস্তাটাস্তাগুলো একটু ঘুরে আসি।"

স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে আমরা যে-রাস্তায় এসে পড়লাম সেটা লন্ডন শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে যাবার একটা প্রধান রাস্তা। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে যে এই বড় রাস্তার ভিড়, এই অবিরাম গাড়িঘোড়ার হইচই আর হট্টগোল থেকে কয়েক মিনিট গেলেই স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার যেন এক ঘুমন্ত পুরী। অথচ এখানে লোকের ভিড়ে ফুটপাতে হাঁটাই শক্ত। আর রাস্তায় যানবাহন চলাচলে এক মিনিটও বিরাম নেই।

বড় রাস্তায় এসে শার্লক হোমস একটা কোণে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমাকে বলল, "জানো ওয়াটসন, লন্ডনের প্রত্যেক পাড়ার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব খবর জানা আমার একটা বাতিক বলতে পারো। ওই যে ওইদিকে দেখছ ওটা হল মর্টমারের সিগারেট-পাইপ-তামাকের দোকান, তার পরেরটা খবরের কাগজ আর পত্র-পত্রিকার স্টল, তারপর সিটি অ্যান্ড সাবার্বান ব্যাঙ্কের কোবুর্গ শাখা, তারপরে একটা নিরিমিষি খাবারের দোকান আর তারও পরে হল ম্যাকফার্লেনের গাড়ির কারখানা। ওইখানে গিয়ে এই সারিটা শেষ হয়ে গেল। চলো ওয়াটসন, এখনকার মতো আমাদের এখানকার কাজ শেষ। এইবার স্যান্ডুইচ সহ কফি পান করে সেন্ট জেমস হলে গিয়ে বাজনা শোনা যাক। বেহালার কাছে কি কোনও বাজনা লাগে? বেহালার ছড়ের টানে টানে যে সুরের জগৎ

BanglaBook.org

তৈরি হয় সেখানে কোনও উইলসন নেই, কোনও লালচুল সমিতি নেই। আছে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।"

হোমস নিজে যে একজন ভাল বেহালা-বাজিয়ে তাই নয়, সে একজন প্রকৃত সংগীতরসিক। সংগীতপাগল বললেই বোধহয় ঠিক বলা হয়। হলে ঢোকবার অল্পক্ষণের মধ্যেই সে একেবারে তন্ময় হয়ে গেল। মনে হল এখন বোধহয় বিশ্বসংসারের সবকিছুই সে ভুলে গেছে। হোমসের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তাকে এই অবস্থায় দেখলে কে বলবে যে এই লোকটিই আবার অসামান্য বুদ্ধি আর কুশলতায় ইউরোপের কত চতুর কত জঘন্য অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে। আমি অনেক সময় দেখেছি যে, কোনও তদন্ত করবার সময় হোমস যদি হঠাৎ এই রকম চুপচাপ হয়ে যায় তার মানেই হল যে সে অপরাধীকে ধরবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত আছে। তাই এখন তার ওই অবস্থা দেখে আমার মনে হল যে, কোনও লোকের সর্বনাশ হতে আর বেশি দেরি নেই।

"ডাক্তার, তুমি কি এখান থেকে সোজা বাড়ি যাবে?"

"তা হলে আমার একটু সুবিধে হত।"

"ঠিক আছে। আমাকে এখন কয়েকটা অত্যন্ত জরুরি কাজ করতে হবে। তাতে অনেক সময় লাগবে। কোবুর্গ স্কোয়ারে তুমি বোধহয় বুঝতেই পেরেছ, ভীষণ সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটতে চলেছে।"

"কী রকম সাংঘাতিক?"

"খুব বড় ধরনের অপরাধ ঘটতে চলেছে। তবে মনে হচ্ছে যে, ঠিক সময়ে হাজির থেকে আমরা অপরাধীদের সব প্ল্যান বানচাল করে দিতে পারব। আজকে রাত্তিরে তোমার সাহায্য আমার চাই।"

"ক'টার সময় আমাকে হাজির হতে হবে বলো?"

"ধরো দশটা নাগাদ।"

"যো হুকুম। আমি ঠিক দশটায় বেকার স্ট্রিটে গিয়ে হাজির হব।"

"ভাল কথা। শেষ পর্যন্ত হয়তো গোলমালও হতে পারে। তোমার মিলিটারি রিভলভারটা মনে করে নিয়ে এসো।"

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই আমাকে হাত নেড়ে বিদায় দিয়ে হোমস লোকের ভিড়ে মিশে গেল।

আমি জানি যে, আমি অসাধারণ বুদ্ধিমান নই ঠিকই, তবে নির্বোধও নই। আমি সাধারণ লোক। কিন্তু শার্লক হোমসের সঙ্গে যখনই কোনও তদন্তে যাই তখনই আমার নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বোকা বলে মনে হয়। এই মিঃ উইলসনের ব্যাপারটাই ধরা যাক। হোমস যা শুনেছে যা দেখেছে আমিও সে সবই দেখেছি শুনেছি। কিন্তু তার কথা থেকে মনে হল যে, সে শুধু সমস্ত ব্যাপারটা বুঝেই ফেলেনি, এর পরে কী ঘটতে চলেছে সেটাও আন্দাজ করে ফেলেছে। বাড়ি ফেরার পথে মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা নানা দিক থেকে পরীক্ষা করেও আমি মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। কী উদ্দেশ্যে আজ আমাদের নৈশ অভিযান? কীসের আশঙ্কায় হোমস আমাকে রিভলভার নিতে বলল? কোথায় আমাদের যেতে হবে? সেখানে আমরা কী করব? হোমসের কথা থেকে শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে, মিঃ উইলসনের ওই সহকর্মীটি একটি সাংঘাতিক লোক—বেশ গভীর জলের মাছ।

BanglaBook.org

রাত্তির সওয়া-নটা নাগাদ আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্কের ভেতর দিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিট ধরে বেকার স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে দেখি দরজার কাছে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। বাড়ির মধ্যে পা দিতেই শুনতে পেলাম ভেতরে কারা যেন কথাবার্তা বলছে। ঘরে ঢুকে দেখলাম যে, হোমস দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ খোশমেজাজে কথাবার্তা বলছে। ওঁদের একজনকে চিনতে পারলাম—পিটার জোনস, লন্ডন পুলিশের একজন বড় কর্তা। অন্য ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারলাম না। আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হল না। তাঁর দিকে তাকাতে আমার দুটো জিনিস নজরে পড়ল। প্রথমত তাঁর মুখের কাঁদো কাঁদো ভাব আর দ্বিতীয় তাঁর অত্যন্ত দামি পোশাক আর খুব চকচকে টুপি।

আমাকে দেখে হোমস বলল, "যাক এবার আমরা তৈরি।" তারপর তার পুরু পশমের কোটের বোতাম লাগিয়ে নিয়ে সে দেওয়াল থেকে তার ভারী চাবুকটা পেড়ে নিল। "পিটার জোনসকে তো তুমি চেনো ওয়াটসন। আর এঁর সঙ্গে তোমার বোধহয় পরিচয় নেই। ইনি মিঃ মেরিওয়েদার, আমাদের আজকের নৈশ অভিযানের সঙ্গী।"

জোনসের স্বভাবই হল অন্য লোকের পিঠ চাপড়ে মুরুব্বিয়ানা করা। আমাকে দেখে সে একটু হেসে বলল, "ডাক্তার, তা হলে আমরা আরেকবার শিকার করতে যাচ্ছি। আমাদের বন্ধু একজন খুবই বড় শিকারি। কিন্তু মুশকিল হল যে, শিকারের পেছনে তিনি এই বুড়ো কুকুরটাকে লেলিয়ে দেন।"

মিঃ মেরিওয়েদার বেজার মুখে বললেন, "এত কাণ্ড করে শেষকালে যেন বুনো হাঁসের পেছনে মিথ্যে ছোটাছুটি করে খালি হাতে ঘরে ফিরতে না হয়।"

জোনস বেশ গম্ভীর ভাবে বলল, "আপনি মিঃ শার্লক হোমসের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন। যদিও মিঃ হোমসের কাজের ধারা সম্পূর্ণ নিজস্ব, একটু বেশিমাত্রায় কল্পনানির্ভর, আর মিঃ হোমস যদি রাগ না করেন তো বলি, মাঝে মাঝে একটু কেমন যেন আজগুবিও বটে, তবুও এ কথা বলব যে, একজন ভাল গোয়েন্দার যে-যে গুণ থাকা দরকার সে সবই তাঁর আছে। সত্যি কথা বলতে কী, দু'-একবার, যেমন শোলটো খুনের মামলায় কিংবা আগ্রার জহরত চুরির মামলায় আমাদের মানে সরকারি পুলিশের আগেই অপরাধীকে তিনি ধরে ফেলেছিলেন।"

"মিঃ জোনস, আপনি যখন নিজের মুখে বলছেন তখন আমি সব কথাই মেনে নিচ্ছি। তবে কী জানেন, সাতাশ বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি আমার শনিবারের তাসের আড্ডায় হাজির হতে পারলাম না।"

মিঃ মেরিওয়েদারের কথার উত্তরে হোমস বলল, "আজকের রাত্তিরে যে-খেলা হবে সে রকম রক্ত-জল-করা কোনও খেলা আপনি আগে কখনও খেলেননি। আর এ খেলায় জিতলে আপনি তিরিশ হাজার পাউন্ডের মতো ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবেন। আর জোনস, তোমার কী লাভ হবে জানো? যাকে ধরবার জন্যে তুমি এত দিন চেষ্টা করে আসছ আজ তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করতে পারবে।"

"কাকে, জন ক্লে-কে?" উৎসাহে জোনসের চোখমুখ জ্বল জ্বল করে উঠল।

"উহু, কী দুর্ধর্ষ চোর, জালিয়াত, খুনি, মিঃ হোমস, ক্লে-কে গ্রেফতার করতে পারলে আমার যা আনন্দ হবে তা আর বোধহয় কিছুতেই হবে না।" তারপর মিঃ মেরিওয়েদারের দিকে তাকিয়ে জোনস বলল, "মিঃ মেরিওয়েদার, জন ক্লে-র বয়স কম বটে কিন্তু সে একটা

BanglaBook.org

বিরাট দলের পাণ্ডা। বিচিত্র এই ছোকরার ইতিহাস। ওর ঠাকুরদা ছিলেন ডিউক। শুনে আশ্চর্য হবেন যে, রাজপরিবারের সঙ্গে ওর কী যেন একটা সম্পর্ক আছে। জন হটন স্কুল থেকে পাশ করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। ও খুব ভাল ছাত্র ছিল। তারপর কী করে জানি না ও চলে এল এই অপরাধ জগতে। অদ্ভুতকর্মা ছোকরা। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই কুশলী। অনেক ব্যাপারে ওকে আমরা সন্দেহ করেছি, কিন্তু প্রমাণের অভাবে ওর টিকিটি ছুঁতে পারিনি। ও বেশিদিন একটা জায়গায় থাকে না। আজ যদি ও স্কটল্যান্ডে কোনও ডাকাতি করে তো ক'দিন পরেই দেখা যাবে যে, কর্নওয়ালে অনাথ ছেলেমেয়েদের আশ্রমের জন্যে টাকা তুলছে। অনেকদিন ওর পেছনে আমি লেগে আছি কিন্তু কখনও ওকে কবজা করতে পারিনি।"

হোমস বলল, "হতাশ হয়ো না। আশা করছি যে, আজ রাত্তিরে তোমার মনের আশা পূর্ণ হবে। তুমি জানো না, আমার নিজেরও জন ক্লে-র সঙ্গে কয়েকটা ব্যাপারে বোঝাপড়া আছে। জোনস, তুমি ঠিক বলেছ, ও একটা বিরাট দলের কর্তা। যাক, দশটা বেজে গেছে। এবার আমাদের বেরোতে হয়। জোনস, তুমি আর মিঃ মেরিওয়েদার প্রথম গাড়িটায় বোসো। আমি আর ওয়াটসন পরের গাড়িটায় উঠব।"

গাড়িতে উঠে হোমস মুখে তালা-চাবি দিয়ে দিল। তারপর কখন একসময় বিকেলে সেন্ট জেমসে শুনে আসা একটা সুর আপনমনে গুনগুন করে ভাঁজতে লাগল। গ্যাসের নরম আলোয় আলোকিত লন্ডন শহরের বিভিন্ন রাস্তায় গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে আমরা কতক্ষণ চলেছি কে জানে। এক সময় খেয়াল হল যে আমরা হ্যারিংডন স্ট্রিটে এসে পড়েছি।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ হোমস মুখ খুলল, "আমরা প্রায় এসে পড়েছি। এই মিঃ মেরিওয়েদার একটা ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর। আজকের এই ব্যাপারের সঙ্গে ওঁদের অনেক লাভ-ক্ষতি জড়িয়ে আছে। আর জোনসকে সঙ্গে নিয়েছি তার কারণ হল যে, লোকটা ভাল, ঘটে যদিও বুদ্ধির ছিটেফোঁটা নেই। গোয়েন্দার কাজে ও একেবারেই অচল। কিন্তু ওর গুণ হল যে, ও ভীষণ জেদি আর প্রচণ্ড সাহসী। আমরা এসে পড়েছি। ওই যে ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।"

গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে অবাক হয়ে দেখলাম যে, আজ সকালে স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে আমরা বড় রাস্তার যেখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেইখানেই এসেছি। গাড়িভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমরা মিঃ মেরিওয়েদারের পেছন পেছন হেঁটে একটা সরু গলিতে ঢুকলাম। খানিকটা যাবার পর মিঃ মেরিওয়েদার একটা খিড়কি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলাম। দরজার পরেই একটা লম্বা সরু বারান্দা। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা বেশ মজবুত লোহার গেট। গেট খুলে ঢুকতেই দেখলাম এবড়োখেবড়ো পাথরের কয়েক ধাপ সিঁড়ি এঁকেবেঁকে নীচে নেমে গেছে। সিঁড়ির শেষে আবার এক বিরাট দরজা। মিঃ মেরিওয়েদার ছোট একটা লণ্ঠন জ্বেলে সেই দরজা খুললেন। আমরা ভেতরে ঢুকতেই তিনি আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তিনি আমাদের একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে গলি দিয়ে নিয়ে চললেন। এই গলির শেষে আরও একটা বিরাট দরজা। সেই দরজাটা খুলে আমরা যেখানে এলাম সেটা মাটির তলায় একটা

BanglaBook.org

বিরাট ঘর। ভাল করে দেখতে দেখতে নজরে পড়ল ঘরটার চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে বিভিন্ন আকারের সব বাক্স।

লণ্ঠনের আলোয় ঘরটা তন্ন তন্ন করে দেখে হোমস বলল, "হ্যাঁ, ওপর থেকে এ ঘরটাকে বেশ সুরক্ষিতই বলা যায়। চট করে কেউ ঢুকতে পারবে না।"

"তলা থেকেও কেউ ঢুকতে পারবে না মিঃ হোমস।" তারপর নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে মিঃ মেরিওয়েদার মেঝেতে দু'-চারবার ঠকঠক করে লাঠি ঠুকেই আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কী আশ্চর্য, মেঝেটা কেমন যেন ফাঁপা ফাঁপা লাগছে।"

হোমস চাপা ভর্ৎসনার সুরে বলল, "দয়া করে চেঁচাবেন না। চিৎকার-চেঁচামেচি করে আপনি দেখছি আমাদের আজকের নৈশ অভিযানের সব প্ল্যান মাটি করবেন। আপনি অনুগ্রহ করে কোনও কথা না বলে যে-কোনও একটা বাক্সের ওপর চুপচাপ বসে থাকুন।"

৪

মিঃ মেরিওয়েদার কোনও কথা না বলে একটা বড় কাঠের বাক্সের উপর বসলেন। গম্ভীর মুখ দেখে বোঝা গেল যে, তিনি বেশ অপমানিত বোধ করছেন। হোমস একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও ঝুঁকে পড়ে, কখনও মেঝেতে শুয়ে পড়ে লণ্ঠনের আলোয় মাঝখানের সূক্ষ্ম জোড়াগুলি পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। এই ভাবে যখন ঘরের সম্পূর্ণ মেঝেটা তার পরীক্ষা করা হয়ে গেল, তখন সে বেশ প্রফুল্ল ভাবে বলল, "আমাদের হাতে ঘণ্টাখানেকের মতো সময় আছে। উইলসন ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করবে। কিন্তু তারপর ওরা আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করবে না। কেননা যত তাড়াতাড়ি ওরা কাজ হাসিল করতে পারবে, এখান থেকে পালাবার তত বেশি সময় পাবে। ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, আমরা এই মুহূর্তে লন্ডন শহরের একটা বড় ব্যাঙ্কের সিটি ব্রাঞ্চের সেফ ডিপোজিট ভল্টের মধ্যে রয়েছি। মিঃ মেরিওয়েদার এই ব্যাঙ্কের পরিচালক-সভার সভাপতি। আর তিনি এখনই তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন কেন জন ক্লে-র মতো ঘাগি অপরাধীর নজর পড়েছে এই সেফ ডিপোজিট ভল্টের উপর।"

ফিসফিস করে মিঃ মেরিওয়েদার আমাকে বললেন, "এ সবের মূলে আছে আমাদের ফরাসি সোনা। আর এই সোনা চুরি যেতে পারে বলে আমাদের অনেকবার হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। আমরাও যতদূর সম্ভব সতর্ক আছি।"

"ফরাসি সোনা আবার কী জিনিস?"

"বলছি। কয়েক মাস আগে হঠাৎ খুব জরুরি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আমরা ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের কাছ থেকে প্রায় তিরিশ হাজার পাউন্ডের মতো নেপোলিয়ন ফ্রাঁ ধার করতে বাধ্য হই। কিন্তু যাই হোক ওই টাকাটা আমাদের খরচা করতে হয়নি। কিন্তু সে টাকাটা যে আমাদের কাছেই আছে এবং এখনও ফেরত পাঠানো হয়নি সে খবরটা কিন্তু চাপা থাকেনি। এই যে কাঠের বাক্সটা দেখছেন ডঃ ওয়াটসন, যেটার ওপর আমি বসে আছি, এর ভেতরে তামার পাতের ভাঁজে ভাঁজে অন্তত দু'-হাজার সোনার নেপোলিয়ন ফ্রাঁ আছে। সাধারণ

BanglaBook.org

ভাবে ব্যাঙ্কের শাখায় যত সোনা মজুত রাখা হয় তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণ সোনা আমাদের ব্যাঙ্কে রয়েছে। এই নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তারও শেষ নেই।"

"সে তো বটেই," হোমস বলল। "এইবার কিন্তু আমাদের তৈরি হতে হবে। আমি অনুমান করছি যে, যা ঘটবার তা আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘটবে। এইবার লণ্ঠনটা ঢাকা দিয়ে দিতে হবে।"

"সে কী! আমাদের অন্ধকারে বসে থাকতে হবে," মিঃ মেরিওয়েদার যেন একটু ভয় পেয়ে গেলেন।

"উপায় নেই মিঃ মেরিওয়েদার। আমি তো পকেটে এক প্যাকেট তাস এনেছিলাম। ভেবেছিলাম চারজনে তাস খেলে সময় কাটানো যাবে। কিন্তু এখানে এসে যা দেখছি তাতে আমি নিঃসন্দেহ যে, শত্রুপক্ষের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। যে-কোনও মুহূর্তে তারা কাজ শুরু করতে পারে। সুতরাং এখন এখানে আলো জ্বালিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তারা সাবধান হয়ে যাবে। এখন আমাদের ঠিক করে নিতে হবে আমরা কে কে কোথায় থাকব। একটা কথা আপনাদের বলে রাখি। এরা যেমন বেপরোয়া তেমনই নিষ্ঠুর। যদিও আমাদের এখানে দেখে তারা খানিকটা হকচকিয়ে যাবে ঠিকই, তবুও আমরা যদি যথেষ্ট সাবধান না হই তা হলে কিন্তু আমাদের বিপদ হতে পারে। আমি এই বাক্সটার পেছনে দাঁড়াব। আপনারা ওই বাক্সগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকবেন। আমি ওদের মুখের ওপর আলো ফেললেই আপনারা ছুটে আসবেন। ওদের আমরা একেবারে ঘিরে ফেলব। ওরা যদি গুলি ছোড়ে, ওয়াটসন, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুড়বে।"

আমি রিভলভারের সেফটি ক্যাচটা খুলে সেটা বাক্সর ওপর রেখে নিজে বাক্সর আড়ালে দাঁড়ালাম। হোমস তার হাতের লণ্ঠনটা ঢেকে দিল। আর অমনি ঝুপ করে গাঢ় অন্ধকারে সবকিছু ঢেকে গেল। সত্যি কথা বলতে কী অন্ধকার যে ও রকম জমাট আর নিরেট হতে পারে আমার সে ধারণা ছিল না। শুধু আড়াল করা লণ্ঠন থেকে যে অত্যন্ত মৃদু তাপ বেরোচ্ছিল তাতে মনে মনে এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম যে যাই হোক হাতের কাছে একটা আলো আছে আর দরকারে সেটাকে কাজে লাগানো যাবে। কী জানি কী ঘটবে এই ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল বলেই হোক অথবা ওই মাটির নীচের অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরের বদ্ধ বাতাসের ভ্যাপসা গন্ধের জন্যেই হোক মনের মধ্যে কেমন একটা উদ্‌বেগ হচ্ছিল।

খুব নিচু গলায় হোমস বলল, "ওদের পালাবার একটি মাত্রই রাস্তা আছে। সেটা হল ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার ধরে। জোনস, তোমাকে যা করতে বলেছিলাম তা করেছ?"

"হ্যাঁ। ওই বাড়ির সদর দরজায় একজন ইন্সপেক্টর আর দু'জন কনস্টেবল হাজির আছে।"

"বাক। তা হলে পালাবার রাস্তা বন্ধ। এখন আমাদের শুধু চুপচাপ বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করা।"

সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে সময় যেন আর কাটতেই চায় না। পরে অবশ্য আমি হিসেব করে দেখেছি যে আমরা সেফ ডিপোজিট ভল্টে ছিলাম বড় জোর দেড় ঘণ্টা। কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল যে কতক্ষণ যে বসে আছি তার ঠিকঠিকানা নেই। মনে হচ্ছিল রাত বোধহয় কেটে গিয়ে ভোর হতে আর দেরি নেই। ঠায় একভাবে বসে থেকে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

তবু পাছে শব্দ হয় এই ভয়ে আমি একটুও নড়াচড়া করিনি। সেই অন্ধকার ঘরে অজানা বিপদের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমার কান এত সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছিল যে, আমি যে কেবল আমার সঙ্গীদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম তাই নয়, প্রত্যেকের নিশ্বাস নেবার ও ছাড়ার আলাদা ছন্দও ধরতে পারছিলাম। জোনস বেশ ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস নিচ্ছিল। কিন্তু মেরিওয়েদারের নিশ্বাসের শব্দ খুবই ক্ষীণ। আমি যে-বাক্সটার আড়ালে ছিলাম সেখান থেকে ঘরের মেঝেটা খুব ভাল ভাবে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা অতি ক্ষীণ আলোর রশ্মি যেন ফুটে উঠল।

প্রথমে মনে হল মেঝের ওপর একটা আলো দপ করে জ্বলেই নিভে গেল। ক্রমে সেটা বড় হতে হতে একটা লম্বা উজ্জ্বল হলদে রেখার আকার নিল। তারপর আমি কিছু বোঝবার আগেই হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে একটা ফরসা অল্পবয়সি ছেলের হাত উঠে এল। প্রায় এক মিনিটের মতো সেই হাতটা চার পাশে হাতড়ে হাতড়ে কী যেন খুঁজে যেমন নিঃশব্দে উঠে এসেছিল তেমনই নিঃশব্দে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আবার সব অন্ধকার হয়ে গেল। শুধু পাথরের মেঝের একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে তলা থেকে আলোর আভা দেখা যাচ্ছিল। হাতটা অদৃশ্য হয়ে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাটির তলা থেকে হঠাৎ একটা ঘড়ঘড় শব্দ হল। বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই দেখলাম মেঝের একটা পাথর সরে সেখানে একটা মাঝারি আকারের চৌকো গর্ত হয়ে গেছে। সেই গর্ত দিয়ে বেশ জোরালো আলো এসে ঘরে পড়ল। তারপর গর্ত দিয়ে উঁকি মারল নিখুঁত ভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো একটি অল্পবয়সি ছোকরার মুখ। ছেলেটি অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় দু'হাতের ওপর ভর দিয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে ওপরে উঠে এল; উঠে এসেই সে হাত বাড়িয়ে আর একজনকে টেনে তুলল। সঙ্গীটি তারই মতো ছোটখাটো। কিন্তু তার মাথার চুল রক্তের মতো লাল।

প্রথম ছোকরাটি বলল, "সব ঠিকঠাক আছে। তুমি ছেনি আর থলেগুলো আনতে ভোলোনি তো? কী সর্বনাশ! আর্চি তুমি পালাও। আমি এদিকটা দেখছি।"

সে কিছু দেখবার আগেই শার্লক হোমস এক লাফে তার জামার কলারটা শক্ত করে চেপে ধরল। আর তার সঙ্গী গর্ত দিয়ে লাফ মারতেই একটা ফ্যাঁস করে শব্দ হল। জোনসের হাতে খানিকটা জামা ধরা রয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় একটা রিভলভারের নল চকচক করে উঠতেই হোমস তার চাবুক দিয়ে লোকটার কবজিতে প্রচণ্ড জোরে এক ঘা দিতেই রিভলভারটা ঠং করে মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

"এখান থেকে পালাবার চেষ্টা বৃথা জন ক্লে"—হোমস বলল।

একটুও বিচলিত না হয়ে ক্লে বলল, "হুঁ, তাই তো দেখছি। তবে আমি খুশি যে, আমার সঙ্গীর খানিকটা জামা তোমরা ধরতে পেরেছ। তাকে পারোনি।"

"তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে লোক সদর দরজায় হাজির আছে।" হোমস ক্লে-র দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"তাই নাকি? তা হলে তো তোমার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়।"

হোমস বলল, "ধন্যবাদ। তবে তোমার বুদ্ধিরও প্রশংসা করছি। সত্যি, তোমার ওই লালচুল সমিতির আইডিয়াটা অসাধারণ।"

ক্লে উত্তর দেবার আগে জোনস বলে উঠল, "নাও আর বেশি চিন্তা কোরো না, এখনই তোমার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তোমার ও বন্ধুটি দেখলাম গর্তের মধ্যে ঢুকতে খুব

BanglaBook.org

হস্তান্দ। এখন লক্ষ্মীছেলের মতো হাতদুটো বাড়িয়ে দাও, হাতকড়াটা লাগাই।"

উত্তরে জন ক্লে যা বলল তা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। "হাতকড়া লাগাতে পারো। তবে তোমার ওই নোংরা হাত যেন আমার গায়ে না লাগে। আর তুমি হয়তো জানো না যে, আমার শরীরে রাজরক্ত আছে। আমি খুশি হব যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় 'মহাশয়', 'অনুগ্রহপূর্বক' বা ওই ধরনের সম্ভ্রমসূচক শব্দ ব্যবহার করো।"

বেশ ব্যঙ্গ করে জোনস বলল, "বুঝেছি মহাশয়। এখন আপনি যদি অনুগ্রহ করে ওপরে উঠে নয়া করে গাড়িতে বসেন তো মহাশয় আমি কৃতার্থ হই।"

"ঠিক আছে," বলে আমাদের তিনজনকে বিদায় জানিয়ে জন ক্লে জোনসের সঙ্গে চলে গেল। আমরাও ওদের পেছন পেছন চললাম।

"সত্যি মিঃ হোমস, কী ভাবে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব তা বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু ওদের উদ্দেশ্যটা তুমি বুঝলে কী করে?"

"পারলাম ও অর্ধেক মাইনেতে কাজ করতে রাজি হয়েছে বলে। উইলসনের নিজের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। তা হলে তাকে তার বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে সেখানে ওরা কী করতে পারে? আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ওরা যে জিনিসের সন্ধান করছে সেটা হয়তো তার বাড়ির কাছাকাছি আছে। কিন্তু সেটা কী? ভাবতে ভাবতে আমার মিঃ উইলসনের একটা কথা মনে পড়ল। উনি বলেছিলেন যে ওঁর কর্মচারীটির ছবি-তোলার ভীষণ নেশা। অবসর পেলেই সে তয়খানার ডার্করুমে ছবি ডেভেলপ করতে চলে যায়। তহখানা! মানে মাটির তলার ঘর। তৎক্ষণাৎ একটা বড় জট খুলে গেল। তখন আমি ওই কর্মচারীটির সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে শুরু করলাম। জানলাম যে এবারে এক মহা ধুরন্ধর

BanglaBook.org

লোকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তখন আমি ভাবতে লাগলাম যে, এই লোকটি দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই তয়খানায় কী করে? ভাবতে ভাবতে একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা মনে এল, ও নিশ্চয়ই একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। কিন্তু কেন?

"এই রকম অবস্থায় আমরা অকুস্থলে গেলাম। তুমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলে যে কেন আমি ফুটপাতে ঠক ঠক করে লাঠি ঠুকছিলাম। আমি বুঝতে চাইছিলাম যে, তয়খানাটা বাড়ির কোন দিকে গেছে, সামনে না পেছনে। বুঝলাম সামনের দিকে নয়। তখন আমি দরজায় ধাক্কা দিলাম। যা আশা করেছিলাম, ওই কর্মচারীটি দরজা খুলে দিল। যদিও ইতিপূর্বে ক্লে-র সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার সংঘাত হয়েছে, কিন্তু আমরা কখনও পরস্পরের মুখোমুখি হইনি। তা ছাড়া ওর হাঁটুটা দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। দেখছিলাম যে, ওর হাঁটুর কাছে প্যান্টের কাপড়টা কোঁচকানো, ধুলোবালি লাগা। আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে, দীর্ঘক্ষণ ধরে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ওই দাগ হয়েছে।

"তারপর হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের কাছে এসে যখন সিটি অ্যান্ড সাবার্বান ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চটা নজরে পড়ল তখনই আমি সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। বাজনার পর তুমি যখন বাড়ি চলে গেলে তখন আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করলাম। তার ফল কী হল তা তো তুমি স্বচক্ষে দেখলে।"

আমি বললাম, "কিন্তু আজ রাত্তিরেই যে ওরা সেফ ডিপোজিট ভল্ট ভাঙবে সেটা তুমি কী করে জানলে?"

"যখন লালচুল সমিতি বন্ধ হয়ে গেল তখনই বুঝলাম যে, জাবেজ উইলসনকে ওদের আর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ওদের সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শেষ। কিন্তু সুড়ঙ্গটা খুঁড়ে তো বেশি দিন ফেলে রাখা যায় না। যা করবার তা তাড়াতাড়ি করতে হবে। তখন আমার মনে হল যে, আজ শনিবারই ওদের পক্ষে সব চেয়ে ভাল। কাল রবিবার। ব্যাঙ্ক বন্ধ। চুরির খবর কেউ জানবে না। ওরাও বমাল সমেত কোনও নিরাপদ জায়গায় গা-ঢাকা দেবার জন্যে পুরো দুটো দিন সময় পাবে। সুতরাং ওদের যা কিছু করবার তা আজ রাত্রেই করতে হবে।"

হোমস চুপ করল। আমি বললাম, "চমৎকার। তোমার বিশ্লেষণে এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও।"

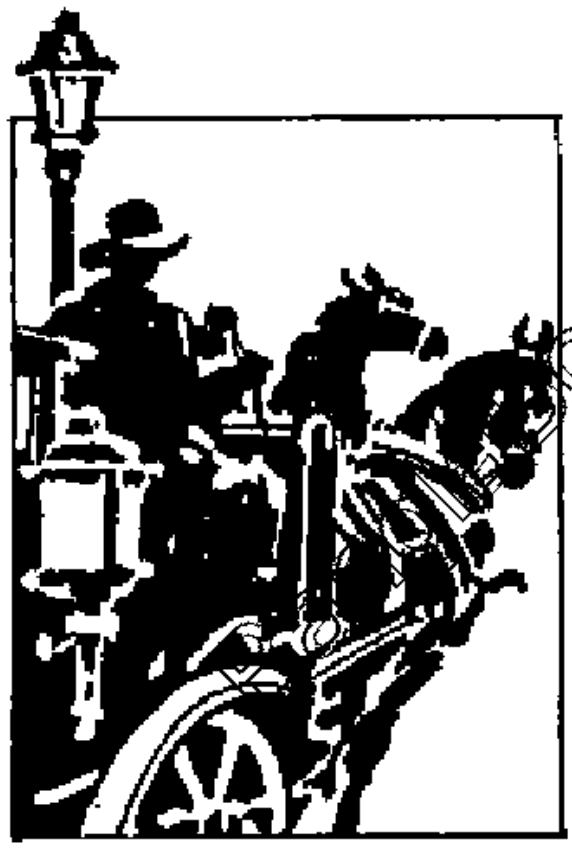

book.org

কমলালেবুর পাঁচটি বীজ

১৮৮২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত শার্লক হোমস যে-সমস্ত বিচিত্র ধরনের রোমাঞ্চকর রহস্যের তদন্ত করেছে সেসব ঘটনার কথাই আমার সেই সময়ের ডায়েরির পাতায় সংক্ষেপে লেখা আছে। খুব মুশকিলে পড়ি যখন সে ব্যাপারগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠকদের মতো করে লিখতে যাই। সমস্যা হয় কোন ঘটনাটা বাদ দিয়ে কোন ঘটনাটা লিখি। যে-সব ঘটনা কোনও-না-কোনও কারণে সাধারণ লোকের মনে কৌতূহল জাগিয়েছিল, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তখনই একাধিক দৈনিক সংবাদপত্রে বের হয়েছিল। সেসব কথা এখনও অনেকেরই মনে আছে। তাই ওই ঘটনাগুলো আবার নতুন করে লেখবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে সাধারণ লোকের জানা নেই এমন ঘটনার সংখ্যাই বেশি কিন্তু এইসব ঘটনার মধ্যে কয়েকটা আবার এতই জোলো আর সাদামাটা যে সেসব হল তুচ্ছ সমস্যার সমাধান সরকারি পুলিশই করতে পারত। এই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপারগুলো লিখতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এর মধ্যে অবশ্য দু'-একটা 'কেস' আবার এমনই সাংঘাতিক রকমের জটিল যে, সেই নিশ্ছিদ্র রহস্যের জাল ভেদ করতে স্বয়ং শার্লক হোমসই ব্যর্থ হয়েছে। আরও কয়েকটা রহস্যের সমাধান হোমস করতে পারেনি কেন না তার হাতে কোনও রকম সূত্রই ছিল না। এ ছাড়া কতকগুলো রহস্যের কিনারা আজও হয়নি। তদন্ত হলেও এই ঘটনাগুলোর কথাও লিখে লাভ হবে না বলে আমার মনে হয়। সাধারণ পাঠক এগুলো পড়ে কোনও আনন্দই পাবেন না। কেন না এ ঘটনাগুলোর শুরু মানে রহস্যের সূত্রপাত' আছে কিন্তু শেষ অর্থাৎ রহস্যের কোনও 'সমাধান' নেই। এ ছাড়াও আর এক রকমের তদন্তের কথা আমার ডায়েরিতে লেখা আছে। সে ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রহস্যের আংশিক সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল হোমসের পক্ষে। আজকে আমি এই রকমই একটি ঘটনার কথা লিখব বলে মনে করেছি। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্নের কোনও পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যায়নি। আর ভবিষ্যতেও যে এইসব প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া যাবে তা মনে হয় না। তবুও যে এই ঘটনাটার কথা লিখছি তার কারণ হল এই কেসের শুরুটা যেমন অত্যন্ত অদ্ভুত শেষটাও তেমনই আশ্চর্য রকম অভিনব।

১৮৮৫ সালের ডায়েরির পাতা ওলটাতে ওলটাতে অনেকগুলো রহস্যজনক ঘটনার কথা চোখে পড়ছে। যেগুলোর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় 'প্যারাডল চেম্বার'-এর খুন, ব্রিটিশ জাহাজ সোফি অ্যান্ডারসনের অদ্ভুত ভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা, ডিক ফ্রিপ গ্রাইস প্যাটারসনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আর সবশেষে ক্যাম্বারওয়েলে কিস্তফার হত্যার ঘটনাটা। এই ক্যাম্বারওয়েল খুনের ব্যাপারটা তদন্ত করতে গিয়ে হোমস মৃত ব্যক্তির হাতঘড়ি পরীক্ষা করে দেখায় যে, ওই খুনের ঘটনা ঘটবার ঠিক দু'ঘণ্টা আগে

BanglaBook.org

ঘড়িটায় দম দেওয়া হয়েছিল। তার থেকে প্রমাণ হয় যে, ওই ব্যক্তি খুন হবার ঠিক দু'ঘণ্টা আগে শুতে যান। হোমসের এই আবিষ্কারের ফলে তদন্তের ধারাটা একটা নতুন মোড় নেয় আর তার ফলে যে নির্দোষ সে মুক্তি পায়, ও দোষীর সাজা হয়। এসব তদন্তের সব কথা ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ মতো আমার লেখবার ইচ্ছে আছে। তবে যে-তদন্তের কথা আজ এখানে লিখছি তার সঙ্গে ওই সব রহস্যের তুলনাই হয় না। এ ঘটনাটা আরও অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি রোমহর্ষক। বিজ্ঞাপনের ভাষায় রীতিমতো গায়ে কাঁটা-দিয়ে-ওঠা কাণ্ড।

সেপ্টেম্বর মাস শেষ হতে চলল, এ বছরে এখনও পর্যন্ত জল-ঝড়ের আর শেষ নেই। আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে যেমনই প্রচণ্ড ঝড় আর তেমনই তুমুল বৃষ্টি। ঝোড়ো বাতাসের গোঁ-গোঁ গর্জনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে বৃষ্টি। জানলার শার্সিতে বৃষ্টির ছাটের চড়চড় শব্দের বিরাম নেই। ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ করে আমরা দু'জনে বসেছিলাম। তবুও মাঝে মাঝে যখন হুংকার দিয়ে ঝড় আছড়ে পড়ে দরজার কপাট আর জানলার ছিটকিনি নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল তখন খাস লন্ডন শহরের বুকে বসেও আমার মনে হচ্ছিল যে, এ যেন সাধারণ ঝড় নয়, কোনও একটা অশুভ শক্তি আমাদের ধ্বংস করতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়-জলের তাণ্ডবনৃত্যও ক্রমশ বাড়তে লাগল। ঘরের ফায়ারপ্লেসে গনগন করে আগুন জ্বলছিল। ফায়ারপ্লেসের একধারে চুপচাপ আর হয়তো খানিকটা বিমর্ষ ভাবে বসে শার্লক হোমস তার নিজের তদন্তের একটা নির্দেশিকা তৈরি করছিল। ফায়ারপ্লেসের আর একধারে একটা চেয়ারে বসে আমি ক্লার্ক রাসেলের সমুদ্র নিয়ে লেখা গল্পের বই পড়ছিলাম। বাইরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে রাসেলের কাহিনীর পরিবেশ চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে। উত্তাল সমুদ্রের বর্ণনা পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি যেন আর বেকার স্ট্রিটে নেই, ভেসে চলেছি এক তুফানের মুখে-পড়া জাহাজে। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি যে, আমার স্ত্রী তাঁর এক দূর সম্পর্কের অসুস্থ আত্মীয়াকে দেখতে লন্ডনের বাইরে গেছেন বলে আমি আবার আমার পুরনো আস্তানায় ফিরে এসেছি।

"কে যেন দরজার কড়া নাড়ল বলে মনে হল না?" আমি হোমসের দিকে তাকালাম। "এই দুর্যোগ মাথায় করে এত রাত্তিরে কে আবার এল বলো তো? তোমার কোনও বন্ধুর আসবার কথা আছে নাকি?"

"তুমি তো খুব ভাল করেই জানো ওয়াটসন যে তুমি ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোনও বন্ধু নেই। আর তা ছাড়া আমি অকারণে আমার কাছে কেউ আসুক তা চাই না।"

"তা হলে এ নিশ্চয়ই তোমার কোনও মক্কেল হবে।"

"তা যদি হয় তো বুঝতে হবে যে, তার সমস্যা খুবই গুরুতর। তা না হলে অন্তত আজকের মতো এই রকম দুর্যোগের রাত্তিরে কেউ চট করে ঘরের বাইরে বেরোতে রাজি হবে না। তবে আমার মনে হচ্ছে সে রকম কেউ নয়। এ আমাদের বাড়িওয়ালা গিন্নির কোনও বান্ধবীটান্ধবি হবেন।"

শার্লক হোমসের ধারণা যে ঠিক নয় তা বোঝা গেল একটু পরেই। আমাদের ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল আর তখনই দরজায় টোকা পড়ল। শার্লক হোমস তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে টেবিলল্যাম্পটা এমন ভাবে ঘুরিয়ে দিল যাতে সে নিজে থাকে আলোর পেছনে আর সমস্ত আলোটা পড়ে আগন্তুকের মুখের ওপর।

হোমস বলল, "ভেতরে আসুন।"

BanglaBook.org

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল একটি যুবক। তার বয়স খুব বেশি হলে বাইশ-তেইশ বছর হবে। তার জামাকাপড় বেশ শৌখিন আর পরিপাটি। আর প্রথম দর্শনেই যেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা হল তার ভদ্র সভ্য আচরণ। যুবকটির হাতের ছাতা থেকে যেরকম ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছিল আর তার গায়ের বর্ষাতি জলে ভিজে যেরকম চকচক করছিল তার থেকে আমাদের বুঝতে কষ্ট হল না যে বাইরে কী তুমুল ঝড় জল হচ্ছে। ঘরে ঢুকতেই টেবিলল্যাম্পের জোরালো আলোয় যুবকটির চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। সে খানিকটা হতভম্ব হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। তার চোখে-মুখে এমন একটা হতাশা আর চাপা দুঃখের ভাব ফুটে রয়েছে যে আমি বুঝতে পারলাম সে খুবই অশান্তিতে আছে।

"আগে থেকে না বলে-কয়ে হঠাৎ এই ভাবে এসে পড়ে আপনাদের অসুবিধে করার জন্যে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আরও ক্ষমা চাইছি আপনাদের এই সুন্দর করে সাজানো ঘরটা জলে-কাদায় নোংরা করে ফেলার জন্যে," যুবকটি রুমাল দিয়ে তার চশমার কাচ পরিষ্কার করতে করতে বলল।

তার কথার উত্তরে হোমস বলল, "আপনার ছাতা আর বর্ষাতিটা আমার হাতে দিন। আমি ওই কোণে রেখে দিচ্ছি। কোনও অসুবিধে হবে না, একটু পরেই শুকিয়ে যাবে।...আপনি দেখছি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বাসিন্দা।"

'হ্যাঁ, আমি হর্শ্যাম থেকে আসছি।"

"আপনার জুতোয় যে-ধরনের খড়িমাটি লেগে রয়েছে তা ওই দিকের মাটির বিশেষ গুণ," হোমস মৃদু হেসে বলল।

"আমি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।"

"পরামর্শ দিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।"

"শুধু পরামর্শ নয়, আপনার সাহায্যও বিশেষ দরকার।"

"আমার পরামর্শ পাওয়াটা যত সহজ, সাহায্য পাওয়াটা কিন্তু তত সোজা নয়।"

"আপনার কথা আমি অনেকের কাছে শুনেছি। মেজর পেন্ডারগাস্ট আমাকে নিজে বলেছেন যে, কী রকম অদ্ভুত ভাবে আপনি তাঁকে ট্যাংকারভিল ক্লাবের নোংরা ব্যাপারটা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।"

"সে কথা ঠিক। তবে ব্যাপারটা কী জানেন, তাঁর বিরুদ্ধে তাস খেলায় জোচ্চুরির যে বদনাম দেওয়া হয়েছিল সেটা ডাহা মিথ্যে।"

"মেজর পেন্ডারগাস্ট যে আমাকে বললেন যে-কোনও রকম রহস্যের কিনারা আপনি করে দিতে পারেন।"

"এটা তিনি একটু বাড়িয়ে বলেছেন", হোমস বলল।

"তিনি আমাকে এ কথাও বললেন আজ পর্যন্ত কোনও রহস্যের সমাধান করতে আপনি ব্যর্থ হননি।"

"না, এ কথাটা তিনি ঠিক বলেননি। এ পর্যন্ত আমাকে চার চারবার হার মানতে হয়েছে। তিনবার হেরেছি তিন ভদ্রলোকের কাছে, আর একবার এক ভদ্রমহিলার কাছে।"

"কিন্তু আপনার সাফল্যের বিরাট সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে এই চারটে পরাজয় তো কিছুই নয়!"

"হ্যাঁ, এ কথা অবশ্য ঠিক যে মোটামুটি ভাবে আমি প্রায় সব ব্যাপারেই সফল হয়েছি।"

BanglaBook.org

"তা হলে আমার এই ব্যাপারেও নিশ্চয়ই আপনি সফল হবেন।"

হোমস বলল, "তা হলে আগে আপনি ওই চেয়ারটা ফায়ারপ্লেসের কাছে টেনে নিয়ে এসে বসে শরীরটা একটু গরম করে নিন। তারপর আমাকে খুলে বলুন আপনার সমস্যাটা কী।"

"এটা কোনও সাধারণ ব্যাপার নয়।"

হোমস শান্ত ভাবে বলল, "সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমার পরামর্শ চাইতে কেউ আসে না। এটা অবশ্য আমার অহংকার বলে ভাববেন না।"

"না, আমি আপনার কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তবুও গত কয়েকমাস ধরে আমাদের সংসারে যে রকম রহস্যময় ঘটনা সব ঘটেছে সে রকম ঘটনার দ্বিতীয় কোনও নজির আর আছে কিনা আমার সন্দেহ।"

"আপনার কথা শুনে আমার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে," হোমস বলল। "আপনি আগাগোড়া সব কথা আমাকে খুলে বলুন। কোনও কিছু গোপন করবেন না। তারপরে আমার যা জানবার তা আমি জেনে নেব।"

চেয়ারটাকে যতখানি সম্ভব ফায়ারপ্লেসের কাছে সরিয়ে এনে তার ভিজে জুতোপরা পা দুটো ফায়ারপ্লেসের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যুবকটি তার কথা বলতে শুরু করল।

"আমার নাম জন ওপ্‌নশ। কিন্তু যে-সমস্যার সমাধানের জন্যেই এই প্রবল ঝড়-জল-দুর্যোগের মধ্যে অসময়ে আপনাকে বিব্রত করছি সেটা কিন্তু আমার নিজের কোনও ব্যাপার নয়। তাই যদি একটু পুরনো দিনের কথা দিয়ে আরম্ভ করি তা হলে আপনার পক্ষে ব্যাপারটা বোঝবার সুবিধে হবে।

"আমার ঠাকুরদার দুই ছেলে—আমার বাবা জোসেফ আর কাকা ইলিয়াস। কভেন্ট্রিতে আমার বাবার একটা ছোটখাটো কারখানা ছিল। তখন বাইসাইকেলের ফ্যাশান খুব হয়েছিল। বাবার কারখানায় সাইকেলের যন্ত্রপাতি তৈরি হত বলে কারখানাটারও খুব উন্নতি হতে লাগল। এই সময়ে বাবা ছ্যাঁদা বা ফুটো হবে না এমন ধরনের টায়ার আবিষ্কার করে তার পেটেন্ট মানে বিক্রিস্বত্ব নিয়ে নেন। আর তার ফলে তাঁর কারখানার লাভ হু-হু করে বাড়তে থাকে। বেশ কিছু টাকা জমাবার পর আমার বাবা মোটা টাকায় তাঁর চালু কারখানাটি বিক্রি করে দিলেন। তারপর বেশ আরাম করে অবসরজীবন কাটাতে লাগলেন।

"আমার কাকা ইলিয়াস অল্প বয়সে রোজগারের ধান্দায় আমেরিকা চলে যান। সেখানে ফ্লোরিডায় আস্তানা গেড়ে তিনি চাষবাসের কাজ করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই কাকা বেশ ভাল টাকাপয়সা রোজগার করেন। তারপর যখন আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বাধল তখন কাকা প্রথমে জ্যাকসনের পক্ষে আর পরে হুডের দলে যোগ দিলেন। যুদ্ধে কাকা বেশ নাম করেছিলেন। সাধারণ সৈন্য থেকে তিনি 'কর্নেল' পর্যন্ত হয়েছিলেন। তারপর লি যখন যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধি করলেন তখন কাকা আবার তাঁর পুরনো পেশা মানে চাষবাসের কাজে ফিরে গেলেন। এর প্রায় বছর-চারেক পরে ১৮৬৯ কি ৭০ সালে তিনি আবার হঠাৎ একদিন এ দেশে ফিরে এলেন। আর সাসেক্সের হর্শামের কাছে একটা বাড়ি কিনে বাস করতে লাগলেন। আমরা শুনেছি যে কাকা আমেরিকাতে শুধু প্রচুর টাকা রোজগারই করেননি, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিও হয়েছিল খুব। তা সত্ত্বেও তিনি যে আমেরিকা ছেড়ে চলে এলেন তার একমাত্র কারণ হল নিগ্রোদের ওপর তাঁর অসম্ভব ঘৃণা। সেই জন্যে রিপাব্লিকান দল যখন

BanglaBook.org

নিগ্রোদের ভোট দেবার সুযোগ করে দিল তখন তিনি বিরক্ত হয়ে আমেরিকা ছেড়ে এ দেশে চলে এলেন। আমার কাকা একজন অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। যেমন রাগী আর তেমনই বদমেজাজি। রেগে গেলে তাঁর ভালমন্দ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করা তো দূরের কথা মানুষজনের সঙ্গ এড়িয়ে একলা একলা থাকতেই পছন্দ করতেন তিনি। হর্শ্যামে থাকবার সময় তিনি কোনওদিন কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন বলে আমার অন্তত মনে পড়ে না। কাকা একটা বিরাট বাড়িতে থাকতেন। তিনি বাড়ির বাগান আর মাঠের মধ্যেই নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করতেন তাঁর স্বাস্থ্য ভাল রাখবার জন্যে। তবে আবার কখনও কখনও এমনও হত যে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তিনি নিজের ঘরের মধ্যে চুপচাপ একা একা বসে থাকতেন। তখন তিনি অনবরত কাপের পর কাপ কড়া চা খেতেন আর ধূমপান করতেন। যখন এই রকম অবস্থা চলত তখন বাইরের কোনও অপরিচিত লোক তো দূরের কথা তাঁর নিজের ভাই, মানে আমার বাবার সঙ্গেও দেখা করতেন না।

"তবে আমার কথা অবশ্য আলাদা। কাকা আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। তার কারণ বোধহয় এই যে তিনি আমাকে প্রথম যখন দেখেন তখন আমি একদম ছেলেমানুষ। তখন আমার বয়স খুব বেশি হলে হবে এগারো কি বারো। সেটা '৭৮ সালের কথা। তারও প্রায় আট-ন' বছর আগে থেকে তিনি এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করতে শুরু করেন। একদিন তিনি আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে ভীষণ ধরে বসলেন আমাকে তাঁর কাছে থাকতে দেবার জন্যে। আমাকে তিনি বরাবরই খুব স্নেহ করতেন। যখন তাঁর মাথা ঠান্ডা থাকত তখন তিনি আমার সঙ্গে সমবয়সি বন্ধুর মতো লুডো ক্যারাম এই সব খেলতেন। আর সেই সময় থেকেই তিনি সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব—চাকরবাকরদের তদারকি থেকে শুরু করে দোকানের হিসেব দেখা, পাওনা মেটানো সবকিছু আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। বলতে গেলে আমাকেই তিনি সংসারের কর্তা করে দিয়েছিলেন। অথচ তখন আমার বয়স ষোলো বছরও হয়নি। আমার কাছেই বাড়ির সব চাবি থাকত। আমি যেখানে খুশি যেতে পারতাম। তবে তাঁর নিজের ব্যাপারে তিনি কখনও আমাকে কোনও কথা বলেননি আর আমিও সে ধরনের কোনও কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম না। তবে বাড়ির ছাদের ওপর যে চিলেকোঠা ঘরটা আছে সেটা সব সময়েই বন্ধ থাকত। আর সেই ঘরে তিনি কাউকে এমনকী আমাকে পর্যন্ত কখনও ঢুকতে দিতেন না। বুঝতেই পারছেন, বয়সটা কম ছিল বলেই হোক আর নিষেধটা খুব কড়া ছিল বলেই হোক, কৌতূহলটা ছিল বেশি মাত্রায়। সেইজন্যে আমি ফাঁক পেলেই দরজার চাবির ফুটোয় চোখ লাগিয়ে দেখতে চেষ্টা করতাম ওই ঘরের মধ্যে কী সব রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু খুবই মনখারাপ হয়ে যেত যখন দেখতাম যে, আর পাঁচটা বাড়ির চিলেকোঠায় যা-যা থাকে, যেমন পুরনো ভাঙা বাক্সপ্যাঁটরা আর পুঁটুলি ইত্যাদি, আমাদের ওই ঘরটাতেও এই সব আজেবাজে জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেই।

"এ বছরের মার্চ মাসে হঠাৎ একদিন আমার কাকার নামে একটা চিঠি এল। চিঠিটায় বিদেশি ডাকটিকিট লাগানো ছিল। এমনিতে কাকার নামে বড় একটা চিঠিপত্র আসে না। দোকানদারদের পাওনা সব সময়ে আমরা নগদ টাকায় মিটিয়ে দিই। আর কাকার এমন কোনও বন্ধুবান্ধব আছে বলে শুনিনি যে কিনা কাকাকে চিঠি লিখতে পারে। চিঠিটা হাতে

BanglaBook.org

নিয়ে কাকা বললেন, 'চিঠিটা দেখছি ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। টিকিটের ওপর পণ্ডিচেরি ডাকঘরের ছাপ রয়েছে। এ আবার কী ব্যাপার।'

"কাকা খামটা ছিঁড়তেই খামের ভেতর থেকে টেবিলের ওপর পড়ল পাঁচটা কমলালেবুর শুকনো বীজ।"

২

"খাম থেকে কমলালেবুর শুকনো বীজ ঝরে পড়তে দেখে আমার বেদম হাসি পেল। কিন্তু কাকার মুখের দিকে তাকিয়েই শুকিয়ে গেল আমার হাসি। মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে। চোখ দুটো যেন এক্ষুনি ঠেলে বেরিয়ে আসবে। আমার মনে হল, হঠাৎ কোনও জাদুমন্ত্রে তাঁর শরীর থেকে এক মুহূর্তে সমস্ত রক্ত যেন কেউ শুষে নিয়েছে। কাকার মুখের রং কাগজের মতো সাদা। একদৃষ্টিতে খামটার দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন। খামটা তাঁর হাতের মধ্যেই ধরা ছিল। অবাক হয়ে দেখলাম, তাঁর হাতটা থরথর করে কাঁপছে। আমার মনে হল, সবকিছু যেন ভুলে গেছেন তিনি, কোনও দিকে তাঁর খেয়াল নেই। সেই অবস্থায় হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'K K K...ওহ্ ভগবান! এত দিন পরে আমার দেনা শোধের সময় হল!'

"'এ সব তুমি কী বলছ কাকা?' আমি না বলে থাকতে পারলাম না।

"আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে' বলতে বলতে কাকা খাবার ঘরের টেবিল থেকে উঠে পড়ে নিজের ঘরের দিকে গেলেন।...বিশ্বাস করুন মিঃ হোমস একটা অজানা ভয় আর আশঙ্কায় আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। কাকা ঘর থেকে চলে যাবার পরে আমি খামটা তুলে নিলাম। দেখলাম খামের যে-দিকটায় আঠা লাগানো থাকে সেই দিকে এক কোণে লাল অক্ষরে তিনটে বড় হাতের 'K' অক্ষর লেখা। খামটার মধ্যে ওই শুকনো বীজ পাঁচটা ছাড়া আর কোনও চিঠিপত্র নেই। আমি বুঝতে পারলাম না যে এই সামান্য ব্যাপারে কাকার এত বেশি ভয় পাবার কী কারণ থাকতে পারে।

"খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আমি যখন দোতলায় উঠছি তখন সিঁড়িতে কাকার সঙ্গে দেখা হল। কাকা ওপর থেকে নামছেন। কাকার এক হাতে একটা মরচে-ধরা চাবি আর এক হাতে একটা ছোট বাক্স, দেখতে অনেকটা ক্যাশবাক্সের মতো। চাবিটা দেখেই আমার মনে হল এটা নিশ্চয়ই চিলেকোঠার চাবি।

"উত্তেজিত ভাবে কাউকে শাপশাপান্ত করতে করতে কাকা বললেন, 'ওরা যা পারে করুক গে। ঠিক আছে আমিও ওদের এইসা প্যাঁচে ফেলব যে রাস্কেলরা টের পাবে।...জন, মেরিকে বলো সে যেন এক্ষুনি আমার ঘরের ফায়ারপ্লেসে বেশ গনগনে করে আঁচ দিয়ে দেয়। আর হর্শ্যামে গিয়ে ফোর্ডহ্যাম উকিলকে বলে এসো তার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন, সে যেন আজই আমার সঙ্গে দেখা করে।'

"আমি কাকার কথামতো কাজ করলাম। উকিল যখন এসে হাজির হল তখন কাকা আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়ল ফায়ারপ্লেসে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ফায়ারপ্লেসের লোহার শিকগুলোর ওপর স্তূপাকার ছাই আর টুকরো টুকরো পোড়া কালো কাগজ। আরও লক্ষ করলাম যে, ফায়ারপ্লেসের একধারে সেই তামার বাক্সটা

BanglaBook.org

খোলা। বাক্সটা একদম খালি। সেই বাক্সটার দিকে ভাল করে তাকাতে দেখতে পেলাম বাক্সটার ওপরে তিনটে K অক্ষর লেখা। ঠিক যেমন হরফের তিনটে K আমি খামের মধ্যে লেখা দেখেছিলাম।

"কাকা আমাকে বললেন, 'জন, আমার ইচ্ছে যে তুমি আমার এই উইলের প্রধান সাক্ষী হও। আমার সমস্ত সম্পত্তি এর দায়দায়িত্ব ভাল-মন্দ সমেত সবকিছু আমি আমার দাদা তোমার বাবাকে দিয়ে গেলাম। আমি আশা করি যে, একদিন তোমার বাবা এই সম্পত্তি তোমাকেই দিয়ে যাবেন। তুমি যদি নিরুপদ্রবে, সুখে-স্বচ্ছন্দে এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারো তো অতি উত্তম। তবে তা যদি না পারো তবে এই সম্পত্তি তোমার সবচেয়ে যে বড় শত্রু তাকে দান করে দিয়ো। আমার এই উপদেশটি মনে রেখো, ভুলো না। তোমাকে এই রকম একটা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফেললাম বলে আমার নিজের খুবই খারাপ লাগছে। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াবে তা তো আমি জানি না। আশা করতে দোষ নেই যে, সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এখন লক্ষ্মীছেলের মতো এই কাগজের যেখানে ফোর্ডহ্যাম সই করতে বলছে সেখানে নাম সই করে দাও।'

"ফোর্ডহ্যাম যে-জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন আমি সেইখানে সই করে দিলাম। তারপর সেই সব কাগজপত্র নিয়ে ফোর্ডহ্যাম তো চলে গেলেন। কিন্তু সেদিন সকাল থেকে যে-সব অসম্ভব কল্পনার অতীত ঘটনা ঘটে গেল সেগুলো আমার মনের ওপর মস্ত একটা ছাপ ফেলল। আমি সকাল থেকে যা যা ঘটেছে সব মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। কিন্তু এই ব্যাপারের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেবল কেমন একটা অজানা ভয়, একটা বিপদের চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

"যাই হোক, একটা দুটো করে বেশ কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল। ইতিমধ্যে অবশ্য কোনও গোলমাল হয়নি। আস্তে আস্তে সেই অজানা ভয়ের গা-ছমছমানি ভাবটা কমে এল বটে, কিন্তু সেই ভাবটা মন থেকে একদম মুছে গেল না। এই রকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আমাদের দিন কাটতে লাগল। বাইরে থেকে কোনও কিছুই বদলাল না। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, আমার কাকা ভেতরে ভেতরে কেমন যেন বদলে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে মেলামেশা, কথাবার্তা বলা একদম বন্ধ করে দিয়ে প্রায় সব সময়েই নিজের ঘরে খিল লাগিয়ে একলা বসে থাকতেন। অবশ্য এক এক দিন খুব উত্তেজিত অবস্থায় তিনি একটা পিস্তল হাতে নিয়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেন। সেই সময়ে তিনি পাগলের মতো চিৎকার করে যা বলতেন তার সারমর্ম হল যে, এ পৃথিবীতে তিনি কাউকে ভয় করেন না। কারও ভয়ে তিনি জন্তুর মতো চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর ঘরের ভেতর বন্দি থাকতে পারবেন না। 'মানুষ দানব ভূতপ্রেত কাউকেই আমি পরোয়া করি না' বলে তিনি আমাদের বাড়ির বাগানে আর মাঠে খুব খানিকটা হাঁটাহাঁটি করতেন। কিছুক্ষণ পরেই সেই উত্তেজনার ভাবটা কেটে গেলে তিনি দৌড়োতে দৌড়োতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দুমদাম করে সব দরজার খিল লাগিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়তেন। আমরা শুনতে পেতাম যে তিনি তাঁর ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে দিচ্ছেন। সেই সময়ে তাঁকে দেখলে মনে হত যে তাঁর মনের মধ্যে ভয়ের ফাঁসটা তাঁকে এতই চেপে ধরছে যে তিনি আর বেশি সহ্য করতে পারছেন না। তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসছে। প্রচণ্ড ঠান্ডার দিনেও দেখতাম যে তাঁর শরীর দরদর করে ঘামছে।

"যাক আমার কথা আর বেশি বাড়াব না। এইবার আসল কথায় আসি। একদিন রাত্রে

কাকা তাঁর সেই উত্তেজিত অবস্থায় বাগানে পায়চারি করতে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু আর তিনি ফিরে এলেন না। মানে তাঁকে আমরা আর জীবিতাবস্থায় দেখিনি। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাকা ফিরছেন না দেখে আমরা মানে আমি আর চাকরবাকররা কাকার খোঁজ করতে গেলাম। আমাদের বাগানের এক কোণে একটা ডোবা আছে। খুঁজতে খুঁজতে আমরা দেখতে পেলাম যে সেই ডোবাটার মধ্যে কাকা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর দেহে প্রাণ নেই। তবে সেখানে কোনও রকম ধস্তাধস্তি, মারামারি কিংবা শারীরিক বল প্রয়োগের লেশমাত্র চিহ্ন নেই।

"যথারীতি পুলিশে খবর দেওয়া হল। পুলিশ এল। সব দেখেশুনে পুলিশ সিদ্ধান্ত করল যে, কাকা মনের অশান্তি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশের এই সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে পারলাম না। কেন না, কাকা যে শুধু মরতে ভয় পেতেন তাই নয়, তিনি বাঁচতে চাইতেন। যাই হোক, সব চুকেবুকে গেল। আমার বাবা কাকার সব সম্পত্তির মালিক হলেন। দেখা গেল, ঘরবাড়ি জায়গাজমি ছাড়াও ব্যাঙ্কে কাকার নগদ চোদ্দো হাজার পাউন্ড জমা আছে।"

ওপ্‌নশকে বাধা দিয়ে হোমস বলল, "এক মিনিট! আপনার কথা যতটুকু শুনলাম তাতেই আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। এ রকম অদ্ভুত ঘটনার কথা আমি এর আগে সত্যি কখনও শুনিনি। তাই সব ব্যাপারটা আমি ভাল করে বুঝে নিতে চাই। আপনার কি মনে আছে যে, আপনার কাকা প্রথম চিঠিটা ঠিক কত তারিখে পান? আর কত তারিখে তিনি পুলিশের কথামতো আত্মহত্যা করেন?"

"চিঠিটা এসেছিল ১০ মার্চ '৮৩। আর এই চিঠিটা পাবার ঠিক সাত সপ্তাহ পরে কাকার মৃত্যু হয়। দোসরা মে তারিখের রাত্রে।

"ঠিক আছে। আপনি বলুন।"

"তারপর আমার বাবা তো হর্শ্যামে কাকার বাড়িতে চলে এলেন। একদিন আমি বাবাকে ওই চিলেকোঠাটা ভাল করে দেখতে বললাম। চাবি খুলে ঘরে ঢুকতেই আমাদের নজরে পড়ল সেই তামার বাক্সটা। বাক্সর ডালাটা তুলতেই দেখতে পেলাম ভেতরে রয়েছে একটা ছোট কাগজ। কাগজটার একপিঠে লেখা রয়েছে K K K আর তার নীচে লেখা রয়েছে চিঠিপত্র, রসিদ, তালিকা ইত্যাদি। আমরা বুঝতে পারলাম যে, ওই ফর্দে যা লেখা রয়েছে সেই সব জিনিস মানে চিঠিপত্র, রসিদ, তালিকা সব ওই বাক্সে ছিল। আর ওই কমলালেবুর বীজ পাওয়ার ফলেই কাকা ওই কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেন। ওই বাক্সটা ছাড়া ওই ঘরে আর যা ছিল তা হল কিছু টুকরো কাগজ আর কয়েকটা ডায়েরিজাতীয় 'নোটবুক'। ওই সব নোটবুকে কাকার আমেরিকার সব অভিজ্ঞতার কথা লেখা। কয়েকটা খাতায় শুধু যুদ্ধের কথাই লেখা ছিল। সেগুলো যে-কোনও লোক পড়লেই বুঝতে পারবে যে, কাকা অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ অফিসার ছিলেন। বীর যোদ্ধা বলে তাঁর খুব নামও হয়েছিল। আর কয়েকটা খাতায় যুদ্ধের পরেরকার কথা লেখা ছিল। সেই খাতায় কেবলই রাজনীতির কথাবার্তা লেখা। বুঝতে পারলাম যে, কাকা রাজনীতির দলাদলিতে বেশ ভাল ভাবেই জড়িয়ে পড়েছিলেন। কাকার ডায়েরিতে উত্তরাঞ্চলের নেতাদের সম্বন্ধে বেশ কড়া কড়া সব মন্তব্য লেখা আছে। সে সময় আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের নেতাদের ঝগড়াঝাটি চরমে উঠেছিল।

"৮৪ সালের গোড়ার দিক থেকে আমার বাবা পাকাপাকি ভাবে হর্শ্যামে বাস করতে শুরু

BanglaBook.org

করেন। একটা বছর বেশ ভাল ভাবেই কাটল। '৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। নববর্ষের ঠিক চারদিন পরে আমরা আমাদের অভ্যেসমতো সকালবেলায় খাবার টেবিলে বসে কাগজ পড়তে পড়তে গল্প করছিলাম, এমন সময় বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন। আমি দেখলাম তাঁর এক হাতে ধরা রয়েছে সদ্য-খোলা একটা খাম আর অন্য হাতে কমলালেবুর শুকনো পাঁচটা বীজ। এত দিন পর্যন্ত বাবা কাকার ওই কমলালেবুর বীজের ব্যাপারটা আস্ত গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মনে হল যে ঠিক এই মুহূর্তে তিনি নিজেই বেশ ঘাবড়ে গেছেন, ভয় পেয়েছেন।

"'এ সবের মানে কী জানো?' বাবা থেমে থেমে আমাকে বললেন।

"ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। আমি কোনওমতে ঢোঁক গিলে উত্তর দিলাম, 'এটা K K K।'

"বাবা খামটার ভেতরটা দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি...এই তো লেখা রয়েছে K K K। কিন্তু এটা আবার কী লেখা রয়েছে।' বাবার ঘাড়ের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম খামটার ভেতরে লেখা রয়েছে, 'সমস্ত কাগজপত্র সূর্যঘড়ির ওপরে রেখে দেবে।'

"'কোন কাগজপত্র? আর সূর্যঘড়িই বা কী?' অবাক হয়ে বাবা আমাকে প্রশ্ন করলেন।

"'বাগানে যে সূর্যঘড়িটা আছে তার কথাই লিখেছে। আর তো কোনও সূর্যঘড়ি এ চত্বরে নেই। আর কাগজপত্র মানে যে-সব কাগজপত্র কাকা পুড়িয়ে দিয়েছেন।'

"'ফুঃ ফুঃ, যত্ত সব ইয়ার্কি।' বাবা গলায় বেশ খানিকটা জোর এনে বললেন, 'আমরা একটা সভ্য দেশে বাস করি। এ দেশে আইনকানুন আছে। এখানে এ ধরনের বাঁদরামি চলবে

BanglaBook.org

না।...দ্যাখো তো চিঠিটা কোথা থেকে এসেছে।'

"পোস্ট অফিসের ছাপ পরীক্ষা করে আমি বললাম, 'ডানডি থেকে।'

"বাবা বললেন, 'এ আর কিছুই নয়, কেউ আমাদের সঙ্গে হয় তামাশা করছে না হয় তো বজ্জাতি করছে। আমি ওই কাগজপত্র বা সূর্যঘড়িফড়ির কোনও কিছুই জানি না। আর ওই সমস্ত গাঁজাখুরি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবারও সময় আমার নেই।'

"'আমার কিন্তু মনে হয় পুলিশে একটা খবর দিয়ে রাখা ভাল।'

"'হ্যাঁ, আর পুলিশ আমাকে পাগল ভাবুক। উঁহু, ও সব আমি কোনও কিছুই করব না।'

"'বেশ তো, আপনি নিজে যদি পুলিশকে জানাতে না চান তো আমি পুলিশকে খবর দিয়ে দিচ্ছি।'

"'না, আমি তোমাকে বারণ করছি। এই ধরনের একটা অর্থহীন বাজে ব্যাপার নিয়ে কোনও রকম হইচই করা আমি একদম পছন্দ করি না।'

"আমি বুঝলাম যে, এ ব্যাপারে কথা বাড়িয়ে আর কোনও ফল হবে না। আমার বাবা ভীষণ একরোখা প্রকৃতির লোক। যেটা তিনি একবার 'না' বলবেন সেটা আর 'হ্যাঁ' হবে না। তাই ইচ্ছে থাকলেও এ ঘটনার কথা আমি পুলিশকে জানাতে পারলাম না। কিন্তু আমার মন ভয়ানক উদ্‌বিগ্ন হয়ে রইল।

"ওই চিঠি আসবার দিন তিনেক বাদে একদিন আমার বাবা তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পোর্টসডাউন হিলে গেলেন। বাবার বন্ধুর নাম মেজর ফ্রিবডি। তিনি ওই অঞ্চলের একটি দুর্গের অধিনায়ক। বাবা পোর্টসডাউন হিলে যাওয়াতে আমি মনে মনে বেশ স্বস্তি পেলাম। কী জানি কেন আমার মনে বিশ্বাস হয়েছিল যে, বিপদ আমাদের হর্শ্যামের বাড়ির আনাচেকানাচে লুকিয়ে আছে। তাই আমি ভাবলাম যে, বাবা যদি হর্শ্যামে না থেকে অন্য কোথাও গিয়ে কিছুদিন থাকেন তো বিপদের থাবা সেখান অবধি পৌঁছোতে পারবে না। তখন কি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার ধারণা কত ভুল। বাবা পোর্টসডাউন হিলে যাবার পরের পরের দিন আমি মেজরের কাছ থেকে একটা জরুরি টেলিগ্রাম পেলাম। তিনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পোর্টসডাউন হিলে যেতে লিখেছেন। আমার বাবা একটা গভীর গর্তে পড়ে গিয়ে মাথার খুলিতে ভীষণ আঘাত পেয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছেন। খবর পেয়েই তো আমি রওনা হলাম। বাবার জ্ঞান আর ফিরল না। বাবা মারা গেলেন। খোঁজখবর করে যা জানতে পারলাম তা হল যে, সন্ধের অন্ধকারে কেয়ারহ্যাম থেকে একা একা ফেরবার সময়ে তিনি খড়িমাটির গভীর গর্তে পড়ে যান। একে তো ওই অঞ্চলের পথঘাট তাঁর অচেনা, তার ওপর ওই গর্তটা বেড়া দিয়ে ঘেরা না থাকায়, বিচারকদের সিদ্ধান্ত হল যে, দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু হয়েছে।

"আমার বাবার মৃত্যু আমাকে ভীষণ ভাবে বিচলিত করল। আমার মনে হল যে, বাবার মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, বাবাকে যে খুন করা হয়েছে তার কোনও প্রমাণ যোগাড় করতে পারলাম না। বাবাকে কেউ বা কারা জোর করে গর্তের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তার কোনও সাক্ষী বা প্রমাণ পেলাম না। বাবা যে গর্তটায় পড়ে গিয়েছিলেন সেই গর্তটার কাছে বাবার ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির পায়ের ছাপও নেই। বাবার পকেট থেকে কিছু চুরি যায়নি। এমনকী ওই অঞ্চলে কোনও অপরিচিত

BanglaBook.org

লোককেও সেই সময়ে দেখা যায়নি। এ সব সত্ত্বেও আমি মনে মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। যদিও কোনও প্রমাণ আমার হাতে ছিল না তবু আমার মনের মধ্যে যে সন্দেহটা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল সেটা একটা স্পষ্ট আকার নিল। আমার বিশ্বাস হল যে, এ সবের পিছনে রয়েছে কোনও দুশমনের হাত।"

৩

একটু থেমে থেকে ওপ্‌নশ ফের বলতে শুরু করল তার কথা। "এই রকম বলতে গেলে এক দুষ্টগ্রহের ফেরে আমি তো ওই সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলাম। আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, সম্পত্তিটা আমি বিক্রি করে দিলাম না কেন। এর উত্তরে আমি বলব, আমাদের জীবনে এই যে একটা উটকো অভিশাপ দেখা দিয়েছে, আমার বিশ্বাস, আমার কাকার জীবনের কোনও ঘটনার সঙ্গে এটা জড়িত। তাই, আমি যদি হর্শ্যাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই, তা হলেও এই অভিশাপের হাত থেকে আমি রেহাই পাব না।

"৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে আমার বাবার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। তারপর থেকে দু'বছর আট মাস কেটে গেছে। আমি হর্শ্যামেই আছি। কিন্তু আর গোলমাল হয়নি। ইদানীং আমার মনে হচ্ছিল যে, এত দিন যে-অভিশাপ আমাদের বংশকে তাড়া করে ফিরছিল তা বোধহয় আমার কাকা আর বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেছে। বলতে কী আমি বেশ স্বস্তি পাচ্ছিলাম। আমার মনের ওপর যে ভয়ের ভাবটা চেপে বসেছিল সেটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল। কিন্তু কালকেই টের পেয়েছি যে আমি এত দিন যা ভেবেছি তা কত ভুল! কাল সকালের ডাকে বাবার নামে যে রকম চিঠি এসেছিল, অবিকল সেই রকম একটা চিঠি আমার নামে এসেছে।" বলতে বলতে জন ওপ্‌নশ তার কোটের পকেট থেকে একটা দোমড়ানো খাম বের করল। তারপর সে খামটা উপুড় করতেই টেবিলের ওপর পড়ল পাঁচটা শুকনো কমলালেবুর বীজ।

"এই সেই খাম। খামটা লন্ডনের পূর্বাঞ্চলের কোনও ডাকঘরে ফেলা হয়েছিল। আমার বাবাকে লেখা খামে যে-কথা লেখা ছিল এই খামেও সেই একটা কথা লেখা আছে। এই যে প্রথমে লেখা K K K আর তার পরের লাইনে লেখা 'সমস্ত কাগজপত্র সূর্যঘড়ির ওপরে রেখে দেবে।'"

"চিঠিটা পেয়ে আপনি কী করলেন?" হোমস জিজ্ঞেস করল।

"কিছুই করিনি।"

"কিছুই করেননি!"

দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে জন ওপ্‌নশ অত্যন্ত হতাশ ভাবে বলতে লাগল, "সত্যি কথা বলতে কী আমি একদম ভেঙে পড়েছি। আমার মনের অবস্থা হয়েছে অজগরের সামনে পড়া খরগোশের মতো। অজগরটা তাকে গিলে ফেলবে বুঝেও খরগোশটা যেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে আমিও ঠিক সেই রকম হয়ে পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার চারপাশে দুষ্টশক্তির যে জাল ধীরে ধীরে গুটিয়ে আসছে সেই জাল থেকে রক্ষা পাবার কোনও উপায়ই নেই। কেউই বোধহয় এর হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে পারবে না।"

BanglaBook.org

"আরে ছিঃ ছিঃ," হোমস বলল, "আপনার তো এ ভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। এখনই তো আপনাকে আপনার শক্তির শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই করতে হবে। আপনাকে সব রকম ভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে আপনি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পান। এখন এ রকম চুপচাপ বসে হাহুতাশ করে লাভ নেই। বিপদের মুখোমুখি হতে ভয় পাবেন না। মনে সাহস এনে বিপদের মোকাবিলা করুন।"

"আমি থানায় গিয়ে পুলিশকে সব কথা খুলে বলেছি।"

"ও তাই নাকি? তা পুলিশ কী বলল?"

"আমার সব কথা শুনতে শুনতে ওরা যে ভাবে মুখ ঘুরিয়ে মুচকে মুচকে হাসছিল তাতে আমার মনে হল যে, পুলিশের বিশ্বাস হয়েছে যে, আমার সঙ্গে কেউ ঠাট্টা তামাশা করছে। আর আমার কাকা ও বাবার মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা মাত্র। এই সব উড়োচিঠির সঙ্গে ওঁদের মৃত্যুর কোনও যোগাযোগই নেই।"

জনের কথা শুনে হোমস তার বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের মুঠো ঠুকতে ঠুকতে উত্তেজিত ভাবে বলল, "ওহ্, এ রকম নির্বোধও যে কেউ হতে পারে তা বিশ্বাস করা শক্ত!"

"যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পুলিশ থেকে আমার কাছে কাছে থাকার জন্যে একজন কনস্টেবলকে দিয়েছে।"

"সে কি আপনার সঙ্গে এখানে এসেছে?"

"না। তার দায়িত্ব হচ্ছে আমার বাড়িতে পাহারা দেওয়া।" জন বলল।

আমি লক্ষ করলুম যে, শার্লক হোমসের চোখে-মুখে রাগ আর বিরক্তি দু-ই ফুটে উঠল।

তারপর সে জন ওপ্‌নশকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমার কাছে কী করতে এসেছেন? আর এলেনই যদি তবে এত দেরি করে এলেন কেন?"

"বিশ্বাস করুন আমি জানতাম না। আজকেই যখন মেজর পেন্ডারগাস্টকে আমার এই বিপদের কথা বলছিলাম তখনই তিনি আমাকে আপনার কথা বলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।"

"এই চিঠিটা আপনার পাবার পর দু'-দুটো দিন কেটে গেছে। অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের আরও আগেই কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা, আমাকে যা-যা বললেন এ ছাড়া এই ব্যাপারের সঙ্গে যোগ আছে এমন কোনও কিছু, তা সে যত সামান্য ঘটনা বা যত তুচ্ছ জিনিসই হোক,আপনি কি মনে করে বলতে পারেন? বেশ ভাল করে ভেবে দেখুন। এমন কোনও কিছু যার থেকে এই রহস্যের সমাধানের কোনও রকম হদিস পাওয়া যেতে পারে।"

"হাঁ, মনে পড়েছে, একটা জিনিসের কথা বলতে ভুলে গেছি," বলে জন তার কোটের পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে একটা রং-উঠে-যাওয়া কাগজ বের করে টেবিলের ওপর রাখল। বোঝা যায় যে, এক সময় কাগজটার রং ছিল ফিকে নীল।

"আমার কাকা যেদিন তাঁর সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলেন সেদিন সেই পোড়া কাগজের ছাইয়ের মধ্যে আমি দু'-একটা এই রঙের কাগজের টুকরো দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর আমি আর বাবা যেদিন চিলেকোঠা খুলি সেদিন এই কাগজটা মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখি। আমার তখনই মনে হয়েছিল যে, তাড়াতাড়ি বান্ডিল করে আনবার সময় এই কাগজটা কোনওক্রমে কাকার হাত ফসকে পড়ে যায় বলে এটা আর সব কাগজের মতো পুড়ে ছাই

BanglaBook.org

হয়ে যেতে পারেনি। এই কাগজটাতে কমলালেবুর বীজের কথা ছাড়া এমন কিছু লেখা নেই যার থেকে আমাদের কোনও সাহায্য হতে পারে। আমার মনে হয় এটা একটা ডায়েরির ছেঁড়া পাতা। তবে হাতের লেখা যে আমার কাকার সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"

হোমস টেবিলল্যাম্পটাকে ঘুরিয়ে কাগজটার ওপর ফেলল। আমরা দু'জনে কাগজটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কাগজটার একটা ধার এবড়োখেবড়ো ভাবে ছেঁড়া। বোঝা যায় যে, এটা কোনও ডায়েরি বা খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। কাগজটার ওপরে এক কোণে লেখা মার্চ '৬৯। তারপর এই রকম কতকগুলো হেঁয়ালির মতো লাইন ফর্দের মতো করে লেখা:

৪ তারিখ। হাডসন এসেছিল। সেই পুরনো প্ল্যাটফর্মে।

৭ তারিখ। ম্যাক্‌কলে, প্যারামোর আর সেন্ট অগাস্টাইনের সোয়েনের জন্যে কমলালেবুর বীজ ছাড়া হল।

৯ তারিখ। ম্যাক্‌কলে পরিষ্কার হয়ে গেল।

১০ তারিখ। জন সোয়েন পরিষ্কার হয়ে গেল।

১২ তারিখ। প্যারামোরের সঙ্গে মোলাকাত করা গেল। ফয়সালা হল।

কাগজটা ভাঁজ করে জনকে ফেরত দিয়ে শার্লক হোমস বলল, "ঠিক আছে। এখন আর কোনও কারণেই একটি সেকেন্ডও নষ্ট করা নয়। আপনি আমাকে যা বলেছেন সেটা নিয়ে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করবার সময়ও আর নেই। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে যান। আর আমি এখন যা বলে দেব তাই করুন।"

"বলুন আমাকে কী করতে হবে?"

"এখন আপনাকে একটা কাজই করতে হবে। আর সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে। কাজটা হল এই: এই যে কাগজটা এখন আমাদের দেখালেন সেটা আপনার কাকার যে হাতবাক্সটার কথা বলছিলেন সেটার মধ্যে রেখে দেবেন আর অন্য একটা কাগজে লিখবেন যে একমাত্র ওই কাগজটি ছাড়া আপনার কাকা তাঁর অন্যান্য সব কাগজপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলেছেন। কথাটা এমন ভাবে লিখবেন যাতে তারা আপনার কথা সত্যি বলে মনে করে। তারপর আপনাকে লেখা চিঠিটায় যেমন নির্দেশ দেওয়া আছে সেইমতো বাক্সটা সূর্যঘড়ির ওপরে রেখে দেবেন।...আমার কথা বুঝেছেন তো?"

"হ্যাঁ।"

"আর একটা কথা। এখন আপনার বাবার কি কাকার খুনের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা তো দূরে থাক কল্পনাও করবেন না। অপরাধীকে আমরা আইনের ফাঁদে ধরে তার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করব, কিন্তু তার জন্যে প্রস্তুতি চাই। ভেবেচিন্তে ঠান্ডা মাথায় ফন্দি করতে হবে। অথচ ওদের সুবিধে হচ্ছে যে ওদের সব মতলব অনেক আগে থেকেই ঠিক করাই আছে। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করা। তার পরের কাজ হল এই সমস্যার সমাধান করে অপরাধীরা যাতে শাস্তি পায় তার ব্যবস্থা করা।"

জন ওপ্‌নশ তার ওভারকোট পরতে পরতে বলল, "আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব মিঃ হোমস তা জানি না। আপনি যেমনটি বললেন আমি ঠিক তেমনটিই করব। আপনার

BanglaBook.org

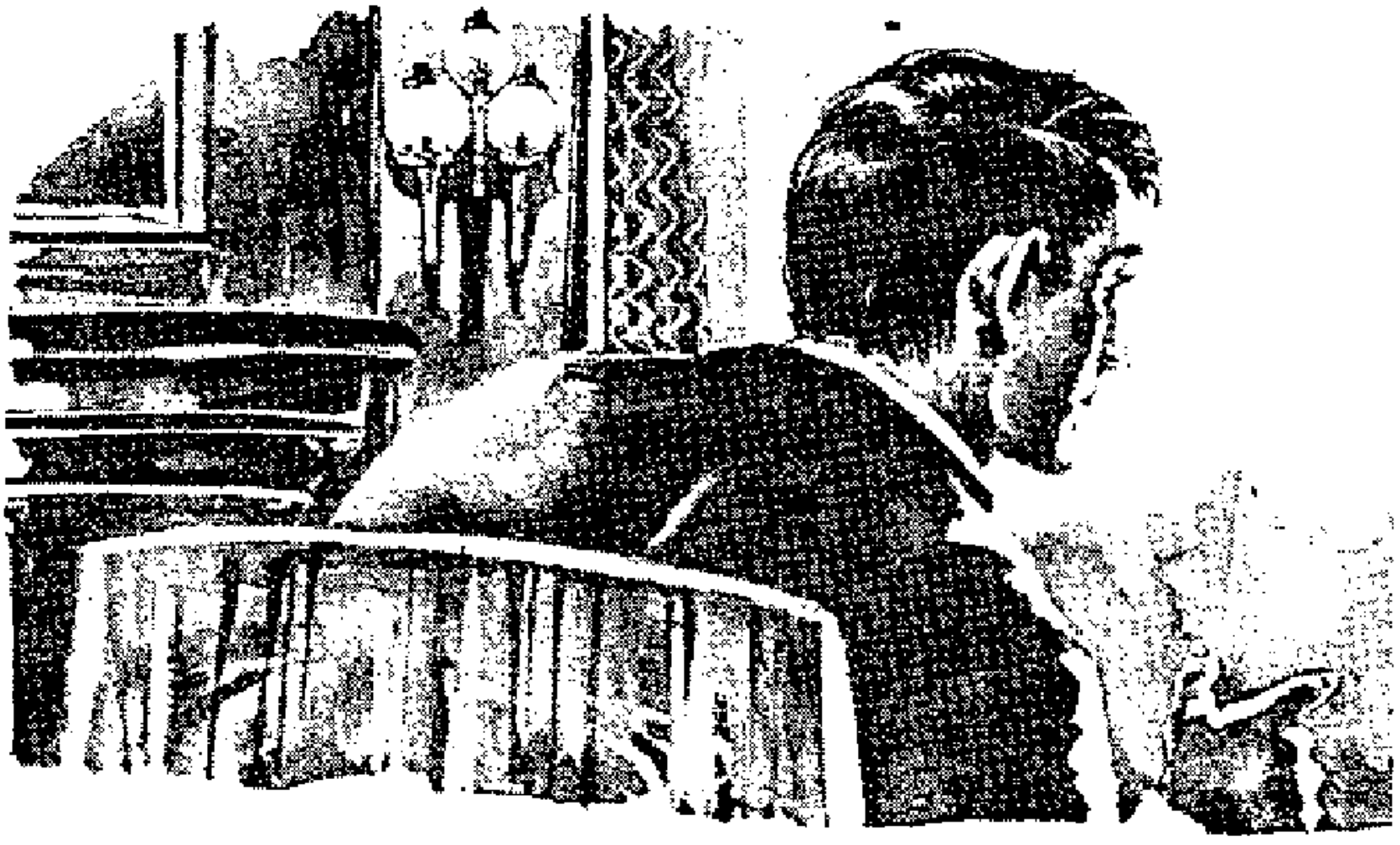

সঙ্গে কথা বলে আমি যে কতখানি ভরসা পেয়েছি তা বলতে পারি না।"

"বেশ। তবে এখন একদম সময় নষ্ট করবেন না। আপনার বিপদ যে সত্যি সত্যি কী মারাত্মক সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।...ভাল কথা, আপনি ফিরবেন কী ভাবে?"

"আমি ওয়াটারলু স্টেশন থেকে ট্রেন ধরব।"

"এখনও নটা বাজেনি। রাস্তায় এখনও লোকজন আছে। মনে হয় পথে আপনার কোনও আপদবিপদ হবে না। তবু সাবধানের মার নেই, খুব হুঁশিয়ার থাকবেন। চারদিকে নজর রাখবেন। বিপদকে কখনও অবহেলা করতে নেই।"

"আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে।" ওপ্‌নশ মৃদু হেসে বলল।

"বাহ্, এটা ভাল করেছেন। আমি কাল থেকেই আপনার ব্যাপারে তদন্ত শুরু করব।"

"তা হলে তো কালই আপনার সঙ্গে হর্শ্যামে দেখা হবে।"

শার্লক হোমস বলল, "না। এই রহস্যের মূল আছে লন্ডন শহরেই। তাই লন্ডনেই আমার কাজ শুরু হবে।"

"ঠিক আছে। তা হলে দু'-এক দিনের মধ্যে আমিই আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব। ইতিমধ্যে ওই কাগজটা আর বাক্সটা সূর্যঘড়ির ওপর রাখার ফলাফল কী হল আপনাকে জানাতে পারব। চিন্তা করবেন না, আপনার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব।"

জন ওপ্‌নশ চলে গেল। বাইরে তখনও ঝোড়ো বাতাসের গোঁ-গোঁ গর্জন আর বৃষ্টির একটানা ঝরঝর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমার মনে হল আমাদের হঠাৎ-আসা এই মক্কেলের অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাহিনীর সঙ্গে বাইরে প্রকৃতির যে তাণ্ডবলীলা চলছে তার কোথায় যেন কিছুটা যোগ রয়েছে। দুটোর কোনওটাকেই আমাদের সাধারণ জীবনের সঙ্গে মেলানো যায় না। দুটোই কেমন যেন অসম্ভব, অবাস্তব বলে মনে হয়।

ওপ্‌নশ চলে যাবার পর থেকে শার্লক হোমস মাথা হেঁট করে চুপচাপ ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ এই ভাবে কেটে যাবার পর

BanglaBook.org

হোমস পাইপ ধরিয়ে আরামকেদারায় মাথা হেলিয়ে দেখতে লাগল কী রকম ভাবে নীল ধোঁয়ার চাকাগুলো একটার পর একটা ওপরের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে শার্লক হোমস বলল, "বুঝলে ওয়াটসন, আজ পর্যন্ত যত রহস্যজনক ব্যাপারের তদন্তের ভার আমাদের ওপর এসেছে তার কোনওটাই জন ওপ্‌নশের ব্যাপারটার মতো জটিল বা অদ্ভুত নয়।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমি বলব যে 'সাইন অব ফোর'কে বাদ দিতে হবে।"

"তুমি ঠিকই বলেছ। তবে এ কথাও ঠিক যে জন ওপ্‌নশের বিপদ কিন্তু শোলটোদের বিপদের চেয়ে ঢের বেশি সাংঘাতিক।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী ধরনের বিপদের মধ্যে ওপ্‌নশ ছেলেটি জড়িয়ে পড়েছে তা কি তুমি আন্দাজ করতে পেরেছ?"

"সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই।" হোমস শান্ত গলায় উত্তর দিল।

"বিপদটা কী ধরনের আর এই K K K-ই বা কী আর কেনই বা এই K K K, সে যেই বা যাই হোক, এই লোকগুলিকে শিকারির মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছে সেটা একটু খুলে বলবে কি?" আমি খানিকটা অনুনয়ের স্বরে হোমসকে বললাম। সত্যি কথা বলতে কী এই কাহিনীর মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারিনি।

আরামকেদারার হাতলে হাত রেখে দু'হাতের আঙুল ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে হোমস বলতে লাগল, "দ্যাখো ওয়াটসন, যে-লোক বুদ্ধি দিয়ে জীবনের সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝতে চায়, মানে যে যুক্তি দিয়ে সব জিনিস বুঝতে চায়, সে যখন কোনও একটি ঘটনা কেন ঘটল তার কার্যকারণ বুঝতে পারে তখনই সে স্পষ্ট দেখতে পায় কী করে তার আগে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে ওই বিশেষ ঘটনাটি ঘটেছে। শুধু তাই নয়, এর পরে কী ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তাও সে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে কুভিয়েরকে যে-কোনও জন্তুর ছোট্ট এক টুকরো হাড়

BanglaBook.org

দেখালে তিনি পরীক্ষা করে সেই জন্তুর চেহারার একটা নিখুঁত বিবরণ দিতে পারতেন। সেই একই রকম ভাবে যাঁর দেখবার চোখ আর বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা আছে, তিনি যদি পর পর ঘটে-যাওয়া কয়েকটি ঘটনার মধ্যে খুব সামান্য কোনও কিছুর—তা সে একটা ঘটনাই হোক বা কথাই হোক বা একটা আওয়াজই হোক—আসল মানেটা ধরতে পারেন, তবে সেইটুকুর ওপর নির্ভর করে আগের ঘটনাগুলোর কার্যকারণ, সম্পর্ক তো বুঝতেই পারেন আর পরে কী ঘটতে চলেছে তাও অনুমান করতে পারেন। নির্ভুল বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তির সাহায্যে আমরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কী আশ্চর্য রকম ফল পেতে পারি তা এখনও আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। এমন অনেক সমস্যা আছে যার সমাধান করা হয়তো অনেক লোকের পক্ষে বিস্তর খাটাখাটনি করা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি, সেই রকম সমস্যার সমাধান কোথাও না গিয়ে স্রেফ ঘরে বসে করে ফেলা যায়।

"যে-বিশ্লেষণী শক্তির কথা আমি বলছি সেই শক্তির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটাতে গেলে প্রথমে যা দরকার তা হল হাতের কাছে যে-সব তথ্য রয়েছে সেগুলোকে ঠিকমতো কাজে লাগাবার দক্ষতা। আর সেই দক্ষতা অর্জন করতে গেলে যেটা সবচেয়ে দরকারি সেটা হল অনেক বিষয়ের ওপর অগাধ জ্ঞান, যত বেশি সম্ভব বিষয়ের সম্বন্ধে গভীর পড়াশোনা। আর এ কথাটা নিশ্চয়ই তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে, যদিও আমাদের দেশে এখন বিনা বেতনে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে আর এনসাইক্লোপিডিয়া ও সাধারণ জ্ঞানের বহু বই বাজারে বেরিয়েছে, তবুও নানা বিষয়ের ওপর রীতিমতো দখল আছে এ রকম পণ্ডিত কেউ নেই বললেই চলে। আমার কথা যদি বলো তবে বলতে পারি যে, যে-সব বিষয়ের জ্ঞান আমার নিজের কাজে লাগবে বা লাগতে পারে বলে মনে করি সেই সেই বিষয়ের ওপর যতদূর পড়াশোনা করা যায় ততটা আমি করেছি। আমার মনে আছে যে, আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের অল্প কিছুদিন পরে তুমি আমার সম্বন্ধে বেশ একটা মজার হিসেব করেছিলে।"

আমি হেসে জবাব দিলাম, "হ্যাঁ। বলতে পারো সেটা তোমার সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট-কার্ড। দর্শনশাস্ত্রে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর রাজনীতিতে তোমার যা জ্ঞান তাতে আমি তোমাকে গোল্লা দিয়েছিলাম। উদ্ভিদবিজ্ঞানে তোমার জ্ঞান চলনসই, ভূতত্ত্বে, বিশেষ করে লন্ডন শহরের প্রায় পঞ্চাশ মাইল পরিধির মধ্যে যে-সব জায়গা আছে সেসব অঞ্চলের মাটির বিশেষত্ব সম্পর্কে তোমার জ্ঞান অসাধারণ। রসায়নশাস্ত্রে তোমার জ্ঞান যাকে বলা যেতে পারে খাপছাড়া। শারীরবিদ্যায়ও তোমার জ্ঞান কোনও কোনও বিষয়ে ভাল আবার কোনও কোনও বিষয়ে খুব খারাপ। তবে খুন-রাহাজানি-জালিয়াতি বা যে-সব অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে তার খুঁটিনাটি যাবতীয় তথ্য তোমার নখদর্পণে। বেহালা বাজনায় তোমার হাত খুব ভাল। তুমি একজন ভাল মুষ্টিযোদ্ধা। দক্ষ অসিযোদ্ধা। আইনশাস্ত্রে বেশ ভাল দখল আছে। আর তুমি ভীষণ পাইপ খাও।...যতদূর মনে পড়ছে তোমার চরিত্র বিশ্লেষণ করে এই দিকগুলোই তখন আমার নজরে পড়েছিল।"

অল্প হেসে হোমস বলল, "আমি তোমাকে তখনও যে-কথা বলেছিলাম এখনও সেই কথা বলব। কথাটা হচ্ছে এই যে প্রত্যেক লোকেরই উচিত তার মস্তিষ্কের মধ্যে কেবলমাত্র সেই ধরনের তথ্যগুলি বেশ যত্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা দরকার যেগুলি তার কাজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আর যা কিছু তার নিজের কাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় সেগুলি

BanglaBook.org

সে গুদামজাত করে রাখবে তার লাইব্রেরিতে, যাতে প্রয়োজন হলেই তার যা জানবার সে জেনে নিতে পারে। এখন এই যে কেসটা আমাদের হাতে এসেছে সেটার ফয়সালা করবার জন্যে আমাদের প্রথম কর্তব্য হল সমস্ত প্রয়োজনীয় খবরাখবর সংগ্রহ করা। তোমার চেয়ারের পাশের বইয়ের আলমারি থেকে আমেরিকান এনসাইক্লোপিডিয়ার যে খণ্ডে 'K' আছে সেটা করে দাও তো।'

বইটা বের করে হোমসকে এগিয়ে দিলাম।

৪

বইটা হাতে নিয়ে শার্লক হোমস বলল, "ধন্যবাদ। কিন্তু এটা দেখবার আগে এসো চেষ্টা করা যাক আমরা যতটুকু জেনেছি তার থেকে কী সিদ্ধান্ত করতে পারি। প্রথমে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জন ওপ্‌নশয়ের কাকার আমেরিকা থেকে চলে আসবার পিছনে বিশেষ কোনও কারণ ছিল। কেন না, যে বয়সে তিনি আমেরিকা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসেন, সেই বয়সের লোকেরা সাধারণত নিজেদের চেনা পরিবেশ ছেড়ে চট করে অন্য কোথাও যেতে চায় না। বিশেষ করে ফ্লোরিডার চমৎকার আবহাওয়া ছেড়ে ইংল্যান্ডের ঠান্ডায় পাড়াগাঁয়ে কেউই বিনা কারণে আসতে চাইবে না। তিনি যে লোকজনের সম্পর্ক বাঁচিয়ে একলা একলা থাকতে চাইতেন তার থেকে এটাই মনে হয় যে, তিনি কোনও কিছুর বা কোনও লোকের ভয়ে অমন করে লুকিয়ে থাকতেন। তার থেকে এ অনুমান করাও ভুল হবে না যে, কোনও কিছুর বা কোনও লোকের ভয়েই আমেরিকা থেকে পালিয়ে আসতে তিনি বাধ্য হন। এখন কার বা কীসের ভয়ে তিনি আমেরিকা থেকে পালিয়ে আসেন তার কিছুটা হদিস আমরা পেতে পারি তাঁকে ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে লেখা চিঠিগুলো পরীক্ষা করে। তুমি ওই চিঠিগুলোয় ডাকঘরের ছাপ লক্ষ করেছিলে কি?"

"হ্যাঁ। প্রথম চিঠিটা ফেলা হয়েছিল পণ্ডিচেরিতে, দ্বিতীয় চিঠিটা ফেলা হয়েছিল ভানডিতে আর তৃতীয়টা ফেলা হয়েছে লন্ডনের পুবদিকের কোনও ডাকঘরে।"

"লন্ডনের পুবদিকের কোনও ডাকঘরে।...হুঁ...আচ্ছা, এর থেকে তুমি কোনও সিদ্ধান্ত করতে পারো কি?"

"তিনটে জায়গাই সামুদ্রিক বন্দর। অর্থাৎ ওই পত্র যে লিখেছে সে কোনও জাহাজযাত্রী।"

"এটা তুমি দারুণ বলেছ ওয়াটসন। এখন আমাদের হাতে একটা কাজের উপযুক্ত সূত্র পাওয়া গেল। এ বিষয়ে আমরা মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে, পত্রলেখক খুব সম্ভবত...না, না, সম্ভবত নয়, প্রায় নিশ্চিত ভাবেই কোনও জাহাজের যাত্রী। আচ্ছা, এবার আর-একটা জিনিস লক্ষ করা যাক। প্রথম চিঠির বেলায়, যেটা পণ্ডিচেরিতে ফেলা হয়েছিল, হুমকি দেবার প্রায় সাত সপ্তাহ পরে চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী কাজ হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় চিঠিটা যেটা ভানডিতে ফেলা হয়েছিল সেটার বেলায় চিঠি পৌঁছোবার তিন-চার দিনের মধ্যেই চিঠির কথা অনুযায়ী কাজ হয়েছিল। এর থেকে তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছ কি?"

"মনে হয় পত্রলেখককে বহু দূর থেকে আসতে হয়েছে।"

BanglaBook.org

"কিন্তু চিঠিটাও তো অনেক দূর থেকে এসেছে, তাই নয় কি?"

"নাহ্, তা হলে আমার বুদ্ধিতে কুলোল না।"

"এই রকম একটা আন্দাজ মোটামুটি ভাবে করা যায় যে, পত্রলেখক বা লেখকেরা যে জাহাজের যাত্রী সেটা হচ্ছে পালতোলা জাহাজ। মনে হয় যে, এরা এদের কাজে নামবার ঠিক আগেই তাদের চিঠি বা সংকেত যে-ব্যক্তি তাদের লক্ষ্য, তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে, ভানডি থেকে চিঠি পাঠাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জনের বাবার আশ্চর্যভাবে মৃত্যু ঘটল। যদি তারা পণ্ডিচেরি থেকে স্টিমারে আসত, তা হলে তারা আর তাদের চিঠি একই সঙ্গে পৌঁছে যেত। কিন্তু তা হয়নি। চিঠি আসবার আর জনের কাকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে সাত সপ্তাহ কেটে গেছে। আমার দৃঢ় ধারণা এই সাত সপ্তাহ দেরি হবার কারণ হল ডাকবাহী স্টিমার যাত্রীবাহী পালতোলা জাহাজের চেয়ে সাত সপ্তাহ আগে ইংল্যান্ডে পৌঁছে গিয়েছিল।"

"হ্যাঁ, সেটা হতে পারে।"

"না, এটা হতে পারে নয়, এটাই হওয়া সম্ভব। তা হলেই তুমি বুঝতে পারছ যে, কেন আমি ছেলেটিকে এত বার এত বেশি করে সাবধান হতে বলছি। এই রহস্যের ঠিকমতো সমাধান করতে হলে সব কাজই আমাদের খুব সাবধানে অথচ যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, চিঠি পাবার পরে পত্রলেখকের ঘটনাস্থলে হাজির হতে যতটুকু সময় লেগেছে ঠিক তার পরেই যাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখা হয়েছে তার ওপর চরম আঘাত নেমে এসেছে। জনকে লেখা চিঠিটা এসেছে লন্ডন থেকে। সুতরাং আর যাই হোক এ ক্ষেত্রে চিঠির হুমকি অনুযায়ী কাজ হতে যে দেরি হবে না সেটা আমরা ধরে নিতে পারি। তাই আমাদের যা-কিছু করবার তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেলতেই হবে।"

"ওপ্পনশদের এই ধরনের কঠিন শাস্তি দেবার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে তোমার ধারণা?"

"জনের কাকার কাছে যে কাগজপত্র ছিল সেগুলো ওই জাহাজের কোনও যাত্রী বা যাত্রীদের কাছে ভীষণ দরকারি। আমি নিশ্চিত যে, এর পেছনে কোনও বিশেষ একটি লোক নেই। আছে গোটা একটি দল। কেন না করোনারকে ঠকিয়ে দু'-দুটো খুনকে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বলে চালানো কোনও একজন লোকের পক্ষে অসম্ভব। এদের দলে অনেক লোক আছে। এরা অসম্ভব নাছোড়বান্দা আর এদের টাকাপয়সা ছাড়াও সব রকম সুযোগ-সুবিধেও আছে। সেইজন্যে যে-কোনও ভাবেই তারা এইসব কাগজপত্র ফিরে পেতে বদ্ধপরিকল্প। সে কাগজ যার কাছেই থাকুক তাকেই তারা তাড়া করবে শিকারি কুকুরের মতো। তা হলে এখন বুঝলে K K K কোনও ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষর নয়, এটা একটা দলের প্রতীক বা চিহ্ন।"

"কিন্তু এটা কাদের দল?"

শার্লক হোমস আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আশ্চর্য হয়ে বলল, "সে কী! তুমি কি Ku Klux Klan-এর নাম শোনোনি?"

"না তো?"

আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে হোমস তার কোলের ওপর রাখা বইটি খুলে পাতা ওলটাতে লাগল। তারপর একটা পাতা খুলে চোখ বুলোতে বুলোতে বলল, "এই যে পেয়েছি। Ku Klux Klan। রাইফেলে গুলি পুরতে যে রকম শব্দ হয় সেই আওয়াজের সঙ্গে

BanglaBook.org

মিলিয়ে এই দলের নাম দেওয়া হয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পরে দক্ষিণ রাজ্যগুলির ছাঁটাই হওয়া সৈন্যরা মিলে এই সাংঘাতিক গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা করে। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গুপ্তসমিতির শাখা স্থাপিত হয়। টেনেসি, লুইসিয়ানা, ক্যারোলিনা, জর্জিয়া আর ফ্লোরিডায় এদের শাখাগুলো খুবই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সাধারণ ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতালোভের উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিবিশেষ এদের কাজে লাগাত। এদের কাজ ছিল মোটামুটি দু' রকমের। এক, নিগ্রো ভোটদাতাদের ওপর অত্যাচার করে তাদের ভয় দেখানো আর দ্বিতীয় কাজ হল তাদের সঙ্গে যাদের মতের মিল হত না তাদের একেবারে শেষ করে দেওয়া। এদের এই ধরনের জঘন্য কার্যকলাপ মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হত। যে-লোককে এরা এদের শত্রু বলে মনে করত তাকে প্রথমে একটা হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠাত। সেই চিঠির সঙ্গে থাকত হয় ওকগাছের পাতা না-হয় তরমুজ বা কমলালেবুর বীজ। এই হুমকি-দেওয়া-চিঠি যাকে দেওয়া হত হয় সে চিঠির শর্ত অনুযায়ী কাজ করত, না-হয় দেশ ছেড়ে পালাত। আর যারা ওদের হুমকি অগ্রাহ্য করেছে তাদের প্রত্যেকেরই আকস্মিক ও অদ্ভুত ভাবে মৃত্যু ঘটেছে। এদের এই সমিতির কাজকর্ম এমনই নিখুঁত আর গোছানো যে, আজ পর্যন্ত এরা যাদেরই চিঠি পাঠিয়েছে তাদের একজনও এদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এই ভাবে এরা এতদিন যে একটার পর একটা অন্যায় কাজ করে গেছে সে জন্যে এদের দলের কোনও লোককে ধরতে পারা তো দূরে থাক, এদের একজনেরও আসল পরিচয় পুলিশ পায়নি। বেশ কিছুকাল মার্কিন সরকারের সমস্ত রকম চেষ্টাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই গুপ্তঘাতক সমিতি তাদের অত্যাচার বেশ জোরদার ভাবে চালিয়ে এসেছে। এদের দাপট খুব বেশি ছিল দক্ষিণ দিকের প্রদেশগুলিতে। তারপর হঠাৎ '৬৯ সালে প্রায় রাতারাতি এই সমিতির কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গেল। এর পরে অবশ্য কখনও কখনও ছুটকোছাটকা ভাবে এদের কুকর্মের খবর পাওয়া গেছে।"

বইটা তুলে রাখতে রাখতে হোমস বলল, "তুমি যদি একটু খুঁটিয়ে দ্যাখো তো লক্ষ করবে যে, এই সমিতির উঠে যাওয়ার সঙ্গে ওপ্‌নশয়ের কাকার আমেরিকা থেকে কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে আসার একটা সময়ের দিক থেকে যোগাযোগ আছে। এমন হতে পারে যে, জনের কাকা আমেরিকা থেকে পালিয়ে এলেন বলেই ওই সমিতি উঠে গেল। সেই কারণেই ওই সমিতির লোকেরা বুনো কুকুরের মতো হন্যে হয়ে লেগে আছে ওপ্‌নশ বংশের পেছনে। এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, জনের কাকা যে-ডায়েরি নিয়ে পালিয়ে আসেন তাতে এই সমিতির অনেক সদস্যের ব্যক্তিগত পরিচয় ছাড়াও বহু গোপন খবর লেখা ছিল। সুতরাং সেই ডায়েরিটা উদ্ধার করতে না পারা পর্যন্ত এদের ঘুম হবে না।"

"তা হলে ডায়েরির যে ছেঁড়া পাতাটা আমরা দেখেছি—"

"তুমি যা অনুমান করেছ ঠিক তাই। আমার যতদূর মনে পড়ছে তাতে এই রকম লেখা ছিল: 'ক' 'খ' 'গ'-কে কমলালেবুর বীজ ছাড়া হল। এর মানে হল যে, এদের সাবধান করে দেওয়া হল। তারপর লেখা ছিল 'ক' আর 'খ' পরিষ্কার হয়ে গেছে। এর মানে এরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। আর 'গ' সম্বন্ধে লেখা ছিল 'গয়ের সঙ্গে মোলাকাত করা গেল। এই কথাটার মানে কিন্তু ভাল নয়। 'মোলাকাত করা গেল' কথাটার মানে হল 'গ'-কে খুন করা হল। ডাক্তার, মনে হচ্ছে যে এত দিনে হয়তো Ku Klux Klan রহস্যের সমাধান হবে।

BanglaBook.org

তবে জন ওপ্‌নশয়ের বাঁচবার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে আমি তাকে যা করতে বলেছি সেইমতো কাজ করা। যাই হোক, আজ রাত্রে এ ব্যাপারে আর কোনও আলোচনা করে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং আমার বেহালাটা দাও, সংগীতচর্চা করা যাক। তা হলে যদি এই বিশ্রী আবহাওয়া আর মানুষের কুৎসিত আচারব্যবহারের কথা অন্তত কিছুক্ষণ ভুলে থাকা যায়।"

৫

পরের দিন সকালে উঠে দেখি, আকাশ একদম পরিষ্কার। সূর্য উঠেছে। আগের দিন যে প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি হয়ে গেছে, তার চিহ্নমাত্র নেই। হোমস দেখলাম আমার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। মুখ ধুয়ে আমি যখন চা খেতে গেলাম, তখন তার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাকে দেখে হোমস বলল, "আজ তোমার জন্যে অপেক্ষা না করেই চা খেতে আরম্ভ করেছি বলে আশা করি কিছু মনে করোনি। আসল কথা কী জানো, ওপ্‌নশয়ের কেসটা নিয়ে আজ সারাটা দিনই হয়তো বিস্তর ঘোরাঘুরি করতে হবে।"

ওপ্‌নশকে বাঁচাবার জন্যে কী ব্যবস্থা নেবে বলে ভাবছ?"

সেটা অনেকখানি নির্ভর করবে আমার তদন্তের ফলের ওপর। হয়তো আমাকে হর্শ্যামে যেতে হতে পারে।"

"সে কী! তুমি কি প্রথমেই হর্শ্যামে যাবে না?"

"না। আমার কাজ শুরু হবে এই লন্ডন শহরেই...হাঁক দাও, এখনই তোমার চা এসে পড়বে।"

চায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমি সকালের খবরের কাগজটা তুলে নিলাম। কাগজটা তখনও খোলা হয়নি। কাগজটা খুলে চোখ বোলাতেই খবরটা আমার নজরে পড়ল। খবরের শিরোনামটা পড়তেই একটা ঠান্ডা শিরশিরে ভাব আমার মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল।

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "হোমস, তুমি অনেক দেরি ফেলেছ!"

"ওঃ!" হাতের চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে হোমস বলল, "এই আশঙ্কাটাই আমি করেছিলাম। কী করে ব্যাপারটা ঘটল?"

যদিও হোমস অত্যন্ত শান্ত ভাবে কথাগুলো বলল, আমার বুঝতে কষ্ট হল না যে, মনে মনে সে কতখানি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তার এই বাইরের ধীরস্থির ভাবের আড়ালে কী চঞ্চলতা ঢাকা রয়েছে।

"ওয়াটারলুর কাছে 'ট্র্যাজেডি' বলে যে খবরটা বেরিয়েছে, তাতে জন ওপ্‌নশয়ের নামটা আমার চোখে পড়ে। এই যে পড়ছি, শোনো:

'গতকাল রাত্রি ন'টা থেকে দশটার মধ্যে ওয়াটারলু ব্রিজের কাছে পাহারা দেবার সময় এইচ ডিভিশনের পুলিশ কনস্টেবল কুক একটা আর্তনাদ আর তার সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়ে যাবার ঝপাস শব্দ শুনতে পায়। গত রাত্রির ঝড়-জলের আর অন্ধকারের মধ্যে বেশ কয়েকজন লোকজনের সাহায্য পাওয়া গেলেও জলে পড়ে যাওয়া লোকটিকে সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে তোলা যায়নি। যা হোক তৎক্ষণাৎ বিপদসংকেত দেওয়া হয় এবং জলপুলিশের

BanglaBook.org

সাহায্যে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরে লোকটির মৃতদেহ নদী থেকে তোলা হয়। লোকটির কোটপ্যান্ট পরীক্ষা করে একটি খাম পাওয়া যায়। তার থেকে লোকটির যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে, তা হল, তার নাম জন ওপ্‌নশ, বাড়ি হর্শ্যাম। মনে হয় যে, ওয়াটারলু থেকে শেষ ট্রেন ধরবার জন্যে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে অন্ধকারে সে পথ ভুল করে এবং স্টিমারঘাটের কিনারায় পা ফসকে নদীতে পড়ে যায়। যুবকটির দেহ ভাল ভাবে পরীক্ষা করে কোনও আঘাত বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। সন্দেহ নেই যে দুর্যোগের রাত্রিতে একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার শিকার তাকে হতে হল। আমরা আশা করব যে, এই ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ ওই শহরের ওই অঞ্চলের ঘাটগুলির অবস্থার কথা বিবেচনা করবেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। আগে কখনও হোমসকে এ রকম ভাবে মুষড়ে পড়তে দেখেছি বলে মনে হয়নি। এক সময় নিস্তব্ধতা ভেঙে হোমস বলল,"ওয়াটসন, আমার আত্মসম্মানে দারুণ আঘাত লেগেছে। তুমি বলতে পারো এ ক্ষেত্রে আমার আত্মসম্মানের প্রশ্নটা খুবই তুচ্ছ। তা ঠিক। তবুও বলছি বিশ্বাস করো আমার আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে। জন ওপ্‌নশের ব্যাপারটা এখন আমার কাছে নিছক একটা কেস নয়, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ঈশ্বর সহায় হলে আমি এই দুষ্টচক্রের সবক'টাকে শায়েস্তা করব। ওহ্, আমি ভাবতে পারছি না যে, যে-লোকটা আমার কাছে সাহায্যের জন্যে এল তাকেই আমি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলাম।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে হোমস ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। তার চোখমুখ, আর অস্থির ভাবে একবার হাত মুঠো করেই সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলার ভঙ্গি দেখে আমার বুঝতে অসুবিধা হল না যে, তার মনের মধ্যে ক্ষোভ, ক্রোধ আর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে কী প্রচণ্ড ভাবে তোলপাড় করছে।

হোমস বলল, "বুঝলে ওয়াটসন, এই শয়তানগুলো যেমন চতুর তেমনই বেপরোয়া। আমি শুধু ভাবছি কী কায়দায় ওরা ছোকরাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওই রাস্তায় নিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি স্টেশনে যেতে হলে নদীর বাঁধের রাস্তা দিয়ে কেউ যায় না। ওটা তো ঘুরপথ। যদিও কাল দুর্যোগ ছিল, তবুও ব্রিজের রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত ছিল, তাই ওদের পক্ষে কাজ হাসিল করা শক্ত হত।...আচ্ছা এখন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কে হারে আর কে জেতে। ওয়াটসন, আমাকে এখনই বেরোতে হবে।"

"কোথায়? পুলিশের কাছে?"

'না। আমার পুলিশ তো আমি নিজেই। দাঁড়াও, আগে ওদের দিকে ভাল করে বেড়াজাল বিছিয়ে দিই, ওরা জালে পড়ুক, তখন পুলিশকে খবর দেওয়া যাবে। তার আগে পর্যন্ত যা করবার তা আমাকেই করতে হবে।"

হোমস চলে যাবার খানিক বাদে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। রুগি দেখতেই সারাদিনটা কেটে গেল। যখন বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। হোমসের তখনও পাত্তা নেই। হোমস যখন ফিরে এল তখন ঘড়িতে প্রায় দশটা বাজে। তাকে ঠিক ঝোড়োকাকের মতো দেখাচ্ছিল। ঘরে ঢুকেই হোমস সিধে চলে গেল আলমারির কাছে। তারপর আলমারি থেকে একটা পাউরুটি বের করে সেটা এক গেলাস জল নিয়ে গোগ্রাসে খেতে লাগল।

আমি বললাম, "তোমার দেখছি খুব খিদে পেয়েছে।"

BanglaBook.org

"হুঁ, বলতে পারো উপোসি ছারপোকা। সেই সকালবেলায় চায়ের সঙ্গে যা খেয়েছি। খাবার কথা আমার মনেই ছিল না।"

"সারাদিন কিছুই খাওনি?"

"না। একটি দানাও পেটে পড়েনি। আর তা ছাড়া আমার খাবার সময়ই ছিল না।"

"তা তোমার কাজ কেমন হল?"

"ভালই হয়েছে বলতে পারো।"

"তা হলে তুমি ব্যাপারটা হদিস করতে পেরেছ?"

"হ্যাঁ, ওরা এখন বলতে গেলে আমার হাতের মুঠোয়। বেচারা জন ওপ্‌নশকে অকারণে হত্যা করার জন্যে খুব শিগগির ওদের উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে। দাঁড়াও, একটা বেশ ভাল বুদ্ধি মাথায় এসেছে। যে ধরনের হুমকি পাঠিয়ে ওরা এত দিন অন্য লোককে ভয় দেখিয়েছে, এইবার সেই চালই ওদের ওপর চালব। হ্যাঁ, এটাই খুব ভাল হবে।"

"তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না।"

আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে হোমস আলমারির মাথা থেকে একটা কমলালেবু নিয়ে এল। তারপর সেটার খোসা ছাড়িয়ে কোয়াগুলো টিপে টিপে বীজগুলো বের করে নিল। সেই বীজগুলোর থেকে দেখেশুনে পাঁচটা বীজ বেছে নিয়ে সেগুলোকে একটা খামের মধ্যে পুরে খামের ভেতরে এককোণে লিখল 'জে. সি . কে. এস. এইচ.'। খামটা আঠা দিয়ে

BanglaBook.org

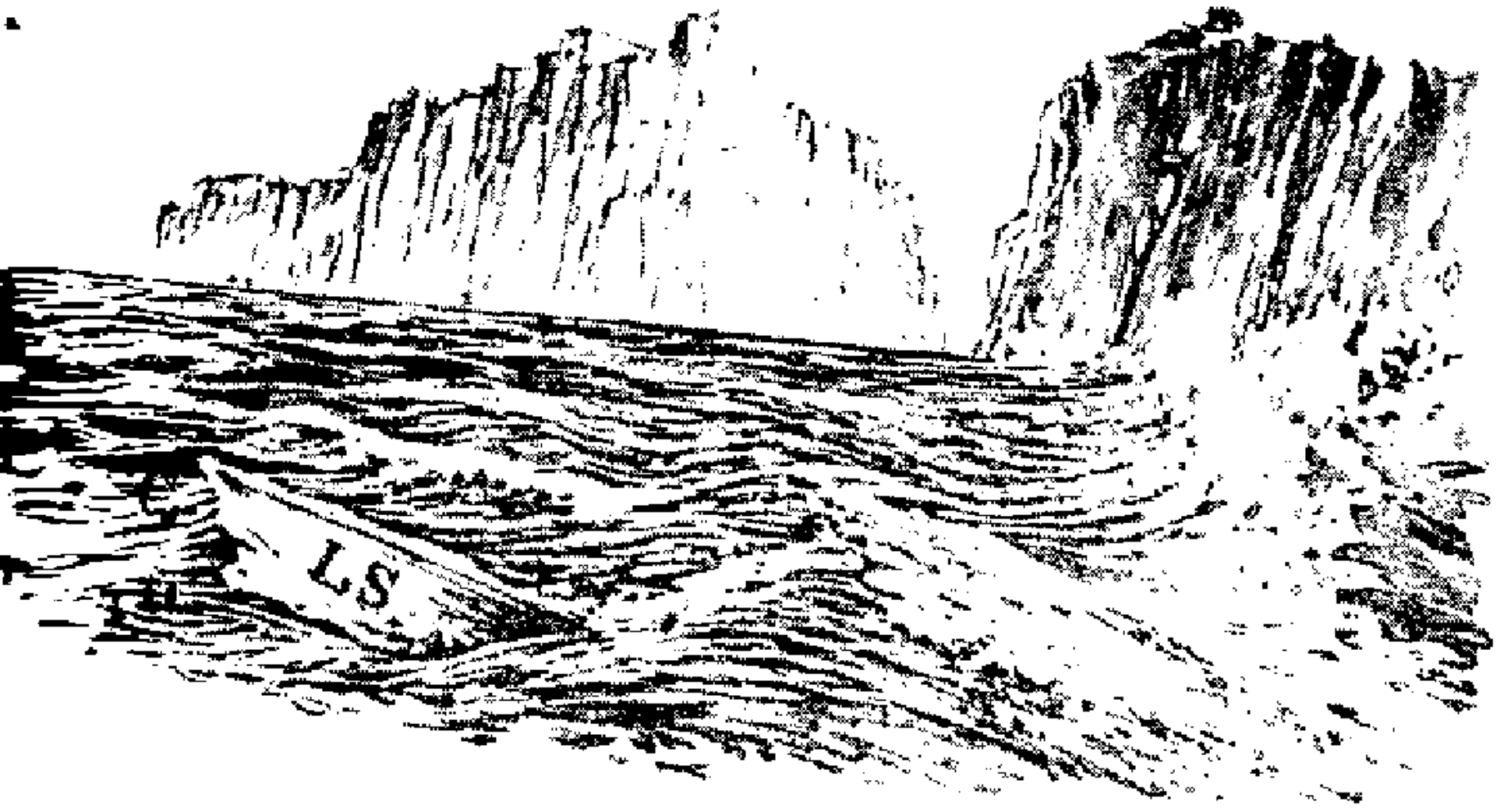

বন্ধ করে নিজের শিলমোহর মেরে দিল। খামের ওপরে ঠিকানার জায়গায় লিখল: ক্যাপ্টেন জেমস ক্যালহন, লোনস্টার জাহাজ, সাভানা, জর্জিয়া।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে হোমস বলল, "ব্যস, বন্দরে পৌঁছোনো মাত্রই জেমস ক্যালহন এই চিঠিটি পাবেন। আর এইটে পাবার পর, আর যাই হোক, তাঁর রাত্তিরের ঘুমটা সে রকম গাঢ় হবে না। জন ওপ্‌নশের বেলায় কমলালেবুর বীজ যেমন মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে দেখা দিয়েছিল, জেমস ক্যালহনের বেলায়ও ঠিক তাই হবে।"

"কিন্তু এই ক্যাপ্টেন ক্যালহনটি কে?"

"এই সমিতির পাণ্ডা। ওদের দলের প্রত্যেককেই ধরব। তবে নাটের গুরুকে দিয়েই শুরু করব।"

"আচ্ছা হোমস, এ সব তুমি জানলে কী করে?"

আমার কথার উত্তরে হোমস পকেট থেকে একটা বড় কাগজ বের করল। কাগজটার আগাগোড়া নাম আর তারিখে ভরতি।

"আজ সারা দিন আমি লয়েড কোম্পানির অফিসে বসে তাদের পুরনো রেজিস্টার আর নথিপত্র ঘেঁটেছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল '৮৫ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কোন কোন জাহাজ পণ্ডিচেরি বন্দরে থেমেছিল আর তারপর সেগুলো কোন কোন দিকে গেছে সেটা জানা। মোট ছত্রিশটা বড় আকারের জাহাজ ওই দু'মাসের মধ্যে পণ্ডিচেরি বন্দরে

BanglaBook.org

থেমেছিল। তখন আমি ওই জাহাজগুলোর পরিচয়, মানে কোন দেশের জাহাজ, কার জাহাজ, কোন কোন দেশে যায় এবং কোথায় জাহাজগুলো রেজিস্ট্রেশন করা—এই সব খবর সংগ্রহ করতে লাগলাম। এর মধ্যে লোনস্টার জাহাজটাকে আমার সবচেয়ে সন্দেহজনক বলে মনে হল। কেন না, যদিও কাগজে-কলমে লেখা রয়েছে যে, জাহাজটা লন্ডন থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে, কিন্তু সেখানে যে নাম দেওয়া আছে সেটা আমেরিকার একটি প্রদেশের।"

আমি বললাম, "কী, টেক্সাস নাকি?"

"না, তা মনে পড়ছে না। তবে আমি নিশ্চিত যে, জাহাজটা আমেরিকার।"

'তারপর কী হল?"

"তখন যে-সব জাহাজ ডানডিতে থেমেছিল সেগুলোর খোঁজ করতে লাগলাম। দেখলাম 'লোনস্টার' '৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে ডানডিতে থেমেছিল। এই খবরটা জানবার পর আমার মনে যে সন্দেহটা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, সেটা সত্যি হয়ে উঠল।

"লয়েডের আপিস থেকে বেরিয়ে আমি গেলাম অ্যালবার্ট ডকে। ডকে পৌঁছে খবর পেলাম যে, আজ সকালের জোয়ারেই লোনস্টার তার নিজের দেশের দিকে পাড়ি দিয়েছে। তবে প্রথমে সে সাভানায় থামবে। আমি তৎক্ষণাৎ গ্রেভস এন্ডে টেলিগ্রাম করলাম। জানতে পারলাম যে লোনস্টার অল্প কিছুক্ষণ আগে সেখান দিয়ে চলে গেছে। সকাল থেকে যে রকম জোর হাওয়া দিচ্ছে তাতে আমার মনে হয় যে, লোনস্টার এতক্ষণে গুডউইনস ছাড়িয়ে আইল অব ওয়াইটের কাছাকাছি চলে গেছে।"

"তা হলে এখন তুমি কী করবে?"

"আরে আমি তো তোমাকে বললাম যে, ওরা আমার মুঠোর মধ্যে। আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে, ওই জাহাজের ক্যাপ্টেন আর দু'জন নাবিক হচ্ছে আমেরিকার লোক। বাকিরা হয় জার্মান না হয় ফিন। আরও জানতে পেরেছি যে, ওই তিনজন লোক গত রাত্রে জাহাজে ছিল না। এ খবরটা আমি জাহাজে মালতোলা কুলিদের কাছে পেয়েছি। লোনস্টার সাভানায় পৌঁছোবার আগেই ডাকবাহী স্টিমার আমার ওই চিঠি সাভানায় পৌঁছে দেবে। আর ইতিমধ্যে সাভানার পুলিশের কাছে লন্ডন পুলিশ টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেবে যে, ওই তিনজনকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের যেন ফেরত পাঠানো হয়।

মানুষ যত হিসেবনিকেশ করেই কোনও পরিকল্পনা করুক না কেন, অনেক সময় সব হিসেব বানচাল হয়ে যায়। আর এই রকম এক অভাবনীয় কারণে জন ওপনশের হত্যাকারীদের হাতে তাদের নামে পাঠানো কমলালেবুর বীজসমেত খাম পৌঁছোয়নি। তাতে তাদের ক্ষতি তো হয়নি, বরং লাভই হয়েছে বলা যায়। তাদের পেছনে যে তাদের চেয়ে ঢের বেশি নাছোড়বান্দা এবং ঢের বেশি বুদ্ধিমান এমন একজন লোক ধাওয়া করেছে যে তাদের অপরাধের শাস্তি না দিয়ে ছাড়বে না, এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে তারা বেঁচে গেছে।

বহুদিন অপেক্ষা করেও আমরা লোনস্টারের কোনও খবর পাইনি। সে বছর অবশ্য অন্যান্য বছরের তুলনায় সামুদ্রিক তুফান খুব বেশি হচ্ছিল। বেশ কিছু কাল পরে আটলান্টিক মহাসাগরে একটা কাঠ ভাসতে দেখা যায়। কাঠটার গায়ে 'এল এস' এই অক্ষর দুটো খোদাই করা ছিল। এর পরে লোনস্টারের আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

BanglaBook.org

ওষ্ঠবক্র রহস্য

সেন্ট জর্জেস-এর থিওলজিকাল কলেজের পরলোকগত অধ্যক্ষ ডক্টর অব ডিভিনিটি এলিয়াস হুইটনির ভাই ইসা হুইটনির আফিম খাওয়ার অভ্যেস ছিল। আফিম খেলে আশ্চর্য অনুভূতি হয়, ছাত্রজীবনে এই কথা পড়ে তিনি শখ করে আফিম ধরেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলেন যে, এই অভ্যেস ধরা সোজা, কিন্তু ছাড়া ভীষণ শক্ত। আমার সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় হয়, তখন তাঁর শরীর একদম ভেঙে গেছে। তোবড়ানো গাল, ঘোলাটে দৃষ্টি। দু' চোখের পাতা যেন সব সময়েই বন্ধ হয়ে আসছে। চেয়ারে বসে থাকা এই ভগ্নস্বাস্থ্য লোকটিকে দেখলে আমার কষ্ট হয়।

১৮৬৯ সালের জুন মাসের এক রাত্তিরে আমার সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। বেশ রাত হয়েছে। বসে বসে হাই উঠছিল, ভাবছিলাম এবার শুতে যাব। ঘণ্টা শুনে আমি চেয়ারে সিধে হয়ে বসলাম। আমার স্ত্রী সেলাই করছিলেন। সেলাইটা রেখে হাল-ছেড়ে-দেওয়া ভাবে আমার দিকে তাকালেন।

"এ নিশ্চয়ই কোনও রুগি। তোমাকে নির্ঘাত এই রাত্রে বেরোতে হবে।"

আড়মোড়া ভেঙে আমি বললাম, "আর পারা যায় না। সমস্ত দিন প্রচুর খাটাখাটনি করে আমি একটু আগে ফিরেছি।"

আমরা দরজা খোলার আওয়াজ শুনলাম। দু'-চারটে কথাও অস্পষ্ট ভাবে শোনা গেল। তার পরেই আমাদের ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলেন কালো ওড়নায় মুখ ঢাকা কালো জামাকাপড় পরা এক ভদ্রমহিলা।

"এত রাতে এসে তোমাদের জ্বালাতন করছি বলে ক্ষমা কোরো।" এইটুকু বলেই ভদ্রমহিলা নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ছুটে এসে আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। "আমার বড় বিপদ। আমাকে সাহায্য করতেই হবে," কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন।

"কী কাণ্ড।" ভদ্রমহিলার মুখের ওড়নাটা সরিয়ে দিয়ে আমার স্ত্রী বললেন, "আরে কেট হুইটনি যে! তুমি তো আমাকে দারুণ ঘাবড়ে দিয়েছিলে। তুমি যখন ঘরে ঢুকলে আমি তোমায় চিনতেই পারিনি।"

"কী করব বুঝতে না পেরে আমি সোজা তোমার কাছে চলে এলাম।"

বরাবর দেখছি যে, যখনই কোনও ভদ্রমহিলা কোনও গোলমালে পড়েন তখনই তিনি আমার স্ত্রীর কাছে ছুটে আসেন, আলোর কাছে পতঙ্গ যেমন ছুটে আসে।

আমার স্ত্রী বললেন, "খুব ভাল করেছ। আগে এক গেলাস জল না চা না কফি খাবে বলো। তার পরে ধীরেসুস্থে সব কথা বলবে।" তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, "ওঁকে কি এখান থেকে যেতে বলব?"

BanglaBook.org

"না, না, ডাক্তারবাবুকেই আমার দরকার। ব্যাপারটা আমার স্বামী ইসাকে নিয়ে। গত দু'দিন ধরে সে ঘরে ফেরেনি। তার জন্যে আমার বড্ড দুশ্চিন্তা হচ্ছে।"

এর আগেও কেট হুইটনি তার স্বামী ইসা হুইটনির কথা আমাদের কাছে দু'-চার বার বলেছে। আমাকে বলেছে আমি ডাক্তার বলে আর আমার স্ত্রীকে বলেছে তার ছেলেবেলার বন্ধু হিসেবে। তার কথা শুনে আমরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলাম। ইসা কোথায় গেছে তা কি কেট জানে? আমরা কি চেষ্টা করলে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি?

কেটের কথা শুনে মনে হল যে, ইসাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যেই এত রাত্রে সে আমাদের কাছে ছুটে এসেছে। কেট জানতে পেরেছে যে, বেশ কিছুদিন হল ইসা লন্ডনের পূর্বাঞ্চলে একটি আফিমখোরদের আড্ডার সন্ধান পায়। প্রথম প্রথম সে ওই আড্ডায় যেত কিছুক্ষণের জন্যে। সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসত। এবারে আটচল্লিশ ঘণ্টা হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার পাত্তা নেই। কেটের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপার সোয়ানডাম লেনের 'দি বার অব গোল্ড'-এ গেলে ইসাকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু সে কী করতে পারে? কী করে সে একলা ওই দুর্দান্ত পাড়ায় গিয়ে তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনবে?

এই অবস্থায় কী করা উচিত? আমার পক্ষে কি কেটের সঙ্গে দি বার অব গোল্ডে যাওয়া সম্ভব? কেটেরই বা যাবার দরকার কী? আমি তো ইসার ডাক্তার। আমি একলা গিয়েই তো তাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিয়ে আসতে পারি। এইসব কথাবার্তার পর ঠিক হল যে, আমি এখনই ইসার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছি। আর যদি ওই ঠিকানায় সে সত্যিই থাকে তবে তাকে আমি ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই আমি একটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আপার সোয়ানডাম লেনের দিকে চললাম। প্রথমে বেশ নির্বিঘ্নেই গেলাম। কিন্তু মুশকিল হল পরে। আপার সোয়ানডাম লেন একটা কুখ্যাত গলি। রাস্তাটা টানা চলে গেছে লন্ডন ব্রিজের পুবদিকে নদীর উত্তর তীর ধরে মাল তোলা-নামানোর ঘাটগুলোর সমান্তরাল। একটা সস্তার তৈরি জামাকাপড়ের দোকান আর সস্তার চায়ের কেবিনের মাঝখান দিয়ে একটা সিঁড়ি কয়েক ধাপ নেমে গেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা অন্ধকার গুহার মুখ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি বুঝতে পারলাম যে, ওইটেই আফিমখোরদের আড্ডা। আমার ভাড়াগাড়ির কোচোয়ানকে সেইখানে অপেক্ষা করতে বলে আমি সাবধানে সেই প্রায়-অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। ওপর থেকে একটা লণ্ঠনের আলো এসে পড়ছিল। সেই আলোয় কোনও রকমে ঠাহর করে আমি তো দি বার অব গোল্ডের দরজাটা খুঁজে পেলাম। ঢুকে দেখলাম যে, ঘরের ভেতরের বাতাসটা যেমন ভারী, তেমনই কটু গন্ধ আর ধোঁয়ায় ভরা।

সেই ধোঁয়ায় ভরতি আলো-আঁধারি ঘরে ঢুকতেই দেখলাম, ঘরে বহু লোক সেই ঘরের মধ্যে হাত-পা এলিয়ে শুয়ে-বসে বা আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মরা ছাগলের মতো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। এদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই চুপচাপ বসে ছিল, খুব অল্প কয়েকজন নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল।

আমি ঘরে পা দিতে-না-দিতেই একজন মালয় দেশীয় লোক এসে আমাকে 'আসুন, আসুন' বলে অভ্যর্থনা করল। আমি তাকে বললাম যে, আমি খদ্দের হয়ে এখানে আসিনি।

BanglaBook.org

ইসা হুইটনি বলে আমার এক বন্ধু এখানে এসেছে, তার সঙ্গে কথা বলতে আমি এসেছি।

আমার ডান দিকে কে যেন নড়ে উঠল, আর তার পরেই একটা চিৎকার। আধো-অন্ধকারের মধ্যে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম যে, ইসা হুইটনি আমার দিকে চেয়ে আছে। তার চোখে কেমন যেন একটা ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি; তার পোশাক অত্যন্ত ময়লা আর সমস্ত শরীরে যেন কালির ছোপ পড়ে গেছে।

"হা অদৃষ্ট! ওয়াটসন যে! কী ব্যাপার!" তাকে দেখে আমার করুণা হল। তার শরীরে যেন ক্ষমতা নেই। হাত-পা দুর্বল। "ওয়াটসন, কটা বাজে বলুন তো?"

"প্রায় এগারোটা।"

"তার মানে?"

"আজ জুন মাসের ১৯ তারিখ। শুক্রবার। সময় রাত্রি এগারোটা।"

"সে কী! আমি তো ভেবেছি আজ বুধবার। আজ তো বুধবারই। শুধু শুধু আপনি আমাকে নিয়ে রসিকতা করছেন কেন?" এই বলে সে বেঞ্চে এলিয়ে বসে পড়ল।

"শুনুন। আজ শুক্রবার। গত দু'দিন যাবৎ আপনার কোনও খবর না পেয়ে আপনার স্ত্রী ভাবনায়-চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। আপনার নিজের স্বভাবের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া উচিত।" আমি কিছুটা কঠিন ভাবে বললাম।

"বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি সত্যিই অনুতপ্ত। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ডাঃ ওয়াটসন, আপনি বোধহয় একটু ভুল করছেন। আমি তো অল্প কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছি। যাই হোক, আমি এক্ষুনি বাড়ি যাব। সত্যি, কেটের ওপর খুব অন্যায় করে ফেলেছি। ... আমাকে একটু উঠতে সাহায্য করবেন কি? আপনার সঙ্গে কি গাড়ি আছে?"

"হ্যাঁ, আমার গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে?"

"তা হলে আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি ওই গাড়িটা নিয়েই বাড়ি চলে যাই। আর একটা কথা, আপনি যদি একবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, আমার শরীরটা খুব দুর্বল বোধ হচ্ছে বলে আমি ম্যানেজারের কাছে গেলাম না, তা হলে বড় ভাল হয়।"

ইসা হুইটনিকে অপেক্ষা করতে বলে আমি সেই অন্ধকার ধোঁয়ায় ভরতি ঘরের মধ্যে দিয়ে ম্যানেজারের খোঁজে চললাম। যখন আমি একটা বেঞ্চিতে বসা একটা লম্বা লোকের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন কে যেন পিছন থেকে আমার কোট ধরে টেনে চাপা গলায় বলল, "আমার সামনে দিয়ে চলে যাবার পর পেছন দিকে তাকিয়ো।" আমার শুনতে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি। আমি পাশে তাকালাম। আমার পাশেই একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি চুপচাপ বসে ছিলেন। তাঁর কোনও বাহ্যজ্ঞান আছে বলে আমার মনে হল না। আমি দু' পা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে তাকালাম। সেই মুহূর্তে জানি না কী অসীম চেষ্টার আমি চিৎকার করে ওঠা থেকে নিজেকে সংযত করলাম। সেই বৃদ্ধ লোকটি আমার দিকে তাঁর মাথাটা এমন ভাবে সামান্য ঘুরিয়েছেন যাতে তাঁর মুখটা একমাত্র আমিই দেখতে পাই। তাঁর চোখমুখের বার্ধক্যের ছাপটা সরে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে শার্লক হোমস। হোমস আমাকে ইঙ্গিতে তার দিকে এগিয়ে আসতে বলল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখমুখে সেই বৃদ্ধের ভাবটা ফিরে এল।

আমি ফিসফিস করে বললাম, "হোমস, তুমি এখানে কী করছ?"

BanglaBook.org

"চুপ। আরও আস্তে কথা বলো। আমার কান খুব পরিষ্কার। তুমি যদি তোমার ওই ভবুথবু বন্ধুটিকে বিদায় করতে পারো তো ভাল হয়। তোমাকে আমার বিশেষ দরকার।"

"আমি বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।"

"তা হলে ওঁকে ওই গাড়িতে করে এখনই বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আর কোচোয়ানের হাতে তোমার স্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দাও যে, আজ রাত্রে তুমি আমার বাসায় থাকবে। তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।"

শার্লক হোমসের কথায় সব সময়েই এমন একটা সিরিয়াস ভাব থাকে যে, সে কিছু বললে তার কথার প্রতিবাদ করা যায় না। আর তা ছাড়া আমার মনে হল যে, হুইটনিকে এখান থেকে বের করে বাড়ির দিকে পাঠালেই আমার দায়িত্ব শেষ। সব চাইতে বড় কথা শার্লক হোমসের তদন্তের সঙ্গী হবার সুযোগ কোনও অবস্থাতেই আমি হাতছাড়া করতে চাই না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি হুইটনিকে ঘোড়ারগাড়িতে চাপিয়ে কোচোয়ানকে তার বাড়িতে নামিয়ে এই চিঠিটা আমার স্ত্রীকে দিয়ে দিতে বললাম। অল্প কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত অশক্ত এক বৃদ্ধ দি বার অব গোল্ড থেকে বেরিয়ে এল। আমি সেই বৃদ্ধের ছদ্মবেশধারী শার্লক হোমসের পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় আধ মাইলটাক রাস্তা হোমস সেই বৃদ্ধের মতো কোনও রকমে টলতে টলতে পথ হাঁটতে লাগল আর ঘন ঘন পিছন ফিরে দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ এক সময় সে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

"ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছিলে যে আফিম ধরেছি।"

"সত্যি কথা বলতে কী, তোমাকে ওই ভাবে ওখানে দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি।"

"তা যদি বলো তো তোমাকে ওখানে দেখে আমিও কম আশ্চর্য হইনি।"

"আমি গিয়েছিলাম আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের খোঁজে।"

"আর আমি গিয়েছিলাম আমার এক শত্রুর খোঁজে।"

"শত্রুর খোঁজে?" আমি বেশ অবাক হয়ে বললাম।

"হ্যাঁ। আমার জাতশত্রু, বলতে পারো স্বাভাবিক শিকার। সংক্ষেপে তোমায় বলি। এখন আমি বেশ একটা জটিল তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি। আমি আশা করেছিলাম যে, এই আড্ডাখানায় নিয়মিত যে-সব লোক আসে, তাদের কথাবার্তা থেকে এ ব্যাপারের কোনও একটা সূত্র হয়তো বা পেয়ে যাব। ওখানে যদি আমার আসল পরিচয় জানাজানি হয়ে যেত তা হলে আমাকে আর জীবন্ত অবস্থায় কখনও খুঁজে পাওয়া যেত না। এর আগে দু'-এক বার এই আড্ডায় এসে আমি কাজ হাসিল করে গেছি। এই আড্ডাখানার মালিক গুন্ডাসর্দার ম্যানেজার বলেছে, আমাকে পেলে একবার দেখে নেবে। এই বাড়িরই একটা খিড়কি দরজা আছে পলঘাটের কাছে। সেখান দিয়ে রাত্রের অন্ধকারে কত কী যে নদীতে চালান গেছে তা অনুমান করা শক্ত নয়।"

"কী বলছ? নিশ্চয়ই গোটা গোটা মৃতদেহ চালান হয়নি।"

"হ্যাঁ, ওয়াটসন, মৃতদেহই পাচার হয়েছে। যত মৃতদেহ পাচার হয়েছে তার প্রত্যেকটির জন্যে যদি হাজার পাউন্ড করে পেতাম, তা হলে এত দিনে আমরা বহু কোটিপতি হতে পারতাম। এ রকম জঘন্য মৃত্যুকূপ টেমসের ধারে আর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার জানা নেই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার সেই যে জীবন্ত অবস্থায় এখানে ঢুকেছে, সে আর জীবন্ত অবস্থায় এখান থেকে বেরোয়নি। কিন্তু আমাদের গাড়িটার তো এখানেই থাকবার কথা।"

BanglaBook.org

আমি কিছু বলবার আগেই হোমস মুখের মধ্যে দুটো আঙুল পুরে দিয়ে খুব জোরে শিস দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোকজনের কথাবার্তা আর গাড়িঘোড়ার শব্দকে ছাপিয়ে আর একটা শিস শোনা গেল। আর তার পরেই ঘোড়ার ক্ষুরের খপ্‌খপ্ আর গাড়ির চাকার ঘর্ঘর শব্দ শোনা গেল। অন্ধকারের মধ্যে জোরালো দুটো আলো জ্বালিয়ে বেশ বড় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

"কী ওয়াটসন, এখন আমার সঙ্গে যাবে তো?"

"আমি যদি তোমার কোনও কাজে লাগি তো অবশ্যই যাব।"

"বিশ্বস্ত সহকারীর প্রয়োজন সর্বদাই। তা ছাড়া সে আবার যদি জীবনীলেখক হয় তো তাকে বাদ দেবার প্রশ্নই ওঠে না। আমার এখনকার আস্তানা সেডার্সে। একটা ডবল বেড রুম।"

"সেডার্স?"

"হ্যাঁ। ওটা মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের বাড়ি। এই তদন্ত শুরু করবার পর থেকে আমি ওখানেই আছি।"

"কিন্তু বাড়িটা কোথায়?'

"কেন্ট লিয়ের কাছে। আমাদের এখান থেকে পাক্কা সাত মাইল যেতে হবে।"

"আমি কিন্তু এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই।"

"তাই তো বটে। ব্যস্ত হয়ো না, যেতে যেতে আমি তোমাকে সব কথা বলব। আগে উঠে পড়ো তো। জন, এই হাফ ক্রাউনটা রাখো। আজ রাত্তিরে তোমাকে আর আমার দরকার নেই। কাল সকাল এগারোটার সময় আমার সঙ্গে দেখা কোরো। ঠিক আছে।"

হোমস পাকা কোচোয়ানের মতো চাবুক মারতেই ঘোড়াটা ছুটতে লাগল। প্রায় অন্ধকার জনহীন সব গলি দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটল। তারপর আমরা একটা অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। তারপর একটা ব্রিজ পার হলাম। চকিতের জন্যে ব্রিজের নীচের কালো জল আমার চোখে পড়ল। আমরা বেশ কয়েক মাইল চলে এসেছি। আকাশে মেঘ রয়েছে। তার মাঝখানে কখনও কখনও একটা-দুটো তারা একবার দেখা দিয়েই ফের মিলিয়ে যাচ্ছে। শার্লক হোমস রাস্তার দিকে মাথা নিচু করে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বুঝলাম যে, সে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। এখন কথা বললে যে ভাবে তার চিন্তাকে সাজাচ্ছে তাতে বাধা পড়বে। এতটা পথ যে এলাম বিটের কনস্টেবল ছাড়া আর কিন্তু অন্য কোনও পথচারীকে দেখতে পেলাম না। আমাদের দু' পাশে কখনও বিরাট প্রান্তর আর মাঠ। এই ভাবে বেশ কিছু রাস্তা পেরিয়ে যাবার পর আবার একটা দুটো করে ঘরবাড়ি চোখে পড়তে লাগল। আমার মনে হল যে, আমরা একটা লোকালয়ের কাছাকাছি চলে এসেছি।

২

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে হোমস বলল, "ওয়াটসন, তোমার এই চুপ করে থাকবার ক্ষমতার সত্যি তুলনা হয় না। এই গুণের জন্যেই তুমি সঙ্গী হিসেবে অদ্বিতীয়। বিশ্বাস করো, এমন একজন সঙ্গীই আমার চাই, যার কাছে আমি আমার মনের সমস্ত কথা খুলে বলতে পারি। এই মুহূর্তে আমার মাথার মধ্যে যে চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটা আর যা-ই হোক খুব আনন্দের নয়।

"আমরা গিয়ে পৌঁছোনো মাত্রই যে ভদ্রমহিলা আমাদের দরজা খুলে দিতে আসবেন

BanglaBook.org

তাঁকে যে কী বলব তা আমার মাথায় আসছে না।"

"লি-এ পৌঁছোবার আগেই তোমাকে ব্যাপারটা মোটামুটি একটা বিবরণ দিতে পারব বলে আশা করি। ব্যাপারটা এমনিতে খুবই সহজ বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, এমন কোনও সূত্র পাচ্ছি না যেটাকে ধরে এগোতে পারি। বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা যেন জটপাকানো সুতো। অনেকগুলো মুখ আছে, কিন্তু মূলটা পাচ্ছি না। এখন আমি তোমাকে সব ব্যাপারটা বলছি। এমন হতে পারে যে, যদিও আমি অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তুমি হয়তো কোনও আলোর ফুলকি দেখতে পাবে।"

"তা হলে বলো।"

"বেশ কয়েক বছর আগে, সঠিক তারিখটা হল মে, ১৮৮৪—লি-তে এক ভদ্রলোক বাস করতে আসেন। তাঁর নাম নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার। হাবভাব দেখে মনে হত তিনি একজন বেশ বড়লোক। তিনি একটা বড় হাতাওয়ালা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে বাস করতে লাগলেন। বেশ বড়লোকি চালেই তিনি থাকতেন। আস্তে আস্তে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হতে লাগল। ১৮৮৭ সালে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর মেয়েকে তিনি বিয়ে করেন। ভদ্রলোক কোনও চাকরি করতেন না। তবে অনেক কোম্পানিতে তাঁর টাকা লগ্নি করা ছিল। সাধারণত তিনি সকালের ট্রেনে লন্ডন যেতেন আর ফিরে আসতেন ক্যানন স্ট্রিট স্টেশন থেকে ৫টা ১৪ মিনিটের ট্রেন ধরে। মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের বয়স এখন সাঁইত্রিশ। শান্ত, সুবোধ ভদ্রলোক। দুটি সন্তান নিয়ে বেশ সুখে থাকতেন। আর পাড়াপড়শিরা তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। আমি খোঁজখবর করে যতদূর জানতে পারি যে, বাজারে তাঁর দেনা হচ্ছে ৮৮ পাউন্ড ১০ শিলিং। কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিজ ব্যাঙ্কে তাঁর জমা আছে ২২০ পাউন্ড। সুতরাং এ কথা মনে করবার কোনও কারণ নেই যে, তাঁর মনে টাকাপয়সা সংক্রান্ত কোনও দুশ্চিন্তা ছিল।

"গত সোমবার মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার অন্য দিনের চেয়ে একটু সকাল সকালই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন। যাবার আগে বলে যান যে, শহরে তাঁর দুটো জরুরি কাজ আছে, আর ফেরবার পথে তিনি তাঁর ছেলের জন্যে একবাক্স খেলনা কিনে আনবেন। এখন হয়েছে কী, সেই দিনই মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার বেরিয়ে যাবার পর তাঁর স্ত্রী লন্ডন থেকে একটা টেলিগ্রাম পান। টেলিগ্রামটা এসেছিল অ্যাবারডিন শিপিং কোম্পানির অফিস থেকে। টেলিগ্রামে জানানো হয়েছে যে তাঁর বিদেশ থেকে একটা মূল্যবান জিনিস আসবার কথা ছিল। সেটা এসে গেছে। তোমার জানা আছে কিনা জানি না, অ্যাবারডিন শিপিং কোম্পানির অফিস হচ্ছে ফ্রেসনো স্ট্রিটে। ফ্রেসনো স্ট্রিটটা আবার বেরিয়েছে আপার সোয়ানডাম লেন থেকে, যেখানে তোমার সঙ্গে আমার আজ রাত্রে দেখা হল। মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে লন্ডনে যান। সেখান থেকে তাঁর জিনিসটি সংগ্রহ করে তিনি ঠিক চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিটে আপার সোয়ানডাম লেন ধরে হাঁটছিলেন স্টেশনে ফেরবার জন্যে। এতক্ষণ যা বললাম তুমি সব কথা বুঝেছ তো?"

"হ্যাঁ। সব বুঝেছি।"

"তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, গত সোমবার অত্যন্ত গরম পড়েছিল। মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার একটা গাড়ি ধরবেন বলে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বেশ দুলকি চালে রাস্তা হাঁটছিলেন। সোয়ানডাম লেন ধরে হাঁটবার সময় হঠাৎ একটা চাপা আর্তনাদ তাঁর কানে

BanglaBook.org

আসে। সেই শব্দটা যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকাতেই তিনি একটা দোতলা বাড়ির জানলায় যে-দৃশ্য দেখলেন তাতে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দোতলার সেই জানলাটা সম্পূর্ণ খোলা ছিল। তিনি দেখলেন তাঁর স্বামী জানলা দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মনে হল তিনি যেন তাঁকে হাত নেড়ে ডাকলেন। আগেই বলেছি যে, জানলাটা একদম খোলা ছিল। তাই তাঁর দেখতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার তাঁর স্বামীর মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, সে সময়ে তাঁর স্বামীর চোখমুখ উত্তেজনায় থমথম করছিল। তাঁর স্বামী তাঁকে খুব উত্তেজিত ভাবে হাত নেড়ে ইশারা করেন। কিন্তু তার পরেই মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের মনে হয় কেউ যেন খুব জোর করে পিছন দিকে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল। আর একটা জিনিস লক্ষ করে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার খুব আশ্চর্য হন। সেটা হল, যদিও তিনি যে কালো কোট পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সেটা তাঁর গায়ে ছিল বটে, কিন্তু তাঁর জামার কলার বা নেকটাই কোনওটাই ছিল না।

"তাঁর স্বামীর কোনও বিপদ হয়েছে বুঝে তিনি ওই বাড়ির দিকে ছুটলেন। কোন বাড়িটার কথা বলছি বুঝতে পারছ তো? যেখানে আমার সঙ্গে তোমার আজ দেখা হল। বাড়ির দরজায় ওই পাজি ম্যানেজার দাঁড়িয়েছিল। সে আর তার সাকরেদ ডেনমার্কের গুন্ডাটা তো তাঁকে দরজার গোড়ায় আটকে দিল। তারপর তাঁকে প্রায় এক রকম জোর করে সেখান থেকে সরিয়ে দিল। রাগে ভয়ে প্রায় পাগলের মতো হয়ে তিনি যখন রাস্তা দিয়ে দৌড়োচ্ছিলেন তখন ফ্রেসনো স্ট্রিটে একজন সার্জেন্ট আর কয়েকজন কনস্টেবল আসছিল। তাঁর কথা শুনে সার্জেন্ট তার দলকে নিয়ে ওই আড্ডায় এসে হাজির হল। ওই আড্ডার মালিকের কোনও ওজর আপত্তি না শুনে যে-ঘরে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার তাঁর স্বামীকে দেখেছিলেন, সার্জেন্ট সেই ঘরে গেল। সেখানে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। সে ঘরে কেন, সেই গোটা দোতলায় মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সত্যি কথা বলতে কী, একটি অত্যন্ত কুৎসিতদর্শন এক বিকলাঙ্গ ছাড়া সেখানে দ্বিতীয় কোনও প্রাণীকে দেখতে পাওয়া গেল না। ম্যানেজার আর সেই বিকলাঙ্গ লোকটি দু'জনেই খুব জোর গলায় শপথ করে বলল যে, সামনের ঘরে দুপুর থেকে কেউ আসেনি বা ছিল না। তাদের জোরালো আপত্তি শুনে সার্জেন্টও একটু দমে গেল। তার মনে সন্দেহ হতে লাগল যে, হয়তো মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার ভুল দেখেছেন। এমন সময় মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার চিৎকার করে ঘরের টেবিল থেকে একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট তুলে নিলেন। কাগজের মোড়কটা খুলতে ছেলেদের খেলবার বিল্ডিং ব্লকের একটা বাক্স বেরিয়ে পড়ল। তোমার বোধহয় মনে আছে যে, সেইদিন মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তাঁর ছেলেকে ওই রকম একটা বিল্ডিং ব্লক কিনে দেবেন বলেছিলেন।

"এই জিনিসটা পাবার পরে সেই বিকলাঙ্গ লোকটা এলোমেলো কথা বলতে লাগল যে সার্জেন্টের মনে হল ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো। দোতলার ঘরগুলো ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হল। বোঝা গেল খুব জঘন্য ধরনের একটা অপরাধ ঘটেছে। সামনের দিকে ঘরটা বেশ পরিপাটি করে সাজানো। দেখলেই বোঝা যায় যে, এটাকে বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর পরে একটা ছোট শোবার ঘর। শোবার ঘরের পেছনে নদীর ঘাট। শোবার ঘরের জানলা আর নদীর ঘাটের মধ্যে একফালি জমি। জোয়ারের সময় অবশ্য

BanglaBook.org

সেটা জলের তলায় যায়। শোবার ঘরের জানলাটা খুব বড়। তলা দিয়ে ঠেলে খুলতে হয়। জানলার ফ্রেম খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, সেখানে রক্তের ছিটে লেগে আছে। শোবার ঘরের কাঠের মেঝেতেও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দেখা গেল। তারপর আরও খুঁটিয়ে তল্লাশি করতে বসবার ঘরে একটা পরদার আড়ালে মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের কোটটি ছাড়া আর সব পোশাকই জড়ো করে রাখা আছে দেখা গেল। বোঝা গেল মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার ওই জানলা দিয়েই লাফিয়ে পড়েছেন। রক্তের দাগ দেখে মনে হল বেশ কিছুটা ধস্তাধস্তি করেই তাঁকে জানলা দিয়ে গলতে হয়েছে। তবে এটাও বোঝা গেল যে, এত চেষ্টা করেও মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার শেষরক্ষা করতে পারেননি। কেন না নদীতে সে সময় প্রচণ্ড জোয়ার ছিল। সে রকম অবস্থায় নদীতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে নিজেকে বাঁচানো কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

"এখন এই অপরাধের সঙ্গে যে দু'জন একেবারে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত তাদের একজন হল ম্যানেজার। আর ম্যানেজারের পূর্ব ইতিহাস পুলিশের সবই জানা। তবে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের কথা অনুযায়ী তিনি তাঁর স্বামীকে দেখবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ও বাড়ির দরজার গোড়ায় ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সুতরাং মূল অপরাধের সঙ্গে তার যোগ থাকা সম্ভব নয়। এটা বলা যেতে পারে যে, অপরাধ নিজে না করলেও সে অপরাধমূলক ঘটনাটা ঘটতে সাহায্য করেছে। ম্যানেজার নিজের পক্ষ সমর্থন করে বলল যে, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ, এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ সে জানে না। আর তার দোতলার ভাড়াটে হিউ বুনের কার্যকলাপ সম্বন্ধেও সে কিছু জানে না। বস্তুত অন্যের কথায় তার নাক গলাবার প্রয়োজন বা অধিকার নেই। মিঃ হিউ বুন কিন্তু মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের জামাকাপড় ওই ভাবে ওখানে পড়ে থাকার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও দিতে পারলেন না।

"এই তো গেল ম্যানেজারের কথা। ওই যে বীভৎস বিকলাঙ্গর কথা বলেছি ওর নামই হিউ বুন। সব দিক বিচার করে দেখলে হিউ বুনই একমাত্র লোক যে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারকে সবশেষে দেখেছে। এই লোকটাকে লন্ডন শহরের সব লোক চেনে। ও রকম ভীষণদর্শন মুখ আর লন্ডন শহরে বোধহয় দুটি নেই। ও লোকটা জাতভিখিরি। তবে পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ও সাধারণত দেশলাই নিয়ে বসে থাকে। ও কোথায় বসে জানো? থ্রেডনিডল স্ট্রিট দিয়ে কিছু দূর গেলে বাঁ হাতে দেখবে একটা বাড়ির দেওয়ালের কোণে ও আসনপিঁড়ি হয়ে রোজ বসে থাকে। ওর কোলের ওপর কয়েকটা দেশলাইয়ের বাক্স ছড়ানো থাকে। এমনিতে ওকে দেখলে খুব কষ্ট হয়। তার ফলে ওই রাস্তা দিয়ে যত লোক যায় তারা সকলে ওকে কিছু-না-কিছু পয়সা দিয়ে যায়। তাই ওর আয় খুব ভালই হয়। আমি নিজে ওকে বহু বার দেখেছি। অল্প সময়ের মধ্যে ও যে রকম রোজগার করে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। ওর চেহারাটাই এমন যে ওকে লক্ষ না করে কেউ চলে যেতে পারে না। মাথা-ভরতি লাল চুল। শীর্ণ মুখে একটা গভীর কাটা দাগ। যেটার জন্যে ওর গালের চামড়াটা টেনে গিয়ে ওপরের ঠোঁটটা উলটে গেছে। ওর চোখদুটো কিন্তু আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ আর কালো। সব মিলিয়ে আর পাঁচটা ভিখিরির চাইতে ওকে সম্পূর্ণ আলাদা বলে মনে হয়। ওর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল ও খুব চটপট উপযুক্ত জবাব দিতে পারে। ওকে যদি কেউ কিছু বাঁকা কথা বলে তো ও সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের মতো উত্তর দিয়ে দেয়। এখন এই লোকটিই আমাদের নিরুদ্দিষ্ট মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেছে।"

BanglaBook.org

আমি বললাম, "কিন্তু ও তো বিকলাঙ্গ! একজন বিকলাঙ্গের পক্ষে একজন সুস্থ সবল মাঝবয়সি লোককে খালি হাতে মেরে ফেলা কি সম্ভব?"

"বিকলাঙ্গ মানে ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, পা দুটো কমজোরি। তা ছাড়া ও এমনিতে বেশ স্বাস্থ্যবান। তুমি তো ডাক্তার। সুতরাং ওয়াটসন, এ কথা তো তুমি জানো যে, দেহের কোনও অঙ্গ দুর্বল বা অপুষ্ট হলে অন্য অঙ্গ খুবই পুষ্ট হয়।"

"হুঁ, তা বটে। যাকগে, তুমি তোমার কাহিনী শেষ করো।"

"মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার তো জানলায় রক্তের দাগ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাই তাঁকে তক্ষুনি পুলিশের গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হল। আর তা ছাড়া ওই ব্যাপারের তদন্তে তিনি কী সাহায্যই বা পুলিশকে করতে পারতেন। ওই তদন্তের ভার দেওয়া হল ইন্সপেক্টর বার্টনকে। তিনি তো ঘটনাস্থল যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু কোনও রকম উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে পেলেন না। অবশ্য ইন্সপেক্টর বার্টন একটা ভুল করেছিলেন। তাঁর উচিত ছিল গোড়াতেই হিউ বুনকে গ্রেফতার করা। অবশ্য সে ভুলটা তিনি পরে শুধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু যে সময়টুকু সে পেয়েছিল তাতে হয়তো সে ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সূত্র লোপ করে থাকতে পারে। তবে বুনকে তো গ্রেফতার করা হল, কিন্তু তার কাছে এমন কিছু পাওয়া গেল না, যাতে ওকে এ ব্যাপারে দায়ী করা যায়। অবশ্য ওর জামার আস্তিনে রক্তের ছিটে লেগেছিল। সে বলে যে, তার আঙুল কেটে যায় আর সেই রক্তের দাগ তার জামায় লেগেছিল। আর মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার হইচই শুরু করবার কিছুক্ষণ আগে সে জানলার কাছে গিয়েছিল, তখন হয়তো তার আঙুল ঘষে গিয়ে জানলার ফ্রেমে রক্ত লেগে থাকতে পারে। সে খুব জোর দিয়েই বলল যে, মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারকে সে কখনও দেখেনি। আর কী করে যে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের জামাকাপড় ওখানে গেল সেটা ও নিজেই বুঝতে পারছে না। তবে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার সম্বন্ধে ওর ধারণা যে, উনি ভুল দেখেছেন। যাই হোক, ওর আপত্তি সত্ত্বেও তো ওকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল। ইন্সপেক্টর অবশ্য ওখানে থেকে গেলেন। ভাবলেন জোয়ারের জল সরে গেলে যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়।

"সূত্র অবশ্য পাওয়া গেল। তবে যা আশা করা গিয়েছিল তা নয়। দেখা গেল কাদায় মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের কোটটা আটকে রয়েছে। তবে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার অথবা তাঁর দেহের কোনও চিহ্ন নেই। মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের কোটের পকেটে কী পাওয়া গেছে অনুমান করতে পারো?"

আমি বললাম, "না, অনুমান করতে পারছি না।"

"না, তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। কোটের সবকটা পকেট খুচরোয় ভরতি—পেনি, হাফপেনি। তাঁর পকেটে চারশো একুশটা পেনি আর দুশো সত্তরটি হাফপেনি। এবার বুঝতে পারছ যে, খুচরো পয়সার ওজনের জন্যে ওই কোটটা জোয়ারের জলে ভেসে যায়নি। কিন্তু মৃতদেহের ব্যাপারটা আলাদা। মনে হয়, কাদায়, নুড়িতে কোটটা গেঁথে গিয়েছিল, কিন্তু জলের প্রচণ্ড টানে দেহটা ভেসে যায়।"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন বলেছিলে যে, মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের সব পোশাক ঘরে পুঁটুলি-করা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তা হলে কি মৃতদেহের পরনে শুধু একটা কোটই ছিল।" আমি প্রশ্ন করলাম।

হোমস বলল, "না, হে, তা নয়। তবে ব্যাপারটা এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, এই বুন লোকটা নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারকে জানলা দিয়ে গলিয়ে ফেলে দেয়। সে কী

BanglaBook.org

করবে? তার প্রথমেই মনে হবে যে, ওই জামাকাপড়গুলোর জন্যেই সে হয়তো ধরা পড়বে। প্রথমেই সে কোটটা ছুড়ে ফেলতে গেল। ফেলবার আগের মুহূর্তে তার মনে হল যে, কোটটা তো ডুববে না। জলে ভাসবে। অথচ তার হাতে সময় বেশি নেই। নীচে ম্যানেজারের সঙ্গে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের কথা কাটাকাটি চলছে। হয়তো ম্যানেজারের কোনও সাকরেদ এসে তাকে পুলিশ আসার খবর দিয়ে গেছে। একদম সময় নেই, যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে। তখন কী করবে ভেবে সে দৌড়ে গেল তার লুকোনো ভাঁড়ারে। যতগুলো সম্ভব খুচরো পকেটগুলোয় পুরে সে কোটটা ছুড়ে ফেলে দিল। অন্য জামাগুলো নিয়েও সে একই কাজ করত, কিন্তু ততক্ষণে সে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। কোনও রকমে সে জানলাটা বন্ধ করতে পারল লোকজন উঠে আসবার আগেই।"

"এটা হয়তো হলেও হতে পারে।"

"যাই হোক, যতক্ষণ না এর চেয়ে আরও ভাল কোনও হাইপোথিসিস করা যাচ্ছে ততক্ষণ এই পথেই আমাদের এগোতে হবে। এদিকে বুনকে তো গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু থানায় গিয়ে দেখা গেল যে, কোনও অপরাধকর্ম সে আগে করেছে এমন কোনও তথ্য নেই। একথা ঠিকই যে, ভিক্ষে করাই তার পেশা, কিন্তু এমনিতে সে বেশ শান্তশিষ্ট প্রকৃতির লোক। এই তো হচ্ছে ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার ওখানে কী করছিল। ওখানে তার শেষ পর্যন্ত কী হল, সে কোথায় গেল, আর হিউ বুন এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে কী ভাবে জড়িত। এই সব প্রশ্নের কোনওটারই উত্তরের সামান্যতম ইঙ্গিত আমার জানা নেই। সত্যি কথা বলতে কী, আমার এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এর আগে আমার হাতে এমন 'কেস' একটিও আসেনি যেটা প্রথমে খুবই সরল বলে মনে হলেও শেষকালে অসম্ভব রকমের জটিল রূপ নিয়েছে।"

৩

শার্লক হোমস যখন তার অদ্ভুত কেসের কথা আমাকে শোনাচ্ছিল, তখন আমরা শহর ছাড়িয়ে পল্লি অঞ্চলে এসে পড়েছি। এইমাত্র আমরা দুটো ছোট গ্রামের পাশ দিয়ে এসেছি। এখন কিছু দূরে বেশ কিছু আলো দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম, আমরা কোনও বড় জায়গার কাছাকাছি চলে এসেছি।

হোমস বলল, "আমরা এখন লি-র কাছে এসে পড়েছি। এইটুকু পথ আসতে আমরা তিনটে কাউন্টির মধ্যে দিয়ে এসেছি। প্রথমে মিডলসেক্স, তারপর সারের কোণ ঘেঁষে, আর সবশেষে কেন্ট। ওই গাছগুলোর মধ্য দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ? ওইটে হল সেডার্স। ওখানে একটা জানলার ধারে বসে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ ওঁর কানে গেছে।"

"কিন্তু এই তদন্তটা তুমি বেকার স্ট্রিটের বাড়ি থেকে করছ না কেন?" আমি হোমসকে জিজ্ঞেস করলাম।

"তার কারণ, বেশ কিছু অনুসন্ধান এখান থেকেই করতে হবে। মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার আমাকে দুটো ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। আর আমার বন্ধু ও সহকারী হিসেবে তিনি যে তোমার

BanglaBook.org

আসাতে খুবই খুশি হবেন সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমি বলছি তোমার আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি হবে না। বুঝলে ওয়াটসন, তাঁর সামনাসামনি হতে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, বিশেষত তাঁর স্বামীর কোনও খবরই যখন আমি আনতে পারছি না। এই আমরা এসে পড়েছি।"

আমরা একটা বড় ভিলা-ধরনের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। বাড়িটা একটা প্রকাণ্ড বড় বাগানের মাঝখানে। আমাদের গাড়ি থামতেই একজন সহিস ছুটে এল। আমি হোমসের পেছনে পেছনে নুড়িঢালা পথ দিয়ে বাড়িটার সদর দরজার দিকে এগোলাম। আমরা সদর দরজার কাছে আসতেই দরজা খুলে দিলেন ছোটখাটো চেহারার এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা।

"কী, কী হল?" তিনি ব্যগ্র ভাবে প্রশ্ন করলেন। তার পরই দুটি লোককে আসতে দেখে তাঁর মুখ থেকে একটা আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সঙ্গীর হতাশ ভাবে মাথা নাড়া দেখে ভদ্রমহিলা ফের মুষড়ে পড়লেন।

"কোনও সুসংবাদই নেই।"

"না।" হোমস উত্তর দিল।

"কোনও খারাপ খবর আছে কি?"

"না, তাও নেই।"

"ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আসুন, ভিতরে আসুন। সারাদিন বিস্তর খাটাখাটনি করে আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত।"

"ইনি আমার বন্ধু ওয়াটসন। আমার অনেক তদন্তে ইনি আমাকে সাহায্য করেছেন। আজ হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে এঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ইনি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন।"

আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে তিনি বললেন, "আপনি আসাতে আমার সত্যিই খুব আনন্দ হয়েছে। আশা করি এখানে থাকতে আপনার কষ্ট হবে না। যদি কিছু অসুবিধে হয় তো আমার অবস্থার কথা ভেবে আপনি সেটুকু ক্ষমা করবেন।"

আমি তাঁকে বললাম, "সে ব্যাপারে আপনার বিচলিত হবার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনার যদি কোনও উপকারে আসতে পারি, তা হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

তারপর ভদ্রমহিলা আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের সব আলো জ্বলছে। টেবিলের ওপর রাত্রের খাবার সাজানো রয়েছে।

ভদ্রমহিলা শার্লক হোমসকে লক্ষ করে বললেন, "দেখুন মিঃ হোমস, আমি আপনাকে একটা কথা খোলাখুলি জিজ্ঞেস করতে চাই। আশা করি আপনি আমাকে তার সোজাসুজি উত্তর দেবেন।"

"নিশ্চয়ই দেব।"

"আপনি আমার কথা ভাববেন না। আমার মন খুব শক্ত। আমি সহজে বিচলিত হই না। আমি আপনার নিজের মত শুনতে চাই। ভয় পাবেন না। আমি চিৎকার চেঁচামেচি করব না বা অজ্ঞান হয়ে পড়ব না।"

"কোন ব্যাপারে আপনি আমার মত জানতে চান?"

"আপনি কি সত্যি সত্যি মনে করেন যে, মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার বেঁচে আছেন?"

আমার মনে হল প্রশ্নটা শুনে শার্লক হোমস একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। "বলুন মিঃ হোমস।

BanglaBook.org

চুপ করে থাকবেন না।"

'সত্য কথা বলতে কী, তিনি বেঁচে আছেন বলে আমার মনে হয় না।"

"আপনার বিশ্বাস তিনি মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি কি খুন হয়েছেন?"

"তা জানি না। তবে তাই হওয়া সম্ভব।"

"কবে তিনি খুন হয়েছেন বলে আপনার ধারণা?"

"সোমবার।"

"তা হলে মিঃ হোমস, আপনি কি আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন যে, কী করে তাঁর লেখা চিঠি আজকে আমি পেলাম?"

শার্লক হোমস চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। মনে হল তার শরীর দিয়ে যেন প্রচণ্ড একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল।

"কী বললেন?" শার্লক হোমস চেঁচিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, আজকেই চিঠি পেয়েছি।" ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে একটা খাম তুলে ধরলেন।

"আমি কি চিঠিটা দেখতে পারি।"

"নিশ্চয়ই।"

ভদ্রমহিলার হাত থেকে চিঠিটা এক রকম খপ করে কেড়ে নিয়ে হোমস খামটা টেবিলের ওপর রাখল। তারপর আলোটা সরিয়ে এনে খামটা খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। আমি আমার চেয়ার থেকে উঠে এসে তার পেছনে দাঁড়ালাম। সস্তার মোটা পুরু খাম। খামের ওপর গ্রেভ্‌স এন্ড পোস্ট আপিসের ছাপ। আজকেরই তারিখ। তবে এখন বোধহয় কালকের তারিখ বলা উচিত, কেন না রাত বারোটা অনেকক্ষণ আগে বেজে গেছে।

"অপরিষ্কার কাঁচা হাতের লেখা," হোমস বলল। "এটা নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর হাতের লেখা নয়।"

"না। কিন্তু ভেতরের চিঠিটা তাঁর হাতের লেখা।"

"আমি বলতে পারি খামের ওপর ঠিকানাটা যে লিখেছে, তাকে খোঁজখবর করে ঠিকানা জেনে লিখতে হয়েছে।"

"সেটা আপনি কী করে বলছেন?"

"দেখুন নামটা কালো কালিতে লেখা। কিন্তু ঠিকানার বাকি অংশটা একটু ছাই রঙের। তার কারণ হচ্ছে নামটা লেখবার পর কালিটা আপনা-আপনি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু ঠিকানার কালিটা ব্লটিং দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদি ঠিকানা আর নাম একসঙ্গে লেখা হত তা হলে কালির রঙে এই তফাত হত না। খামের ওপর নামটা লেখবার পর, বেশ কিছুক্ষণ পর, সে ঠিকানাটা লিখেছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, ঠিকানাটা তার জানা নেই। যাই হোক এটা একটা খুব সামান্য ব্যাপার। তবে এই সামান্য ব্যাপারগুলো কখনও কখনও ভীষণ রকম জরুরি হয়ে ওঠে। এবার চিঠিটা দেখা যাক। চিঠিটার সঙ্গে আর একটা কী ছিল দেখছি।"

"হ্যাঁ, তাঁর শিলমোহর করবার আংটিটা ছিল।"

"আপনি নিশ্চিত যে এটা তাঁরই হাতের লেখা।"

"হ্যাঁ, ওঁর এক ধরনের লেখা।"

BanglaBook.org

"এক ধরনের লেখা, মানে?"

"উনি যখন তাড়াতাড়ি লেখেন তখন ওঁর লেখাটা এই রকম হয়ে যায়। এটা ওঁর সাধারণ হাতের লেখার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে আমি জোর করে বলছি, এ হাতের লেখা ওঁরই।"

চিঠিটা এই রকম:

"কল্যাণীয়াসু,

ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে একটা খুব বড় রকমের ভুল হয়েছে। ঠিকঠাক করতে কিছু সময় নেবে। ধৈর্য ধরো। ইতি নেভিল।"

"চিঠিটা একটা অক্টেভো আকারের বইয়ের পুস্তানিতে পেনসিল দিয়ে লেখা। কাগজে কোনও জলছাপ নেই। চিঠিটা আজকেই গ্রেভ্‌স এন্ড থেকে ফেলা হয়েছে। যে ফেলেছে তার বুড়োআঙুলে ময়লা লেগেছিল। খামটা থুতু দিয়ে আটকানো হয়েছে। যে জুড়েছে সে তামাকপাতা চিবোয়।... আর এ চিঠি যে আপনার স্বামীর লেখা সে বিষয়ে আপনার মনে কোনও সন্দেহই নেই?"

"না। এ চিঠি তাঁরই লেখা।"

"আর চিঠিটা আজই গ্রেভ্‌স এন্ডে ফেলা হয়েছে। মিসেস ক্লেয়ার, মেঘ কাটতে শুরু করেছে, তবে বিপদ যে একদম কেটে গেছে তা বলব না।"

"কিন্তু, মিঃ হোমস, তিনি তো নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন?"

"হ্যাঁ, যদি না অবশ্য আমাদের ভুল দিকে চালাবার জন্যে এই চিঠিটা কেউ জাল করিয়ে থাকে। আংটিটা অবশ্য কিছু প্রমাণ করে না। ওটা তিনি নিজেও দিয়ে থাকতে পারেন অথবা কেউ জোর করে কেড়ে নিয়েও থাকতে পারে।"

"না, না। এটা নিশ্চয়ই তাঁরই হাতের লেখা।"

"ভাল কথা। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে এটা সোমবারেই লেখা হয়েছিল, কিন্তু ফেলা হয়েছে আজকে।"

"তা অবশ্য হতেও পারে।"

"তা যদি হয় তবে এই ক'দিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটাই সম্ভব।"

"না, মিঃ হোমস, আপনি একথা বলবেন না। আমার মন বলছে তিনি সুস্থ আছেন।"

"আমি অনেক দেখেছি মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার। আমি জানি মানুষের মন অনেক সময় এমন অনেক সত্য জানতে পারে যা বিচার আর বুদ্ধির বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না। আর এই চিঠিটা অবশ্য আপনার মনে হওয়ার পক্ষে মস্ত বড় একটা প্রমাণ। কিন্তু যদি আপনার স্বামী সুস্থ থাকেন, তবে কেন তিনি এ রকম ভাবে আপনাদের থেকে আলাদা থাকছেন?"

"অনেক ভেবেও আমি এর কোনও সদুত্তর পাচ্ছি না মিঃ হোমস।"

"আচ্ছা, সোমবার দিন এখান থেকে যাবার আগে তিনি কি এমন কথা বলেছিলেন যে, তাঁর ফিরতে দিন কয়েক দেরি হবে।"

"না।"

"আচ্ছা, সোয়ানডাম লেনে তাঁকে দেখে আপনি কি আশ্চর্য হয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম।"

"ঘরের জানলাটি খোলা ছিল?"

"হ্যাঁ।"

BanglaBook.org

"আচ্ছা, তিনি কি আপনাকে দেখতে পেয়ে ডেকেছিলেন?"

"হ্যাঁ, তাই আমার মনে হয়েছিল।"

"আমি শুনেছি যে তিনি গলা থেকে একটা অর্থহীন শব্দ করেছিলেন মাত্র।"

"হ্যাঁ।"

"আপনার মনে হয়েছিল তিনি সাহায্যের জন্যে ডেকেছিলেন?"

"হ্যাঁ। তিনি হাত নাড়ছিলেন।"

"কিন্তু এও তো হতে পারে যে, তিনি হঠাৎ ওই জায়গায় আপনাকে দেখে এতই আশ্চর্য হয়েছিলেন যে, তিনি অনিচ্ছাকৃত ভাবে আওয়াজ করেছিলেন, আর ওই বিস্ময়ের ঘোরেই তিনি হাত তুলেছিলেন।"

"এটা সম্ভব।"

"আপনার মনে হয়েছিল তাঁকে পেছন থেকে ধরে কেউ যেন টেনে সরিয়ে নিল?"

"হ্যাঁ, এমন ভাবে হঠাৎ তিনি ওইখান থেকে সরে গেলেন যে, আমার সেই রকমই মনে হয়েছিল।"

"তিনি হয়তো পেছনদিকে সরে গিয়েছিলেন। আচ্ছা, ওই ঘরে আপনি আর কাউকে দেখেননি?"

"না, তবে ওই বিচ্ছিরি দেখতে লোকটা নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে ওই ঘরের মধ্যে ছিল আর ম্যানেজার ছিল সিঁড়ির গোড়ায়।"

"ঠিক বলেছেন। আচ্ছা, আপনার স্বামী কি সাধারণ পোশাকই পরেছিলেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাঁর টাই বা জামার কলার ছিল না। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, আমি তাঁর খালি গলা দেখেছিলুম।"

"আচ্ছা, তিনি কি আগে কখনও সোয়ানডাম লেনের কথা আপনাকে বলেছিলেন?"

"না।"

"আচ্ছা, তিনি কি আফিমসেবী ছিলেন?"

"না।"

"ঠিক আছে, মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার। এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর জানার খুব প্রয়োজন ছিল। এখন আমরা রাত্রের খাওয়া সেরে বিশ্রামের আয়োজন করব। কাল সারা দিনটাই খুব ব্যস্ততার মধ্যে হয়তো কাটবে।"

বিরাট একটা সাজানো গোছানো ঘর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরের মধ্যে দুটো শোবার খাট। আজকের নৈশ অ্যাডভেঞ্চারের পর আমি খুব ক্লান্তি অনুভব করছিলাম, তাই কালবিলম্ব না করে শুয়ে পড়লাম। শার্লক হোমস এমনই লোক যে, যখন তার মনের মধ্যে কোনও সমাধান-না-করা রহস্যের খবর আসে তখন সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কখনও এক সপ্তাহেরও বেশি সময় বিশ্রাম না করে থাকতে পারে। তখন সে প্রতি মুহূর্তে ওই ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে থাকে, যতক্ষণ না সে একটা সমাধানের সূত্র খুঁজে পায় অথবা সে স্থিরনিশ্চিত হয় যে, তার হাতে যে-সব সূত্র আছে তা সমস্যার সমাধানের জন্যে যথেষ্ট নয়। আমি বুঝতে পারলাম যে, হোমস সারা রাত্রি বসে বসেই কাটিয়ে দেবে। কোট আর ওয়েস্টকোটটা খুলে রেখে সে একটা ঘন নীল রঙের ড্রেসিংগাউন গায়ে চাপিয়ে নিল। তারপর বালিশ আর কুশনগুলো এক জায়গায় জড়ো করে

BanglaBook.org

একটা সিংহাসনের মতো করে নিয়ে তার ওপর পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে পড়ল। সামনে একটা ছোট টেবিলে তার পাইপ, তামাক আর দেশলাই সাজানো। ঘরের অস্পষ্ট আলোয় আমি দেখলাম হোমস একটা পুরনো ব্রায়ার পাইপে তামাক পুরে আগুন ধরিয়ে টানছে। আর নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ভাসছে। তার চোখ খোলা। আমার মনে হল যে, সে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বটে কিন্তু কিছুই তার চোখে পড়ছে না। আমি এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ... হঠাৎ একটা চিৎকারে যখন আমার ঘুম ভাঙল দেখলাম হোমস তখনও ঠিক একই ভাবে বসে আছে। সূর্যের আলো এসে ঘরে পড়েছে। তবে সারা ঘর ধোঁয়ায় ভরতি। টেবিলের দিকে তাকালাম। আগের রাতের তামাকের বান্ডিলের একটা টুকরোও নেই।

"কী ওয়াটসন, ঘুম ভাঙল?" হোমস প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ।"

"সকালবেলায় ঘোরাঘুরি করতে রাজি আছ কি?"

"নিশ্চয়ই?"

"তা হলে চটপট তৈরি হয়ে নাও। যদিও এ বাড়ির কেউই এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি, তবে সহিসরা কোথায় থাকে আমার তা জানা আছে। গাড়ি জোগাড় করতে কিছু অসুবিধা হবে না।"

লক্ষ করলাম, হোমস কথা বলতে বলতে বেশ মুচকি মুচকি হাসছে। তার চোখও খুশিতে চকচক করছে। এ যেন কাল রাত্তিরের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত গম্ভীর লোকটি নয়, অন্য আর কেউ। জামা পরতে পরতে ঘড়ি দেখলাম। চারটে বেজে পঁচিশ। তাই বাড়ির লোকরা যে এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি তৈরি হবার আগেই হোমস এসে খবর দিল গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে।

জুতো পরতে পরতে হোমস বলল, "আমি আমার একটা থিয়োরি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। বুঝলে ওয়াটসন, এই মুহূর্তে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত ইউরোপের মধ্যে সব চাইতে বোকা আহাম্মক লোকটা। আমাকে এখন এখান থেকে চেয়ারিং ক্রস পর্যন্ত লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া উচিত। তবে হ্যাঁ, রহস্যের চাবিকাঠি এখন আমি পেয়ে গেছি।"

"কোথায় সেই চাবিকাঠি?"

"বাথরুমে," হোমস উত্তর দিল। "না, আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করছি না। এইমাত্র চাবিকাঠিটি সেখান থেকে নিয়ে এসে আমার গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগে রেখেছি। এখন পরীক্ষা করে দেখতে হবে ওই কাঠিতে তালা খোলে কি না।"

আমরা নীচে নেমে এলাম। বাইরে ভোরের সূর্যের আলোয় সবকিছু ঝলমল করছে। সদ্য ঘুম-থেকে-ওঠা একজন অল্পবয়সি সহিস আমাদের জন্যে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। দেখলাম যে, হোমসের তাড়ার চোটে বেচারা ভাল করে জামাটা পর্যন্ত পরতে পারেনি। আমরা লাফিয়ে গাড়িতে উঠে সোজা লন্ডনের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। রাস্তার দু'ধারের বাড়িগুলো এখনও ঘুমে নিঝুম। মাঝে মাঝে দু-একটা সবজি-ভরতি গাড়ি লন্ডনের দিকে চলেছে।

ঘোড়াটাকে জোরে ছুটিয়ে হোমস বলল, "অনেকগুলো দিক দিয়ে এই কেসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে আমি কিছু ধরতেই পারিনি। দিনেরবেলায় ছুঁচোর যেমন অবস্থা। তবে কী

BanglaBook.org

জানো, ওই যে কথায় বলে একদম না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভাল।"

শহরে পৌঁছে দেখলাম যে, যারা ওরই মধ্যে একটু ভোর ভোর ওঠে, তারা ঘুম-চোখে জানলা দিয়ে আমাদের এই দুরন্ত গতিতে ছুটে যাওয়া দেখছে। ওয়াটারলু ব্রিজ স্ট্রিট ধরে নদী পার হয়ে আমরা ওয়েলিংটন স্ট্রিট ধরে চললাম। তারপর গেলাম বো স্ট্রিটে। শার্লক হোমসকে পুলিশের লোকরা খুব ভাল ভাবেই চেনে। আমাদের গাড়ি বো স্ট্রিট থানায় ঢুকতেই একজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে ঘোড়ার লাগামটা ধরল।

"এখন ডিউটিতে কে আছে?" হোমস কনস্টেবলটিকে জিজ্ঞেস করল।

"ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট, স্যার।"

"এই যে ব্র্যাডস্ট্রিট, কেমন আছেন?" একজন লম্বা-চওড়া চেহারার পুলিশ ইন্সপেক্টর আপিসবাড়ির পাথরের মেঝেয় জুতোয় খটাখট শব্দ করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। "আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

"নিশ্চয়ই, মিঃ হোমস। চলুন আমার আপিসঘরে যাই।"

আপিসঘরটা ছোট। ব্র্যাডস্ট্রিটের টেবিলের ওপরে একটা বিরাট আকারের লেজার খাতা বসানো। ঘরের দেওয়ালে টেলিফোন লাগানো। আমাদের বসতে বলে ব্র্যাডস্ট্রিট তার নিজের চেয়ারে বসল।

"বলুন, মিঃ হোমস, আপনার জন্যে কী করতে পারি?"

"আমি হিউ বুন, মানে সেই ভিখিরি যাকে মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের অন্তর্ধানের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, তার সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছি।"

"ও হ্যাঁ, তাকে ধরা হয়েছে। আরও তদন্তের জন্যে তাকে কয়েদে রাখা হয়েছে।"

"হ্যাঁ, সে কথা আমি শুনেছি। ভাল কথা, সে কি এখানে আছে?"

"হ্যাঁ। সেলে আছে।"

"সে কি এমনিতে চুপচাপ থাকে?"

"হ্যাঁ। তবে চুপচাপ থাকলে কী হবে, লোকটা ভয়ানক নোংরা।"

"নোংরা?"

"হ্যাঁ মিঃ হোমস। ওর মুখের চেহারা দেখলে আপনার মনে হবে যেন চায়ের দোকানের কেটলির তলা—এমন কালো! অনেক চেষ্টা করেও ওকে পরিষ্কার করতে পারিনি। যাক, ওর কেসের ফয়সালা হয়ে গেলে জেলখানায় ওকে জোর করে চান করিয়ে দেব। আপনি যদি ওকে দেখেন তো বলবেন যে, এখনই চান করে পরিষ্কার হওয়াটাই ওর সবচাইতে বেশি দরকার।"

"আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আপনি দেখা করবেন? কোনও অসুবিধে নেই। এদিকে আসুন...ব্যাগটা কি এখানেই রেখে যাবেন?"

"না, ব্যাগটা নিয়ে যাব।"

"বেশ। এদিকে আসুন।"

ব্র্যাডস্ট্রিট আমাদের একটা বারান্দা দিয়ে নিয়ে গেল। তারপর একটা গরাদ লাগানো দরজার চাবি খুলে একটা সিঁড়ি দিয়ে নামল। সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আবার একটা চুনকাম করা বারান্দা। বারান্দার দু'দিকে সারি সারি দরজা।

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর বলল, "ডানদিকের তিন নম্বর খুপরিতে আছে। এই যে এসে গেছি।" তারপর দরজার ওপরের দিকে একটা গর্ত দিয়ে দেখে নিয়ে বলল, "ও এখন ঘুমোচ্ছে। এখানে সরে আসুন, তা হলে দেখতে পাবেন।"

আমরা দু'জনে গর্ত দিয়ে দেখলাম। কয়েদি আমাদের দিকে মুখ করে গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছে। আস্তে আস্তে নিশ্বাস পড়ছে। গড়ন মাঝারি। জামাকাপড় খুব ময়লা। কোটের যে জায়গাটা ছিঁড়ে গেছে সেখান থেকে তার রঙিন জামা দেখা যাচ্ছে। ইন্সপেক্টর যা বলেছিল, তার চেহারা-পোশাক সবই খুব নোংরা। তার চোখের কোণ থেকে গাল পর্যন্ত একটা গভীর ক্ষতের দাগ। গালের মাংস কুঁচকে যাওয়ায় তার ওপরের ঠোঁটটা অনেকখানি উলটে গেছে। তার ফলে সামনের তিনটে দাঁত সব সময়েই বেরিয়ে থাকে। দেখলে মনে হয় যেন কামড়াতে আসছে। তার মুখের কুশ্রীতা প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে। তার মাথা-ভরতি লাল চুল কপালে এসে পড়েছে।

'ওকে দেখে কী মনে হচ্ছে?" ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, ভাল করে চান করাটা ওর অবশ্যই দরকার। আমারও মনে হয়েছিল যে, ওকে হয়তো চান করাতে হতে পারে। তাই আমি জিনিসপত্র নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছি।" হোমস আমাদের তার গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ খুলে দেখাল। আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম যে, ব্যাগের মধ্যে একটা স্পঞ্জের টুকরো।

ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট হাসি চাপতে না পেরে বলল, "আপনি তো ভারী মজার লোক দেখছি, মিঃ হোমস।"

"এখন আপনি যদি দয়া করে চুপি চুপি ঘরের দরজাটা খুলে দেন তো আমরা ওকে ভদ্রস্থ করে তুলতে পারি।"

"তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। সত্যি কথা বলতে কী, ওর এই রকম দশা দেখলে লোকে বো স্ট্রিট পুলিশ থানার কাজের নিন্দে করবে।"

ইন্সপেক্টর তার চাবি দিয়ে তালা খুললে আমরা পা টিপে টিপে ঘরে গেলাম। কয়েদি ঘুমের ঘোরেই একবার পাশ ফিরে উঁ-আঁ করেই ঘুমিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

হোমস ঘরের ভেতরে রাখা জলের জায়গা থেকে স্পঞ্জটা ভিজিয়ে নিল। তারপর কেউ কিছু বোঝবার আগে কয়েদির মুখে স্পঞ্জটা বার-দুই ঘষে দিল।

"আসুন," হোমস বলল, "আপনাদের সঙ্গে কেন্ট কাউন্টির লি অঞ্চলের বাসিন্দা মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের পরিচয় করিয়ে দিই।"

আমার জীবনে এ রকম দৃশ্য আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। গাছের ছাল ছাড়িয়ে দিলে যেমন হয়, লোকটির মুখ হুবহু সেই রকম দেখাচ্ছিল। তার মুখের তামাটে ধরনের নোংরা ছাপটা বেমালুম মিলিয়ে গেছে। গালের সেই বীভৎস কাটা দাগটা, যেটার জন্যে তার ওপরের ঠোঁটটা পর্যন্ত বেঁকে গিয়েছিল, সেটাও অদৃশ্য হয়েছে। অল্প জোরে টানতেই তার মাথার নকল লাল চুলের উইগটা খুলে গেল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, বিছানায় বসে আছেন সুশ্রী এক ভদ্রলোক। তাঁকে খুব বিমর্ষ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ভদ্রলোকটিও ব্যাপার দেখে কম হকচকিয়ে যাননি। তিনি দু' হাত দিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে কী ঘটল তাই বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। আমি আরও লক্ষ করলাম যে, তাঁর মাথার চুল ঘন কালো।

"আরেব্বাস, কী কাণ্ড। এ যে দেখছি সেই নিখোঁজ-হওয়া ভদ্রলোক। আমি তার ছবি দেখেছি।" ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট চেঁচিয়ে উঠলেন।

ভদ্রলোক যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি ধরা পড়ে গেছেন, তখন খানিকটা বেপরোয়া ভঙ্গিতে ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, "বেশ তো। আমাকে কেন আটকে রাখা হয়েছে জানতে পারি কি?"

"মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারকে লোপাট করে দেবার... নাহ্," ইন্সপেক্টর হেসে ফেলে বললেন, "আপনার বিরুদ্ধে সে অভিযোগ আনা যাবে না। সত্যি কথা বলতে কী, আমি সাতাশ বছর পুলিশে চাকরি করছি, আজকের অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না।"

ভদ্রলোক বললেন, "যদি আমিই নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার হই তা হলে বোঝা গেল যে, কোনও রকম অপরাধকর্ম ঘটেনি, আর আমাকে অন্যায় ভাবে আটকে রাখা হয়েছে।"

'না, কোনও অপরাধ হয়নি, তবে মস্ত বড় একটা ভুল হয়েছে। আপনার উচিত ছিল আপনার স্ত্রীকে সব কথা খুলে বলা," হোমস বলল।

"আমি আমার স্ত্রীর কাছে গোপন করতে চাইনি। ব্যাপারটা আমার ছেলেমেয়ের কাছে গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। আমি চাইনি যে, তারা তাদের বাবার কোনও কাজের লজ্জা পাক। এখন তো সব জানাজানি হয়ে যাবে! কী লজ্জা! হে ভগবান!"

বুঝতে পারলাম যে দুঃখে, লজ্জায় ভদ্রলোক একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। শার্লক হোমস বিছানায় তার পাশে বসে পরম বন্ধুর মতো তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "দেখুন মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার, ব্যাপারটা যদি কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় তা হলে অবশ্য জানাজানি হবেই। কিন্তু আপনি যদি সব কথা খোলাখুলি ভাবে পুলিশকে বলেন এবং তারা যদি বুঝতে পারে যে, আপনি সত্যি কথা বলেছেন এবং আপনার বিরুদ্ধে কোনও রকম অপকর্মের অভিযোগ দাঁড় করানো যাবে না, তা হলে বোধহয় ব্যাপারটা গোপন রাখা শক্ত হবে না। আপনি যা বলবেন ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট সেসব কথা লিখে নিয়ে তাঁর ওপরওয়ালার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর ব্যাপারটা কোর্ট পর্যন্ত যাবে না।"

"ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আমি জেলে বন্দি থাকতে, এমনকী, ফাঁসিকাঠে ঝুলতেও রাজি আছি, কিন্তু এই সব কথা ফাঁস হলে আমার ছেলেমেয়ের জীবনে যে

BanglaBook.org

কলঙ্কের দাগ লাগবে তা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। ...ঠিক আছে আপনাদের কাছে আমি আমার সব কথা বলব। আমার বাবা চেস্টারফিল্ডে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমি সেখানে পড়াশোনা করেছি। লেখাপড়ায় আমি বেশ ভাল ছিলাম। পড়াশোনা শেষ করে আমি একটা থিয়েটারের দলে যোগ দিই। এরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে নাটক করত। আমি এদের সঙ্গে অনেক ঘুরেছি। শেষকালে আমি লন্ডনে এসে একটি সান্ধ্য দৈনিকপত্রের আপিসে রিপোর্টারের চাকরি নিই। আমাদের পত্রিকার সম্পাদক শহরের ভিখিরিদের ওপর একটা বিস্তারিত 'ফিচার' ছাপবার কথা বলেন। আমি কাজটার দায়িত্ব নিলাম। সেই হল আমার কাহিনীর সূত্রপাত। আমি ভাবলাম যে, আমি যদি ভিখিরি সেজে ভিক্ষে করি তা হলে হয়তো সঠিক খবর জোগাড় করতে পারব। আমি আগে অভিনয় করতাম। আমার পক্ষে 'মেকআপ' নেওয়া খুবই সোজা। আর তা ছাড়া গ্রিনরুমের কাজটায় আমার হাতও ছিল বেশ ভাল। আমি এমন 'মেকআপ' নিলাম, যাতে চট করে লোকের নজরে পড়ে আর লোকের মনে করুণা হয়। গালে একটা কাটা দাগ করে ওপরের ঠোঁটটা রং করা স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে আটকে দিলাম। শহরের সবচেয়ে ভিড়ের রাস্তায় কয়েকটা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে বসে গেলাম। ঘণ্টা সাতেক বসে থাকার পর আমি বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে দেখলাম যে, আমি ছাব্বিশ শিলিং চার পেনি উপায় করেছি।

"আমি আমার লেখাটা তৈরি করে দিয়ে দিলাম। তারপর আস্তে আস্তে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। ইতিমধ্যে হয়েছে কী কোনও একটা ব্যাপারে আমার এক বন্ধুর হয়ে আমি জামিন দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন কোর্ট থেকে আমার ওপর নির্দেশ এল পঁচিশ পাউন্ড জমা দেবার জন্যে। আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। এক্ষুনি পঁচিশ পাউন্ড পাই কোথায়? ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আমি অনেক বলেকয়ে পনেরো দিন সময় নিলাম। আর আপিস থেকেও দিন পনেরো ছুটি নিলাম। তারপর ছদ্মবেশ ধরে শহরে ভিক্ষে করতে শুরু করলাম। দশ দিনেই টাকাটা উঠে গেল। আমি পাওনাদারকে শোধ করলাম।

"এর পরই আসল গণ্ডগোলটা বাধল। খবরের কাগজের আপিসে ঘন্টার পর ঘণ্টা ঘাড় গুঁজে কাজ করে আমি সপ্তাহের শেষে পেতাম মাত্র দু' পাউন্ড। অথচ মুখে একটু রংচং মেখে আর রাস্তায় টুপি পেতে চুপচাপ বসে থেকে আমি এক দিনেই দু'পাউন্ড রোজগার করতে পারি। আমার মনের মধ্যে একটা টানাপোড়েন চলতে লাগল। একদিকে আত্মসম্মান, আর একদিকে সহজে পয়সা উপায়। শেষ পর্যন্ত লোভেরই জয় হল। আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম। দিনের পর দিন ওই একই জায়গায় বসে ভিক্ষে করতে লাগলাম। আমার আয় খুব ভাল হত। একজন লোকই আমার আসল পরিচয় জানত। সে হল ওই আস্তানা-আড্ডার ম্যানেজার। সোয়ানডাম লেনে তার ঘর থেকে আমি সকালবেলায় ভিখিরি আর সন্ধেবেলা ভদ্রলোক সেজে বেরিয়ে আসতাম। এই ম্যানেজারকে আমি নিয়মিত ভাল টাকা দিতাম। তাই জানতাম যে আমার গোপন কথা ফাঁস হবার কোনও ভয় নেই।

"অল্প দিনের মধ্যে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে ফেললাম। না, আমি একথা মোটেই বলছি না যে, লন্ডন শহরের সব ভিখিরিই বছরে সাত-আশো পাউন্ড রোজগার করে। তবে আমার আয় অবশ্য সাতশো পাউন্ডের ঢের বেশি। তার কারণ হল আমার মেকআপের কেরামতি আর দ্বিতীয় কারণ আমার লোকের মুখের ওপর ঝটপট জবাব দেবার ক্ষমতা। সত্যি কথা

BanglaBook.org

বলতে কী লোকের কথার জবাব দিতে দিতে আমার উত্তরগুলোও বেশ চোখা আর লাগসই হয়ে উঠছিল। অল্প দিনের মধ্যেই শহরের অনেক লোক আমাকে চিনে গেল। যেদিন আমার সবচেয়ে কম আয় হত সেদিন দু'পাউন্ড পেতাম।

"পয়সা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার নানা রকম ইচ্ছে হতে লাগল। আমি লি অঞ্চলে একটা বড় বাড়ি ভাড়া করলাম। বিয়ে করলাম। ছেলেমেয়ে হল। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। কিন্তু আমার রোজগারের আসল পথটা যে কী, তা কেউই জানত না। আমার স্ত্রী জানেন যে, শহরে আমার ব্যবসা আছে, তবে ব্যবসাটা কীসের সেটা জানেন না।

"গত সোমবার কাজ সেরে আমি যখন আমার ওই আস্তানায় জামাকাপড় বদলে ভদ্রলোক সাজছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, আমার স্ত্রী রাস্তা থেকে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। ওখানে ওই সময়ে তাঁকে দেখে আমি এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমি নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠি। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে একছুটে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে সব কথা বলি যে, সে যেন যে-কোনও উপায়ে আমার স্ত্রীকে নীচে আটকে রাখে। তারপর আমি আমার ঘরে চলে এসে শুনতে পেলাম যে, তিনি নীচে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছেন। অবশ্য আমি জানতাম যে, খুব সহজে তিনি ওপরে উঠে আসতে পারবেন না। এরই মধ্যে আমি আবার ভদ্রলোকের সাজ ছেড়ে ভিখিরির পোশাক পরে নিই। আমার ছদ্মবেশ এত নিখুঁত যে, আমার স্ত্রী-ও আমাকে দেখে চিনতে পারেননি। কিন্তু তখন আমার মনে হল যে, আমার ঘরে তল্লাশি হতে পারে। তা হলে তো ধরা পড়ে যাব। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি জোর করে নদীর দিকে জানলাটা খুলতে গেলাম। সকালবেলায় বাড়িতেই আমার হাত কেটে গিয়েছিল, তখন ঘষটানিতে আবার রক্ত পড়তে আরম্ভ করল। তখন আমি আমার কোটের পকেটে খুচরো ভরতি করে টেম্‌সে ছুড়ে দিলাম। অন্য জামাকাপড়গুলোও সেই ভাবেই ফেলে দিতাম, কিন্তু তার আগেই পুলিশ এসে পড়ল। কিন্তু এরই মধ্যে আমার এই ভেবে মজা লাগল যে, আমার ছদ্মবেশ তো ধরা পড়লই না, উলটে আমাকেই নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের খুনি বলে গ্রেফতার করা হল।

"এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নেই। আমি আমার ছদ্মবেশেই থাকতে চেয়েছিলাম বলেই মুখটুখ না ধুয়ে এমনি নোংরা সেজে থেকেছি। আমি জানতাম যে, আমার স্ত্রী খুবই চিন্তা করবেন। তাই আমি তাঁর নামে একটা চিঠি লিখে ম্যানেজারকে দিই ফেলে দেবার জন্যে।"

হোমস বলল, "সে চিঠি তিনি পেয়েছেন কালকে মাত্র।"

"ওহ, তা হলে এ ক'টা দিন তার খুব মনের কষ্ট আর উদ্বেগ গেছে।"

ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট বলল, "পুলিশ ওই ম্যানেজারকে নজরে রেখেছিল, সেই জন্যেই ও তাড়াতাড়ি চিঠি ফেলতে পারেনি। হয়তো সে কোনও জাহাজি লোককে ওই চিঠিটা ফেলতে দিয়েছিল, আর সে ঠিক সময়মতো ফেলেনি।"

শার্লক হোমস সায় দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, তাই হবে। তাহলে, মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার, ভিক্ষে করবার জন্যে আপনার কোনও জরিমানা হয়নি?"

"হবে না কেন? তবে আমার রোজগারের তুলনায় সে জরিমানা কিছুই নয়।"

ব্র্যাডস্ট্রিট বলল, "সব ব্যাপারটা আমরা গোপন রাখতে পারি, যদি হিউ বুন চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়।"

BanglaBook.org

নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার বললেন, "সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন। আমি ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি যে, হিউ বুন আর কোনও দিনই ফিরে আসবে না।"

"তা হলে ঠিক আছে। সমস্যাটার সমাধান করে দেবার জন্যে মিঃ হোমস, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে কী ভাবে সমাধান করলেন জানতে পারলে সুখী হতাম।"

হোমস বলল, "পাঁচটা বালিশে ঠেস দিয়ে সারা রাত্রি জেগে বসে আর এক আউন্স কড়া তামাক সেবন করে এই সমস্যার সমাধান করেছি।" তারপর আমাকে বলল, "চলো ওয়াটসন, বেকার স্ট্রিটে গিয়ে জলযোগ করা যাক।"

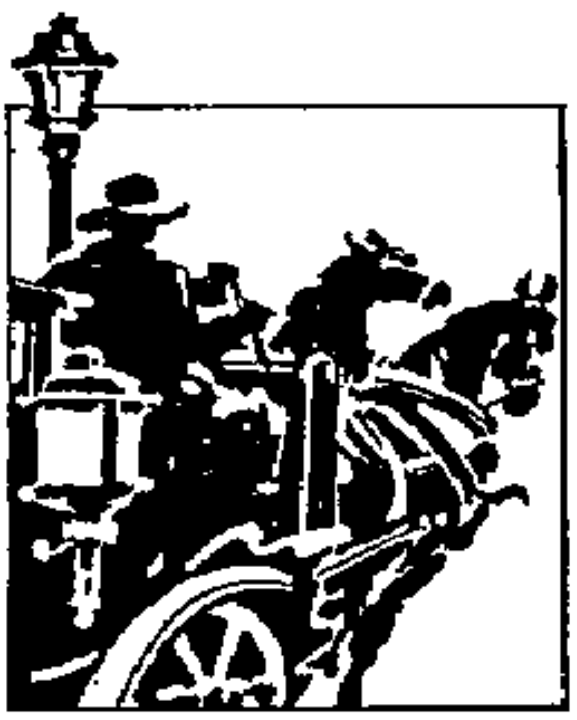

BanglaBook.org

নীলকান্তমণি রহস্য

বড়দিনের ঠিক দু'দিন পরে সকালের দিকে আমি শার্লক হোমসের বাসায় গেলাম। হোমসকে বড়দিনের প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানাবার জন্যেই আমার যাওয়া। গায়ে একটা টকটকে লাল রঙের ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে হোমস সোফায় বসেছিল। সোফার ডান ধারে হাতের কাছে তার পাইপগুলো পর পর সারবন্দি ভাবে সাজিয়ে রাখা। আর যে-সোফাটায় সে বসেছিল তার চারধারে আজকের প্রায় সব ক'টা খবরের কাগজ মেঝের কার্পেটের ওপর এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। সোফার কাছেই একটা কাঠের চেয়ার। সেই চেয়ারের ঠেসান দেবার উঁচু জায়গাটা থেকে বহু পুরনো ধুলো-পড়া কাট-ধরা শক্ত একটা ফেল্ট হ্যাট ঝোলানো। চেয়ারটার বসবার জায়গায় ফরসেপ আর লেন্স রাখা আছে। আমি বুঝতে পারলাম যে, খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই ওই টুপিটাকে ওইখানে ওই ভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

"ব্যস্ত রয়েছ দেখছি। কাজে বাধা দিলাম মনে হচ্ছে," আমি বললাম।

"মোটেই নয়। উলটে তোমার সঙ্গে এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলতে পারব ভেবে ভাল লাগছে।"

আঙুল দিয়ে টুপিটা দেখিয়ে হোমস আমাকে বলল, "এ ব্যাপারটা অবশ্য যাকে বলে জলের মতো সোজা। তবে কী জানো, কয়েকটা পয়েন্ট আছে, সেগুলো যে শুধু ইন্টারেস্টিং তাই নয়, তার থেকে অনেক কিছু শেখবারও আছে।"

আমি একটা আরামকেদারা ঘরের জ্বলন্ত চুল্লির গনগনে আগুনের কাছে টেনে নিয়ে বসে হাত-পা গরম করতে লাগলাম। বাইরে সাংঘাতিক বরফ পড়ছে। জানলার সব শার্শি পুরু বরফে একেবারে ঢেকে গেছে।

আমি বললাম, "দেখে যদিও মনে হচ্ছে খুবই সাধারণ একটা টুপি তবু আমি জোর করে বলতে পারি যে, এই টুপিটার সঙ্গে কোনও রহস্যময় ঘটনার যোগ আছে। আর এই টুপির সূত্র ধরেই তুমি সেই রহস্যের জাল ছিঁড়ে ফেলে অপরাধীকে ধরে ফেলবে।"

"আরে না, না। এটার সঙ্গে কোনও অপরাধের যোগাযোগ নেই," শার্লক হোমস হাসতে হাসতে বলল। "এটাকে বলতে পারো একটা আজব কাণ্ড। দেখো, মাত্র কয়েক মাইল জায়গার মধ্যে চল্লিশ লক্ষ লোক যদি সদাসর্বদাই গুঁতোগুঁতি ধাক্কাধাক্কি করে তা হলে এমন কিছু কিছু উদ্ভট ঘটনা ঘটতেই পারে যা সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই যে লন্ডনে এত লোক সারা দিন কাজেকর্মে ঘোরাঘুরি দৌড়াদৌড়ি করছে, কখনও আনন্দে হইচই করছে কখনও গোলমাল করছে—এই সব কাণ্ডকারখানার মাঝখানে এমন ঘটনা ঘটা খুবই সম্ভব যা ভীষণ রকম অস্বাভাবিক মনে হলেও তাকে কোনও ভাবেই অপরাধমূলক ব্যাপার বা ক্রাইম বলা যায় না।"

BanglaBook.org

"তা যা বলেছ। সত্যি কথা বলতে গেলে শেষ যে ছ'টা তদন্তের কথা আমার ডায়েরিতে লেখা তার মধ্যে তিনটে তো আইনের চোখে যাকে অপরাধ বলা যায় সে রকম কোনও ঘটনাই নয়," আমি বললাম।

"খুবই ঠিক কথা। তুমি আইরিন অ্যাডলারের কাগজপত্র, মিস মেরি সাদারল্যান্ড আর ওই যেটাকে তুমি 'ওষ্ঠবক্র রহস্য' নাম দিয়েছ, সেগুলোর কথা বলছ তো? আমার বিশ্বাস যে এই টুপির ব্যাপারটাও ওই রকমেরই একটা 'নির্দোষ' ধরনের কাণ্ড হবে।...তুমি পুলিশ কমিশনার পিটারসনকে চেনো তো?"

"হ্যাঁ, চিনি বই কী।"

"এটা ওঁর সম্পত্তি।"

"এই টুপিটা পিটারসনের?"

"না, না। এই টুপিটা পিটারসন পেয়েছে। টুপির মালিক যে কে সেটা অবশ্য আমরা এখনও জানতে পারিনি। আমি বলি কী, এটাকে একটা ছেঁড়া-ফাটা টুপি হিসেবে না দেখে একটা ধাঁধা বা সমস্যা হিসেবে দেখো। আচ্ছা, প্রথম কথা হল এটা এখানে এল কী করে? বড়দিনের দিন ভোরে এই টুপিটা আর একটা বেশ মোটাসোটা নধরকান্তি হাঁস আমার কাছে আসে। সেই হাঁসটা অবশ্য এখন পিটারসনের রান্নাঘরে হাঁড়িতে ফুটছে। অল্প কথায় ব্যাপারটা এই রকম। পিটারসনকে তুমি তো জানো। বেশ সৎ, পরিশ্রমী লোক। বড়দিনের দিন ভোর চারটে নাগাদ সে টটেনহ্যাম কোর্ট রোড ধরে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ রাস্তার গ্যাসের আলোয় তার নজরে পড়ল যে, একজন বেশ লম্বা লোক সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার আগে হেঁটে চলেছে। লোকটির পিঠে একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হাঁস ঝোলানো। গুজ স্ট্রিটের কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে তখন পিটারসন দেখল যে ওই লোকটির সঙ্গে একদল গুন্ডাজাতীয় লোকের কথাকাটাকাটি হচ্ছে। হঠাৎ গুন্ডাদলের একজন ধাক্কা মেরে ওই টুপিটা ফেলে দিল। তখন লোকটি তার হাতের লাঠিটা বাঁইবাঁই করে ঘোরাতে শুরু করল। আর তার ফলে ওইখানে একটা দোকানের শোকেসের কাচ লাঠির ঘায়ে ভেঙে যায়। এই সব দেখে পিটারসন লোকটিকে ওই গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সেই দিকে দৌড়ে যায়। কিন্তু মজা হল এই যে, একজন পুলিশের পোশাক-পরা লোককে ছুটে আসতে দেখে আর দোকানের কাচ ভেঙে ফেলার জন্যে ওই লোকটি ভয় পেয়ে তার কাঁধের হাঁসটিকে ওইখানে ফেলে দিয়ে একটা গলির ভেতরে ছুটে পালায়। ওইখানে এত সরু সরু গলি আছে যে সমস্ত পাড়াটা যেন একটা গোলকধাঁধা। পিটারসনকে ছুটে আসতে দেখে ইতিমধ্যে ওই গুন্ডাগুলোও পিঠটান দেয়। তাই রঙ্গমঞ্চে পৌঁছে পিটারসন এই টুপিটা আর সেই হাঁসটাকে পড়ে থাকতে দেখে।"

"পিটারসন নিশ্চয় টুপি আর হাঁসটা মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসে?"

"না হে, না। আসল গোলমালটা তো সেইখানেই। হাঁসটার বাঁ পায়ে অবশ্য একটা কার্ড আটকানো ছিল। তাতে লেখা, মিসেস হেনরি বেকারকে। আর টুপিটার ভেতরে এইচ বি এই দুটি অক্ষর লেখা ছিল। কিন্তু মুশকিল কী জানো? লন্ডন শহরে অন্তত হাজারখানেক বেকার পদবির লোক আছে। তাদের মধ্যে আবার খুব কম হলেও শ'খানেক লোকের নাম হেনরি। সুতরাং আসল মালিককে খুঁজে বের করে মাল ফেরত দেওয়া মোটেই সোজা কথা নয়।"

"পিটারসন তখন কী করল?"

BanglaBook.org

"সেই দিনই সকালে সে হাঁস আর টুপিটা নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির। পিটারসন জানে যে, যে-কোনও রকম সমস্যার সমাধান করতে আমার খুব ভাল লাগে। তুমি আসবার একটু আগে পর্যন্ত হাঁসটা আমার জিম্মায় ছিল। আমার মনে হল যে আর বোধহয় ওই হাঁসটা রাখা ঠিক হবে না। ওটাকে এবার রান্নাঘরে পাঠানোই উচিত। তাই যেহেতু পিটারসন ওটাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল সেই ওটার সদ্‌গতি করছে, আর আমি অপরিচিত সেই লোকটির টুপি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, যদি কোনও কিছু করা যায়।"

"কিন্তু টুপি আর হাঁসের মালিক কি খবরের কাগজে কোনও বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দেননি?"

"না?"

"তা হলে কোন সূত্র ধরে তুমি তার সন্ধান পাবে বলে আশা করছ?"

"যেটুকু তথ্য বিচার-বিবেচনা করে বের করতে পারি।"

"এই টুপিটা থেকে?"

"নিশ্চয়ই।"

"যাহ্। তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ। এই ছেঁড়া-ফাটা টুপিটা থেকে কী তথ্য তুমি পাবে বলে আশা করো?"

"তুমি তো আমার কাজের ধরন জানো। এই নাও লেন্স। তুমি নিজে পরীক্ষা করে দেখো এটা থেকে এর মালিক সম্বন্ধে কী কী খবর জানতে পারো।"

একরকম বাধ্য হয়েই আমি টুপিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখতে লাগলাম। খুবই সাধারণ একটা গোল কালো টুপি। টুপিটা অনেক দিন ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায় জরাজীর্ণ অবস্থা। টুপিটার ভেতরে লাল রঙের সিল্কের কাপড়ের অস্তর। তবে রংটা প্রায় উঠেই গেছে। টুপিটার ভেতরে কোনও কোম্পানির নাম নেই। তবে হোমস যে রকম বলেছিল একদিকে এইচ বি হরফদুটো লেখা। টুপিটার দু'দিকে ফুটো করা আছে। বোঝা যায় ওখানে চামড়ার সরু পটি লাগানো ছিল। পটিটা ছিঁড়ে গেছে। টুপিটায় ধুলো জমে রয়েছে। রং চটে গেছে। বেশ কয়েক জায়গায় ফাটি ধরেছে। কালি লাগিয়ে রংচটা জায়গাগুলোকে কালো করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

টুপিটা ফেরত দিয়ে আমি বললাম যে, কোনও সূত্রই আমার চোখে পড়েনি।

"ও কী বলছ! তোমার চোখের সামনেই সব কিছু রয়েছে। গোলমালটা কী হচ্ছে জানো, তুমি যা দেখছ তার থেকে কোনও সিদ্ধান্ত করতে পারছ না। আসলে তোমার এই পারছি না পারব না মনোভাবের জন্যেই তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারছ না।"

"বেশ, আমি না হয় পারছি না, তুমি কী বুঝেছ সেটাই বলো শুনি।"

হোমস টুপিটা তুলে নিল। তারপর সেটার দিকে বেশ খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। "এই টুপিটা থেকে যত কথা জানতে পারা উচিত ছিল ততটা হয়তো জানা যাবে না। তবে কতকগুলো ব্যাপার বেশ স্পষ্ট। আর কতকগুলো ব্যাপার ঠিক ততটা পরিষ্কার না হলেও মোটামুটি ভাবে যে ঠিক তা একরকম জোর করেই বলা যায়। যেমন ধরো, লোকটি বেশ বুদ্ধিমান। বছর তিনেক আগে পর্যন্ত সে বেশ পয়সাওলা লোকই ছিল। তবে এখন তার টাকাপয়সার বেশ টানাটানি যাচ্ছে। লোকটি যাকে বলে বেশ হুঁশিয়ার। মানে সে যখন কোনও কাজ করে তখন বেশ ভেবেচিন্তেই কাজ করে। তবে এখন সে কিছুটা বেহিসেবি হয়ে পড়েছে। তার এই টাকাপয়সার টানাটানি আর বেহিসেবি ভাব দেখে আমার মনে হচ্ছে

BanglaBook.org

যে তার স্বভাবও খারাপ হয়েছে। আর সেই কারণেও বোধহয় তার স্ত্রীর সঙ্গে বেশ ঝগড়াঝাঁটি চলছে।"

"হোমস!"

আমার কথা গ্রাহ্য না করে হোমস বলে চলল, "তবে লোকটি বেশ রাশভারী প্রকৃতির। অলস। নড়াচড়া করতে পছন্দ করে না। কোথাও বিশেষ যায় না। শরীরও এখন খুব আর শক্ত-সমর্থ নেই। লোকটি মাঝবয়সি। অল্প কিছুদিন আগে চুল কেটেছে। মাথায় লাইম ক্রিম মাখে। বলতে ভুলে গেছি, চুলে পাক ধরেছে। টুপিটা নিরীক্ষণ করে মোটামুটি ভাবে এই ক'টা কথা জোর করে বলা যায়। আর একটা কথাও বলতে পারি। খুব সম্ভবত ওর বাড়িতে গ্যাসের লাইন নেই।"

"তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?"

"মোটেই নয়। এই যে কথাগুলো তোমাকে বললাম তারপরও কি তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারছ না?"

"এ কথা হয়তো ঠিক যে আমি একটা নিরেট বোকা। কিন্তু বিশ্বাস করো তোমার কথার মাথামুন্ডু আমি কিছুই ধরতে পারছি না। যেমন ধরো, কী করে তুমি বুঝলে যে লোকটি বেশ বুদ্ধিমান।"

হোমস টুপিটা তার মাথার ওপর বসাল। টুপিটা তার ভুরু পর্যন্ত ঢেকে দিল।

"দেখো, এটা হচ্ছে আকারের কথা। যার মাথায় এতখানি ঘিলু আছে সে আর যাই হোক বোকা নয়।"

"লোকটির অবস্থা যে খারাপ যাচ্ছে এটা জানলে কী করে?"

এই টুপিটা প্রায় বছর তিনেকের পুরনো। আর সেইজন্যেই টুপিটার ধারগুলো কুঁচকে গেছে। টুপিটা বেশ দামি। ভাল করে লক্ষ করলে দেখবে যে, টুপিটার অস্তরের কাপড়টাও বেশ দামি। শুধু তাই নয়, টুপিটার বাইরে যে সিল্কের বেড়টা দেওয়া আছে সেটাও খুব দামি ফিতে। ভদ্রলোক বছর তিনেক আগে এই দামি টুপিটা কিনে ছিলেন। এখন টুপিটা প্রায়

BanglaBook.org

ফেলে দেবার মতো অবস্থায় এসেছে, তবুও তিনি টুপিটা বদলাননি। এর থেকে অনুমান করা শক্ত নয় যে, তাঁর অবস্থা ভাল যাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, এখন অবশ্য মনে হচ্ছে যে তুমি যা বলছ তা হয়তো ঠিকই। তবে লোকটি আগে বেশ গোছালো হুঁশিয়ার ধরনের ছিল, আর এখন খানিকটা বেহিসেবি হয়েছে, এ কথা তুমি জানলে কী করে?"

শার্লক হোমস হেসে উঠল। "তিনি যে একসময়ে হুঁশিয়ার লোক ছিলেন তার প্রমাণ হল এইটে," বলে সে টুপিটার দু'পাশে দুটো চাকতি আর আংটা দেখাল। এই জিনিসটা টুপির সঙ্গে লাগানো থাকে না। এটা ফরমাশ দিয়ে করাতে হয়। এটার সঙ্গে একটা পটি লাগানো থাকে সেটা চিবুকের সঙ্গে লেগে থাকে। হাওয়ার চোটে টুপিটা যাতে মাথা থেকে উড়ে না যায় সেইজন্যে লোকটি এটা ফরমাশ দিয়ে তৈরি করিয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায় যে, লোকটি বেশ ভেবেচিন্তে সব কাজ করত। কিন্তু দেখো, এই ইলাস্টিকের পটিটা ছিঁড়ে যাবার পরে আর নতুন পটি লাগানো হয়নি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ওই বিবেচনা করে কাজ করার অভ্যেসটা তার চলে গেছে। কিন্তু আবার উলটো দিক দিয়ে দেখো টুপিটার যেখানে যেখানে ফেটে বা ছিঁড়ে গেছে, সেখানে কালো কালি লাগানো, যাতে করে কারও নজরে না পড়ে। একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে যে, অবস্থা পড়ে গেলেও ওর আত্মসম্মান বোধ নষ্ট হয়নি।"

"হুঁ। তোমার বিশ্লেষণ যে নির্ভুল তা মানতেই হয়।"

"আর লোকটি যে মাঝবয়সি, তার চুলে পাক ধরেছে, দু'-চার দিন আগে চুল কেটেছে আর চুলে লাইম ক্রিম লাগায়, এ সব কথাগুলো টুপিটার অন্তরটা দেখলেই বোঝা যায়। লেন্স দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে নাপিতের কাঁচিতে কাটা ছোট ছোট চুল অস্তরের সঙ্গে একেবারে আটকে আছে যেন আঠা দিয়ে জোড়া। আর টুপিটা শুঁকলেই লাইম ক্রিমের গন্ধ পাবে। তা ছাড়া টুপিটায় যে-ধুলো লেগে রয়েছে তা রাস্তার নোংরা ধুলো নয়। এই ধরনের হলদে মোটা দানার ধুলো ঘরবাড়ির ভেতরেই হয়। এর মানে হল টুপিটা বহু দিন ঘরের ভেতরে টাঙানো ছিল। আর টুপির ভেতরে লক্ষ করলে দেখবে ঘামের দাগ পড়ে গেছে। সুতরাং টুপির মালিকের মাথা ভীষণ ঘামে। আর এই ভীষণ ভাবে মাথা ঘেমে যাওয়াটা আর যাই হোক ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।"

"বেশ, তা না হয় হল। কিন্তু ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলছে এ কথাটা বুঝলে কী করে?"

"দেখতেই পাচ্ছ টুপিটায় কী পরিমাণ ধুলো জমেছে। তার মানে কেউ ওটাকে বুরুশ করেনি। কোনও লোক যখন ওই রকম ধুলো পড়া টুপি পরে বাড়ি থেকে বের হয় তখন বুঝতে হবে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুবই রাগারাগি চলছে।"

"কিন্তু এও তো হতে পারে যে, লোকটি বিয়েই করেনি।"

"তা কী করে হবে? মনে নেই হাঁসটার পায়ে আটকানো কার্ডটায় কী লেখা ছিল। মিঃ বেকার নিশ্চয়ই তার স্ত্রীকে খুশি করবার জন্যে ওই মোটাসোটা হাঁসটা কিনেছিল।"

"তোমার তো দেখছি সব প্রশ্নের জবাবই তৈরি আছে। কিন্তু ওর বাড়িতে যে গ্যাস লাইন নেই সে কথা তুমি জানলে কী করে?"

"একটা বা দুটো চর্বির দাগ যে-কোনও কারণেই হতে পারে। কিন্তু টুপিটার পাঁচ পাঁচ

BanglaBook.org

জায়গায় চর্বির দাগ থেকে বুঝলাম যে লোকটি প্রায়ই জ্বলন্ত চর্বির কাছাকাছি আসে। আর একটু ভাবতেই উত্তরটা পেয়ে গেলাম। রাত্তিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার সময় তার এক হাতে টুপি আর অন্য হাতে মোমবাতি থাকে। গ্যাস থেকে এই ধরনের চর্বির দাগ পড়ে না।...কী, এখন খুশি তো?"

"তোমার এই বিশ্লেষণ বেশ তাক-লাগানো বটে। তবে তুমি নিজেই বললে যে এ ঘটনাটার সঙ্গে কোনও ক্রাইম বা অপরাধের যোগ নেই। আর এই হাঁসটা হারানো ছাড়া কোনও লোকেরই কোনও ক্ষতি হয়নি। তাই তোমার এত বুদ্ধি বৃথাই খরচ হল," আমি হাসতে হাসতে বললাম।

হোমস আমার কথার উত্তরে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে ঘরের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল পুলিশ কমিশনার পিটারসন। তার চোখমুখ দেখে মনে হল, কোনও ব্যাপারে সে এমন আশ্চর্য হয়েছে যে, তারই ধাক্কায় সে বেচারা একেবারে বেসামাল। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলল, "সেই হাঁসটা! মিঃ হোমস, সেই হাঁসটা!" শুনে হোমস বলল, "হ্যাঁ, সেই হাঁসটা! তা সেটার হয়েছে কী? ফের জ্যান্ত হয়ে, ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে সেটা কি রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উড়ে পালাল?" কথাটা বলে হোমস একটু নড়েচড়ে বসল, যাতে সে পিটারসনের মুখটা আর একটু ভাল করে দেখতে পায়।

"এই যে দেখুন না, মরা হাঁসের পেটের ভেতর থেকে আমার স্ত্রী কী পেয়েছেন।"

পিটারসন তার হাত আমাদের সামনে মেলে ধরল। তার হাতেই তেলোয় একটা খুব চকচকে নীল পাথর। পাথরটা আকারে একটা মটরশুঁটির দানার মতো, হয়তো একটু ছোটও হতে পারে। কিন্তু পাথরটা এত ভীষণ জ্বলজ্বলে যে, মনে হচ্ছিল পিটারসনের হাত থেকে আলো যেন ঠিকরে পড়েছে।

হোমস মুখ দিয়ে একটা শব্দ করল। "পিটারসন, এ যে একেবারে গুপ্তধন পাওয়া। তুমি কী পেয়েছ তুমি জানো কি?"

"এটা একটা হিরে। আর হিরে তো খুব দামি পাথর। এটা দিয়ে খুব সহজেই কাঁচ কাটা যায়।"

"এটা যত দামি পাথর আছে তার মধ্যে সব চাইতে দামি।"

"এটা মরকারের কাউন্টেসের সেই নীলকান্তমণি নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ঠিক বলেছ। দু'-চার দিনের মধ্যে 'দি টাইমস' পত্রিকায় রোজ যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে তা পড়ে পড়ে এই পাথরটার আকার-আকৃতি আমার নখদর্পণে বলতে পারো। এটা যাকে বলে অতুলনীয়। এর আর জোড়া নেই। বাজারে এটার যে কত দাম হবে তা আন্দাজ করাও শক্ত। তবে এটা খুঁজে দিতে পারলে যে হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেবার কথা বলা হয়েছে তা এই পাথরটার দামের কুড়ি ভাগের এক ভাগও নয়।"

"এক হাজার পাউন্ড! আরেব্বাস!" পিটারসন এই বলেই একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে একবার আমার আর একবার হোমসের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

"পুরস্কার হিসেবে হাজার পাউন্ডের কথা বলা হয়েছে। তবে আমি যতদূর জানি তাতে বলতে পারি যে ওই নীলকান্তমণিটা ফিরে পাবার জন্যে কাউন্টেস তাঁর সম্পত্তির অর্ধেকও দিয়ে দিতে পারেন।"

BanglaBook.org

আমি বললাম, "আমার যতদূর মনে পড়ছে এটা কসমোপলিটান হোটেল থেকে চুরি হয়ে যায়।"

"ঠিকই বলেছ। আজ থেকে পাঁচ দিন আগে, মানে ২২ ডিসেম্বর এটা চুরি যায়। জন হর্নার নামে একজন কলের মিস্ত্রিকে এটা চুরি করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। হর্নারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এতই গুরুতর যে, তাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। দাঁড়াও, আমার কাছে বোধহয় কাগজপত্র সবই আছে।" হোমস তার চেয়ারের চারপাশে যে-সব কাগজ ছড়ানো ছিল সেগুলো ঘাঁটতে শুরু করল। তারপর একটা কাগজকে বেশ সমান ভাবে দু' ভাঁজ করে নিয়ে তার থেকে পড়তে লাগল:

> কসমোপলিটান হোটেল থেকে দামি পাথর চুরি। ছাব্বিশ বছর বয়সি কলের জলের মিস্ত্রি জন হর্নারের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সে মরক্কারের কাউন্টেসের বিখ্যাত 'ব্লু কারবাঙ্কল' নামে পরিচিত অত্যন্ত মূল্যবান পাথরটি চুরি করেছে। হোটেলের ওপরতলাগুলির তদারকির ভার যার ওপর সেই জেমস রাইডারই এই অভিযোগ করেছে। কাউন্টেসের ঘরের একটা ভাঙা চুল্লি ঝালাই করবার জন্যে রাইডার হর্নারকে ডেকে নিয়ে আসে। হর্নার যখন কাজ করছিল রাইডার তখন ওই ঘরেই ছিল। হঠাৎ তাকে কাজের জন্যে অন্য জায়গায় যেতে হয়। ফিরে এসে রাইডার দেখে হর্নার চলে গেছে। কিন্তু সে লক্ষ করে যে ঘরের দেরাজটা ভাঙা। আর টেবিলের ওপরে একটা ছোট্ট মরক্কো চামড়ার কৌটো খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরে জানতে পারা যায় যে, ওই কৌটোতেই 'ব্লু কারবাঙ্কল' রাখা ছিল। রাইডার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি করে ঘটনার কথা সকলকে জানিয়ে দেয়। সেই দিনই সন্ধেবেলায় পুলিশ হর্নারকে গ্রেফতার করে। যদিও তার ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাথরটা পাওয়া যায়নি। কাউন্টেসের নিজের ঝি ক্যাথরিন কুসাক সাক্ষী দিতে গিয়ে বলে যে, রাইডারের চিৎকার শুনে সে ঘরে ছুটে গিয়ে দেখে যে, কাউন্টেসের দেরাজ ভাঙা আর টেবিলের ওপর কৌটো খোলা। মোটমাট ক্যাথরিন কুসাক রাইডারের কথায় সায় দেয়। এরপর বি ডিভিশনের ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট হর্নারের গ্রেফতারের ব্যাপারে সাক্ষী দিয়ে বলে যে, তাকে গ্রেফতার করতে গেলে সে প্রচণ্ড বাধা দেয় আর বার বার বলতে থাকে যে, তার কোনও দোষ নেই। সে এ ব্যাপারের কিছুই জানে না। হর্নারের বিরুদ্ধে আগে ছিঁচকে চুরির অভিযোগ থাকায় ম্যাজিস্ট্রেট তখনই কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বিচারের জন্যে আদালতে পাঠিয়ে দেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কামরায় হর্নার আগাগোড়া খুবই অস্থির আর উত্তেজিত ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের রায় শুনে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাকে ধরাধরি করে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে নিয়ে যেতে হয়।

"হুঁ, এই তো গেল পুলিশ কোর্টের খবর।" খবরের কাগজের পাতাটা পাশে সরিয়ে রেখে হোমস বলল। হোমসের হাবভাব দেখে আমার মনে হল যে, সে যেন বেশ ভাবনায় পড়ে গেছে।

"এখন যে-প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে বের করতে হবে সেটা হল কী ভাবে ওই পাথরটা চুরি গেল আর কী করেই বা সেটা টটেনহ্যাম কোর্ট রোডের একটা বাড়ির রান্নাঘরে একটা মরা হাঁসের পেট থেকে বেরোল।...এখন তো দেখতে পাচ্ছ ওয়াটসন যে আমাদের ওই

BanglaBook.org

বিশ্লেষণের ব্যাপারটা কত গুরুতর চেহারা নিয়েছে। এখন আর ওই ব্যাপারটা মোটেই নির্দোষ নেই। এই দেখো পাথরটা। পাথরটা পাওয়া গেছে একটা হাঁসের পেট থেকে। আর হাঁসটা হচ্ছে মিঃ হেনরি বেকারের, মানে সেই লোকটির যার পুরনো ছেঁড়া-ফাটা টুপিটা আমাদের হাতে এসেছে। আর তার সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা আমি তোমাকে বলেছি এবং যে কথাগুলো তুমি তেমন গ্রাহ্য করোনি। এখন আমাদের প্রথম কাজ হল ওই লোকটিকে খুঁজে বের করা। তারপর আমাদের জানতে হবে যে, ওই রহস্যময় ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ আছে কিনা। আর তা করতে হলে প্রথমেই সবচেয়ে সোজা রাস্তাটা আমাদের নেওয়া উচিত। আমরা সব সান্ধ্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেব। যদি বিজ্ঞাপনে কোনও ফল না হয় তো অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।"

"বিজ্ঞাপনটা কী ভাবে দেবে ভাবছ?"

"আমাকে একটা কাগজ আর পেনসিল দাও। দাঁড়াও, এই ভাবে লিখলে কেমন হয়—

গুজ স্ট্রিটের মোড়ে একটা হাঁস আর একটা ফেল্ট টুপি পাওয়া গেছে। মিঃ হেনরি বেকার, ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে সন্ধে সাড়ে ছ'টার পর নিজে এসে দেখা করলে তাঁর জিনিস ফেরত পাবেন।

"কী, সব বেশ পরিষ্কার করে গুছিয়ে বলা হয়নি?"

"তা হয়েছে। তবে কথা হচ্ছে এ বিজ্ঞাপন কি তার নজরে পড়বে?"

"দেখো, একজন গরিব লোকের পক্ষে এই ভাবে একটা হাঁস ফেলে আসা সোজা ব্যাপার নয়। বেশ বড় রকমের একটা লোকসানই বলা যায়। একে তো দোকানের কাচের শার্সি দৈবাৎ ভেঙে ফেলে বেচারা ঘাবড়ে যায়, তার ওপর আবার পুলিশের পোশাক-পরা পিটারসনকে ছুটে আসতে দেখে সেই জায়গা থেকে পালানোর কথা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারেনি। আমার মনে হয় যে, পরে ওই ভাবে হাঁসটা ফেলে আসার জন্যে সে নিশ্চয়ই খুব আপশোস করছে। আর তা ছাড়া আমরা তো বিজ্ঞাপনে নাম দিয়ে দিচ্ছি। তাই ও নিজে যদি না-ও দেখে তো ওর চেনা শোনা কেউ দেখতে পেলে নিশ্চয়ই ওকে বিজ্ঞাপনের কথা বলবে।...পিটারসন, এই বিজ্ঞাপনটা কোনও বিজ্ঞাপন কোম্পানির মারফত আজই ছাপাবার ব্যবস্থা করো।"

"কোথায় দিতে বলছেন?"

"গ্লোব, স্টার, পলমল, সেন্ট জেমসেস্ গেজেট, ইভনিং নিউজ, স্ট্যান্ডার্ড, একো, এগুলোতে দাও। আর, এ ছাড়া অন্য যেখানে দিতে চাও দিয়ো।"

"ঠিক আছে। আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।...আর ওই পাথরটা?"

"ওটা আমি আমার কাছে রেখে দিচ্ছি। হ্যাঁ ভাল কথা, বিজ্ঞাপন দিয়ে যখন ফিরে আসবে তখন সেই হাঁসটার সাইজের একটা হাঁস কিনে এনো। যে লোকটির হাঁসটা এখন তোমার রান্নাঘরে ডেকচিতে টগবগ করে ফুটছে, সে এলে তাকে তো একটা কিছু দিতে হবে।"

পিটারসন চলে যাবার পর হোমস সেই পাথরটা আলোর সামনে ধরল।

"দারুণ জিনিস। দেখছ কেমন চকচক করছে। এটার চারদিক দিয়ে আলো একেবারে ঠিকরে বেরোচ্ছে। বুঝতেই পারছ যত গণ্ডগোলের মূল হল এই পাথরটি। সত্যি কথা বলতে কী, দামি পাথর বোধহয় এমনই টোপ যা অপরাধীরা না গিলে পারে না। পৃথিবীতে যতগুলো বিখ্যাত দামি পাথর আছে তাদের প্রতিটার জন্যেই কত যে চুরি আর খুনজখম হয়েছে তা

BanglaBook.org

বোধহয় বলে শেষ করা যায় না। এই পাথরটার কথাই ধরো না। এর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। এটা পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ চিনের আময় নদীর তীরে। এ পাথরটার বিশেষত্ব হল যে, এটা দেখতে হুবহু কারবাঙ্কলের মতো, শুধু রংটা চুনির মতো লাল নয়, নীল। এর বয়স কম বটে, কিন্তু এর ইতিহাস বড় সাধারণ নয়। এটির জন্যে ইতিমধ্যেই দু'জন খুন হয়েছে, একজনকে অ্যাসিড ছুড়ে মারা হয়। একজন আত্মহত্যা করেছে। আর এটা যে কত বার চুরি গেছে তা বোধহয় বলে শেষ করা যায় না। এত কাণ্ড ঘটে গেছে শুধু মাত্র চল্লিশ গ্রেন ওজনের এক টুকরো স্ফটিকায়িত কাঠকয়লার জন্যে। যাকগে, এখন এটাকে ভাল করে তুলে রেখে কাউন্টেসকে একটা চিঠি লিখে সব কথা জানিয়ে দিই।"

"তোমার কি এই হর্নার লোকটাকে নির্দোষ বলে মনে হয়?"

"আমি বলতে পারছি না।"

"আর ওই হেনরি বেকার লোকটি কি এই ব্যাপারের মধ্যে আছে নাকি?"

"আমার মনে হয় হেনরি বেকার বোধহয় নির্দোষ। আমার বিশ্বাস ওই হাঁসটা যে সোনার চেয়েও দামি এ কথা বোধহয় ও জানতই না। অবশ্য আমার এ ধারণাটা ঠিক না বেঠিক সেটা জানতে পারব যদি আমার এই বিজ্ঞাপনটা তার নজরে পড়ে।"

"ততক্ষণ তা হলে তুমি কিছুই করছ না?"

"না, কিছুই না।"

"তবে আমি একচক্কর রুগি দেখে আসি। সন্ধে ছ'টা নাগাদ ফিরে আসব। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা না জানতে পারলে ঘুম হবে না।"

"বহুত আচ্ছা। তা হলে রাত্তিরে ডান হাতের কাজটা এখানেই সারবে। আজ বনমুরগি আছে। তবে যে-সব কাণ্ড ঘটছে তাতে মিসেস হাডসনকে বলে রাখতে হবে মুরগিটা যেন ভাল করে খুঁজেটুজে দেখে।"

এক জায়গায় একটু আটকে পড়েছিলাম। যখন বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলাম তখন সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। সদর দরজার কাছে আসতে দেখলাম লম্বামতো একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার কোটের গলা পর্যন্ত বোতাম আটকানো। আমি তার পিছনে এসে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। আমরা দু'জনে ঢুকে গেলাম। আমরা সোজা হোমসের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

হোমস তার আরামকেদারা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বেশ একগাল হেসে অপরিচিত লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই মিঃ হেনরি বেকার? আগুনের পাশে ওই চেয়ারটায় বসুন। আজকে খুব ঠান্ডা পড়েছে। আপনি দেখছি উপযুক্ত জামাকাপড় পরেননি।...আরে আরে ওয়াটসন, তুমিও ঠিক সময়েই এসে পড়েছ দেখছি। আচ্ছা মিঃ বেকার, এই টুপিটা কি আপনার?"

"হ্যাঁ, এ টুপিটা আমারই বটে।"

লোকটির শরীর বেশ মজবুত। লম্বা। কাঁধ বেশ চওড়া। মাথাটা প্রকাণ্ড। লোকটির মুখে-চোখে বেশ বুদ্ধির ছাপ। ছুঁচলো কাঁচা-পাকা দাড়ি। নাকের ডগা আর গালদুটো লাল। লক্ষ করলাম মাঝে মাঝেই তার হাতদুটো কেঁপে উঠছে। তার গায়ের গলাবন্ধ ফ্রক কোটটা বহু পুরনো। কোটের ভেতর দিয়ে তার হাতের কবজি দেখা যাচ্ছিল। বুঝলাম তার কোটের ভিতরে শার্ট নেই। লোকটি খুব থেমে থেমে আস্তে কথা বলছিল। আর যা বলছিল তা-ও

BanglaBook.org

বেশ ভেবে চিন্তেই বলছিল। কথার ধরন থেকে বোঝা যায় যে, সে মোটামুটি শিক্ষিত। তবে এখন যে-কোনও কারণেই হোক সে বেশ অসুবিধের মধ্যে আছে।

"আপনার জিনিসগুলো ক'দিন হল আমাদের কাছেই আছে। আমি ভেবেছিলাম যে আপনি হয়তো কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন। আপনি কোনও বিজ্ঞাপন দেননি তো?"

লোকটি মাথা নিচু করে লজ্জিত ভাবে হেসে বলল, "এখন আর আগেকার মতো পকেটের জোর তো নেই। আর আমার মনে হয়েছিল যে, গুন্ডার দল হাঁস আর টুপি নিয়ে ভেগেছে। ওগুলো পাবার আর কোনও আশা নেই ভেবে বিজ্ঞাপন দিয়ে আর মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করতে চাইনি।"

"সেটা অবশ্য একটা কথা বটে। ভাল কথা, আমরা কিন্তু হাঁসটা রেঁধে খেয়ে ফেলেছি।"

"খেয়ে ফেলেছেন!" লোকটি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। মনে হল ভেতরে ভেতরে সে খুবই চটেছে।

"হ্যাঁ। নইলে ওটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তবে টেবিলের ওপরে ওই যে হাঁসটা দেখছেন ওটা বোধহয় আপনার হাঁসটার মতোই হবে। ওটাতে কি আপনার কাজ চলবে?"

টেবিলের দিকে তাকিয়ে মিঃ বেকার বেশ খুশি হয়েই জবাব দিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।"

"তবে আপনার সেই হাঁসটার পালক পা সবই রাখা আছে। যদি—"

লোকটি হো হো করে হেসে উঠে বলল, "ওইগুলো সে রাতের অ্যাডভেঞ্চারের সাক্ষী হিসেবে খুবই দামি বটে, কিন্তু ওগুলো আর কী কাজে লাগবে জানি না। আপনি অনুমতি দিলে আমি ওই চমৎকার গোটা হাঁসটাই নিয়ে যাই।"

হোমস আমার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে কাঁধদুটো অল্প ঝাঁকাল। তারপর লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তা হলে এই নিন আপনার টুপি আর ওই আপনার হাঁস।

ভাল কথা, যদি আপত্তি না থাকে তো ওই হাঁসটা কোথায় কিনেছিলেন বলবেন কি? আমি আবার ওই হাঁস-মুরগির ব্যাপারে ভীষণ ইন্টারেস্টেড কিনা। সত্যি কথা বলতে কী ওরকম নধরকান্তি হাঁস আমি খুব কমই দেখেছি।"

"বলছি," বলে হেনরি বেকার উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে তার জন্যে রাখা হাঁসটা তুলে নিয়ে বগলদাবা করল। "মিউজিয়ামের কাছে 'আলফা ইন্' বলে একটা রেস্টুর‍্যান্ট আছে। আমরা কয়েকজন সেখানে রোজই সন্ধের দিকে জড়ো হই। দিনের বেলাটা অবশ্য আমি মিউজিয়মেই থাকি। এ বছর আলফা ইনের মালিক উইন্ডিগেট ' গুজ ক্লাব' বলে একটা ক্লাব তৈরি করেছিল। উদ্দেশ্য—সপ্তাহে সপ্তাহে কয়েক পেনি করে দিলে ক্রিসমাসের সময় একটা করে হাঁস পাওয়া যাবে। আমি আমার চাঁদা নিয়মিত দিয়ে গেছি। তার পরের ব্যাপার তো সবই আপনার জানা।"

হোমসকে অনেক বার ধন্যবাদ দিয়ে বেশ ঘটা করে অভিবাদন জানিয়ে হেনরি বেকার চলে গেল। লোকটির রকমসকম দেখে আমার বেজায় হাসি পাচ্ছিল। লোকটি চলে গেলে হোমস বলল, "তা হলে হেনরি বেকারের পালা সাঙ্গ হল। বোঝা গেল, আসল ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ কিছুই উনি জানেন না। ওয়াটসন, তোমার কি খিদে পেয়েছে?"

বললাম, "না, কিন্তু কেন বলো তো?"

"তবে চলো একটু ঘুরে আসা যাক। আমাদের হাতে যে সূত্র হঠাৎই এসে পড়েছে, তা একবার যাচাই করে দেখে আসি।"

BanglaBook.org

"উত্তম প্রস্তাব।"

বাইরে বেরিয়ে দেখি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মাফলারে গলা বেশ ভাল করে ঢেকে আমরা ওভারকোটের সব বোতাম আটকে নিলাম। আকাশে তারাগুলো সব চকচক করছে। আকাশে কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই। রাস্তায় যে-সব লোকজন হাঁটছে তাদের নিশ্বাসের শব্দ ঠিক পিস্তলের গুলি ছোড়ার ফট ফট শব্দের মতো শোনাচ্ছিল। ফুটপাতে জুতোর খটখট আওয়াজ তুলতে তুলতে আমরা উইমপোল স্ট্রিট ধরে হারলি স্ট্রিট হয়ে উইগমোর স্ট্রিট পেরিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে এসে পড়লাম। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা ব্লুম্‌স্‌বেরি অঞ্চলের আলফাইনের কাছে এসে পড়লাম। যে রাস্তাটা হবোর্নের দিকে গেছে তারই কোণে এটা একটা ছোট রেস্টুর‍্যান্ট। হোমস দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দু'কাপ গরম কফির অর্ডার দিল। হোটেলের মালিকটি যাকে বলে লালমুখো।

"তোমার হাঁসের মাংস যে রকম ভাল খেতে, তোমার কফিও যদি সে রকম হয় তা হলে তো দারুণ ব্যাপার হবে," হোমস বলল।

আলফা ইনের মালিক রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে বলল, "আমার হাঁস? মানে—"

"হ্যাঁ। এই তো আধ ঘণ্টা আগেই আমি মিঃ হেনরি বেকারকে বলছিলাম। বেকার তো তোমার গুজ ক্লাবের একজন সভ্য।"

"ও, তাই বলুন। এখন বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সে তো আমার হাঁস নয়।"

"তাই নাকি? তবে ওগুলো কার হাঁস।"

"কভেন্ট গার্ডেনের এক দোকানদারের কাছ থেকে আমি দু' ডজন কিনে এনেছিলাম।"

"আচ্ছা। ওখানকার কয়েকজন মাংসওলার সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। তা এগুলো কার দোকানের?"

"এগুলো ব্রেকেনরিজের দোকান থেকে নিয়েছিলাম।"

"না, ওকে আমি চিনি না। আচ্ছা আজ উঠি। তোমার ব্যবসা দিনে দিনে জমে উঠুক এই কামনা করি।"

রেস্টুর‍্যান্ট থেকে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি বরফের মতো ঠাণ্ডা কনকনে জোর বাতাস দিচ্ছে। এই বাতাসের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে হোমস বলল, "চলো এবার তবে ব্রেকেনরিজের সন্ধান করা যাক।...বুঝলে ওয়াটসন, যদিও আমরা একটা হাঁসের পেছনে ধাওয়া করেছি এ কিন্তু নিছক বুনো হাঁস তাড়া করা নয়। মনে রেখো এর সঙ্গে একজন লোকের ভাগ্য, তার ভাল-মন্দ জড়িয়ে রয়েছে। আমরা যদি এ কথা প্রমাণ করতে না পারি যে, সে কোনও দোষ করেনি তা হলে খুব কম হলেও তার অন্তত সাত বছর জেল হবে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, আমাদের অনুসন্ধানের ফলেই তার দোষ প্রমাণ হবে আর তার সাজা হবে। কিন্তু সে যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে যে, আমাদের হাতে এমন একটা সূত্র, বলতে পারো প্রায় বরাত জোরেই এসে গেছে, যার খবর পুলিশ পায়নি। তাই এ ব্যাপারের শেষ পর্যন্ত আমাদের দেখতেই হবে। সুতরাং, চলো বন্ধু, এখন দক্ষিণ দিকে হাঁটা দিই।"

আমরা হবোর্ন ছাড়িয়ে এডেল স্ট্রিট ধরে চললাম। তারপর বিভিন্ন রাস্তার গোলকধাঁধা পার হয়ে আমরা কভেন্ট গার্ডেনের বাজারে এসে পৌঁছোলাম। একটা বড় দোকানের সাইনবোর্ডে বেশ মোটা মোটা হরফে ব্রেকেনরিজের নাম লেখা। ব্রেকেনরিজের মুখটা

BanglaBook.org

লম্বাটে, ঘোড়ার মতো। তবে নাক-চোখ বেশ ধারালো। আমরা যখন তার দোকানে গিয়ে হাজির হলাম তখন সে আর তার বাচ্চামতো এক সহকারী দোকান বন্ধ করার জোগাড় করছিল।

"গুড ইভনিং। আজ ঠান্ডাটা বেশ জব্বর পড়েছে," হোমস বলল।

কোনও কথা না বলে অল্প মাথা ঝাঁকিয়ে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। দোকানের মাল রাখবার সাদা মার্বেল পাথরের টেবিলটা দেখিয়ে হোমস বলল, "সব হাঁসই বিক্রি হয়ে গেছে দেখছি।"

"কাল সকালে যতগুলো চাই, এমনকী পাঁচশোটা হলেও দিতে পারব।"

"তাতে আমার কাজ হবে না।"

"তা হলে ওই যে সামনের দোকানটায় আলো জ্বলছে, ওখানে গেলে পাওয়া যেতে পারে।"

"কিন্তু আমাকে যে বিশেষ করে এই দোকান থেকেই নিতে বলেছে।"

"কে বলেছে?"

"আলফা রেস্টুর‍্যান্টের মালিক।"

"বুঝেছি। তাকে আমি ডজন-দুই মাল দিয়েছিলাম বটে।"

"হাঁসগুলো দারুণ ছিল। ভাল কথা, ওগুলো কোথাকার হাঁস?"

"হোমসের এই কথায় দোকানদার যে রকম রেগে ঝাঁঝিয়ে উঠল, তাতে তো আমি হতবাক।

ঘাড় বেঁকিয়ে হাতের আস্তিন গুটিয়ে দস্তুরমতো রুখে উঠে সে বলল, "আপনি...আপনি কী বলতে চাইছেন শুনি? যা বলবার তা সোজাসুজি বলুন তো?"

"কোনও বাঁকা কথা তো বলিনি। বলছিলাম যে, আলফা রেস্টুর‍্যান্টের মালিককে যে হাঁসগুলো পাঠানো হয়েছিল সেগুলো কোথা থেকে জোগাড় করা হয়েছিল।"

"ও, তাই নাকি, এই কথা। যদি বলি বলব না—কী করবেন শুনি?"

"এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। না বলতে চাইলে বোলো না। তবে এই সাধারণ কথায় হঠাৎ এত রেগে যাবার মতো কী হল সেটা বুঝতে পারলাম না।"

"রেগে যাব না? যদি আপনাকেও কেউ এই রকম ভাবে বিরক্ত করত তো আপনিও রেগে যেতেন। আরে বাবা ভাল জিনিস ভাল দামে কিনব, ভাল দামে বিক্রি করব। ব্যস ঝামেলা চুকে গেল। তা নয়, কোথাকার এক উটকো ফ্যাসাদ! সেই হাঁসগুলো কোথা গেল? কাকে বিক্রি করেছ? কত করে বিক্রি করেছ? যত সব আবোলতাবোল প্রশ্ন। লোকগুলো এমন ভাব দেখাচ্ছে যে, পৃথিবীতে ওই ক'টা ছাড়া আর যেন কোনও হাঁসই নেই।"

দোকানদারের কথায় কোনও আমল না দিয়ে হোমস বলল, "যারা ওই হাঁসগুলো নিয়ে তোমাকে বিরক্ত করেছে তাদের আমি চিনি না। তবে তুমি যদি আমার কথার জবাব না দাও তো আমাদের বাজিটা আর জেতা হবে না। এই হাঁস-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বাজি লড়তে রাজি। আমি একজনের সঙ্গে বাজি রেখেছি যে ওগুলো পাড়াগাঁয়ের হাঁস।"

"তা হলে আপনি বাজিতে হেরেছেন। ওগুলো শহর থেকে জোগাড় করা।"

"অসম্ভব। তা হতেই পারে না।"

BanglaBook.org

"আমি বলছি এগুলো শহরের ফার্ম থেকে কেনা হাঁস।"

"তোমার কথা মানতে পারছি না।"

"আপনি কি মনে করেন হাঁস মুরগির ব্যাপারে আপনি আমার চাইতে বেশি বোঝেন? জানেন আমি ছোটবেলা থেকে এ কাজ করছি। আমি বলছি যে, যে-হাঁস আলফার ম্যানেজারকে পাঠানো হয়েছিল তা পাড়াগাঁয়ের নয়, শহরের ফার্মে বড় করা।"

"বাজে কথা বোলো না!"

"বাজে কথা? বেশ, আপনি আমার সঙ্গে বাজি লড়বেন?"

"সে তুমি বোঝো; তোমার পয়সা তুমি লোকসান করবে কি না। তবে আমি যে ঠিক বলছি সে ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক আছে, ধরো এক সভরেন বাজি। তাতে আর কিছু না হোক এই শিক্ষা পাবে যে, বাজে তর্ক করতে নেই।"

হোমসের কথায় দোকানদার বেশ একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। তারপর তার সহকারীকে বলল, "বিল, আমাদের খাতাটা নিয়ে এসো তো।"

বিল ছোকরা একটা ছোট নোটবই আর একটা বড় লেজার খাতা এনে টেবিলের ওপর আলোর সামনে রাখল।

"এইবার সবজান্তা মশাই," হোমসের দিকে তাকিয়ে দোকানদার বলল, "এই ছোট খাতাটা দেখুন।"

"হ্যাঁ, তো কী হল?"

"আমি যাদের কাছ থেকে মাল কিনি তাদের নাম এই খাতাতে লেখা আছে। দেখতে পাচ্ছেন? এই পাতায় পাড়াগাঁর যে-সব লোকের কাছ থেকে মাল কিনি তাদের নাম লেখা আছে। আর নামের পাশে যে সংখ্যাটা লেখা রয়েছে সেটা হচ্ছে লেজার খাতার পাতার নম্বর। সেখানে কেনাবেচার সব হিসেব লেখা আছে। আর ওই পাতায় লালকালিতে লেখা নাম—সেগুলো আমার সব শহুরে পোলট্রি ফার্ম মালিকদের নামের তালিকা। এইবার এই তিন নম্বরের নামটা চেঁচিয়ে পড়ুন শুনি।"

"মিসেস ওকশট। ১১৭ ব্রিকস্টন রোড। ২৪৯," হোমস চেঁচিয়ে পড়ল।

"ঠিক। এবার লেজার খাতার ২৪৯ পাতাটা খুলে দেখুন।"

হোমস ২৪৯ পৃষ্ঠা খুলল।

"ওই তো লেখা রয়েছে—মিসেস ওকশট, ১১৭ ব্রিকস্টন রোড, ডিম-হাঁস-মুরগি জোগানদার।"

"বেশ। নীচে ওটা কী লেখা রয়েছে যেন?"

"২২ ডিসেম্বর। চব্বিশটা হাঁস প্রতিটা সাত শিলিং ছ পেন্স দরে।"

"ঠিক তো? তবে এবার কী হল? তলায় ওটা কী লেখা রয়েছে?"

"আলফার মালিক মিঃ উইন্ডিগেটকে প্রতিটা বারো শিলিং দরে বিক্রি করা হল।"

"তা হলে সবজান্তামশাই, এবার কী বলছেন?"

দেখে মনে হল যে, হোমস সত্যিই খুব দুঃখিত হয়েছে। তারপর অত্যন্ত বেজার মুখ করে একটা সভরেন পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। তার হালচাল দেখে মনে হল সমস্ত ব্যাপারটায় সে এতই বিরক্ত হয়েছে যে, এ বিষয়ে আর কোনও কথাই বলতে চায় না। দোকান থেকে বেরিয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে গটগট

BanglaBook.org

করে খানিকটা হেঁটে গিয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়াল। তারপর হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল।

"যখনই ওই রকম দাড়ি-গোঁফওলা লোকের পকেট থেকে লাল মলাটের বই উঁকি দিতে দেখবে তখনই তুমি নিশ্চিত ভাবে জানবে যে, সহজেই তাকে বাজি ধরাতে পারবে। আমি যদি ওকে একশো পাউন্ড দিতাম তা হলে ও এত খবর আমাকে দিত কি না সন্দেহ। ওই বাজি খেলে এক সভরেন জেতার আনন্দে ও গড়গড় করে সব কথা বলে ফেলল।...বুঝলে ওয়াটসন, মনে হচ্ছে যে, সমস্যার সমাধান প্রায় হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। এখন কথা হচ্ছে যে, মিসেস ওকশটের সঙ্গে আজ রাত্রেই দেখা করব না কাল সকালে দেখা করব। যতটুকু বুঝতে পারছি আমরা ছাড়াও আরও কোনও কোনও লোক ওই হাঁস সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে।"

একটা প্রচণ্ড গোলমালে হোমসের কথা চাপা পড়ে গেল। আমরা যে-দোকানটা থেকে একটু আগেই বেরিয়ে এসেছি সেইখান থেকেই গোলমালটা আসছে। ভাল করে নজর করতে দেখলাম যে দোকানের দরজার গোড়ায় একজন ছুঁচোমুখো লোক ভিজে-বেড়ালের মতো জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর ঘুসি বাগিয়ে ব্রেকেনরিজ তার সামনে খুব চোটপাট করছে। ব্রেকেনরিজের গলা শুনতে পেলাম। "তোমরা তোমাদের ওই হাঁস নিয়ে গোল্লায় যাও, জাহান্নামে যাও। আমি তোমাদের কিচ্ছু জানি না। এই শেষ বারের মতো বলে দিচ্ছি, আর যদি ওই হাঁসের কথা আমার কাছে তোলো তো তোমাদের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেব। যাও, মিসেস ওকশটকে ডেকে নিয়ে এসো। যা বলবার, আমি তাকেই বলব। তোমাকে বলব কেন? আমি কি হাঁসগুলো তোমার কাছ থেকে কিনেছিলাম?"

সেই ভিজে-বেড়াল লোকটি প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, "না না, তা নয়। তবে কিনা ওই হাঁসগুলোর মধ্যে একটা আমার ছিল।"

"সে তুমি মিসেস ওকশটের সঙ্গে বোঝাপড়া করো।"

"মিসেস ওকশটই তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।"

"মিসেস ওকশট কেন, প্রুশিয়ার রাজা বললেও ভারী আমার বয়ে গেল। এ নিয়ে আমি ঢের ব্যতিব্যস্ত হয়েছি, আমি বলছি এ ব্যাপারের কোনও কিছু আমি জানি না। যাও, এখন এখান থেকে ভাগো!" ব্রেকেনরিজ তার দিকে তেড়ে আসতেই লোকটা পিঠটান দিল।

"যাক, শেষ পর্যন্ত ব্রিকস্টন রোড পর্যন্ত যাবার দরকার না-ও হতে পারে। চলো একটু এগিয়ে দেখা যাক ওই লোকটার কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া যায় কিনা," হোমস চুপি চুপি আমাকে বলল।

রাস্তায় কিছু বেকার লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। তাদের পাশ কাটিয়ে হোমস তাড়াতাড়ি পা চালাল। একটু পরেই হোমস পেছন থেকে তার জামা ধরে আস্তে টানল। অসম্ভব রকম চমকে গিয়ে ফিরে তাকাল সে। রাস্তার আলোয় দেখলাম তার মুখ ভয়ে একদম সাদা।

সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনও রকমে বলল, "কে আপনি? কী চান?"

হোমস খুব মিষ্টি করে বলল, "মাফ করবেন, একটু আগে ওই দোকানদারের সঙ্গে আপনার যে কথা হচ্ছিল, তা আমার কানে এসেছে। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে আমি হয়তো আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি।" লোকটা তাতে আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলে,

BanglaBook.org

"আপনি...কে আপনি? এ ব্যাপারে আপনি কী জানেন?" হোমস আবারও মিষ্টি করে বলে, "আমার নাম শার্লক হোমস। অন্যেরা যা জানে না, সেই সব খবর জানাই আমার পেশা।"

"কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও কিছু তো আপনার জানবার কথা নয়।"

"ভুল বুঝবেন না। এ ব্যাপারের আগাগোড়া সবই আমার জানা। যে-হাঁসগুলো ব্রিকস্টন রোডের মিসেস ওকশট ব্রেকেনরিজকে বিক্রি করেছিল, যেগুলো ব্রেকেনরিজ আবার আলফা রেস্টুর‍্যান্টের মালিককে বিক্রি করেছিল, আবার সেগুলো তার ক্লাবের মেম্বারদের মধ্যে বিলি করেছিল, যাদের মধ্যে একজন হল মি. হেনরি বেকার, সেই হাঁসগুলোর হদিস আপনি জানতে চাইছেন, তাই নয়?"

"আঃ হা! আমি মনে মনে বোধহয় আপনাকেই খুঁজছিলাম। আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না যে, এ ব্যাপারটা আমার পক্ষে কী ভীষণ জরুরি। জীবন-মরণ সমস্যাও বলতে পারেন।"

একটা ভাড়া গাড়ি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। শার্লক হোমস গাড়িটাকে ডাকল।

"তা হলে চলুন কোথাও একটু আরাম করে বসে সমস্ত ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক। এই দারুণ ঠান্ডায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোনও মানে হয় না। তবে সবার আগে আপনার পরিচয়টা জানতে পারলে ভাল হত।"

একটু থতমত খেয়ে লোকটি বলল, "আমার নাম জন রবিনসন।"

শার্লক হোমস একটু হেসে বলল, "না, না, আপনার আসল নামটা বলুন। যিনি নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখতে চান, তাঁর সঙ্গে কাজ করে সুখ নেই।"

লোকটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। "আমার নাম জেমস রাইডার।"

"ভাল, ভাল। হোটেল কসমোপলিটানের একজন কর্মচারী। আচ্ছা চলুন এখন গাড়িতে ওঠা যাক। আপনি যা যা জানতে চান আমার মনে হয় সে সব খবরই আমি দিতে পারব।"

রাইডার একবার আমার আর একবার হোমসের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তার মুখ দেখে আমার মনে হল যে, তার মনে ভয় আর লোভের একটা টানাপোড়েন চলছে। সে বুঝে উঠতে পারছিল না আমাদের সঙ্গে এলে তার লাভ হবে না ক্ষতি হবে। দোনামোনা করতে করতে সে গাড়িতে চড়ে বসল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে গেলাম। গাড়িতে আর বিশেষ কোনও কথাবার্তা হল না। তবে আমাদের সঙ্গীটি যে রকম অস্থির ভাবে তার হাত খোলা বন্ধ করছিল আর ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে, সে মনে মনে ভয়ানক রকম উদ্‌বিগ্ন।

ঘরে পা দিয়ে হোমস বেশ খুশি হয়ে বলল, "আহ্। বাইরের হাড়কাঁপানো ঠান্ডার পর ঘরের এই আগুন ভীষণ আরামদায়ক লাগছে। মিঃ রাইডার, আপনি দেখছি ঠান্ডায় খুবই কাবু হয়ে পড়েছেন। এই বেতের চেয়ারটায় ভাল করে বসুন। রান্তার জুতোটা বদলে আসি, তারপর কথাবার্তা হবে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে এসে হোমস বলল, "বেশ। আপনি জানতে চাইছেন যে, সেই হাঁসগুলো কোথায় গেল, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"না। আমার মনে হয় হাঁসগুলোর সম্বন্ধে নয়, আপনি জানতে চাইছেন বিশেষ একটি

BanglaBook.org

হাঁসের কী হল? আর সেই হাঁসটার শুধু লেজের দিকে একটা কালো ডোরা ছাড়া সবটাই সাদা। তাই তো?"

রাইডার যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়বে বলে আমার মনে হল।"আপনি...আপনি জানেন সে হাঁসটা কোথায়?"

"সেটা এখানে এসেছিল।"

"এখানে?"

"হ্যাঁ। আর দেখা গেল সেটা একটা অসাধারণ হাঁস। সুতরাং ওই হাঁসটার সম্বন্ধে আপনার যে কৌতূহল থাকবে তাতে আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি। আর জানেন, সেই মরা হাঁসটা একটা ডিম পেড়েছিল? একটা খুব সুন্দর চকচকে নীল রঙের ডিম। ওটা আমি আমার মিউজিয়মে রেখে দিয়েছি।" রাইডার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সে টলে পড়ে যেত, দেওয়াল ধরে ফেলে কোনও রকমে সামলে গেল। হোমস একটা লোহার হাতবাক্স খুলল। বাক্স থেকে নীলকান্তমণিটা বের করে তার হাতে রাখল। সেটা খুব উজ্জ্বল তারার মতো চকচক করছিল। খুবই শুকনো মুখ করে রাইডার পাথরটার দিকে চেয়ে রইল। তার চোখের পাতা পড়ছিল না। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না যে পাথরটা তার নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করা ঠিক হবে কিনা।

খুব ঠান্ডা ভাবে হোমস বলল, "রাইডার, তোমার খেল খতম। না, না, চুপ করে দাঁড়াও। না হলে পেছনের আগুনে পড়ে যাবে। ওয়াটসন, ওকে ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দাও তো। এ ধরনের চুরি করতে গেলে যে ধরনের কড়া ধাতের লোক হওয়া দরকার এ মোটেই সে জাতের নয়। একে একটু ব্র্যান্ডি খাইয়ে দাও।...হ্যাঁ, এবার একে মানুষের মতো দেখাচ্ছে।"

আমারও মনে হয়েছিল লোকটা হয়তো মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়েই যাবে। এখন ব্র্যান্ডি খেয়ে মনে হল যেন একটু চাঙ্গা বোধ করছে। সে হোমসের দিকে কাতর ভাবে চেয়ে রইল।

"ব্যাপারটা কী ভাবে ঘটেছে তার মোটামুটি একটা হদিস আমি পেয়েছি। তোমার কাছে নতুন করে জানবার কিছু আমার নেই। তবে যদি কোনও কিছু বাদ পড়ে থাকে সেইজন্যে সবটা তোমার কাছে ঝালিয়ে নিলে ক্ষতি নেই।...রাইডার, তুমি নিশ্চয়ই কাউন্টেসের এই নীলকান্তমণির খবর আগে থেকে জানতে?"

"ক্যাথরিন কুসাক আমাকে এই পাথরটার কথা বলে," গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে রাইডার বলল।

"আচ্ছা। কাউন্টেসের সেই কাজের মেয়েটি। হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাবার লোভ তোমার চেয়ে ঢের উঁচুদরের মানুষেই সামলাতে পারে না, তুমি তো কোন ছার। কিন্তু বড়লোক হবার জন্যে যে রাস্তাটা ধরেছ সেটা ভাল নয়, নোংরা রাস্তা। তুমি মোটেই সাবেচারি নও। মাথাটি তোমার পেজোমিতে ভরা। তুমি নিশ্চয়ই জানতে যে, হর্নার লোকটা আগে একবার চুরি করে ধরা পড়েছিল। তাই তুমি ভেবেচিন্তে ব্যাপারটা এমন ভাবে সাজিয়ে ছিলে যে, দোষটা যাতে করে সহজে ওরই ঘাড়ে পড়ে। তাই তুমি নিজে, অথবা তুমি আর তোমার শাগরেদ কুসাক মিলে কাউন্টেসের ঘরে সামান্য ভাঙাচোরা করে রেখেছিলে আর তুমিই হর্নারকে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলে। সে কাজ সেরে চলে গেলে তোমরা ঘরের দেরাজ ভেঙে পাথরটা চুরি করে হইহট্টগোল শুরু করে দাও। আর তার ফলে হর্নার শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যায়। আর তখন তুমি—"

হোমসকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রাইডার সটান ঘরের কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ে তার পা জাপটে ধরল। "দয়া করুন। আমার বুড়ো বাপ-মা'র কথা ভাবুন। এ কথা শুনলে দুঃখে তাঁরা মারাই পড়বেন।...আমি এর আগে কখনও কোনও অন্যায় করিনি। ভগবানের দিব্যি বলছি, আর আমি কখনও এ রকম কাজ করব না। আমি দিব্যি করছি। আমি বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করছি। আমাকে রক্ষা করুন, এটা যেন কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত না গড়ায়।"

হোমস কঠিন ভাবে বলল, "চেয়ারে উঠে বোসো। এখন তো খুব নাকিকান্না কাঁদছ। যখন হর্নারকে মিথ্যে চুরির অপরাধে জড়িয়েছিলে তখন তো ভাবোনি যে, কী জঘন্য অন্যায় করতে যাচ্ছ। একজন নির্দোষ লোককে মিথ্যে মিথ্যে বদনাম দিয়ে জেলে দেবার ব্যবস্থা করছিলে।"

"মিঃ হোমস, আমি এই দেশ ছেড়ে পালাব। তা হলে হর্নারের বিরুদ্ধে কোনও—।"

"হুঁ। যাক, সে কথা পরে ভাবা যাবে। এখন তার পরের ঘটনাগুলো বলো দেখি। কী ভাবে ওই পাথরটা হাঁসের পেটে গেল আর কী করেই বা ওই হাঁসটা খোলা বাজারে বিক্রি হয়ে গেল। সত্যি বলবে। যদি আমার মনে হয় যে তুমি সত্যি কথা বলছ তা হলেই আমি বিবেচনা করে দেখব তোমাকে বাঁচানো উচিত কি না।"

রাইডার জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগল। "যা যা ঘটেছিল সব কথাই আমি আপনাকে খুলে বলছি। হর্নারকে তো পুলিশে ধরে নিয়ে গেল। আমার তখন চিন্তা হল কোথায় পাথরটাকে রাখা যায়। আমি বুঝতে পারছিলাম না পুলিশ আমার ঘর তল্লাশি করতে আসবে কিনা বা কখন আসবে। হোটেলে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে পাথরটা লুকিয়ে রাখা যায়। তখন আমি একটা কাজের ছুতো করে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সোজা গেলাম আমার বোনের বাড়ি। আমার বোন ওকশটকে বিয়ে করে ব্রিকস্টন রোডের একটা বাড়িতে থাকে। সেখানে তারা হাঁস-মুরগির ব্যবসা করে। আমি যখন বোনের বাড়ি যাচ্ছিলাম তখন রাস্তার সব লোককেই আমার গোয়েন্দা-পুলিশ বলে মনে হচ্ছিল আর এও মনে হচ্ছিল যে, তারা সকলেই আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। সেদিনের সেই প্রচণ্ড ঠান্ডার রাত্রেও আমার কপাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছিল। আমাকে দেখে বোন তো অবাক। 'কী ব্যাপার! তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি? তোমার চোখমুখ বসে গেছে। তুমি ঘামছ।' আমি তাকে বললাম যে, হোটেলে একটা চুরি হয়ে গেছে। মনটা তাই ভাল নেই। তারপর তার বাড়ির পেছনের দিকে উঠোনে বসে পাইপ টানতে টানতে ভাবলাম কী করা যায়।

"মড্‌সলি বলে আমার এক বন্ধু আছে। দুষ্ট লোকের খপ্পরে পড়ে জেলটেল খেটেছে। সম্প্রতি সে 'পেন্টনভিল' থেকে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ছাড়া পেয়েছে। একবার কথায় কথায় সে আমাকে বলেছিল যে চোরাই মাল বিক্রি করার বা পাচার করার সব ঘাঁতঘোঁত তার জানা আছে। আমি জানতাম যে, সে আমাকে সাহায্য করবে। আমি তার এমন দু'-একটা গোপন খবর জানি যা পুলিশের জানা নেই। তাই ঠিক করলাম কিলবার্নে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব। ও ঠিক বাতলে দেবে কী ভাবে ওই পাথরটাকে বিক্রি করা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে ওই পাথরটা ওর কাছে নিয়ে যাই কী করে? যে-কোনও সময়ে পুলিশ আমার খোঁজ করতে পারে। আর তখন আমাকে তল্লাশি করলে চোরাইমাল সমেত ধরা পড়ব। আমি উঠোনের যে-জায়গায় ছিলাম সেইখানে একপাল হাঁস ঘোরাঘুরি করছিল। হঠাৎ

BanglaBook.org

আমার মাথায় ঝাঁ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পাথরটা লুকিয়ে রাখবার এমন একটা উপায় বের করলাম যা কোনও গোয়েন্দা পুলিশের সাধ্য নেই যে খুঁজে বের করে।

"কয়েক সপ্তাহ আগে আমার বোন আমাকে বলেছিল যে, ক্রিসমাসের সময় বড়দিনের উপহার হিসেবে আমি তার যে-কোনও একটা হাঁস পছন্দ করে নিতে পারি। আমি এখনই হাঁসটা পছন্দ করে নেব, আর হাঁসটার মধ্যে পাথরটা পুরে কিলবার্ন চলে যাব। উঠোনের একদিকে একটা চালাঘর। আমি একটা বড়সড় হাঁসকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ওই চালাঘরের মধ্যে নিয়ে গেলাম। হাঁসটা একেবারে দুধের মতো সাদা। শুধু লেজের কাছটায় একটা কালো ডোরাকাটা দাগ। আমি হাঁসটাকে জাপটে ধরলাম। তারপর সেটার ঠোঁট দুটো জোর করে ফাঁক করে গলার মধ্যে পাথরটা ঢুকিয়ে দিলাম। হাঁসটা কোঁক করে একটা ঢোঁক গিলল। বুঝতে পারলাম যে পাথরটা গলা দিয়ে নেমে গেল। হাঁসটা আমার হাত থেকে পালাবার জন্যে ছটফট করতে লাগল। এমন সময় আমার বোন বেরিয়ে এল। 'হাঁসটাকে তুমি কী করছ জেমস?' আমি বললাম, 'কিছু নয়। তুমি তো বড়দিনের সময় আমাকে একটা হাঁস দেবে বলেছিলে, তাই দেখছিলাম কোনটা নেওয়া যায়।' 'ও তাই বলো। সে তো আমরা ঠিক করেই রেখেছি। আমরা সেটার নাম দিয়েছি জেমসের হাঁস। ওই তো ওই দিকে যে বড় হাঁসটা দেখছ ওইটে তোমার জন্য রাখা আছে। ওই জাতের হাঁস ছাব্বিশটা আছে। একটা তোমার জন্যে, একটা আমাদের জন্যে, বাকি চব্বিশটা বিক্রির জন্যে।' 'ম্যাগি, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তো এইমাত্র যে-সাদা হাঁসটা ধরেছিলাম সেইটে নেব।' 'কিন্তু ওটার চাইতে আমরা যে হাঁসটা ঠিক করে রেখেছি সেটা অনেক বড়। ওটাকে খাইয়েদাইয়ে মোটাসোটা করেছি।'

'তা হোক গে। আমি ওইটেই নেব। আর আজই নেব।' 'সে তোমার ইচ্ছে।' বুঝলাম আমার বোন দুঃখ পেয়েছে। 'কোনটা নেবে বলছ?' 'ওই যে লেজের কাছে কালো ডোরাকাটা সাদা হাঁসটা। ওই যে মাঝখানে রয়েছে—ওইটে নেব।' 'ঠিক আছে, ওটাকে মেরে নিয়ে যাও।'

"আমি আর একটুও দেরি না করে হাঁসটাকে মেরে বোনের বাড়ি থেকেই কিলবার্ন চলে গেলাম। আমার চালাকির কথা শুনে আমার বন্ধু তো হেসেই অস্থির। তারপর আমরা দু'জনে মিলে হাঁসটার পেট চিরে ফেললাম। তারপর আমার তো চোখ কপালে উঠে গেল। পেটের মধ্যে কেন হাঁসটার শরীরের কোথাও কোনও পাথর নেই। বুঝলাম সাংঘাতিক রকমের একটা ভুল হয়েছে। হাঁসটাকে ওইখানে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি আবার ছুটতে ছুটতে বোনের বাড়িতে এলাম। বাড়ির পেছনে উঠোনের যে-জায়গায় ওই হাঁসের খাঁচাটা ছিল সেখানে গিয়ে দেখি খাঁচা খালি। একটা হাঁসও নেই।

'ম্যাগি ওই হাঁসগুলো গেল কোথায়?' 'দোকানদার কিনে নিয়ে গেছে।' 'কোন দোকানদার?' 'কভেন্ট গার্ডেনের ব্রেকেনরিজ।' 'আচ্ছা ম্যাগি, তোমার আরও একটা লেজে কালো ডোরাকাটা হাঁস ছিল কি? মানে আমি যে রকম হাঁস নিয়েছি সে রকম হাঁস কি আর ছিল?'

'হ্যাঁ, জেমস। ওই রকম হাঁস একজোড়া ছিল। ও দুটোকে আলাদা আমি নিজেও করতে পারতাম না।' ম্যাগির কথায় সব ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলাম গণ্ডগোলটা কোথায় হয়েছে। আর সময় নষ্ট না করে আমি সেখান থেকে সোজা

BanglaBook.org

ব্রেকেনরিজের দোকানে গেলাম। তার সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে সব সব হাঁস বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু কাকে বিক্রি করেছে সে কিছুতেই বললে না। আপনারা তো শুনতেই পেলেন একটু আগে ব্রেকেনরিজ কী বলল। এদিকে আমার বোনের ধারণা হয়েছে যে আমার মাথার গোলমাল হয়েছে। আমার নিজেরই এক এক সময় মনে হচ্ছে যে, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব। আমি ভাবছি আমার কী হল। আমি চোর বনে গেলাম। অথচ মজা হচ্ছে এই যে, যে-জিনিসটার জন্যে আমি চোর হয়ে গেলাম সেই জিনিসটাই আমার হাতে এল না। হা অদৃষ্ট।"

রাইডার কেঁদে ফেলল। আমরা কেউ কোনও কথা বললাম না। শুধু হোমস টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে টকটক করে শব্দ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হোমস ঘরের দরজা খুলে রাইডারকে বলল, "বেরিয়ে যাও।"

"কী...কী বললেন? ভগবান আপনার ভাল করবেন।"

"একটি কথা নয়। বেরিয়ে যাও।"

আর কোনও কথা বলবার দরকার হল না। রাইডার এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরে বসেই আমরা শুনতে পেলাম, সে সিঁড়ি দিয়ে দুড়দাড় শব্দ করে নেমে গেল।

পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে হোমস বলল, "ওয়াটসন, পুলিশ তাদের কাজের গাফিলতি দেখিয়ে দেবার দায়িত্ব আমাকে দেয়নি; আর তা ছাড়া হর্নারের শাস্তি হবার কোনও আশঙ্কাই নেই। রাইডার গা-ঢাকা দিলেই হর্নারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ টিকবে না। হয়তো কাজটা ঠিক আইনসংগত হল না। তবে লোকটাকে বাঁচানো গেল। ও আর কখনও এমন কাজ করবে না। এখন ওকে জেলে পাঠালে ও একটা খারাপ ধরনের অপরাধী হয়ে যেত। তা ছাড়া ক্রিসমাস হল ক্ষমার সময়। বরাতজোরে আমাদের দরজায় একটা সমস্যা এসে গিয়েছিল, সেটা সমাধান করতে পেরেই আমরা খুশি। এখন চলো অন্য এক রহস্যের সমাধান করা যাক। সেখানেও অবশ্য প্রধান চরিত্র হল একটা বনমুরগি।"

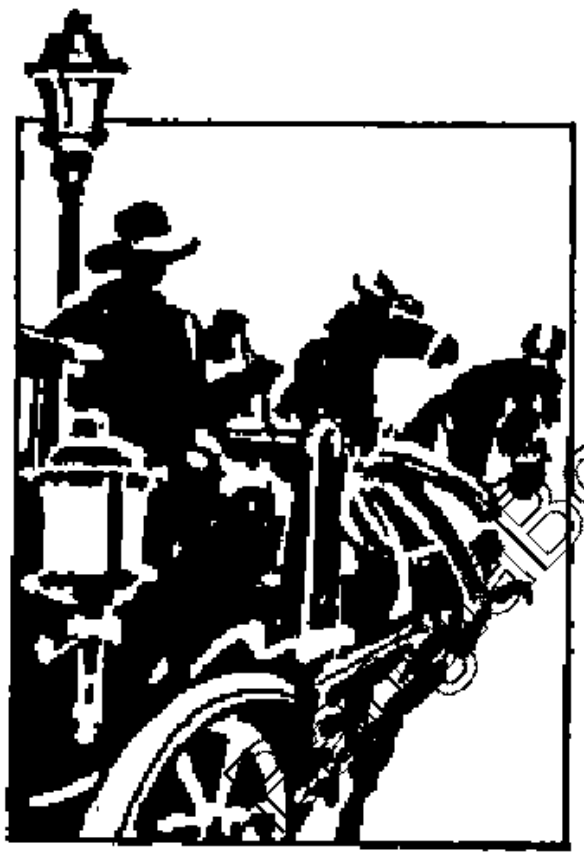

BanglaBook.org

বুটিদার ফেট্টি

আট বছর ধরে শার্লক হোমসের সঙ্গে সঙ্গে থেকে যে গোটা সত্তর কেসের তদন্ত ও ফলাফল দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে সেগুলোর সবক'টাই আমি ডায়েরিতে লিখে রেখেছি। যখনই হাতে সময় থাকে তখন এই ডায়েরির পাতা উলটোই। দেখি যে, এই সব কেসের কোনও কোনওটা দারুণ মজার ব্যাপার। আবার দু'-একটা খুবই দুঃখের ঘটনা। তবে মজাদার কাণ্ডই হোক আর দুঃখজনক ব্যাপারই হোক, সবগুলো ঘটনাই কোনও-না কোনও ভাবে অসাধারণ, অদ্ভুত। এই সব ঘটনার একটাও ছিঁচকে চুরি, সাধারণ গুন্ডামি বা রাহাজানির ব্যাপার নয়। তদন্ত করে কোনও রহস্যের সমাধান করাটা শার্লক হোমসের কাছে নিছক রুজিরোজগারের উপায় নয়। তাই শুধুমাত্র পয়সা উপার্জন করবার জন্যে যে-কোনও রকম 'কেস' নিতে সে মোটেই রাজি নয়। যে-সব 'কেস' একটু অন্য রকম, মানে যে-সব ঘটনা জীবনে বড় একটা চট করে ঘটে না, হোমস বেছে বেছে সেই সব 'কেস'-ই নেয়। এই যে-সব কেসের কথা বলছি, তার মধ্যে স্টোক মোরানে সারের বিখ্যাত রয়লট বংশের ব্যাপারটা বোধহয় সবচেয়ে গায়ে কাঁটা দেওয়া জমজমাট কাণ্ড। হোমসের সঙ্গে আমার আলাপ হবার অল্প কিছুদিন পরেই এই ঘটনাটা ঘটে। তখন আমরা বেকার স্ট্রিটে থাকতাম। এই ঘটনার কথা আমি আগেই লিখতাম। কিন্তু লিখিনি, কেন না আমি একজন ভদ্রমহিলাকে কথা দিয়েছিলাম, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন এ কথা কারও কাছে প্রকাশ করব না। সেই ভদ্রমহিলা কিছুদিন আগে হঠাৎ মারা গেছেন। আর আমাকেও প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। আর একটা কারণেও ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল, তা পরিষ্কার করে বলা দরকার। কেন না ডাঃ গ্রিমসবি রয়লটের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ওই অঞ্চলে যে-সব গুজব আর গালগল্প ছড়াচ্ছে, তা আসল ঘটনার চাইতে ঢের বেশি মারাত্মক।

সেটা ১৮৮৩ সালের এপ্রিল মাস। একদিন ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলতেই দেখি যে, জামাকাপড় পরে বাইরে বেরোবার জন্যে 'রেডি' হয়ে শার্লক হোমস আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। হোমস সাধারণত দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সবে সওয়া সাতটা বাজছে। হোমসের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালাম। নিজের ওপর একটু রাগও হল। আমি জীবনে মোটামুটিভাবে একটা 'রুটিন' মেনে চলি।

"ওয়াটসন, সাতসকালে তোমার ঘুম ভাঙালাম বলে খারাপ লাগছে। তবে কী জানো, আজ আমাদের সকলেরই এক অবস্থা। মিসেস হাডসনকে কে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে। তিনি তার শোধ তুলেছেন আমার ওপর। আর আমি তুললাম তোমার ওপর।"

"কিন্তু হয়েছেটা কী? আগুনটাগুন লেগেছে নাকি?"

"না। এক মক্কেল এসে হাজির হয়েছেন। যতটুকু জানতে পেরেছি, তা হল এক কমবয়সি

BanglaBook.org

ভদ্রমহিলা খুব উত্তেজিত অবস্থায় এখানে এসে উপস্থিত। তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে ভীষণ জেদ ধরেছেন। তাঁকে বাইরের ঘরে বসানো হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে যে, যদি কমবয়সি কোনও ভদ্রমহিলা ভোরবেলায় লন্ডন শহরে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় একা একা ঘুরে বেড়ান আর কোনও অপরিচিত লোকের ঘরে জোর করে ঢুকে তাকে বিছানা থেকে ঘুম ভাঙিয়ে টেনে তোলেন, তো বুঝতে হবে ব্যাপার খুবই গুরুতর। আর ব্যাপারটা যদি সত্যি সত্যি 'ইন্টারেস্টিং' হয় তো তুমি নিশ্চয়ই গোড়া থেকে সব কথা জানতে চাইবে। তাই ভাবলাম তোমাকে সবকিছু জানানো উচিত।"

"বন্ধু হে, এমন সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়ছি না।"

শার্লক হোমসের তদন্ত করবার কায়দা কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আমি যে রকম আনন্দ পাই, সে রকম আনন্দ আর কোনও কিছুতেই পাই না। আমার সব চাইতে ভাল লাগে তার বিশ্লেষণের পদ্ধতি। যখন সামান্য কোনও সূত্র থেকে সে কোনও সিদ্ধান্ত করে, তখন মনে হয় যে, ব্যাপারটা স্রেফ একটা 'ইনটুইশন'। কিন্তু তা নয়। ইনটুইশন নয়, তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত যুক্তির ওপর দাঁড় করানো। তার কাছে যে-সব সমস্যা এনে হাজির করা হয় এই চুলচেরা বিশ্লেষণের সাহায্যেই হোমস সেগুলোর নির্ভুল ভাবে মীমাংসা করে দেয়। আমি কোনও রকমে চোখেমুখে জল দিয়ে জামাকাপড় পরে নিতেই হোমস আমাকে নিয়ে বাইরের ঘরে গেল। আমরা ঘরে ঢুকতেই কালো কাপড়জামা পরা মুখে ওড়না চাপা দেওয়া এক ভদ্রমহিলা জানলার কাছের চেয়ারটা থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

"গুডমর্নিং মাদাম। আমার নাম শার্লক হোমস। আর ইনি আমার বন্ধু ও সহকারী ডঃ ওয়াটসন," অল্প হেসে হোমস বলল। "এঁর সামনে আপনি আপনার সব কথাই কোনও রকম সংকোচ না করে বলতে পারেন।...যাক, মিসেস হাডসন দেখছি বুদ্ধি করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। আপনি আগুনের কাছে সরে আসুন। আমি দেখি, একটু গরম কফির ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। আপনি তো দেখছি ঠান্ডায় খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন।"

হোমসের কথায় ভদ্রমহিলা ফায়ার প্লেসের কাছে এসে বসলেন। তারপর খুব আস্তে আস্তে বললেন, "আমি কাঁপছি দেখে আপনি ভাববেন না আমি ঠান্ডায় কাবু হয়ে পড়ছি।"

"তবে?"

"বিশ্বাস করুন মিঃ হোমস, আমি ঠান্ডায় এ রকম কাঁপছি না। ওহ্, সাংঘাতিক বিভীষিকা।" এই কথা বলে ভদ্রমহিলা মুখের চাপাটা সরিয়ে দিলেন। দেখলাম ভদ্রমহিলার অবস্থা সত্যি খুবই শোচনীয়। দেখে কষ্ট হল। মুখ শুকিয়ে গেছে। মুখের রংটা কেমন বিশ্রী রকম সাদাটে হয়ে গেছে। চোখে একটা ভয়ের ছাপ। কী যেন বিপদের আশঙ্কায় চোখ দুটো সব সময়েই এদিক-ওদিক ছটফট করছে। চেহারা দেখে মনে হল, ভদ্রমহিলার বয়স তিরিশের মধ্যেই হবে। কিন্তু এরই মধ্যে চুলে পাক ধরেছে। তাঁর শরীরে একটা অসম্ভব হতাশা আর ক্লান্তির ছোপ পড়েছে। শার্লক হোমস খুব মন দিয়ে ভদ্রমহিলার আপাদমস্তক দেখে নিল।

তারপর ভদ্রমহিলার হাতে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "আপনি একদম ভয় পাবেন না। আমরা নিশ্চয়ই আপনার সমস্যার খুব তাড়াতাড়ি একটা সমাধান করে ফেলতে পারব।...আপনি সকালের ট্রেনে এসেছেন দেখছি।"

"আপনি আমায় চেনেন নাকি?"

BanglaBook.org

"না। তবে আপনার বাঁ হাতের দস্তানার ফাঁকে একটা রিটার্ন টিকিটের আধখানা গোঁজা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। আপনি খুব সকাল সকাল বেরিয়েছেন। আরও দেখতে পাচ্ছি, টমটমে চেপে অনেকটা মেঠো রাস্তা পেরিয়ে আপনাকে স্টেশনে আসতে হয়েছে।"

ভদ্রমহিলা ভয়ানক রকম চমকে উঠলেন। তারপর আমার বন্ধুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

"না, না, এর মধ্যে কোনও ম্যাজিক নেই," হাসতে হাসতে হোমস বলল। "আপনার কোটের বাঁ হাতায় কম করে সাত জায়গায় কাদার ছিটে লেগেছে। দাগগুলো দেখতে পাচ্ছি টাটকা। টমটম ছাড়া আর কোনও গাড়ি থেকে এ রকম কাদা ছিটোয় না। আর গাড়োয়ানের বাঁ দিকে বসলে এ রকম কাদার ছিটে লাগবেই।"

"সে যে ভাবেই আপনি কথাগুলো বলুন না, আপনার কথা সবই সত্যি," ভদ্রমহিলা বললেন। "আমি ছ'টা বাজার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। ঠিক ছ'টা বেজে কুড়ি মিনিটে লেদারহেডে এসে পৌঁছেছি। তারপর সেখান থেকে প্রথম যে ট্রেন পেয়েছি, সেটায় চেপে ওয়াটারলু স্টেশনে এসেছি।...বিশ্বাস করুন, আমার মনের ওপর যে অসম্ভব চাপ পড়ছে, তা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি হয়তো পাগল হয়ে যাব। আমার এমন কেউ নেই, যার কাছে এই ঘোর বিপদের দিনে আমি একটু সাহায্য পেতে পারি। আমার কেউ নেই, কেউ নেই। আপনার কথা আমি শুনেছি মিঃ হোমস। মিসেস ফ্যারিন্টশ আমাকে আপনার কথা বলেছেন। মিসেস ফ্যারিন্টশকে আপনি বিপদ থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। তিনিই আমাকে আপনার ঠিকানা দিয়েছেন। আচ্ছা, আপনি কি আমাকে কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারেন না? আর কিছু না হোক, যে-কাণ্ড সব ঘটছে, সেগুলো অন্তত কেন বা কী ভাবে ঘটেছে, আমাকে যদি বুঝিয়ে দেন? ঠিক এখুনি আমি আপনাকে আপনার ফি দিতে পারব না। তবে দু'-এক মাসের মধ্যেই আমি আমার সম্পত্তির মালিকানা পেয়ে যাব। তখন আমি আপনাকে আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক অবশ্যই দেব। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

ভদ্রমহিলার কথার কোনও জবাব না দিয়ে হোমস তার ডেস্কের কাছে গেল। তারপর ডেস্ক খুলে একটা ছোট নোটবই বের করে পাতা ওলটাতে লাগল।

"ফ্যারিন্টশ," হোমস আপন মনে বলল, "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন ঘটনাটা মনে পড়েছে। একটা গয়না নিয়ে গোলমাল হয়েছিল। বুঝলে ওয়াটসন, ফ্যারিন্টশের ব্যাপারটা যখন তদন্ত করছিলাম, তখন তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি।" তারপর ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, "আপনাকে শুধু এই কথা দিতে পারি যে, ফ্যারিন্টশের বেলায় যে রকম আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম, আপনার বেলায়ও সেই রকম চেষ্টাই করব। আর পারিশ্রমিকের কথা বলছেন? কাজের আনন্দই আমার সবচেয়ে বড় পারিশ্রমিক। আর খরচপত্র যা হবে, তা আপনি আপনার যখন সুবিধে হবে তখনই দেবেন। এখন আপনি আমাকে আগাগোড়া সব কথা খুলে বলুন, যাতে করে আমি আপনার সমস্যাটার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি।"

খুব একটা বড় নিশ্বাস ফেলে আমাদের মক্কেল বলতে শুরু করলেন। "কিন্তু মুশকিলটা কী জানেন, আমার এই বিপদের আশঙ্কাটা অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। আর ব্যাপারটা ঠিক ধরাছোঁয়া যায় না বলেই আমার ভয়টা আরও বেশি ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। আমার এই আশঙ্কার মূলে এমন সব ছোটখাটো তুচ্ছ ব্যাপার রয়েছে যে, কারও কাছে আমার মনের কথা খুলে বললেই সে মনে করে সবটাই মিথ্যে মেয়েলি কল্পনা। আমার মুখের ওপর এই কথা কেউ বলে না

BanglaBook.org

ঠিকই, তবে হাবেভাবে ঠারেঠোরে সেই কথাই জানিয়ে দেয়। মিঃ হোমস, আমি শুনেছি যে, আপনি দুষ্টু লোকেদের সব শয়তানি মতলবই ধরে ফেলতে পারেন। হয়তো আপনি আমাকে বলে দিতে পারবেন যে, কী করে আমার চারপাশে বিপদের যে বেড়াজাল বিছিয়ে রয়েছে তা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারব।"

"আপনার কথা শোনবার জন্য আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে।"

"আমার নাম হেলেন স্টোনার। আমি আমার বিপিতার, মানে আমার মায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর কাছে থাকি। আমার বিপিতা এক খুব পুরনো স্যাক্সন বংশের সন্তান। সারের পশ্চিম অংশে স্টোক মোরান অঞ্চলে রয়লটদের খুব খাতির।"

হোমস মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, ওদের কথা শুনেছি বটে।"

"রয়লটরা একসময় খুবই অবস্থাপন্ন লোক ছিল। উত্তরে বার্কশায়ার থেকে পশ্চিমে হ্যামশায়ার পর্যন্ত এদের জমিদারি ছিল। গত একশো বছর এদের বংশে পর পর বেশ কয়েকজন বেহিসেবি উড়নচণ্ডে ধরনের লোক জন্মায়। এরা টাকা আয় করার চাইতে টাকা ওড়াতেই বেশি পটু ছিল। এদের হাতে পড়ে জমিদারির অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। শেষকালে এমন একজন নচ্ছার স্বভাবের লোকের হাতে জমিদারির ভার এল, যে সে সব উড়িয়েপুড়িয়ে ছাই করে দিল। ফলে এমন হল যে, কয়েক একর জমি আর ওই দু'শো বছরের পুরনো বাড়িটা ছাড়া আর কিছুই রইল না। অবশ্য বসতবাড়িটাও এখন বন্ধক পড়েছে। আমার বিপিতার পিতা ছিলেন যেমন দাম্ভিক, তেমনই অত্যাচারী। কিন্তু আয় বলতে তাঁর একটি কানাকড়িও ছিল না। আমার বিপিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাঁচতে হলে তাঁকে পয়সা উপায় করতেই হবে। তাই তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকাপয়সা ধার করে ডাক্তারি পড়তে যান। ডাক্তারি পাশ করে তিনি প্র্যাকটিস করতে কলকাতায় যান। সেখানে তাঁর চেষ্টায় আর যোগ্যতায় তিনি বেশ ভাল রকম পসার জমিয়ে তোলেন। কলকাতায় একদিন তাঁর বাড়িতে একটা ছোটখাটো ছিঁচকে চুরি হয়। সেই চুরির সঙ্গে তাঁর চাকরের যোগসাজস আছে মনে করে তিনি তাকে এমন বেধড়ক ঠ্যাঙানি দেন যে, বেচারা প্রাণে মারা পড়ে। অল্পের জন্য তিনি ফাঁসির হাত থেকে বেঁচে যান বটে, তবে তাঁকে অনেক দিন হাজতবাস করতে হয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তবে এই ঘটনার পরে তাঁর স্বভাব পালটে যায়। তাঁর মেজাজ ক্রমশ রুক্ষ হয়ে ওঠে।

"ভারতবর্ষে থাকবার সময় ডঃ রয়লটের সঙ্গে আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল। আমার মায়ের হাতে অনেক টাকাকড়ি ছিল। তিনি সেই টাকাকড়ি আমার আর আমার যমজ বোন জুলিয়ার মধ্যে উইল করে ভাগ করে দেন। উইলের শর্ত হল যে, যত দিন না আমাদের বিয়ে হচ্ছে, তত দিন আমাদের বিপিতাই আমাদের সম্পত্তির দেখাশোনা করবেন। বিয়ের পর আমরা নিজের নিজের ভাগ পেয়ে যাব। ইংল্যান্ডে ফিরে আসবার অল্প কিছু দিন পরে ক্রু স্টেশনের কাছে এক দুর্ঘটনায় আমাদের মা মারা যান। এই ঘটনার পরই আমাদের বিপিতা লন্ডন শহরের বাস তুলে দিয়ে আমাদের নিয়ে স্টোক মোরানের বাড়িতে চলে যান। আমাদের মায়ের যে টাকাপয়সা ছিল তাতেই আমাদের খুব ভাল ভাবে চলে যেত।

"আমাদের মায়ের মৃত্যুর পরে আমাদের বিপিতার স্বভাব হঠাৎ খুব পালটে যেতে শুরু করল। আমরা স্টোক মোরানে ফিরে যাওয়ায় ওখানকার বাসিন্দারা খুবই খুশি হন। তাঁদের

BanglaBook.org

খুশি হবার কারণ এই যে, অনেক দিন পর একজন রয়লট বংশের লোক আবার গ্রামে ফিরে এসেছে। কিন্তু আমাদের বিপিতা স্থানীয় অধিবাসীদের এই মনোভাব মোটেই ভাল চোখে দেখেন না। তিনি কারও সঙ্গে মেলামেশা করা পছন্দ করেন না। গ্রামের লোকেদের সঙ্গে বচসা ছাড়া তিনি বাক্যালাপ করেন না। রয়লট বংশের লোকেরা এমনিতেই রাগী বলে কুখ্যাত। কিন্তু আমার বিপিতার বেলায় এই বদমেজাজ আর রাগ প্রায় পাগলামিতে ঠেকেছে। আমার নিজের মনে হয়, অনেক দিন গরম দেশে কাটানোর ফলেই তাঁর স্বভাব এমন হয়ে গেছে। স্টোক মোরানের অধিবাসীদের সঙ্গে ওঁর ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। দু'-চার বার তো ব্যাপার এতদূর এগিয়েছে যে, পুলিশ পর্যন্ত এসেছে। এর ফলে এখন এমন হয়েছে, গ্রামের লোকেরা তাঁকে রীতিমতো ভয় করে। তাঁকে আসতে দেখলেই পালাতে থাকে। একে তো ডঃ রয়লট দারুণ বদমেজাজি, তার ওপরে তাঁর গায়ের জোরও অসম্ভব।

"গত সপ্তাহে উনি একজন ছুতোর মিস্ত্রিকে বাড়ির ছাদ থেকে ছুড়ে নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন। আমার হাতে যা টাকাপয়সা ছিল, সব তাকে দিয়ে কোনও রকমে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিই। গ্রামের লোকেদের কানে কথাটা গেলে খুব মুশকিল হত। ওঁর এমনি কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। তবে বেদেদের সঙ্গে ওঁর খুব ভাব। আমাদের ওদিকে বেদের দল প্রায়ই আসে। বেদের দল এলে তিনি তাদের আমাদের বাগানে থাকতে দেন। উনি অনেক সময় ওদের তাঁবুতে থাকেন। আবার কখনও কখনও কাউকে কিছু না জানিয়ে ওদের সঙ্গে কোথায় চলে যান। ওঁর খুব জীবজন্তু পোষার শখ। তবে সাধারণ জীবজন্তু নয়, ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে আসা অদ্ভুত সব জন্তু। আমাদের বাড়িতে একটা চিতা আর একটা বেবুন আছে। ওগুলো সব সময়ে বাগানে ছাড়া থাকে। ওই অঞ্চলের লোকেরা আমাদের বিপিতা আর ওঁর পোষা জন্তুদের মধ্যে কাকে বেশি ভয় করে বলা শক্ত।

"আমার কথা থেকে বুঝতে পারছেন যে, আমার আর আমার বোন জুলিয়ার জীবন কী রকম। আমাদের জীবনে কোনও আনন্দ, কোনও বৈচিত্র্য নেই। আমাদের বাড়িতে চাকরবাকর টেঁকে না। সংসারের বেশির ভাগ কাজই নিজেদের করে নিতে হয়। জুলিয়া যখন মারা যায়, তখন তার বয়স তিরিশও হয়নি। অথচ তার মাথার সব চুল একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল।"

"আপনার বোন কি মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ, ঠিক দু'বছর আগে সে মারা যায়। তার মৃত্যুর সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতেই আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনি বুঝেছেন নিশ্চয়ই যে, আমরা কী রকম বন্দির মতো থাকি। বাইরের কারও সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ আমাদের নেই। হ্যারোতে আমাদের এক মাসি থাকেন। আমাদের মায়ের আপন বোন। বিয়ে-থা করেননি। নাম মিস হনোরিয়া ওয়েস্টফেল। আমরা ন'মাসে-ছ'মাসে মাসিরবাড়ি বেড়াতে যাই। বছর দু'য়েক আগে বড়দিনের সময় আমরা মাসিরবাড়িতে ছিলাম। তখন আমার মাসি জুলিয়ার সঙ্গে ওই অঞ্চলের বাসিন্দা এক নৌসেনাবাহিনীর মেজরের বিয়ের সম্বন্ধ করেন। জুলিয়াকে ভদ্রলোকের বেশ পছন্দ হয়েছিল। আমাদেরও ভদ্রলোককে ভাল লেগেছিল।

"মাসিরবাড়ি থেকে ফিরে আমি আমাদের বিপিতাকে সব খুলে বলি। তিনি সব কথা শুনে বেশ খুশি হয়েই এই বিয়েতে মত দেন। বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের

BanglaBook.org

ঠিক পনেরো দিন আগে এমন এক দুর্ঘটনা ঘটে, যার ফলে আমি আমার বোন, আমার একমাত্র নিজের লোককে চিরকালের জন্যে হারাই।"

শার্লক হোমস এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপচাপ আরামকেদারায় গা এলিয়ে বসেছিল। চোখদুটো একটু ফাঁক করে আমাদের মক্কেলকে লক্ষ্য করে এবারে সে বলল, "ঠিক যা যা ঘটেছে, সব আমাকে খুলে বলুন। অপ্রয়োজনীয় মনে করে কোনও কথাই বাদ দেবেন না, শুধু এইটুকু আমার অনুরোধ।"

হেলেন স্টোনার বললেন, "না না, কোনও কথাই আমি বাদ দেব না।"

"বেশ, তা হলে আপনার বোনের মৃত্যুর ব্যাপারটা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে সব বলুন। যা যা ঘটেছিল, সবই আমি শুনতে চাই।"

"তখন যা যা ঘটেছিল, তা সবই আমি আপনাকে ঠিক ভাবে বলতে পারব। সেই নিদারুণ ঘটনা আমার মনে দাগ কেটে বসে গেছে। আগেই বলেছি যে, আমাদের বাড়িটা খুবই পুরনো। বড় বাড়ির একটা দিকে আমরা থাকি, অন্য দিকটা এমনি পড়ে থাকে। আমরা যে অংশে থাকি তার একদিকে পর পর তিনটে ঘর। ঘরগুলোর পিছনে বাগান। বাগানের দিকে জানলা। ঘরগুলোর সামনের দিকে একটা বারান্দা। বারান্দার আর এক দিকে বসবার ঘর। এই ঘরগুলোর প্রথমটায় থাকেন আমাদের বিপিতা। মাঝেরটায় থাকত জুলিয়া। শেষেরটায় থাকি আমি। এই ঘরগুলোর ভেতরে কোনও দরজা নেই, যাতে করে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়া যায়। আমি কি আপনাকে কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি, মিঃ হোমস?"

"খুব চমৎকার ভাবে গুছিয়ে বলেছেন।"

"আগেই বলেছি যে, ঘরগুলোর জানলা সবই বাগানের দিকে। সেই সাংঘাতিক কালরাত্রিতে যা ঘটেছিল এবার সেই কথায় আসি। আমাদের বিপিতা সেদিন অন্য দিনের চেয়ে একটু আগেই শুয়ে পড়েছিলেন। তবে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়েননি, জেগেই আছেন। তাঁর ঘর থেকে খুব কড়া ভারতীয় তামাকের গন্ধ বের হচ্ছিল। আমার বোন তামাকের ওই রকম কড়া গন্ধ মোটেই সহ্য করতে পারত না। তাই সে আমার ঘরে এসে বসেছিল। আমরা দু'জনে বিয়ের জোগাড়যন্ত্র নিয়ে কথা কইছিলাম। ঘড়িতে এগারোটা বেজেছে দেখে জুলিয়া উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, 'আচ্ছা হেলেন, রাত্তিরবেলায় তুমি কি কোনও শিসের শব্দ শুনেছ?'

"'না তো।'

"'তুমি নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোরে শিস দাও না?'

"'মোটেই নয়। কিন্তু হঠাৎ শিস দেবার কথা বলছ কেন?'

"'বলছি এই জন্যে যে, গত কয়েক রাত্তিরে ঠিক তিনটে নাগাদ আমি পরিষ্কার অথচ চাপা শিস শুনেছি। তুমি জানো যে, আমার ঘুম খুব পাতলা। শিসের শব্দ কানে গেলেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঠিক কোথা থেকে যে শব্দটা আসে, বুঝতে পারি না। একবার মনে হয় পাশের কোনও ঘর থেকে আসছে, আবার মনে হয় যে, বাগান থেকে আসছে। তাই ভাবলাম তোমাকে জিজ্ঞেস করে দেখি তুমিও ও রকম কোনও শিসের শব্দ শুনেছ কিনা।'

"'না আমি শুনিনি। মনে হয় ওই হতচ্ছাড়া বেদেগুলোর কাণ্ড।'

BanglaBook.org

"'তাই হবে। তবে শব্দটা যদি বাইরের বাগান থেকেই আসে, তবে তোমারও শুনতে পাওয়া উচিত ছিল। তুমি শুনতে পাচ্ছ না কেন?'

"'সোজা ব্যাপার। আমার ঘুম গাঢ়, চট করে ভাঙে না।'

"'ঠিকই বলেছ। যাই হোক, এটা এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়।' মুচকি হেসে জুলিয়া চলে গেল। একটু পরেই শুনলাম জুলিয়া ঘরের খিল লাগিয়ে দিল।"

"আচ্ছা! আপনারা কী বরাবর ঘরের খিল লাগিয়ে শুতে যান?" হোমস প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, বরাবর।"

"কেন?"

"আপনাকে যে আগে বললাম, আমাদের বিপিতার পোষা একটা চিতা আর একটা বেবুন আছে। সেগুলো রাত্তিরে ছাড়া থাকে। তাই রাত্তিরবেলায় ঘরের দরজা ভেতর থেকে খিল না দিলে আমরা নিশ্চিন্তে শুতে পারি না।"

"ঠিক কথা। তারপর কী হল বলুন।"

"সেই রাত্তিরে আমার ভাল ঘুম হল না। মনের মধ্যে কেমন একটা অজানা আশঙ্কা ভর করল। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই যে, আমি বলেছিলাম আমরা যমজ। আপনি তো জানেন যে, যমজদের মধ্যে মনের টান খুব বেশি হয়। সেই রাত্তিরে ভীষণ দুর্যোগ চলছিল। তুমুল বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া জানলার শার্সিতে বার বার আছড়ে পড়ছিল। হঠাৎ হাওয়ার গোঙানি আর বৃষ্টির ঝরঝর শব্দকে ছাপিয়ে আমার কানে এল এক মেয়েলি কণ্ঠের প্রাণফাটা তীব্র চিৎকার। শুনেই বুঝলাম, আমার বোনের গলা। আমি লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। একটা গরম চাদর কোনও রকমে জড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে বারান্দায় পা দিতেই স্পষ্ট একটা শিসের শব্দ শুনতে পেলাম। ঠিক যে রকম শিসের কথা জুলিয়া বলেছিল। তার একটু পরেই ঝনঝন শব্দ শুনলাম, মনে হল ধাতু দিয়ে গড়া কোনও জিনিস পড়ল। আমি ছুটে আমার বোনের ঘরের কাছে যখন গেলাম, তখন দেখলাম, ঘরের দরজা খোলা। দরজার একটা পাল্লা হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে। আমার মনে হচ্ছিল আমার বোনের ঘর থেকে সাংঘাতিক একটা কোনও কিছু বোধহয় বেরিয়ে আসবে। বারান্দা থেকে যেটুকু আলো দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে গিয়ে পড়ছিল, তাতে দেখলাম আমার বোন মাতালের মতো হাত নাড়তে নাড়তে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। ভয়ে তার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল। আমি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। আর তখনই সে ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেল। মনে হল তার পায়ে যেন বল নেই। মাটিতে পড়ে সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। তার শরীর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল। প্রথমে আমার মনে হল যে, সে আমাকে চিনতেই পারেনি। তাই আমি হেঁট হয়ে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতে ও বলে উঠল, 'ও ভগবান! হেলেন, হেলেন, একটা ফেট্টি। বুটিদার ফেট্টি।' এ ছাড়াও হয়তো ও আর কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। যন্ত্রণায় ও তখন কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছিল। জুলিয়া কোনও রকমে আমার বিপিতার ঘরের দিকে দেখাল। আমি ছুটে ডাক্তারের ঘরের দিকে গেলাম। ডাক্তার পরে ড্রেসিং গাউন চাপাতে চাপাতে বেরিয়ে এলেন। যখন তাঁকে নিয়ে জুলিয়ার ঘরে এলাম, তখন তার জ্ঞান ছিল না। আমার বিপিতা তাকে ব্র্যান্ডি খাইয়ে চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেন। তখন ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হল। কিন্তু

BanglaBook.org

কিছুতেই কিছু হল না। জুলিয়া আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ল। সে আর জাগল না। এই ভাবে আমার বোনটি মারা গেল।"

শার্লক হোমস বলে উঠল, "ওই শিসের শব্দ আর ঝনঝনানি শুনতে আপনার ভুল হয়নি তো? আপনি আদালতে শপথ করে বলতে পারবেন তো?"

"এ কথা ওখানকার করোনারও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি ঠিকই শুনেছি। তবে সেই ঝড়জলের মধ্যে আর আমাদের পুরনো বাড়ির নানা রকমের শব্দের মধ্যে আমার ভুলও হয়ে থাকতে পারে।"

"আচ্ছা, আপনার বোন কি বাইরে বেরোবার জামাকাপড় পরেছিলেন?"

"না। এমনি শোবার পোশাক পরেছিল। ওর ডান হাতের মুঠোয় ছিল একটা পোড়া দেশলাই কাঠি, আর বাঁ হাতের মুঠোয় একটা দেশলাই বাক্স।"

"বোঝাই যাচ্ছে যে, বিপদের আঁচ পেয়ে তিনি দেশলাই জ্বেলে ঘরের চারদিক দেখছিলেন। এটা একটা মস্ত বড় সূত্র। আচ্ছা, সব দেখেশুনে করোনার কী ঠিক করলেন?"

"আমাদের বিপিতাকে স্থানীয় লোকেরা একদম পছন্দ করে না। তাই করোনার ভদ্রলোক এই ব্যাপারে খুব খুঁটিয়ে তদন্ত করেছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও জুলিয়ার মৃত্যুর কোনও কারণ বা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। আমার সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হল যে, জুলিয়ার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ঘরের জানলার পাল্লা বেশ মজবুত আর জানলার পাটি দুটো ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া ছিল শক্ত করে। ঘরের মেঝে দেওয়াল সব ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করা হল। নিরেট শক্ত। কোথাও এতটুকু ফাঁকফোকর নেই। ঘরের চিমনিটা অবশ্য বেশ বড় আকারের। কিন্তু সেটার ভেতর শক্ত লোহার পাত এমন আড়াআড়ি ভাবে বসানো যে, সেটা দিয়ে ঢোকা বা বেরোনো কোনও লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এ কথা ঠিকই যে, যে ভাবেই আমার বোনের মৃত্যু হোক না কেন, ঘরে সে একলাই ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, তার শরীরে কোনও আঘাত বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি।"

"তাকে তো বিষ দিয়ে মারা হয়ে থাকতে পারে?"

"ডাক্তারেরা সে পরীক্ষাও করে ছিলেন। কিন্তু কোনও প্রমাণ পাননি।"

"আপনার বোনের মৃত্যুর সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?"

"আমার মনে হয়, বেচারা স্রেফ ভয় পেয়েই মারা যায়। তবে কেন যে সে ও রকম সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল, তা অবশ্য আমি বলতে পারব না।"

"তখন আপনাদের বাগানে কি বেদেরা ছিল?"

"হ্যাঁ, ছিল। সব সময়ই একটা-না-একটা দল থাকে।"

"তাই নাকি? আচ্ছা, মারা যাবার ঠিক আগে আপনার বোন যে ফেট্টি, বুটিদার ফেট্টির কথা বলেছিলেন, সেটা আপনি কী ভাবে ব্যাখ্যা করবেন?"

"এক এক বার মনে হয় যে, সে যন্ত্রণার ঘোরে ভুল বকছিল। আবার এক এক সময়ে মনে হয় যে, সে কোনও লোক বা দলের কথা বোঝাতে চেয়েছিল। হয়তো সে সময় আমাদের বাগানে যে-বেদের দল ছিল, তাদেরই ও বোঝাতে চেয়েছিল। আমি জানি না বেদের দলের কেউ কেউ যে মাথায় বুটিদার রঙিন রুমাল বাঁধে, সেই কথাই ও অদ্ভুত উপমা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল কি না।"

BanglaBook.org

শার্লক হোমস মাথা নাড়ল। তার মাথা নাড়ার ধরন দেখে আমি বুঝলাম যে, ওই ব্যাখ্যায় সে মোটেই খুশি হয়নি।

হোমস বলল, "হুঁ, এ দেখছি গভীর জল। যাক, এখন আপনি আপনার কথা বলুন।"

"ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর দুটো বছর কেটে গেছে। আমি আগের চেয়ে এখন আরও একলা হয়ে গেছি। মাসখানেক আগে আমার নিজের বাবার এক বন্ধু তাঁর ছেলে পার্সি আর্মিটাজের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। মাস দুয়েক পরে আমাদের বিয়ে হবার কথা। আমার বিপিতা এই বিয়েতে মত দিয়েছেন। দিনদুয়েক হল আমাদের বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ হচ্ছে। বাড়ির পশ্চিম অংশটা মেরামত হচ্ছে। সারাবার সময় মিস্ত্রিরা অসাবধানে আমার ঘরের দেওয়ালে একটা ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। সেই জন্যে আমাকে আমার বোনের ঘরে থাকতে হচ্ছে। যে খাটে, যে বিছানায় সে শুত, সেই খাটে সেই বিছানায় আমাকে শুতে হচ্ছে। একবার ভাবুন আমার মনের কী অবস্থা হল, যখন কাল রাত্রে বিছানায় শোবার পর ঘুম আসছিল না বলে আমার বোনের কথা ভাবতে ভাবতে আমার কানে এল যেন কেউ চাপা গলায় শিস দিচ্ছে। রাত্তিরবেলা চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি স্পষ্ট শিসের শব্দ শুনলাম। আমি এক লাফে খাট থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ঘরের আলো জ্বাললাম। সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কাউকে দেখতে পেলাম না। আমার এত ভয় হল যে, আর শুতে পারলাম না। সারা রাত জেগে কাটিয়ে দিলাম, তারপর ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে কোনও রকমে তৈরি হয়ে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর 'ক্রাউন ইন' পর্যন্ত হেঁটে এসে একটা গাড়ি ভাড়া করে এলাম লেদার হেডে। তারপর সেখান থেকে এই সাতসকালে আপনার কাছে এসে হাজির হয়েছি, আপনার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলে আপনার পরামর্শ নিতে।"

"আপনি ঠিক কাজই করেছেন। তবে আপনি কি সব কথা খুলে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, সব কথাই বলেছি।"

"না, মিস স্টোনার, আপনি সব কথা বলেননি। আপনি আপনার বিপিতাকে বাঁচিয়ে কথা বলছেন।"

"মানে? আপনি কী বলছেন?"

মিস স্টোনারের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে তার জামার হাতাটা হোমস একটু সরিয়ে দিল। ভদ্রমহিলার ফরসা হাতের কবজির কাছে কালশিটে পড়ে পাঁচ আঙুলের দাগ হয়ে গেছে।

"আপনার ওপর অত্যাচার তো দেখছি কম হয় না," হোমস বলল।

লজ্জায় ভদ্রমহিলার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর কবজিটা চাপা দিয়ে দিলেন। "আমার বিপিতা খুব কড়া ধাতের মানুষ। অনেক সময়ে তার গায়ের জোর যে কী ভীষণ সে কথাটা খেয়াল থাকে না।"

এরপর আর কেউ কোনও কথা বলল না। হোমস ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর হোমস বলল, "খুব ঘোরালো ব্যাপার। আমরা কোন পথে কী ভাবে তদন্ত শুরু করব, তা ঠিক করবার আগে অনেকগুলো ছোটখাটো খবর আমাকে জোগাড় করতে হবে। অথচ মুশকিল হল, আমাদের হাতে সময় একদম

BanglaBook.org

নেই।...ভাল কথা, আজ কোনও এক সময়ে যদি স্টোক মোরানে যাই, আপনার বিপিতাকে না জানিয়ে আপনাদের বাড়িটা কি ঘুরে দেখা সম্ভব হতে পারে?"

"হ্যাঁ, হবে। এটা সৌভাগ্যই বলতে পারেন। আজ ওঁর লন্ডনে কী সব কাজ আছে। কাজ সারতে গোটা দিনটাই লাগবে। তাই আজকে যদি আপনারা স্টোক মোরানে আসেন তো আমাদের বাড়ি ঘুরে দেখতে আপনাদের অসুবিধে হবে না। আমাদের বাড়িতে একজন কাজের লোক আছে। সে চব্বিশ ঘণ্টাই থাকে। কিন্তু সে ভয়ানক বোকা। আর তার বয়স হয়েছে অনেক। তাকে আমি চালাকি করে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারব।"

"বাহ্। ওয়াটসন, তোমার ঘুরে আসতে আপত্তি নেই তো?"

"মোটেই না।"

"বেশ। ওই কথাই রইল। আমরা দু'জনেই যাব।...আপনি এখন কী করবেন?"

"লন্ডনে যখন এসে পড়েছি, দু'-একটা কাজ সেরে যাব। আমি ঠিক বারোটার গাড়িতে ফিরব। তা হলে আপনাদের যাবার আগেই বাড়ি পৌঁছে যাব।"

"আমরা দুপুরের একটু পরেই পৌঁছোব। ইতিমধ্যে আমাকেও দু'-একটা খুঁটিনাটি কাজ সেরে নিতে হবে।...আপনি কি আমাদের সঙ্গে প্রাতরাশ সারবেন?"

"ধন্যবাদ। আজ নয়। আমাকে এখন উঠতে হবে। আপনাকে আমার কথা সব খুলে বলতে পেরে মনটা ভীষণ হালকা লাগছে। খুব চাঙ্গা লাগছে নিজেকে। এখন তা হলে চলি। দুপুরবেলায় আবার আমাদের দেখা হবে।"

মুখের ওপর ওড়না চাপা দিয়ে ভদ্রমহিলা বেশ খুশি খুশি ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভদ্রমহিলা চলে যাবার পর হোমস তার আরামকেদারায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে আমাকে বলল, "তারপর ওয়াটসন, সব কথাই তো শুনলে। এখন তোমার কী মনে হয় বলো শুনি।"

"ব্যাপার যে বেশ জটিল আর মারাত্মক, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই নেই।"

"হ্যাঁ, খুবই জটিল আর সাংঘাতিক রকমের মারাত্মক।"

BanglaBook.org

"কিন্তু ভদ্রমহিলা যা বললেন, তা যদি সত্যি হয়, মানে ঘরের মেঝে, দেওয়াল, জানলা, চিমনির নল দিয়ে কারও পক্ষে ঢোকা বা বেরোনো যদি সত্যিই অসম্ভব হয়, তা হলে এ কথা তো অস্বীকার করা চলে না যে, ভদ্রমহিলার বোনের মৃত্যুর সময় তিনি একাই ঘরে ছিলেন।"

"তা হলে রাত্তিরে ওই শিসের শব্দটা কী? আর মারা যাবার আগে ভদ্রমহিলা যে অদ্ভুত কথাগুলো বললেন, তারই বা মানে কী?"

"বলতে পারব না।"

"শোনো, রাত্তিরবেলায় শিসের শব্দ, কাছাকাছি বেদের আস্তানা, ডাক্তারের সঙ্গে তাদের মেলামেশা, তার ওপর এই ভদ্রমহিলাদের বিয়ে না হওয়ায় ডাক্তারের স্বার্থ, মারা যাবার আগে ভদ্রমহিলার ওই অস্বাভাবিক উক্তি, মিস স্টোনারের ধাতু দিয়ে তৈরি কোনও-কিছু পড়ার ঝনঝন শব্দ শোনা, যেটা কোনও লোহার ভারী পাতকে সরিয়ে আবার ঠিক জায়গায় ফেলে দেবার শব্দ হওয়াই সম্ভব—এই সব সূত্রকে এক করলে মনে হয় না কি যে, এই পথ ধরে এগিয়ে গেলে সমস্যার সমাধান হবে?"

"তা হলে এই ব্যাপারে বেদেরা কতখানি জড়িয়ে আছে বলে মনে করছ?"

"আমি জানি না।"

"না, হোমস, তোমার এই থিয়োরিতে অনেক ফাঁক আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।"

"আমারও মনে হচ্ছে। আর ঠিক এই কারণেই আমি আজই স্টোক মোরানে যেতে চাইছি। ওখানে গিয়ে আমি দেখতে চাই যে, এই ফাঁকগুলো কতখানি গুরুতর, অথবা এই ফাঁকগুলোকে অন্য কোনও ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা।...আরে, এটা আবার কী হল?"

হোমস শেষ কথা ক'টা বলল এক অদ্ভুত পোশাক-পরা ভদ্রলোককে লক্ষ করে। বিরাট দৈত্যের মতো চেহারার এই লোকটি আমাদের কোনও রকম জিজ্ঞেস না করেই দড়াম করে এক ধাক্কায় দরজা খুলে আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ভদ্রলোক ডাক্তার আর কৃষিজীবী দু' ধরনের লোকের পরিচ্ছদ মিলিয়ে একটা খিচুড়ি টাইপের পোশাক পরেছেন। মাথায় কালো লম্বা টুপি। গায়ে লম্বা ফ্রককোট, পায়ে গেটার। হাতে একটা বেশ মজবুত চাবুক। ভদ্রলোক চাবুকটা অল্প অল্প দোলাতে লাগলেন। ভদ্রলোক এত লম্বা যে, তাঁর টুপিটা দরজার কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে ঠেকে গিয়েছিল। আর তাঁর বুকের ছাতি প্রায় আমাদের ঘরের দরজার সমান চওড়া। শরীরের তুলনায় ভদ্রলোকের মুখটা বড়। মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়ে ভাঁজ পড়েছে। গায়ের রং রোদে-পোড়া। ভদ্রলোক বেশ রাগ রাগ মুখ করে আমাদের দেখছিলেন। ওঁর চোখ দুটো ভেতর দিকে ঢোকানো, চোখের রং হলুদ। নাকটা বেশ চোখা। ওঁকে দেখে, কী জানি কেন, আমার শিকারি পাখির কথা মনে হল।

সেই বদখত ধরনের লোকটি বললেন, "আপনাদের মধ্যে কার নাম হোমস?"

যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব করে হোমস বলল, "আমার নাম। আপনার নামটি জানতে পারলে সুখী হই।"

"আমি ডঃ গ্রিমসবি রয়লট, স্টোক মোরানে থাকি।"

খুব আপ্যায়নের ভঙ্গিতে হোমস বলল, "ওহো, তাই নাকি। ডাক্তার, আপনি বসুন।"

"না, আমি বসতে আসিনি। আমার একটি আত্মীয়া আপনার কাছে এসেছিল। তাকে আমি এখানে আসতে দেখেছি। সে আপনাকে কী বলছিল?"

BanglaBook.org

হোমস বলল, "ডাক্তার, দেখছেন, অন্য বছরের তুলনায় এবার এখনও বেশ ঠান্ডা রয়েছে।"

ভদ্রলোক গর্জে উঠলেন, "সে আপনাকে কী বলছিল?"

একটুও বিচলিত না হয়ে হোমস বলল, "তবে সবাই বলছে, ক্রকাসের পক্ষে এ ঠান্ডা ভাবটা খুব ভাল।"

"ও, আমার কথার জবাব দেবেন না? আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে?" হোমসের দিকে দু'-চার পা তেড়ে এসে ডাক্তার রয়লট বললেন, "আপনাকে আমি চিনি। আপনার কথা আমার কানে এসেছে। আপনার স্বভাব হচ্ছে সব ব্যাপারে নাক গলানো।"

হোমস অমায়িক ভাবে হাসল।

"আপনি হচ্ছেন গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হোমস।"

হোমসের মুখে হাসি আর ধরে না।

"আপনি হচ্ছেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দালাল।"

হাসতে হাসতে হোমস আর একটু হলে চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। "ওহ্, আপনি দেখছি দারুণ মজার মজার কথা বলতে পারেন। বেরিয়ে যাবার সময় কিন্তু মনে করে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবেন, খুব হাওয়া আসছে।"

"আমার যা বলবার তা বলা হলেই আমি চলে যাব। আমার ব্যাপারে খবরদার নাক গলাবেন না। আমি জানি, মিস স্টোনার এখানে এসেছিল। তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। আমি কিন্তু সোজা লোক নই। আমাকে চটাবেন না। দেখুন তবে—" বলেই ভদ্রলোক চোখের পলকের মধ্যে ফায়ারপ্লেসের আগুন খোঁচাবার লোহার ডান্ডাটা তুলে নিয়ে স্রেফ হাতের চাপে দুমড়ে দিলেন।

"আমার হাতের নাগালের বাইরে থাকবেন।" ডান্ডাটা ফায়ারপ্লেসের দিকে ছুড়ে দিয়ে ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হোমস হাসতে হাসতে বলল, "ভদ্রলোককে বেশ মিশুকে বলে মনে হল। আমি অবশ্য ওঁর মতো ষণ্ডামার্কা নই। তবে একটু দাঁড়ালে দেখতে পেতেন যে, আমার কব্জির জোরও ওঁর চেয়ে কম নয়।" লোহার ডান্ডাটা তুলে নিয়ে এক হেঁচকা টানে হোমস সেটাকে সোজা করে ফেলল।

"ওঁর আস্পর্ধার কথাটা একবার ভাবো। আমাকে কিনা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দালাল বলা। এই কথাটার জন্যেই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবার উৎসাহ আমার বেড়ে গেল। মিস স্টোনার আমাদের কাছে আসাটা গোপন রাখতে পারেননি দেখছি। ওই জন্যে ওই জংলি পাষণ্ডটা ওঁর ওপর না জানি অত্যাচার করে।...এসো ওয়াটসন, আগে খাওয়াদাওয়ার পাটটা সাঙ্গ করা যাক। তারপর আমি একবার 'ডক্টরস কমন্সে' যাব। সেখানে হয়তো এমন কিছু খবর পেতে পারি, যাতে তদন্ত করাটা সহজ হবে।"

শার্লক হোমস বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। আমার হাতে কোনও কাজ নেই। সুতরাং বসে বসে ভাবতে লাগলাম এই অসহায়া মহিলার কথা। যতই ভাবি, ততই মনখারাপ হয়ে যায়। এরই মধ্যে শার্লক হোমস তার কাজ সেরে বাড়ি ফিরল। তখন একটা বেজে গেছে। তার হাতে একটা নীল রঙের কাগজ। কাগজটার দু' পিঠেই নানা রকম সংখ্যা আর 'নোটস' করা। সেসব সংখ্যা আর নোটসের কোনও অর্থ আমার বোধগম্য হল না।

BanglaBook.org

হোমস বলল, "আমি সেই ভদ্রমহিলার উইলটা পড়লাম। তারপর হিসেব করে দেখলাম যে, ভদ্রমহিলা যখন মারা যান, তখন তাঁর সম্পত্তির মোট দাম ছিল ১১০০ পাউন্ড। এখন অবশ্য চাষের জমির বাজারদর পড়ে গেছে বলে ওই সম্পত্তির দাম দাঁড়িয়েছে এই ধরো ৭৫০ পাউন্ডের মতো। উইলের শর্ত অনুযায়ী সম্পত্তি তিন ভাগ হবে। তা হলে বিয়ের পর প্রত্যেক মেয়ে পাবে ২৫০ পাউন্ড আর ডাক্তারের ভাগে পড়বে ২৫০ পাউন্ড। ২৫০ পাউন্ড মানে কিছুই নয়। যাকে বলে চটকস্য মাংস। যদি একজনও বিয়ে করে, তা হলেই ভদ্রলোক অসুবিধেয় পড়বেন। দু'জন করলে তো কথাই নেই।...যাক, আমার পরিশ্রমটা বৃথা যায়নি। অন্তত এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, মেয়ে দু'টির বিয়ে না হলে ভদ্রলোকেরই লাভ হবে। বুঝলে ওয়াটসন, ব্যাপারটা ক্রমেই খুব ঘোরালো আর বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। নাহ্, এ নিয়ে আলোচনার আর একদম সময় নেই। তার ওপর ভদ্রলোক টের পেয়ে গেছেন যে, এ ব্যাপারে আমরা নাক গলাতে শুরু করেছি। তাই তুমি তৈরি হলেই আমরা একটা গাড়ি ধরে ওয়াটারলু স্টেশনের দিকে এগোতে পারি। ভাল কথা, তোমার রিভলভারটা সঙ্গে নিতে ভুলো না। যে-লোক লোহার ডান্ডাকে অক্লেশে বেঁকিয়ে দিতে পারে তাকে শায়েস্তা করতে 'এলি' কোম্পানির দু' নম্বরের চাইতে ভাল ওষুধ আর কিছু নেই।"

আমরা যখন ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছোলাম, তখনই লেদারহেডে যাবার একটা ট্রেন ছাড়ছিল। আমরা সেটাতে উঠে পড়লাম। তারপর লেদারহেড স্টেশনে নেমে আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করলাম। আমাদের গাড়ি সারের চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলল। দিনটা বেশ সুন্দর। নীল আকাশে তুলোর মতো দু'-একটা সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছিল। চারদিক সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল। রাস্তার দু' ধারের গাছে গাছে দু'-একটা করে কচি পাতা বেরোতে শুরু করেছে। আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাব হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, চারদিকে বসন্তকাল আসি আসি করছে, অথচ আমরা এখন এমন একটা ঘটনার মোকাবিলা করতে চলেছি, যেটা অত্যন্ত বীভৎস আর নোংরা। বুকের ওপর দু'হাত জড়ো করে টুপিটা সামনের দিকে টেনে এনে চোখে চাপা দিয়ে আমার বন্ধু গাড়ির সামনের আসনে চুপ করে বসেছিল। বুঝলাম, সে গভীর ভাবে কোনও কিছু চিন্তা করছে। হঠাৎ সে নড়েচড়ে উঠে আমার কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে ঠেলা দিল।

"ওই দেখো।" হোমস বলল।

দেখলাম আমাদের সামনে বিশাল বিশাল গাছপালায় ভরতি এক বিরাট বাগান। বাগানের ভেতরে একটা বড় বাড়ির ছাদ আর দেওয়ালের অংশ গাছের সারি আর ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে।

আমাদের গাড়ির কোচোয়ানকে হোমস বলল, "এটা কি স্টোক মোরান?"

কোচোয়ান বলল, "হ্যাঁ। আর ওইটে ডঃ গ্রিমসবি রয়লটের বসতবাড়ি।"

"ওইখানে কিছু মেরামতির কাজ হচ্ছে। আমরা ওইখানেই যাব," হোমস বলল।

রাস্তার বাঁ দিকে মাঝে মাঝে ঘরবাড়ি নজরে পড়ছিল। সেগুলো দেখিয়ে কোচোয়ান বলল, "ওইদিকে গ্রাম। তবে আপনারা যদি ডঃ রয়লটের বাড়ি যেতে চান, এইখানে নেমে পড়ে মাঠ দিয়ে চলে যান। তাতে সুবিধে হবে, তাড়াতাড়িও হবে। ওই যে ওই ভদ্রমহিলা হেঁটে যাচ্ছেন।"

হোমস কপালে হাত ঠেকিয়ে আলো থেকে চোখ ঢেকে ভাল করে দেখে বলল, "আমার

BanglaBook.org

মনে হচ্ছে উনি মিস স্টোনার।...হ্যাঁ, তোমার কথামতো আমাদের এখানেই নেমে পড়ে হাঁটাপথে যাওয়াই ভাল।"

আমরা গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। আমাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি আবার উলটো মুখে লেদারহেডের দিকে চলল।

মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হোমস বলল, "ভালই হল যে, কোচোয়ান আমাদের ঠিকেদারের লোক বলে মনে করেছে। ও জানল, আমরা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি। তাই আমাদের এখানে আসা নিয়ে ও আর গাঁয়ের পাঁচজনের সঙ্গে গুলতানি করবে না।...গুড আফটারনুন মিস স্টোনার, দেখছেন তো আমাদের যা কথা তাই কাজ।"

আমাদের মক্কেল আমাদের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখ দেখেই বুঝলাম যে, আমরা আসায় তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। আমাদের শেকহ্যান্ড করতে করতে তিনি বললেন, "আপনারা আসবেন বলে আমি সেই কখন থেকে ছটফট করছি। সবকিছুই ঠিকঠাক করে রেখেছি। ডঃ রয়লট লন্ডন থেকে এখনও ফেরেননি, সন্ধের আগে ফিরবেন বলে মনে হচ্ছে না।"

"ডঃ রয়লটের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমাদের পরিচয় হয়েছে।" তারপর হোমস সকালবেলায় যা ঘটেছিল তা মিস স্টোনারকে বলল। হোমসের কথা শুনতে শুনতে মিস স্টোনারের মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেল।

"হায় ভগবান। উনি নির্ঘাত আমার পিছু পিছু গেছেন," মিস স্টোনার বললেন। আমার মনে হল যে, তিনি বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"ওহ, কী সাংঘাতিক ধূর্ত লোক। ওঁর হাত থেকে কী করে যে মুক্তি পাব তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না। ফিরে এসে কী করবেন কী বলবেন কে জানে!"

হোমস বলল, "দেখুন, এখন থেকে ওঁকেও একটু সমঝে চলতে হবে। শিগগিরই উনি টের পাবেন যে, এমন একজন লোকের খপ্পরে উনি পড়েছেন, যে ওঁর চাইতে ঢের ঢের ধুরন্ধর। যাই হোক, আজ রাত্তিরে আপনি কোনও ভাবেই ওঁর কাছে যাবেন না। যদি উনি আপনাকে মারধর করার চেষ্টা করেন তা আপনাকে আপনার মাসির কাছে হ্যারোতে পৌঁছে দেব। যাই হোক, এখন আমাদের হাতে যে অল্প সময় রয়েছে, সেটার সদব্যবহার করতে হবে। তাই চলুন, যে-ঘরগুলো দেখতে এসেছি আগে সেগুলো ভাল করে দেখে নিই।"

বাড়িটা পাথরের। বাইরেটা ছাই ছাই রঙের। কোথাও কোথাও দেওয়ালে শ্যাওলার ছোপ পড়ে গেছে। বাড়িটার মাঝখানটা উঁচু। দু' পাশে দুটো অংশ। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা অতিকায় কাঁকড়া দাড়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়িটার বাঁ দিকের অবস্থা শোচনীয়। জানলাটানলা সব ভেঙে পড়েছে। জানলাগুলো কাঠের পাটা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এক জায়গায় ছাদটা ধসে গেছে। বাড়ির মাঝখানটার অবস্থা ওই অংশের চেয়ে ভাল। সারানো হয়েছে। তবে ডান দিকটা দেখলেই মনে হয়, গোটা বাড়িটার চাইতে নতুন। চিমনি থেকে মাঝে মাঝে বেরোনো নীল ধোঁয়া দেখলেই বোঝা যায় যে, এদিকে লোকের বসবাস আছে। এই অংশের এক জায়গায় অবশ্য ভারা বাঁধা রয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় দেওয়ালের পলেস্তারা খসিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে তখন কোনও রাজমিস্ত্রিকে ওখানে বা ওর কাছাকাছি কাজ করতে দেখলাম না। হোমস খুব ধীরে ধীরে সেই অযত্নে রাখা অপরিচ্ছন্ন

BanglaBook.org

বাগানের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল। আর মাঝে মাঝে জানলার কাছে গিয়ে কী যেন দেখতে লাগল।

"মনে হয়, এই ঘরটা আপনার। তার পরেরটা আপনার বোনের। আর তারও পরেরটা ডাঃ রয়লটের। ডাক্তারের ঘরটা মনে হচ্ছে মূল বাড়ির লাগোয়া, তাই নয়?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে এখন আমি আমার বোনের ঘরটা ব্যবহার করছি।"

"হ্যাঁ, যত দিন না আপনার ঘরের মেরামতি শেষ হচ্ছে। তবে বাইরে থেকে দেখে তো মনে হচ্ছে না যে, দেওয়ালটা সারানোর কোনও দরকার আছে।"

"কোনও দরকার নেই। এ শুধু একটা ছুতো করে আমাকে আমার ঘর থেকে বের করে দেওয়া।"

"আহ-হা! এটা একটা ভাববার কথা বটে। আচ্ছা, এর উলটো দিকে বারান্দা, তাই তো? আর বারান্দা দিয়ে ওই ঘরগুলোয় ঢুকতে-বেরোতে হয়। আচ্ছা, বারান্দার দিকে কি জানলা আছে?"

"আছে। তবে সেগুলো খুবই ছোট। ওই জানলা দিয়ে কারও পক্ষেই ঢোকা বা বেরোনো সম্ভব নয়।"

"আপনারা তো ঘরের দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে থাকেন। তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে, ওই দিক দিয়ে কারও পক্ষে আপনাদের ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। আচ্ছা, আপনি একবার ঘরে গিয়ে জানলাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিন তো।"

মিস স্টোনার হোমসের কথামতো কাজ করলেন। হোমস জানলাটা নানা রকম ভাবে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে সেটাকে বহু ভাবে খোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু জানলার পাল্লা খোলা গেল না। খোলা যাবে কী করে? কোথাও এমন একটুও ফাঁক নেই, যেখান দিয়ে কোনও ছুরির ফলা ঢোকানো যেতে পারে। হোমস তার আতশকাচ দিয়ে জানলার কবজাগুলো দেখল। লোহার মোটা পাত দিয়ে তৈরি করা কবজাগুলো দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে সেঁটে বসানো।

"হুঁ।" গালে হাত বুলোতে বুলোতে হোমস বলল, "ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যে রকম ভেবেছিলাম সে রকম তো নয়। ভেতর থেকে বন্ধ থাকলে এ জানলা বাইরে থেকে খুলে ঘরের ভেতর ঢোকা তো অসম্ভব ব্যাপার?...চলো এখন ঘরের ভেতরটা দেখি, যদি কোনও রকম হদিস পাওয়া যায়।"

একটা ছোট দরজা দিয়ে আমরা বারান্দায় ঢুকলাম। বারান্দাটা চুনকাম করা। এই বারান্দা দিয়েই ঘরে ঢুকতে হয়। অন্য কোনও ঘরে না গিয়ে হোমস প্রথমেই মিস স্টোনার ঘরে গেল, যে ঘরে এখন মিস স্টোনার থাকছেন। এই ঘরেই তাঁর বোন জুলিয়া রহস্যময় ভাবে মারা পড়েছে। ঘরটা আকারে বেশ ছোট। নিচুও বটে। ঘরের মধ্যে একটা সাবেকি আমলের মস্ত বড় ফায়ারপ্লেস। এক কোণে একটা ছোট আলমারি। আর এক কোণে একটা একজনের শোবার মতো খাট। জানলার এক পাশে একটা ড্রেসিং টেবিল। আর দুটো বেতের চেয়ার। ঘরের আসবাব বলতে এই। ঘরের দেওয়ালে ওক কাঠের প্যানেল। প্যানেলের পালিশ চটে গেছে। কোথাও কোথাও পোকা লেগেছে। বুঝলাম বাড়িটা তৈরি হবার সময়েই ওই প্যানেল বসানো হয়েছিল। তারপর থেকে প্যানেলের আর রংটং হয়নি। হোমস চেয়ার টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। কিন্তু বুঝলাম যে, সে ঘরের প্রত্যেকটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখছে।

BanglaBook.org

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে হোমস বলল, "আচ্ছা, খাটের ধারে ওই দড়িটা কেন ঝোলানো রয়েছে?"

"এটা আমাদের ওই যে কাজের লোকটি আছে, তাকে ডাকবার জন্যে।"

"দেখে মনে হচ্ছে এটা খুব বেশি দিন লাগানো হয়নি।"

"না। এই বছর দুই হল লাগানো হয়েছে।"

"আপনার বোনের কথামতো লাগানো হয়েছিল নিশ্চয়?"

"না। আমি কখনও ওকে এটা বাজাতে শুনিনি। বা দেখিনি। নিজেদের কাজ আমরা নিজেরাই করে নিই।"

"তা হলে তো দেখছি এই সুন্দর ঘণ্টা-টানা দড়িটা নেহাত মিছিমিছি খাটানো হয়েছে। যাই হোক, এখন ঘরের মেঝেটা একবার দেখি।" কোথাও কোনও ফাঁকফোকর আছে কিনা দেখবার জন্যে হোমস চোখে আতশকাচ লাগিয়ে কখনও বা মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল, কখনও বা কচিছেলের মতো হামাগুড়ি দিতে লাগল। ঘরের মেঝে দেখে যখন সে সন্তুষ্ট হল, তখন ঘরের প্যানেলটা ভাল করে দেখল। সেটা দেখা হয়ে গেলে হোমস বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী যেন দেখল। তারপর সেই ঘণ্টা-টানা দড়িটা ধরে এক হেঁচকা টান দিল।

"কী কাণ্ড! এটা তো দেখছি ভুয়ো।"

"কেন, বাজছে না?"

"না। এটা কোনও ঘণ্টার তারের সঙ্গে লাগানো নেই। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার তো! এই তো এখান থেকে দেখুন, এটা ঘুলঘুলির সঙ্গে একটা আংটা দিয়ে বাঁধা।"

"এ আবার কী উদ্ভট কাণ্ড। এটা তো আগে লক্ষ করিনি," মিস স্টোনার বললেন।

"সত্যিই উদ্ভট," তারপর দড়িটা টানতে টানতে খানিকটা যেন নিজের মনেই হোমস বলল, "এই ঘরটার দু'-একটা বিশেষত্ব লক্ষ করবার মতো। যেমন এই ঘুলঘুলিটা। যে রাজমিস্ত্রি এটা করেছে, সে তো একদম আহাম্মক। লোকে ঘুলঘুলি করে হাওয়া-বাতাসের জন্যে। সেই জন্যে ঘুলঘুলিটা করা উচিত ছিল বারান্দার দিকে। কিন্তু বোকারাম তা না করে ঘুলঘুলির মুখটা করেছে আর একটা ঘরের দিকে।"

হোমসকে বাধা দিয়ে মিস স্টোনার বললেন, "এই ঘুলঘুলিটা কিন্তু পরে করানো হয়েছিল।"

"বোধহয় ওই ঘণ্টাটা লাগাবার সময়েই এই ঘুলঘুলিটা করা হয়েছিল।"

"হ্যাঁ। তখন বেশ কিছু টুকিটাকি মেরামতির কাজ আর অদলবদল করা হয়েছিল।"

"বেশ অভিনব অদলবদল। ভুয়ো ঘণ্টা-টানা দড়ি, এমন ঘুলঘুলি যা দিয়ে বাইরের হাওয়া ঢুকবে না।...মিস স্টোনার, যদি আপত্তি না করেন তো এখন আমরা অন্য ঘরগুলো দেখব।"

ডঃ রয়লটের ঘর অন্য ঘর দুটোর তুলনায় আকারে বড়। অন্য ঘরের মতো এ ঘরেও আসবাবপত্র কম। একটা ক্যাম্পখাট, একটা বই-ঠাসা কাঠের র‍্যাক। বইগুলো বেশির ভাগই বিজ্ঞানের বিষয়ে। খাটের পাশেই একটা আরামকেদারা। ঘরের অন্য আসবাব বলতে আর যা কিছু, তা হল দেওয়ালের ধারে রাখা একটা কাঠের চেয়ার, একটা গোল টেবিল, আর একটা বড় আয়রনসেফ। হোমস ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা জিনিস ভাল করে দেখল।

আয়রনসেফটার টোকা মেরে বলল, "এর মধ্যে কী আছে?"

BanglaBook.org

"ওঁর সব দরকারি কাগজপত্র।"

"ও। এর ভেতরটা আপনি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, অনেকদিন আগে একবার দেখেছিলাম। ভেতরটা কাগজপত্রে ভরতি।"

"আচ্ছা, এর মধ্যে বেড়ালটেড়াল নেই তো?"

"কী আশ্চর্য। সেফের মধ্যে বেড়াল থাকতে যাবে কেন?"

"তা হলে এটা কী?" সেফের ওপর থেকে হোমস একটা ডিশ পেড়ে দেখাল। ডিশটাতে দুধ রয়েছে।

"না, আমাদের পোষা বেড়াল নেই। তবে বাড়িতে একটা চিতা আর বেবুন আছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক কথা। চিতা যদিও আসলে বড় আকারের বেড়ালই বটে, তবু এই ছোট ডিশের সামান্য দুধটুকুতে ওর খিদে মিটবে কিনা বলা শক্ত।...তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে চাই।"

হোমস কাঠের চেয়ারটার সামনে উবু হয়ে বসে পড়ল। তারপর চেয়ারের বসার জায়গাটা আতশকাচ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। "যাক, ব্যাপারটার কিনারা হয়ে গেল," আতশকাচটা পকেটে পুরতে পুরতে হোমস বলে উঠল, "আরে, এটা আবার এখানে কেন?" যে-জিনিসটার ওপর হোমসের নজর পড়েছিল, সেটা আর কিছু নয়, কুকুরের গলার বকলসের সঙ্গে একটা দড়ি। দড়িটা খাটের একধারে ঝোলানো ছিল। দড়িটার একটা মুখ পাকিয়ে ফাঁসের মতো করা। প্রয়োজনে এটা চাবুক হিসেবে ব্যবহার করা চলবে।

"ওয়াটসন, এটা দেখে কী মনে হচ্ছে?"

"এটা যে কুকুরের গলায় আটকাবার একটা সাধারণ দড়ি সেটা বুঝেছি, কিন্তু এখানে এটা এ ভাবে রাখার কী মানে সেটা মাথায় ঢুকছে না।"

"বলেছ ঠিকই, জিনিসটা এখানে বেমানান।...ওহ, দেশটা বজ্জাতিতে ভরে গেছে। যখন বুদ্ধিমান লোক শয়তানির পথ ধরে, তখনই হয় মুশকিল। আমার যা দেখবার দেখা হয়ে গেছে। চলুন মিস স্টোনার, আমরা এখন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কথাবার্তা বলি।"

আমি এর আগে কখনও কোনও অবস্থায় হোমসকে এত গম্ভীর আর উদ্‌বিগ্ন হতে দেখিনি। তার চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারলাম, কোনও বিশেষ কারণে সে খুব বিচলিত আর চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হোমস কোনও কথা না বলে বাগানের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল। হোমসের গম্ভীর মুখ দেখে আমরা কেউ কোনও কথা বলতে সাহস করিনি।

হঠাৎ এক সময় নিস্তব্ধতা ভেঙে হোমস বলল, "মিস স্টোনার, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আপনাকে আমার পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে।"

"আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।"

"অত্যন্ত মারাত্মক পরিস্থিতি। একটু দোনামোনা করলে ভীষণ বিপদ হবে। আমার পরামর্শ শোনা বা না-শোনার ওপর আপনার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।"

"আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার সব কথা আমি শুনব।"

'প্রথম কথা হচ্ছে আজ রাত্রে আমি আর আমার বন্ধু আপনার ঘরে থাকব।"

আমি আর মিস স্টোনার অবাক হয়ে হোমসের দিকে তাকাতে হোমস বলল, "হ্যাঁ, এ

BanglaBook.org

ব্যবস্থাটা করতেই হবে। বলছি শুনুন। এখানে নিশ্চয় রাত কাটাবার মতো হোটেল আছে?"

"হ্যাঁ, ক্রাউন ইন্ বলে একটা আস্তানা আছে।"

"খুব ভাল। সেখান থেকে কি আপনার ঘরটা দেখা যায়?"

"হ্যাঁ, দেখা যায়।"

"বেশ। এবার ভাল করে শুনুন। আপনার বিপিতা ফিরে আসামাত্রই আপনি মাথা ধরার ছুতো করে আপনার ঘরে খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়বেন। তারপর যখন বুঝবেন যে আপনার বিপিতা শুয়ে পড়েছেন, তখন খুব সাবধানে আপনার ঘরের বাগানের দিকে জানলাটা খুলে সেখানে একটা মোমবাতি জ্বেলে বসিয়ে দিয়ে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আপনার নিজের ঘরে চলে যাবেন। সে ঘরে মিস্ত্রির কাজ চলছে বলে আপনার শুতে হয়তো একটু অসুবিধে হবে। কিন্তু এক রাত্তিরের জন্যে সে অসুবিধে মেনে নিতেই হবে। তবে সাবধান, সব ব্যাপারটা চুপিসারে করতে হবে, কেউ যেন টের না পায়।"

"ঠিক আছে। আমার ও ঘরে শুতে কোনও অসুবিধে হবে না।"

"ভাল কথা। বাকিটা আপনি আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।"

"আপনারা কী করবেন?"

"আজ রাতটা আপনার ঘরে থেকে, যে-শব্দের জন্যে আপনার ঘুম হয়নি তার কারণটা খুঁজে বের করব।"

হোমসের কোটের হাতটা চেপে ধরে মিস স্টোনার বললেন, "মিঃ হোমস, আমার মনে হচ্ছে আপনি যেন কিছু আঁচ করেছেন?"

"হয়তো করেছি।"

"তা হলে দয়া করে আমার বোনের মৃত্যুর কারণটা আমায় বলুন।"

"দেখুন, সব কথা খুলে বলবার আগে আমার আরও প্রমাণ চাই।"

"অন্তত এটুকু বলুন যে, তার মৃত্যুর সম্বন্ধে আমি যা ভেবেছি সেটা ঠিক কি না। জুলিয়া কি ভয় পেয়েই মারা পড়েনি?"

"আমি তা মনে করি না। আপনার বোন নিছক ভয় পেয়েই মারা পড়েননি। তাঁর মৃত্যুর পিছনে বাস্তব কারণ ছিল।...মিস স্টোনার, এখন আমরা আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব। ডঃ রয়লট যদি হঠাৎ এসে পড়ে দেখেন যে, আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলছি, তা হলে যে-জন্যে আমাদের আসা সেটাই ব্যর্থ হবে। এখন চলি। মনে ভরসা রাখুন। যে রকম বললাম, সেই মতো কাজ করলে আপনার সব বিপদ কেটে যাবে।"

মিস স্টোনারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সোজা এলাম ক্রাউন ইন-এ। সেখানে রাত কাটাবার উপযুক্ত একটা ঘর পাওয়া গেল। আমরা দোতলার ঘর নিলাম। আমাদের ঘরের জানলা দিয়ে মিস স্টোনারদের বাড়িটা পরিষ্কার দেখা যায়। সন্ধের একটু পরে দেখলাম যে, ডঃ গ্রিমসবি রয়লট একটা গাড়ি করে বাড়ি ফিরছেন। তাঁর দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার পাশে পুঁচকে কোচোয়ান ছোকরাকে বামনের মতো মনে হচ্ছিল। বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কোচোয়ান ছেলেটা লোহার গেট খুলতে গেল। বেচারা বোধহয় ভারী গেটটা খুলতে পারছিল না। আমরা দেখলাম ডাক্তার চিৎকার করে ছেলেটাকে কী সব বলছে আর ঘুসি পাকিয়ে শাসাচ্ছে। একটু পরেই গাড়িটা গেটের ভেতরে ঢুকে গেল। আর তার অল্পক্ষণ পরেই একটা ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

BanglaBook.org

আমরা ঘর অন্ধকার করে বসেছিলাম। "ওয়াটসন, আজ রাত্তিরে তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। বিপদের ঝুঁকি বড় বেশি।"

"আমি কি তোমাকে কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারব?"

"তুমি থাকলে আমার খুব সুবিধে হবে।"

"তা হলে আমি অবশ্যই যাব।"

"আমি জানতাম।"

"হোমস, তুমি বার বার বিপদের কথা বলছ। বুঝতে পারছি ওখানে তুমি এমন কিছু দেখেছ যা নিশ্চয়ই আমার নজর এড়িয়ে গেছে। একটু বুঝিয়ে দেবে?"

"না, ঠিক তা নয়। আমার ধারণা, আমি কিছু কিছু সঠিক সিদ্ধান্ত করতে পেরেছি। তুমি যা দেখেছ আমিও তা-ই দেখেছি।"

"সত্যি কথা বলতে কী, আমি কিন্তু ওই ঘণ্টা-টানা দড়িটা ছাড়া বিশেষ করে চোখে পড়বার মতো আর কিছু দেখতে পাইনি। তবে কী উদ্দেশ্যে ওই দড়িটা ওই জায়গায় ঝোলানো আছে তা বুঝতে পারিনি।"

"ওই ঘুলঘুলিটা তোমার নজরে পড়েনি?"

"হ্যাঁ, তবে দুটো ঘরের মধ্যে ঘুলঘুলি থাকাটা এমন কী আশ্চর্যের ব্যাপার তা আমার মাথায় ঢুকছে না। আর ঘুলঘুলিটা এতই ছোট যে, ওর মধ্যে দিয়ে একটা বড় ইঁদুরও গলতে পারবে না।"

"ওয়াটসন, স্টোক মোরানে আসবার আগে থেকেই আমি জানতাম যে, ওখানে ওই ঘুলঘুলিটা আছে।"

"হোমস!!!"

"জানতাম বই কী! তোমার মনে আছে বোধহয় যে, মিস স্টোনার বলেছিলেন তাঁর বোন প্রায়ই রয়লটের কড়া তামাকের গন্ধ পেতেন। এর থেকে তো বোঝা যায় যে, দুটো ঘরের মধ্যে অন্তত পক্ষে একটা হাওয়া চলাচলের মতো রন্ধ্র আছে। আর এই পথটা নিশ্চয়ই খুবই ছোট। না হলে এটা করোনার ভদ্রলোকের চোখে পড়ত। তাই একটা ঘুলঘুলি থাকবে বলেই আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম।"

"কিন্তু একটা ছোট ঘুলঘুলি থাকাটা দোষের কী হল!"

"ঘটনাগুলো পর পর যেমন যেমন ঘটেছে, সেই তারিখগুলো মিলিয়ে দেখলে একটা অদ্ভুত কোইনসিডেন্স—মানে ঘটনার সন্নিপাত—নজরে পড়ে। একটা ঘুলঘুলি করানো হল, সেখান থেকে একটা দড়ি ঝোলানো হল, আর সেই ঘরে যে ভদ্রমহিলা শুতেন তিনি মারা গেলেন।"

"দেখো, তুমি যে যোগাযোগের কথা বলছ, সেটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।"

"তুমি কি বিছানাটা ভাল করে লক্ষ করেছিলে?"

"না।"

"খাটটা ঘরের মেঝের সঙ্গে একেবারে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। তুমি কি কখনও মেঝের সঙ্গে আটকানো খাট দেখেছ?"

"তা দেখিনি।"

"মানে ভদ্রমহিলার পক্ষে খাটটাকে ওই ঘরের অন্য কোনও জায়গায় সরিয়ে নেবার

BanglaBook.org

উপায় ছিল না। ঘুলঘুলি দড়ি আর খাট সব সময়ে একই জায়গায় একই অবস্থায় থাকতেই হবে। এখন অবশ্য ওটাকে দড়ি বলতে দোষ নেই। কেন না ওটার সঙ্গে কোনও ঘণ্টার যোগ নেই তা আমরা জেনে গেছি।"

"হোমস," আমি চিৎকার করে উঠলাম, "তুমি কী বলতে চাইছ তা খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি। আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। খুব সূক্ষ্ম অথচ খুব জঘন্য ধরনের ক্রাইমকে আমরা হয়তো ঠেকাতে পারব।"

"হ্যাঁ, খুব সূক্ষ্ম আর খুবই জঘন্য। যখন কোনও ডাক্তার পাপের পথে যায় তখন সে সবচেয়ে খারাপ ধরনের ক্রিমিন্যাল হয়। পামার আর পিচাডের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। এ কিন্তু আরও বুদ্ধিমান। তবে আমার বিশ্বাস, আমরা ওর চাইতেও ঘড়েল। যাই হোক, আজ রাত্তিরে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই এসো, চুপচাপ বসে পাইপ খেতে খেতে সৎ চিন্তা করে মনটা প্রফুল্ল করা যাক।"

গাছের সারির ফাঁক দিয়ে নজর রাখতে রাখতে রাত ন'টা নাগাদ দেখলাম যে, মিস স্টোনারদের ঘরের আলোগুলো এক এক করে নিবে গেল। চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেল। এর প্রায় দু' ঘণ্টা পরে ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল, তখন অন্ধকারের মধ্যে একটা ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল।

হোমস লাফিয়ে উঠল। "আলোটা মাঝের জানলায় জ্বলছে! ওইটে আমাদের সংকেত। চলো, ওঠা যাক।" আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বেরোবার আগে হোটেলের ম্যানেজারকে হোমস বলল, "আমরা এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তিনি যদি রাত্তিরে আমাদের না ছাড়েন, তো হোটেলে আমরা না-ও ফিরতে পারি।" ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমরা পথে নামলাম। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা মোমবাতির আলো লক্ষ করে আমরা এগিয়ে গেলাম এক অজানা বিপদের মোকাবিলা করতে।

বাড়ির ভেতর ঢুকতে আমাদের কোনও অসুবিধে হল না। পুরনো বাড়ির পাঁচিল অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। গাছের সারির মধ্যে দিয়ে সাবধানে আমরা লনে পৌঁছোলাম। তারপর লন পেরিয়ে যখন জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকতে যাব, তখনই একটা ঝোপের মধ্যে থেকে একটা কদাকার কী যেন এসে ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দিয়েই আবার চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "ওটা কী বলো তো?"

হোমসও একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তাই বোধহয় ও আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরেছিল। তারপর চাপা হাসি হেসে আমার কানে কানে বলল, "বেশ মজার গেরস্থালি বটে। ওটা সেই বেবুনটা।"

ডাক্তারের যে এই রকম বন্য জীবজন্তু পোষার শখ আছে, তা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল একটা চিতাও তো আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল, যে-কোনও সময় সেটা আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। সত্যি কথা বলতে কী, হোমসের পেছন পেছন তার দেখাদেখি জুতো খুলে চুপিসারে ঘরে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হোমস জানলাটা বন্ধ করে দিল। মোমবাতিটা জানলা থেকে সরিয়ে এনে টেবিলের ওপর রাখল। মোমবাতির আলোয় সারা ঘরটা হোমস দেখে নিল। আমিও দেখলাম। দুপুরবেলায় যে রকম দেখেছিলাম, তার থেকে ভিন্ন রকম কিছু নজরে পড়ল না। আমার কাছে সরে এসে কানের

BanglaBook.org

সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে হোমস বলল, "কোনও রকম শব্দ কোরো না। তা হলে আমাদের চাল ভেস্তে যাবে।"

ঘাড় নেড়ে বললাম, "বুঝেছি।"

"অন্ধকারে বসে থাকতে হবে। আলো জ্বললে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে দেখা যাবে।"

আমি যথাসম্ভব চুপি চুপি বললাম, "ঠিক আছে।"

"ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন। তা হলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে। রিভলভারটা হাতের কাছে রাখবে। দরকার হতে পারে। আমি বিছানার এক পাশে বসব। তুমি চেয়ারটায় বোসো।"

আমি খাপ থেকে রিভলভারটা বের করে টেবিলের ওপরে রাখলাম। হোমস সঙ্গে একটা ছিপছিপে লম্বা বেত নিয়ে এসেছিল। সেটাকে হোমস তার হাতের কাছে রাখল। তারপর হাতের কাছে দেশলাইটা রেখে ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। ঝপ করে অন্ধকার নেমে এল।

ওহ্, সেই রাতের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া রক্ত-জল-করা অভিজ্ঞতার কথা আমি এ জীবনে ভুলব না। চারদিক একেবারে চুপচাপ। কানে কোনও শব্দই আসছিল না। এমনকী, হোমসের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম না। যদিও জানি যে, ঘরের মধ্যেই সে আছে এবং জেগেই আছে। অনুমান করতে পারছিলাম যে, ভেতরে ভেতরে হোমসও খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। জানলার পাল্লা বন্ধ করে দেওয়ায় ঘরে আলোর ছিটেফোঁটাও আসছিল না। নিরেট অন্ধকারের মধ্যে বসে আছি। মাঝে মাঝে রাতচরা পাখির চিৎকার কানে আসছিল। এক সময় জানলার ও পাশ থেকে একটা গরর্‌র্‌র্‌ গর্জন শুনে বুঝতে পারলাম, চিতাটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টা শোনা যাচ্ছিল। যদিও ঠিক পনেরো মিনিট অন্তরই ঘণ্টা পড়ছিল, আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন অনেকক্ষণ পরে ঘণ্টা পড়ছে। এই ভাবে এক সময় বারোটা বাজল। একটা বাজল। দুটো বাজল। এক সময় তিনটে বাজল। আমি ভাবলাম, আমাদের হয়তো কিছু ঘটে কিনা দেখবার জন্যে সারা রাতই এই ভাবে বসে থাকতে হবে। হঠাৎ ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে আলোর ঝলকানি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। একটু পরে পোড়া তেলের আর লোহা বা ওই জাতীয় কোনও ধাতুকে গরম করলে যেমন গন্ধ বের হয়, সে রকম গন্ধ নাকে এল। বুঝলাম পাশের ঘরে কেউ ঢাকা দেওয়া লণ্ঠন জ্বালল। শুনলাম পাশের ঘরে কেউ পা টিপে টিপে চলাফেরা করছে। একটু পরেই আবার সব চুপচাপ। কেবল গন্ধটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। প্রায় আধ ঘণ্টা কান খাড়া করে বসে রইলাম। হঠাৎ একটা চাপা শব্দ কানে আসতে লাগল। কেতলিতে জল ফুটে গেলে যে রকম শব্দ হয়, অনেকটা সেই রকম শব্দ। শব্দটা শোনা মাত্রই হোমস ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে সেই দড়িটার ওপর পাগলের মতো সপাসপ বেত মারতে লাগল।

হোমস চেঁচিয়ে উঠল, "ওয়াটসন, দেখতে পেয়েছ? ওটাকে দেখতে পেয়েছ।"

আমি কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি। হোমস যখন দেশলাই জ্বালল তখন খুব চাপা একটা শিস আমি শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠায় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তাই হোমস বেত চালাচ্ছে এটা দেখেছিলাম, কিন্তু কার ওপর সে ও রকম নির্দয় ভাবে বেত চালাচ্ছিল সেটা দেখতে পাইনি। তবে হোমসের মুখে তখন রাগ আর ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছিল।

BanglaBook.org

বেশ কিছুক্ষণ পাগলের মতো এলোপাথাড়ি বেত চালাবার পর হোমস ঠান্ডা হল। তারপর সে ঘুলঘুলির দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে উঠল আর্ত চিৎকারের পর চিৎকার। ভয়, রাগ আর যন্ত্রণা এই তিনে মিলে সে আর্তনাদকে এমন ভয়ানক করে তুলেছিল যা যে না শুনেছে তাকে বলে বোঝানো যাবে না। তার পরের দিন আমরা খবর পেয়েছিলাম যে, সেই আর্তনাদ গ্রামের লোকেরাও শুনেছিল, তবে স্রেফ ভয়ে তারা কেউ বাড়ি থেকে বেরোয়নি। এখন স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই সময়ে ওই প্রাণফাটা চিৎকার শুনে আমার নিজেরই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। আমি কোনও কথা না বলে হোমসের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। হোমসও আমার দিকে তাকিয়েছিল। এক সময় সেই রক্ত-জল-করা আর্তনাদ থেমে গেল।

একটু ধাতস্থ হয়ে হোমসকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী, ব্যাপারটা কী!"

"সব শেষ হয়ে গেল," হোমস বলল। "সব দিক দিয়ে দেখলে এটাই হয়তো ভাল হল। আমরা এখন ডঃ রয়লটের ঘরে যাব।"

হোমস মোমবাতি জ্বালল। আমরা বারান্দায় এলাম। হোমসের মুখ অসম্ভব রকম গম্ভীর। হোমস বারদুয়েক ডঃ রয়লটের ঘরে টোকা দিল। কোনও সাড়া নেই। তখন হোমস দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকল। তার পিছু পিছু আমিও ঢুকলাম। আমি রিভলভারটা বাগিয়ে ধরলাম।

ঘরে ঢুকে যে-দৃশ্য চোখে পড়ল, তা দেখে আমি অবাক। টেবিলের ওপরে একটা ঢাকা-দেওয়া লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনের ঢাকনাটা সরানো। লণ্ঠনের আলোটা গিয়ে পড়েছে লোহার সেফটায়। সেফটা খোলা। টেবিলের কাছে একটা কাঠের চেয়ারে রয়লট বসেছিলেন। গায়ে একটা ছাই রঙের ড্রেসিং গাউন। পায়ে লাল রঙের টার্কিশ চটি। তাঁর কোলের ওপর সেই কুকুর-বাঁধা দড়িটা গোটানো রয়েছে। তাঁর ঘাড়টা কাত করা। চোখের দৃষ্টি ঘরের ছাতের দিকে। তাঁর চোখের তারায় ফুটে উঠেছে সাংঘাতিক ভয়ের ভাব। কপালে একটা নতুন ধরনের হলদে পটি বাঁধা ছিল। পটিটায় খয়েরি রংয়ের ফেঁটা দেওয়া। আমাদের ঘরে ঢোকার শব্দ পেয়েও রয়লট কোনও সাড়াশব্দ দিলেন না।

"ওইটেই সেই ফেট্টি। বুটিদার ফেট্টি!" হোমস ফিসফিস করে বলল।

আমি এক পা এগিয়ে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে রয়লটের কপালের অদ্ভুত পটিটা নড়ে উঠল। তাঁর মাথার ঘন চুলের জঙ্গল থেকে মাথা তুলল একটা সাপ!

"খরিশ জাতের সাপ। ভারতবর্ষের অতি বিষাক্ত সাপ। এর কামড় খাবার দশ সেকেন্ডের মধ্যে ইনি মারা পড়েছেন। হিংসের পথে গেলে শেষ পর্যন্ত এই রকমই হয়। যে অপরকে বিপদে ফেলবার জন্যে ফাঁদ পাতে, একদিন সেই ফাঁদে পা দিয়ে সে নিজেই বিপদে পড়ে। আগে এই জীবটাকে এর গর্তে পুরে দিই। তারপর মিস স্টোনারকে তার মাসির বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে পুলিশকে খবর দিলেই হবে।" হোমস বলল।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অত্যন্ত ক্ষিপ্র ভাবে হোমস মৃত ডাক্তারের কোল থেকে ফাঁস দেওয়া দড়িটা তুলে নিল। তারপর অব্যর্থ নিশানায় ফাঁসের দিকটা সাপটার দিকে ছুড়ে এক হেঁচকা টান লাগাল। ফাঁসটা সাপের মাথায় টেনে বসে গেল। তারপর খুব সাবধানে শরীর থেকে যতখানি সম্ভব দূরে রেখে সবসুদ্ধ সেফের মধ্যে ছুড়ে দিয়েই সেফের পাল্লাটা বন্ধ করে দিল।

BanglaBook.org

এই হল ডঃ গ্রিমসবি রয়লটের মৃত্যুর আসল কাহিনী। এর পরের ঘটনার কথা, কী করে আমরা মিস স্টোনারকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাঁর মাসির বাড়ি হ্যারোতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কী ভাবে পুলিশ তদন্তে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, ডঃ গ্রিমসবি রয়লটের হিংস্র জীবজন্তু পোষার শখ থেকেই দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হল, এই সব বলে আমার কাহিনীকে আর বাড়াব না। আমার নিজের যা জানবার ছিল, সেটা পরের দিন ট্রেনে ফেরবার পথে হোমসের কাছে জেনে নিলাম।

হোমস বলতে লাগল, "বুঝলে ওয়াটসন, আমি ভীষণ ভুল করতে যাচ্ছিলাম। এই কেসটা থেকে আমার এই শিক্ষা হল যে, সব তথ্য ঠিকমতো না সংগ্রহ করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা কী ভয়ানক বিপজ্জনক। ওইখানে বেদেদের আনাগোনা আর ওই 'ফেট্টি' শব্দটা আমাকে একদম ভুল দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তবে আমার বাহাদুরি এইটুকু যে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা বুঝতে পেরেছিলাম। আমি অকুস্থল পরীক্ষা করেই বুঝে নিয়েছিলাম যে, বিপদ বাইরে থেকে আসেনি। আমার নজর পড়ল ঘুলঘুলিটার দিকে, ওই ভুয়া ঘণ্টা-টানা দড়িটার দিকে আর খাটটাকে ওই জায়গায় সেঁটে রাখার ব্যাপারটার দিকে। আমার তখনই মনে হল যে, ওই দড়িটা ওখানে রাখা হয়েছে যাতে করে কোনও কিছু ওই ঘুলঘুলিটার ভেতর দিয়ে খাটের কাছে আসতে পারে। সাপের কথাটা আমার মাথায় তখনই আসে। বিশেষত ডঃ রয়লট প্রায়ই ভারতবর্ষ থেকে জীবজন্তু আমদানি করেন, এ কথাটাও আমার জানা ছিল। এই সাপে কামড়ালে বিষ খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। এটা ডঃ রয়লটের পক্ষে ভালই হয়েছিল। আর খুব ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখলে সাপে কামড়ানোর দুটো ছোট্ট ফুটো সহজেই নজর এড়িয়ে যেতে পারে। তখন আমি শিসের কথাটা ভাবলাম। শিস দিয়ে সাপটাকে ডেকে নেওয়া হত, যাতে করে ওই ঘরে যে রয়েছে সাপটাকে সে দেখতে না পায়। যে-সময়টা উপযুক্ত বলে মনে হত, সেই সময়ে সাপটাকে ঘুলঘুলি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। তারপর দড়ি বেয়ে সাপটা খাটের ওপর নেমে আসত। এখন এমন তো কোনও কথা নেই যে, বিছানায় যে শুয়ে থাকবে সাপটা প্রথম দিনেই তাকে কামড়াবে। হয়তো পর পর কয়েক দিনই কামড়াবে না। তবে এ কথা ঠিক, একদিন-না-একদিন সাপ কামড়াবেই।

"ডঃ গ্রিমসবি রয়লটের ঘরে পা দেবার আগেই আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম। তারপর ওঁর ঘরে গিয়ে দেখলাম যে, উনি ওঁর চেয়ারটার ওপর প্রায়ই উঠে দাঁড়াতেন। তা তো দাঁড়াতেই হবে।তা না হলে উনি ঘুলঘুলির নাগাল পাবেন কী করে? তারপর সিন্দুকের ওপর দুধের ডিশ, আর ওই দড়ির ফাঁস দেখে আমি নিশ্চিত হলাম যে, আমার সিদ্ধান্ত ভুল হয়নি। তারপর আমি প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে কী করলাম, তা তো তুমি জানোই। সাপটার হিসহিস শুনেই আমি আলো জ্বেলে ওটার ওপরে বেত মারতে লাগলাম।"

"আর তার ফলে ওটা আবার যে-পথে এসেছিল, সে পথেই ফিরে গেল," আমি বললাম।

"হ্যাঁ। আমার বেতের ঘা খেয়ে সাপটা খেপে গিয়ে মালিককেই কামড়ে দিল। বোধহয় ডঃ রয়লটের মৃত্যুর জন্যে আমি কিছুটা দায়ী। তবে সত্যি কথা বলতে কী, তার জন্যে আমার একটু-ও অনুশোচনা হচ্ছে না।"

BanglaBook.org

বুড়ো আঙুলের কথা

আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর থেকে শার্লক হোমসের কাছে যে সমস্ত 'কেস' সমাধানের জন্যে এসেছে তার মধ্যে কেবলমাত্র দুটো কেসের সন্ধান আমি আনি। একটা হল মিঃ হেদারলির বুড়োআঙুলের সমস্যা, আর একটা হল কর্নেল ওয়ারবার্টনের পাগলামির রহস্য। কোনও রহস্যের সমাধান করতে গেলে যে-ধরনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর প্রখর বিচারশক্তির দরকার পড়ে সেই দিক থেকে দেখলে ওয়ারবার্টন-সমস্যা বেশ জটিল আর রহস্যময়। তবে হেদারলির কাণ্ডটা একেবারে শুরু থেকেই এমন অদ্ভুত, আর যাকে খবরের কাগজের ভাষায় বলা যেতে পারে 'নাটকীয়', যে ওই ব্যাপারটাই আগে লিখব বলে ঠিক করেছি। তবে ওই ব্যাপারে তদন্ত করবার সময়ে হোমস তার অসাধারণ বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর বিশ্লেষণ শক্তির কোনওটাই খাটাবার বিশেষ কোনও সুযোগ পায়নি। হেদারলি-কাহিনী দৈনিক সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। তবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার মাত্র আধকলমে সমস্ত ঘটনাটা এমন জোড়াতালি দিয়ে ছাপা হয়েছিল যে, তাতে আসল ঘটনাটা যে ঠিক কী ধরনের সে কথাটা ভাল ভাবে বোঝা যায়নি। সমস্ত ঘটনাটা আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে যেমন যেমন ঘটেছে সেটা যদি ঠিক পর পর পাঠকের চোখের সামনে ধরা যায়, মানে যেমন যেমন নতুন সূত্র পাওয়া গেছে তার সঙ্গে কী ভাবে তদন্তের ধারাটা বদলে যাচ্ছে, তা হলে মূল রহস্য আর রহস্য সমাধানের মজাটা পাঠক পুরোপুরি বুঝতে পারবে। ঘটনাটা আমাকে হতভম্ব করে দিয়েছিল। সে আজ বছর দুয়েক আগেকার কথা। কিন্তু এখনও ওই ঘটনার কথা ভাবলে আমি কিংর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই।

যে-ঘটনাটার কথা আজ লিখতে বসেছি সেটা আমার বিয়ের অল্প কিছু দিন পরে ঘটেছিল। ১৮৮৯ সালের গরমকাল। আমি তখন আমাদের বেকার স্ট্রিটের বাসা ছেড়ে নতুন বাসায় এসে পুরোদমে প্রাইভেট প্র্যাকটিস আরম্ভ করে দিয়েছি। তবে ফুরসত পেলেই হয় পুরনো আস্তানায় আড্ডা দিতে যাই, না হয় তো হোমসকে টেনে আনি আমার নতুন বাসায়। সত্যি কথা বলতে কী, অল্প দিনের মধ্যে আমার বেশ ভাল পশার জমে গেল। আমার বাসাটা প্যাডিংটনের কাছেই। আর তার ফলে আমার রোগীদের বেশির ভাগই রেলের চাকুরে। এদের মধ্যে একজনকে আমি একবার খুব কঠিন অসুখ থেকে সারিয়ে তুলি। আর তাতে সে আমার এমন ভক্ত হয়ে গেল যে, সুযোগ পেলেই যেখানে-সেখানে আমার ঢাক পিটিয়ে বেড়াত। আর তার চেনাজানা আধাচেনা লোককে প্রায় একরকম জোর করে চিকিৎসার জন্যে আমার কাছে পাকড়ে আনত।

সেদিন সকালে আমার ঘরের কাজের লোকটি শোবার ঘরের দরজায় টুকটুক করে টোকা দিতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করাতে সে বলল যে, প্যাডিংটন থেকে

BanglaBook.org

দু'জন লোক দেখা করতে এসেছে। তারা চেম্বারে বসে আছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সাতটা তখনও বাজেনি। রেলের কর্মচারী যখন ডাক্তার দেখাতে আসে তখন বুঝতে হবে ব্যাপারটা বেশ গুরুতর। তাই তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নীচে নেমে এলাম। নীচে নামতেই আমার পুরনো মক্কেলকে দেখতে পেলাম। দরজার সামনে সে পাহারাওলার মতো দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ করলাম চেম্বারের দরজা বন্ধ। সে তার ডান হাতের বুড়োআঙুল দিয়ে আমার চেম্বারটা দেখিয়ে দিয়ে আমাকে চুপি চুপি বলল, "আমিই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি। এমনিতে লোকটাকে খারাপ বলে মনে হল না।"

"ব্যাপারটা কী?" আমি কৌতূহলী হয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম। ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে, সাধারণ মানুষ নয়, কোনও অদ্ভুত বিকটাকৃতি জন্তুকে ও কায়দা করে আমার চেম্বারে বন্দি করে ফেলেছে।

"একজন নতুন রুগি। আমি ভাবলাম ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসাই ভাল। না হলে ও হয়তো আপনার কাছে না এসে অন্য কোনও ডাক্তারের কাছে চলে যাবে। যাই হোক ওকে ভালয় ভালয় এখানে হাজির করা গেছে।...আচ্ছা ডাক্তারবাবু আমি এখন চললাম। এখনই আবার ডিউটি শুরু হয়ে যাবে।"

আমি তাকে কোনও কথা বলবার আগেই আমার ভক্ত দালালটি ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজা ঠেলে আমার চেম্বারে ঢুকলাম। একজন ভদ্রলোক টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারে বসে রয়েছেন। ভদ্রলোক ভাল হেদার টুইডের পোশাক পরে আছেন। তাঁর কাপড়ের টুপিটা আমার বইয়ের র‍্যাকের ওপর রাখা। ভদ্রলোকের একটা হাত রুমালে জড়ানো। রুমালে রক্তের দাগ। ভদ্রলোকের বয়স কম। আমার মনে হল এঁর বয়স খুব বেশি হলে গোটা পঁচিশ হবে। চেহারাটি বেশ শক্ত সমর্থ। তবে তাঁর মুখটা দেখে মনে হল কেমন যেন ফ্যাকাশে, ম্লান। ভদ্রলোককে দেখে আমার মনে হল, যে-কোনও কারণেই হোক তিনি ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত। জোর করে মনের সে ভাবকে চেপে রাখছেন।

আমাকে দেখে ভদ্রলোকটি বললেন, "ডাক্তারবাবু সাতসকালে আপনাকে ঘুম থেকে তুললাম বলে মাপ চাইছি। কাল রাত্তিরে আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমি আজ ভোরের ট্রেনে ফিরেছি। প্যাডিংটন স্টেশনে নেমে একজন ডাক্তারের খোঁজ করায় একটি লোকে আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এল। আপনার কাজের লোকটির হাতে আমার একটা 'কার্ড' দিয়েছিলাম। কিন্তু দেখছি যে, সে কার্ডটা এখানে টেবিলেই রেখে গেছে, আপনাকে দেয়নি।"

কার্ডটা তুলে নিয়ে চোখ বুলোলাম। লেখা রয়েছে: মিস্টার ভিক্টর হেদারলি। হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার। ১৬এ ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট (চার তলা)। আমার সদ্যকেনা রুগির সাতসকালের মক্কেলের পরিচয় পেলাম। নিজের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললাম, "আপনাকে বসিয়ে রেখেছি বলে খারাপ লাগছে। আপনি সারারাত ট্রেন জার্নি করেছেন। বুঝতে পারছি বেশ কাহিল বোধ করছেন। তার ওপর রাত্তিরে ট্রেন জার্নি করার মতো বিচ্ছিরি ব্যাপার আর কিছু নেই।"

"না, কালকের রাতটা আমার মোটেই একঘেয়ে বা বৈচিত্র্যহীন ভাবে কাটেনি।" কথা শেষ করেই ভদ্রলোক হাসতে শুরু করলেন। প্রথমটায় আমার মনে হল যে, ভদ্রলোকের হাসিটা বেশ দিলখোলা ধরনের। কিন্তু একটু পরেই বুঝলাম যে, হাসিটা মোটেই স্বাভাবিক

BanglaBook.org

নয়। ভদ্রলোক টেনে টেনে হাসতে লাগলেন। তিনি চেয়ারের ওপর এমন সাংঘাতিক ভাবে দুলতে লাগলেন যে, আমার ভয় হল উনি হয়তো গড়িয়ে পড়েই যাবেন। ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরি হল না।

"চুপ করুন," বেশ কড়া ভাবে ধমক লাগিয়ে বললাম, "একদম চুপ করুন!" তারপর আমি সোরাই থেকে এক গ্লাস জল গড়ালাম। আমার ধমকে কোনও কাজ হল না। ভদ্রলোক তখনও পাগলের মতো হেসেই চলেছেন। কোনও বিশেষ কারণে মন যদি খুব চঞ্চল বা উত্তেজিত হয় তখন নিজের মনকে শান্ত করতে গিয়ে অনেকে এই রকম পাগলের মতো কাণ্ড করেন। ডাক্তারি ভাষায় একেই বলে হিস্টিরিয়া। যাই হোক খানিক পরে ভদ্রলোক নিজে থেকেই চুপ করলেন। তাকিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক নিজের এই আচরণে খুবই লজ্জা পেয়েছেন। আরও লক্ষ করলাম যে, তাঁর মুখে অসম্ভব ক্লান্তির ছাপ।

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বললেন, "আমি নেহাতই পাগলামি করে ফেলেছি।"

আমি জবাব দিলাম, "না, না। আপনি এটা খেয়ে ফেলুন। ভাল লাগবে।" ভদ্রলোকের দিকে জলমেশানো ব্র্যান্ডির গ্লাসটা এগিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক সেটা এক চুমুকে শেষ করে ফেললেন। তাঁর মুখ-চোখ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

"আহ্।" ভদ্রলোক একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, "ডাক্তারবাবু, আমার বুড়োআঙুলটা মানে যে জায়গায় আমার বুড়োআঙুলটা ছিল সেটার অবস্থাটা দেখবেন কি?"

ভদ্রলোক রুমালটা খুলে নিয়ে হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ডাক্তার হিসেবে আমি অনেক বীভৎস কাটা-ছেঁড়া দেখেছি। কিন্তু এখন যা দেখলাম তাতে আমি রীতিমতো চমকে গেলাম। হাতের চেটো থেকে চারটে আঙুল বেরিয়ে আছে। বুড়োআঙুলটা নেই। বুড়োআঙুলের জায়গায় খানিকটা রক্ত জমে ডেলা পাকিয়ে গেছে। আমার মনে হল বুড়োআঙুলটা কোনও ভাবে গোড়া থেকে উপড়ে গেছে।

"কী কাণ্ড! এ তো মারাত্মক জখম হয়েছে দেখছি। খুব রক্ত পড়েছে," আমি বললাম।

"হ্যাঁ, রক্ত খুব পড়েছে। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হয় বেশ কিছু সময় আমি অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিলাম। জ্ঞান হলে দেখলাম যে, তখনও রক্ত পড়ছে। আর কিছু না করতে পেরে রক্ত বন্ধ করবার জন্যে পকেটের রুমাল বেশ করে ওই কাটা জায়গাটায় জড়িয়ে নিয়ে রুমালটা একটা কাঠের টুকরো দিয়ে বেশ শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়ে কবজির সঙ্গে বেঁধে নিলাম।"

"খুব ভাল করেছেন। আপনার তো মশাই ডাক্তার মানে সার্জেন হওয়া উচিত ছিল।"

"এটা আপনি বাড়িয়ে বলছেন। তবে এটাও তো একধরনের হাইড্রলিক্সের ব্যাপার, আর সেটা আমার আওতায় পড়ে।"

কাটা জায়গাটা ভাল করে দেখে আমি বললাম, "মনে হচ্ছে খুব ভারী অথচ ধারালো কোনও কিছুর আঘাতে আপনার আঙুলটা এই ভাবে কেটে গেছে।"

"ভারী রামদা জাতের জিনিসের দ্বারা হয়েছে।"

"তা এ রকম সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটল কী করে?"

"এটা তো কোনও অ্যাক্সিডেন্ট নয়!'

"তবে আপনি কি বলছেন যে আপনাকে কেউ মারতে এসেছিল?"

"হ্যাঁ।"

BanglaBook.org

"আপনার কথায় আমার তো বেশ চিন্তা আর ভয় হচ্ছে।" এই কথা বলে আমি ভদ্রলোকের ক্ষতস্থানটা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে বেশ ভাল করে ব্যান্ডেজ করে দিলাম। ভদ্রলোক চুপ করে বসে রইলেন। তবে তাঁর যে যন্ত্রণা হচ্ছে তা বুঝতে পারছিলাম। কেন না এক একবার তিনি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরছিলেন। ব্যান্ডেজ করা হয়ে গেলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী, এখন কেমন লাগছে?"

"দারুণ। আপনার ব্র্যান্ডির গুণে আর ব্যান্ডেজের কায়দায় আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছি। বিশ্বাস করুন, যে রকম সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটেছিল তাতে আমি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ি..."

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "দেখুন, এখন ওসব কথা আলোচনা না করাই ভাল। আপনার শরীর খারাপ হতে পারে।"

"না, আমার শরীর খারাপ হবে না। তা ছাড়া সব কথা এক্ষুনি পুলিশকে জানাতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী, আমার বুড়োআঙুলটা উড়ে না গেলে পুলিশ বিশ্বাস করা তো দূরে থাক, আমার সব কথা ডাহা গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিত। কেন না আগাগোড়া ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে, আজগুবি বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। সবচেয়ে বড় কথা যাকে প্রমাণ বলে সে রকম কোনও কিছু আমার হাতে নেই। আসল সমস্যাটা কী জানেন, পুলিশ যদি আমার কথা বিশ্বাসও করে তা হলে আমার কাছ থেকে যতটুকু তারা জানতে পারবে তা এতই কম আর ভাসা ভাসা যে, সেই সংবাদের উপর নির্ভর করে ব্যাপারটার ফয়সালা করা যাবে বলে মনে হয় না।"

আমি বললাম, "হুঁ। যদি আপনার এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনার সঙ্গে কোনও রহস্যের গন্ধ থাকে আর সেই রহস্যের সমাধান যদি সত্যি সত্যি করতে চান তা হলে পুলিশের কাছে যাবার আগে আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাছে আপনার যাওয়া উচিত।"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, ওঁর নাম শুনেছি। উনি যদি আমার এ ব্যাপারে তদন্ত করতে রাজি হন তো আমি খুবই খুশি হব। তবে কী জানেন, পুলিশকে সব কথা বলব বলে আমি মনে মনে ঠিক করেছি। আপনি যদি মিঃ হোমসকে একটা চিঠি লিখে দেন তো সেটা নিয়ে আমি দেখা করতে পারি।"

"না চিঠি দেব না। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

"তা হলে আমি আপনার কাছে চিরকালের জন্যে ঋণী হয়ে থাকব।"

"বেশ। একটা গাড়ি ডাকাই। একসঙ্গে বেরোনো যাবে। আশা করি আমরা ঠিক চায়ের সময়ে গিয়ে হাজির হতে পারব। কিন্তু আপনি কি যাতায়াতের ধকল সহ্য করতে পারবেন?"

"খুব পারব। আর তা ছাড়া সব কথা খুলে না বলতে পারলে আমার স্বস্তি হবে না।"

"ঠিক আছে। আমি গাড়ি ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি। আপনি এই ঘরে একটু বসুন। আমি একবার ভেতর থেকে আসছি।" আমি ওপরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে সব কথা খুলে বললাম। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গাড়ি ডাকিয়ে ভদ্রলোককে নিয়ে বেকার স্ট্রিটের দিকে রওনা হলাম।

শার্লক হোমস এই সময় কী করে আমার জানা ছিল। দেখলাম ঠিক তাই। হোমস আরামকেদারায় বসে পাইপ টানছিল আর 'টাইমস' পত্রিকার ব্যক্তিগত বিভাগের

BanglaBook.org

বিজ্ঞাপনগুলো মন দিয়ে পড়ছিল। আমাদের দেখে হোমস খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের জন্যে টোস্ট, ডিম আর চা আনাল। আমরা বেশ জমিয়ে প্রাতরাশ সারলাম। চা খাওয়া শেষ হলে হোমস খুব যত্ন করে আমাদের সদ্য-পরিচিত বন্ধুটিকে একটা আরামকেদারায় বসিয়ে দিল। তারপর তার মাথার কাছে একটা বালিশ গুঁজে দিল, যাতে তার বসে থাকতে কষ্ট না হয়। হোমস ভদ্রলোকের হাতের কাছে একটা তেপায়া ছোট টেবিলে জল আর ব্র্যান্ডি এনে রাখল।

"বুঝতে পারছি মিঃ হেদারলি, আপনার ওপর দিয়ে খুব বড় রকমের ঝড়ঝাপটা গেছে। এটাতে আরাম করে বসুন। এটা আপনার নিজের বাড়ি বলে মনে করবেন। তারপর ধীরেসুস্থে আপনার সব কথা আমাকে খুলে বলুন। তবে হ্যাঁ, যখনই ক্লান্ত বোধ করবেন তখনই চুপ করে বিশ্রাম নেবেন, যতক্ষণ না বেশ চাঙ্গা বোধ করেন। আর এই ব্র্যান্ডি দু'-এক চুমুক করে খেলে আপনি একটু বল পাবেন।"

"অনেক ধন্যবাদ মিঃ হোমস। ডাঃ ওয়াটসন কাটা জায়গাটা ব্যান্ডেজ করে দেবার পরই আমার অর্ধেক দুর্বলতা চলে গিয়েছিল। আর এখন আপনার এখানে পেটপুরে প্রাতরাশ করে আমি পুরোদস্তুর 'ফিট'। আমি জানি আপনার সময়ের দাম আছে, তাই বেশি সময় নেব না। একেবারে আসল কথায় আসি।"

হোমস তার নিজস্ব আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসল। যারা হোমসকে চেনে না তারা হোমসকে এই রকম ভাবে দেখলে ভাববে যে, সে নির্ঘাত ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঠিক উলটো। বিপুল আগ্রহে সে তার মক্কেলের প্রত্যেকটি কথা শুনছে, বিচার করছে, বিশ্লেষণ করছে। আমি হোমসের উলটো দিকের একটা চেয়ার দখল করলাম। হেদারলি বলতে শুরু করল। আমরা শুনতে লাগলাম।

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন, "গোড়াতেই বলি, আমি যাকে-বলে নিছক একলা লোক। আমার নিজের লোক বলতে এ-সংসারে কেউ নেই। লন্ডনের এক মেসবাড়িতে একটা ঘরে বাস করি। পেশায় আমি একজন হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার। গ্রিনিচের নামকরা 'ভেনার অ্যান্ড ম্যাথিসন' কোম্পানিতে আমি সাত বছর ধরে খুব ভাল ভাবে কাজ শিখেছি। বছর-দুয়েক আগে যখন আমার শিক্ষানবিশির পাট চুকছে তখনই আমার বাবা মারা যান। আমার হাতে পৈতৃক সম্পত্তির দরুন কিছু টাকা এসে গেল। মতলব করলাম নিজেই ব্যবসা করব। ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে আপিস খুলে বসলাম।

"যাঁরা ব্যবসা করছেন তাঁরা জানেন যে গোড়ায় গোড়ায় কী নিদারুণ কষ্ট সহ্য করতে হয়, কী অসীম ধৈর্য ধরতে হয়। তার ওপর আমার বরাতটাই খুব খারাপ। এই দু'বছরে আমার কাছে সাকুল্যে চার জন মক্কেল এসেছিল। তিন জন পরামর্শ করতে এসেছিল আর এক জন এসেছিল সামান্য একটা কাজ করাতে। গত দু' বছরে ব্যবসা থেকে আমার আয় বলতে এইমাত্র। এই সময়ে আমার মোট উপার্জনের পরিমাণ মাত্র সাতাশ পাউন্ড দশ শিলিং। প্রত্যেক দিন সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত মক্কেলের জন্য তীর্থের কাকের মতো হাপিত্যেশ করতে করতে আমি মনে মনে বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়ছিলাম। শেষকালে এমন হল যে আমি ঠিক করলাম আমার দ্বারা ব্যবসা হবে না। সুতরাং পাততাড়ি গোটাতে হবে।

"গতকাল বিকেলে আমি আপিসঘর থেকে উঠব উঠব করছি, এমন সময় আমার বেয়ারা

BanglaBook.org

এসে বলল যে এক ভদ্রলোক বিশেষ কাজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বেয়ারার হাতে ভদ্রলোক তাঁর কার্ড পাঠিয়ে ছিলেন। কার্ডের ওপর নাম লেখা ছিল কর্নেল লাইসান্ডার স্টার্ক। আমার বেয়ারার প্রায় পিছনে পিছনে কর্নেল এসে ঘরে ঢুকলেন। মাঝারি উচ্চতার লোকটি অসম্ভব রোগা। অত রোগা লোক আমি এর আগে দেখিনি। ভদ্রলোকের শরীরে মেদ এত কম যে, মনে হয় যে-কোনও সময়ে পাতলা চামড়ার আস্তরণ ছিঁড়ে তাঁর শরীরের হাড়গুলো বেরিয়ে আসবে। তবে রোগা হলেও ভদ্রলোক রুগ্‌ণ নন। তাঁর চলাফেরার ভঙ্গি, মুখ চোখের পরিষ্কার ভাব দেখলে বোঝা যায় তিনি বেশ সুস্থ। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালে প্রথম যেটা নজরে পড়ে তা হল তাঁর খাড়া নাক। ভদ্রলোকের পোশাক জমকালো নয় বটে, তবে বেশ দামি। আমার মনে হল ভদ্রলোকের বয়স গোটা চল্লিশেক হবে।

"'মিঃ হেদারলি?' ভদ্রলোকের কথা বলার ধরনটা খানিকটা জার্মানদের মতো। 'আমি শুনেছি যে আপনি কেবলমাত্র বড় ইঞ্জিনিয়ার নন, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আপনাকে বিশ্বাস করে কোনও কথা বললে সে কথা আপনি পাঁচজনকে বলে বেড়ান না।'

"ওঁর কথার কোনও জবাব না দিয়ে আমি শুধু মাথা নিচু করলাম। মনে মনে বেশ আনন্দ হল। নিজের প্রশংসা শুনতে কারই বা খারাপ লাগে বলুন? আমি বললাম, 'কার কাছ থেকে আপনি আমার কথা শুনেছেন জানতে পারি কি?'

"'সে কথা নাই শুনলেন। তবে তিনি আমাকে বলেছেন যে আপনি বিয়ে-থা করেননি। সংসারে আপনার নিজের বলতে কেউ নেই। আর আপনি লন্ডন শহরে থাকেন।'

"'আমার সম্বন্ধে আপনার সব খবরই খাঁটি,' আমি বললাম। 'তবে আমার কাজের সঙ্গে এ সবের কী যোগ আছে সেটা বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা হয়েছিল যে আপনি আমার সঙ্গে কোনও ব্যবসায়িক কথাবার্তা বলতে এসেছেন।'

"'আমি একটা কাজের ব্যাপারেই আপনার কাছে এসেছি। তবে যে কথাগুলো বললাম সেগুলো ওই কাজের প্রসঙ্গেই বললাম। আর কেন যে বললাম তা আপনি এখনই বুঝতে পারবেন। আমি আপনার সাহায্য চাই। ব্যাপারটা গোপনীয়। সবকিছু চুপি চুপি সারতে হবে, যাতে কাকপক্ষী না টের পায়। আমার নিজের ধারণা এই ধরনের গোপন কাজের ভার সাংসারিক লোকেদের দিলে ব্যাপারটা গোপন থাকে না, ফাঁস হয়ে যায়। সেদিক থেকে আপনার ওপর বিশ্বাস করা যায়।'

"'আমি যদি আপনাকে কথা দিই যে ব্যাপারটা গোপন থাকবে তো কখনও কেউ জানবে না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন,' আমি বললাম।

"আমার কথায় লোকটি আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি খুব কঠিন। মনে হল ভদ্রলোক আমাকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছেন না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'তা হলে আপনি আমাকে কথা দিচ্ছেন?'

"'হ্যাঁ, আমি কথা দিচ্ছি।'

"'সবকিছু একদম গোপন রাখতে হবে। ভবিষ্যতে কখনও কারওর কাছে কোনও অবস্থায় ট্যাঁ-ফোঁ করা চলবে না।'

"'আমি তো আপনাকে গোড়াতেই সে কথা দিয়েছি।'

BanglaBook.org

"'খুব ভাল,' বলেই এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা একটানে খুলে ফেললেন। বারান্দাটা খাঁ-খাঁ করছে। সেখানে জনপ্রাণী নেই।

"দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে তিনি বললেন, 'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। অনেক সময়ে বেয়ারারা আড়ি পেতে গোপন কথাবার্তা সব শোনে। এখন আমরা খোলাখুলি ভাবে সব আলোচনা করতে পারি।' ভদ্রলোক যে-চেয়ারটায় বসে ছিলেন সেটা সরিয়ে আমার মুখের কাছে এনে বসলেন।

"একেই ভদ্রলোকের চেহারা দেখলে মনে হয় যে তাঁর শরীরে হাড়গুলো ঢেকে রাখবার জন্যে যতটুকু মাংসের দরকার তার চাইতে এক রতি মাংস বেশি নেই, তার ওপর তাঁর এই অদ্ভুত আচরণ আর নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখে আমার কেমন একটা ভয় ভয় করতে লাগল। ভদ্রলোককে আমার খারাপ লাগল। তাই খদ্দের হারাবার ভয় সত্ত্বেও আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আপনার যা বলার সেটা যদি তাড়াতাড়ি বলেন তো ভাল হয়। আমার সময়ের দাম আছে।' কথাটা বলা অবশ্য আমার ঠিক হল না। কিন্তু কী করব? মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

"'একরাত্রের কাজের জন্যে আপনাকে পঞ্চাশ গিনি দিলে কি আপনার পোষাবে?"

"'তা পুষিয়ে যেতে পারে।'

"'বলছি বটে এক রাত্তিরের কাজ, আসলে কাজটা সারতে আপনার হয়তো ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগবে না। একটা হাইড্রলিক স্টাম্পিং মেশিন খারাপ হয়ে গেছে। সেটা কী করলে ফের চালু করা যাবে সে সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ চাই। মেশিনটার ঠিক কোন জায়গাটা খারাপ হয়েছে আপনি যদি সেটা দেখিয়ে দেন তো আমরা নিজেরাই সারিয়ে নিতে পারব। এ কাজটা আপনার কেমন মনে হচ্ছে?'

"'শুনে তো মনে হচ্ছে কাজটা বেশ হালকা। আর এর জন্যে বেশ ভাল পারিশ্রমিকই দেওয়া হচ্ছে।'

"'তা যা বলেছেন। আমরা চাই আপনি আজই রাত্তিরের শেষ ট্রেনে চলে আসুন।'

"'কোথায় যেতে হবে?'

"'বার্কশায়ারে এফোর্ড বলে একটা জায়গা আছে, সেইখানে। জায়গাটা অক্সফোর্ডশায়ারের প্রায় লাগোয়া। রেডিং থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে। প্যাডিংটন থেকে শেষ ট্রেনে চাপলে আপনি রাত সোয়া-এগারোটা নাগাদ পৌঁছে যাবেন।'

"'বেশ।'

"'আমি গাড়ি নিয়ে স্টেশনে আপনার জন্যে হাজির থাকব।' ট্রেন থেকে নেমে বাকি রাস্তাটা আমাদের গাড়িতে যেতে হবে?' হ্যাঁ, আমরা একটু ভেতরের দিকে যাচ্ছি। এফোর্ড স্টেশন থেকে আমরা যেখানে থাকি সেটা মাইল সাতেক মতো হবে।'

"'তবে তো দেখছি গিয়ে পৌঁছোতে পৌঁছোতে মাঝরাত্তির হয়ে যাবে। অত রাত্রে নিশ্চয়ই লন্ডনে ফেরবার আর কোনও ট্রেন নেই। রাতটা তা হলে ওখানেই কাটাতে হবে।'

"'আমরা আপনাকে একটা মাথা গোঁজার মতো জায়গা দিতে পারব।'

"'তা ঠিক। তবে আমার একটু অসুবিধে হবে। অন্য সময়ে গেলে হয় না?'

"'না, অনেক ভেবেচিন্তেই আমরা ওই সময়টা ঠিক করেছি। আর যে অসুবিধের কথা বলছেন সেই সব ভেবেই তো আপনার মতো কমবয়সি অভিজ্ঞতাও কম এমন একজন

BanglaBook.org

লোককে আমরা অত টাকা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ওই টাকায় তো আমরা একজন খুব বড় দরের হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে যেতে পারতাম। সে কথা থাক। আপনার যদি সুবিধে না হয় তো বলুন আমি অন্য কোনও লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করি।'

"ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার চোখের সামনে পঞ্চাশ গিনি ভেসে উঠল। টাকাটা পেলে আমার কাজে লাগবে। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না, না, সে রকম কোনও অসুবিধে হবে না। আর যেটুকু হবে সেটা ম্যানেজ করে নেব। তবে যে কাজের জন্য যাব সেটার সম্পর্কে আরও কিছু জানতে পারলে আমার সুবিধে হত।'

"'সে তো ঠিক কথা। তার ওপর যে ভাবে আপনাকে সবকিছু গোপন রাখার জন্যে বলেছি তাতে ব্যাপারটা কী জানবার কৌতূহল হওয়া আপনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আর এও ঠিক সব কথা আপনাকে না জানিয়ে আপনাকে দিয়ে কোনও কাজ আমি করিয়ে নিতে চাই না।...আশা করি আমাদের কথাবার্তা আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ শুনছে না?'

"'না।'

"'বেশ। ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম। তার আগে জিজ্ঞেস করি 'ফুলারস আর্থ' কাকে বলে আপনার জানা আছে কি?'

"আমি কোনও উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন, 'কাপড় পরিষ্কার করতে বা কাপড়ের শোষণশক্তি বাড়াবার জন্যে এই ধরনের কাদামাটি ব্যবহার করা হয়। ফুলারস আর্থের বাজারদর আর চাহিদা খুব বেশি। ইংল্যান্ডে দু'-একটা জায়গা ছাড়া এ জিনিস পাওয়া যায় না।'

"এইবার আমি সুযোগ পেতে বললাম, 'এসব কথা আমার জানা আছে।'

"'কিছুদিন আগে রেডিংয়ের মাইল-দশেকের মধ্যে আমি একটা ছোটখাটো বাড়ি সমেত জমি কিনি। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম যে, আমার জমির তলায় ফুলারস আর্থ আছে। ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝলাম যে, আমার জমির নীচে খুব অল্প পরিমাণ ফুলারস আর্থই আছে। আরও বুঝলাম যে, আমার ডান দিকে আর বাঁ দিকে যে জমি রয়েছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে ওই বস্তু সঞ্চিত আছে। আমার জমিটা হচ্ছে ওই জমিদুটোর মধ্যে বন্ধনসূত্র। তবে যে-হেতু এই বন্ধনসূত্র খুবই সরু সেইজন্য আমার জমির তলায় ওই জিনিস বেশি নেই। মুশকিল হচ্ছে ওই জমির মালিকানা অন্য লোকের। ওরা জানে না যে ওদের জমির তলায় সোনার চাইতে দামি জিনিস রয়েছে। আমি কী ভাবে ওই জমি দুটো কেনা যায়, মনে মনে সেই মতলব ভাঁজতে লাগলাম। কিন্তু সমস্যা হল টাকা। আমার হাতে অত টাকা নেই। আর কোনও রাস্তা না পেয়ে আমি আমার দু'-এক জন বন্ধুকে সব কথা বলেছিলাম। তারা বলল যে আগে আমরা আমাদের জমির তলায় যতটা 'ডিপোজিট' আছে সেটা তুলে নিই। তারপর সেটা বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে পাশের জমিদুটো কিনে ফেলা যাবে। আমরা সেইমতো কাজ আরম্ভ করেছি। কাজটা অল্প দিন হল শুরু করেছি। কাজের সুবিধের জন্যে আমরা একটা হাইড্রলিক প্রেসার মেশিন কিনেছি। সেই মেশিনটা বিগড়েছে। তাই আমরা আপনার কাছে পরামর্শের জন্যে এসেছি। এখনও পর্যন্ত আমরা সব ব্যাপারটা গোপনে রেখেছি। হঠাৎ যদি পাড়ার লোকেরা খবর পায় যে, আমাদের বাড়িতে হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার এসেছে তা হলে তো তারা কী ব্যাপার জানতে চাইবে। সব কথা ফাঁস হয়ে যাবে। লোকের কৌতূহল হবে। হইচই হবে। ফলে আমাদেরও ওই জমি কিনে বড়লোক হবার

BanglaBook.org

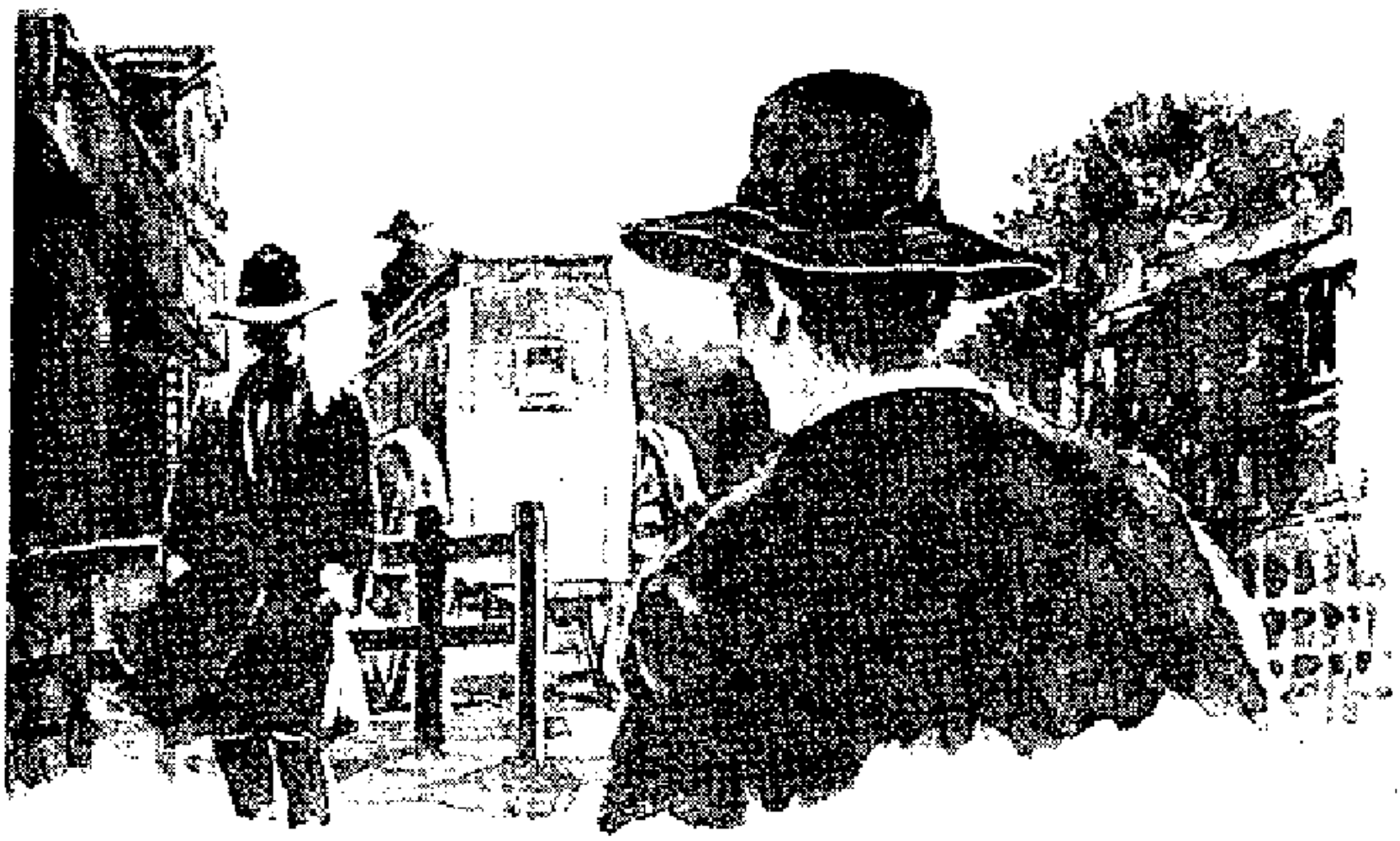

মতলব ভেস্তে যাবে। আর সেই জন্যেই আপনাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিচ্ছি আজ রাত্তিরে আপনি যে এফোর্ড যাচ্ছেন সে কথা কাউকে ঘুণাক্ষরে বলবেন না।...আশা করি আমার সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি।'

"'আপনার সব কথাই আমি বুঝতে পেরেছি। যে-কথাটা বুঝতে পারিনি সেটা হল যে ফুলারস আর্থ তুলতে আপনারা হাইড্রলিক প্রেশার ব্যবহার করছেন কেন? আমার ধারণা যে খনি থেকে যে ভাবে কেটে কেটে চাঙড় তোলা হয় ফুলারস আর্থও সেই ভাবে তোলে।'

"আমার কথায় কান না দিয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, 'আমরা আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করি। মাটির তালকে চাপ দিয়ে আমরা ইটের আকার করে নিই। তাতে করে লোকেরা কিছু সন্দেহ করে না। যাই হোক, সেটা অবান্তর ব্যাপার। আসল কথা হচ্ছে যে, আমি আপনাকে সব কথা বলেছি। বুঝতেই পারছেন মিঃ হেদারলি, আমি আপনাকে কতখানি বিশ্বাস করে সব গোপন কথা বললাম। সুতরাং আমিও আশা করব যে আপনি আপনার কথা রাখবেন।...ঠিক আছে, আজ রাত্রে এফোর্ডে ফের আপনার সঙ্গে দেখা হবে।' এই কথা বলে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

"'আমি ঠিক সময়েই পৌঁছোব।'

"'কিন্তু এ সব কথা আর যেন কেউ না জানে,' বলে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর শেকহ্যান্ড করে চলে গেলেন। ভদ্রলোকের হাতটা যেমন ঠান্ডা তেমনই চটচটে।

"ভদ্রলোক চলে যাবার পরে সব ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় ভাবতে আমার খুব আশ্চর্য লাগল। এতক্ষণ যা বললাম তা শুনে আপনারাও নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছেন। তবে শেষকালে বেশ আনন্দই হল। কেন না কাজের তুলনায় মজুরিটা বেশ ভাল। এই কাজটুকু করতে আমি যে-মজুরি নিতাম এরা আমাকে তার দশগুণ বেশি দিচ্ছে। তবে যখনই সেই ভদ্রলোকের কথা মনে হচ্ছিল, তখনই কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তা ছাড়া ফুলারস আর্থের ব্যাপারটাও আমার কাছে গোলমেলে ঠেকছিল।

BanglaBook.org

বিশেষত আমার যাবার কথাটা কাউকে না বলবার জন্যে যে ভাবে উনি পেড়াপেড়ি করছিলেন সেটা রীতিমতো সন্দেহজনক। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সব ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে রাতের খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে আমি এফোর্ডের দিকে যাত্রা করলাম।

"রেডিং স্টেশনে প্লাটফর্ম বদলে যখন এফোর্ডের ট্রেনে চাপলাম তখন গাড়ি ছাড়তে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। এফোর্ড স্টেশনে যখন নামলাম তখন এগারোটা বেজে গেছে। স্টেশনটা ছোট। আলো কম। কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার। এফোর্ড স্টেশনে আমি ছাড়া আর কেউ নামল না। গোটা প্লাটফর্মটায় একজন প্রায়-ঘুমন্ত রেলের লোক ছাড়া কাউকে দেখতে পেলাম না। স্টেশনের বাইরে আসতেই আমার মক্কেলের সঙ্গে দেখা হল। ছায়ার মতো গেটের একপাশে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে কোনও কথাবার্তা না বলে তিনি আমার হাত ধরে প্রায় একরকম টেনে নিয়ে চললেন। কাছেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি আমাকে গাড়িতে তুলে দিলেন। তারপর নিজে উঠে গাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ করে গাড়ির গায়ে টোকা দিতেই গাড়ি চলতে শুরু করল।"

স্টেশনের বাইরে ঘোড়ারগাড়ি দাঁড়িয়েছিল, হেদারলির মুখে এই কথা শুনে হোমস জিজ্ঞেস করল, "এক-ঘোড়ার গাড়ি?"

"হ্যাঁ, এক-ঘোড়ার গাড়ি।

"আপনি কি ঘোড়াটার গায়ের রংটা লক্ষ করেছিলেন?"

"গাড়িতে ওঠবার সময় পাদানিতে পা রাখতে গিয়ে গাড়ির আলোয় হঠাৎই নজর পড়েছিল। ঘোড়াটার রং বাদামি।"

"ঘোড়াটা কি বেশ চাঙ্গা ছিল, না ক্লান্ত ছিল?"

"না, বেশ টগবগ করছিল।"

"ঠিক আছে। আপনাকে আর বাধা দেব না। বলুন।"

"আমাদের নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করল। তা প্রায় ঘণ্টাখানেকের মতো সময় গাড়িতে কাটল। কর্নেল লাইসান্ডার ক্লার্ক বলেছিলেন যে, স্টেশন থেকে মাইল সাতেক যেতে হবে। গাড়ির গতি আর যতক্ষণ সময় আমরা গাড়িতে ছিলাম তা হিসেব করে আমার মনে হয় আমরা খুব কম করে বারো মাইল পথ চলে এসেছি। কর্নেল আমার পাশেই বসেছিলেন। যত বারই তাঁর দিকে চেয়ে দেখলাম তত বারই দেখলাম তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ওই দিকের রাস্তার অবস্থা খারাপ। গাড়ির চাকা গর্তের মধ্যে পড়ে লাফিয়ে উঠছিল। একবার কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কর্নেল হুঁ হাঁ করেই চুপ করে গেলেন। বাধ্য হয়ে আমাকেও চুপ করে যেতে হল। গাড়ির বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। গাড়িটায় সাদা কাচের শার্সি লাগানো। মাঝে মাঝে একটা-আধটা আলোর আভা দেখা যাচ্ছিল মাত্র। তারপর এক সময় মেঠো পথ ছেড়ে আমাদের গাড়ি নুড়ি-বিছানো রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। শেষকালে গাড়িটা থামল। গাড়িটা থামতেই কর্নেল লাফিয়ে নেমে পড়লেন। আমি তারপর গাড়ি থেকে নামলাম। আমি কর্নেলের পেছনে আসছিলাম, হঠাৎ কর্নেল আমাকে আচমকা এক হেঁচকা টান দিয়ে একটা দরজার দিকে টেনে নিলেন। কিছু বোঝবার আগেই আমি একটা বন্ধ গাড়ি থেকে একটা হলঘরের মধ্যে চালান হয়ে গেলাম। বাড়িটা কেমন সেটা পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। আমরা হলে পা দিতেই হলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চাকার চাপা ঘড়ঘড় শব্দ কানে এল। বুঝলাম, আমাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা চলে গেল।

"বাড়ির ভেতরটা একদম ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। কর্নেল একটা দেশলাই হাতড়াতে হাতড়াতে নিজের মনেই কী যেন বলছিলেন। এমন সময় হলের আর-এক দিকের দরজা খুলে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ল। আস্তে আস্তে আলোটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আলো হাতে এলেন এক ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলাকে দেখতে খুব ভাল। তাঁর জামাকাপড়ও বেশ দামি। তিনি কর্নেলকে অন্য কোনও ভাষায় কী যেন বললেন। তাঁর কথা আমি বুঝতে পারলাম না। তবে ভদ্রমহিলার কথার উত্তরে কর্নেল কিছু বললেন। কী বললেন সেটাও বুঝতে পারলাম না। আমার কেমন যেন মনে হল একটানা খানিকক্ষণ ঘোঁত ঘোঁত শব্দ শুনলাম। তবে কর্নেলের কথায় সেই ভদ্রমহিলা এমন চমকে গেলেন যে আর একটু হলেই আলোটা তাঁর হাত থেকে পড়ে যেত। তারপর কর্নেল সেই ভদ্রমহিলার কানে কানে কিছু বলে তাঁকে একরকম জোর করে তিনি ঘরের যে-দিক দিয়ে ঢুকেছিলেন সেই দিক দিয়ে নিয়ে গেলেন। একটু পরেই কর্নেল ফিরে এলেন।

"হলের লাগোয়া একটি ঘরের দরজা খুলে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'মিঃ হেদারলি, আপনি দয়া করে এ ঘরে একটু বসুন। আমি আসছি।'

"ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তবে ছোট ঘর। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। টেবিলের ওপরে কয়েকটা বই রাখা ছিল। সব বইগুলিই জার্মান ভাষায় লেখা। কর্নেল তাঁর হাতের জ্বলন্ত মোমবাতিটা একটা হারমোনিয়ম বাক্সের ওপরে বসিয়ে দিলেন। তারপর 'আমি এক্ষুনি আসছি' বলে তিনি অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেলেন।

"সময় কাটাবার জন্যে টেবিল থেকে বইগুলো তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। আমার অল্প জার্মান জ্ঞান থেকে বুঝতে পারলাম যে দুটো সায়েন্সের বই আর একটা কবিতার বই। বইগুলো রেখে দিয়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেলাম। মনে করলাম যদি বাইরের দিকে কিছু দেখা যায়। জানলার কাছে গিয়ে দেখলাম যে, জানলার ওক কাঠের ভারী পাল্লা দুটো একদম সেঁটে বন্ধ করা। সমস্ত বাড়িটা আশ্চর্য রকম চুপচাপ। একমাত্র শব্দ যা আমার কানে আসছিল তা হল পুরনো ক্লকের টিকটিক শব্দ। ক্লকটার শব্দ ছাড়া গোটা বাড়িটায় আর কোনও সামান্যতম শব্দও শোনা যাচ্ছিল না। হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল। এই জার্মানদের পরিচয় কী? এই প্রায়-পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এরা কী করছে? কেন এদের এই গোপনতা? এ জায়গাটাই বা কোথায়। এদের কথা থেকে যতদূর বুঝতে পেরেছি জায়গাটা এফোর্ড থেকে প্রায় দশ-বারো মাইল দূরে হবে। কিন্তু জায়গাটা এফোর্ডের পুবে না পশ্চিমে, উত্তরে না দক্ষিণে, সে বিষয়ে কোনও জ্ঞানই আমার নেই। তবে মনটা এই ভেবে ঠান্ডা হল যে, রেডিং শহরটা যদি দশ-বারো মাইলের মধ্যে হয় তবে জায়গাটা লোকালয় থেকে একদম দূরে নাও হতে পারে। একটা ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে, জায়গাটা শহর নয়, পাড়াগাঁ। মনকে চাঙ্গা করতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে গুনগুন করে গান গাইতে লাগলাম। মনে হল, পঞ্চাশ গিনি উপার্জন করবার জন্যে রীতিমতো কষ্ট করতে হচ্ছে।

"আমি কিছু টের পাবার আগেই ঘরের দরজাটা কখন নিঃশব্দে খুলে গেল। দেখলাম সেই ভদ্রমহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে। ভদ্রমহিলা হলঘরের দিক থেকে এসেছেন। দেখলাম হলঘরটা অন্ধকার। আমার ঘরে যে-মোমবাতিটা জ্বলছিল তার আলোটা গিয়ে পড়েছে

BanglaBook.org

ভদ্রমহিলার মুখে। ভদ্রমহিলা মোটামুটি সুন্দরী। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকাতে যেটা চোখে পড়ল সেটা হল তাঁর মুখের ভাব। তাঁর মুখে সাংঘাতিক রকম ভয় আর দুশ্চিন্তার ভাব ফুটে উঠেছে। আমার বুঝতে কষ্ট হল না, দারুণ ভয়ের মধ্যে তাঁর সময় কাটে। তাঁকে দেখে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। একটু ভয় ভয় করতে লাগল। হাতের ইঙ্গিতে তিনি আমাকে কথা বলতে বারণ করলেন। আমার কানের কাছে মুখ এনে তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কিছু বললেন। কথা বলবার সময় তিনি বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে হলের দিকে দেখছিলেন। তাঁর চোখের চাউনি কোনও মানুষের চোখের চাউনি নয়। সে দৃষ্টি যেন শিকারির তাড়া খাওয়া প্রাণভয়ে ভীত কোনও জন্তুর চোখের চাউনি।

"তিনি আমাকে বললেন, 'আমি হলে চলে যেতাম। আপনি থাকবেন না। এখানে আপনার কিছু করবার নেই।' কথাগুলো খুব শান্ত ভাবে বলবার চেষ্টা করলেও তিনি ভেতরে ভেতরে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না।

"'কিন্তু দেখুন,' আমি বললাম, 'যে-কাজ করতে এসেছি সেটাই তো এখনও করা হয়নি। মেশিনটা না দেখে আমি যাই কী করে আপনিই বলুন না?'

"আমার কথায় কান না দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'ওটা না দেখলেও আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। পেছন দিকে একটা দরজা আছে। সেটা দিয়ে বড় রাস্তায় যাওয়া যাবে। সেখানে আপনাকে বাধা দেবার কেউ নেই।' হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে আমি তাঁর কথা শুনছি বটে, তবে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছি না। তাই তিনি কোনও রকম সংকোচ না করে আমার হাত দুটো ধরে বললেন, 'ভগবানের নামে বলছি, এখনও সময় আছে, পালান। এরপর কিন্তু পালাবার উপায় থাকবে না।'

"আমার স্বভাব একটু একগুঁয়ে ধরনের। বিশেষত কোনও কিছুতে বাধা পেলে সে কাজটা করবার জন্যে আমার জেদ বেড়ে যায়। আমার মনে পঞ্চাশ গিনির চিন্তাটা বড় হয়ে উঠল। মনে মনে চিন্তা করলাম, এই যে এত কষ্ট করে এত রাত্রে অজ পাড়াগাঁয়ে এলাম এর সবটাই কি পণ্ডশ্রম হবে? এই ভদ্রমহিলা যাঁকে আমি চিনি না, জানি না, এঁর কথা শুনে যে কাজ করতে এসেছি সেটা না করে পারিশ্রমিক না নিয়ে চুপি চুপি পালানোটা কি ঠিক হবে? মনে হল ভদ্রমহিলার হয়তো মাথার গোলমাল আছে। উনি হয়তো আমাকে আরও কিছু বলতেন, এমন সময় বাড়ির মধ্যে কোথায় যেন একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার শব্দ হতে লাগল। ভদ্রমহিলা কান খাড়া করে সেই শব্দ শুনলেন। তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমনই নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমার মনে হল যে আমি তাঁর কথা না শোনায় তিনি ভীষণ হতাশ হয়েছেন।

"একটু পরেই কর্নেল লাইসেন্ডার স্টার্কের সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোক বেশ বেঁটে আর মোটা। গালে চাপদাড়ি। ভদ্রলোকের নাম মিঃ ফার্গুসন।

"মিঃ ফার্গুসনকে দেখিয়ে কর্নেল বললেন, 'ইনি আমার সহকারীও বলতে পারেন, আবার ম্যানেজারও বলতে পারেন।...ঘরটা ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে কেন? আমার মনে হচ্ছে আমি ওই দরজাটা বন্ধ করে গিয়েছিলাম। আপনার ঠান্ডা লেগে যায়নি তো?'

"'মোটেই নয়। সত্যি কথা বলতে কী, আমার বেশ গরম বোধ হচ্ছে।'

"আমার দিকে কর্নেল এমন ভাবে তাকালেন যে আমার মনে হল তিনি আমার কথা

ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারছেন না। বললেন, 'চলুন যাওয়া যাক। আপনাকে মেশিনটা দেখিয়ে দিই।'

"'দাঁড়ান, টুপিটা মাথায় দিয়ে নিই।'

"'দরকার নেই। মেশিনটা এই বাড়িতেই বসানো আছে।'

"'কী কাণ্ড! আপনারা কি বাড়ির মধ্যেই ফুলারস আর্থ খুঁড়ছেন নাকি।'

"'না তা নয়। আমরা এখানে মেশিনটা রেখেছি ফুলারস আর্থকে চাপ দিয়ে সাইজমাফিক করার জন্যে। থাক সে কথা। আমরা চাই যে আপনি মেশিনটা দেখে বলে দিন যে কেন এটা বিগড়েছে।'

"আর কোনও কথা না বলে আমরা সিঁড়ির দিকে গেলাম। আলো হাতে সবার আগে আগে চললেন কর্নেল। তাঁর পেছনে আমি আর আমার পিছনে ফার্গুসন। বাড়িটা বহু কালের। আমার মনে হল বাড়িটা যেন একটা গোলকধাঁধার ছকে তৈরি। লম্বা লম্বা বারান্দা। ঘরের মধ্যে দিয়ে আর একটি ঘরে যেতে হয়। সরু সরু গলি। এদিকে-ওদিকে অনেক সিঁড়ি। ঘরের দরজা নিচু নিচু। একটু অসাবধান হলেই মাথা ঠুকে যায়। কোনও ঘরের মেঝেতেই কার্পেট নেই। বাড়িটার একতলার ঘরগুলো ছাড়া অন্য তলার কোনও ঘরে আসবাবপত্র নজরে পড়ল না। উলটে দেখলাম অনেক জায়গায় দেওয়ালের প্লাস্টার খসে গেছে। আমি একটা কিছুই-হয়নি গোছের ভাব দেখাতে লাগলাম। কিন্তু ভদ্রমহিলার কথাগুলো বার বার মনে পড়তে লাগল। আমি চোখ-কান খোলা রেখে বেশ হুঁশিয়ার ভাবে চারদিকে নজর রাখতে রাখতে ওদের সঙ্গে চললাম। ফার্গুসন একটা গোমড়ামুখো লোক। কথাটথা একদম বলে না, বা বলতে চায় না। তবে তার চেহারা দেখে বুঝলাম যে লোকটা আর কিছু না হোক আমার জাতভাই বটে।

"এক সময়ে কর্নেল একটা ছোট দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজাটা তালা লাগানো ছিল। কর্নেল একটা চাবি দিয়ে তালাটা খুললেন। ছোট্ট চৌকো আকারের ঘর। এত ছোট যে তিন জন লোক একসঙ্গে ঢুকতে পারে না। কর্নেল আর আমি ভেতরে গেলাম। ফার্গুসন বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

"কর্নেল আমাকে বললেন, 'আসলে কিন্তু আমরা দাঁড়িয়েছি মেশিনটার খোলের মধ্যে। এখন যদি কেউ ভুল করে মেশিনটা চালিয়ে দেয় তো বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে যাবে। যেটাকে আপনি ঘরের ছাদ বলে মনে করেছেন, সেটা কিন্তু যে পিস্টনটা নেমে আসে তার তলার অংশটা। ওটা প্রচণ্ড শক্তিতে নেমে আসে এই মেঝেতে। এই মেঝেটা লোহা সিমেন্ট দিয়ে তৈরি নয়। এটা মেটাল ফ্লোর বা ধাতু দিয়ে তৈরি মেঝে। এর পাশে কয়েকটা সিলিন্ডার আছে। সেগুলো জল-ভরতি। পিস্টনের ধাক্কাটা গিয়ে পড়ে ওই সিলিন্ডারের ওপরে। তারপর কী হয় সে তো আপনার ভালই জানা আছে। এখন গোলমালটা কী হয়েছে জানেন? মেশিনটা বেশ মসৃণ ভাবে চলছে না। কেমন যেন আটকে আটকে যাচ্ছে। আর তার ফলে যতটা চাপ হওয়া উচিত ততটা চাপ তৈরি হচ্ছে না। এখন আপনি সব দেখেটেখে বলুন যে কী করলে এটা আবার ভাল ভাবে চালু হবে।'

"আমি কর্নেলের হাত থেকে আলোটা নিয়ে নিলাম মেশিনটা ভাল করে দেখবার জন্যে। এটা একটা বিরাট আকারের হাইড্রলিক প্রেশার মেশিন। এটার সাহায্যে যে কী প্রচণ্ড পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করা যাবে তা বুঝতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হল না। ঘর থেকে বেরিয়ে

BanglaBook.org

এসে মেশিনটা চালাবার হাতলটা টানলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনটা চালু হল আর একটা হুস শব্দ আমার কানে এল। তক্ষুনি ব্যাপারটা বুঝে গেলাম। ভেতরে কোথাও ফুটো হয়ে গেছে। তার ফলে সিলিন্ডারগুলো যে ভাবে কাজ করা উচিত সে ভাবে কাজ করছে না। আর তাই যতটা পরিমাণ চাপ তৈরি হওয়া উচিত তা হচ্ছে না। ভাল করে দেখতে দেখতে নজরে পড়ল যে একটা রবারের বুশ শুকিয়ে গিয়েই এই কাণ্ড হচ্ছে। বুশটা শুকিয়ে গেছে বলে পাইপটা গেছে ঢিলে হয়ে আর সেই জন্যেই যতটা চাপ হওয়া দরকার ততটা হচ্ছে না। আমি বুশটা দেখিয়ে দিলাম। কর্নেল বেশ ভাল করে জায়গাটা দেখে নিয়ে আমার কথা শুনলেন, তারপর প্রশ্ন করে করে জেনে নিলেন কী করলে এটাকে ঠিকমতো চালু করা যাবে। সবকিছু ওঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে আমি ফের মেশিনঘরে ফিরে এলাম। আমার ফিরে আসার কারণ হল মেশিনটাকে ভাল করে দেখা। মেশিনটা দেখে আমার বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না যে, ফুলারস আর্থের ব্যাপারটা আগাগোড়া বানানো—স্রেফ একটা ধাপ্পা। ওই কাজের জন্যে যে এত শক্তিশালী মেশিন কেউ ব্যবহার করে তা নিরেট গাধা ছাড়া আর কেউ মানবে না। মেশিনঘরটার দেওয়াল কাঠের আর মেঝেটা একটা বিরাট আকারের লোহার গামলা। গামলাটার দিকে চোখ নামাতেই লক্ষ করলাম গামলার ওপরে ধুলোর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো ধাতুর আস্তরণ পড়েছে। হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম জার্মান ভাষায় কে যেন কিছু বলল। মাথা তুলতে দেখলাম কর্নেল চোখমুখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

"খুব কড়া ভাবে ধমকে উঠে কর্নেল আমাকে বললেন, 'ওখানে কী হচ্ছে?'

"গোড়া থেকেই কর্নেলের আচার-আচরণে আমি তাঁর উপর খুব খুশি ছিলাম না। তার ওপর আমাকে ঠকানো হয়েছে বুঝতে পেরে মেজাজটা গেল বিগড়ে। বললাম, 'মনে মনে আপনার ফুলারস আর্থের গল্পের তারিফ করছিলাম। তবে কী জানেন, ঠিক কোন কাজে এ মেশিনটা ব্যবহার করা হচ্ছে, জানতে পারলে আমি হয়তো আরও একটু ভাল পরামর্শ দিতে পারতাম।' কথাটা বলেই আমি জিভ কামড়ালাম। বুঝলাম মাথা গরম করে বেফাঁস কথা বলেছি। আমার কথা শুনেই কর্নেলের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল; চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল।

"'ঠিক আছে। তাই হোক, মেশিনটা সম্বন্ধে ভাল করেই জানো।' কী ঘটতে চলেছে আমি সেটা বোঝবার আগেই কর্নেল এক পা পিছিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন। শুনতে পেলাম দরজার তালাটা চাবি দিয়ে আটকে দেওয়া হল। দৌড়ে দরজার কাছে গেলাম। পাগলের মতো দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম, লাথি মারতে লাগলাম, চেঁচাতে লাগলাম। 'কর্নেল, কর্নেল, দয়া করে দরজা খুলুন।'

হেদারলি বলে যেতে লাগলেন তাঁর কাহিনী। "হঠাৎ ঘরের নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা শব্দ আমার কানে এল। শব্দটা কানে যেতেই ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। মেশিনটা কেউ চালু করে দিয়েছে। হাইড্রলিক প্রেসারের সিলিন্ডারগুলো হিসহিস শব্দে চালু হয়ে গেছে। বুঝলাম, কর্নেলই মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছে। মেঝের ওপরে তখনও লণ্ঠনটা জ্বলছিল। লণ্ঠনটা এখানে নামিয়ে রেখে লোহার গামলায় জমে-থাকা গুঁড়োগুলো পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। সেই কম আলোতে আমি দেখতে পেলাম যে ঘরের কালো ছাদটা খুব আস্তে

BanglaBook.org

BanglaBook.org

আস্তে নেমে আসছে। এই যন্ত্রটা যে কী ধরনের অসম্ভব চাপ সৃষ্টি করতে পারে আমার চাইতে ভাল করে বোধহয় কেউ জানে না। এর চাপে এক মিনিটের মধ্যে আমি তালগোল পাকিয়ে একটা জড়পিণ্ড হয়ে যাব। দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি কর্নেলকে দরজা খুলে দেবার জন্য বার বার অনুনয়বিনয় করতে লাগলাম। কিন্তু মেশিনের শব্দে আমার সব অনুরোধ চাপা পড়ে গেল। এখন ঘরের ছাদটা আমার মাথা থেকে মাত্র ফুট দুই-তিন ওপরে। আমি হাত দিয়ে যন্ত্রটাকে ছুঁতে পারছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হল যে, আমার মৃত্যু যন্ত্রণাটা কত বেশি হবে, সেটা নির্ভর করবে কোন অবস্থায় মেশিনটা আমাকে পিষে ফেলবে তার ওপরে। আমি যদি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকি তো মেশিনটা আমার মেরুদণ্ডটা গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেবে। যন্ত্রণাটা কম হবে যদি আমি চিত হয়ে শুয়ে থাকি। কিন্তু চিত হয়ে শুয়ে মেশিনটা একটু একটু করে নেমে আসছে দেখেও কি স্থির হয়ে থাকতে পারব? ছাদটা আরও খানিকটা নেমে এসেছে। এখন আর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। হঠাৎ আমার মনে বাঁচবার আশা হল। আমার চোখ পড়ল দেওয়ালের ওপর।

"আগেই বলেছি যে, ঘরের ছাদ আর মেঝেটা লোহার কিন্তু দেওয়ালগুলো সব কাঠের। হঠাৎ মনে হল কাঠের দেওয়ালের মাঝখানে একটা ফুটো দিয়ে যেন আলোর ক্ষীণ রশ্মি দেখা যাচ্ছে। ফুটোটা একটু একটু করে বড় হতে লাগল। প্রথমটায় আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, সেখানে কোনও দরজা আছে। পরের মুহূর্তেই আমি কোনও রকমে এক লাফে ঘরের যে-দিক দিয়ে আলোর রেখা আসছিল সেদিকে গিয়ে পড়লাম। দরজার কাছে পৌঁছেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আর প্রায় তখনই ঘরের ভেতরে লণ্ঠনটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল আর লোহায় ধাক্কা লাগবার শব্দ কানে এল। বুঝতে বাকি রইল না। অল্পের জন্যেই এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম!

"যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম কে যেন আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে। চোখ মেলে তাকাতে দেখলাম যে একটা সরু বারান্দায় শুয়ে আছি। আর একজন ভদ্রমহিলা ঝুঁকে পড়ে আমাকে দেখছেন। ভদ্রমহিলার হাতে একটা মোমবাতি। মোমবাতির আলোয় ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারলাম। আমার সেই অপরিচিতা হিতৈষিণী, যিনি গোড়াতেই আমাকে পালাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

"ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন, 'উঠুন, উঠুন। ওরা এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে। আর আপনি যে ও ঘরে নেই সেটা টের পেয়ে যাবে। আর একটুও দেরি করবেন না। দয়া করে তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে আসুন।' এবার কিন্তু আমি তাঁর কথায় অবাধ্য হলাম না। কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর তাঁর পিছনে পিছনে সেই বারান্দা বরাবর ছুটতে লাগলাম। বারান্দার শেষে একটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে পেলাম একটা চওড়া বারান্দা। বারান্দাতে পৌঁছতেই চেঁচামেচির শব্দ কানে এল। কারা যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। মনে হল ওপরতলা থেকে কেউ যেন কিছু বলল। তার কথায় আর একজন সাড়া দিল। আমার মনে হল যে, দ্বিতীয় লোকটি আমরা যে তলায় রয়েছি সেই তলাতেই কোথাও আছে। আমার গাইড ভদ্রমহিলা যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন। ঠিক কী করা উচিত হবে বুঝতে না পেরে তিনি আমাকে একটা ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেন। সেটা একটা শোবার ঘর। ঘরের জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছে।

BanglaBook.org

"'এই হচ্ছে আপনার বাঁচবার একমাত্র রাস্তা। জানলাটা একটু উঁচু তবুও মনে হয় আপনি এখান থেকে লাফিয়ে পালাতে পারবেন।'

"ভদ্রমহিলা যখন কথা বলছিলেন তখনই আমার নজর গিয়ে পড়েছিল বারান্দার উলটো দিকে। একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। দেখতে পেলাম যে, কর্নেল লাইসেন্ডার স্টার্ক এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে মাংসওয়ালারা যে রকম ভারী দা মাংস কাটবার জন্যে ব্যবহার করে, সে রকম একটা দা নিয়ে ছুটে আসছে। আমি আর অপেক্ষা না করে এক দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে জানলাটা খুলে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। বাগান থেকে জানলাটা কম করে ফুট তিরিশ উঁচু হবে। চাঁদের আলোয় পরিপাটি করে রাখা বাগানটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। চারদিক নিস্তব্ধ। আমি জানলার ফ্রেমটা ধরে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিলাম না। ভাবলাম যে, যদি শয়তানটা ভদ্রমহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তো আজ ওর একদিন কি আমার একদিন। গুন্ডাটা ভদ্রমহিলাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু আটকাবার জন্যে ভদ্রমহিলা লোকটাকে দু' হাত দিয়ে জাপটে ধরলেন।

ভদ্রমহিলা ইংরেজিতে বললেন, 'ফ্রিৎস, তোমার কি মনে নেই গত বার তুমি আমাকে কী কথা দিয়েছিলে? তুমি যে বলেছিলে এ কাজ আর তুমি করবে না। এই ভদ্রলোক কোনও কথা কাউকে বলবেন না। আমি কথা দিচ্ছি যে, আজ রাত্তিরে যে সব ব্যাপার ঘটল সে সব কথা উনি কাউকে বলবেন না।'

"'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে এলিস?' জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে কর্নেল বলল। 'তুমিই আমাদের ডোবাবে দেখছি। ও সব জেনে গেছে। আমাকে ছেড়ে দাও বলছি।'

"ভদ্রমহিলাকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে কর্নেল লোকটা জানলার দিকে ছুটে এল। কর্নেলকে তেড়ে আসতে দেখে আমি কার্নিস থেকে সরে গিয়ে ঝুলে পড়লাম। জানলার ফ্রেমটা তখনও হাত দিয়ে ধরেছিলাম। হঠাৎ আমার হাতে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগল। দারুণ যন্ত্রণায় হাত সরিয়ে নিতেই আমি ঝপ করে নীচে পড়ে গেলাম।

"নীচে পড়ে গিয়ে আমার খুবই লাগল। তবে ভাগ্য ভাল বলতে হবে, হাত-পা ভাঙেনি। তাই জোর করে নিজেকে সামলে নিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়োতে লাগলাম। কেন না, এ খেয়াল ছিল যে, আমি বিপদের হাত থেকে রেহাই পাইনি। ছুটতে ছুটতে মনে হল শরীরটা বেশ ঝিমঝিম করছে। হঠাৎ শরীরটা কেমন দুর্বল লাগতে লাগল। হাতটা দপদপ করছিল। কষ্টও হচ্ছিল খুব। হাতটার দিকে তাকাতেই দেখলাম আমার বুড়োআঙুলটা একদম উড়ে গেছে আর কাটা জায়গাটা দিয়ে ভলভল করে রক্ত পড়ছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে কাটা জায়গাটা বাঁধতে গেলাম। আর তখনই মাথাটা কেমন করে উঠল। আমি একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে গেলাম।

"কতক্ষণ যে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলাম বলতে পারি না। তবে যে বেশ খানিকক্ষণ জ্ঞানহীন ছিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যখন জ্ঞান হল দেখলাম চাঁদ ডুবে গেছে আর চারদিকে ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে। আমার জামাকাপড় ভিজে সপসপ করছে। সারা রাত শিশির পড়েছে আমার গায়ে। কোটের হাতায় রক্ত লেগে রয়েছে। হাতটা তখনও দপদপ করছে। আমার প্রথম চিন্তা হল কী করে ওখান থেকে পালানো যায়। মনে হল, আমার শত্রুরা কাছাকাছি থাকতে পারে। এখানে বসে থাকলে তাদের হাতে ধরা পড়ে যেতে

BanglaBook.org

পারি। চারদিকে তাকাতে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার চারদিকে সেই বাড়িটা বা বাগানটা দেখতে পেলাম না! আমি বড় রাস্তার ধারে একটা ঝোপের কোণে পড়েছিলাম। দেখলাম একটু দূরে একটা একতলা বাড়ি। রাস্তা দিয়ে সেই বাড়িটার দিকে গেলাম। বাড়িটার কাছে এসে দেখি সেটা রেলস্টেশন। গতকাল রাত্রে এই স্টেশনে আমি নেমেছিলাম। আমার বুড়োআঙুলটা যদি কাটা না পড়ত তা হলে গোটা ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্ন বলে উড়িতে দিতে পারতাম।

"কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আমি স্টেশনে গেলাম। লন্ডন ফেরার ট্রেনের খবর নিলাম। জানলাম আধঘণ্টার মধ্যে রেডিং থেকে একটা ট্রেন আসছে। কাল রাত্তিরে যখন স্টেশনে নেমেছিলাম তখন যে-লোকটিকে ডিউটিতে দেখেছিলাম এখনও তারই ডিউটি চলছে। আমি তাকে কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কর্নেল লাইসেন্ডার স্টার্ক বলে কাউকে সে চেনে কিনা। সে ওই নামের কাউকে চেনে না। তাকে জিজ্ঞেস করলাম গতকাল আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে যে-গাড়ি এসেছিল সেটা সে দেখেছে কিনা। না, সে দেখেনি। তার কাছ থেকে খবর নিয়ে জানলাম যে, থানা স্টেশন থেকে পাক্কা তিন মাইল দূর। তখন আমার শরীরের যে রকম অবস্থা তাতে তিন মাইল পথ হাঁটা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। ঠিক করলাম, লন্ডনে ফিরে গিয়ে পুলিশকে সব কথা জানাব। ছ'টার একটু পরেই আমি লন্ডনে পৌঁছে গেলাম। লন্ডনে পা দিয়েই আমি প্রথম গেলাম ডাক্তারের কাছে। সেখানে কাটা জায়গাটার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ডাক্তারবাবুর দয়ায় এলাম আপনার কাছে। এই রহস্যের তদন্তের ভার আপনাকে দিলাম। আপনি যা বলবেন তাই করব।"

এই আশ্চর্য ঘটনা শুনে আমরা বেশ খানিকক্ষণ কোনও কথা না বলে চুপ করে বসে রইলাম। তারপর শার্লক হোমস উঠে গিয়ে একটা বড় আকারের বই শেলফ থেকে নামিয়ে আনল। আমি জানি যে এই রকম বাঁধানো খাতায় সে নানা রকমের কাগজ থেকে কাটিং সেঁটে রাখে।

হোমস হেদারলিকে বলল, "আপনাকে একটা বিজ্ঞাপন পড়ে শোনাই। বছরখানেক আগে সব খবরের কাগজেই বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল। শুনুন। হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার মিঃ জেরেমিয়া হেলিঙের (বয়স ২৬) সন্ধান গত ৯ তারিখ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্রি দশটার সময় বাসা থেকে বেরিয়েছেন। তারপর থেকে তাঁকে আর দেখা যায়নি। তাঁর পরনে এই ধরনের জামাকাপড়...ইত্যাদি ইত্যাদি। হুঁ, এইটে হল শেষ যেবার কর্নেল হাইড্রলিক প্রেশার সারিয়েছেন সেবারের ব্যাপার।"

হেদারলি বলে উঠল, "উফ, কী সাংঘাতিক কাণ্ড। এতক্ষণে সেই ভদ্রমহিলার কথার মানেটা বোঝা গেল।"

"ঠিক ধরেছেন। কর্নেল একটি জঘন্য ক্রিমিন্যাল। আগেকার দিনের জলদস্যুরা যেমন জাহাজ লুঠপাট করেই ক্ষান্ত হত না, জাহাজের সবাইকে মেরে ফেলত, কর্নেলও সেই জাতের। এর খপ্পরে যেই পড়বে তাকেই খতম করে দেবে। যাই হোক, এখন প্রতিটি সেকেন্ড আমার কাছে দামি। যদি আপনি 'ফিট' মনে করেন তো আমরা এক্ষুনি কাজ শুরু করে দিই। আমাদের যেতে হবে এফোর্ড। কিন্তু তার আগে অবশ্য আমাদের যেতে হবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে।"

ঘণ্টা-তিনেক পরে আমরা রেডিং থেকে বাকশায়ের সেই অজ পাড়াগাঁয়ের দিকে যাবার

BanglaBook.org

জন্যে ট্রেন ধরলাম। আমরা বলতে শার্লক হোমস, মিঃ হেদারলি, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট, একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবল আর আমি। ব্র্যাডস্ট্রিট তার দু' হাঁটুর ওপরে ওই অঞ্চলের একটি মিলিটারিদের ব্যবহারের ম্যাপ বিছিয়ে এফোর্ডকে কেন্দ্র করে কম্পাস দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকতে ব্যস্ত ছিল।

"ব্যস হয়ে গেল। এই গোল দাগের মধ্যে এফোর্ডের দশ মাইলের মধ্যে যা-কিছু তা সবই আছে। যে-জায়গাটা আমরা খুঁজছি সেটা মনে হয় এই দাগের কাছাকাছি কোথাও হবে। মিঃ হেদারলি, আপনার ধারণা জায়গাটা এফোর্ড থেকে মাইল-দশেক দূরে হবে?" ব্র্যাডস্ট্রিট বলল।

"হ্যাঁ, তা হবে। গাড়িতে করে যেতেই আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লেগেছিল।"

"আপনি বলছেন যে আপনি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন তখন তারা আপনাকে তুলে নিয়ে এসেছিল।"

"নিশ্চয়ই তারা আমাকে তুলে এনেছিল। তা ছাড়া সেই তন্দ্রার ঘোরে আমার কেমন মনে হচ্ছিল যে আমাকে যেন কারা কোথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

আমি বললাম, "কিন্তু আমার কাছে যেটা অদ্ভুত ঠেকছে সেটা হল যে বাগানের ভেতর আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েও ওরা আপনাকে না মেরে ছেড়ে দিল কেন? তা হলে কি সেই ভদ্রমহিলার কাকুতিতে গুন্ডাগুলোর মনে দয়া হয়েছিল?"

হেদারলি বলল, "না, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। মানুষের চোখমুখের ভাব যে অত নিষ্ঠুর হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না। ও রকম মুখ আমি আগে কখনও দেখিনি।"

হেদারলি চুপ করতেই ব্র্যাডস্ট্রিট বলল, "যাকগে, আর একটু পরেই সব ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যাবে। এখন এই যে বৃত্তটা টেনেছি এর মধ্যে ঠিক কোথায় যে ওদের সন্ধান পাব সে কথাটা জানতে পারলে ভাল হত।"

প্রায় ফিসফিস করে হোমস বলল, "মনে হচ্ছে জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিতে পারি।"

ব্র্যাডস্ট্রিট বলল, "তাই নাকি? আপনি এরই মধ্যে জেনে গেছেন কোথায় গেলে ওদের হদিস পাওয়া যাবে। আচ্ছা দেখা যাক কার সঙ্গে আপনার মতের মিল হয়। আমি বলছি আমাদের দক্ষিণ দিকে যেতে হবে। মনে হচ্ছে ওই দিকে লোকজনের বিশেষ বসবাস নেই।"

হেদারলি বলল, "আমার মনে হয় আমাদের পুব দিকে যেতে হবে।"

সাদা পোশাকের পুলিশটি বলল, "আমার মত হচ্ছে পশ্চিম দিকে যাওয়াই ভাল। ও দিকে কয়েকটা গ্রামের মতো রয়েছে।"

আমি বললাম, "উত্তর দিকে গেলে ওদের ধরতে পারা যাবে। ও দিকে পাহাড়টাহাড় নেই। হেদারলির কথা থেকে জানতে পেরেছি যে, ওদের কোনও উঁচু-নিচু পথে যেতে হয়নি।"

ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট হাসতে হাসতে বলল, "কারও সঙ্গে তো কারও মতের মিল হল না। দেখছি আমরা বৃত্তটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছি। মিঃ হোমস এখন কার দিকে ভোট দিচ্ছেন?"

"আপনারা সবাই ভুল করেছেন।"

"তা কী করে সম্ভব। আমরা সকলেই কী করে ভুল করতে পারি।"

"হ্যাঁ, আপনারা সবাই ভুল করেছেন। জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন।" হোমস

BanglaBook.org

সেই গোল দাগের ঠিক মাঝখানের কেন্দ্রবিন্দুতে তার আঙুল ঠেকাল। "এইখানে আমরা ওদের খোঁজ পাব।"

"কিন্তু আমরা যে দশ-বারো মাইল রাস্তা গেলাম সেটা কী ব্যাপার হল?" বিস্মিত হয়ে হেদারলি প্রশ্ন করল।

"খুব সোজা। আপনারা যতটা রাস্তা গিয়েছিলেন ততটা রাস্তাই আবার ফিরে এসেছেন। আপনি বলেছেন যে যখন আপনি গাড়িতে উঠলেন তখন ঘোড়াটা বেশ টগবগ করছিল। আপনি বলুন তো ওই মেঠো পথে দশ-বারো মাইল রাস্তা গাড়ি টেনে আনলে ঘোড়াটা অত তাজা থাকত কি?"

হোমসের কথা শুনে ব্র্যাডস্ট্রিট বলল, "হ্যাঁ, এটা অবশ্য খুবই সাধারণ চাল বটে। তবে দলটা যে বেশ সাংঘাতিক সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।"

"সে কথা হাজার বার সত্যি। এরা জাল টাকার ফলাও ব্যবসা চালাচ্ছে। আর ওই মেশিনটা দিয়ে কয়েন তৈরি করতে যে ধাতব পদার্থ লাগে তাই বানাত। জানেন বোধহয় এখন রুপো ব্যবহার করা হয় না।"

"আপনার অনুমান খাঁটি, মিঃ হোমস। আমরা বেশ কিছু দিন ধরে জাল টাকাপয়সার খবর পাচ্ছি। এরা প্রচুর জাল খুচরো বাজারে ছেড়েছে। আমরা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি যে, রেডিংয়ের কাছাকাছিই এদের ঘাঁটি। তবে বহু চেষ্টা করেও এদের আসল ঠিকানাটা জোগাড় করতে পারিনি। এরা যেমন ধূর্ত আর তেমনই হুঁশিয়ার। এদের টিকির সন্ধান পাওয়াই অসম্ভব। যাক, আজ বরাতজোরে সেই অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে। এবার আর বাছাধনদের রেহাই নেই।"

কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, ইন্সপেক্টর ব্যাডস্ট্রিট এ খেপেও ওদের কবজা করতে পারলেন না। এফোর্ড স্টেশনে পা দিতেই আমরা দেখলাম যে কালো পুরু ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে ওপরে উঠছে।

ব্র্যাডস্ট্রিট বলল, "কোনও বাড়িতে আগুন লেগেছে?"

স্টেশনমাস্টার বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।"

"বাড়িটা কার?"

"ডাক্তার বেচারের।"

হঠাৎ হেদারলি বলল, "ডাক্তার বেচার কি জার্মান? তিনি কি খুব রোগা? তাঁর নাক কি খুব খাড়া?"

হেদারলির কথা শুনে স্টেশনমাস্টার হেসে উঠলেন। "না আপনি ভুল করছেন। ডাক্তার বেচার খাঁটি ইংরেজ। আর তাঁর চেহারাও বেশ শাঁসেজলে। তবে লোকে বলে তাঁর বাড়িতে তাঁরই এক রুগি থাকে। সে নাকি বিদেশি, আর তার শরীরও ভাল নয়।"

স্টেশনমাস্টারকে আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে যে-দিকে আগুন লেগেছিল আমরা সেই দিকে ছুটলাম। রাস্তাটা একটা টিলার ওপরে উঠে গেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হয়ে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে আগুন লেগেছে। বাড়িটার জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে এখনও আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। সামনের বাগানে তিন-তিনটি বড় বড় দমকল আগুন নেভাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

হেদারলি উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। "এই তো সেই বাড়ি। এই যে সেই নুড়ি-ফেলা

BanglaBook.org

রাস্তা। আর ওই যে ঝোপ দেখছেন ওইখানেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।"

হোমস বলল, "শেষ পর্যন্ত অবশ্য আপনি ওদের ওপর শোধ নিতে পেরেছেন। হাইড্রলিক প্রেশারে আপনার লণ্ঠনটি যায় ভেঙে। আর তার থেকেই কাঠের দেওয়ালে আগুন ধরে যায়। আর তখন আপনার শত্রুরা আপনাকে ধাওয়া করতেই এত ব্যস্ত ছিল যে, আগুন লাগার ব্যাপারটা তাদের নজর এড়িয়ে যায়। যাক। এখনও এই লোকজনের ভিড়ের মধ্যে ভাল করে নজর করে দেখুন তো যাদের সন্ধান করতে আমরা এখানে এসেছি তাদের কাউকে দেখতে পান কিনা। অবশ্য আমার মনে হচ্ছে তারা অনেকক্ষণ আগেই এখান থেকে সরে পড়েছে।"

হোমসের কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল। আজ পর্যন্ত সেই দু'জন লোকের বা সেই ভদ্রমহিলার কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। যেটুকু খবর পাওয়া গিয়েছিল তা হল যে সেই দিনই ভোরবেলায় একজন লোক একটা বিরাট বিরাট বাক্স বোঝাই গাড়িতে চেপে কয়েকজন লোককে রেডিংয়ের দিকে যেতে দেখে। ব্যস, সেই শেষ। তারপর বহু চেষ্টা করেও হোমস তাদের সন্ধান করতে পারল না।

সন্ধে নাগাদ দমকলের লোকেরা আগুন নিভিয়ে ফেলল। বাড়ির একটা জানলার ফ্রেমে একটা কাটা বুড়োআঙুল দেখে দমকলের লোকেরা তো রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। বাড়িটার ছাদ ধসে পড়ার জন্যে যে যন্ত্রটাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেটা একদম টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। পাওয়া গেল শুধু সিলিন্ডার আর লোহার নলের দোমড়ানো কিছু টুকরো আর বাড়ির একটা আউটহাউসে প্রচুর লোহা আর নিকেল। কিন্তু একটাও জাল পয়সা পাওয়া গেল না। বোধহয় সেগুলো ওই গাড়িতে বিরাট বিরাট বাক্সে পুরে সরিয়ে ফেলতে পেরেছিল ওরা। কিন্তু কী ভাবে হেদারলি বাগান থেকে রাস্তার ঝোপে গিয়েছিল সেটা অবশ্য জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করতেই পরিষ্কার হয়ে গেল। এক জায়গায় মাটিটা একটু নরম ছিল। সেখানে দু' জোড়া পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। এক জোড়া ছাপ বেশ বড় মাপের আর এক জোড়া ছাপ খুবই ছোট। বোঝা গেল সেই ইংরেজটি আর ভদ্রমহিলাই হেদারলিকে বাগান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

হেদারলি কাতর স্বরে বলল, "আমার সবটাই লোকসান। কাজ করে পয়সাও পেলাম না আবার বুড়োআঙুলটাও গেল।"

হোমস হেসে বলল, "কিন্তু কত বড় অভিজ্ঞতা হল বলুন তো? এই অভিজ্ঞতার জন্যে বাকি জীবন আপনি দারুণ রকম উপভোগ করতে পারবেন।"

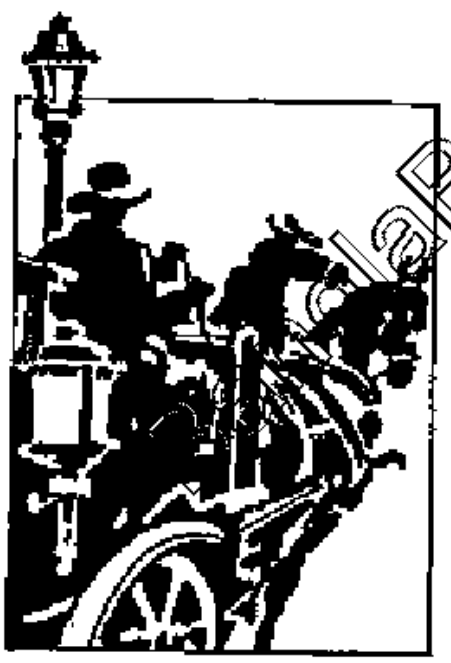

BanglaBook.org

মণিমুকুট

একদিন সকালবেলায় আমি আমাদের দোতলার বসবার ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে দেখছিলাম।

"হোমস, দেখে যাও একজন পাগল রাস্তা দিয়ে কী রকম ভাবে এদিকে আসছে। আমি বুঝতে পারছি না যে কোন আক্কেলে এর আত্মীয়স্বজন একে একলা রাস্তায় বেরোতে দিয়েছে।"

আমার কথা শুনে হোমস গড়িমসি করে তার নিজের আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আমার পেছন থেকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। ফেব্রুয়ারি মাসের ভারী সুন্দর ঝকঝকে সকাল। গতকাল রাত্রে তুষারপাত হয়েছিল। আজ সকালে সেই জমাট বরফের ওপর রোদ পড়ে চকচক করছে। বেকার স্ট্রিটের মাঝ বরাবর ক্রমাগত গাড়ি যাতায়াত করায় বরফের রং ঘোলাটে কাদা কাদা হয়ে গেছে। কিন্তু ফুটপাতের দু'ধারে জমে-থাকা বরফ ধপধপে সাদা, যাকে বলে দুগ্ধফেননিভ। ফুটপাতের ওপরের বরফ অবশ্য ঘষে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে। আর সেইজন্যে ফুটপাত এখন সাংঘাতিক রকমের পিছল হয়ে রয়েছে। তাই রাস্তায় লোকজনও বেশি চোখে পড়ছে না। মেট্রোপলিটান স্টেশনের দিক দিয়ে বেকার স্ট্রিট ধরে একটি লোকই আসছিল। আর তার খ্যাপাটে হাবভাব দেখে আমি ওই কথাগুলো বলে ফেলেছিলাম।

দেখে মনে হল লোকটির বয়স গোটা-পঞ্চাশেক তো হবেই। বেশ মোটাসোটা লম্বা চেহারা। শরীরের তুলনায় ভদ্রলোকের মুখটা খুবই বড়। দেখলে বেশ সমীহ হয়। ভদ্রলোকের জামাকাপড় বেশ দামি। আর একটু বেশি রকম কেতাদুরস্ত। ভদ্রলোক কালো ফ্রককোট আর সাদাটে ছাই রঙের ট্রাউজার্স পরেছিলেন। মাথার টুপিও বেশ চকচকে। তবে ভারিক্কি চেহারা আর দামি পোশাকের সঙ্গে তাঁর হাবভাব ও চলন কোনওটাই খাপ খাচ্ছিল না। তিনি রীতিমতো জোরেই দৌড়োচ্ছিলেন আর থেকে থেকে ছোটখাটো লাফ দিয়ে উঠছিলেন। ছুটতে ছুটতে তিনি কখনও হাত দুটো শূন্যে ছুড়ছিলেন, কখনও বা মাথা নাড়ছিলেন আর কখনও কখনও নানা রকম মুখভঙ্গি করছিলেন।

"এ লোকটির কী ব্যাপার বলো তো?" আমি হোমসকে জিজ্ঞেস করলাম। "মনে হচ্ছে ও কোনও বাড়ির নম্বর খুঁজছে।"

হাতের তেলোদুটো ঘষতে ঘষতে হোমস বলল, "আমার মনে হচ্ছে ভদ্রলোক এখানেই আসছেন।"

"এখানে? মানে আমাদের কাছে?"

"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে লোকটি কোনও ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসছে। বন্ধু, এসব লক্ষণ আমি দেখলেই চিনতে পারি। কী হে, আমি বলিনি।"

BanglaBook.org

হোমস যখন আমাকে এই কথাগুলো বলছিল তখনই ভদ্রলোকটি হাঁফাতে হাঁফাতে আমাদের বাড়ির দরজার সামনে এসে এত জোরে দরজার ঘণ্টাটা বাজালেন যে, মনে হল, সমস্ত বাড়িটাই যেন ঝনঝন করে উঠল।

আর একটু পরেই সেই রকম পাগলের মতো হাত নাড়তে নাড়তে আর হাঁফাতে হাঁফাতে ভদ্রলোক আমাদের ঘরে ঢুকলেন। দূর থেকে ভদ্রলোকের রকমসকম দেখে আমাদের হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর চোখেমুখে এমন একটা কষ্টের আর হতাশার কালো ছোপ পড়েছিল যে, তা দেখে আমাদের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। ভদ্রলোকের জন্যে দুঃখ হতে লাগল। বেশ খানিকক্ষণ তিনি কোনও কথাই বললেন না। শুধু অসহায়ের মতো নিজের চুলের মধ্যে হাত চালাতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝে মুঠো করে চুল টানতে লাগলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যে, ভদ্রলোক যেন তাঁর দুঃখ-কষ্টের চাপ আর সহ্য করতে পারছেন না। হঠাৎ এক সময় ভদ্রলোক চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে দেওয়ালে সজোরে মাথা ঠুকতে লাগলেন। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে ফেলে জোর করে দেওয়ালের কাছ থেকে টেনে সরিয়ে আনলাম। হোমস তাঁকে জোর করে একটা আরামকেদারায় বসিয়ে দিল। তারপর তাঁর কাছে বসে তাঁর হাতে হাত রেখে অনেক দিনের পুরনো বন্ধুর মতো খুব অন্তরঙ্গ ভাবে ঘরোয়া কথা বলতে লাগল। হোমসের এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা। সে যে-কোনও লোককে নিজের করে নিতে পারে।

"আপনার সব কথা আমাকে বলবেন বলেই তো আপনি আমার কাছে এসেছেন, ঠিক কিনা?" হোমস ভদ্রলোককে বলল। "তাড়াহুড়ো করে এসে আপনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আগে খানিক বিশ্রাম করে চাঙ্গা হয়ে নিন। তারপর আপনার সব কথা আমি শুনব।"

ভদ্রলোক মাথা হেঁট করে বসে রইলেন। তিনি যে রকম জোরে জোরে আর ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিলেন তার থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, তাঁর মনের মধ্যে একটা বেশ বড় রকমের টানাপোড়েন চলছে। এক সময় পকেট থেকে রুমাল বের করে বেশ ভাল করে ঘাড়-মুখ মুছে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন।

"আপনারা আমাকে নিশ্চয়ই পাগল ভাবছেন।" তিনি বললেন।

হোমস তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "বুঝতে পারছি যে বেশ বড় রকমের ঝড়ঝাপটা আপনার ওপর দিয়ে গেছে।"

"একমাত্র ভগবানই জানেন যে আমার কী হচ্ছে। কোথাও কিছু নেই, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এই সাংঘাতিক বিপদ আমার মাথা একদম খারাপ করে দেবার জোগাড় করেছে। বাইরে আজ পর্যন্ত আমার নামে কেউ কোনও বদনাম দিতে পারেনি। তবে সে রকম বদনামও আমি হয়তো সহ্য করতে পারি। জীবনে দুঃখকষ্ট তো অনেক লোকই পায়। কিন্তু ঘরে-বাইরে এই রকম মনের কষ্ট আর বদনামের ভয় আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। আর এ তো আমার একার বদনাম নয়। এর সঙ্গে আমাদের দেশের খুব শ্রদ্ধার খুব সম্মানের এক পাত্রের সুনাম জড়িয়ে আছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করতেই হবে।"

হোমস বলল, "আগে আপনি শান্ত হোন। তারপর আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার সমস্যাটা কী আমাকে বলুন।"

BanglaBook.org

আমাদের অতিথি বললেন, "আমার নাম আপনারা হয়তো শুনে থাকতে পারেন।... আমার নাম আলেকজান্ডার হোলডার। থ্রেডনিডল স্ট্রিটে 'হোলডার অ্যান্ড স্টিভেনস' নামে যে-ব্যাঙ্ক আছে আমি সেই ব্যাঙ্কের একজন অংশীদার।"

আলেকজান্ডার হোলডারের নাম আমাদের শোনা ছিল। লন্ডন শহরে যে-ক'টা বেসরকারি ব্যাঙ্ক আছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় আর নামকরা ব্যাঙ্ক হল এই হোলডার অ্যান্ড স্টিভেনস ব্যাঙ্ক। আর এই ব্যাঙ্কের প্রধান অংশীদার হচ্ছেন মিঃ আলেকজান্ডার হোলডার। কিন্তু এমন কী ঘটতে পারে যে, যার জন্যে লন্ডনের এত বিরাট এক ধনী আর মানী লোকের এই রকম অবস্থা? আমাদের মনে খুব কৌতূহল হল। তিনি কী বলেন তা শোনবার জন্যে আমরা অধীর আগ্রহে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক তাঁর নিজের মনের সংকোচ কাটিয়ে উঠে কথা বলতে শুরু করলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "বুঝতে পারছি যে নষ্ট করবার মতো এক মুহূর্ত সময়ও আর আমার নেই। সেই জন্যে পুলিশের ইন্সপেক্টর যখনই আমাকে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে বললেন, আমি একটুও দেরি না করে সোজা এখানে চলে এলাম। আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে বেকার স্ট্রিট পর্যন্ত এসে তারপর হেঁটেই আপনাদের এখানে চলে এলাম। রাস্তায় যে রকম বরফ পড়ছে, তাতে গাড়ি করে আপনার কাছে এলে অনেক বেশি সময় লাগত। আর এই পথটুকু হেঁটেই আমি হাঁফিয়ে পড়েছি। সত্যি কথা বলতে কী, হাঁটাহাঁটির অভ্যেস আমার একদম নেই। যাক, এখন অবশ্য অনেক ভাল বোধ করছি। তাই সব ব্যাপারটা যতটা পারি গুছিয়ে আর সংক্ষেপে আপনাদের বলতে চেষ্টা করছি।

"আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, ব্যাঙ্কের ব্যবসায় বেশ নাম করতে গেলে দুটো জিনিসের খুব দরকার। এক নম্বর হল এমন ভাবে টাকা লগ্নি করতে হবে যাতে প্রচুর লাভ হয়। আর দু নম্বর হল যে, যত বেশি আমানতকারী জোগাড় করতে পারা যায় তার চেষ্টা করা আর তাদের সঙ্গে বেশ ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা। ব্যাঙ্কের লাভ করবার একটা খুব ভাল রাস্তা হল বন্ধক রেখে টাকা ধার দেওয়া। গত কয়েক বছর ধরে আমরা এই বন্ধকি কারবার করে আসছি। অনেক অভিজাত বংশের নামী লোক তাঁদের লাইব্রেরি, ছবি বা ওই ধরনের শিল্পবস্তু বা দামি জিনিস আমাদের কাছে বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছেন।

"গতকাল সকালে আমি ব্যাঙ্কে আমার আপিসঘরে বসে কাজ করছি, এমন সময় আমার সেক্রেটারি একটা কার্ড আমাকে এনে দিল। কার্ডে নামটি দেখে আমি তো হতবাক। যার-তার নাম নয়, এ যে স্বয়ং...না, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, সে নাম আপনাকে বলাও আমার পক্ষে উচিত হবে না। তবে এটুকু বললেই বোধহয় যথেষ্ট হবে যে, এঁর নাম শোনেনি এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব কম। ইংল্যান্ডের সবচেয়ে মানী, সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত, সবচেয়ে অভিজাত একটি বংশের কর্তার নাম। ইনি যে কোনও দিন আমাদের ব্যাঙ্কে পা দেবেন তা আমার কল্পনারও বাইরে। এ যে আমাদের কত বড় সৌভাগ্য, তা বলে বোঝাতে পারব না। উনি আমার ঘরে পা দেওয়ামাত্র আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করে তাঁকে এই কথাগুলোই বলবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমাকে বিশেষ কিছু বলতে না দিয়ে তিনি সোজাসুজি কাজের কথা পাড়লেন। তাঁর হাবভাব দেখে আমার মনে হল যে, তিনি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একটা অত্যন্ত বাজে কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। এখন যেমন-তেমন করে কাজটা সাঙ্গ করতে পারলেই বেঁচে যান।

BanglaBook.org

"তিনি আমাকে বললেন, 'মিঃ হোলডার, আমি শুনেছি যে আপনারা টাকা ধার দিয়ে থাকেন।'

"আমি বললাম, 'হ্যাঁ। উপযুক্ত সিকিউরিটি পেলে আমাদের কোম্পানি টাকা ধার দেয়।'

"'আমার এখনই পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড চাই,' উনি আমাকে বললেন। 'এত সামান্য টাকা আমি আমার যে-কোনও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকেই পেতে পারতাম। কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমি টাকা নিতে চাই না। তা ছাড়া এই টাকা নেওয়ার ব্যাপারে যা কিছু করবার তা আমি নিজেই করতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, আমার পক্ষে কোনও বন্ধুর অনুগ্রহ চাওয়া ঠিক নয়।'

"'কত দিনের জন্যে টাকাটা আপনার চাই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"'আসছে সোমবার আমার কিছু টাকা পাবার কথা। সেটা পেলেই আমি আপনার টাকা আর যা সুদ হয় সব শোধ করে দেব। তবে টাকাটা আমার এক্ষুনি চাই।'

"'দেখুন, সম্ভব হলে আমি ওই টাকাটা আপনাকে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকেই দিতাম। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। যদি কোম্পানির অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা আপনাকে দিতে হয় তবে আমার অংশীদারের কথা মনে রেখে আমাকে আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আপনি যদি কোনও কিছু গচ্ছিত রাখেন তো তার বদলে টাকাটা আপনাকে দিতে পারি।'

"'হ্যাঁ, আমিও সেই ভাবেই টাকা নিতে চাই,' বলেই তিনি তাঁর চেয়ারের পাশ থেকে কালো মরক্কো চামড়ার একটা চৌকো বাক্স তুলে নিলেন। তারপর আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বেরিল করোনেটের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

"'হ্যাঁ শুনেছি। আমাদের সাম্রাজ্যের সব চাইতে দামি আর গর্বের জিনিস।'

"'ঠিক বলেছেন।' উনি চামড়ার বাক্সটা খুললেন। বাক্সের মধ্যে গোলাপি ভেলভেটের নরম আর পুরু আস্তরণের ওপরে বেরিল করোনেট রাখা আছে। 'এতে উনচল্লিশটা বেরিল আছে। যে-সোনার পাতে পাথরগুলো বসানো আছে সেটার দামও কম নয়। খুব কম করে ধরলেও এই মুকুটটার দাম আমি যে-টাকা চেয়েছি তার দ্বিগুণ হবে। আমার সিকিউরিটি হিসেবে আমি এটাকে জমা রাখতে রাজি।'

"আমি বাক্সটা তুলে নিলাম। তারপর বোকার মতো আমার বহুমান্য অতিথির দিকে তাকিয়ে রইলাম।"

ঘটনার কথা বলতে বলতে মিঃ হোলডার একটু থেমে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি ভাবছিলেন যে, কথাগুলো ঠিকমতো গুছিয়ে বলতে পারছেন কিনা। হোমস বলল, "তারপর কী হল?"

মিঃ হোলডার বললেন, "ও হ্যাঁ, বেরিল করোনেটের দামের কথা আমি ভাবছি কিনা, ভদ্রলোক আমাকে এই কথা জিজ্ঞেস করতে আমি বললাম, 'না, না, তা নয়। আমি শুধু ভাবছিলাম যে...'

"'এটা এ ভাবে বাঁধা রাখা ঠিক হবে কিনা? এ ব্যাপারে আপনি বিন্দুমাত্র ভাববেন না। চার দিনের মধ্যেই টাকা দিয়ে এটা ছাড়িয়ে নিতে পারব, এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে এ কাজ

BanglaBook.org

আমি করতাম না। এটা নিছক ব্যবসার খাতিরে বাঁধা রাখা। এখন বলুন এটা কি উপযুক্ত বিবেচনা করছেন?'

"'যথেষ্ট।'

"'দেখুন মিঃ হোলডার, লোকের মুখে আপনার কথা শুনে আপনার ওপর আমি বিশ্বাস করেছি। আমি আশা করি আপনি আমার এই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন। এ ব্যাপারে কারও সঙ্গে কোনও রকম গালগল্প বা আলোচনা আপনি করবেন না। সবচেয়ে বড় কথা, জিনিসটা খুব সাবধানে যত্ন করে রাখবেন। কেন না এটার কোনও রকম ক্ষতি হলে রাজ্যময় সাংঘাতিক কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। এর একটু খুঁত হওয়া মানেই সমস্তটা বরবাদ হয়ে যাবে। এর সঙ্গে খাপ খাবে এমন বেরিল পৃথিবীতে আর একটিও নেই। যাই হোক, আমার এ বিশ্বাস আছে যে আপনার হেফাজতে থাকার সময়ে এর কোনও ক্ষতি হবে না। সোমবার দিন সকালে আমি নিজে টাকা নিয়ে এসে এটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাব।'

"ভদ্রলোকের যাবার তাড়া ছিল দেখে আমি আর কোনও কথা বললাম না। আমাদের ক্যাশিয়ারকে ডেকে ওঁকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দিতে বলে দিলাম। ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমার টেবিলের ওপরে বসানো ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে, বিশেষ করে এর মধ্যে যে-দামি জিনিস রয়েছে তার কথা ভেবে, আমার মনে ভয় আর অস্বস্তি হতে শুরু করল। জিনিসটা যে কত দামি তা বোধহয় বলে বোঝানো যাবে না। বিশেষত এটা আমাদের একটা জাতীয় সম্পত্তি। এটার যদি কণামাত্র ক্ষতি হয় তো সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যাবে। আর সে কথা কিছুতেই গোপন রাখা যাবে না। এ রকম একটা জিনিস বন্ধক রেখে যে ভীষণ ঝুঁকি নিয়েছি, সে কথা ভেবে আমি হাত কামড়াতে লাগলাম। যাই হোক, এখন আর আক্ষেপ করে কোনও লাভ নেই। তাই ব্যাগটা আমার নিজের 'সেফে' চাবিবন্ধ করে আমি হাতের কাজ সারতে লাগলাম।

"সন্ধেবেলায় আমার মনে হল যে, এটা ব্যাঙ্কে রেখে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ব্যাঙ্কের আয়রন সেফ ভেঙে চুরি যে হয়নি এমন তো নয়। আমার ব্যাঙ্কের সেফই যে কেউ ভাঙবে না তা কি বলা যায়? তা যদি হয় তা হলে আমার অবস্থাটা কী হবে? আমি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললাম যে, এ ক'দিন এই জিনিসটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসব আর নিয়ে যাব। তা হলে ওটা সব সময়েই আমার চোখে চোখে থাকবে। সব দিক ভেবেচিন্তে আমার মনে হল এই বুদ্ধিটাই ভাল। তখন আমি একটা গাড়ি ডাকতে বললাম। যতক্ষণ না জিনিসটা আমার দোতলার ঘরের সিন্দুকে পুরে চাবি দিতে পারলাম ততক্ষণ আমার শান্তি ছিল না।

"এখন আমার বাড়ির সম্বন্ধে আপনাকে দু'-চার কথা না বললে আপনি হয়তো সব ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝবেন না। কোচোয়ান আর সহিস আমার বাড়িতে থাকে না, তাই তাদের বাদ দেওয়াই উচিত। বাড়ির কাজের জন্যে যে মেয়েরা আছে তাদের তিন জন বহুদিন আমার কাছে কাজ করছে। তারা অত্যন্ত সৎ আর বিশ্বাসী। তাদের কোনও ভাবেই সন্দেহ করা যায় না। লুসি পার বলে একটি মেয়েকে মাস-কয়েক আগে কাজে বহাল করা হয়েছে। সে খুব ভাল লোকের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছিল, আর তার কাজে বা ব্যবহারে সন্দেহজনক কিছু দেখিনি। মেয়েটির বয়স কম। তার বন্ধুবান্ধবরা মাঝে মাঝে আমার বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করে। তবে মেয়েটির আচার-আচরণ, স্বভাব খুবই চমৎকার।

BanglaBook.org

"এ তো গেল আমার লোকজনের ফিরিস্তি। আমার নিজের সংসার খুবই ছোট। আমি বিপত্নীক। আমার এক ছেলে, আর্থার। আমার ছেলেটি তেমন মানুষ হয়নি। মিঃ হোমস, ছেলেটির জন্যে আমার যা কিছু দুঃখকষ্ট। আমি স্বীকার করছি যে, হয়তো আমার দোষেই ছেলেটি এ রকম বিগড়ে গেছে। লোকে বলে আমি তাকে অতিরিক্ত আদর দিয়ে গোবর করে ফেলেছি। হয়তো কথা ঠিকই। আমার স্ত্রী যখন মারা যান, তখন ওই ছেলেটি ছাড়া নিজের বলতে আমার কেউ ছিল না। আমি ছেলেটির সব আবদার মেনে নিয়েছি। আমি চাইতাম সে যেন সব সময়েই বেশ ফুর্তিতে থাকে। এতটা না করলেই বোধহয় তার আর আমার দু'জনের পক্ষেই ভাল হত। তবে এ কথা বলতে পারি যে, যা করেছি তা ভাল হবে মনে করেই করেছি।

"আমার মনে মনে ইচ্ছে ছিল যে, আমার পরে সে যেন ব্যবসায় আমার জায়গায় বসে। কিন্তু ভাল ব্যবসা করতে গেলে যে যে গুণ থাকা দরকার তার মধ্যে তার একটাও নেই। সে বেহিসেবি, চঞ্চল স্বভাবের। সত্যি কথা বলতে কী, বেশি টাকা তার দায়িত্বে রাখতে আমি নিজেই রাজি নই। অল্প বয়সে সে একটা নামী অভিজাত ক্লাবের সদস্য হয়। তার অমায়িক ফুর্তিবাজ স্বভাবের জন্যে খুব তাড়াতাড়ি ক্লাবের কিছু পয়সাওলা লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ফেঁদে বসে। ক্লাবেই সে তাস খেলতে শেখে। আর ঘোড়দৌড়ের পিছনে পয়সা ওড়াতে শুরু করে। সে প্রায়ই আমাকে বলে, তার হাতখরচার অঙ্কটা বাড়িয়ে দেবার জন্যে যাতে করে সে বাজারে তার যত ধার আছে মিটিয়ে ফেলতে পারে। দু'-চার বার এই কুসঙ্গ ছাড়বারও চেষ্টা সে করেছে। কিন্তু প্রত্যেক বারই তার বন্ধু সার জর্জ বার্নওয়েলের টানে সে আবার ক্লাবে ফিরে গেছে। সত্যি কথা বলতে কী, বার্নওয়েল যে আর্থারকে এত বশ করে ফেলেছে এতে আমি কিন্তু মোটেই আশ্চর্য হইনি। সে দু'-চার বার আমার বাড়িতে এসেছে। তার ব্যবহারে কথাবার্তায় আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই। বার্নওয়েলের চেহারাটি যেমন সুন্দর, কথাবার্তাও তেমনই চমৎকার। হেন জায়গা নেই যেখানে সে যায়নি, হেন বিষয় নেই যার সম্বন্ধে সে জমিয়ে, রসিয়ে কথা বলতে না পারে। কিন্তু আড়ালে যখনই তার কথা ভাবি তখনই আমার মনে হয় লোকটা সুবিধের নয়। ওর সুন্দর চোখের চাউনি, মিষ্টি কথাবার্তার আড়ালে একটা ঘড়িয়াল লোক লুকিয়ে আছে। এটা আমার একার কথা নয়। মেরিরও তাই মত।

"ওহ্, মেরির কথা আপনাকে বলা হয়নি। ও আমার ভাইঝি। বছর পাঁচেক আগে ওকে সম্পূর্ণ অনাথ অবস্থায় রেখে আমার ভাই মারা যায়। আমি তখন ওকে আমার কাছে এনে রাখি। আমার মেয়ের মতো মানুষ করি। ভারী সুন্দর দেখতে। স্বভাবটি তেমনই লক্ষ্মী। ওই আমার বাড়ির গিন্নি। আর শুধু সংসারের কর্ত্রী নয়, ও আমার ডান হাত।

"আমার ঘরসংসারের মোটামুটি একটা ছবি তো আপনাকে দিলাম। এবার আবার কাজের কথায় ফিরে আসি। সেদিন রাত্তিরে খাওয়ার পরে আমার বসবার ঘরে বসে কফি খেতে খেতে আমি আর্থার আর মেরিকে ওই দিন আপিসে যা-যা ঘটেছে সব বললাম। অবশ্য আমার দেনদারের পরিচয় ওদের কাছে দিইনি। কফি নিয়ে এসেছিল লুসি পার। কফি রেখেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তবে ঘরের দরজা বন্ধ ছিল কিনা সে কথা আমি হলফ করে বলতে পারব না। আমার কথা শুনে আর্থার আর মেরি তো ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ওরা জিনিসটা দেখতে চাইছিল। কিন্তু আমার মনে হল যে ওটাকে বেশি খোলাখুলি করা ঠিক হবে না।

BanglaBook.org

"আর্থার আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওটাকে রেখেছ কোথায়?'

"'কেন, আমার সিন্দুকে।'

"ও বলল, 'হে ভগবান, আজ রাত্তিরে যেন আমাদের বাড়িতে চোর না আসে।'

"আমি বললাম, 'সিন্দুকে চাবি দেওয়া আছে।'

"আর্থার বলল, 'তোমার ওই সিন্দুক যে-কোনও চাবিতেই খুলে যায়। ছেলেবেলায় আমি ভাঁড়ারঘরের আলমারির চাবি দিয়ে কত বার তোমার ওই সিন্দুক খুলে দেখেছি ওর ভেতরে কী আছে।'

"আর্থারের স্বভাবের আর এক দোষ হচ্ছে এই রকম আবোলতাবোল বকা। আমি ওর কথায় কান দিলাম না। আর্থার আমার সঙ্গে আমার ঘর পর্যন্ত এল।

"'বাবা,' মেজের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'তুমি কি আমাকে শ'দুই পাউন্ড দিতে পারো?'

"'না,' আমি খুব কড়া ভাবে বললাম, 'দিতে পারি না। আমি তোমাকে তোমার যা দরকার তার চাইতে অনেক বেশি টাকা দিই।'

"'হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। তবে এ টাকাটা আমার চাই, নইলে আমি আর ক্লাবে মুখ দেখাতে পারব না,' আর্থার বলল।

"আমি চেঁচিয়ে উঠে বললাম, 'সেটা তো খুবই ভাল কথা।'

"'তা হতে পারে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই এটা চাও না যে সেখান থেকে অপমানিত হয়ে আমি চলে আসি। অপমান হজম করতে পারব না আমি। যে-করেই হোক এই টাকাটা আমাকে জোগাড় করতে হবে। তুমি যদি না দাও তো অন্য কী ভাবে টাকা সংগ্রহ করা যায় সে কথা ভাবতে হবে।'

"আর্থারের কথায় আমার রাগ আরও বেড়ে গেল। এ মাসে এ নিয়ে সে তিন-তিন বার আমার কাছে টাকা চেয়েছে। আমি চিৎকার করে বললাম, 'আমার কাছ থেকে তুমি আর একটি পয়সাও পাবে না।' এই কথা শুনে সে আর কোনও কিছু না বলে মাথা দুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"আর্থার চলে যাবার পর আমি সিন্দুক খুলে জিনিসটা ঠিকমতো আছে কিনা দেখে নিয়ে সিন্দুক আবার চাবি বন্ধ করে দিলাম। তারপর সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখবার জন্যে আমি গোটা বাড়িটা একবার চক্কর দিতে গেলাম। এ কাজটা রোজ মেরিই করে। তবে বুঝতেই পারছেন, কী জন্যে আজ আমি নিজেই তদারক করতে গেলাম। দোতলা থেকে নামবার সময় আমি সিঁড়ি থেকেই দেখতে পেলাম যে, মেরি হলের পাশের ডেস্কের একটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি যখন তার কাছে গেলাম তখন সে জানলাটা বন্ধ করছিল।

"'বাপি, তুমি কি আমাদের ওই লুসি বলে কাজের মেয়েটিকে আজ রাতে বাইরে বেড়াতে যেতে বলেছিলে?' মেরির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল সে যেন খুব ভাবনায় পড়ে গেছে।

"'না তো।'

"'আমি ওকে এইমাত্র খিড়কিদরজা দিয়ে ঢুকতে দেখলাম। আমার মনে হয় ওই পাশের দরজায় ও কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু এটা ঠিক নয়। ওকে বারণ করে দিতে হবে।'

"'কাল সকালেই তুমি ওকে ডেকে বারণ করে দেবে। আর যদি তুমি বকাঝকা করতে না

BanglaBook.org

চাও তো আমিই ওকে বকে দেব।...যাই হোক, সব ঠিকমতো বন্ধটন্ধ আছে তো?'

"'হ্যাঁ, বাপি, সব বন্ধ আছে।'

"'তা হলে ঠিক আছে।'

"মেরিকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমি শুতে গেলাম আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

"মিঃ হোমস, আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলবার চেষ্টা করছি, যাতে করে এই মামলার কোনও সূত্র বাদ না যায়। তা সত্ত্বেও যদি কোনও ব্যাপারে আপনার মনে কোনও প্রশ্ন থাকে, তো আমাকে সে কথা বলবেন।"

"না না, আপনি সব কথাই বেশ সহজ করে গুছিয়ে বলছেন। খুঁটিনাটি তথ্য কিছুই বাদ যায়নি।"

মিঃ হোলডার আবার একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "এইবার আমি আমার কাহিনীর এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই জায়গাটা আমি বেশ ভাল করে বলছি। এমনিতেই আমার ঘুম খুব পাতলা। তার ওপর ওই জিনিসটা বাড়িতে এনে অবধি আমার মনটা চঞ্চল হয়ে ছিল। তাই ঘুমটা আরও পাতলা হয়ে পড়েছিল। দুটো নাগাদ আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল বাড়ির ভেতরে কোথাও একটা কোনও শব্দ হল। ঘুমের ঘোর কাটতে-না-কাটতেই সেই আওয়াজটা থেমে গেল। আমার ধারণা হল কেউ যেন কোনও একটা জানলা খুব সন্তর্পণে বন্ধ করে দিল। আমি কান খাড়া করে শুয়ে রইলাম। হঠাৎ আমার আশঙ্কা সত্যি হয়ে উঠল। টের পেলাম পাশের ঘরে খুব সাবধানে কে যেন চলাফেরা করছে। আমি চুপিসারে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে ধকধক করছিল যে, সে শব্দটা আমার নিজেরই কানে এসে লাগছিল। আমি আস্তে আস্তে দরজাটা ফাঁক করে উঁকি মারলাম।

"'আর্থার', আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'চোর! বদমাশ! কোন সাহসে তুমি ওই মুকুটটা বের করেছ?'

"আমার ঘরের গ্যাসের বাতিটা কমানো ছিল। শার্ট-প্যান্ট পরা অবস্থায় আর্থার বাতির সামনে মুকুটটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার মনে হল আর্থার জোর করে মুকুটটা দুমড়ে বাঁকিয়ে একটা অংশ ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করছে। আমার চিৎকারে তার হাত থেকে মুকুটটা পড়ে গেল। ভয়ে তার মুখটা তখন কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। আমি ওটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলাম। তিনটে বেরিল সমেত সোনার একটা পাত নেই।

"রাগে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে আমি বললাম, 'শয়তান! তুই এটাকে ভেঙে ফেলেছিস। তুই আমার মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিলি। বল কোথায় তুই বেরিলগুলো চুরি করে রেখেছিস।'

"'চুরি করে!' আর্থার বলে উঠল।

"'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চুরি করে।' ওকে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আমি বললাম।

"'না, এর থেকে একটাও খোয়া যায়নি। খোয়া যেতে পারে না।'

"'না, তিনটে বেরিল নেই। আর তুই জানিস সেগুলো কোথায় আছে। তুই শুধু চোরই নোস, মিথ্যেবাদীও বটে। তুই কি ভেবেছিস যে তুই যখন আর একটা কোণ ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করছিলি তা আমি দেখতে পাইনি?'

"'তুমি আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলেছ,' আর্থার বলল, 'আমি এটা চুপ করে মেনে নিতে পারি না। যে-হেতু এই জিনিসটার জন্যে তুমি আমাকে অনেক গালমন্দ করেছ, এ ব্যাপারে

BanglaBook.org

আমি কোনও কথাই বলব না। কাল সকালেই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। আমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারি কিনা দেখব।'

"রাগে দুঃখে পাগলের মতো হয়ে আমি বললাম, 'পুলিশের হেফাজতে তুমি এ বাড়ির বাইরে যাবে। এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি না করে আমি ছাড়ব না।'

"'এ ব্যাপারে তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারবে না। যদি তুমি ঠিক করে থাকো পুলিশ খবর দেবে, দাও। দেখা যাক, তারা কতদূর কী করতে পারে!'

"ততক্ষণে আমার চিৎকারে বাড়ির সকলের ঘুম ভেঙে গেছে। প্রথমে মেরি দৌড়োতে দৌড়োতে আমার ঘরে এল। আর্থারের মুখের দিকে তাকিয়ে আর ওই মুকুটটা দেখে এক লহমার মধ্যে ব্যাপার কী হয়েছে বুঝে নিয়ে বেচারি কেঁদে উঠে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। আমি ঘরের কাজের একটি মেয়েকে দিয়ে পুলিশে খবর পাঠালাম। আর্থার বুকের সামনে হাত জড়ো করে চুপচাপ বসে ছিল। মেয়েটি এসে যখন খবর দিল যে, পুলিশ এসেছে, আর্থার আমাকে বলল, 'তুমি কি আমাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করবে?' আমি তাকে বলতে বাধ্য হলাম এটা এখন আর আমাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপার নেই। এটা পুলিশের আওতাও পড়ে। বিশেষত ওই মুকুটটা আমাদের, যাকে বলে জাতীয় সম্পত্তি। সুতরাং, দেশের আইন অনুসারে যে-ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সেই ব্যবস্থাই নেওয়া হবে।

"'শোনো, তুমি আমাকে এখনই পুলিশের হাতে দিয়ো না। আমাকে পাঁচ মিনিটের জন্যে বাড়ির বাইরে যেতে দাও। আমি বলছি এতে তোমার আমার দু'জনেরই ভাল হবে।'

"'হ্যাঁ, আর সেই সুযোগে হয় তুমি গা-ঢাকা দেবে নয় তো ওই বেরিলগুলো সরিয়ে ফেলবে,' আমি বললাম। আমি তাকে অনুনয় করে বললাম যে, সে শুধু আমারই মানসম্মান নষ্ট করেনি, আমার চাইতে ঢের বেশি এক মানী লোকের মর্যাদাও নষ্ট করেছে। এ ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে সারা দেশের লোক ছি-ছি করবে। তুমি বলো কোথায় ওই বেরিলগুলো রেখেছ তা হলে সব ব্যাপারটা এখনও ভালয় ভালয় মিটিয়ে নেওয়া যায়।

"'দেখো আর্থার, সত্য গোপন করে লাভ নেই। তুমি ধরা পড়েছ। এখন অপরাধ স্বীকার করলে তোমার দোষ কমবে। বেরিলগুলো ফেরত দিয়ে দাও, তোমার সব অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব।'

"'তোমার কাছে যারা করুণা চায় তোমার ক্ষমা তাদের জন্যে তুলে রাখো।' আর্থার আমাকে ব্যঙ্গ করে বলল।

"আমি বুঝতে পারলাম যে, আর্থার এত নীচে নেমে গেছে যে, শুধু কথায় তাকে আর শোধরানো যাবে না। আমার সামনে তখন একটা রাস্তাই খোলা রইল। বাধ্য হয়ে আমি সেই পথই বেছে নিলাম। ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠিয়ে আমি আর্থারকে তার হাতে তুলে দিলাম। পুলিশ তাকে তখনই জেরা আর তল্লাশি করতে শুরু করে দিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, তার দেহে তল্লাশি চালিয়ে বা তার ঘরে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে, এমনকী বাড়ির যে-সব জায়গায় তার পক্ষে ওই দামি পাথরগুলো লুকিয়ে রাখা সম্ভব সেই সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে পুলিশ একদম হদ্দ হয়ে গেল। কিন্তু জিনিসগুলো পাওয়া গেল না। আমরা তাকে অনেক বোঝালাম, অনুরোধ করলাম, ভয় দেখালাম। কিন্তু না, আর্থারকে দিয়ে একটা কথাও বলানো গেল না। শেষকালে আজ সকালে পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে গেল। সেখানে আমার যা যা করবার ছিল তা সেরে আমি দৌড়োতে দৌড়োতে আপনার কাছে এসেছি। এখন

BanglaBook.org

আপনি যদি দয়া করে সব ব্যাপারটার একটা হদিস করে দেন তো আপনার কাছে চিরদিন ঋণী হয়ে থাকব। পুলিশ বলছে যে, তারা এ ঘটনার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে আমাকে এর ফয়সালা করতেই হবে। তার জন্যে যত টাকা লাগে লাগুক। আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে, পাথরগুলোর সন্ধান দিতে পারলে হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেব।...হে ভগবান, এ আমার কী হল? এক রাত্তিরের মধ্যে পাথরগুলো চুরি গেল, আমার মানসম্মান গেল, বদনাম হল, সবচেয়ে বড় কথা নিজের ছেলেকেও হারাতে হল। ওহ্, এখন আমি করি কী?'

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক কপাল চাপড়াতে লাগলেন।

হোমস অনেকক্ষণ কোনও কথা না বলে বসে রইল। তার কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়তেই বুঝলাম যে, ব্যাপারটা নিয়ে সে গভীর ভাবে চিন্তা করছে।

"আচ্ছা, আপনাদের বাড়িতে বন্ধুবান্ধব, পরিচিত লোকজনের আসা-যাওয়া কি খুব বেশি?" হোমস মিঃ হোলডারকে প্রশ্ন করল।

"না। কখনওসখনও আমার অংশীদার তাঁর আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে বেড়াতে আসেন। কালেভদ্রে আর্থারের দু'-একজন বন্ধু আসে। অবশ্য হালে সার জর্জ বার্নওয়েল বেশ কয়েক বার এসেছেন। এ ছাড়া আর বিশেষ কেউ আসেন না।"

"আপনারা কি প্রায়ই পার্টিটার্টিতে যান?"

"আর্থার যায়। আমি আর মেরি বাড়িতেই থাকি। আমরা বেশি মেলামেশা করা পছন্দ করি না।"

"একজন অল্পবয়সি মেয়ের পক্ষে খুবই অদ্ভুত বটে।"

"মেরির স্বভাবটাই চুপচাপ। তবে মেরিকে আপনি যত ছেলেমানুষ ভাবছেন ততটা ছেলেমানুষ ও নয়। ওর বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হল বই কী।"

"আপনি যা বললেন তার থেকে মনে হচ্ছে যে, এই ঘটনায় মেরি খুবই দুঃখ পেয়েছে।"

"হ্যাঁ, আমার চেয়ে মেরিই বেশি ভেঙে পড়েছে।"

"আপনার ছেলেই যে দোষী, সে বিষয়ে আপনাদের দু'জনের মনে কোনও সন্দেহ নেই?"

"কী করে থাকবে বলুন? আমি নিজের চোখে তাকে মুকুটটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।"

"আমি অবশ্য ওটাকে খুব বড় প্রমাণ বলে মনে করছি না। আচ্ছা, মুকুটের বাকি অংশটা কি ঠিক ছিল?"

"না, গোটা মুকুটটাই দুমড়ে বেঁকে গিয়েছিল।"

"এটা কেন আপনি ভাবছেন না যে, আর্থার ও বেঁকে-যাওয়া মুকুটটা সোজা করবার চেষ্টা করছিল?"

"ভগবান আপনার ভাল করুন। বুঝতে পারছি যে, আপনি আর্থারকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। তবে কাজটা সোজা নয়, যদি ওর কোনও বদ মতলব না-ই থাকে, তবে সে কথা ও বলল না কেন?"

"ঠিক কথা। যদি ও দোষীই হবে তা হলে ও নিজেকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলল না কেন? আর্থারের এই ভাবে চুপ করে থাকার দু' রকম মানেই হতে পারে। এই কেসটায় বেশ ভাববার মতো কয়েকটা সমস্যা আছে। যাকগে। আচ্ছা, যে-শব্দ শুনে আপনার ঘুম ভেঙে যায় সে সম্বন্ধে পুলিশ কী বলে?"

BanglaBook.org

"পুলিশের মত হচ্ছে যে, আর্থার যখন তার ঘরের দরজা বন্ধ করছিল, তখনই শব্দটা হয়েছে।"

"ভারী বুদ্ধিমান পুলিশ তো! চোর বুঝি বাড়িসুদ্ধ লোককে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে চুরি করতে যায়? তা পাথরগুলো কোথায় গেল, এ সম্বন্ধে পুলিশের কী মত?"

"ওরা এখন বাড়ির দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখছে আর ঘরের সব আসবাবপত্তর উলটেপালটে দেখছে।"

"বাড়ির বাইরে কি ওরা খোঁজাখুঁজি করেছে?"

"হ্যাঁ, বাইরের বাগানে ওরা জোর তল্লাশি চালিয়েছে।"

শার্লক হোমস বলল, "তা হলে মিঃ হোলডার, এখন বুঝতে পারছেন তো, এই ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশ আর আপনি যা ভেবেছেন তা একদমই ঠিক নয়। আপনাদের কাছে সব ব্যাপারটা খুব সোজা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, ব্যাপারটা রীতিমতো ঘোরালো আর জটিল। আচ্ছা, আগে আপনার মতটা যাচাই করে দেখা যাক। আপনার বিশ্বাস যে আপনার ছেলে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আপনার ঘরে আসে। তারপর সে আপনার সিন্দুক খুলে মুকুটটা বের করে আনে এবং গায়ের জোরে মুকুটের খানিকটা ছিঁড়ে নেয়। তারপর তিনটে বেরিল পাথর সমেত সেই টুকরোটা এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রাখে যে, সেখান থেকে সেটাকে কেউই খুঁজে পাচ্ছে না। এসব করে সে বাকি মুকুটটা নিয়ে আবার আপনার ঘরে ফিরে আসে। ধরা পড়ে যেতে পারে জেনেও আর্থার ফের আপনার ঘরে মুকুটটা নিয়ে ফিরে আসছিল। আচ্ছা বলুন তো, এটা কি আপনার সম্ভব বলে মনে হয়?'

একটা খুব বড় রকমের নিশ্বাস ফেলে মিঃ হোলডার বললেন, "কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য কী-ই বা হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, ওর যদি কোনও দোষ না থাকে তবে ও সব কথা খুলে বলছে না কেন?"

হোমস বলল, "সেই কারণটাই তো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। মিঃ হোলডার, এখন আপনি যদি বলেন তো আমরা স্ট্রেথামের দিকে রওনা হতে পারি। আমাদের অনুসন্ধানের কাজ শুরু হবে ওখানেই।"

আমার নিজের যাবার ইচ্ছে ছিল ষোলোআনা। তার ওপর হোমস আমাকে তার সঙ্গে যাবার জন্যে ভয়ানক রকম পেড়াপেড়ি করতে লাগল। মিঃ হোলডারের মুখে যতটুকু শুনেছি তাতেই আমার যথেষ্ট কৌতূহল হয়েছে। ব্যাপারটা কোন দিকে গড়ায় না-জানা অবধি আমার শান্তি হবে না। অবশ্য আর্থারই যে পাথরগুলো সরিয়েছে এ ব্যাপারে আমি মিঃ হোলডারের সঙ্গে একমত। আবার মুশকিল হয়েছে এই যে, হোমসের বিচার-বিবেচনায় আমার অগাধ আস্থা। তাই হোমস যখন এই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না, তখন আমার মনে হচ্ছে যে, সমস্ত ব্যাপারটা হয়তো অন্য রকম হলেও হতে পারে। সারা রাস্তা হোমস আর একটি কথাও বলল না। এক ভাবে মাথা হেঁট করে বসে রইল। তবে বুঝলাম, হোমসের কথায় আমাদের মক্কেল বোধহয় খানিকটা ভরসা পেয়েছেন। তাঁকে এখন বেশ চাঙ্গা দেখাচ্ছিল। ট্রেনে করে কয়েক মিনিট গিয়ে তারপর একটু হাঁটতেই আমরা ফেয়ারব্যাঙ্কে এসে গেলাম।

ফেয়ারব্যাঙ্ক চৌকো ধরনের সাদা পাথরের বেশ বড় বাড়ি। রাস্তা থেকে বাড়িটা বেশ খানিকটা ভেতরে। বাড়ির সামনে দুটো বড় গেট। গেটদুটো বন্ধ। গেট দিয়ে চওড়া একটা রাস্তা বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে এসেছে। রাস্তাটা এত চওড়া যে, পাশাপাশি দুটো গাড়ি যেতে

BanglaBook.org

পারে। বাড়ির সামনে মস্ত লন। বরফে একদম ঢেকে গেছে। বাড়িটার ডান দিকে একটা কুঞ্জের মতো: কুঞ্জের পাশ দিয়ে একটা পায়ে চলার সরু রাস্তা চলে গেছে রান্নাবাড়ি পর্যন্ত। বাড়িটার বাঁ পাশে একটা গলি। সেই গলি দিয়ে আস্তাবলে যেতে হয়। আস্তাবলটা মূল বাড়ির থেকে একদম আলাদা। আমাদের দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে হোমস বাড়ির চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। হোমস রান্নাবাড়ি যাবার রাস্তাটা দিয়ে বাগান ঘুরে আস্তাবল হয়ে আবার ফিরে এল। হোমস এত দেরি করতে লাগল যে, মিঃ হোলডার আমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এলেন। আমাকে তিনি ডাইনিং রুমের ফায়ারপ্লেসের ধারে বসতে দিলেন। আমরা চুপ করে বসে ছিলাম। খানিকক্ষণ পরে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। মেয়েটি খুব লম্বা বা খুব মোটা নয়। বলা যায় সাধারণ মাঝারি গড়ন। তবে তার চুল আর চোখের তারা কুচকুচে কালো। মেয়েটির মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এ রকম ফ্যাকাশে মুখ আমি কারও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। তার ঠোঁটদুটো একদম সাদা। কেঁদে কেঁদে চোখদুটো ফুলে উঠেছে। মেয়েটি চুপচাপ ঘরে ঢুকল। সকালবেলায় মিঃ হোলডারকে দেখে আমার যত দুঃখ হয়েছিল, তার চাইতে ঢের বেশি দুঃখ হল এই মেয়েটির অবস্থা দেখে। আমার দিকে না তাকিয়ে মেয়েটি সোজা তার কাকার কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"বাপি, তুমি আর্থারকে হাজত থেকে ছাড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা করে এসেছ তো?"

"না মেরি। এই ব্যাপারটার ফয়সালা আগে হওয়া দরকার।"

"কিন্তু আমি বলছি যে, এ ব্যাপারে ও সম্পূর্ণ নির্দোষ। আর জানো তো, এসব ব্যাপার ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা অনেক বেশি বুঝতে পারে। আমি জানি আর্থার কারও কোনও ক্ষতি করেনি। আমার মনে হচ্ছে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তুমি সব গোলমাল করে ফেলেছ।"

"যদি ও নির্দোষই হবে তা হলে ও চুপ করে আছে কেন?"

"কে জানে! হয়তো তুমি ওকে সন্দেহ করেছ বলে ওর মনে কষ্ট হয়েছে।"

"কিন্তু ওকে সন্দেহ করব না-ই বা কেন? আমি যে মুকুটটা ওর হাতে দেখেছি।"

"ও হয়তো ওটা হাতে করে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছিল। বাপি, তুমি আমার কথা শোনো। আমি বলছি আর্থার নির্দোষ। ব্যাপারটা চেপে যাও। এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না। আর্থার হাজতে রয়েছে, এ কথাটা ভাবতেই বড় খারাপ লাগছে।"

মেরি চেষ্টা করছে মিঃ হোলডারকে বোঝাতে যে, আর্থারের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু মিঃ হোলডার অচল অটল। তিনি বললেন, "না, যতক্ষণ না পাথরগুলো পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে লেগে থাকব। তুমি আর্থারকে স্নেহ করো, তাই আমার দিক দিয়ে যে কী ভীষণ ক্ষতি হল, তা বুঝতে পারছ না। ব্যাপারটা চেপে যাওয়া দূরে থাক, সমস্ত কিছু তলিয়ে দেখে ফয়সালা করবার জন্যে আমি লন্ডন থেকে এক ভদ্রলোককে সঙ্গে করে এনেছি।"

"এই ভদ্রলোকটি?" আমার দিকে তাকিয়ে মেরি বলল।

"না। এঁর বন্ধু। উনি আমাদের ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আস্তাবলের গলির ওই দিকটায় গেছেন।"

"আস্তাবলের গলিতে?" অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে মেরি বলল, "ওখানে কী করতে

BanglaBook.org

BanglaBook.org

গেছেন উনি? ও, ইনিই বুঝি সেই ভদ্রলোক? আমি আশা করি আপনি নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারবেন যে, আমার ভাই নির্দোষ।"

"আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমার বিশ্বাস সেটা আমি প্রমাণও করতে পারব," হোমস দরজার পাপোশে জুতো থেকে ঠুকে ঠুকে বরফ ছাড়াতে ছাড়াতে বলল। "আপনিই নিশ্চয়ই মেরি হোলডার। আপনাকে আমি দু'-একটা প্রশ্ন করতে চাই।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। যদি এ রহস্যের সমাধানে আমি কিছু সাহায্য করতে পারি তো অবশ্যই করব।"

"গত রাত্রে আপনি নিজে কিছু শোনেননি?"

"না। বাপির চিৎকার-চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।"

"রাত্তিরবেলায় আপনি দরজা-জানলা বন্ধ করেছিলেন। সব জানলাই কি ছিটকিনি দেওয়া ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আজ সকালে কি সব দরজাই ছিটকিনি বন্ধ ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আপনাদের একটি কাজের মেয়ে আছে, যার সঙ্গে প্রায়ই তার বন্ধুবান্ধবেরা দেখা করতে আসে? আমি শুনেছি যে, কাল রাত্রে আপনি আপনার কাকাকে বলেছিলেন যে, সে কারও সঙ্গে দেখা করতে বাইরে গিয়েছিল।"

"হ্যাঁ। আর ওই মেয়েটি কাল বসবার ঘরে কফি দিতে গিয়েছিল। আমার মনে হয় বাপি যখন মুকুটের কথা বলল তখন ও সেই কথা চুপিসারে আড়ি পেতে শুনেছিল।"

"আচ্ছা। আপনি আন্দাজ করছেন যে, এই কথা সে তার সঙ্গে যে দেখা করতে এসেছিল তাকে বলে, আর তারপর ওরা দু'জনে মিলে চুরির মতলব করে?"

"কিন্তু এসব কথা বলে কী লাভ," মিঃ হোলডার অধৈর্য হয়ে বললেন, "আমি তো আপনাদের বলেছি যে, আমি মুকুট হাতে করে আর্থারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।"

"একটু ধৈর্য ধরুন মিঃ হোলডার। ও কথায় আমি পরে আসছি। আচ্ছা মিস হোলডার, ওই কাজের মেয়েটিকে আপনি কি রান্নাবাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ। আমি দরজাটা ঠিকমতো বন্ধ আছে কিনা দেখতে গিয়ে দেখলাম যে, ও টুক করে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। যে দেখা করতে এসেছিল, তাকে আমি অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেয়েছিলাম।"

"আপনি কি লোকটিকে চেনেন?"

"চিনি বই কী! ও আমাদের শাকসবজি দিয়ে যায়। ওর নাম ফ্রান্সিস প্রসপার।"

হোমস বলল, "ও দরজার বাঁ দিকে একটু দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"সে লোকটির একটা পা কাঠের, ঠিক কিনা?"

হোমসের কথায় মেরির চোখে-মুখে একটা বিস্ময় আর আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। "আপনি কি ম্যাজিক জানেন! তারপর একটু হেসে বলল, "আপনি কী করে জানলেন বলুন না?"

BanglaBook.org

হোমসের গম্ভীর মুখে কিন্তু হাসি ফুটল না। সে বলল, "এবার আমি দোতলাটা একটু ঘুরে দেখব। আর বাড়িটার বাইরেটা আর একবার দেখব। তার আগে একবার একতলার জানলাগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার।"

হোমস চটপট জানলাগুলো দেখে নিল। শুধু যে হলের জানলাটা দিয়ে আস্তাবলে যাবার গলিটা দেখা যায়, সেইটার সামনে সে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তার জোরালো ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটা দিয়ে জানলাটা খুলে ভাল করে দেখতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পরে হোমস বলল, "চলুন, এবার আমরা ওপরে যাই।"

মিঃ হোলডারের ঘরটা ছোট। ঘরটায় আসবাবপত্র বিশেষ নেই। ঘরে ঢুকতেই যেটা চোখে পড়ে, সেটা একটা বিরাট আরশি। আর বিরাট সেই সিন্দুক। হোমস ঘরে পা দিয়েই সোজা সেই সিন্দুকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"কোন চাবি দিয়ে এই সিন্দুকটা খোলা হয়েছিল?" হোমস জিজ্ঞেস করল।

"ওই যে, সেই ভাঁড়ারঘরের যে আলমারিটার চাবির কথা আর্থার বলেছিল।"

"সে চাবিটা কি এখানে আছে?"

"হ্যাঁ, ওই ড্রেসিংটেবিলে রয়েছে।"

হোমস ড্রেসিংটেবিল থেকে চাবিটা নিয়ে এসে সিন্দুকটা খুলে ফেলল।

"তালাটায় কোনও শব্দ হয় না। সেইজন্যে আপনার ঘুম ভাঙেনি," হোমস বলল। "এই বাক্সটাতেই বোধহয় সেই মুকুটটা আছে। এটা একবার দেখা দরকার।"

বাক্সটা খুলে হোমস সেই মুকুটটা বের করে টেবিলের ওপর রাখল। গয়না যদি শিল্পসামগ্রী হয় তো মানতেই হবে, এই মুকুটটা একটা অসাধারণ শিল্পবস্তু। ছত্রিশটা বেরিল সুন্দর করে সাজানো। বেরিল যে এত চমৎকার দেখতে হয় আমি জানতাম না। মুকুটের একটা কোণ এবড়োখেবড়ো দেখাচ্ছে। বুঝলাম ওই কোণটা থেকেই তিনটে পাথর ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে।

হোমস বলল, "মিঃ হোলডার, মুকুটের এই কোণের যে-অংশটা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে সেটা ঠিক এর মতন, তাই তো? আপনি দয়া করে এই দিকটা ছিঁড়ে ফেলবেন কি?"

মিঃ হোলডার ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, "না, না, এ আপনি কী বলছেন! আমি কিছুতেই এ কাজ করতে পারব না।"

"ঠিক আছে। তা হলে আমিই করছি।" হোমস তার গায়ে যত জোর আছে তত জোর দিয়েও ছিঁড়তে বা ভাঙতে পারল না। "না বিশেষ সুবিধে হল না" হোমস বলল, "আমার হাতের ক্ষমতা প্রচণ্ড, কিন্তু এটা ছিঁড়তে গেলে আমাকেও বহু কসরত করতে হবে। সাধারণ লোক এটা টেনে ছিঁড়তে পারবে না। আমি যদি এটা ছিঁড়ি তো কী হবে বলতে পারেন মিঃ হোলডার? ঠিক পিস্তল ছোড়ার মতো শব্দ হবে। অথচ আপনি বলছেন যে, আপনার ঘরের কাছে এত জোরে শব্দ হয়েছিল আর আপনি কিছুই টের পাননি?"

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে আমি ঘোর অন্ধকারে পড়ে গেছি।"

"দেখা যাক ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয় কিনা। আচ্ছা মিস হোলডার, আপনার কী মনে হয়?"

"বাপির মতো আমিও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

BanglaBook.org

"আচ্ছা মিঃ হোলডার, আর্থারের পায়ে চটি বা জুতো ছিল কিনা দেখেছিলেন?"

"না, খালি পায়ে ছিল।"

"ঠিক আছে। এই তদন্ত শুরু করবার থেকেই ভাগ্য আমাদের ওপর বেশ সুপ্রসন্ন। এখন আমরা যদি সব ব্যাপারটা গুছিয়ে ফয়সালা করতে না পারি, সেটা আমাদের দোষ। মিঃ হোলডার, এবার আমি আবার বাড়ির বাইরেটা ঘুরে দেখব।"

হোমস একলাই গেল। আমাদের যেতে দিল না। বলল, অনেক লোকের পায়ের ছাপ রাস্তায় পড়লে তার কাজের অসুবিধে হবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে হোমস যখন ফিরে এল তখন তার জুতো বরফে একদম ঢেকে গেছে। অবশ্য তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

"মিঃ হোলডার, এখানে আমার যা যা দেখবার ছিল, তা দেখা হয়ে গেছে। এবার আমি ফিরে গিয়ে আমার ঘরে বসে আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারব।"

"কিন্তু, মিঃ হোমস, সেই পাথরগুলোর কী হল? সেগুলো কোথায়?"

"আমি বলতে পারছি না।"

অসহায় ভাবে হাত বাঁকাতে বাঁকাতে মিঃ হোলডার বললেন, "ওগুলো আর পাওয়া যাবে না! আর আমার ছেলের? সে ব্যাপারে কি আপনি কিছু ভরসা দিতে পারেন?"

"আমার মত বদলাবার কোনও কারণ ঘটেনি, এইটুকু বলতে পারি।"

"তা হলে কাল রাত্তিরে আমার বাড়িতে যে-সাংঘাতিক ব্যাপারটা ঘটে গেল সেটা তবে কী?"

হোমস বলল, "কাল সকালে এই ধরুন দশটা নাগাদ আপনি যদি বেকার স্ট্রিটের বাসায় আসেন তো ব্যাপারটা হয়তো আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারব। ভাল কথা, ইতিমধ্যে যদি আমি ওই হারানো পাথরগুলো উদ্ধার করতে পারি তো তার জন্যে যা খরচা হবে তা করতে আপনি রাজি আছেন তো?"

BanglaBook.org

"নিশ্চয়ই। ওই পাথরগুলোর জন্যে আমি আমার সঞ্চিত টাকাকড়ি, বিষয়সম্পত্তি সবই দিয়ে দিতে রাজি আছি।"

"বেশ। তা হলে আমি আমার কাজ পুরোদমে শুরু করে দিই। এখন চলি। সন্ধে নাগাদ আমাকে এ দিকে আর একবার আসতে হতে পারে। আচ্ছা এখন তবে চলি।"

আমি বুঝতে পারলাম যে, হোমস এই রহস্যের সমাধানের একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু বিস্তর মাথা খাটিয়েও সে সূত্রটা যে কী তা আমি আঁচ করতে পারলাম না। ফেরবার সময় আমি দু'-চারবার কথাটা তোলবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রত্যেক বারই হোমস সেই কথাটা বাদ দিয়ে অন্য কথা বলতে লাগল। শেষকালে বাধ্য হয়ে আমি হাল ছেড়ে দিলাম। সাড়ে তিনটে বাজার আগেই আমরা আমাদের বেকার স্ট্রিটের ডেরায় ফিরে এলাম। বাড়িতে ফিরেই হোমস সোজা তার ঘরে ঢুকে গেল। একটু পরেই সে একজন রাস্তার বেকার বকাটে ছেলের ছদ্মবেশে বেরিয়ে এল। তার জামার কলারটা ঘাড়ের ওপর তুলে দেওয়া। গায়ের কোটটা যে কত পুরনো তা বলা শক্ত। তার টাইয়ের রং টকটকে লাল। জুতোর শুকতলাটা খসে যাবার মতো হয়েছে। হোমসের চেহারা হাবভাব জামাকাপড় দেখলে কে বলবে যে এটা রকবাজ বেকার লোক নয়।

ঘরের ফায়ারপ্লেসের ওপরে টাঙানো আয়নায় নিজের চেহারাটা আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হোমস বলল, "এতেই মোটামুটি কাজ চলে যাবে। ওয়াটসন, তোমাকে সঙ্গে নিতে পারলে ভালই হত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আমি যা পাবার আশা করছি তার সন্ধান যদি না পাই তবে সবটাই পণ্ডশ্রম হবে। তবে আমি ভুল পথে যাচ্ছি কি ঠিক পথে যাচ্ছি সেটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জানতে পারব। মনে হয় আমার ফিরতে খুব বেশি দেরি হবে না।" কথা শেষ করেই হোমস দেওয়াল-আলমারি খুলে একটা মাংসের বড় টুকরো বার করে খানিকটা মাংস কেটে নিল। তারপর মাংসটা দু'-খণ্ড পাউরুটির মধ্যে পুরে সেটা পকেটে ঢুকিয়ে নিল। তারপর কিছু না বলে হোমস বেরিয়ে গেল।

হোমস যখন ফিরে এল আমি তখন বিকেলের চায়ের পালা সাঙ্গ করেছি। হোমসের মুখ-চোখ দেখে মনে হল, সে খুব ফুর্তিতে রয়েছে। তার হাতে ইলাস্টিকের পট্টি দেওয়া এক জোড়া পুরনো জুতো।

জুতোজোড়া দোলাতে দোলাতে হোমস ঘরে ঢুকে প্রথমেই সেটাকে ঘরের এক কোণে নামিয়ে রাখল। তারপর একটা কাপে চা ঢেলে চুমুক দিতে দিতে বলল, "আমি যাতায়াতের পথে তোমাকে একবার দেখে গেলাম ওয়াটসন। আমি আবার এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ব।"

"এখন কোথায় যাবে?"

"এখন যাব ওয়েস্ট এন্ডের দিকে। আমি কখন ফিরব বলতে পারছি না। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না।"

"তা তোমার কাজ চলছে কেমন?"

"মোটামুটি। এখনও পর্যন্ত কোথাও কোনও গোলমাল হয়নি। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম স্ট্রেথাম। আমি মিঃ হোলডারের বাড়ি যাইনি। এটা বেশ মজাদার রহস্য বটে। যাই হোক, এখন গল্প করবার সময় নেই। আগে এই নোংরা কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলে ভদ্রস্থ পোশাক পরা যাক।"

শার্লক হোমসের হাবভাব দেখে আমি বুঝলাম যে, মুখে না বললেও ব্যাপারটার সে

BanglaBook.org

সমাধান করে ফেলেছে। খুশিতে হোমসের চোখের তারাগুলো চকচক করছিল। হোমস আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে ওপরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সদর দরজা বন্ধ করার শব্দ থেকে বুঝলাম যে, হোমস বেরিয়ে গেল।

আমি রাত বারোটা অবধি বসে রইলাম। হোমসের পাত্তা নেই। শেষকালে আমি শুয়ে পড়লাম। হোমসের পক্ষে রাত্তিরে বাড়ি না-ফেরা কোনও অদ্ভুত বা আশ্চর্য ব্যাপার নয়। রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই সে দু'-চার দিনের জন্যে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। তাই হোমস না-ফেরায় আমার কোনও দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তা হল না। হোমস কত রাত্তিরে ফিরেছিল জানতেই পারিনি। পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে চা খেতে গিয়ে দেখি হোমস কফি খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছে। তাকে দেখে মনে হল যে, সে বেশ চাঙ্গাই রয়েছে।

"ওয়াটসন তুমি ওঠবার আগেই চা খেতে শুরু করে দিয়েছি বলে কিছু মনে কোরো না। তোমার মনে আছে বোধহয় আজ সকালে আমাদের মক্কেলের আসবার কথা আছে।"

"আরে তাই তো, নটা বেজে গেছে দেখছি," আমি বললাম। "মনে হল ঘণ্টার শব্দ শুনলাম। ওই বোধহয় উনিই এলেন।"

একটু পরে আমাদের মক্কেল ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। এক রাত্তিরের মধ্যে তাঁর চেহারা এত পালটে গেছে যে, চেনা যায় না। চোখ বসে গেছে। মুখে একটা কালো ছোপ পড়ে গেছে। মাথার চুল যেন আরও বেশি পেকে গেছে। গতকাল সকালে তিনি যখন উত্তেজিত অবস্থায় প্রায় পাগলের মতো আমাদের ঘরে ঢুকে ছিলেন তখন ওঁকে দেখে আমার কষ্ট হয়নি। কিন্তু আজ সকালে উনি এমন ক্লান্ত আর হতাশ ভাবে আমাদের ঘরে ঢুকলেন যে, ওঁকে দেখে সত্যি সত্যি খুব কষ্ট হল। ওঁর দিকে আমি একটা আরামকেদারা এগিয়ে দিলাম। উনি সেটাতে ধপাস করে বসে পড়লেন।

"আমি জানি না কোন দোষে আমার এমন শাস্তি হল। দু'দিন আগে আমি ছিলাম সব দিক দিয়ে সুখী। ভাবনাচিন্তা বলতে কিছুই ছিল না। এখন আমার মানসম্মান তো গেলই আর আপনার লোক বলতেও কেউ রইল না। ওই যে বলে, দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না, এখন বুঝছি কথাটা কতটা সত্যি। আমার ভাইঝি মেরি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

মেরি যে মিঃ হোলডারকে ছেড়ে চলে গেছে, এই খবর শুনে আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু হোমসের মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। মিঃ হোলডার বললেন, "হলঘরের টেবিলে আমাকে চিঠি লিখে রেখে চলে গেছে। আমি পরে ওর ঘরে গিয়ে দেখলাম, ঘর খালি। বিছানাটা দেখে বুঝলাম যে, কাল রাত্তিরে মেরি বিছানায় শোয়নি। কালকে আমি কথায় কথায় ওকে দুঃখ করে বলেছিলাম যে, ও যদি আর্থারকে আরও একটু দেখাশোনা করত তা হলে হয়তো ছেলেটা এমন বিগড়ে যেত না। বিশ্বাস করুন, এর জন্যে আমি ওকে দোষও দিইনি বা বকাঝকাও করিনি। স্রেফ একটা কথার কথা বলেছিলাম। হয়তো কথাটা বলা আমারই অন্যায় হয়েছিল। আমার ওই কথাটার সম্বন্ধে মেরি তার চিঠিতেও লিখেছে। মেরির চিঠি পড়ছি শুনুন, 'বাপি, আমার মনে হচ্ছে যে তোমার এই অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। আমি যদি আরও সচেতন হতাম তা হলে হয়তো এই বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটত না। এ কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না, আর সেইজন্যে আমার পক্ষে তোমার বাড়িতে থাকা আর সম্ভব নয়। আমার কী হবে ভেবে মন খারাপ কোরো না। আমার ঠিকই চলে

BanglaBook.org

ব'বে। আমাকে খোঁজবার চেষ্টা কোরো না। খুঁজলেও পাবে না। যেখানেই থাকি, যেমনই থাকি, তোমার কথা আমি ভুলব না কোনও দিন। তোমার মেরি।' আচ্ছা মিঃ হোমস, আপনার কি মনে হয় ও আত্মহত্যা করতে পারে? এ চিঠিরই বা কী মানে, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

"না না, আত্মহত্যার কথা ভেবে আপনি মন খারাপ করবেন না। আমার মনে হয় সব দিক দিয়ে ভেবে দেখলে এটাই সবচেয়ে ভাল সমাধান হয়েছে। মিঃ হোলডার, মনে হচ্ছে এবার আপনার সব ঝামেলা চুকে যাবে।"

"আপনি বলছেন মিঃ হোমস? আপনি কি কিছু টের পেয়েছেন? মানে আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছেন? সে পাথরগুলোর সন্ধান পেয়েছেন।"

"প্রত্যেকটা পাথরের জন্যে যদি হাজার পাউন্ড করে দিতে হয় আপনি দেবেন কি?"

"আমি দশ হাজার করে দিতে রাজি।"

"না অত টাকা খরচ করতে হবে না। তিন হাজার পাউন্ড হলেই হবে। এর সঙ্গে আপনি যে হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেবেন বলেছিলেন সেটাও দেবেন। আপনার সঙ্গে চেকবই আছে তো? বাঃ, তা হলে আপনি একটা চার হাজার পাউন্ডের চেক লিখে দিন।"

মিঃ হোলডারকে দেখে মনে হচ্ছিল যে, যা ঘটছিল তার কোনও কিছুই ওঁর মাথায় ঢুকছে না একটা ঘোরের মধ্যে উনি চার হাজার পাউন্ডের একটা চেক কেটে দিলেন। হোমস উঠে তার দেরাজের কাছে গেল। সেখান থেকে একটা তিন-কোনা সোনার পাত নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল। তাতে তিনটে বেরিল পাথর বসানো।

আনন্দে চিৎকার করে আমাদের মক্কেল সেটা হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন।

"আপনি এটা পেয়েছেন?" ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে হোমসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওহ্, আমি বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি।"

ঈষৎ কঠিন স্বরে হোমস ভদ্রলোককে বলল, "আপনার কাছ থেকে আমার আরও একটা পাওনা আছে।"

"পাওনা!" কলমটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "বলুন আপনাকে কত দিতে হবে? আমি আনন্দের সঙ্গে দেব।"

"না, আমাকে কিছু দিতে হবে না। আপনাকে আপনার ছেলের কাছে ভুল স্বীকার করে নিতে হবে। আপনার ছেলে অত্যন্ত চরিত্রবান উঁচু দরের ছেলে। যদি আমার কোনওদিন ছেলে হয় আর এমন ছেলে হয় তো আমি তার জন্যে গর্ব বোধ করব।"

"তা হলে আর্থার এগুলো নেয়নি।"

"আমি তো আপনাকে গতকালই বলেছিলাম আর আজও বলছি যে, না, সে নেয়নি।"

"এ বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত? তা হলে চলুন আমরা তাড়াতাড়ি তাকে গিয়ে সব কথা খুলে বলি। বলি যে ব্যাপারটার ভালয় ভালয় নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।"

"সে সবই জানে। যখন গোটা জিনিসটার ফয়সালা হয়ে গেল, তখন আমি আর্থারের সঙ্গে জেলখানায় গিয়ে দেখা করি। প্রথমে তো ও কোনও কথাই বলতে চায়নি। তখন আমি ওকে আগাগোড়া যেমন যেমন ঘটেছে তেমন তেমন বলি, তখন অবশ্য ও সব কথা স্বীকার করে। দু-একটা ছোটখাটো জিনিস খোলসা করতেই আমি আর্থারের কাছে যাই। তবে আপনি তার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললে সে হয়তো মুখ খুলতে পারে।"

BanglaBook.org

"তা হলে ঈশ্বরের দোহাই, আপনি আমাকে এই আশ্চর্য রহস্যের মূল কথাটা খুলে বলুন।"

"নিশ্চয়ই আপনাকে বলব। আর আপনাকে দেখিয়ে দেব কী ভাবে ধাপে ধাপে আমি এই রহস্যের সমাধান করেছি। কিন্তু প্রথমেই যে-কথাটা আপনাকে বলব সেটা আমার বলতে খারাপ লাগবে আর আপনার শুনতে আরও খারাপ লাগবে। আপনার ভাইঝি মেরির সঙ্গে সার জর্জ বার্নওয়েলের ভেতরে ভেতরে একটা বোঝাপড়া ছিল। ওরা দু'জনেই গা-ঢাকা দিয়েছে।"

"আমার মেরি! অসম্ভব!"

"দুঃখের বিষয় ঠিকই। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। বার্নওয়েল যে কী সাংঘাতিক চরিত্রের লোক তা আপনি বা আপনার ছেলে কেউই বুঝতে পারেননি। আর না বুঝেই তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। ইংল্যান্ডে ওর মতন শয়তান প্রকৃতির লোক আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। ওর অবস্থা পড়ে গেছে। লোকটা অসম্ভব জুয়াড়ি, এক নম্বরের শয়তান। ওর চরিত্রে ভাল বলতে কিছুই নেই। ওর না আছে বিবেক, না আছে হৃদয়। আমি জানি না আপনার ভাইঝিকে সে কী বুঝিয়েছিল। যে-কোনও ভাবেই হোক আপনার ভাইঝি তার খপ্পরে পড়ে যায়।"

"আমি এ কথা বিশ্বাস করি না, আর বিশ্বাস করব না!" মিঃ হোলডারের মুখটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

"বেশ, তা হলে সেই রাত্তিরে আপনার বাড়িতে কী হয়েছিল বলি শুনুন। আপনার ভাইঝি আপনি আপনার ঘরে গেছেন মনে করে, নীচে নেমে এসে জানলা দিয়ে বার্নওয়েলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে বরফের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলে বার্নওয়েলের পায়ের ছাপ ওখানে বেশ ভালমতো বসে যায়। সেই সময়ে বোধহয় মেরি বার্নওয়েলকে ওই মুকুটের কথা বলে। আপনার ভাইঝি আপনাকে খুবই ভালবাসেন, তা সত্ত্বেও কী ভাবে বার্নওয়েল ওঁকে দিয়ে ওই কাজ করাল সেটাই আশ্চর্য। যখন মেরি জানলা দিয়ে বার্নওয়েলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল সেই সময়ে আপনি ওপর থেকে নামছিলেন। আপনার পায়ের শব্দ পেয়ে উনি তাড়াতাড়ি করে জানলা বন্ধ করে দেন। তারপর আপনাকে আপনাদের কাজ করার লোকের চুপি চুপি বাইরে গিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে দেখা করার কথা বলেন। অবশ্য মেরি ও ব্যাপারে আপনাকে সত্যি কথাই বলেছিলেন।

"আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আর্থার তো ঘরে শুতে গেল। কিন্তু সে রাত্রে মোটেই ঘুম আসছিল না। তার মাথায় ক্লাবের দেনা শোধের ব্যাপারটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। মাঝরাত্রে হঠাৎ তার মনে হল কে যেন তার ঘরের সামনে দিয়ে পা টিপে টিপে চলে গেল। উঁকি মেরে কে গেল দেখতে গিয়ে আর্থার স্তম্ভিত হয়ে দেখল যে তার খুড়তুতো বোন খুব সাবধানে পা টিপে টিপে বারান্দা দিয়ে গিয়ে আপনার ঘরে ঢুকে গেল। কী হয় দেখবার জন্যে আর্থার ওইখানেই চুপ করে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরেই মেরি আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দার ক্ষীণ আলোতে আর্থার অবাক হয়ে দেখল মেরির হাতে ওই মুকুটটা রয়েছে। মেরি সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে যাবার পরই আর্থার নীচে নেমে এসে হলঘরের দরজায় যে বড় পরদা তার আড়ালে লুকিয়ে রইল, যাতে তারপরে কী ঘটছে সে ঠিকমতো দেখতে পায়। আর্থার লক্ষ করল যে মেরি খুব সন্তর্পণে

BanglaBook.org

ড্রয়িং রুমে ঢুকে বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা কারও হাতে মুকুটটা দিয়ে দিল। তারপর ড্রয়িং রুম বন্ধ করে ফের নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। হলের দরজার পরদা সরিয়ে যাবার সময় তার একটু হলে তার সঙ্গে আর্থারের ধাক্কা লেগে যেত।

"যতক্ষণ মেরি ওই ঘরে ছিল, ততক্ষণ আর্থারের পক্ষে কোনও কিছু করা সম্ভব ছিল না। কেন না তা হলে সব ব্যাপারটা জানাজানি হতই। আর্থার মেরিকে নিজের বোনের মতো ভালবাসত, তাই সে চায়নি যে এই চুরির সঙ্গে মেরির যে যোগ রয়েছে সে কথাটা বাড়ির লোকজনেরা জেনে ফেলুক। মেরি চলে যাবার পরই আর্থার জানলা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়ে। গলির একেবারে শেষ প্রান্তে চাঁদের আলোতে আর্থার দেখতে পায় যে, একজন লোক চলে যাচ্ছে। খালি পায়ে রাস্তায় জমে থাকা বরফের ওপর আর্থার ছুটতে শুরু করে। বার্নওয়েল পালাবার আগেই আর্থার ওকে ধরে ফেলে। তখন ওদের মধ্যে মারামারি হাতাহাতি লেগে যায়। আর্থারের এক ঘুসিতে বার্নওয়েলের চোখের ওপরে ভালমতন কেটে যায়। তা সত্ত্বেও বার্নওয়েল মুকুটটা ছাড়েনি, ধরে ছিল। আর্থারও মুকুটের আর একটা দিক ধরে টানতে থাকে। এই টানাটানির সময়ে ফটাস করে একটা শব্দ হয়। হঠাৎ আর্থার দেখল যে মুকুটটা তার হাতে এসে গেছে। আর তখনই সে সেটা নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করে। তারপর জানলা দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে জানলা বন্ধ করে জিনিসটা নিয়ে ওপরে আপনার ঘরে আসে। আপনার ঘরের মধ্যে এসে সে দেখতে পায় টানাটানিতে মুকুটটা বেঁকে গেছে। যখন সে মুকুটটাকে সোজা করবার চেষ্টা করছিল, তখন আপনি ঘটনাস্থলে এসে হাজির হন।"

"এ যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার," মিঃ হোলডার বললেন।

"আর্থার আশা করেছিল যে, আপনি তার প্রশংসা করবেন, কিন্তু আপনি কিছু না বুঝেশুনে তাকে যা-তা বলতে লাগলেন। ফলে তারও মেজাজ গেল চটে। অথচ তার পক্ষে চুপ করে থাকা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। সত্যি কথা বলতে হলে মেরির কথা বলতে হত।"

মিঃ হোলডার বললেন, "ও, এখন বুঝেছি কেন মেরি মুকুটটা দেখে চেঁচিয়ে উঠে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ওহ্, আমি কী নিদারুণ নির্বোধ! আর্থার বোধহয় ভেবেছিল যে টানাটানির সময় ওই টুকরোটা রাস্তায় ছিঁড়ে বা খুলে পড়ে গেছে। আর সেটা খুঁজে দেখতে সে মিনিটের জন্যে বাইরে যেতে চেয়েছিল। ওহ্, আমি না বুঝে আর্থারের ওপর কী অবিচারই না করেছি।"

হোমস বলতে লাগল, "ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রথমেই আমি আপনার বাড়ির চারপাশটা খুব ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। আমার উদ্দেশ্য বরফের ওপর কোনও দাগ বা ছাপ পাওয়া যায় কিনা দেখা। আমার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে কাল রাত্তিরের পর থেকে আর নতুন করে তুষার পড়েনি। আর কালকের তুষার জমে শক্ত বরফ হয়ে গেছে। যে রাস্তা দিয়ে গাড়িরা যাতায়াত করে সেখানে অনেক লোকের পায়ের ছাপ পড়েছে। একজন আর একজনের পায়ের ছাপ মাড়িয়ে চলে গেছে। সেখানে কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। আপনার রান্নাবাড়ির দরজার সামনে দু' জোড়া পায়ের ছাপ দেখলাম। একজোড়া ছাপের মালিক আপনার কাজের মেয়েটি, আর একজনের একটা পা কাঠের। আমি দাগগুলো ভাল করে দেখে বুঝতে পারি যে, আপনাদের কাজের মেয়েটিকে হঠাৎ কোনও কারণে সেখান থেকে

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়। মেয়েটি চলে যাবার পরে কাঠের পা-ওলা লোকটি সেখানে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। তারপর আমি বাগানের মধ্যে ঘোরাফেরা করলাম। সেখানে যা ছাপ এদিক-ওদিকে দেখলাম সেগুলো সবই পুলিশের লোকের পায়ের ছাপ বলে মনে হল। তারপর ঘুরতে ঘুরতে যখন আস্তাবলের গলিতে এলাম তখন দেখলাম যে বরফের ওপরে সব কথাই স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে।

"আমি দেখলাম যে রাস্তায় দু'সারি বুটজুতো পরা পায়ের ছাপ রয়েছে, আর দু'সারি খালি পায়ের ছাপ পড়েছে। আপনার কাছ থেকে যা শুনেছিলাম তার থেকে বুঝলাম যে, খালি পায়ের দাগের মালিক আপনার ছেলে। বুট-পরা লোকটি দু'বারই হেঁটেছে। কিন্তু খালি পায়ের লোকটি দৌড়েছে। আর কোথাও কোথাও খালি পায়ের ছাপ বুটজুতোর ছাপের ওপরে পড়েছে। তার থেকে বুঝতে পারলাম, খালি পায়ের লোকটি বুটজুতো-পরা লোকটির পরে গেছে। বুটজুতোর ছাপটা লক্ষ করে এগিয়ে দেখলাম, সেটা হলঘরের জানলার কাছে এসে থেমে গেছে। আর সেখানে অনেকক্ষণ লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল বলে বরফের ওপরে গর্ত হয়ে গেছে। তারপর আমি ওই পায়ের ছাপ ধরে উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। প্রায় একশো গজ যাবার পর দেখলাম পায়ের ছাপ আবার উলটো দিকে পড়েছে। সেখানে বরফের ওপরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন আর রক্তের দাগ দেখতে পাই। আর একটু এগিয়ে দেখি বুটজুতোর ছাপের পাশে রক্তের দাগ। তখন বুঝলাম যে, বুটজুতো-পরা লোকটি আহত হয়েছে। বড় রাস্তায় পৌঁছে দেখলাম ফুটপাত পরিষ্কার করা হয়েছে। তাই বুটজুতো পরা লোকটি কোন দিকে গেছে সেটার আর হদিস পেলাম না।

"তারপর আমি ফিরে এসে আপনার হলের জানলার ফ্রেমটা আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝতে পারি যে, কেউ জানলা দিয়ে গলে গেছে আর এসেছে। জানলার ফ্রেমের নীচের কাঠে আমি ভিজে পায়ের ছাপ দেখতে পাই। তখনই ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। বাইরের জানলার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল, বাড়ির ভেতর থেকে কোনও এক জন ওই মুকুটটা তাকে পাচার করে। এ ব্যাপারটা আড়াল থেকে তৃতীয় কোনও একজন দেখতে পায়। তারপরে সে চোরের পেছনে ধাওয়া করে চোরকে ধরে ফেলে। মুকুটটা ছিনিয়ে নেবার জন্যে দু'জনের মধ্যে জোর টানাটানি শুরু হয়ে যায়। আর প্রাণপণ টানাটানির মধ্যে মুকুটের একটা অংশ খুলে যায়। সেই অংশটা চোরের হাতে পড়ে। যে-লোকটি চোরকে তাড়া করেছিল তার হাতে বাকিটা থেকে যায়। এ পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিকই আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল রাস্তায় যে-লোকটি অপেক্ষা করছিল সে কে? আর ঘর থেকে যে-লোকটি তার হাতে মুকুটটা পাচার করেছিল সে-ই বা কে?

"আমার একটা বহু পুরাতন সূত্র আছে। সেটা হল যে, সব রকম সম্ভাবনা ভুল প্রমাণ হলে যেটা বাকি থাকে সেটা যতই অসম্ভব বলে মনে হোক না কেন, সেটাই সত্যি। আর যে-হেতু আপনি সেটা নামিয়ে আনেননি তা হলে সেটা হয় আপনার ভাইঝি নয় তো কাজের লোকেরা ওপর থেকে নামিয়ে আনে। এখন কথা হল, যদি কাজের লোকেরা মুকুটটা পাচার করত তা হলে আপনার ছেলে শুধু শুধু নিজের ঘাড়ে দোষটা নিতে যাবে কেন? এটা মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু আর্থার তার খুড়তুতো বোনকে খুবই ভালবাসে, তাই তার খুড়তুতো বোনই যদি জিনিসটা পাচার করে থাকে তা হলে তার পক্ষে চুপ করে থাকাই স্বাভাবিক। কেন না ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে ভীষণ বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে। তখন আপনার দুটো

BanglaBook.org

কথা আমার মনে পড়ল। এক, আপনি মেরিকে হলঘরের জানলার কাছে দেখেছিলেন। দুই, মুকুটটা দেখে মেরি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এ দুটোর থেকে আমি বুঝে নিলাম যে আমার অনুমানটা নিছক অনুমান নয়, সেটাই সত্যি।

"এখন প্রশ্ন হল এই ব্যাপারে মেরির সঙ্গী কে? আপনার কাছ থেকে জেনেছিলাম, আপনারা মোটেই মেলামেশা করেন না। বাইরের লোকের মধ্যে সার জর্জ বার্নওয়েলই আপনাদের বাড়িতে প্রায়ই আসেন। বার্নওয়েল যে সুবিধের লোক নয় তা আমি আগেই শুনেছি। তাই আমি বার্নওয়েলকেই মেরির শাগরেদ বলে সন্দেহ করলাম। তা যদি হয়, ওই বুটজুতোর ছাপগুলো বার্নওয়েলের আর তা হলে পাথরগুলো নিশ্চয়ই ওর কাছে আছে। এই রকম আন্দাজ করে আমি ভবঘুরে বেকারের ছদ্মবেশ ধরে সার জর্জের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। সার জর্জের খাস চাকরের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নগদ দু' শিলিং খরচা করে সার জর্জের একজোড়া পুরনো জুতো কিনলাম। ওই চাকরের কাছেই খবর পেলাম যে, আগের রাত্তিরে একটা ছোটখাটো দুর্ঘটনায় সার জর্জের চোখের ওপরে বেশ খানিকটা কেটে গেছে। সেখান থেকে আমি চলে গেলাম স্ট্রেথ্যামে। সেখানে যেখানে যেখানে বরফের ওপর বুটের ছাপ ছিল সেখানে ওই ছাপের সঙ্গে সার জর্জের বুটজুতোর মাপ একদম মিলে গেল।"

"হ্যাঁ, কাল সন্ধেবেলায় আস্তাবলের গলিতে একজন নোংরা জামাকাপড় পরা লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলাম বটে," মিঃ হোলডার বললেন।

"ঠিকই দেখেছেন। আমিই সেই লোক। যখন নিশ্চিত ভাবে বুঝলাম যে, ঠিক লোককেই ধরেছি তখন আমি বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে পোশাক বদলে নিয়ে ফের বেরোলাম। এবারেই হল আসল মুশকিল। বার্নওয়েলকে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করার মতো প্রমাণ আমার হাতে কিছুই নেই। তা ছাড়া কোর্টকাছারি পর্যন্ত ব্যাপারটা যদি গড়ায় তো ঝেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা বার্নওয়েল মহা ধড়িবাজ। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সব দিক ভেবে আমি বার্নওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

"প্রথমটায় বার্নওয়েল তো আমাকে ফুঃ ফুঃ করে উড়িয়েই দিচ্ছিল। তখন আমি তাকে গোড়া থেকে যা-যা ঘটেছে, তা পর পর বলে গেলাম। আমার মুখে সব কথা শুনে ও তো আমাকে ডান্ডা নিয়ে মারতে এল। বার্নওয়েল যে এ রকম একটা কিছু করতে পারে তা আমি অনুমান করেছিলাম। আর তার জন্যে আমি মনে মনে তৈরি ছিলাম। ও ডান্ডাটা তোলবার আগেই আমি আমার পিস্তলটা ওর দিকে বাগিয়ে ধরলাম। এতক্ষণে বার্নওয়েল যেন ধাতস্থ হল। তখন আমি তাকে বললাম, সে যদি পাথরগুলো আমাকে ফিরিয়ে দেয় তা হলে আমি তাকে প্রত্যেকটি পাথরের জন্যে হাজার পাউন্ড করে দেব। আমার কথায় বার্নওয়েল যেন একেবারে চুপসে গেল। 'সে কী! আমি যে মাত্র ছশো পাউন্ডে সব কটা বিক্রি করে ফেলেছি।'

"বার্নওয়েল তো কিছুতেই বলতে চায় না যে কার কাছে ওই পাথরগুলো সে বিক্রি করেছে। আমি যখন তাকে কথা দিলাম যে, তার বিরুদ্ধে আমরা কোনও মামলা করব না তখন সে সেই দোকানদারের নাম-ঠিকানা বলল।

"বার্নওয়েলের কাছ থেকে বেরিয়ে প্রথম গেলাম জেলখানায় আপনার ছেলে আর্থারের সঙ্গে দেখা করতে। আর্থারকে সব কথা বলে গেলাম সেই দোকানদারের সন্ধানে। সেখান

BanglaBook.org

থেকে আপনার জিনিস উদ্ধার করে যখন বাড়ি ফিরলাম রাত তখন আড়াইটে। ...ওহ্, কাল সারা দিন বেজায় খাটাখাটনি গেছে।" শার্লক হোমস চুপ করল।

মিঃ হোলডার বললেন, "আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। আপনি আমার একার নয়, সারা দেশের মুখ রক্ষা করেছেন। তবে আর একটা রহস্যের সমাধান এখনও হল না—"

মিঃ হোলডারকে বাধা দিয়ে হোমস বলল, "আপনি কী বলতে চাইছেন বুঝেছি। মেরির খোঁজ না করাই আপনার পক্ষে ভাল।"

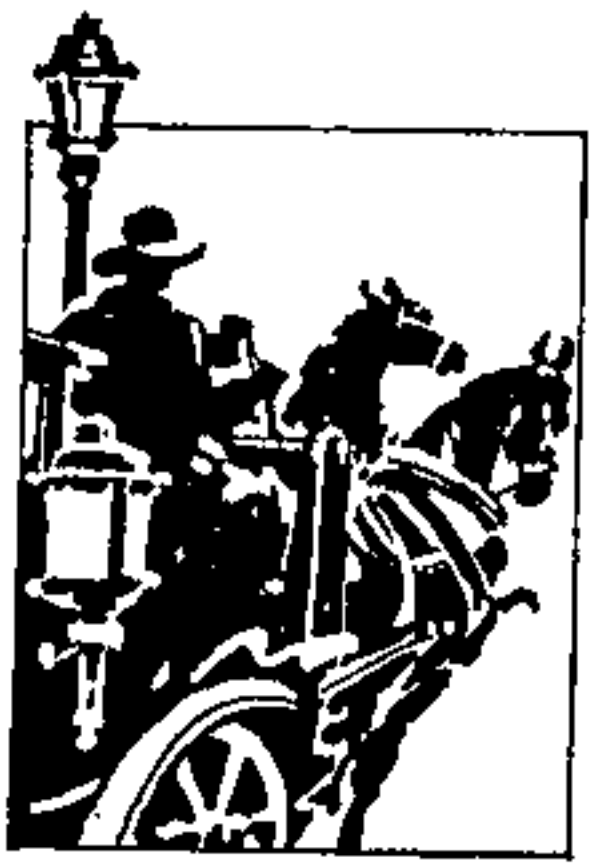

BanglaBook.org

বস্কোম্ব ভ্যালিতে খুন

আমি আর আমার স্ত্রী সকালবেলায় বসে বসে চা খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমাদের কাজের মেয়েটি একটা টেলিগ্রাম নিয়ে হাজির হল। টেলিগ্রাম করেছে শার্লক হোমস। সে লিখেছে:

"দু'-চার দিনের জন্যে আসতে পারবে? বস্কোম্ব ভ্যালিতে যে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে সে ব্যাপারে তদন্ত করবার জন্যে ওই অঞ্চল থেকে ডাক এসেছে। যদি আসো তো খুশি হব। ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য আর আবহাওয়া খুব ভাল। প্যাডিংটন থেকে ১১-১৫ মিনিটের গাড়িতে যাব।"

আমার স্ত্রী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ভাবছ? যাবে নাকি?"

"কী করব বুঝতে পারছি না। হাতে এখন অনেকগুলো রুগি রয়েছে।"

"তুমি আনস্ট্রাথারকে বলে যাও। সে তোমার রুগিদের চিকিৎসা করবে। তোমার শরীরটা ক'দিন দেখছি একটু শুকনো দেখাচ্ছে। দু'-চার দিন একটু বাইরে থেকে ঘুরে এলে তোমার পক্ষে ভালই হবে। সবচেয়ে বড় কথা, শার্লক হোমসের তদন্তে তোমার এত আগ্রহ যখন, তখন তোমার যাওয়াই উচিত।"

"শার্লক হোমসের সঙ্গে থেকে আমার নিজেরও কম লাভ হয়নি," আমি হেসে জবাব দিলাম। তারপর বললাম, "যেতে হলে কিন্তু এখনই গোছগাছ করতে হবে। হাতে আর মোটে আধঘণ্টা সময় আছে।"

মিলিটারি-ডাক্তার হিসেবে আমি কিছুদিন আফগানিস্থানে ছিলাম। সেই সময়ে আমাদের ক্যাম্পে থাকতে হত, আর হঠাৎ প্রায় বিনা নোটিসেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হত। এর ফলে আমার একটা ভাল শিক্ষা হয়েছিল। সেটা হল যে কোথাও যেতে টেতে হলে আমি খুব চট করে তৈরি হতে পারি। আর আমার মোটঘাটও হয় যৎসামান্য। তার ফলে আমি আধঘণ্টার অনেক আগেই আমার সুটকেস নিয়ে একটা ঘোড়া-গাড়িতে চেপে প্যাডিংটনের দিকে রওনা হলাম। শার্লক হোমস প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল। শার্লক হোমস এমনিতেই রোগা আর লম্বা। তার ওপর মাথার ক্যাপ আর তাঁয়ের লং কোটের জন্যে হোমসকে আরও লম্বা আর রোগা দেখাচ্ছিল।

আমাকে দেখে হোমস বলল, "যাক ওয়াটসন, তুমি এসেছ। খুব ভাল হয়েছে। সঙ্গে যদি এমন কেউ থাকে যার ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারি, তা হলে আমার কাজের সুবিধা হয়। স্থানীয় লোকেরা হয় কোনও কর্মের নয়, নয়তো তারা কোনও-না-কোনও পক্ষের লোক। তুমি গাড়িতে উঠে দুটো জানলার ধারের জায়গা রাখো। আমি টিকিট কেটে আনি।"

আমরা যে-কামরাটায় উঠলাম সেটাতে আর কোনও যাত্রী ছিল না। হোমস এক বান্ডিল খবরের কাগজ সঙ্গে করে এনেছিল। গাড়ি ছাড়তেই সে খবরের কাগজগুলো পড়তে লাগল।

BanglaBook.org

মাঝে মাঝে একটা কাগজে কী সব টুকে নিচ্ছিল, আবার কখনও কখনও গভীর ভাবে কী যেন চিন্তা করছিল। যখন আমরা রেডিংয়ে পৌঁছোলাম, হোমস খবরের কাগজগুলো তাড়া বেঁধে একপাশে সরিয়ে রাখল।

হোমস আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এই কেসটার সম্বন্ধে তুমি কি কিছু জানো?"

"না, কিছুই জানি না। কয়েকদিন কাজের এমন চাপ পড়েছিল যে, খবরের কাগজই ভাল করে পড়তে পারিনি।

"লন্ডনের কাগজে এই ব্যাপারটার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খবর বেরোয়নি। এতক্ষণ ধরে সব কাগজগুলো পড়লাম, যাতে সবকিছু সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। যেটুকু জানতে পেরেছি তার থেকে বুঝেছি যে, এটা সেই ধরনের সহজ মামলা, যার ফয়সালা করা খুবই কঠিন কাজ।"

"এটা কি সোনার পাথরবাটি গোছের ব্যাপার হল না।"

"হতে পারে, তবে কথাটা ঠিক। কোনও কেস যদি খুব অভিনব বলে মনে হয় তো জানবে যে, সেই অভিনবত্বই একটা বড় সূত্র। যে-কেস যত বেশি সাদামাটা, যত বেশি সরল বলে মনে হবে জানবে সেই কেসে আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া তত বেশি শক্ত। এই ব্যাপারটায় যে-লোকটি খুন হয়েছে তারই ছেলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে।"

"এটা তা হলে একটা খুনের তদন্ত," আমি বললাম।

"হ্যাঁ, সেই রকমই অনুমান করা হচ্ছে। তবে যতক্ষণ না আমি নিজের চোখে সব দেখছি ততক্ষণ এটা খুনের তদন্ত কিনা সে বিষয়ে আমি কোনও মতামত দেব না। তবে ইতিমধ্যে এই রহস্যজনক ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমি যা জানতে পেরেছি তা তোমাকে সংক্ষেপে বলছি।

"হারফোর্ডশায়ারে রস-এর কাছে বস্কোম্ব ভ্যালি একটা বেশ বড় গ্রাম। মিঃ জন টার্নার নামে এক ভদ্রলোক ওই গ্রামের একজন রীতিমতো ধনী লোক। অনেক জমির মালিক। টার্নার কিছুদিন অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন। সেখানে তিনি প্রচুর টাকাপয়সা উপার্জন করে কয়েক বছর হল ফিরে এসে ওই গাঁয়ে বাস করছেন। উনি ওঁর হেদারলির একটা গোলাবাড়ি মিঃ চার্লস ম্যাকার্থিকে ভাড়া দিয়েছেন। এই ম্যাকার্থিও অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন। অস্ট্রেলিয়াতে থাকতেই ওঁদের পরিচয় হয়। আর সেইজন্য ওঁরা পরস্পরের কাছাকাছি থাকতেন। দু'জনের মধ্যে টার্নারের অবস্থাই ভাল। ম্যাকার্থি যদিও টার্নারের ভাড়াটে তবুও ওঁরা বেশ সহজ ভাবেই মেলামেশা করতেন। ওঁদের দু'জনকে প্রায় একসঙ্গে দেখা যেত। ম্যাকার্থির একটি ছেলে। তার বয়স হবে বছর আঠারো। টার্নারের আবার একটি মেয়ে। তার বয়সও সতেরো-আঠারো হবে। দু'জনেরই স্ত্রী মারা গেছেন। টার্নার বা ম্যাকার্থি কেউই প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেশামেশি করতেন না। তবে ম্যাকার্থি প্রায়ই তাঁর ছেলেকে নিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে বা অন্য খেলাধুলোর আসরে যেতেন। ম্যাকার্থিদের কাজের লোক বলতে একটি চাকর আর একটি ঝি। টার্নারের লোকজন অনেক—প্রায় জনা ছয়েক। টার্নার আর ম্যাকার্থির ঘরসংসার সম্বন্ধে আমি এইটুকুই যা জানতে পেরেছি। এবার আসল ঘটনার কথা বলি।

"জুন মাসের তেসরা, মানে গত সোমবার, বেলা তিনটে নাগাদ ম্যাকার্থি তাঁর হেদারলির বাড়ি থেকে বস্কোম্ব ঝিলের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বস্কোম্ব উপত্যকা দিয়ে যে-নদীটি বয়ে

BanglaBook.org

গেছে তারই জলে ওই ঝিলটির উৎপত্তি। ম্যাকার্থি সকালবেলায় তাঁর চাকরকে নিয়ে রস-এ গিয়েছিলেন। বলেছিলেন সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে হবে। তিনটের সময় তাঁর একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। সেই দেখা করতে যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া। সেখান থেকে তিনি জীবিত অবস্থায় আর ফিরে আসেননি।

"হেদারলির বাড়ি থেকে বস্কোম্ব ঝিল খুব বেশি হলে সিকি মাইল। দু'জন লোক তাঁকে ওই পথে হেঁটে যেতে দেখেছে। এদের এক জন এক বুড়ি। তার পরিচয় জানি না। আর এক জন উইলিয়ম ক্রোডার। ক্রোডার টার্নারের পোশা জন্তু-জানোয়ারের দেখাশোনা করে। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এরা দু'জনেই বলেছে যে, ম্যাকার্থি একলাই মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ ছাড়া ক্রোডার বলেছে যে, ম্যাকার্থি যাবার একটু পরেই তাঁর ছেলে জেমস ওই দিকে গেছে। জেমসের হাতে বন্দুক ছিল। ক্রোডার ভেবেছিল যে, জেমস তার বাবার সঙ্গে যাচ্ছে। তাই সমস্ত ঘটনাটা না-জানা অবধি এ ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামায়নি। ক্রোডার ছাড়া অন্য লোকেও ম্যাকার্থিদের দেখেছিল। বস্কোম্ব ঝিলের চার দিকে প্রচুর গাছপালা। তবে ঝিলের ধারে ঘাস আর নলখাগড়ার ঝোপ আছে। বস্কোম্ব ভ্যালি এস্টেটের দেখাশোনা করবার ভার যে-লোকটির ওপর, তার বছর চোদ্দো বয়সের মেয়ে পেসেন্স মোরান ওদের দেখতে পায়। পেসেন্স ওই ঝিলের ধারে ফুল তুলতে গিয়েছিল। সে বলেছে, যখন সে ঝিলের কাছাকাছি আসে তখন দেখে যে জেমস আর তার বাবা নিজেদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া করছে। তারা এত জোরে চিৎকার করছিল যে, পেসেন্সের মনে হয় এখনই হয়তো ওরা হাতাহাতি শুরু করবে। জেমস তো একবার এমন ঘুষি পাকাল যে, পেসেন্সের মনে হল সে হয়তো তার বাবাকে মেরেই বসবে। ভয়ে সে দৌড়ে সেখান থেকে বাড়ি চলে আসে আর তার মাকে এই সব কথা বলে। পেসেন্সের কথা শেষ হবার আগেই জেমস ছুটতে ছুটতে তাদের বাড়ি এসে তার বাবার কথা বলে। সে বলে তার বাবাকে সে মৃত অবস্থায় হ্রদের ধারে দেখতে পেয়েছে। পেসেন্সের বাবার সাহায্য তার খুব দরকার। জেমস যখন পেসেন্সদের বাড়িতে আসে তখন না ছিল তার বন্দুক, না ছিল তার টুপি। তার ডান হাতে আর জামার হাতায় রক্তের দাগ লেগে ছিল। জেমসের সঙ্গে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান যে, তার বাবার দেহ হ্রদের ধারে ঘাসের ওপর পড়ে আছে। কোনও ভারী কিছু দিয়ে বার বার আঘাত করে তাঁর মাথাটা একদম থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। আঘাতের রকম দেখে মনে হয় যে, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারা হয়ে থাকতে পারে। বন্দুকটা মৃতদেহের কাছেই পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই সব দেখেশুনে পুলিশ জেমস ম্যাকার্থিকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার করোনারের আদালতে তার বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগ আনা হয়। আর তার পরের দিন বুধবার রসের জেলাশাসক জেমসের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করার আদেশ দেন। পুলিশ আর করোনারের কাছ থেকে ম্যাকার্থির খুনের সম্বন্ধে এইটুকু তথ্যই পাওয়া গেছে।"

আমি বললাম, "এ তো সাংঘাতিক ফ্যাসাদ দেখছি। চারপাশের ঘটনা, মানে যাকে আইনের ভাষায় সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বলে, দেখে মনে হচ্ছে যে হত্যাকারী কে তা বোঝা শক্ত নয়।"

"দেখো এই সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বা চারপাশের সাক্ষ্যপ্রমাণ খুবই মজার জিনিস। ওপর ওপর দেখলে মনে হয় যে, ব্যাপারটা এই রকমই হয়ে থাকবে। কিন্তু যদি একটু অন্য ভাবে দেখো তো সব ব্যাপারটাই উলটে যাবে। এটা ঠিকই যে, ব্যাপার দেখে

BanglaBook.org

মনে হয় যে ওই ছেলেটিই খুনি। ও যে খুন করেনি সে কথাটাও জোর করে বলা যাচ্ছে না। তবে ওই জায়গার অনেকেই মনে করছেন যে, ওর কোনও দোষ নেই। মিঃ টার্নারের মেয়ে মিস টার্নারও এই দলে আছেন। আর এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করবার জন্যে তিনি লেস্ট্রেডকে লাগিয়েছেন। লেস্ট্রেড এই কাজে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ও আমার সাহায্য চেয়েছে। আর সেইজন্যে আমরা দুই মাঝবয়সি ভদ্রলোক আরাম করে কোথায় ব্রেকফাস্ট খাব তা নয়, ঊর্ধ্বশ্বাসে পশ্চিম দিকে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল স্পিডে ছুটছি।"

"কিন্তু দেখো হোমস, আমার মনে হচ্ছে যে, এই তদন্তে তুমি বোধহয় খুব সুবিধে করতে পারবে না। সমস্ত ব্যাপারটাই এত স্পষ্ট..."

আমাকে শেষ করতে না দিয়ে হোমস হেসে বলল, 'দেখো এই খুব স্পষ্ট ব্যাপারগুলোই বড় গোলমেলে। তা ছাড়া আমরা এমন কোনও কিছু আবিষ্কার করতেও পারি যা লেস্ট্রেডের চোখ এড়িয়ে গেছে। তুমি তো ওয়াটসন আমাকে জানো। আমি অহংকার করি না। তবু আমি তোমাকে বলছি যে, আমি অবশ্যই এমন কোনও সূত্র পাব যার খোঁজ লেস্ট্রেড পায়নি বা সারা জীবনে পাবে না। আর সেই সূত্র থেকে এই কেসের ফয়সালা হবে। জেমস নির্দোষ কিনা তা প্রমাণ হয়ে যাবে। তোমাকে একটা ছোট্ট প্রমাণ দিই। তোমার শোবার ঘরের জানলাটা ঘরের ডান দিকে। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, এই সোজা জিনিসটা লেস্ট্রেডের চোখে পড়বে না।"

"কিন্তু সে কথা তুমি কী ভাবে জানলে?"

"তোমাকে তো আমি অনেক দিন ধরে জানি। তুমি মিলিটারিতে ছিলে। তুমি সব ব্যাপারেই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমি জানি তুমি সকালে দাড়ি কামাও। আর এই সময়ে নিশ্চয়ই আলো জ্বেলে দাড়ি কামাবে না, সূর্যের আলোতেই কামাবে। অথচ দেখছি যে,

BanglaBook.org

তোমার ডান গালের দাড়ি যত নিখুঁত ভাবে কামানো হয়েছে বাঁ গালটা তত নিখুঁত হয়নি। গলের তলায়, চিবুকের নীচে সব জায়গায় কামানো হয়নি। এখন আলোটা যদি চার দিকে সমান ভাবে পড়ত তা হলে তুমি নিশ্চয়ই এ রকম ভাবে কামাতে না। এটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু এই হচ্ছে আমার কৌশল। আর এই ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে আমার এই ধরনের কৌশল কাজেও লেগে যেতে পারে। এ ছাড়া আরও দু'-একটা ছোটখাটো পয়েন্ট আছে। সেগুলো একটু খতিয়ে দেখা দরকার।"

"সেগুলো কী?"

"যেমন ধরো, ওকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়নি। ওকে হেদারলির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় ঘটনার অনেক পরে। পুলিশ ইন্সপেক্টর তাকে যখন গ্রেফতার করে সে নাকি বলেছিল যে, এ কথা শুনে সে মোটেই আশ্চর্য হয়নি। এই নাকি তার পাওনা ছিল। কোরোনারের কোর্টে এ কথা শুনে জুরিদের মনে ওর দোষ সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ ছিল সেটাও দূর হয়ে যায়।"

"ও তো নিজের মুখেই দোষ কবুল করেছে দেখছি।"

"না এই কথা বলার পরে ও বলে যে, এ ব্যাপারে ও সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

"কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছে তারপর এসব কথা শুনলে মনে সন্দেহটা আরও জোরদার হয়।"

হোমস বলল, "না, ঠিক উলটোটা। চারদিকের ঘেরা অন্ধকারের মধ্যে আমি ওইটুকুই যা আলোর চিকচিকিনি দেখতে পাচ্ছি। ও যত নির্দোষই হোক না কেন, ও নিশ্চয়ই এত আহাম্মক নয় যে, ও কী বিপদের মধ্যে পড়েছে সেটা বুঝবে না। পুলিশ যখন গ্রেফতার করতে আসে তখন যদি ও এমন ভাব করত যে, ও একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছে বা ও খুব রাগারাগি করত তা হলেই সেটা সন্দেহের ব্যাপার হত। কেন না এই অবস্থায় তার অবাক হওয়া বা রাগ করা দুটোই অস্বাভাবিক হত। অথচ ও যদি সত্যি সত্যিই ধূর্ত হত তা হলে ও ঠিক ওই রকমই কিছু একটা করত। ও যে সবকিছু এত সহজ ভাবে নিয়েছে তার থেকেই মনে হচ্ছে যে, হয় ও সত্যি সত্যি নির্দোষ, নয়তো ও খুব দৃঢ় আর সংযত চরিত্রের লোক। আর এটা পাওনা বলাটাও ওর পক্ষে ঠিকই হয়েছে। একবার অবস্থাটা মনে মনে ভাবো। ও ওর বাবার মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে দিনই বাবার সঙ্গে কোনও বিষয়ে কথা কাটাকাটি হতে হতে ও এতই রেগে গিয়েছিল যে, সেই ছোট মেয়েটির কথা থেকে আমরা জানতে পেরেছি, ওরা এমন ভাব করেছিল যেন হাতাহাতি করতে যাচ্ছে। ওর কথার মধ্যে যে অনুশোচনা আর দুঃখের ভাব রয়েছে, তার থেকে আমার মনে হচ্ছে ও খুনি নয়— সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

আমি বললাম, "আমার মনে হচ্ছে না। এর চাইতে ঢের তুচ্ছ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে আইনের বিচারে অনেকের ফাঁসি হয়েছে।"

"ঠিকই। তবে অনেক লোককে অন্যায় ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তা তো স্বীকার করবে।"

"তা ও নিজে এ সম্বন্ধে কী বলছে?"

"ও যে-কথা বলছে সেটা অবশ্য উৎসাহজনক কিছু না। তবে ও যা বলেছে তার মধ্যে ভাববার মতো দু'-একটা জিনিস আছে। এই কাগজগুলো পড়লেই তুমি তা জানতে পারবে।

হোমস একটু আগে যে-কাগজগুলো বান্ডিল করে রেখেছিল, তার ভেতর থেকে

BanglaBook.org

হারফোর্ডশায়ারের একটা খবরের কাগজ বের করে নিল। তারপর কাগজের ভাঁজ খুলে একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। খুনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওই ছেলেটি যা বলেছে সেটা ছাপিয়ে দিয়েছে। আমি সিটে হেলান দিয়ে বসে ওই জায়গাটা খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলাম। খবরের কাগজে লিখছে:

"এরপর নিহত ভদ্রলোকের একমাত্র সন্তান মিঃ জেমস ম্যাকার্থিকে ডাকা হয়। সাক্ষী দিতে গিয়ে ম্যাকার্থি বলে, 'আমি তিন দিনের জন্যে ব্রিস্টলে গিয়েছিলাম। আমি ওই দিনই সকালে ফিরে আসি। আমি বাড়ি ফিরে বাবাকে দেখতে পাইনি। আমাদের কাজের মেয়েটির কাছ থেকে জানতে পারি যে, জন কব বলে আমাদের যে-সহিস আছে তাকে নিয়ে বাবা রস-এ কী কাজে গেছেন। একটু পরে আমাদের গাড়ির শব্দ শুনলাম। জানলা দিয়ে দেখলাম, গাড়ি থেকে নেমে বাবা গটগট করে বাগানের দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তবে উনি কোন দিকে যাচ্ছেন তা আমি জানতে পারিনি। একটু পরে আমি আমার বন্দুকটা নিয়ে বস্কোম্ব ঝিলের দিকে গেলাম। ওই ঝিলের ওপারে বুনো খরগোশ পাওয়া যায়। রাস্তায় উইলিয়াম ক্রোডারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। অবশ্য ও যা ভেবেছিল সেটা ঠিক নয়। আমি আমার বাবার পিছু পিছু যাইনি। বাবা যে আমার একটু আগেই ওই দিক দিয়ে গেছেন তাও আমি জানতাম না। আমি যখন ঝিলের কাছে পৌঁছে গেছি তখন আমার কানে এল 'কুইই'। এই ডাকটা আমি আর বাবা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করি। এটা একটা আমাদের নিজেদের সিগন্যাল। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম যে, বাবা ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল বাবা আমাকে সেখানে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছেন। একটু বিরক্ত ভাবে জানতে চাইলেন যে আমি সেখানে কী করছি। এরপর দু'-একটা কথার পরেই কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। আমার বাবা ভীষণ রাগী। আমি দেখলাম তিনি এত রেগে গেছেন, হয়তো একটা সাংঘাতিক কিছু করে ফেলবেন। তাই আমি সেখান থেকে চলে আসি। আমি দেড়শো গজ আন্দাজ গেছি, এমন সময় পেছন থেকে একটা আর্তনাদ কানে এল। আমি তখনই ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম যে মৃতপ্রায় অবস্থায় বাবা মাটিতে পড়ে রয়েছেন। তাঁর মাথায় ভীষণ চোট লেগেছে। আমি বন্দুকটা ফেলে দিয়ে তাঁর পাশে বসে পড়লাম। আমি তাঁকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলাম। কিন্তু ততক্ষণে তিনি আর বেঁচে নেই। আমি কিছুক্ষণ তাঁর পাশে চুপচাপ বসে থেকে যে-লোকটি বস্কোম্ব ভ্যালি এস্টেটের তদারকি করে তার বাড়ির দিকে ছুটে যাই। আমি বাবার চিৎকার শুনে ছুটে যাই, তখন কাউকে দেখতে পাইনি। বাবা একলাই পড়ে ছিলেন। আমার বাবার রাগী স্বভাবের জন্য কারও সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব ছিল না। তবে তাঁর কোনও শত্রুও ছিল না। এ ব্যাপারে আমি আর কিছু জানি না।

করোনার: মারা যাবার আগে আপনার বাবা আপনাকে কোনও কথা বলেছিলেন কি?

সাক্ষী: উনি বিড়বিড় করে জড়িয়ে জড়িয়ে 'রাট' 'র‍্যাট' বলছিলেন।

করোনার: উনি কী বলতে চাইছিলেন, আপনি বুঝতে পারেননি?

সাক্ষী: না। আমি ভেবেছিলাম যে উনি ভুল বকছেন।

করোনার: কী ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আপনার বাবার কথাকাটাকাটি শুরু হয়েছিল?

BanglaBook.org

সাক্ষী: সে ব্যাপার আমি এখানে বলতে পারব না।

করোনার: না, সে কথা আপনাকে বলতে হবে।

সাক্ষী: সে কথা আমি কিছুতেই বলব না। তা ছাড়া বাবার মৃত্যুর ব্যাপারের সঙ্গে সে কথার কোনও সম্পর্ক নেই।

করোনার: কোনও সম্পর্ক আছে কি নেই সেটা আদালতই ঠিক করবে। আর একটা কথা, আপনি যদি কথাটা এখন না বলেন তো ব্যাপারটা আদালতে বিচারের সময় আপনার বিপক্ষে যাবে।

সাক্ষী: তা হলেও আমি সে কথা বলব না।

করোনার: আপনি বলেছেন যে আপনি আর আপনার বাবা নিজেদের মধ্যে 'কুইই' ডাকটা ইশারা হিসেবে ব্যবহার করতেন।

সাক্ষী: হ্যাঁ।

করোনার: তা হলে এটা কী করে সম্ভব যে আপনি ব্রিস্টল থেকে ফিরেছেন কিনা জানার আগে, আপনাকে চোখে দেখবার আগেই উনি আপনাকে ওই ভাবে ডাকলেন?

সাক্ষী: (রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে) আমি জানি না।

জুরি: আপনার বাবার চিৎকারে আপনি যখন ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন আর দেখলেন যে আপনার বাবা সাংঘাতিক ভাবে আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন, তখন আপনার চোখে এমন কিছুই কি পড়েনি যার থেকে কোনও সন্দেহ করা যায়?

সাক্ষী: জোর করে বলবার মতো কিছু আমার নজরে পড়েনি।

করোনার: আপনি কী বলতে চাইছেন?

সাক্ষী: আমি যখন ছুটে ওখানে গিয়ে হাজির হলাম তখন বাবার কথা ছাড়া অন্য কোনও কথা ভাববার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। তবে আমার যেন মনে হচ্ছে যে আমি যখন ছুটে গেলাম আমার বাঁ দিকে মাটির ওপর ছাই ছাই রঙের কী যেন একটা পড়ে ছিল। সেটা একটা কোট বা চাদর জাতীয় কিছু হতে পারে। কিন্তু আমি যখন বাবার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালাম, তখন সেদিকে তাকাতে দেখলাম যে জিনিসটা নেই।

আপনি কি বলছেন যে আপনি যখন সাহায্য করবার জন্যে লোক ডাকতে গেলেন তার আগেই সেটা অদৃশ্য হয়েছে?

হ্যাঁ। সেটা আর তখন ছিল না।

সেটা কী তাও আপনি সঠিক বলতে পারছেন না?

না, তবে আমার ধারণা যে কিছু একটা ছিল।

সেটা আপনার বাবার কাছ থেকে কত দূরে পড়ে ছিল?

বারো-চোদ্দো হাত দূরে হবে।

ঝোপ থেকে কত দূরে?

ওই রকম বারো-চোদ্দো হাত দূরেই হবে।

তা হলে আপনি যখন ওখানে ছিলেন তখনই আপনার বারো-চোদ্দো হাত দূর থেকে ওই জিনিসটি উধাও হয়ে গেল।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, তবে ওটা ছিল আমার পিছন দিকে।
সাক্ষীকে জেরা করা শেষ হল।"

খবরটা পড়া শেষ করে আমি বললাম, "করোনার ভদ্রলোক দেখছি ম্যাকার্থি ছোকরার সম্বন্ধে ভীষণ কড়া কথা বলেছেন। ম্যাকার্থির কথায় যে-সব গরমিল রয়েছে, সেগুলো বেশ জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন। আর সত্যি কথাই তো ও স্বীকার করেছে যে, কুইই ডাকটা ওর আর ওর বাবার মধ্যে চালু ছিল। ওর বাবা কুইই হাঁক পাড়লেন, অথচ ওর বাবা জানতেন না যে ও ফিরে এসেছে, এটা কী রকম কথা হল! তারপর ও কেন বলছে না কী নিয়ে ওদের মধ্যে কথাকাটাকাটি হল। তারপর ওর বাবার শেষ কথাগুলো...সব মিলিয়ে ওইই অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।"

আমার কথা শুনে হোমস খুক খুক করে হেসে উঠল। তারপর বেশ আরাম করে বসে বলল, "দেখো ওয়াটসন, তুমি আর ওই করোনার ভদ্রলোক যে-জিনিসগুলোর ওপর জোর দিচ্ছ সেগুলো কিন্তু জেমসকে নির্দোষ প্রমাণ করে। তোমরা যে ভাবে ব্যাপারটা দেখছ, তাতে মনে হচ্ছে ও একই সঙ্গে ভীষণ চালাক আর ভীষণ বোকা। ছোকরা এতই বোকা যে, ওর বাবার সঙ্গে ঝগড়া কী নিয়ে সে সম্বন্ধে একটা মনগড়া কারণ দেখাতে পারল না যা শুনে জুরিদের মন নরম হয়। আবার উলটো দিকে তোমরা বলতে চাইছ যে, ও এতই ধড়িবাজ যে ওই 'র‍্যাট' কথাটথা বলে সবাইকে ধোঁকা দিতে চাইছে। না হে, আমি কিন্তু ওই ছোকরা সত্যি কথা বলছে ধরে নিয়েই তদন্ত শুরু করব। তারপর দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। যাই হোক, আর কোনও কথা নয়। এবার আমি খানিকক্ষণ পেত্রার্কের বইটা পড়ব। আর মিনিট কুড়ি পর আমরা সুইনডন পৌঁছোব। সেখানে আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে নেব।"

বিকেল চারটে নাগাদ আমরা রস স্টেশনে এসে নামলাম। প্ল্যাটফর্মে আমাদের জন্যে যে রোগা ছটফটে ধূর্ত চেহারার লোকটি অপেক্ষা করছিল তাকে চিনতে আমার অসুবিধে হল না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর লেস্ট্রেড। লন্ডনের বাইরে এসেছে বলে লেস্ট্রেডের জামাকাপড়ও একটু অন্য রকম। লেস্ট্রেড আমাদের নিয়ে গেল হারফোর্ড আর্মস নামে একটি হোটেল। সেইখানে আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা বসে চা খাচ্ছিলাম। লেস্ট্রেড হোমসকে বলল, "আমি একটা গাড়ি ঠিক করেছি। আপনার যে রকম উৎসাহ তাতে খুনের জায়গাটা না দেখা পর্যন্ত আপনি যে ক্ষান্ত হবেন না, তা তো জানি।"

হোমস বলল, "আপনার দূরদৃষ্টি আর বিবেচনার প্রশংসা করতেই হয়। তবে এখন প্রশ্ন হল ব্যারোমিটারের চাপ কী রকম।"

লেস্ট্রেড হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"দেখি তো ব্যারোমিটারে কী বলছে। ঊনত্রিশ। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, বাতাসও দিচ্ছে না। নাহ্, আজ আর গাড়িটার দরকার হচ্ছে না। তার চেয়ে বরং আমার কাছে বাক্স-ভরতি যে সিগারেটগুলো রয়েছে, সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক। সাধারণত মফস্বলের হোটেলের আসবাবপত্র যে রকম হয়, তার চেয়ে এই হোটেলের আসবাবপত্র ঢের বেশি আরামদায়ক।"

লেস্ট্রেড একটু মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসল। "খবরের কাগজে যে-সব খবর বেরিয়েছে,

BanglaBook.org

তার থেকেই মিঃ হোমস, আপনি বোধহয় তদন্তের মীমাংসা করে ফেলেছেন। ব্যাপারটা একদম জলের মতো সোজা। ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবছি ততই সবটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তবে ওই রকম জেদি মহিলার কথা না মেনেও পারিনি। উনি আপনার কথা অনেক শুনেছেন। আপনার মতামত না শুনে ছাড়বেন না। আমি অবশ্য ওঁকে বার বারই বলেছি যে এ ব্যাপারে আমি যতদূর করবার করেছি। এর চেয়ে বেশি কিছু আপনিও করতে পারবেন না। ...আরে ওই তো ওঁর গাড়ি এসে থামল বলে মনে হচ্ছে।"

লেস্ট্রেডের কথা শেষ হতে-না-হতে ঘরের ভেতরে হুড়মুড় করে ঢুকলেন এক অল্পবয়সি মহিলা। মহিলাকে দেখে মনে হল তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন। ঘরে ঢুকেই তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর শার্লক হোমসের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"ও মিঃ শার্লক হোমস, আপনি আসায় আমার যে কী আনন্দ হয়েছে তা বলে বোঝাতে পারব না। এই কথাটা বলতেই আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। আমি জানি যে, জেমস এ কাজ করেনি। এটা আমি জানি। আর আমি চাই যে এ কথাটা ধরে নিয়েই আপনি কাজে হাত দিন। জেমস যে নির্দোষ সে কথা কিন্তু আপনি ভুলেও অবিশ্বাস করবেন না। আমি জেমসকে ছেলেবেলা থেকে জানি। ওর দোষ-গুণ সবই জানি। ওর স্বভাবটা এত নরম যে, ওর পক্ষে কোনও একটা পোকামাকড়কে মারাই শক্ত।"

হোমস বলল, "আমার মনে হচ্ছে যে ওঁকে আমি ছাড়িয়ে আনতে পারব। বিশ্বাস করুন মিস টার্নার, আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হবে না।"

"আপনি তো সব তথ্য-প্রমাণের কথা কাগজে পড়েছেন। তার থেকে তো আপনি মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত করতে পেরেছেন। এই তথ্য-প্রমাণের মধ্যে আপনি কি কোনও গলদ দেখতে পাননি? আপনার কি মনে হচ্ছে না যে, জেমসের কোনও দোষ নেই!"

"আমার ধারণা জেমস নির্দোষ।"

"এবার কী হবে!" মিস টার্নার লেস্ট্রেডের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনছেন তো মিঃ লেস্ট্রেড, মিঃ হোমস আমাকে আশা দিচ্ছেন।"

লেস্ট্রেড কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আমার মনে হচ্ছে আমার বন্ধু বোধহয় এ ব্যাপারে একটু বেশি তাড়াহুড়ো করে মনস্থির করে ফেলেছেন।"

"কিন্তু উনি ঠিক কথাই বলছেন। আমি জানি উনি ভুল করেননি। জেমস এ কাজ করতেই পারে না। আর ওর বাবার সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়াঝাটি হয়েছিল তা যে ও করোনারকে কেন বলেনি তাও আমি জানি।"

"আপনি কী ভাবে জানলেন?" হোমস জানতে চাইল।

"বলছি। সব কথাই খুলে বলছি। জেমস আর আমি ছেলেবেলায় একসঙ্গে ভাই-বোনের মতো মানুষ হয়েছি। কিন্তু মিঃ ম্যাকার্থি এ বিষয়ে মোটেই খুশি ছিলেন না। তাঁর অন্য রকম ইচ্ছে ছিল।"

"এ ব্যাপারে আপনার বাবার মত কী?" হোমস প্রশ্ন করল।

"মিঃ ম্যাকার্থির সঙ্গে এ ব্যাপারে বাবার মতের মিল ছিল না।"

"একটা খুব জরুরি খবর দিলেন। কাল সকালে আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হতে পারে কি? ডাক্তারবাবু রাজি হবেন কিনা বলতে পারছি না।"

"ডাক্তারবাবু?"

BanglaBook.org

"সে কী, আপনি শোনেননি? গত কয়েক বছর ধরে বাবার শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। আর এই ঘটনার পর একদম ভেঙে পড়েছেন। সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। ডঃ উইলোজ বলছেন যে, বাবার নার্ভগুলো একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। মিঃ ম্যাকার্থিই বোধহয় একমাত্র লোক যিনি বাবাকে বেশ সুস্থ-সবল দেখেছেন। ওঁদের পরিচয় হয় ভিক্টোরিয়ায়।"

"ওহো ভিক্টোরিয়ায়! তাই নাকি! তাই নাকি!"

"হ্যাঁ। খনিতে।"

"ঠিক, ঠিক। ওখানকার সোনার খনিতে। সেখানেই বোধহয় আপনার বাবা ব্যবসায় উন্নতি করেন।"

"ঠিক তাই।"

"মিস টার্নার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি অনেক দরকারি খবর দিলেন।"

"মিঃ হোমস, আপনি যদি কিছু খবর পান তো আমাকে জানাবেন কিন্তু। আপনি নিশ্চয়ই জেলখানায় জেমসের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। আপনি যদি যান তো অবশ্যই মনে করে জেমসকে বলবেন, সে যে এই কাজ করেনি তা আমি জানি।"

"আমি নিশ্চয়ই এ কথা তাকে বলব মিস টার্নার।"

"এবার আমি বাড়ি যাব। বাবার শরীর খুবই খারাপ। আমি বাড়ির বাইরে থাকলে উনি খুব অস্থির হয়ে পড়েন। চলি। ভগবান আপনার ভাল করবেন।"

মিস টার্নার যেমন ঝড়ের মতো এসেছিলেন, তেমনই ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই একটা গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। লেস্ট্রেড বেশ গম্ভীর ভাবে বললেন, "মিঃ হোমস, আপনার কাণ্ড দেখে সত্যিই লজ্জা বোধ করছি। কেন আপনি ওকে মিথ্যে আশা দিলেন। আপনি তো ভাল ভাবেই জানেন যে, এ মামলায় আর কিছুই করবার নেই। আমি অবশ্য কোমলহৃদয় নই, তবু আপনি যা করলেন সেটা আমার কাছে নিষ্ঠুরতা বলে মনে হচ্ছে।"

হোমস বলল, "জেমস ম্যাকার্থিকে কী ভাবে খালাস করা যাবে তা আমি বুঝে গেছি।

BanglaBook.org

হল কবে, আপনার কাছে জেমসের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতিপত্র আছে কি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমি আর আপনিই যেতে পারি।"

"তা হলে আজ রাত্রে বাইরে না-যাওয়ার সিদ্ধান্তটা বদলাতে হচ্ছে। এখন হারফোর্ড যাবার কোনও ট্রেন আছে কি? সে গাড়িতে গেলে জেমসের সঙ্গে দেখা হবে?"

"খুব, খুব।"

"তা হলে চলুন বেরিয়ে পড়ি। ওয়াটসন, তোমার হয়তো একলা একলা একটু খারাপ লাগবে। তবে আমি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই ফিরব।"

আমি ওদের স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। তারপর ঘরে ফিরে একটা রহস্য-উপন্যাস পড়তে লাগলাম। খানিকক্ষণ পরে বইটা ভীষণ জোলো মনে হল। জীবনে যে-সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা হয়, তার কাছে গল্পের রহস্য কোথায় লাগে। আরও কিছুক্ষণ পরে আমার খেয়াল হল যে, আমার চোখদুটো বইয়ের পাতায় থাকলেও মনে মনে আমি ম্যাকার্থিকে খুন করার ব্যাপারটাই ভাবছি। বইটা রেখে দিলাম। যদি জেমসের কথা সত্যি হয়, তা হলে সে তার বাবার কাছ থেকে চলে আসবার পর আর বাবার চিৎকার শুনে ছুটে যাওয়ার মধ্যে ওই অল্প সময়টুকুতে এমন কী সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে থাকতে পারে? কী ভাবে জেমসের বাবার মৃত্যু হল? কে তাকে খুন করল? কী ভাবে করল? কেন করল? হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ম্যাকার্থির মাথার ঠিক কোন জায়গায় কী রকম আঘাত লেগেছে সেটা আমার ডাক্তারি বিদ্যে দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে কি কোনও সূত্র পাওয়া যাবে?

সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের বেয়ারাকে ডেকে ওখানকার যে-সাপ্তাহিক কাগজে সব খবর বেরিয়েছিল, সেটা আনতে বললাম। কাগজ পড়লাম। পুলিশের ডাক্তার বলেছেন যে, খুব ভারী অথচ ভোঁতা কোনও কিছু দিয়ে মাথার পিছন দিকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করায় পাইরেটাল আর বাঁ দিকের অক্সিপেটাল হাড়দুটো চুরমার হয়ে গেছে। আমি মাথার পেছনে হাত দিয়ে জায়গাদুটো দেখে নিলাম। একটা জিনিস খুব পরিষ্কার। আঘাতটা করা হয়েছে পিছন থেকে। এটা জেমসের পক্ষে একটা প্রমাণ। কেন না যখন কথাকাটাকাটি চলছিল, তখন জেমস আর তার বাবা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য এটা খুব একটা অকাট্য প্রমাণও নয়। কেন না এমনও হতে পারে যে কথাকাটাকাটির মাঝখানে জেমসের বাবা উলটো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। তবু আমার মনে হল যে, কথাটা হোমসকে বলা দরকার। তারপর ওই র‍্যাটের ব্যাপারটাই বা কী? জেমসের বাবা কি ভুল বকছিলেন? কিন্তু মাথায় ওই ধরনের আঘাত লাগলে আহত ব্যক্তি কোনও মতেই ভুল বকবে না। তাই মনে হয় যে ওই র‍্যাট শব্দের মধ্যে দিয়ে ম্যাকার্থি নিশ্চয়ই কী ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি? আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। আরও একটা কথা আমার মনে পড়ল। জেমস যে-ছাই রঙের কাপড়টা ঘটনাস্থলে পড়ে থাকতে দেখেছিল, সেটাই বা কী? যদি এটা ধরে নিই যে, ওটা খুনিরই কোট বা ওভারকোট আর জেমস যখন তার বাবার মৃতদেহের পাশে বসেছিল, তখনই খুনি চুপিসারে এসে ওই জামাটা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে, তা হলে মানতেই হবে যে খুনি যেমন সাহসী তেমনই ক্ষিপ্র। তবে কথা হচ্ছে, জেমসের এ কথাটা সত্যি কিনা। লেস্ট্রেডের কথা শুনে আমি

BanglaBook.org

মোটেই আশ্চর্য হইনি। সহজ বুদ্ধিতে ওদের কথাই ঠিক বলে মনে হয়। তবে শার্লক হোমসের ওপর আমার এতই আস্থা যে এ সব সত্ত্বেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হোমস জেমসকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে।

হোমস যখন ফিরে এল তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। লেস্ট্রেড তার ডেরায় ফিরে গেছে। হোমস একলাই হোটেলে ফিরে এল।

একটা চেয়ারে বেশ আরাম করে হাত-পা মেলে বসে হোমস বলল, "আমরা ঘটনাস্থলে যাবার আগে যেন বৃষ্টি না হয়। মুশকিল হচ্ছে, ঘটনাস্থল ভাল করে দেখতে গেলে সুস্থ শরীর আর চাঙ্গা মন নিয়ে দেখতে হয়। সারা দিন ট্রেন জার্নি করে ওখানে আমি যেতে চাইনি।...আমার সঙ্গে জেমস ম্যাকার্থির দেখা হল।"

"ওর কাছ থেকে কী খবর পেলে?"

"কিছুই নয়।"

"এমন কিছু বলতে পারল না যার থেকে ব্যাপারটার ফয়সালা হতে পারে।"

"নাহ্। আমার গোড়ায় ধারণা হয়েছিল যে কে খুন করেছে সেটা ও জানে। আর যে-কোনও কারণেই হোক খুনিকে ও বাঁচাতে চাইছে। কিন্তু পরে দেখলাম না তা নয়। গোটা ব্যাপারটায় ও নিজেও খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছে। জেমস ছোকরা এমনি যে খুব বুদ্ধিমান তা নয়, তবে ওর মনটা খুব ভাল।"

তারপর একটু থেমে হোমস বলল, "ম্যাকার্থিদের পয়সাকড়ি বিশেষ কিছু নেই। জেমসের বাবার মতলব ছিল মিস টার্নারের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেওয়ার। তা হলে আর টাকাপয়সার ভাবনা থাকবে না। কিন্তু জেমসের তাতে মন নেই। জেমস মিস টার্নারকে নিজের বোনের মতো ভালবাসে। এই নিয়ে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। জেমস আকাশে দু'হাত তুলে ভগবানের নামে দিব্যি করে বলেছিল যে এ কথা সে মানতে পারবে না।"

"কিন্তু জেমস যদি খুন না করে থাকে তবে খুন করল কে?"

"তাই তো! কে করল খুন? আমি দুটো ব্যাপার তোমাকে লক্ষ করতে বলছি। প্রথমত দেখো, নিহত ব্যক্তির কারও সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল। কিন্তু সে লোক তার ছেলে নয়। ছেলে যে ফিরে এসেছে তা সে জানতই না। তারপর সে একবার 'কুইই' বলে হাঁক পেড়েছিল। কিন্তু তখনও সে জানত না যে, তার ছেলে ফিরে এসেছে। আচ্ছা...এবার অন্য কথা বলা যাক।"

হোমসের মনের আশা পূর্ণ করে সে রাতে বৃষ্টি হল না। সকালবেলা পরিষ্কার ঝকঝকে রোদ। আকাশে মেঘ নেই। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময় লেস্ট্রেড গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হল। আমরা তার সঙ্গে বস্কোম্ব ঝিল আর হেদারলি ফার্মে যাব বলে বেরিয়ে পড়লাম।

যেতে যেতে লেস্ট্রেড বলল, 'আজ সকালে একটা খারাপ খবর আছে। মিঃ টার্নারের শরীর খুবই খারাপ হয়েছে। বাঁচবেন কিনা সন্দেহ।"

"ভদ্রলোকের বয়স কত হবে?"

"পঁয়ষট্টির কাছাকাছি হবে। তবে বিদেশে থাকার সময়েই ওঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। ইদানীং তো ওঁর স্বাস্থ্য একদম ভেঙে গেছে। তারপর এই ব্যাপারটায় উনি ভীষণ 'শক' পেয়েছেন। ওঁর সঙ্গে ম্যাকার্থির অনেক দিনের বন্ধুত্ব। দু'জনের মধ্যে এত ভাব যে উনি ম্যাকার্থিকে বিনা ভাড়ায় হেদারলি ফার্মে থাকতে দিয়েছেন।"

BanglaBook.org

"তাই নাকি! তাই নাকি!" হোমস বলে উঠল।

"হ্যাঁ, শুধু তাই নয়। আরও অনেক ভাবে উনি ম্যাকার্থিদের সাহায্য করেছেন। এ সব কথা এখানকার সকলেই জানে।"

"বটে। লেস্ট্রেড, একটা জিনিস লক্ষ করুন। ম্যাকার্থির পয়সাকড়ি ছিল না। অনেক ব্যাপারেই তাঁকে টার্নারের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হত, তা সত্ত্বেও কেন তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে টার্নারের মেয়ের, যে কিনা একসময়ে এই বিরাট সম্পত্তির মালিক হবে, বিয়ের কথা বলতেন। সাধারণ ভাবে এটা একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না? এটা থেকে আপনি কিছু অনুমান করতে পারছেন?"

"অনুমান...সিদ্ধান্ত..." বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার সুরে লেস্ট্রেড আমার দিকে চোখ টিপে বলল, "এ সবের চেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে তথ্য, ফ্যাক্টস। ঘটনা আর তথ্যকে সামাল দিতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। অনুমান আর সিদ্ধান্ত কল্পনা করে নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই।"

হোমস খুব নিচু গলায় বলল, "আপনি ঠিক বলেছেন। ঘটনাগুলোর তাৎপর্য বোঝাই আপনার পক্ষে শক্ত।"

বেশ একটু রেগে গিয়ে লেস্ট্রেড বলল, "কিন্তু একটা ঘটনার তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝেছি, যেটা আপনি এখনও ধরতে পারেননি।"

"সেটা কী?"

"সেটা হল এই যে, জেমস ম্যাকার্থি তার বাবাকে খুন করেছে। এ ছাড়া আর সবকিছুই মিথ্যে আকাশকুসুম কল্পনা করা।"

হোমস হেসে বলল, "কিছু না করার চাইতে কখনও কখনও কল্পনা করাও ভাল। যাকগে, আমাদের বাঁ দিকের ওই বাড়িটাই বোধহয় হেদারলি ফার্ম।"

"হ্যাঁ। ওইটেই হেদারলি ফার্ম বটে।"

বেশ বড় বাড়ি। দোতলা। দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় শ্যাওলার ছোপ ধরেছে। বাড়িটার জানলা-দরজা সব বন্ধ। চিমনি দিয়েও ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। দেখলে মনে হয় যেন বাড়িটাও শোকের ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি। আমরা কলিংবেল বাজাতে একজন পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিল। হোমস তাকে ম্যাকার্থি খুন হওয়ার সময় যে জুতোটা পরেছিলেন সেটা, আর জেমস ম্যাকার্থির এক জোড়া জুতো আনতে বলল। অবশ্য জেমস সেই সময় যে-জুতোজোড়া পরে ছিল সেটা পাওয়া গেল না। তারপর হোমস একমনে জুতো পরীক্ষা করতে লাগল। সাত-আট রকম ভাবে জুতোগুলো মাপতে লাগল। যখন তার জুতো পরীক্ষা করা শেষ হল, তখন সে যে-রাস্তা ধরে ম্যাকার্থি বন্দুক নিয়ে ঝিলের দিকে গিয়েছিলেন সেই পথ ধরে চলতে শুরু করল।

তদন্ত করবার সময়ে হোমস যখন কোনও সূত্রের সন্ধানে খেয়ে যায় তখন তার মধ্যে একটা আশ্চর্য রকম পরিবর্তন দেখা যায়। যাঁরা বেকার স্ট্রিটের চেয়ারে বসে থাকা প্রায় পি-পু-ফি-শু ধরনের লোকটিকে শার্লক হোমস বলে জানেন, তাঁরা এই হোমসকে চিনতেই পারবেন না। তার মুখটা উত্তেজনায় থমথমে আর জ্বালচে হয়ে ওঠে। ভুরুদুটো টানা আর ছুঁচোলো হয়ে যায়। চোখদুটো এমন চকচক করে যে মনে হয় তার থেকে জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে, ঠোঁটদুটো চেপে সে অসম্ভব ক্ষিপ্র ভাবে চলাফেরা করে। এই সময়ে সে এত গভীর ভাবে চিন্তা করে যে, কেউ কোনও কথা বললে

BanglaBook.org

হয় সেটা তার কানেই যায় না, নয়তো এমন বিরক্ত হয়ে খেঁকিয়ে ওঠে যে তা বলবার নয়।

কোনও কথা না বলে খুব দ্রুত পায়ে হোমস সেই পথে মাঠ পেরিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বস্কোম্ব ঝিলের দিকে এগিয়ে চলল। স্যাঁতসেঁতে জলা জায়গা। সেখানে মাটিতে অনেক লোকের পায়ের ছাপ পড়েছে। পায়ের ছাপ শুধু রাস্তাতেই নেই, আশপাশের ঘাসের ওপরেও অসংখ্য পায়ের দাগ। হোমস কোথাও কোথাও দৌড়ে যাচ্ছিল, আবার কখনও কখনও কোনও একটা জায়গায় এসে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। একবার তো হোমস মাঠের উলটো দিকে খানিক দূর চলে গিয়ে ঘুরে এল। লেস্ট্রেড আর আমি হোমসের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম। লেস্ট্রেডকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, হোমসের কাজকর্মকে মনে মনে সে খুবই তাচ্ছিল্য করছিল। তবে আমার ব্যাপারটা আলাদা। আমি সমস্ত কিছু খুব মন দিয়ে দেখে যাচ্ছিলাম। আমি জানি যে হোমস এখন যা করছে তার প্রত্যেকটির পিছনে একটি কার্যকারণ যোগ আছে।

বস্কোম্ব ঝিল হেদারলি ফার্ম আর মিঃ টার্নারের বাগানের মাঝখান বরাবর। ঝিলটা চওড়ায় প্রায় পঞ্চাশ গজ হবে। ঝিলের ওপারে বড় বড় গাছ। গাছের ওপর দিয়ে মিঃ টার্নারের বাড়ির লাল চুড়োটা দেখা যাচ্ছিল। ঝিলের জলে প্রচুর নলখাগড়া হয়েছে। হেদারলি ফার্মের দিকে খানিকটা জায়গা বেশ জঙ্গলের মতো। সেই জঙ্গলের আর ঝিলের মাঝখানে খানিকটা ঘাসে-ঢাকা জায়গা। যে-জায়গায় ম্যাকার্থির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল লেস্ট্রেড সে জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দিল। জায়গাটায় এমন জলকাদা যে ম্যাকার্থি পড়ে যাওয়ায় সেখানে একটা ছাঁচের মতো হয়ে গিয়েছিল। হোমসের দিকে তাকাতে বুঝলাম যে এই জলকাদা, ঝোপজঙ্গল আর ঘাসের ভেতরে আমি যা দেখেছি তার চোখ তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু দেখেছে। হোমস শিকারি কুকুরের মতো একবার এখানে আর একবার ওখানে ছোটাছুটি করছিল।

"আপনি ঝিলে কী করতে নেমেছিলেন?" হোমস লেস্ট্রেডকে জিজ্ঞেস করল।

"আমি একটা ডিঙিনৌকো নিয়ে দেখছিলাম যে-অস্ত্র দিয়ে ম্যাকার্থিকে খুন করা হয়েছে সেটা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সে কথা আপনি কেমন করে—"

"আরে ছাড়ুন তো বাজে কথা। আপনার বাঁকা বাঁ পায়ের ছাপ সব জায়গায় পড়েছে। এ তো নেহাত অন্ধ ছাড়া কারও চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়। কিন্তু ওই ষাঁড়ের দল এসে পড়বার আগে যদি আমি এখানে আসতে পারতাম কী ভালই না হত! এখানেই জেমস আর পেসেন্সের বাবা তার দলবল নিয়ে এসেছিল। এখানে ছ'-সাত জোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। এই জায়গাটায় দেখছি একই পায়ের ছাপ তিন বার পড়েছে।" হোমস পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে নিজের ওয়াটারপ্রুফটা পেতে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর নিজের মনেই কথা বলতে লাগল। "এগুলো হচ্ছে জেমসের পায়ের ছাপ। দু'বার সে হেঁটেছে। একবার জোরে ছুটেছে। চেটোর দাগটা গভীর হয়ে পড়েছে। গোড়ালির ছাপ নেই। বোঝা যাচ্ছে যে, ও সত্যি কথাই বলেছে। ওর বাবাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে ও ছুটেছিল। এইখানে ওর বাবার পায়ের দাগ। ভদ্রলোক ওই জায়গাটায় পায়চারি করেছেন। এটা কী? এটা তো বন্দুকের কুঁদোটার ছাপ। বন্দুকটা এইখানে রেখে জেমস ওর বাবার সঙ্গে কথা বলছিল। এটা কী? তাই তো, তাই তো! এখানে এগুলো কী? পা টিপে টিপে কেউ গেছে। চৌকো ধরনের একটু অদ্ভুত আকারের জুতো। একবার এ দিকে এসেছে, তারপর ফিরে গেছে, আবার এসেছে। শেষ বার অবশ্য জামাটা নিতেই এসেছিল। কিন্তু সে এল কোন দিক থেকে?"

BanglaBook.org

হোমস এদিক-ওদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। কোথাও কোথাও সে পায়ের দাগ খুঁজে পাচ্ছিল না। আবার এক এক জায়গায় পায়ের দাগ বুঝতে পারছিল। এই ভাবে খুঁজতে খুঁজতে হোমস সেই ঝিলের পাশে ছোটখাটো জঙ্গলটার একধারে এসে পড়ল। সেখানে একটা বিরাট বিচগাছ। অত বড় গাছ আশেপাশে আর কোথাও নেই। হোমস সেই গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। তারপর মুখ দিয়ে একটা শব্দ করল। বুঝলাম কোনও কারণে সে খুব খুশি হয়েছে। বেশ কিছুটা সময় হোমস সেইখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা কাঠি দিয়ে সেইখানে পড়ে-থাকা শুকনো পাতা, ফুল, কাঠকুটো উলটেপালটে দেখতে লাগল। তারপর সেখান থেকে যত্ন করে, ধুলো বলেই আমার মনে হল, কী যেন একটা খামে পুরে ফেলল। এরপর ম্যাগনিফাইং লেন্স দিয়ে কেবল মাটিই নয়, গাছের ছালও ভাল করে দেখতে লাগল। গাছটার যত দূর পর্যন্ত দেখা যায় ততটাই হোমস দেখল। কাছেই একটা এবড়োখেবড়ো পাথরের চাঙড় পড়েছিল। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে হোমস সেটাকে তুলে নিল। তারপর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে সরু পায়ে-চলা পথটা চলে গেছে, সেটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

হোমস বলল, "ম্যাকার্থি খুনের তদন্তটা খুবই ইন্টারেস্টিং।" এখন হোমসের চেহারাটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। "ওই ছাই ছাই রঙের বাড়িটা বোধহয় পেসেন্সদের বাড়ি। আমি একবার পেসেন্সের সঙ্গে দেখা করব। তারপর একটা ছোট চিঠি লিখব। ব্যস, এই কাজটুকু সেরেই আমরা লাঞ্চ সারতে যাব। ওয়াটসন আর আপনি বরং ততক্ষণ গাড়িতে গিয়ে বসুন।"

মিনিট-দশেকের মধ্যেই হোমস ফিরে এল। তার হাতে তখনও সেই পাথরটা ধরা ছিল।

পাথরটা লেস্ট্রেডকে দেখিয়ে হোমস বলল, "লেস্ট্রেড, এই পাথরটা দিয়েই ম্যাকার্থিকে খুন করা হয়েছিল।"

"আমি তো কোনও দাগ দেখতে পাচ্ছি না।"

"কোনও দাগ তো নেই।"

"তা হলে কী করে জানলেন?"

"এই পাথরটার নীচে ঘাস গজিয়েছিল। এটা অল্পদিন হল ওইখানে রয়েছে। কিন্তু এটা যে কোথা থেকে আনা হয়েছিল, তা খুঁজে পেলাম না। ম্যাকার্থির মাথায় যে রকম আঘাত তা পাথরটার আকারের সঙ্গে মিলে যায়। এ ছাড়া আর কোনও অস্ত্র ওখানে নেই।"

"খুনির পরিচয়টা কী?"

"খুনি খুব লম্বা। ন্যাটা। তার ডান পা খোঁড়া। তার পায়ে শিকারিরা যে রকম পুরু সুকতলা-লাগানো জুতো পরে সেই রকম জুতো ছিল। তার গায়ে ছাই রঙের কোট ছিল। লোকটা সিগার খায়। সিগার-হোল্ডার ব্যবহার করে। তার পকেটে ভোঁতা পেনসিল-কাটা ছুরি ছিল। এ ছাড়া আরও কিছু কিছু কথা বলা যায়। তবে যে-ক'টা কথা বললাম, তাতেই আমাদের কাজ চলে যাবে।"

লেস্ট্রেড হাসল। "আমি কিন্তু আপনার কথা মানতে পারছি না। এ সব অনুমান সিদ্ধান্ত ঠিকই আছে। তবে আমার সমস্যা হল এই যে, আমাকে মাথামোটা ব্রিটিশ জুরিদের বোঝাতে হবে।"

লেস্ট্রেড বলল বটে যে, হোমসের অনুমান আর সিদ্ধান্তের কথা ব্রিটিশ জুরিদের বোঝানো

BanglaBook.org

সম্ভব হবে না, কিন্তু হাসির ধরন দেখেই টের পেলাম, হোমসের সিদ্ধান্তে তার নিজেরই কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। হোমস বলল, "বেশ তো, আপনি আপনার মতো কাজ করুন, আর আমিও আমার মতো কাজ করে যাই। আজ বিকেলে আমি খুব ব্যস্ত থাকব। তারপর সন্ধের কোনও গাড়িতে লন্ডনে ফিরব।"

"সে কী! কাজ শেষ না করেই ফিরে যাবেন?"

"না। কাজ তো শেষ হয়ে গেছে।"

"কিন্তু সমস্যাটার কী হল?"

"তার তো সমাধান হয়ে গেছে।"

"খুনি কে?"

"যাঁর কথা একটু আগে বললাম।"

"কিন্তু তিনি কে?"

"এখানে এমন কিছু বেশি লোকের বসবাস নেই। তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না।"

লেস্ট্রেড খানিকটা হাল ছেড়ে দেওয়া ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। "মিঃ হোমস, আমি কাজের লোক। এখন লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ডান পা খোঁড়া ন্যাটা লোককে খুঁজে বেড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকেরা আমাকে পাগল বলবে।"

"ঠিক আছে। আমি কিন্তু আপনাকে সব কথা বলেছি। এই যে আপনার বাসা এসে গেছে। চলি। যাবার আগে আমি আপনাকে জানিয়ে যাব।"

লেস্ট্রেডকে নামিয়ে দিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। আমাদের লাঞ্চ তৈরি ছিল। হোমস চুপ করে বসে রইল। হোমসের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল যে, কোনও কারণে সে খুব অস্থির হয়ে পড়েছে।

খাওয়াদাওয়ার পর হোমস বলল, "ওয়াটসন, ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোসো। আমি একটা ছোটখাটো বক্তৃতা করব। তুমি সব শুনে বলো, কী করা উচিত। আমি তো বুঝতে পারছি না।"

"বেশ বলো।"

"তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, এই খুনের তদন্ত করতে গিয়ে জেমস ম্যাকার্থির জবানবন্দীর দুটো কথা আমাদের দু'জনেরই খুব অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। প্রথম হল, সে বলেছে যে তারা বাবা কুইই বলে ডেকে উঠেছিলেন। কিন্তু তার বাবা জানতেন না, সে ফিরে এসেছে। তারপর জেমসের বাবা র‍্যাট বলেছিলেন কেন? জেমসের বাবা কিন্তু আরও কিছু কথা বলেছিলেন। জেমস শুধু ওইটুকুই শুনতে পেয়েছিল। আমরা ধরে নিয়েছি যে, জেমস সত্যি কথাই বলেছে। তাই তার জবানবন্দী থেকে পাওয়া ওই দুটো সূত্রকে ধরেই আমাদের এগোতে হবে।"

"বেশ। তা হলে কুইই ডাকের কারণটা কী?"

"জেমসের বাবা জানতেন না যে সে ব্রিস্টল থেকে ফিরে এসেছে। আর তা যদি হয় তো কুইই করে ম্যাকার্থি তাঁর ছেলেকে ডাকেননি। তা হলে কাকে ডাকলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বিকেলে তাঁর একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে। যাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা করবার কথা ছিল, তাঁকে ডাকবার জন্যেই তিনি কুইই বলেছিলেন। নিজেদের মধ্যে কুইই বলে ডাকাডাকি করাটা অস্ট্রেলিয়াতেই চলে। তাই এর থেকে এ কথাটা জোর করে বলা যায় যে,

BanglaBook.org

বস্কোম্ব ঝিলের ধারে ম্যাকার্থি যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে ছিলেন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন।"

"তা হলে র‍্যাটের ব্যাপারটা কী?"

শার্লক হোমস পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে সেটিকে টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখল। "এটা ভিক্টোরিয়া অঞ্চলের একটা ম্যাপ। আমি এটা ব্রিস্টল থেকে আনিয়েছি।" হোমস ম্যাপের একটা জায়গা হাত দিয়ে চেপে রেখে আমাকে বলল, "পড়ো!"

আমি পড়লাম, "আর‍্যাট।"

"এখন পড়ো তো।" হোমস হাতটা সরিয়ে নিল।

"বালার‍্যাট।"

"ঠিক। এই কথাটাই ম্যাকার্থি বলতে চেয়েছিলেন। জেমস শুধু শেষটুকু শুনতে পেয়েছিল। উনি ওঁর খুনির পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। উনি বলতে চেয়েছিলেন যে, ওঁকে যে খুন করেছে তার বাড়ি বালার‍্যাট।"

"ওহ্। অদ্ভুত। আশ্চর্য! ভাবা যায় না।" আমি বলে উঠলাম।

"এটা তো জলের মতো সোজা ব্যাপার। তা হলে দেখছ যে আমি আমার তদন্তের বৃত্তটা ছোট করে এনেছি। তারপরে ওই ছাই রঙের জামার ব্যাপারটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জেমস সত্যি কথাই বলেছে। তা হলে এখন আমরা একজন লোকের পরিচয় পেলাম। ছাই রঙের কোট বা ওভারকোট-পরা একজন অস্ট্রেলীয়।"

"হ্যাঁ, ঠিক কথা," আমি বললাম।

"আরও একটা কথা। সে লোকটি নিশ্চয়ই এই অঞ্চলের লোক। কেন না কোনও বাইরের লোক যে এই অঞ্চলের পথঘাট ভাল চেনে না তার পক্ষে বস্কোম্ব ঝিলে যাওয়া শক্ত।"

"নিশ্চয়ই।"

"তারপর আমাদের আজকের অভিযান। আমি অকুস্থল দেখে নিশ্চিত হলাম। আর মাথা-মোটা লেস্ট্রেডকে খুনির পরিচয় দিলাম।"

"কী দেখে তুমি নিশ্চিত হলে?"

"তুমি তো আমার রীতিনীতি জানো। তুচ্ছ জিনিসকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেই কাজ হাসিল হয়।"

"লোকটা যে লম্বা তা নয় তুমি তার পায়ের ছাপের মধ্যেকার ফাঁকটা দেখে বুঝলে। তার পায়ের জুতোজোড়া যে সাধারণ জুতো নয়, জুতোর ছাপ দেখে বোঝা গেল। কিন্তু লোকটা যে খোঁড়া এটা তুমি জানলে কেমন করে?"

"তার বাঁ পায়ের দাগটা যত গভীর ভাবে বসে গেছে, ডান পায়ের ছাপটা তত গভীর হয়ে বসেনি। এর কারণ একটাই হতে পারে। সেটা হল লোকটি খোঁড়া।"

"বেশ। লোকটা যে ন্যাটা তা কী করে জানলে?"

"ওয়াটসন, করোনারের রিপোর্ট পড়ে তুমি মাথার আঘাত সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলে। আঘাত করা হয়েছিল পিছন থেকে, অথচ আঘাতটা মাথার বাঁ দিকে। এটা কী করে সম্ভব? এটা সম্ভব হতে পারে যদি সে খুনি ন্যাটা হয়। খুনি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বাপ-ছেলের মধ্যে যে-সব কথাবার্তা হয়েছে সব শুনেছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে খুনি সিগার

BanglaBook.org

খেয়েছিল। তুমি জানো যে বিভিন্ন রকমের তামাকের ওপর আমি রিসার্চ করেছি। তার থেকে আমি টের পেলাম কোন দেশের তামাক দিয়ে সিগারেট তৈরি। তারপর ওই জায়গায় আর একটু খোঁজাখুঁজি করতেই একটা সিগারের টুকরো পেয়ে গেলাম। সিগারটা রটারডামে তৈরি।"

"সিগার হোলডারটা?"

"সিগারের পড়ে-থাকা টুকরোটায় দাঁত দিয়ে চেপে ধরার দাগ দেখতে পেলাম না। তাতেই বুঝলাম সিগার হোলডার ব্যবহার করা হয়েছে। সিগারের ধারটা কামড়ে ছেঁড়া হয়নি, ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে। কিন্তু কাটাটা বেশ পরিষ্কার নয়। তাতেই বুঝলাম পেনসিল কাটবার ভোঁতা ছুরি খুনির কাছে ছিল।"

"হোমস," আমি বললাম, "তুমি তো খুনিকে একেবারে বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে ফেলেছ। ওর আর পালাবার রাস্তা নেই। জেমস ছোকরাকে তুমি ফাঁসির দড়ি কেটে বের করে এনেছ। বুঝতে পেরেছি তুমি কার কথা বলতে চাইছ। খুনি হচ্ছে—"

"মিঃ জন টার্নার," হোটেলের বেয়ারা আমাদের ঘরের দরজা খুলে বলল।

ঘরে যিনি ঢুকলেন তাঁর চেহারা তাকিয়ে দেখবার মতো। ভদ্রলোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে। তবে মোটা মোটা আঙুল আর লম্বা লম্বা হাত পা দেখলে বোঝা যায় যে ভদ্রলোকের গায়ে এখনও বেশ জোর আছে। ভদ্রলোকের আর একটা দেখবার মতো জিনিস ওঁর চোখ-মুখের ভাব। ওঁর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে বেশ শক্ত ধাতের মানুষ তিনি। ভদ্রলোকের মাথা-ভরতি উসকোখুসকো চুল, বড় বড় দাড়ি আর অসম্ভব মোটা ভুরু। এককথায় বেশ ভয়-পাওয়ানো জাঁদরেল চেহারা। তবে ডাক্তার হিসেবে আমার বুঝতে কষ্ট হল না যে, ভদ্রলোক খুব খারাপ আর কঠিন কোনও অসুখে ভুগছেন। ভদ্রলোকের মুখের রং ব্লটিং পেপারের মতো সাদা। শুধু ঠোঁটদুটো আর নাকের ডগাটা সামান্য নীল।

হোমস খুব নরম ভাবে বলল, "আপনি দয়া করে এই সোফাটায় বসুন।...আমার চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলেন তো?"

"হ্যাঁ। মোরান ঠিক সময়েই পৌঁছে দিয়েছে। আপনি লিখেছেন যে কেলেঙ্কারি এড়াবার জন্যে আমি যেন আপনার সঙ্গে হোটেলে এসে দেখা করি।"

"হ্যাঁ। আমার মনে হয়েছিল যে আমি আপনার বাড়িতে গেলে পাঁচজনে পাঁচকথা বলতে পারে।"

"কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন!" ভদ্রলোক হোমসের মুখের দিকে এক পলকের জন্য তাকালেন। ভদ্রলোকের মুখ দেখে আমার মনে হল যে কেন হোমস তাঁকে এখানে ডেকে এনেছে তা তিনি জানেন।

"ব্যাপারটা নিহত চার্লস ম্যাকার্থিকে নিয়ে। আমি সব জেনে গেছি।"

ভদ্রলোক দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। তারপর এক সময়ে নিজেই বলতে শুরু করলেন, "বিশ্বাস করুন, ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি, জেমসের কোনও ক্ষতি আমি করব না। আমি ঠিক করেছি জেমসের বিচার শুরু হলেই আদালতে গিয়ে সব কথা বলে দেব।"

হোমস গম্ভীর ভাবে বলল, "আপনার কথা শুনে সুখী হলাম।"

"আমি এখনই সব কথা বলতে পারতাম। কিন্তু মেয়েটার কথা ভেবে বলতে পারিনি। আমাকে পুলিশে গ্রেফতার করে হাজতে নিয়ে গেলে ও বেচারা ভীষণ কষ্ট পাবে।"

BanglaBook.org

"ব্যাপারটাকে অতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার কোনও দরকার নেই," হোমস বলল।

"আপনি কী বললেন?"

"আমি তো সরকারি পুলিশ নই। আর জেমসকে বাঁচাবার জন্যে আপনার মেয়েই আমাকে এই খুনের তদন্ত করবার জন্যে ডেকে এনেছিলেন। যাই হোক জেমসকে তো বাঁচাতে হবেই।"

মিঃ টার্নার বললেন, "আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। বহুদিন ধরে আমি ডায়াবিটিসে ভুগছি। ডাক্তারদের মতে আর বড় জোর মাসখানেক আমার আয়ু। জেলখানায় নয়, নিজের বাড়িতে আমি শেষ নিশ্বাস ফেলতে চাই মিঃ হোমস।"

হোমস সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল। একতাড়া কাগজ আর কলম টেনে নিয়ে বলল, "আপনি আমাকে সত্যি কথাটা বলুন। আমি শুধুমাত্র মূল ঘটনাটা লিখে নেব, তারপর আপনি সেটায় সই করবেন। আর ওয়াটসন সাক্ষী হিসেবে সই করবে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে নেহাত বাধ্য না হলে আপনার এই স্বীকারোক্তির কথা আর কাউকে জানাব না।"

"বেশ তবে তাই হোক। আমি কোর্টের শুনানির দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকব কিনা সন্দেহ। ব্যাপারটা খুলে বলছি। কাজটা ভেবে ঠিক করতে যত সময় লেগেছিল বলতে অবশ্য মোটেই সময় লাগবে না।

"আপনারা ম্যাকার্থিকে চিনতেন না। লোকটা আস্ত শয়তান। আমি বলছি। ভগবান যেন কখনও ও রকম লোকের খপ্পরে আপনাদের না ফেলেন। কুড়ি বছর ও আমার পিছনে লেগে আছে। আমার জীবন একবারে ছারখার করে দিয়েছে। কী ভাবে আমি ওর পাল্লায় পড়লাম সেই কথাটা আগে বলি।

"১৮৬০ সালের কথা। আমার তখন বয়স কম। রক্ত গরম। উৎসাহ খুব। সবকিছুতেই একটা 'ঠিক আছে দেখা যাবে' গোছের ভাব। এই সময় আরও অনেকের মতো পয়সা রোজগারের ধান্দায় আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু ভাগ্যদোষে আমি বদ সঙ্গে পড়ে গেলাম। তারপর যা হয়, সঙ্গদোষে আমিও অসৎ পথ ধরে ফেললাম। সৎ পথে পরিশ্রম করে পয়সা রোজগারের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে রাহাজানি করতে লাগলাম। আমাদের দলে সবসুদ্ধ ছ'জন ছিল। আমাদের পয়সা উপায়ের রাস্তা ছিল গাড়ি আটকে টাকাপয়সা লুঠ করা। আমার নাম হয়েছিল বালার‍্যাটের ব্ল্যাক জন।

"একবার খবর পেলাম যে গাড়িতে করে বালার‍্যাট থেকে মেলবোর্নে সোনা চালান যাবে। আমরা সেই রাস্তার এক জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। তারপর গাড়িটা আসতেই সেটাকে ঘিরে ফেললাম। গাড়িতে ছ'জন সৈন্য ছিল। আমাদের দলেও আমরা ছ'জন ছিলাম। খুব জোর লড়াই হল। আমরা ওদের চারজনকে খতম করে দিলাম। অবশ্য আমাদের দলেরও তিনজন মারা গেল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সোনা-ভরতি থলিগুলো হাতিয়ে নিয়ে আমরা সেখান থেকে চম্পট দিলাম। ওই গাড়িটা চালাচ্ছিল চার্লস ম্যাকার্থি। আমি ওর রগে পিস্তল ঠেকিয়ে ওকে আটকে রেখেছিলাম। পরে আমার অনেক বার মনে হয়েছে যে সেদিন ওকে দয়া করে না ছেড়ে দিয়ে গুলি করে শেষ করে দিলেই ভাল হত। যাই হোক অনেক সোনাদানা পেয়ে আমরা তো বড়লোক হয়ে গেলাম। তখন আমি ও দেশ ছেড়ে চলে এলাম। তবে এখনও ওখানকার লোকেরা 'বালার‍্যাট' দলের কথা ভুলে যায়নি। ইংল্যান্ডে ফিরে এসে জমিজমা ঘরবাড়ি কিনে এইখানে থিতু হয়ে বসলাম। কিছুদিন পরে

BanglaBook.org

আমার বিয়ে হল। আমার স্ত্রী অল্প বয়সে মারা যান। তখন আমার মেয়ে অ্যালিস খুব ছোট। বেশ ভালই ছিলাম, এমন সময় ম্যাকার্থি কোথা থেকে এসে হাজির হল।

"একদিন ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে লন্ডন গেছি, হঠাৎ রিজেন্ট স্ট্রিটে ম্যাকার্থির সঙ্গে দেখা। আমাকে ঠিক চিনেছে। আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বলল, 'জ্যাক, আমার আর আমার ছেলের ভরণপোষণের সব ভার তোমাকে নিতে হবে। যদি রাজি না হও তো দেখো মোড়ের কাছেই পুলিশ পাহারা রয়েছে। আর তুমি তো ভাল রকমই জানো যে, ইংল্যান্ডে ন্যায়বিচার তো পাওয়া যায়ই আর অপরাধীরও শাস্তি হয়।'

"সেই দিন থেকে ওরা আমার ঘাড়ে চেপে বসল। ওর হাত থেকে আমার রেহাই ছিল না। সব সময়ে আমার কাছে ঘুরঘুর করত। ওর যখনই যা দরকার তক্ষুনি সেই জিনিসটা ওকে জোগাড় করে দিতে হত। এরই মধ্যে অ্যালিস বড় হতে লাগল। ওর ছেলেও বড় হল। একদিন লোকটা আমার কাছে একটা প্রস্তাব করল। ওর কথা শুনে আমি তো হতবাক। বলে কী? ওর ছেলের সঙ্গে অ্যালিসের বিয়ে দিতে হবে। আমি জানি জেমস ছেলে ভাল। তবু এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি রাজি হলাম না। ও আমাকে শাসাতে লাগল। আমি ওকে যা পারে করতে বললাম। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল এ ব্যাপারে আরও আলোচনার জন্যে আমরা ঝিলের ধারে দেখা করব।

"সেখানে গিয়ে দেখি চার্লস আর জেমস নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। চার্লসের কথা শুনতে শুনতে রাগে আমার মাথা ঝনঝন করতে লাগল। শেষকালে এই শয়তানটার খপ্পরে অ্যালিস পড়বে? ওটার হাত থেকে অ্যালিসকে বাঁচাবার কোনও রাস্তাই কি নেই? আমার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে। আমি মনকে শক্ত করলাম। বিশ্বাস করুন, ওকে মারবার সময় আমার এক ফোঁটা কষ্ট বা অনুশোচনা হয়নি। আমার মনে হল যে বিষাক্ত কীটকে মারলাম। মিঃ হোমস, যে-কাজ করেছি তার জন্যে আমার মনে কোনও দুঃখ নেই। প্রয়োজন হলে আমি ফের এই কাজ করব। এই হচ্ছে আমার কাহিনী।"

একটু চুপ করে থেকে হোমস গম্ভীর গলায় বলল, "আমি আপনার কাজের ভালমন্দ বিচার করতে চাই না। তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এ রকম সমস্যায় আমাদের আর যেন পড়তে না হয়।"

মিঃ টার্নার বললেন, "সে কথা থাক। এখন আপনি কী করতে চান?"

"কিছুই না। শিগগির হয়তো আপনাকে আরও বড় আদালতের সামনে বিচারের জন্যে দাঁড়াতে হবে। সেখানেই আপনার বিচার হবে। আপনার এই স্বীকারোক্তি আমি আমার কাছে রেখে দেব। জেমসকে যদি আর কোনও উপায়ে বাঁচাতে না পারি তবেই আমি এটা আদালতে পেশ করব।"

"ঠিক আছে। তা হলে চলি। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।" মিঃ টার্নার প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন।

শেষ অবধি অবশ্য হোমসকে টার্নারের গোপন কথা ফাঁস করতে হয়নি। সরকারি পক্ষের উকিল জেমসের বিরুদ্ধে যে-সব প্রমাণ দাখিল করেছিলেন তার ভেতর অনেক গলদ ছিল। অন্য লোকের চোখে সে গলদ ধরা না পড়লেও হোমসের চোখ এড়ায়নি। হোমস সেগুলো জেমসের উকিলকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। আর তাতেই জেমস বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। টার্নার অবশ্য এরপর আরও সাত-আট মাস বেঁচে ছিলেন।

BanglaBook.org

সিলভার ব্লেজ

সকালবেলা। আমরা চা খাচ্ছিলাম। হোমস বলল, "ওয়াটসন, আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে।"

"বাইরে? কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কিংস পাইল্যান্ড, ডার্টমুরে।"

হোমসের কথায় আমি মোটেই অবাক হলাম না। সত্যি কথা বলতে কী, এই ব্যাপারে হোমসের এত দিন ডাক পড়েনি কেন এই ভেবেই আমি মনে মনে আশ্চর্য হচ্ছিলাম। ডার্টমুরে যে কাণ্ড ঘটে গেছে, তার আলোচনায় সারা ইংল্যান্ড একেবারে সরগরম। কাল সারা দিনটা হোমস ঘরের ভেতরে তার পরিচিত ভঙ্গিতে বুকের ওপর দু'হাত রেখে মাথা নিচু করে অনবরত পায়চারি করেছে। আর একটার পর একটা পাইপে কড়া তামাক পুরে সেগুলো টেনেছে। আমি তার সঙ্গে দু'-এক বার কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার কোনও কথাই তার কানে ঢোকেনি। আমাদের খবরের কাগজওয়ালা একটার পর একটা কাগজ এনে দিচ্ছিল। আর হোমস একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই কাগজগুলো ঘরের কোণে ছুড়ে দিচ্ছিল। হোমস চুপচাপ থাকলেও কী নিয়ে যে এমন গভীর ভাবে চিন্তা করছে, সেটা আমি টের পেয়েছিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে সারা দেশের সামনে একটিই সমস্যা। আর সেই সমস্যার সমাধান করতে পারাটা শার্লক হোমসের সামনে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সমস্যাটা হল যে, ওয়েসেক্স কাপ বাজিতে যে-ঘোড়াটা জিতবে বলে সকলে ধরে নিয়েছিল, সে ঘোড়াটাই বা লোপাট হয়ে গেল কোথায়, আর তার ট্রেনারকেই বা খুন করল কে? তাই হোমস যখন হঠাৎ যেখানে ওই মারাত্মক ঘটনাটা ঘটেছে সেখানে যাওয়ার কথা বলল, তখন আমার বেশ স্ফূর্তি হল।

আমি বললাম, "তোমার যদি অসুবিধা না হয় তো আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই।"

"ওয়াটসন, তুমি সঙ্গে থাকলে আমার খুব সুবিধে হবে। তোমাকে এটুকু বলতে পারি যে, ওখানে গেলে তোমার সময়টা নষ্ট হবে না। এই ব্যাপারটার মধ্যে এমন কতকগুলো জিনিস আছে, যেগুলো সত্যিই খুব ভাববার। সে কথা থাক। এখনই আমাদের তৈরি হয়ে প্যাডিংটনের দিকে যেতে হয়। ট্রেনের খুব দেরি নেই। সব কথা আমি তোমাকে গাড়িতে যেতে যেতে বলব। ভাল কথা, তুমি তোমার সেই দারুণ বায়নাকুলারটা সঙ্গে নিতে ভুলো না।"

ঘণ্টাখানেক পরে ট্রেনের একটা ফার্স্টক্লাস কামরার জানলার ধারের দুটো সিট দখল করে আমরা ডার্টমুরের পথে একজিটারের দিকে ছুটে চললাম। হোমস প্যাডিংটন স্টেশনে একগাদা খবরের কাগজ কিনেছিল। সে গম্ভীর মুখে একমনে কাগজগুলো পড়তে লাগল।

BanglaBook.org

হোমস যখন খবরের কাগজ পড়া শেষ করল, তখন আমরা রেডিং স্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেছি। কাগজগুলো বেশ ভাল করে ভাঁজ করে একপাশে সরিয়ে রেখে হোমস নিজের সিগার কেসটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

হোমস জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। একবার হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, "গাড়িটা বেশ ভালই যাচ্ছে। আমরা এখন ঘণ্টায় সাড়ে তিপ্পান্ন মাইল বেগে যাচ্ছি।"

"এ দিকে বুঝি সিকি মাইল অন্তর পোস্ট আছে। একদম খেয়াল করিনি তো," আমি বললাম।

"না, আমিও দেখতে পাইনি। তবে লক্ষ করলে দেখবে, লাইনের ধারে টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো ষাট গজ পর পর বসানো। তার থেকে গাড়িটা কত মাইল স্পিডে যাচ্ছে, সেটা কষে বের করে নেওয়া মোটেই শক্ত নয়। সে কথা থাক। জন স্ট্রেকার লোকটির খুন হওয়া আর সিলভার ব্লেজ নামে ঘোড়াটার লোপাট হওয়ার খবরটা তুমি নিশ্চয়ই মোটামুটি জানো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, 'টেলিগ্রাফ' আর 'ক্রনিকল' পত্রিকায় যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকুই জানি।"

"এই রহস্যের মামলাটা একটু অন্য ধরনের। এই ধরনের রহস্যের জট খুলতে গেলে গোয়েন্দার প্রথম কাজ হল, ঘটনাগুলো পর পর যেমন যেমন ঘটেছে সেই ভাবে সাজিয়ে নেওয়া। নতুন কোনও তথ্য বা সূত্রের সন্ধান পরেও করা যেতে পারে। এই ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত, এমনই আটঘাট বেঁধে ভেবেচিন্তে করা যে, তার ফলে আমাদের সামনে নানান মত, উদ্ভট কল্পনা, মিথ্যে গালগল্পের পাহাড় জমে উঠেছে। তাই সব চাইতে গোড়ার কাজ যেটা, সেটা হল এই সব আবোলতাবোল মিথ্যে গালগল্পের মধ্য থেকে সত্য ঘটনাকে ঝেড়েবেছে নিয়ে রহস্যের কাঠামোটা ঠিক করা। সেটা করে নিয়ে প্রত্যেকটা ঘটনাকে আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করতে হবে। সেই বিশ্লেষণ থেকে কতগুলো অনুমান করা যাবে। সেই অনুমানগুলোকে বিচার করলে বোঝা যাবে, কোন পথে গেলে রহস্যের জট খোলা যাবে। মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় আমি দুটো টেলিগ্রাম পেয়েছি। একটা তার পাঠিয়েছেন সিলভার ব্লেজ ঘোড়ার মালিক, কর্নেল রস। আর একটি তার পাঠিয়েছেন ইন্সপেক্টর গ্রেগরি, যিনি এই রহস্যের অনুসন্ধান করেছেন। গ্রেগরি আমার সাহায্য চেয়েছেন।"

আমি একটু রেগেই বলে উঠলাম, "টেলিগ্রাম পেয়েছ মঙ্গলবার, আর আজ হচ্ছে বৃহস্পতিবার। তুমি গতকালই গেলে না কেন?"

"না, যাইনি। আমি ভুল করেছি। ওয়াটসন, তোমার লেখা পড়ে সাধারণ লোকের মনে আমার সম্বন্ধে যে-ধারণা গড়ে উঠেছে সেটা ঠিক নয়। সকলে ভাবে আমার ভুল হয় না। তা নয়, আমারও ভুল হয়। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এমন কাণ্ড ঘটতে পারে এ কথা আমি বিশ্বাস করতেই পারিনি। ডার্টমুর এমনিতেই খুব নির্জন জায়গা। লোকজনের বসতি কম। সিলভার ব্লেজের মতো নামডাকওয়ালা ঘোড়াকে, যাকে লোকে দেখলেই চিনতে পারবে, কেউ লুকিয়ে রাখতে পারবে বলে আমার মনে হয়নি। কাল সারা দিন আমি আশা করেছি। সিলভার ব্লেজকে ফিরে পাওয়ার আর স্ট্রেকারের আততায়ীর গ্রেফতারের খবর পাওয়ার জন্যে আমি সকাল থেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থেকেছি। কিন্তু আজ সকালে খবরের কাগজ পড়ে যখন জানতে পারলাম, পুলিশ ফিটস রয় সিমসনকে গ্রেফতার করা ছাড়া আর

BanglaBook.org

কিছুই করতে পারেনি তখনই ঠিক করে ফেললাম, এ ভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। তবে কালকের দিনটা একদম বৃথাই যায়নি।"

"ও, তুমি তা হলে একটা হদিস পেয়েছ?"

"না, তা ঠিক নয়। তবে মূল ঘটনাটা যে কী, তা জানতে পেরেছি। তোমাকে সব খুলে বলছি, মন দিয়ে শোনো। সব কথা না জানলে তোমার পক্ষে আমাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, তোমাকে ব্যাপারটা বললে সবকিছু আমার নিজের কাছেও স্পষ্ট হবে।"

একটা সিগার ধরিয়ে গদিতে হেলান দিয়ে আমি বেশ জুত করে বসলাম। হোমস সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাঁ হাতের চেটোয় দাগ টানতে টানতে কথা বলতে শুরু করল।

"সিলভার ব্লেজ ইসোনমি বংশের ঘোড়া। খুব ভাল ঘোড়া। মাত্র পাঁচ বছর বয়স। এর মধ্যেই ঘোড়াটা যত নামকরা বাজি আর দৌড় আছে, সব ক'টায় জিতেছে। সেদিক দিয়ে সিলভার ব্লেজের মালিক কর্নেল রসকে বেশ ভাগ্যবান বলতে হয়। সকলেই ধরে নিয়েছে যে, ওয়েসেক্স কাপ দৌড়েও সিলভার ব্লেজই ফার্স্ট হবে। তা হলে বুঝতেই পারছ যে, ঘোড়াটাকে লোপাট করে দিতে পারলে অনেক লোকেরই সুবিধে হবে।

"আর এ কথা কিংস পাইল্যান্ডে, যেটা কর্নেল রসের আস্তাবল, সকলেই জানে। আর সেই কারণে সিলভার ব্লেজকে সর্বদাই কড়া পাহারায় চোখে চোখে রাখা হত। সিলভার ব্লেজকে দেখাশোনার ভার, তাকে দৌড়ের জন্যে ঠিকঠাক রাখার ভার ছিল ওই জন স্ট্রেকারের ওপর। স্ট্রেকার প্রথমে ছিলেন 'জকি'। প্রায় বছর পাঁচেক তিনি কর্নেল রসের জকি ছিলেন। ইদানীং তিনি এত বেশি মোটা হয়ে গেছেন যে জকি হতে পারেন না। গত সাত বছর উনি কর্নেল রসের ঘোড়ার তদারকি করেন। আজ পর্যন্ত তাঁর কাজে কোনও গাফিলতি ধরা পড়েনি। স্ট্রেকারকে সাহায্য করবার জন্যে আরও তিন জন ছোকরা আছে। কর্নেল রসের আস্তাবলটাও খুব বড় নয়। মোটে চারটে ঘোড়া আছে। আস্তাবলে কাজের জন্যে যে-ছেলেগুলি আছে, তারা এক এক জন পালা করে সারা রাত্তির পাহারা দেয়। আর বাকি দু'জন আস্তাবলের উপরে যে-মাচা আছে, সেখানে ঘুমোয়। ওই ছেলেগুলির স্বভাবচরিত্র খুবই ভাল। জন স্ট্রেকারের স্ত্রী আছে। আস্তাবল থেকে আন্দাজ পাঁচশো গজ দূরে একটা ছোট বাংলো ধরনের বাড়িতে ওঁরা থাকেন। ওঁদের ছেলেপিলে নেই। ঘর সংসারের কাজ করবার জন্যে একটা মেয়ে আছে। সে ওই বাড়িতেই থাকে। স্ট্রেকারের অবস্থা বেশ ভাল। ওঁরা যেখানে থাকেন, সেখানটা ফাঁকা ফাঁকা। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। আস্তাবল আর স্ট্রেকারের বাড়ির কাছাকাছি জনবসতি বলতে কতকগুলো ছোট বাড়ি। ট্যাভিস্টকের এক কন্ট্রাক্টর ভদ্রলোক এই বাড়িগুলো তৈরি করিয়ে দেন। যাঁরা শরীর সারাবার জন্যে 'চেঞ্জে' আসেন তাঁরা ওই সব বাড়িতে ভাড়া দিয়ে থাকেন। এই বাড়িগুলো স্ট্রেকারের বাড়ি আর আস্তাবলের খাড়া উত্তরে আধমাইলটাক দূরে। এখান থেকে পশ্চিমে ট্যাভিস্টক, মাইল দুয়েক দূরে। কর্নেল রসের আস্তাবল থেকে দু'ক্রোশ মাইল দূরে ঠিক মাঠের উলটো দিকে লর্ড ব্যাকওয়াটারের আস্তাবল কেপলটন। মাইলস ব্রাউন হচ্ছে এই আস্তাবলের কর্তা। এ ছাড়া চার দিকে ধুধু করছে তেপান্তরের মাঠ। মাঝে মাঝে জিপসিদের এই মাঠে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। এই রকম অবস্থায় গত সোমবার রাত্তিরে দুর্ঘটনাটি ঘটল।

BanglaBook.org

"সে দিনও সন্ধেবেলায় ঘোড়াগুলোকে নিয়মমতো ছুটিয়ে আনা হয়। তারপর জল দিয়ে ঘোড়াগুলোর গা ধুইয়ে, ভালমতন দলাইমলাই করে ঠিক রাত ন'টার সময় আস্তাবলের দরজায় তালা-চাবি দিয়ে দেওয়া হয়। দু'জন ছোকরা রাতের খাওয়া সেরে নিতে স্ট্রেকারের বাড়ি যায়। আর একজন, তার নাম নেড হান্টার, আস্তাবল-বাড়ির পাহারা দেবার জন্যে থেকে যায়। ন'টা বাজবার কিছুক্ষণ পরেই স্ট্রেকারের বাড়ির কাজের মেয়েটি, নাম এডিথ বাক্সটার, নেডের খাবার নিয়ে আস্তাবলের দিকে আসছিল। খাবার বলতে মাটনকারি। জলের ব্যবস্থা আস্তাবলেই আছে। যে-রাতে যার উপর আস্তাবল পাহারার ভার থাকে, তাকে সে রাতে জল ছাড়া অন্য কোনও পানীয় দেওয়া হয় না। একে তো কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার ওপর রাস্তাটা গেছে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে। তাই আস্তাবলে আসবার সময় এডিথ একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়েছিল।

"এডিথ যখন আস্তাবলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তখন অন্ধকার ফুঁড়ে একটি লোক তার সামনে হাজির হল। এডিথ বেশ আশ্চর্য হয়ে পড়েছিল। তাই লোকটি তাকে দাঁড়াতে বললে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। লোকটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এডিথের হাতের লণ্ঠনের আলো পড়ছিল। লণ্ঠনের আলোয় এডিথ দেখল যে, লোকটির চেহারা এবং বেশবাস ভদ্রলোকের মতো। তাঁর মাথায় ছিল কাপড়ের টুপি আর গায়ে ছাই রঙের কোট-প্যান্ট। ভদ্রলোকের হাতে একটা খুব মোটা লাঠি। আর লাঠির হাতলটাও বেশ মজবুত। ভদ্রলোককে দেখে এডিথের চোখে যে-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি করে পড়েছিল, সেটা হল ভদ্রলোকের অস্বাভাবিক সাদাটে মুখ-চোখ আর একটা গোরুচোর গোরুচোর ভাব। এডিথের মনে হয়েছিল ওঁর বয়স তিরিশের বেশি, কম কিছুতেই নয়।

"এডিথকে ডেকে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, আমি ঠিক কোথায় এসে পড়েছি বলতে পারেন? ভাবছিলাম আজকের রাতটা বুঝি এই ফাঁকা মাঠেই কাটাতে হবে। এমন সময় হঠাৎ আপনার লণ্ঠনের আলোটা চোখে পড়ল।'

"'এটা হল কিংস পাইল্যান্ড আস্তাবলের কাছাকাছি।'

"'তাই নাকি! খুব জোর বরাত বলতে হবে,' ভদ্রলোক বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। 'শুনেছি আস্তাবলে রাত্তিরে পাহারা দেবার জন্যে একটি ছেলে থাকে। আপনি বোধহয় তার খাবার নিয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে একটা নতুন পোশাকের দাম উপহার দিতে চাই, আপনি কি তা হলে রেগে যাবেন?' এরপর ভদ্রলোক তাঁর ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে ভাঁজ-করা একটা কাগজ এডিথের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই কাগজটা যদি এক্ষুনি আস্তাবলের পাহারাওলা ছেলেটিকে পৌঁছে দিতে পারেন তো, সব চাইতে দামি পোশাকটি আমি আপনাকে কিনে দেব।'

"ভদ্রলোক এমন গম্ভীর ভাবে কথাগুলো বললেন যে, এডিথের ভয় হয়ে গেল। সে আর সেখানে এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে কোনও রকমে পাশ কাটিয়ে আস্তাবলের দিকে দৌড় লাগাল। খাবারদাবার দেবার জন্যে আস্তাবলে একটা ঘুলঘুলির মতো জানলা আছে। জানলাটা খোলাই ছিল। আস্তাবলের ভেতরে জানলার কাছে হান্টার একটা টেবিল-চেয়ার নিয়ে বসেছিল। এডিথ হান্টারকে যখন সব কথা বলছে, তখন সেই ভদ্রলোক সেখানে গিয়ে হাজির।

"'গুড ইভনিং,' জানলার কাছে এসে এডিথের পাশে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকটি হান্টারের

BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।' এডিথ পুলিশকে বলেছে যে ভদ্রলোকটি যখন হান্টারের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তাঁর হাতে সে একটা মোড়ক-করা কাগজ দেখেছিল।

"'এখানে আপনার কী দরকার?' হান্টার বেশ বিরক্ত হয়ে লোকটিকে প্রশ্ন করেছিল।

"'আমার একটু দরকার আছে বই কী। আর সেই দরকার থেকে তোমারও দু'-চার পয়সা রোজগার হতে পারে। ওয়েসেক্স কাপ বাজিতে তোমাদের দুটো ঘোড়া ছুটবে, সিলভার ব্লেজ আর বেয়ার্ড। এখন আমি যা জানতে চাইছি তুমি যদি তার ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারো, তো তোমার লোকসান হবে না। বাজারের খবর হচ্ছে, পাঁচ ফার্লংয়ের দৌড়ে বেয়ার্ড নাকি সিলভার ব্লেজকে একশো গজে হারিয়ে দিতে পারে। এটা কি খাঁটি খবর?'

"ভদ্রলোকের কথায় হান্টার চিৎকার করে বলে, 'পাজি, শয়তান, দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমায় মজা। কিংস পাইল্যান্ডে তোমার মতো দালালদের কী দাওয়াই দেওয়া হয় দেখাচ্ছি।' তারপর চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে সে ছুটে যায় আস্তাবলের কুকুরটাকে লোকটির পেছনে লেলিয়ে দেবার জন্যে। গোলমাল দেখে এডিথ তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পালায়। তবে দৌড়ে পালাবার সময়ে সে একবার পেছন দিকে ফিরে তাকাতে দেখতে পায় যে, লোকটি জানলার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কী যেন দেখছে। মিনিটখানেক পরে হান্টার কুকুরটাকে নিয়ে আস্তাবলের বাইরে এসে লোকটিকে আর দেখতে পায়নি। পরে আস্তাবলের চার দিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার টিকিটি দেখা যায়নি।"

হোমসকে বাধা দিয়ে আমি বললাম, "এক মিনিট। হান্টার ছোকরা যখন লোকটিকে তাড়া করে বেরিয়ে আসে তখন সে আস্তাবলের দরজায় তালা-চাবি দিয়েছিল কি?"

"চমৎকার, ওয়াটসন, চমৎকার," হোমস আমাকে তারিফ করল, "কথাটা আমার গোড়াতেই মনে হয়েছিল। সঠিক ব্যাপারটা জানবার জন্যে কালকে আমি ডার্টমুরে একটা বিশেষ টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। জানতে পেরেছি হান্টার তালা-চাবি লাগিয়েছিল। আর

ওই জানলা বা ঘুলঘুলি যাই বলো না কেন, সেটা এত ছোট যে, তার মধ্য দিয়ে ঢোকা বা বেরিয়ে আসা একেবারেই অসম্ভব।

"এরপর হান্টার তার অন্য দু'জন সঙ্গী ফিরে না-আসা পর্যন্ত আস্তাবলেই বসেছিল। তারা ফিরে এলে সে যা যা ঘটেছে সেই খবর স্ট্রেকারকে পাঠায়। খবরটা শুনে স্ট্রেকার খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই ঘটনার আসল তাৎপর্যটা যে কী সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি, তবে তিনি বেশ ভাবনায় পড়ে যান। রাত্তির একটা নাগাদ মিসেস স্ট্রেকারের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি দেখেন যে, মিঃ স্ট্রেকার বাইরে যাওয়ার জন্য জামাকাপড় পরছেন। মিঃ স্ট্রেকার তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে, আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াগুলো সব ঠিকঠাক আছে কিনা, একবার দেখে না এলে তাঁর শান্তি হচ্ছে না। তিনি ঘুমোতে পারছেন না। বাইরে তখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই বৃষ্টির মধ্যে মিসেস স্ট্রেকার তাঁর স্বামীকে বাইরে যেতে বারণ করেন। কিন্তু তাঁর কথায় কান না দিয়ে মিঃ স্ট্রেকার ম্যাকিন্টশটা গায়ে চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন।"

২

হোমস বলে, "পরের দিন মিসেস স্ট্রেকারের যখন ঘুম ভাঙে, তখন সাতটা বেজে গেছে। তিনি উঠে দেখেন যে, তাঁর স্বামী তখনও বাড়ি ফেরেননি। তিনি তখনই কাজের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে আস্তাবলের দিকে যান। আস্তাবলে ঢোকবার দরজাটা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকে তাঁরা দেখতে পান যে, হান্টার ছোকরা একটা চেয়ারে বেহুঁশ হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে। সিলভার ব্লেজ আস্তাবলে নেই। স্ট্রেকারও নেই।

"আস্তাবলে কাজের জন্যে আর যে-দু'জন ছোকরা ছিল, তারা মাচায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। ওরা কিছুই জানত না। ওদের ঘুম খুবই গাঢ়। বোঝা গেল যে, হান্টারকে কড়া ধরনের কোনও কিছু খাইয়ে বেহুঁশ করে দেওয়া হয়েছে। তার কাছ থেকে তখন কোনও কথাই জানা গেল না। তখন অন্য দু'জনকে নিয়ে মিসেস স্ট্রেকার আর তাদের কাজের মেয়েটি মিঃ স্ট্রেকার আর সিলভার ব্লেজকে খুঁজতে বললেন। ওঁদের মনে হয়েছিল যে মিঃ স্ট্রেকার সিলভার ব্লেজকে দৌড় করাতে নিয়ে গেছেন। আস্তাবল থেকে বেরিয়ে একটু দূরে একটা ঢিবি আছে। সেই ঢিবিটায় উঠলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ওরা ওই ঢিবিটায় চড়ল। যত দূর দেখা যায়, ধুধু করছে প্রান্তর। জন স্ট্রেকার বা সিলভার ব্লেজের টিকি পর্যন্ত দেখা গেল না। চার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা জিনিসের ওপর নজর পড়ায় ওঁরা বেশ ঘাবড়ে গেলেন।

"আস্তাবল থেকে আন্দাজ সিকি মাইল দূরে একটা ছোট্ট ঝোপ। সেই ঝোপের ওপরে স্ট্রেকারের ম্যাকিন্টশটা পতপত করে উড়ছিল। ওঁরা সেই দিকে যান। সেই ঝোপের আড়ালে একটা বড় ডোবা। ডোবার মধ্যে ওঁরা জন স্ট্রেকারের মৃতদেহ দেখতে পান। খুব ভারী কোনও কিছুর আঘাতে তাঁর মাথাটা থেঁতলে গেছে। এ ছাড়া তাঁর উরুতেও একটা কাটা দাগ। স্ট্রেকারের ডান হাতে একটা রক্তমাখা ছুরি ছিল। বোঝা গেল যে আততায়ী যখন তাঁকে আক্রমণ করে, তখন স্ট্রেকার নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। স্ট্রেকারের

BanglaBook.org

বাঁ হাতের মুঠোয় একটা লাল-নীল সিল্কের টাইয়ের ছেঁড়া টুকরো পাওয়া যায়। সেই টুকরোটা দেখে তাঁদের কাজের মেয়েটি চিনতে পারে। এই টাইটা সে সেই অচেনা লোকটির গলায় আগের রাত্তিরে দেখেছিল।

"হান্টারও সুস্থ হয়ে উঠে জোর গলায় বলে যে, এই টাইটা সেই লোকটির গলায় ছিল। হান্টার আরও বলে যে, ওই লোকটিই তার খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়। আর সেই কারণেই সেই লোকটির আস্তাবলে ঢুকতে বা বেরোতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

"ঘোড়াটার অবশ্য কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। তবে যে-ডোবায় জন স্ট্রেকারের মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেখানকার ভিজে মাটিতে ঘোড়াটার পায়ের অনেক ছাপ ছিল। তার থেকে বোঝা গেল যে, স্ট্রেকার যখন আততায়ীর হাতে খুন হন তখন ঘোড়াটা সেইখানেই ছিল। এখনও পর্যন্ত ঘোড়াটার সন্ধান পাওয়া যায়নি। ডার্টমুরের যে-সব জায়গায় জিপসিদের যাতায়াত আছে, সে সব জায়গায় খোঁজখবর করা হয়েছে। এমনকী ঘোড়াটার খবর দিতে পারলে মোটা টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে বলা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। ঘোড়াটা যেন উবে গেছে। আর-একটা ইন্টারেস্টিং খবর হল যে, হান্টারের থালায় এঁটো খাবার পরীক্ষা করে আফিমের গুঁড়ো পাওয়া গেছে। সেই একই খাবার আর সবাই খেয়েছিল, কিন্তু তাদের কিছু হয়নি। এর ওপর আরও নানা গালগল্প গুজব শোনা যাচ্ছে। তবে ঘটনা বলতে যা কিছু, সেটা হল এইটুকুই। এইবার এই ব্যাপারে পুলিশ কী বলছে শোনো।

"এই রহস্য সমাধানের ভার দেওয়া হয়েছে ইন্সপেক্টর গ্রেগরিকে। গ্রেগরি বেশ কাজের লোক। তবে ওর যদি একটু কল্পনাশক্তি থাকত তো চাকরিতে ও আরও অনেক উন্নতি করতে পারত। যাই হোক, ঘটনাস্থলে পৌঁছেই গ্রেগরি সেই রাতচরা লোকটিকে গ্রেফতার করে। লোকটিকে খুঁজে বের করতে গ্রেগরির কোনও অসুবিধে হয়নি। ওই লোকটিকে ও দিকের অনেকে চেনে। ওর নাম ফিটসরয় সিমসন। ভাল বংশের ছেলে, লেখাপড়াও করেছে। তবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে ও সব হারিয়েছে। এখন ওর কাজ হচ্ছে ঘোড়দৌড়ের টুকিটাকি খবর সংগ্রহ করা আর দালালি করা। সিমসনের ডায়েরি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সিলভার ব্লেজ ওয়েসেক্স দৌড়ে জিতবে না বলে সে পাঁচ হাজার পাউন্ড বাজি ধরেছে।

"পুলিশ তাকে গ্রেফতার করলে সে সব কথা মেনে নেয়। সে বলে যে, সে এখানে এসেছিল কিংস পাইল্যান্ডের সিলভার ব্লেজ আর কেপলটনের ডেসবরোর সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে। ডেসবরোর নাকি এই ওয়েসেক্স কাপ জেতবার সম্ভাবনা খুব বেশি। তবে সে জোর গলায় বলেছে যে, কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে সে আসেনি। সে এসেছিল কিছু হাঁড়ির খবর বা ঘোড়ার মুখের খবর জানতে। এরপর পুলিশ যখন তাকে স্ট্রেকারের হাতে পাওয়া ছেঁড়া টাইয়ের টুকরোটা দেখায় আর সেটা কী ভাবে সেখানে গেল জানতে চায়, তখন সিমসন রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে উলটোপালটা কথা বলতে থাকে। তার চোখ-মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ আরও লক্ষ করে যে, তার কাপড়চোপড় তখনও সামান্য ভিজে রয়েছে। তার মানে, কাল রাত্তিরে বৃষ্টির সময় সে ঘরের বাইরে ছিল। সিমসনের হাতে একটা মোটা ধাতব হাতল-দেওয়া 'পেনাং লয়্যার'

BanglaBook.org

ছড়ি ছিল। স্ট্রেকারের মাথায় যে-ধরনের আঘাত লেগেছে, তা সহজেই এই ধরনের লাঠি থেকে আঘাত হতে পারে।

"কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, সিমসনের শরীরে কোনও কাটাছেঁড়া কি আঘাতের দাগ পাওয়া যায়নি। অথচ স্ট্রেকারের হাতে একটা রক্তমাখা ছুরি পাওয়া গেছে। তার থেকে এ কথা বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁকে যারা মারতে চেয়েছিল তাদের অন্তত এক জনকে তিনি আঘাত করতে পেরেছিলেন। এই হল ব্যাপার। এখন তুমি যদি ভেবেচিন্তে আমাকে একটা হদিস দিতে পারো, তো আমার পক্ষে সুবিধে হবে।" একটানা এতক্ষণ কথা বলে হোমস চুপ করল।

হোমসের কথা আমি খুবই মন দিয়ে শুনছিলাম। হোমস সব কথা বেশ গুছিয়ে সহজ করে বলতে পারে। এটা তার একটা মস্ত গুণ। তবে এ ব্যাপারের বড় ঘটনাগুলো আমার জানাই ছিল। যেটা জানতাম না বা বুঝতে পারিনি, সেটা হল এই ঘটনাগুলোর মধ্যে যোগাযোগটা কী ধরনের। এখন সেটা পরিষ্কার হল।

আমি বললাম, "দেখো, মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে কোনও কোনও সময়ে আহত ব্যক্তির মধ্যে খিঁচুনির ভাব দেখা যায়। এমন তো হতে পারে, স্ট্রেকারের সেই রকম হয়েছিল। আর তার ফলে তাঁর নিজের হাতের ছুরিতে তাঁর উরু কেটে যায়।"

"এটা একদমই অসম্ভব নয়। বরং ব্যাপারটা এই রকমই হয়েছে বলে মনে হয়। আর তোমার কথা যদি সত্যি হয় তো, সিমসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে যে বড় অভিযোগ সেটা আর টেকে না।

"পুলিশ এই রহস্য সম্বন্ধে কী ভাবছে, জানতে পারলে ভাল হত," আমি বললাম।

হোমস বলল, "যে-ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, তার বিপক্ষে কিছু-না-কিছু আপত্তি তোলা যাবে। আমার মনে হয় পুলিশ এই রকম ভাবছে, সিমসন হান্টার ছোকরার খাবারের সঙ্গে আফিমের গুঁড়ো মিশিয়ে দেয়। আর সেই খাবার খেয়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সিমসন তখন কোনও ভাবে একটা আস্তাবলের দরজার চাবি কোথাও থেকে জোগাড় করে নিয়ে আস্তাবলের দরজা খুলে সিলভার ব্লেজকে নিয়ে চম্পট দেয়। ওর মতলব ছিল ঘোড়াটাকে গায়েব করে দেওয়া। এই ধারণার কারণ সিলভার ব্লেজের লাগাম, জিন পাওয়া যায়নি। সিমসন নিশ্চয়ই লাগাম আর জিন লাগিয়ে ঘোড়াটাকে নিয়ে পালাচ্ছিল। আস্তাবল থেকে বেরিয়ে সিমসন যখন মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তখন হয় স্ট্রেকারের সঙ্গে হঠাৎই তার দেখা হয়ে যায়, নয় স্ট্রেকার তাকে ধাওয়া করে আসেন। তারপর সেখানেই ওদের মধ্যে কথাকাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। শেষকালে সিমসনের লাঠির আঘাতে স্ট্রেকারের মৃত্যু হয়। এরপর দুটো জিনিস হয়ে থাকতে পারে। এক, সিমসন ঘোড়াটাকে কোথাও লুকিয়ে ফেলে, আর দুই, ঘোড়াটা ওই মারামারির সময় ভয় পেয়ে পালায়। পুলিশের এই ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক গলতি আছে ঠিকই, তবে মুশকিল হচ্ছে অন্য ব্যাখ্যাগুলোর ভেতর আরও গোঁজামিল আছে বলে মনে হয়। তবে ঘটনাস্থলে হাজির হলে আমি সবকিছুই নিজের চোখে দেখতে পাব। আশা করি তখনই জানতে পারব কোন ব্যাখ্যাটা ঠিক আর কোনটা ভুল। তাই যতক্ষণ না সেই সুযোগটা আসছে ততক্ষণ এ নিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই।"

শিল্ডের ঠিক মধ্যিখানে যেমন প্রতীক-চিহ্নের ছাপ মারা থাকে, ট্যাভিস্টক শহরটাও

BanglaBook.org

তেমনই গোলাকৃতি ডার্টমুর অঞ্চলের একদম মাঝখানে। আমরা যখন ট্যাভিস্টকে এসে পৌঁছোলাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। স্টেশনে আমাদের জন্য দু'জন লোক অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ ফরসা আর লম্বা। মুখে দাড়ি। তাঁর মাথার চুল দেখলেই সিংহের কেশরের কথা মনে পড়ে। তাঁর চোখদুটি নীল। তবে তাকাবার ভঙ্গিটা এমন যে, সে চোখের দিকে তাকালে মনে হয় যে, মনের ভেতরের সব কথা টের পাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোকটি বেঁটেখাটো। তবে বেশ চটপটে। পোশাকেআশাকে যাকে বলা যায় পুরোদস্তুর বাবু। শৌখিন জুলপি। চোখে চশমা। এই বেঁটেখাটো ভদ্রলোকটি কর্নেল রস। আর অন্য লোকটি ইন্সপেক্টর গ্রেগরি। ইংল্যান্ডের গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগে গ্রেগরির মতো কাজের লোক খুব কমই আছে।

কর্নেল রস বললেন, "মিঃ হোমস, আপনি আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি। এই ইন্সপেক্টর অবশ্য যা কিছু করা সম্ভব তা সবই করেছেন। তবে কী জানেন, স্ট্রেকারের খুনিকে ধরবার জন্যে আর সিলভার ব্লেজকে ফিরে পাওয়ার জন্যে সমস্ত রকম চেষ্টাই আমাকে করতে হবে।"

হোমস জিজ্ঞেস করল, "নতুন কোনও খবর আছে কি?"

ইন্সপেক্টর দুঃখিত ভাবে বললেন, "না। আর নতুন কিছু জানা যায়নি। বাইরে গাড়ি রয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই আগে ঘটনাস্থলে যাবেন? তা হলে চলুন আরও অন্ধকার হওয়ার আগে আমরা বেরিয়ে পড়ি। কথাবার্তা সব গাড়িতে যেতে যেতেই হবে।"

একটা বেশ শৌখিন আর আরামদার ল্যান্ডো গাড়িতে আমরা উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরা ডেভনশায়ারের এই অদ্ভুত পুরনো শহরটির মধ্যে দিয়ে গড়গড়িয়ে চললাম। ইন্সপেক্টর গ্রেগরি তাঁর হাতের এই মামলাটা নিয়েই মশগুল। তিনি এক মিনিটও না চুপ করে সব কথা হোমসকে বলে যাচ্ছিলেন। হোমস মাঝে মাঝে দু'-একটা প্রশ্ন করছিল। কর্নেল রস বুকের উপর দু'হাত রেখে চোখ বন্ধ করে গদিতে ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। আমি হোমস আর গ্রেগরির কথাবার্তা দম বন্ধ করে শুনছিলাম। গ্রেগরি নিজের ব্যাখ্যাটা হোমসকে শোনাচ্ছিলেন। আশ্চর্যের কথা, হোমস ট্রেনে পুলিশদের ব্যাখ্যাটা আমাকে যা বলেছিল, গ্রেগরির ব্যাখ্যাটা হুবহু সেইরকম।

গ্রেগরি বললেন, "ফিটসরয় সিমসনকে বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে ফেলা গেছে। সে-ই যে এ কাজ করেছে, এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তবে এ কথাও ঠিক, তার বিরুদ্ধে যা প্রমাণ তা সবই যাকে আইনের ভাষায় বলে, সারকমস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স, মানে স্থানকালের সাক্ষ্য। নতুন কোনও তথ্য পেলে এ প্রমাণ না-ও টিকতে পারে।"

"স্ট্রেকারের ছুরির ব্যাপারটার কিছু ফয়সালা হল?"

"আমার মনে হয় যে, আঘাত পেয়ে পড়ে যাবার সময়ে স্ট্রেকারের হাতের ছুরিটাই উরুতে বসে যায়।"

"আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন আসবার সময় ট্রেনে এই রকম কথাই আমাকে বলছিলেন। সত্যি হলে এটা সিমসনের পক্ষে যাবে।"

"নিশ্চয়ই। ওর কাছে কোনই ছুরি পাওয়া যায়নি। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, ওর শরীরে কোনও রকম আঘাতের চিহ্ন নেই। তবে ওর বিরুদ্ধে যে-তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো কিন্তু কম মারাত্মক নয়। প্রথমত হল, সিলভার ব্লেজকে গায়েব করে দেওয়ার

BanglaBook.org

তার যথেষ্ট স্বার্থ ছিল। তারপর ধরুন, হান্টার ছেলেটার খাবারে ঘুমের ওষুধ মেশাবার ব্যাপারে ওর ওপরই সন্দেহটা গিয়ে পড়ে। আরও ধরুন, আমরা জানি যে সেই ঝড়জলের রাত্তিরে ও এ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করেছে। ওর সঙ্গে যে-লাঠিটা ছিল সেটা দিয়ে লোকের মাথায় আঘাত করে তাকে মেরে ফেলা যায়। সব চাইতে বড় কথা হল যে, মৃত ব্যক্তির হাতের মুঠোয় ওর গলার টাইয়ের ছেঁড়া টুকরো পাওয়া গেছে। আমার মনে হয়, এসব তথ্যের ওপরই ওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা যায়।"

হোমস মাথা নাড়ল, "না, সে রকম ঝানু উকিল হলে, এসব তথ্য তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। কেন ও ঘোড়াটাকে আস্তাবলের বাইরে নিয়ে যাবে? ঘোড়াটাকেই যদি ও ঘায়েল করতে চেয়ে থাকে, তবে সে কাজটা ও আস্তাবলেই সারল না কেন? ওর কাছে কি আস্তাবলের ডুপ্লিকেট চাবি পাওয়া গেছে? তারপর কোন ওষুধের দোকান বা কেমিস্টের কাছে ও আফিমগুঁড়ো কিনেছিল? সবচেয়ে বড় কথা, ও এদিককার লোক নয়। একজন বাইরের লোকের পক্ষে সিলভার ব্লেজের মতো নামকরা ঘোড়াকে কি লুকিয়ে রাখা সম্ভব? আচ্ছা এডিথের হাতে ও হান্টার ছোকরাকে যে কাগজটা পাঠাতে চেয়েছিল, সে সম্বন্ধেও নিজে কী বলছে?"

"ও বলছে যে ওটা একটা দশ পাউন্ডের নোট। একটা দশ পাউন্ডের নোট অবশ্য ওর পার্সে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আপনার অন্য যুক্তিগুলো খুব টেকসই নয়। প্রথমত এ অঞ্চলটা ওর কাছে মোটেই অচেনা নয়। গরমকালে ও দু'-দু' বার ট্যাভিস্টকে এসেছিল। আফিমটা অবশ্যই ও লন্ডন থেকে কিনে এনেছিল। তারপর ডুপ্লিকেট চাবিটা কাজ হওয়ার পরই কোথাও ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আর ঘোড়াটা হয়তো এখন খনির কোনও গর্তে পড়ে আছে।"

"টাইটার সম্বন্ধে ও কী বলে?"

"ও স্বীকার করেছে, টাইটা ওর। তবে বলছে যে, টাইটা হারিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে একটা নতুন ব্যাপার জানা গেছে। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে কেন ও ঘোড়াটাকে আস্তাবল থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছিল।"

হোমস একটু নড়েচড়ে বসল।

"আমরা প্রমাণ পেয়েছি, সোমবার রাতে একদল জিপসি, যেখানে স্ট্রেকারকে খুন করা হয়েছিল, তার মাইলখানেকের মধ্যে আস্তানা গেড়েছিল। মঙ্গলবার তারা পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়েছে। মনে হয় যে, সিমসনের সঙ্গে এই জিপসিদের একটা বোঝাপড়া ছিল। আর ঘোড়াটাকে নিয়ে সিমসন যখন জিপসিদের আড্ডার দিকে যাচ্ছিল তখন স্ট্রেকার ওকে দেখতে পেয়ে বাধা দিতে আসেন। ঘোড়াটা হয়তো এখনও জিপসিদের কাছেই আছে।"

"এটা হতে পারে বটে।"

"এখন ওই জিপসিদের ধরবার জন্যে আমরা জোর তল্লাশ চালাচ্ছি। এ ছাড়া ট্যাভিস্টকের দশ মাইলের মধ্যে যত আস্তাবল আছে সব আমরা চষে ফেলেছি।"

"আমি শুনেছি, কাছাকাছির মধ্যে আরও একটা আস্তাবল আছে।"

"হ্যাঁ, সে কথাটা আমার খেয়াল আছে। বিশেষত ওই আস্তাবলের একটা ঘোড়া ডেসবরোর এই বাজি জেতার খুব সম্ভাবনা। সকলেই মনে করে, সিলভার ব্লেজ প্রথম

BanglaBook.org

আর ডেসবরো দ্বিতীয় হবে। তাই সিলভার ব্লেজকে লোপাট করার ব্যাপারে ওদের স্বার্থ থাকতেই পারে। ডেসবরোর ট্রেনার সাইলাস ব্রাউন আর জন স্ট্রেকারের মধ্যে ভাব তো ছিলই না বরং অসদ্ভাব ছিল। আমরা ওদের আস্তাবল তন্ন তন্ন করে দেখেছি। এ ব্যাপারের সঙ্গে ওদের কোনও যোগ আছে বলে প্রমাণ পাইনি।"

"আচ্ছা, সিমসনের সঙ্গে ওদের কোনও যোগাযোগ ছিল কিনা জানতে পেরেছেন," হোমস প্রশ্ন করল।

"না, কোনও প্রমাণই পাইনি।"

৩

হোমস গাড়ির গদিতে আরাম করে ঠেস দিয়ে বসল। আর কোনও কথা হল না। একটু পরেই আমাদের গাড়িটা একটা লাল রঙের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িটা রাস্তার ওপরেই। বাড়িটার থেকে সামান্য একটু দূরে একটা ছোট ঘোড়া ছোটাবার মাঠ। আর মাঠের পরে একটা ছাই রঙের টালির বাড়ি। এ ছাড়া যে-দিকে তাকানো যায় মাঠ আর মাঠ। শুকনো ফার্নের জন্যে মাঠের রং কেমন অদ্ভুত তামাটে দেখাচ্ছে। বহু দূরে ট্যাভিস্টকের চার্চের আর বড় বড় বাড়ির চুড়োগুলো দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম দিকে বেশ খানিকটা দূরে কয়েকটা বাড়ি চোখে পড়ে। ওটা কেপলটন আস্তাবল।

আমরা সকলেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। হোমস নামল না। সে গাড়ির গদিতে হেলান দিয়ে বসে রইল। লক্ষ করলাম, সে অপলক ভাবে সামনের মাঠ আর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম যে, গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করছে বলেই তার আর কোনও দিকে খেয়াল নেই। খানিক পরে আমি তার কাঁধটা নাড়িয়ে দিতেই তার চটকা ভেঙে গেল। হোমস তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে এল।

কর্নেল রস তার হাবভাব দেখে অবাক হয়ে গেছেন বুঝতে পেরে হোমস বলল, "এক্সকিউজ মি, কর্নেল। আমার বোধহয় একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল।"

হোমসের দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম, হোমসের চোখদুটো খুব চকচক করছে। আর তার মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনার ভাব। হোমসের চলনবলন সবই আমার জানা। বুঝলাম সে কোনও একটা দরকারি সূত্র পেয়েছে। তবে সূত্রটা যে কী, তা আমি কিছুতেই ধরতে পারলাম না।

গ্রেগরি বললেন, "মিঃ হোমস, আগে খুনের জায়গাটা দেখতে যাবেন নিশ্চয়ই।"

"না। আগে এইখানে কয়েকটা ব্যাপার একটু পরিষ্কার করে নিতে চাই। স্ট্রেকারের মৃতদেহ এখানে আনা হয়েছিল কি?"

"হ্যাঁ। ভাল কথা, করোনার কোর্ট হচ্ছে আগামী কাল।"

হোমস কর্নেল রসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কর্নেল, জন স্ট্রেকার আপনার কাছে অনেক দিন কাজ করছে তো?"

"হ্যাঁ। লোকটা খুব খাঁটি আর কাজের ছিল।"

"ইন্সপেক্টর, স্ট্রেকারের পকেটে যে-সব জিনিস পাওয়া গিয়েছিল তার একটা ফর্দ আছে কি?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। তা ছাড়া জিনিসগুলো বসবার ঘরে রাখা আছে। দেখবেন নাকি?"

"একবার দেখব।"

আমরা দল বেঁধে বসবার ঘরের দিকে গেলাম। ঘরের মাঝখানে একটা বেশ বড় আকারের টেবিল। আমরা সেই টেবিলটার চারপাশে বসলাম। গ্রেগরি একটা চৌকো বাক্সের তালা খুলে তার ভেতর থেকে একগাদা জিনিস বের করল। একবাক্স দেশলাই, একটা দু'ইঞ্চি মতো লম্বা মোমবাতির টুকরো, একটা ব্রায়ার পাইপ, একটা সিলমাছের চামড়ার তামাক রাখবার থলি, থলিতে আধ আউন্স মতো কাভেন্ডিস তামাক, একটা সোনার চেন লাগানো রুপোর ঘড়ি, একটা অ্যালুমিনিয়ামের পেনসিল রাখার বাক্স, কয়েকটা কাগজ, কিছু খুচরো পয়সা, একটা হাতির দাঁতের বাঁটওলা ছোট ছুরি। ছুরিটা মোড়া যায় না। ছুরির ফলাটা খুব সরু। ফলাটার ওপরে ভাইস অ্যান্ড কোং, লন্ডন ছাপ মারা।

ছুরিটা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে হোমস বলল, "অদ্ভুত ছুরি। রক্তের দাগ লেগে আছে দেখছি। এই ছুরিটাই তা হলে স্ট্রেকারের হাতে ছিল। ...ওয়াটসন, এ ছুরিটা বোধহয় তোমাদের লাইনের জিনিস।"

"হ্যাঁ, একে বলে ক্যাটারাক্ট নাইফ", আমি বললাম।

"আমি সেই রকমই অনুমান করেছিলাম। এই ছুরির ফলাটা যে রকম খুব সরু আর পাতলা তাতে মনে হয় যে, খুব সূক্ষ্ম কাটাকাটির কাজে এই ধরনের ছুরি ব্যবহার করা হয়। ছুরিটা আবার মুড়ে রাখা যায় না। ঝড়জলের রাতে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে এটাকে সঙ্গে রাখা একটু অদ্ভুত নয় কি?"

গ্রেগরি বললেন, "ছুরির মুখটা একটা শোলার টুকরো দিয়ে ঢাকা দেওয়া ছিল। সেটা আমরা মৃতদেহের কাছেই পেয়েছি। মিসেস স্ট্রেকার বলেছেন যে, ওটা কয়েক দিন ধরেই ড্রেসিংটেবিলের ওপর পড়ে ছিল। মিঃ স্ট্রেকার সেই রাতে বেরিয়ে যাবার সময় ওটা পকেটে পুরে নেন। আমার মনে হয়, হাতের কাছে আর কোনও কিছু না পেয়েই উনি ওটা নিয়ে নেন।"

"খুব সম্ভব আপনার ধারণাই ঠিক। ওই কাগজগুলো কী?"

"কাগজগুলোর মধ্যে তিনটে হচ্ছে যারা ঘোড়ার খাবার পাঠাত তাদের হিসেব, একটা কর্নেল রসের চিঠি আর একটা বন্ড স্ট্রিটের মাদাম লেসুরিয়ারের পোশাকের দোকানের সাঁইত্রিশ পাউন্ড পনেরো শিলিংয়ের বিল। বিলটা অবশ্য স্ট্রেকারের নামে নয়। তাঁর বন্ধু উইলিয়ম ডার্বিশায়ারের। ডার্বিশায়ারের নামে চিঠিপত্র বিল প্রায়ই স্ট্রেকারের ঠিকানায় আসত।"

বিলটা পড়তে পড়তে হোমস বলল, "মিসেস ডার্বিশায়ারের চালচলনে বড়মানুষি দেখছি। একটা জামার দাম বাইশ গিনি। যাক, এখানে আর কিছু দেখবার নেই। চলুন, অকুস্থলে যাওয়া যাক।"

আমরা যখন বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে আসছি তখন একজন ভদ্রমহিলা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ইন্সপেক্টরের হাতটা চেপে ধরলেন। তিনি কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, "আপনারা কি সেই লোকটাকে ধরতে পেরেছেন? তার খোঁজ পেয়েছেন?"

"না, মিসেস স্ট্রেকার। তবে লন্ডন থেকে মিঃ হোমস এসেছেন। এ ব্যাপারে তিনি

BanglaBook.org

আমাদের সাহায্য করছেন। আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।"

হোমস বলল, "আমার মনে হচ্ছে প্লিমথে একটা গার্ডেন পার্টিতে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মিসেস স্ট্রেকার।"

"না, আপনি ভুল করছেন।"

"কী আশ্চর্য। আমি হলফ করে বলতে পারি। আপনি একটা সুন্দর পাঁশুটে রঙের সিল্কের পোশাক পরেছিলেন। সেই পোশাকে উটপাখির পালক দিয়ে ভারী সুন্দর কাজ করা ছিল।"

"না, স্যার, আমার ও রকম কোনও পোশাকই নেই।"

"ও। তা হলে তো চুকেই গেল।" এরপর মিসেস স্ট্রেকারের কাছে তার ভুলের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে হোমস ইন্সপেক্টরের পিছন পিছন বেরিয়ে এল। মাঠ দিয়ে সামান্য একটু হাঁটতেই, যে-ডোবাটায় জন স্ট্রেকারের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। ডোবার ধারে ফার্জের ঝোপ। ওই ঝোপেই স্ট্রেকারের ওভারকোটটা পাওয়া গিয়েছিল।"

হোমস জিজ্ঞেস করল, "সে রাতে জোরে বাতাস বইছিল না নিশ্চয়ই?"

"না, তবে বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছিল।"

"তা হলে বাতাসে ওভারকোটটাকে উড়িয়ে আনেনি। ওটা ওখানেই রাখা হয়েছিল।"

"হ্যাঁ, কোটটা ঝোপের ওপর বিছিয়ে রাখা ছিল।"

"আপনার কথা শুনে আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এখানে অনেক লোক সোমবারের পর এসেছে। তাদের অসংখ্য পায়ের ছাপ এখানে পড়েছে।"

"না। ওধারে মোটা ক্যাম্বিশটা বিছিয়ে আমরা তার ওপর দাঁড়িয়েছিলাম।"

"চমৎকার।"

"আমার এই ব্যাগটাতে স্ট্রেকার আর সিমসনের এক পাটি করে জুতো আর সিলভার ব্লেজের একটা নাল আছে।"

"ইন্সপেক্টর, আপনার জুড়ি মেলা শক্ত।"

হোমস ব্যাগটা নিয়ে ডোবাটার মধ্যে নেমে গেল। তারপর সেই ক্যাম্বিশটা আর একটু ডোবার মাঝখানে সরিয়ে নিল। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে জমিটা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

এক সময়ে হোমস উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, আরে, এটা কী?"

জিনিসটা একটা আধপোড়া দেশলাই। কাদা লেগে একটা কাঠের টুকরোর মতো দেখাচ্ছে।

"বুঝতে পারছি না কী করে জিনিসটা আমার চোখ এড়িয়ে গেল।" ইন্সপেক্টরের কথার ভাবে বোঝা গেল যে, তিনি নিজের ওপরে খুবই বিরক্ত হয়েছেন।

"এটা কাদার তলায় ছিল, ওপর থেকে দেখা যাচ্ছিল না। আমি এটা খুঁজছিলাম বলেই দেখতে পেয়েছিলাম।"

"কী! আপনি এটা পাবেন জানতেন?"

"পাবই জানতাম না, তবে পাবার আশা করেছিলাম।" ব্যাগ থেকে জুতোগুলো বের করে হোমস সেখানকার পায়ের ছাপের সঙ্গে মেলাতে লাগল। তারপর ডোবা থেকে

BanglaBook.org

উঠে এসে ডোবার চার ধার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

ইন্সপেক্টর বললেন, "ওখানে আর কোনও পায়ের দাগ নেই। আমি চার দিকের একশো গজ জমির প্রত্যেকটি ইঞ্চি খুব ভাল করে পরীক্ষা করেছি।"

"ঠিক ঠিক। আপনি যখন বলছেন তখন আমি আর পরীক্ষা করে সময় নষ্ট করব না। তার চেয়ে আমি বরং একবার মাঠের চার পাশে একটু ঘুরে আসি। যাতে কাল সকালে আমার কাজের সুবিধে হয়। আমি এই নালটা সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে আমার কাছে রেখে দিচ্ছি।"

হোমসের কাজ করবার ধরন দেখে কী জানি কেন কর্নেল রস বিরক্ত আর অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। তিনি তাঁর হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলেন।

তিনি গ্রেগরিকে বললেন, "ইন্সপেক্টর, আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন তো ভাল হয়। কয়েকটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। বিশেষ করে সাধারণ লোকের কথা ভেবে সিলভার ব্লেজের নাম দৌড় থেকে তুলে নেওয়া উচিত নয় কি?"

হোমস বেশ জোর দিয়েই বলল, "মোটেই না। আমার মতে সিলভার ব্লেজের নাম থাকাই দরকার।"

কর্নেল হোমসের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আপনার মত জেনে খুশি হলাম। আমরা স্টেকারের বাড়িতেই আছি। আপনি ঘুরে এলে সকলে মিলে একসঙ্গে ট্যাভিস্টকে ফিরব।"

ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে কর্নেল ফিরে গেলেন। আমি আর হোমস মাঠের দিকে চললাম। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। চার পাশ গোধূলির আলোয় একেবারে ঝলমল করছে। হোমস কিন্তু এসব কিছুই দেখছিল না। নিজের চিন্তায় একদম বুঁদ হয়ে ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর হোমস বলল, "দেখো ওয়াটসন, ব্যাপারটাকে এই দিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে। জন স্টেকারকে কে খুন করেছে, সে প্রশ্নটা এখন তোলা থাক। বরং ঘোড়াটার কী হল, সেই কথাটা আলোচনা করা যাক। ধরো, যখন খুনি জন স্টেকারকে খুন করছিল তখন ঘোড়াটা পালায়। কিন্তু পালিয়ে গেল কোথায়? ঘোড়ারা দলে থাকে। যদি সিলভার ব্লেজ পালিয়ে থাকে, তবে সে হয় কিংস পাইল্যান্ডেই ফিরে যাবে, নয়তো যাবে কেপলটন আস্তাবলে। এই ধুধু মাঠে ঘোড়াটা একা একা ঘুরে বেড়াবে বলে মনে হয় না। আর তা যদি হত, তা হলে ঘোড়াটা কারও-না-কারও নজরে পড়ত। জিপসিরা কেন ওকে ধরে রাখতে যাবে? জিপসিরা পুলিশের খপ্পরে পড়তে চায় না। ওরা নিশ্চয়ই জানে যে, ও ঘোড়াটাকে কারও কাছে বিক্রি করতে পারবে না। সুতরাং ঘোড়াটাকে ওরা যদি লুকিয়ে রাখে তো ওদের লাভ নেই, উল্টে লোকসানের ভয়। এ কথাটা মানবে তো?"

"তা হলে ঘোড়াটা কোথায়?"

"আমি তো আগেই বলেছি যে, ঘোড়াটা হয় কিংস পাইল্যান্ডে আছে, নয়তো কেপলটনে আছে। কিন্তু ঘোড়াটা কিংস পাইল্যান্ডে নেই, তা হলে নিশ্চয়ই কেপলটনে আছে। এই অনুমানের ওপর নির্ভর করে আমরা একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখি, কত দূর কী হয়। ইন্সপেক্টর বলছিলেন যে, এ দিকের জমি একটু শক্ত। কিন্তু এখান থেকে তাকিয়ে দেখলে তুমি বুঝতে পারবে যে, কেপলটনের দিকে জমিটা ঢালু হয়ে গেছে। গত

BanglaBook.org

সোমবার রাত্রে ওই জায়গাটা নিশ্চয় বেশ ভিজে নরম হয়ে গিয়েছিল। আমরা যা ভেবেছি, তা যদি ঠিক হয়, তা হলে ঘোড়াটা নিশ্চয়ই ওই ঢালুটার ওপর দিয়ে গেছে। আর ওই জায়গায় গিয়ে আমরা ঘোড়াটার পায়ের ছাপ আছে কিনা দেখব।"

আমরা বেশ তাড়াতাড়িই হাঁটছিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা ঢালু জায়গাটায় পৌঁছে গেলাম। হোমসের কথামতো আমি ঢালু জায়গাটার বাঁ দিক দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। হোমস গেল ডান দিকে। বড়জোর গজ-পঞ্চাশ গেছি, এমন সময় হোমস চেঁচিয়ে উঠল। তার দিকে তাকাতে দেখলাম যে, সে আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে। হোমসের সামনে ভিজে মাটিতে পর পর ঘোড়ার পায়ের ছাপ। হোমস পকেট থেকে নালটা বের করে ছাপের সঙ্গে মেলাল। হুবহু এক।

"কল্পনার ক্ষমতাটা দেখলে তো," হোমস বলল। "গ্রেগরির এই গুণটা নেই। ব্যাপারটা কী হতে পারে, সেটা আমরা কল্পনা করবার চেষ্টা করেছিলাম। তারপর সেই অনুযায়ী কাজ করেছি। আর তার ফল তো হাতেনাতে পেলাম। চলো এগোনো যাক।"

আমরা জলা জমিটা পেরিয়ে গেলাম। তারপর আধ মাইল মতো শুকনো ঘাসের একটা মাঠ। আবার একটা ঢাল। সেই ঢালের কাছে গিয়ে ফের ঘোড়ার পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। তারপর কিছু দূর পর্যন্ত কোনও ছাপ দেখতে পেলাম না। পায়ের ছাপ দেখা গেল কেপলটন আস্তাবলের কাছাকাছি এসে। হোমসই পায়ের ছাপটা দেখেছিল। হোমসের মুখ খুশিতে চকচক করছিল। ঘোড়ার পায়ের ছাপের পাশাপাশি একটি লোকের পায়ের ছাপ।

আমি বললাম, "ঘোড়াটা তো এতক্ষণ একা একাই ছিল।"

"ঠিকই। একলাই ছিল। আরে আরে, এটা আবার কী?"

জোড়া পায়ের ছাপ উলটো দিকে ঘুরে কিংস্ লাইল্যান্ডের দিকে গেছে। হোমস শিস দিয়ে উঠল। আমরা উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। হোমস ওই ছাপগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। আমি মাঝে মাঝে এদিকে-ওদিকে দেখছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, পায়ের ছাপগুলো ফের কেপলটনের দিকে ঘুরে এসেছে।

আমি হোমসকে ডেকে দেখালাম। "ওহ্ ওয়াটসন, তুমি একটা বড় জিনিস আবিষ্কার

BanglaBook.org

করেছ। আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল। চলো, আমরা আবার ফিরে যাই।"

আমাদের বেশি দূর যেতে হল না। কেপলটন আস্তাবলের অ্যাসফল্ট-বাঁধানো রাস্তার মুখ পর্যন্ত পায়ের ছাপ বরাবর চলে এসেছে। আমাদের দেখতে পেয়ে একটা ছোকরা সহিস ছুটে এল।

সে বলল, "এখানে অচেনা লোকের ঘোরাঘুরি আমরা পছন্দ করি না।"

হোমস কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, "আমি একটা কথা জানতে এসেছি। আমি যদি কাল ভোর পাঁচটার সময়ে মিঃ সাইলাস ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করতে চাই, সেটা কি খুব সকাল সকাল আসা হবে?"

"না স্যার। এখানে যদি কেউ সকাল করে ওঠে তো তিনি মিঃ ব্রাউন। ওই তো উনি আসছেন। আপনি ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন।...না, না, আমি আপনার টাকা নিতে পারব না। উনি দেখতে পেলে আমার চাকরি চলে যাবে। পরে কোনও এক সময়ে আপনি যদি দিতে চান তো সে কথা আলাদা।"

হোমস যখন হাফ ক্রাউনটা পকেটে ঢোকাচ্ছিল তখন একজন জাঁদরেল চেহারার লোক একটা চাবুক দোলাতে দোলাতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। লোকটিকে দেখলে মনে হয় সদাই রেগে রয়েছে।

"ডাউসন, কী গুজগুজ ফুসফুস করছ। যাও, নিজের কাজে যাও। কী মশাই, আপনারা এখানে কী মতলবে ঘোরাঘুরি করছেন?"

হোমস খুব ভদ্র ভাবে বলল, "আপনার সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলতে চাই।"

"আজেবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার নেই। এখানে অচেনা লোকের আমদানি আমরা মোটে পছন্দ করি না। এখান থেকে যাবেন, না কুকুরটা ছেড়ে দিতে হবে?"

হোমস সামান্য ঝুঁকে পড়ে সাইলাস ব্রাউনের কানে কানে কী যেন বলল। হঠাৎ লোকটির মুখটা রাঙা টকটকে হয়ে উঠল, "মিছে কথা। এ সম্পূর্ণ মিছে কথা!"

"বেশ। তা হলে এইখানেই ব্যাপারটার ফয়সালা করা যাক। নাকি বসবার ঘরে যাওয়া হবে?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি ভেতরেই আসুন।"

হোমস মুচকি হাসল। "ওয়াটসন, আমার বেশি দেরি হবে না।" তারপর বলল, "চলুন মিঃ ব্রাউন, ভেতরে যাই।"

প্রায় মিনিট-কুড়ি পরে হোমস ফিরে এল। এত কম সময়ের মধ্যে কোনও লোকের চেহারা হাবভাব এত পালটাতে আমি কখনও দেখিনি। মিঃ ব্রাউনের মুখ-চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে। তার হাতটা থরথর করে কাঁপছিল। হাতের চাবুকটা এমন দুলছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন ঝোড়ো বাতাস দিচ্ছে। তার সে হামবড়া ভাব আর নেই। হোমসের পিছনে পোষা কুকুরের মতো সে ঘুরঘুর করছিল।

"আপনার কথা মতোই সব কাজ হবে," ব্রাউন বলল।

তার দিকে ফিরে হোমস বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু গোলমাল বা ভুল যেন না হয়।"

"না, না, কোনও গোলমাল হবে না। ওখানে ঠিক হাজির হবে। ওটাকে কি আমি আগেই পালটে ফেলব?"

BanglaBook.org

হোমস একটুখানি চিন্তা করে হাসতে হাসতে বলল, "না, পালটাবে না। ...এ ব্যাপারে আমি পরে জানাব। ...তবে ভাল কথা, কোনও রকম চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না।"

"না, না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।"

"তোমার নিজের জিনিস হলে যে ভাবে দেখাশোনা করতে, সেই ভাবে দেখবে।"

"সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"বেশ। কালই আমি খবর দেব।" বলে হোমস কিংস পাইল্যান্ডের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

"বুঝলে ওয়াটসন, একই সঙ্গে গুন্ডা অথচ নীচ আর ভিতুর ডিম এই তিন ধরনের লোককে একসঙ্গে মেলালে যে-লোকটির চেহারা পাওয়া যাবে, সে হচ্ছে এই ব্রাউন।"

"তা হলে ঘোড়াটা ওর আস্তাবলেই আছে?"

"প্রথমে ও অবশ্য সব কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। তখন আমি ওকে সেদিন সকালে যা যা ঘটেছিল সব বললাম। বললাম, ঘোড়ার পায়ের ছাপের পাশে পাশে যে-চৌকো জুতোর ছাপ আছে, তা তার পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলে গেছে। আমি ওকে আরও বললাম, ভোরে সে যখন একটা ঘোড়াকে ঘুরে বেড়াতে দেখে, তার কী মনে হয়েছিল। তারপর বললাম, যখন ঘোড়াটার কপালে সাদা দাগ দেখে ও বুঝতে পারে যে ওটা সিলভার ব্লেজ, তখন ওর কী মনে হয়েছিল। তারপর প্রথমে সে ঘোড়াটাকে নিয়ে যখন কিংস পাইল্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল, তার মাথায় কী ভাবে বদবুদ্ধি চাপল। ঘোড়াটাকে দৌড়ের সময় গায়েব করে দিতে পারলে তার নিজের ঘোড়ার কী সুবিধে হবে। আর এই ভেবে সে আবার ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরে আসে। যখন সব কথা খুলে বললাম, তখন ওর একমাত্র চিন্তা হল কী করে নিজেকে বাঁচানো যায়।

"কিন্তু ওর আস্তাবলে তো পুলিশ খোঁজ করে এসেছিল।"

"ওর মতো একজন ঝানু লোকের পক্ষে একটা ঘোড়াকে লুকিয়ে রাখাটা কোনও ব্যাপারই নয়।"

"কিন্তু ঘোড়াটা ওর জিম্মায় রেখে আসাটা কি ঠিক হল? ঘোড়াটার কোনও ক্ষতি হলে তো ওরই লাভ।"

"না হে, না। এখন ঘোড়াটাকে ও প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে। কেন না, ও জানে যে, ওর বাঁচবার একমাত্র পথ হল ঘোড়াটাকে বহাল তবিয়তে রাখা।"

"কিন্তু কর্নেল রস এ ব্যাপারে ব্রাউনকে ক্ষমা করবেন বলে মনে হয় না।"

"এটা কর্নেল রসের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ছে না। আমি আমার মতে কাজ করব। যতটুকু কর্নেলকে বলা দরকার বলে মনে করব, আমি ততটাই বলব। স্বাধীন ভাবে কাজ করবার এইটেই সুবিধে। তুমি লক্ষ করেছ কিনা জানি না, কর্নেল আমার সঙ্গে একটু মুরুব্বিয়ানা করছেন। এখন আমি ওঁকে একটু লেজে খেলাব। ঘোড়ার কথা ওঁকে কিছু বোলো না।"

"নিশ্চয়ই না। তোমার মত না নিয়ে কোনও কথা বলব না।"

"তবে এই ঘোড়া উদ্ধারের ব্যাপারটা তো আসল কথা নয়। আসল কথা হল, কে জন স্ট্রেকারকে খুন করল।"

"এবার তুমি ওই সমস্যার সমাধানে মন দেবে?"

BanglaBook.org

"না, ঠিক উলটোটা। আমরা আজ রাতের ট্রেনেই লন্ডন ফিরে যাব।"

হোমসের কথা শুনে আমার মনে হল যে, আমার মাথায় বাজ পড়ল। আমরা এই তো ক'ঘণ্টা আগে ডেভনশায়ারে এসে পৌঁছেছি। হোমস আসতে-না-আসতেই একটা জট খুলে ফেলেছে। আর ঠিক যখন ব্যাপারটা জমে উঠছে, তখনই কেন যে হোমস ফিরে যেতে চাইছে আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও হোমসের কাছ থেকে আর কোনও কথা বের করতে পারলাম না। আমরা চুপচাপ স্ট্রেকারের বাড়িতে ফিরে এলাম। কর্নেল আর ইন্সপেক্টর বৈঠকখানায় বসেছিলেন।

"আমরা আজ মাঝরাতের ট্রেনে লন্ডন ফিরে যাব। আপনাদের ডার্টমুরের সুন্দর আবহাওয়া খুব উপভোগ করলাম।" হোমস বলল।

ইন্সপেক্টর চোখ বড় বড় করে তাকালেন। কর্নেলের মুখে একটা চাপা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। কর্নেল বললেন, "তা হলে স্ট্রেকারের খুনিকে ধরবার আশা আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন।"

হোমস খানিকটা নাচার ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, খুনিকে ধরবার ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তবে আমার বিশ্বাস, আপনার ঘোড়া মঙ্গলবার দৌড়োবে। আপনি শুধুমাত্র আপনার জকিকে তৈরি থাকতে বলবেন। আমাকে কি জন স্ট্রেকারের একটা ফোটোগ্রাফ দিতে পারেন?"

ইন্সপেক্টর তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বের করে দিলেন।

"মিঃ গ্রেগরির কাছে চাওয়ামাত্র জিনিসটি পাওয়া যায় দেখছি। আপনারা যদি একটু অপেক্ষা করেন তো ভাল হয়। আমি ওই কাজের মেয়েটির সঙ্গে দু'-একটা কথা বলতে চাই।"

হোমস ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কর্নেল বেশ রূঢ় ভাবে বললেন, "নাহ্, আমাদের লন্ডনের গোয়েন্দামশাইয়ের কাজকর্মে আমি সত্যিই খুব হতাশ হয়েছি। আমি তো দেখছি উনি আসবার আগে আমরা যেখানে ছিলাম, এখনও সেখানেই আছি।"

আমি বললাম, "কিন্তু হোমস তো আপনাকে কথা দিয়েছে যে আপনার ঘোড়াটা পাওয়া যাবে।"

কর্নেল অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে বললেন, "উনি কথা না দিয়ে ঘোড়াটাকে এনে হাজির করলে আমি বেশি খুশি হতাম।"

আমি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হোমস ঘরে ঢুকল।

"চলুন, আমরা এখন ট্যাভিস্টকের দিকে যাই।"

আমরা গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই আস্তাবলে একটি ছেলে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। হঠাৎ হোমসের কী খেয়াল হল, সে ছেলেটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার আস্তাবলে ভেড়া আছে নিশ্চয়ই! সেগুলোর দেখাশোনা কে করে?"

"আজ্ঞে আমি করি।"

"আচ্ছা, ভেড়াগুলোর কি কোনও অসুখবিসুখ করেছে?"

"না। তবে তিনটে ভেড়া খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।"

আমি দেখলাম হোমসের খুব স্ফূর্তি হয়েছে। সে হাত ঘষতে ঘষতে হাসতে লাগল।

আমার হাতে ছোট্ট একটা চড় মেরে হোমস বলল, "ওয়াটসন, স্রেফ আন্দাজে ঢিল

BanglaBook.org

ছুড়েছিলাম। গ্রেগরি, ভেড়াদের এই অসুখটার দিকে আমি তোমাকে একটু মন দিতে বলছি।... ওহে, গাড়ি ছাড়ো।"

কর্নেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তিনি শার্লক হোমসের কার্যকলাপে মোটেই খুশি হতে পারেননি। কিন্তু ইন্সপেক্টরের মুখ-চোখ দেখে মনে হল, তিনি বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন।

"ব্যাপারটা আপনি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন?" গ্রেগরি জিজ্ঞেস করলেন।

"খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।"

"এ ছাড়া আর বিশেষ কোনও কিছুর দিকে নজর দিতে বলছেন?"

"সেই রাত্রে কুকুরটার অস্বাভাবিক ব্যবহারটা বিবেচনা করুন।"

"সেই রাত্রে কুকুরটা তো কিছু করেনি।"

হোমস বলল, "সেইটাই তো অস্বাভাবিক।"

ঠিক চার দিন পরে আমি আর হোমস আবার ট্রেনে করে চললাম। এবার আমরা যাচ্ছি উইনচেস্টার। সেখানে ওয়েসেক্স কাপের দৌড় হবে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে কর্নেল রস স্টেশনের বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। তাঁর চোখ-মুখ গম্ভীর। কথাবার্তায় একটা ছাড়া ছাড়া ভাব।

"আমি এখনও আমার ঘোড়ার সন্ধান পাইনি।" কর্নেল বললেন।

"আপনি আপনার ঘোড়াকে দেখে চিনতে পারবেন বলে আশা করি।"

হোমসের কথায় কর্নেল দারুণ চটে গেলেন, "আমি বিশ বছর ধরে এই নিয়ে আছি। আমাকে কখনও কেউ এ রকম প্রশ্ন করতে সাহস করেনি। সিলভার ব্লেজকে দেখলে একটা ছোট ছেলেও চিনতে পারবে। কপালে সাদা দাগ আর সামনের পায়ে ছিট ছিট দাগ আছে।"

"সিলভার ব্লেজের বাজার কেমন?"

"কাল পর্যন্ত ভাল ছিল। কিন্তু আজ দাম পড়ে গেছে।"

হোমস বলল, "ভেতরের খবরটা কেউ জানে বলে মনে হচ্ছে।"

আমরা যখন গ্রান্ডস্ট্যান্ডে আমাদের বসবার জায়গায় গেলাম, তখন দেখলাম ওয়েসেক্স কাপে যে-সব ঘোড়া ছুটবে তাদের নামের লিস্ট টাঙানো রয়েছে:

১। মিঃ হিথ নিউটনের দ্য নিগ্রো (লালটুপি, দারচিনি রংয়ের জামা)
২। কর্নেল ওয়ার্ডলয়ের পিউজিলিস্ট (গোলাপি টুপি, নীল, কালো জামা)
৩। লর্ড ব্যাকওয়াটারের ডেসবরো (হলদে টুপি, লম্বা হাতা)
৪। কর্নেল রসের সিলভার ব্লেজ (কালো টুপি, লাল জামা)
৫। ডিউক অব বালমোরালের আইরিশ (হলদে কালো ডোরা)
৬। লর্ড সিঙ্গলফোর্ডের র‍্যাসপার (কালচে-লাল টুপি, কালো হাতা)

"আপনার কথার ওপর ভরসা করে আমাদের অন্য ঘোড়াটার নাম কাটিয়ে দিয়েছি কিন্তু। আরে এ কী, সিলভার ব্লেজ জিতবে বলে লোকে এখনও বলাবলি করছে।"

গেটের মুখে কিছু লোক কোন ঘোড়ার জেতার সম্ভাবনা কী রকম, তাই নিয়ে

BanglaBook.org

নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল।

আমি বললাম, "ওই যে এবার নম্বর লাগিয়ে দিচ্ছে। ছ'টা নম্বরই আছে।"

কর্নেল বললেন, "যাক, তা হলে আমার ঘোড়া ছুটছে। কিন্তু আমার ঘোড়া কই?" বুঝলাম, কর্নেল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

"এই তো পাঁচটা বেরোল। তা হলে ছ' নম্বর ঘোড়াটাই আপনার ঘোড়া হবে।" আমার কথা শেষ হবার আগেই একটা সুন্দর তেজি ঘোড়া টগবগ করতে করতে বেরিয়ে এল।

কর্নেল চিৎকার করে বলে উঠলেন, "এটা আমার ঘোড়া নয়। এটার গায়ে একগাছি সাদা চুল নেই। এ আপনি কী করছেন, মিঃ হোমস।"

একটুও না ঘাবড়ে হোমস বলল, "ব্যস্ত হবেন না। এ এখন কেমন ছোটে দেখা যাক।" তারপর আমার ফিল্ড গ্লাসটা চেয়ে নিয়ে হোমস দেখতে লাগল। "বাঃ বাঃ, দারুণ ছুটছে তো। এইবার বেঁকছে...দারুণ!"

আমরা যেখানে বসেছিলাম, সেখান থেকে এখন ঘোড়াগুলোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ছ'টা ঘোড়া পাশাপাশি এক লাইনে ছুটছিল। আমার মনে হল, একটা চাদর ছুড়ে দিলে ঘোড়াগুলো চাপা পড়ে যাবে। একটু পরেই কর্নেলের ঘোড়া সব ঘোড়াকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। সিলভার ব্লেজ ডেসবরো আর ডিউক অব বালমোরালের ঘোড়া আইরিশকে অনেক পেছনে ফেলে দৌড়ের শেষ মুখে পৌঁছে গেল।

কর্নেল রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, "যাক, দৌড়ে আমি জিতেছি। কিন্তু আমি তো এ সবের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। মিঃ হোমস, আপনি কি দয়া করে সব খোলসা করে বলবেন?

"নিশ্চয়ই। তার আগে চলুন একবার ঘোড়াটাকে দেখে আসি।"

যেখানে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়েছিল আমরা সেখানে গেলাম। হোমস বলল, "আপনি এর মুখ আর সামনের পা স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে ফেললেই দেখবেন যে, এই আপনার সিলভার ব্লেজ।"

"আপনার কথা শুনে তো মাথা ঘুরে যাচ্ছে।"

"আমি একে যার কাছে যে-অবস্থায় পাই, সেই ভাবেই ছোটাবার ব্যবস্থা করি।"

"আপনি তো মশাই ম্যাজিক দেখালেন। ঘোড়াটা খুব যত্নে ছিল বলে তো মনে হচ্ছে। এর আগে ঘোড়াটা এত ভাল ভাবে কখনও দৌড়োয়নি। দেখুন, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। মিঃ হোমস, ঘোড়াটাকে খুঁজে বের করে আপনি আমার মস্ত বড় উপকার করেছেন। এখন স্ট্রেকারের খুনিকে যদি ধরতে পারেন তো আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

"আমি তো তাকে ধরে ফেলেছি," হোমস আস্তে আস্তে বলল।

আমি আর কর্নেল আশ্চর্য হয়ে হোমসের দিকে তাকালাম। "আপনি তাকে ধরে ফেলেছেন। কই কোথায়?"

"সে এখানেই আছে।"

"এখানে? কোথায়?"

"আমাদের কাছাকাছি আছে।"

রাগে কর্নেলের মুখ লাল হয়ে গেল। "আপনি আমার খুবই উপকার করেছেন মিঃ

BanglaBook.org

হোমস। কিন্তু তাই বলে আপনি আমাকে অপমান করলে সেটা আমি বরদাস্ত করব না।"

হোমস হেসে উঠল। "না, না, খুনের সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। খুনি হচ্ছেন এই ইনিই," বলে হোমস ঘোড়াটার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল।

"ঘোড়াটা খুনি!" আমি আর কর্নেল রস একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম।

"হ্যাঁ। ঘোড়াটাই খুনি বটে। তবে জন স্ট্রেকারকে ও খুন করেছে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। তাই ওকে খুনের দায়ে দায়ি করা যাবে না কোনওমতেই। জন স্ট্রেকার অত্যন্ত খারাপ ধরনের লোক ছিলেন। ওঁকে বিশ্বাস করাটাই আপনার ভুল হয়েছিল।...যাই হোক, এই বাজিগুলো শেষ হোক, তখন সব কথা বলব।"

সন্ধেবেলা আমরা লন্ডনের ট্রেনে চাপলাম। হোমসের কথা শুনতে শুনতে কী ভাবে যে সময় কেটে গেল, আমরা বুঝতেই পারিনি।

"গোড়াতেই বলি, খবরের কাগজ পড়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে যে-ধারণাটা আমার হয়েছিল, সেটা একদম ভুল। খবরের কাগজে যে-সব সত্যি-মিথ্যে কথা ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে আসল কথাটা একদম চাপা পড়ে গিয়েছিল। ডেভনশায়ারে যাবার সময় আমার মনে হয়েছিল যে, ফিটসরয় সিমসনই অপরাধী। যদিও এটা জানতাম যে, তার বিরুদ্ধে জোরালো কোনও প্রমাণ নেই।

"মনে আছে বোধহয়, ল্যান্ডো করে যাবার সময় স্ট্রেকারের বাড়ির সামনে গাড়ি থামলে আপনারা সবাই নেমে পড়েছিলেন। আমি গাড়ির ভেতরে বসেছিলাম। আসলে তখনই আমার কাছে সব জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আর আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে, এত বড় সূত্রটা আমার চোখ এড়িয়ে গেল কেমন করে। সে সূত্রটা হল মাটনকারি।"

কর্নেল বললেন, "আমি কিন্তু এখনও মাটনকারির সূত্রের তাৎপর্যটা ধরতে পারিনি।"

"আমার বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে এইটেই প্রথম ধাপ বলতে পারেন। আফিমগুঁড়োর একটা স্বাদ আছে। সাধারণ ভাবে কোনও খাবারের সঙ্গে মেশালেই তার গন্ধটা ধরা পড়বেই। আর তখনই যাকে সেটা খেতে দেওয়া হবে, সে আর খাবে না। মাটনকারি হচ্ছে সেই ধরনের রান্না, যাতে আফিম মেশালে তার গন্ধটা আর টের পাওয়া যাবে না। তা যদি হয় তবে ফিটসরয় সিমসনের পক্ষে কী ভাবে জানা সম্ভব যে, সেই দিন আস্তাবলের ছেলেদের জন্যে মাটনকারি রান্না হবে? সিমসনের পক্ষে এ কথা জানা একেবারেই অসম্ভব। তা হলে সিমসনকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়। তখন সন্দেহটা গিয়ে পড়ে স্ট্রেকার আর তাঁর স্ত্রীর ওপর। কেন না, সেই রাতে মাটনকারি রান্না হবে কিনা এটা তাঁরাই ঠিক করেছেন। হান্টারের জন্যে যে-তরকারিটা আলাদা করে রাখা হয়েছিল সেই ডিশটাতেই আফিম মেশানো হয়েছিল। তা হলে বাড়ির কাজের মেয়েটির অজান্তে কার পক্ষে ওই ডিশে আফিম মেশানো সম্ভব?

"কে এ কাজ করে থাকতে পারে, এটা ঠিক করতে গিয়ে আর একটা ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। সেটা হল, সেই রাতে আস্তাবলের কুকুরটা চুপচাপ ছিল। যদি একটা সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় তো তার থেকে আরও অনেক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব। সিমসনের ব্যাপারটা থেকে আমি জানতে পারি যে, আস্তাবলে একটা কুকুর থাকে। রাত্তিরবেলায় কেউ ঘোড়াটাকে আস্তাবল থেকে বের করে নিয়ে গেল অথচ কুকুরটা ডাকল না কেন?

BanglaBook.org

কুকুরটা ডাকাডাকি করলে তো আস্তাবলের আরও দুটো ছেলের ঘুম ভাঙত। তা হলে সেই রাত্তিরে এমন একজন কেউ আস্তাবলে এসেছিল যাকে কুকুরটা চেনে।

"আমি তখন মোটামুটি ভাবে নিশ্চিত যে, জন স্ট্রেকারই রাতে আস্তাবলে আসেন আর ঘোড়াটাকে বের করে নিয়ে যান। কিন্তু কী জন্যে? নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলবে তিনি এ কাজ করেছেন, তা না হলে কেন তিনি যে-ছেলেটি আস্তাবলে পাহারা দিচ্ছিল তাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু উদ্দেশ্যটা তখনও আমি ধরতে পারিনি। অবশ্য ঘুষ খেয়ে কখনওসখনও ঘোড়ার ম্যানেজার যে নিজের ঘোড়া যাতে না দৌড়োতে পারে, সে কাজ যে করেনি তা নয়। এটা কী করে হয়, জকিকে ঘুষ দিয়ে, না হয় অন্য কোনও উপায়ে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জন স্ট্রেকার কোন উপায় নিতে চেয়েছেন? আমার মনে হল যে, স্ট্রেকারের জামাপ্যান্টের পকেট পরীক্ষা করে দেখলে একটা হদিস পাব।

"হলও ঠিক তাই। আপনাদের নিশ্চয়ই সেই ছুরিটার কথা মনে আছে। স্ট্রেকারের হাতের সেই ছুরিটা দেখে ওয়াটসন বলেছিল যে, ওই ধরনের ছুরি ডাক্তারবাবুরা অপারেশন করবার সময় ব্যবহার করেন। হ্যাঁ, সেই রাতে খুব একটা সূক্ষ্ম অপারেশন করবার জন্যই ওই ছুরিটা নেওয়া হয়েছিল। কর্নেল রস, আপনি তো বহু দিন ঘোড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ঘোড়ার পায়ের একটা বিশেষ উপশিরা সামান্য একটু ছড়ে দিলেই ঘোড়া সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটবে। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাবে না। মনে হবে ঘোড়াটা বোধহয় অতিরিক্ত পরিশ্রমে কাহিল হয়ে পড়েছে।"

"পাজি! শয়তান!" কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন।

"ঘোড়াটাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয়েছিল এই কারণে যে, আস্তাবলের মধ্যে ওই কাজ করতে গেলে ঘোড়ার চিৎকারে আস্তাবলের ছোকরাদের ঘুম ভেঙে যেত।"

"ওহ, আমি কিছুই ধরতে পারিনি। সেই জন্যেই শয়তানটা সঙ্গে দেশলাই আর মোমবাতি নিয়ে গিয়েছিল।"

"ঠিক তাই। স্ট্রেকারের জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি বুঝতে পারলাম কেন তিনি এ কাজ করতে গিয়েছিলেন। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, স্ট্রেকারের পকেটে কতগুলো বিল পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটা ডার্বিশায়ার বলে একজনের নামে। আমরা নিজেদের বিল মেটাতেই হিমশিম খেয়ে যাই, আর স্ট্রেকার অন্যের বিল রেখে দিয়েছেন? আমার তখনই সন্দেহ হয়। মিসেস স্ট্রেকারকে গার্ডেন পার্টির গল্প ফেঁদে ওই পোশাকটার কথা জেনে নিলাম। ওই পোশাক ওঁর নেই। তা হলে? এর উত্তর পেলাম লন্ডনের সেই দোকানে। স্ট্রেকারের ফোটো দেখাতেই ওরা ওঁকে ডার্বিশায়ার বলে চিনতে পারল। তারপর সবকিছুই সহজ হয়ে গেল।

"স্ট্রেকার ঘোড়াটাকে নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন। কুকুরের তাড়া খেয়ে সিমসন যখন পালাচ্ছিল তখন ওর টাইটা পড়ে যায়। স্ট্রেকার সেটা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নেন। তিনি ঠিক করেছিলেন, ওইটে দিয়ে ঘোড়াটার পা বাঁধবেন। তারপর ডোবার মধ্যে ঘোড়াটাকে নিয়ে নামেন। অন্ধকারে ফস করে দেশলাই জ্বালতে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে যায়। জন্তুরা অনেক জিনিস টের পায়। স্ট্রেকারের হাবভাবে ও কিছু টের পেয়েছিল নিশ্চয়ই। তাই স্ট্রেকার ওর কাছে যেতেই ঘোড়াটা চাঁট ছুড়তে থাকে। লোহার নাল-লাগানো পায়ের এক মোক্ষম চাঁটেই স্ট্রেকার মারা পড়েন। কী, সব পরিষ্কার হল তো?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। এমন ভাবে বললেন যে, মনে হল ঘটনাগুলো আপনার চোখের সামনেই ঘটেছে।"

"আর ভেড়ার ব্যাপারটা আন্দাজে ঢিল ছুড়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, স্ট্রেকার যে রকম ঘড়েল মানুষ, তাতে এ কাজ করবার আগে তিনি হাত পাকিয়ে নিতে চাইবেন। ভেড়াই হল এ কাজে হাত পাকাবার সবচেয়ে উপযুক্ত জন্তু। তাই ভেড়ার দিকে নজর পড়াতে আমি ছেলেটির কাছে ভেড়াদের কুশল সংবাদ জানতে চাই।"

"আপনি সব সমস্যারই তো সমাধান করলেন। ঘোড়াটা কী ভাবে পেলেন সেটা বলুন।"

"স্ট্রেকারকে আঘাত করে ঘোড়াটা পালিয়ে যায়। আপনারই একজন প্রতিবেশী ঘোড়াটাকে রেখে দেয়। ও ব্যাপারটা ভুলে যান। আর মিনিট-দশেকের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব। এরপর আপনার যদি আর কিছু জানবার থাকে তো সেটা আমাদের ফ্ল্যাটেই হবে।"

BanglaBook.org

হলদে মুখ

আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাজকর্মের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে আমি সেই ঘটনাগুলোই বেছে নিয়েছি, যেগুলোর ফয়সালা সে করতে পেরেছে। অবশ্য এর একটা বড় কারণ হল যে, শার্লক হোমস যে-সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, সে সমস্যার সমাধান আর কেউই করতে পারেনি। সে সমস্যা চিরকালের জন্যে সমস্যাই রয়ে গেছে। এই ঘটনাগুলোর কোনও কোনওটা আমি তার কাছে শুনেছি, আর অনেকগুলোর সমাধানের সময় আমি তার সঙ্গে থেকেছি। তবে যেটা বরাবর লক্ষ করেছি সেটা হল, যখন শার্লক হোমস কোনও রহস্যের মোকাবিলা করতে পারছে না, তখন তার দক্ষতা, ক্ষমতা আর জেদ যেন দশ গুণ বেড়ে যায়। আবার দু'-একবার এমনও হয়েছে যে, শার্লক হোমস ভুল পথে এগিয়েও রহস্যের মোকাবিলা করে ফেলেছে। আমার ডায়েরিতে এই ধরনের গোটা-ছয়েক ঘটনার কথা লেখা আছে। তার মধ্যে দুটো ঘটনা খুবই ইন্টারেস্টিং। সেই দুটো ঘটনার একটা ঘটনা আজ লিখব বলে ঠিক করেছি।

স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ব্যায়ামট্যায়াম করা শার্লক হোমসের ধাতে নেই। অথচ তার গায়ে জোর সাংঘাতিক। শুধু গায়ের জোরই নয়, বক্সিংয়েও তার জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু কী জানি কেন, মুগুর ডাম্বেল ভাঁজা বা ডনবৈঠক দেওয়ার ব্যাপারটাকে হোমস সময় আর ক্ষমতার অপব্যবহার বলে মনে করে। তাই নেহাত তদন্তের ব্যাপার ছাড়া ঘর থেকে বেরোত না। আর যখন কোনও তদন্তের কাজে হাত দিত, তখন সে দিনরাত নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজ করত। তখন তাকে ক্লান্ত হয়ে জিরোতে দেখিনি কখনও। কী করে যে হোমস নিজেকে এমন 'ফিট' রাখে, সেটা সত্যি একটা আশ্চর্যের কথা। অবশ্য একটা কারণ এই হতে পারে যে, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে হোমস খুব সাবধানী। সে খায় খুব সামান্য। আর খায়ও সাদাসাপটা। আর একটা কারণ হতে পারে যে ধূমপান ছাড়া তার অন্য কোনও নেশা নেই।

শীত শেষ হয়ে বসন্ত আসি আসি করছে। হোমস খুব খোশমেজাজে ছিল। আমাকে টেনে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমরা পার্কে ঢুকলাম। সবুজ গাছে গাছে কচিপাতা বেরোতে শুরু করেছে। প্রায় দু' ঘণ্টা আমরা চুপচাপ সেখানে বেড়াতে লাগলাম। তারপর আমরা যখন বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলাম, তখন পাঁচটা বেজে গেছে।

আমরা ফিরে আসতেই আমাদের কাজের লোকটি বলল, "একজন ভদ্রলোক আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।"

হোমস আমার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল, "বিকেলে বেড়াতে যাওয়ার ফল হাতেনাতে পাওয়া গেল!" হোমস আমাকে কথা শুনিয়ে দিল। তারপর ছেলেটাকে বলল, "সে ভদ্রলোক কি চলে গেছেন?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি তাঁকে ঘরে বসতে বলোনি?"

"বলেছিলাম। তিনি ঘরে বসেও ছিলেন।"

"তিনি কতক্ষণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন?"

"তা প্রায় আধঘণ্টা তো হবেই। তবে ভদ্রলোক খুব ছটফট করছিলেন। আমি তো বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম যে, ভদ্রলোক একবার বসছেন, একবার দাঁড়াচ্ছেন, একবার পায়চারি করছেন। তারপর এক সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উনি বললেন, 'ভদ্রলোক ঘরে ফিরবেন না নাকি?' ঠিক এই কথাগুলোই উনি বলেছিলেন। আমি বললাম, 'আপনি আর একটু বসুন। উনি এক্ষুনি এসে পড়বেন।' তখন ভদ্রলোক বললেন, 'তা হলে আমি বরং বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। ঘরের মধ্যে আমার হাঁফ ধরছে।' আমার কথায় কান না দিয়ে ভদ্রলোক তড়বড় করে নেমে গেলেন।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হোমস কাজের ছেলেটিকে বলল, "না, তোমার কোনও দোষ নেই", তারপর আমাকে বলল, "খুব বিরক্ত লাগছে। বুঝলে ওয়াটসন, মাথা খাটাবার মতো কোনও বিষয়ই আমার হাতে নেই। ভদ্রলোক যে রকম উত্তেজিত আর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন, তার থেকে মনে হচ্ছে যে, তাঁর আমার কাছে আসবার কারণটা বেশ জরুরি।...আরে আরে, টেবিলের ওপর ওই পাইপটা তো তোমার নয়। নিশ্চয়ই সেই ভদ্রলোকই এই পাইপটা ফেলে গেছেন। দেখি তো। বেশ পুরনো ব্রায়ার পাইপ। বাজারে এগুলোকে বলে অ্যাম্বার। এ ধরনের খাঁটি অ্যাম্বার লন্ডন শহরে খুব বেশি আছে বলে আমার মনে হয় না। লোকে বলে খাঁটি অ্যাম্বারের মধ্যে একটা দাগ থাকে। নকল দাগ দিয়ে জাল অ্যাম্বার তৈরি করাটা একটা বড় ব্যবসা। যে-কোনও কারণেই হোক ভদ্রলোক মনে মনে এতই বিচলিত হয়ে পড়েছেন যে, তাঁর এই প্রিয় পাইপটা এখানে ফেলে গেছেন।"

আমি বললাম, "পাইপটা যে ভদ্রলোকের প্রিয়, একথাটা তুমি জানলে কেমন করে?"

"দেখো ওয়াটসন, এই পাইপটার দাম হবে বড়জোর সাড়ে সাত শিলিং। আচ্ছা এইবার দেখো, পাইপটাকে দু'বার মেরামত করা হয়েছে। একবার নলটা সারানো হয়েছে, আর একবার মুন্ডিটা সারানো হয়েছে। দু'জায়গাতেই রুপোর পাত মেরে দেওয়া হয়েছে। এই এক-একটা রুপোর পাতের দাম পাইপটার দামের চাইতে বেশি। ভদ্রলোক এত খরচ করে দু-দু'বার পাইপটা কখনও সারাতেন না, যদি এটার ওপর তাঁর বিশেষ টান না থাকত। এর চাইতে ঢের কম পয়সায় তিনি একটা নতুন পাইপ কিনে নিতে পারতেন।"

লক্ষ করলাম, হোমস পাইপটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। তাই আমি বললাম, "এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারো!"

হোমস পাইপটা তুলে ধরল। তারপর মেডিকেল কলেজে অধ্যাপকমশাইরা যেমন একটা হাড়ের টুকরোর ওপর আঙুল দিয়ে দাগ টানতে টানতে বক্তৃতা দেন, সেই রকম ভাবে বলতে লাগল, "পাইপ থেকে একটি মানুষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারা যায়। ঘড়ি আর জুতোর ফিতের পরে পাইপই হচ্ছে একমাত্র জিনিস, যেটাকে খুঁটিয়ে দেখলে সেই মানুষটির স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে প্রায় সব কথাই জানা যায়। কিন্তু এই পাইপটায় সে রকম কোনও বিশেষত্ব চোখে পড়ছে না। এই পাইপের মালিকের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। ভদ্রলোক ন্যাটা। তাঁর দাঁত খুব ভাল। স্বভাব অগোছালো। অবস্থা ভাল, হিসেব করে চলতে হয় না।"

BanglaBook.org

হোমস কথাগুলো তরতর করে বলে গেল। তারপর আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি বুঝতে পারলাম, সে জানতে চাইছে যে, কোন তথ্যের ওপর নির্ভর করে সে এই কথাগুলো বলেছে তা আমি বুঝতে পেরেছি কিনা।

"লোকটি সাড়ে সাত শিলিং দামের পাইপ ব্যবহার করছে বলে তুমি ধরে নিচ্ছ যে, তার অবস্থা ভাল," আমি বললাম।

পাইপটা থেকে ঠুকে ঠুকে তামাক হাতের চেটোয় বের করে হোমস বলল, "এই তামাকের নাম গ্রোভনার মিক্সচার। এক আউন্সের দাম আট পেন্স। এর অর্ধেক দামে ভাল ভাল তামাক পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও যখন উনি এই তামাকই ব্যবহার করেন, তখন বোঝা যাচ্ছে যে, ওঁর পয়সার টানাটানি নেই।"

"কিন্তু আর সব কথা তুমি জানলে কী ভাবে?"

"গ্যাস থেকে পাইপ ধরানো ভদ্রলোকের অভ্যেস। দেখো, পাইপের মুন্ডির পাশটা পুড়ে গেছে। দেশলাই দিয়ে পাইপ ধরালে এ ভাবে পুড়ত না। দেশলাইটা লোকে তামাকের ওপরে ধরে, পাইপের ধারে নয়। ধারটা পুড়তে পারে আগুনের ওপর ধরলে। তারপর দেখো, পাইপের ডানদিকটাই বেশি পুড়েছে। এর কারণ হচ্ছে, ভদ্রলোক ন্যাটা। তুমি যদি তোমার পাইপটা ওই ভাবে ধরাও তো দেখবে, বাঁ দিকটা পুড়বে। কেন না তুমি ন্যাটা নও। এক-আধ বার তোমার ডান দিকটা পুড়তে পারে। তবে বেশি পুড়বে বাঁ দিকটা। তারপর দেখো, অ্যাশ্বারের ওপর ভদ্রলোকের দাঁতের দাগ বসে গেছে। পাইপকে এই ভাবে কামড়ে ধরতে পারে সেই লোকই যার গায়ে বেশ জাগত আছে, আর যার দাঁতও বেশ মজবুত। তবে আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তো ওই বোধহয় সিঁড়িতে ভদ্রলোকের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর, তা হলে পাইপ নয়, পাইপের মালিককেই আমরা দেখতে পাব।"

হোমসের কথা শেষ হতে-না-হতেই এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোক বেশ লম্বা। বয়স কম। তাঁর জামাকাপড় দামি, তবে সাধাসিধে। তাঁর বাঁ হাতে একটা তামাটে রঙের ফেল্ট হ্যাট। আমার মনে হয়েছিল ভদ্রলোকের বয়েস তিরিশের কমই হবে। পরে জানতে পেরেছিলাম যে, ভদ্রলোকের বয়স তিরিশের ঢের বেশি।

ঘরে পা দিয়েই ভদ্রলোক বেশ লজ্জিত ভাবে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি না-বলে-কয়েই ঘরে ঢুকে পড়েছি। আমার উচিত ছিল দরজায় টোকা দিয়ে আপনাদের জানিয়ে ঘরে ঢোকা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার মাথার ঠিক নেই। আর তাই আমি এ রকম অসভ্যের মতো ঢুকে পড়েছি।" তারপর ভদ্রলোক কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে চেয়ারে বসে পড়লেন। লিখছি বটে বসলেন, তবে আমার মনে হল তিনি যেন চেয়ারের ওপর ধপ করে পড়ে গেলেন।

হোমস তার স্বভাবসুলভ সহজ ভঙ্গিতে বলল, "বুঝতে পারছি আপনি দু'-এক রাত জেগেই কাটিয়েছেন। রাত্তিরে ঘুম না হলে আমাদের শরীরে যত ধকল হয় তা বেশি খাটাখাটনি করলে বা হইহুল্লোড় করে মাতামাতি করলেও হয় না। বলুন তো, আমি কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।"

"আমি আপনার পরামর্শ চাই। কী যে করব কিছুই ঠিক করতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমার বোধহয় সব শেষ হয়ে গেল।"

"আপনি কি চান যে, আমি একজন গোয়েন্দা হিসেবেই আপনাকে পরামর্শ দিই?"

BanglaBook.org

"না, না, তা নয়। একজন বিবেচক মানুষ হিসেবে আপনার মত জানতে চাইছি। কী করব আমি। আপনি আমাকে বলে দিন আমার কী করা উচিত। ঠিক পথের হদিস পাব বলেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

ভদ্রলোকের কথা বলার ধরনটা লক্ষ করছিলাম। খানিকক্ষণ কথা বলেই তিনি চুপ করে যাচ্ছিলেন। আবার দু'-একটা কথা বলে ফের চুপ করছিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, খুব দুঃখের সঙ্গেই তিনি কথাগুলো বলছিলেন। আর কথাগুলো বলতে ওঁর মোটেই ইচ্ছে করছিল না।

ভদ্রলোক বলছিলেন, "ব্যাপারটা মানে খুবই হয়ে আর কি। ঘরের কথা বাইরে কে বলতে চায় বলুন? দেখুন না, আপনাদের সঙ্গে আমার আজই পরিচয় হল। আপনাদের কাছে বাড়ির লোকের কাণ্ডকারখানা বলাটা আমার পক্ষে কতখানি দুঃখের।...কিন্তু আমি যে আর পারছি না। আমি আমার ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি। আমাকে কারও পরামর্শ নিতেই হবে।"

ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে হোমস বলল, "মি. গ্রান্ট মনরো..."

ভদ্রলোক তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন, "আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?"

BanglaBook.org

হোমস মুচকি হেসে বলল, "আপনি যদি নিজের নামধাম গোপন রেখে কোনও কাজ করতে চান তো টুপির পট্টিতে নিজের নাম লিখে রাখবেন না। আর নয় তো এমন ভাবে বসে কথা বলবেন যে, যার সঙ্গে কথা বলছেন, সে যেন আপনার চাঁদি ছাড়া আর মাথার অন্য কোনও দিক দেখতে না পায়। সে কথা থাক। আমি আপনাকে যা বলছিলাম তা হল এই যে, এই ঘরে অনেক লোক এসে তাদের মনের দুঃখের কথা আমাদের বলেছে। ভগবানের দয়ায় তাদের অনেকের মনের কষ্ট আমরা দূর করতে পেরেছি। আমি আশা করি, আপনার মনের কষ্টও আমরা দূর করতে পারব। আর সেইজন্য আমি আপনাকে বলছি যে, আর কথা না বাড়িয়ে আপনার সমস্যার সবকিছু আমাকে খুলে বলুন। সব কথা কিন্তু আমার জানা দরকার।"

আমাদের মক্কেল বেশ কিছুক্ষণ দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে রইলেন। ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে আমার মনে হল যে, ইনি খুবই মুখচোরা ধরনের লোক, আড়ালে আড়ালে থাকতেই ভালবাসেন। নিজের কথা কাউকে বলতে চান না। এখন বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে বলে মুশকিলে পড়েছেন। এই ভাবে বেশ খানিকক্ষণ বসে থেকে এক সময় তিনি বলতে লাগলেন, "ব্যাপারটা হচ্ছে এই। বছর তিনেক আগে আমার বিয়ে হয়েছে। আমরা স্বামী-স্ত্রী বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই ছিলাম। আমাদের মধ্যে কোনও ব্যাপারে কথা কাটাকাটি বা ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। হঠাৎ গত সোমবার থেকে আমার স্ত্রী, এফির কী যে হয়েছে বলতে পারি না, একদম বদলে গেছেন। তাঁর হাবভাব, আচার-আচরণ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এ যেন একজন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। আর কেন যে তিনি হঠাৎ এ রকম পালটে গেলেন তা আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না।

"তবে একটা কথা গোড়াতেই আপনাকে পরিষ্কার করে বলা ভাল। এফি অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, স্নেহপ্রবণ, সুশীল প্রকৃতির মেয়ে। তাঁর মতো স্বভাবচরিত্রের মেয়ে আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। সবচেয়ে বড় কথা যে, তাঁর শারীরিক বা মানসিক কোনও অসুখই নেই। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস..."

ভদ্রলোক হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শার্লক হোমস বলল, "আপনার বিশ্বাসের কথা পরে শুনব। আগে ফ্যাক্টস, মানে যা যা ঘটেছে, সেগুলো আমাকে বলুন।"

"আচ্ছা, তা হলে আগে এফির কথাই আপনাকে বলি। এফির সঙ্গে আমার যখন আলাপ হয়, তখন তাঁর নাম ছিল মিসেস এফি হেব্রোন। খুব অল্প বয়সে আমেরিকান আইনজীবী মিঃ হেব্রোনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি আমেরিকায় ওকালতি করতেন। পসারও ছিল খুব। আটলান্টা শহরে ওঁরা থাকতেন। ওঁদের একটি ছেলেও হয়েছিল। হঠাৎ আটলান্টা শহরে 'ইয়েলো ফিভার' দেখা দেয়। আর অল্প দিনের মধ্যেই সেটা মহামারীর আকার নেয়। ইয়েলো ফিভারে মিঃ হেব্রোন আর ছেলেটি মারা যায়। আমি তাঁদের সরকারি ডেথ সার্টিফিকেট দেখেছি। এই ঘটনার পর এফির আর আমেরিকায় মন টেঁকেনি। তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। মিডলসেক্সের পিনার্সে এফির এক বুড়ি পিসি থাকেন। তিনি বিয়ে করেননি। এফি তাঁর কাছে চলে আসেন। আগেই বলেছি, মিঃ হেব্রোনের বেশ ভাল পসারই ছিল। তাই তিনি এফির জন্যে ভাল রকম টাকাপয়সারই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। সাড়ে চার হাজার পাউন্ড এফির নামে এমন ব্যবস্থা করা আছে যে, তার থেকে কম পক্ষে শতকরা

BanglaBook.org

সাত পাউন্ড সুদ তিনি পাবেনই। এফির সঙ্গে আমার আলাপ হয় পিনারে। তার বেশ কিছুদিন আগে তিনি আমেরিকা থেকে চলে এসেছেন। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর।

"আমি একজন ব্যবসাদার। আমার আয় মোটামুটি সাত-আটশো পাউন্ড। আমাদের অবস্থা বেশ ভালই। আমরা নরবেরিতে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছি। শহরের খুব কাছে হলেও নরবেরি অঞ্চলটা বেশ পাড়াগাঁ পাড়াগাঁ। আমাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটা ছোট হোটেল আর দুটো বাড়ি আছে। আমাদের বাড়ির সামনে একটা বড় মাঠ। মাঠের উলটো দিকে একটা বাড়ি। এ ছাড়া আমাদের বাড়ির কাছে আর কোনও বাড়ি নেই। লোকালয় বলতে আর যা তা আমাদের বাড়ি থেকে স্টেশনে যাবার অর্ধেক পথে। কাজের জন্যে আমাকে প্রায়ই লন্ডনে যেতে হয়। তবে গরমকালে কাজের চাপটা সাধারণত কম থাকে। তাই আমরা সেই সময়ে বেশ স্ফূর্তিতেই ঘরে দিন কাটাই।

"একটা কথা আপনাদের বলা দরকার। আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন আমার স্ত্রী তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার নামে লিখে দেন। আমি অনেক আপত্তি করেছিলাম। কেন না আমার ভয় ছিল যে, ব্যবসায় লোকসান হলে ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুব খারাপ হবে। কিন্তু তিনি রাজি হননি। শেষকালে তাঁর কথামতোই ব্যবস্থা হল। যাক সে কথা। আজ থেকে মাস-দেড়েক আগে একদিন এফি আমার কাছে এসে বললেন, 'তুমি যখন আমার টাকা নিতে রাজি হয়েছিলে তখন বলেছিলে যে, আমার দরকার পড়লে আমি তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে পারব।'

"'নিশ্চয়ই। এ তো তোমারই টাকা,' আমি জবাব দিলাম।

"'বেশ। তা হলে আমাকে একশো পাউন্ড দাও।'

"এফির কথায় আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম যে, তিনি বোধহয় কোনও নতুন জামাকাপড় কিনবেন।

"'এত টাকার কী দরকার হল,' আমি না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

"একটু রসিকতা করে এফি বললেন, 'তখন তুমি বলেছিলে যে, তুমি আমার ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে গেলে কৈফিয়ত দিতে হয় বুঝি?'

"'তুমি যদি জিনিসটা এ ভাবে দেখো, তা হলে কোনও কথা বলা চলে না। টাকাটা তুমি পাবে।'

"'হ্যাঁ, টাকাটা আমার চাই।'

"'কী জন্যে টাকাটা তোমার চাই, তা তুমি আমাকে বলবে না?'

"'পরে বলব। তবে এখন বলা যাবে না।'

"'ঠিক আছে।'

"আমি আর কিছু না বলে এফিকে একটা একশো পাউন্ডের চেক লিখে দিলাম। ব্যাপারটা আমি এক সময় একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। এর পরের ঘটনার সঙ্গে এ ব্যাপারটার হয়তো কোনও যোগ নেই। তবে আমার মনে হল সবকিছু আপনাকে খুলে বলাই ভাল।"

মিঃ গ্রান্ট একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার শুরু করলেন তাঁর কাহিনী, "আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে, আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরেই একটা বাড়ি আছে। আমাদের বাড়ি আর সেই বাড়িটার মাঝখানে একটা মাঠ। তবে ওই বাড়িটায় যেতে গেলে রাস্তা দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর একটা ছোট গলি দিয়ে বেঁকে যেতে হয়। তার পরেই

BanglaBook.org

খানিকটা বাগানের মতো আছে। সেখানে পায়চারি করতে আমার খুব ভাল লাগে। গত আট মাস ধরে বাড়িটা খালিই পড়ে আছে। যাতায়াতের পথে আমি মাঝে মাঝে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের মনেই ভাবি, আহা, কী সুন্দর বাড়িটা!"

হোমস বলল, "তারপর?"

"গত সোমবার সন্ধেবেলা আমি ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলাম। দেখলাম, একটা খালি ভ্যানগাড়ি ওই বাড়িটার দিক থেকে আসছে। ভাল করে নজর করতে দেখতে পেলাম বাড়িটার দরজার কাছে কার্পেট আর নানান জিনিস নামানো রয়েছে। বুঝলাম, বাড়িটায় এবার লোক আসছে। আমি বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, যারা আসছে তারা কেমন ধরনের লোক কে জানে! দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে হল দোতলার জানলা থেকে কেউ যেন আমাকে দেখছে।

"সেই মুখটা ঠিক কী রকম তা আমি বলতে পারব না। তবে সেই মুখের দিকে তাকাতেই আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা শীতল শিহরন বয়ে গেল। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই সেই মুখটা আমি খুব ভাল করে দেখতে পাইনি। তবে যা দেখেছিলাম, তাতে আমার মনে হল এ কোনও সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মুখ নয়। এ কোনও অমানুষিক মুখ। আরও ভাল করে দেখবার জন্যে আমি একটু এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমি এগিয়ে যেতেই মুখটা জানলা থেকে সরে গেল। সরে গেল বললে ভুল হবে। আমার মনে হল, কে যেন ছোঁ মেরে মুখটাকে উপড়ে নিয়ে গেল। আমি প্রায় পাঁচ মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম যে, ব্যাপারটা কী হতে পারে। সে মুখটা কোনও ছেলের না মেয়ের তাও বুঝতে পারিনি। যেটা আমাকে আশ্চর্য করেছিল, সেটা হল, সেই মুখের রং। মুখটা বীভৎস রকমের হলদে। ব্যাপারটা এমন ভাবিয়ে তুলল যে, আমি ঠিক করলাম বাড়িতে কারা এসেছে সে খবরটা আমাকে নিতেই হবে। আমি সোজা এগিয়ে গিয়ে দরজার বেল টিপলাম। বেল টিপতেই এক বিরাট লম্বা-চওড়া মহিলা এসে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ দেখলেই ভয় হয়।

"খুব কড়া ভাবে তিনি আমাকে বললেন, 'কী চাই?' কথা বলার ধরন দেখে বুঝলাম ভদ্রমহিলার বাড়ি ইংল্যান্ডের উত্তর দিকে।

"আমি আমার বাড়িটা দেখিয়ে বললাম, 'ওই দেখছেন আমার বাড়ি। আপনারা তো আমাদেরই পাড়াতে এলেন। দেখলাম কিছুক্ষণ আগেই এসেছেন। তাই এলাম যদি আপনাদের কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারি।'

"'তাই নাকি? বেশ, দরকার হলে আপনাকে খবর দেব,' বলেই সেই মহিলা আমার মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এই রকম ভাবে অপমানিত হয়ে আমার মনখারাপ হয়ে গেল। আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। যদিও এই ঘটনাটা আমি মন থেকে মুছে ফেলতে চাইছিলাম, তবুও সারা সন্ধে বার বার সেই অস্বাভাবিক মুখ আর ভদ্রমহিলার দুর্ব্যবহারের কথা মনে পড়ছিল। আমি ঠিক করলাম, এসব কথা আমার স্ত্রীকে বলব না। তার এক নম্বর কারণ হচ্ছে যে, তিনি একটু ভিতু প্রকৃতির মহিলা, আর দু'নম্বর কারণ হচ্ছে, সেই মহিলার দুর্ব্যবহারের কথা বলে পড়শিদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা আগে থেকেই খারাপ করে দেওয়া ঠিক নয়। যাই হোক, ঘুমোতে যাবার আগে আমি আমার স্ত্রীকে ওই বাড়িতে লোক আসবার কথা বললাম। আমার স্ত্রী অবশ্য কথাটা কানে নিলেন না।

BanglaBook.org

"এমনিতে আমার ঘুম খুব গাঢ়। আমার এই ঘুমের জন্যে আত্মীয়রা আমাকে ঠাট্টা করে খুব। বলে যে, কোনও কিছুতেই নাকি আমার ঘুম ভাঙে না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা সন্ধেবেলার সেই বিচ্ছিরি ব্যাপারটার জন্যে হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক, সে রাতে ঘুমটা মোটেই বেশ গভীর হচ্ছিল না। আধো ঘুম আর আধো তন্দ্রার মধ্যে আমার মনে হল ঘরের মধ্যে কী যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ঘুমচোখ দেখলাম, আমার স্ত্রী বাইরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমি জড়িয়ে জড়িয়ে তাঁকে বোধহয় এত রাত্রে বাইরে যেতে বারণ করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখের ওপর মোমবাতির আলো পড়ায় আমার তন্দ্রা তো ছুটে গেলই, মুখ দিয়েও কোনও কথা বেরোল না। তাঁর মুখের ভাব একদম পালটে গেছে। এ রকম চেহারা তো আমি কোনও দিন দেখিনি। তাঁর মুখের রং একেবারে সাদা। তিনি রীতিমতো হাঁফাচ্ছেন। জামাকাপড় পরতে পরতে তিনি প্রায়ই খাটের দিকে আড়চোখে দেখে নিচ্ছিলেন, আমি ঘুমোচ্ছি কিনা। তারপর আমি ঘুমিয়ে আছি মনে করে পা টিপে টিপে ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই শুনতে পেলাম খট করে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলাম। আমি চিমটি কেটে দেখে নিলাম যে, সত্যি সত্যি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি। বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করে দেখলাম। রাত তিনটে। এত রাত্রে আমার স্ত্রী রাস্তায় বের হলেন কেন? আমি তো মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

"আমি বিছানায় বসে বসে যতই চিন্তা করতে লাগলাম, ততই সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। আমি কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। এমনি করে প্রায় মিনিট-কুড়ি কেটে গেল। হঠাৎ টের পেলাম, প্রায় নিঃশব্দে ঘরের দরজাটা খুলে গেল।

"আমার স্ত্রী ঘরে পা দিতেই আমি বললাম, 'এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে এফি?'

"আমার কথা শুনে ভয়ানক চমকে গিয়ে এফি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। এফির কান্নায় আমি আরও হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী এমনিতেও হাসিখুশি স্ফূর্তিবাজ। আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম যখন দেখলাম যে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে এফি শুয়ে পড়লেন।

"একটু পরে খানিকটা জোর করে হাসতে হাসতে আমার স্ত্রী বললেন, 'ও তুমি জেগে আছ? আমার ধারণা ছিল যে রাত্তিরে কোনও কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙে না।'

"আমি বেশ গম্ভীর গলায় বললাম, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

"'তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ দেখছি। অবশ্য অবাক হবারই কথা। সত্যি এর আগে এ রকম কখনও হয়নি। আমার কী রকম দম বন্ধ হয়ে আসছিল, হাঁফ ধরছিল। মনে হল বাইরের খোলা বাতাসে না ঘুরে এলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। তাই আমি বাইরের রাস্তায় দু'-চার মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখন ঠিক হয়ে গেছি।'

"আমি লক্ষ করলাম এতক্ষণ এফি একবারও আমার মুখের দিকে তাকাননি। আর তাঁর গলার স্বরও কেমন অন্য রকম শোনাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারলাম যে, এফি বাজে কথা বলছেন। তাই তাঁর কথার কোনও উত্তর দিলাম না। তবে ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। কেন এফি বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন, ওই চিন্তাতেই আমার আর বাকি রাতটুকু ঘুম হল না।

"পরের দিন আমার লন্ডনে যাবার দরকার। কিন্তু একে সারা রাত ঘুম হয়নি, আর তার ওপর মাথার মধ্যে ওই চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল বলে আমি সকালবেলায় চুপচাপ বসে

BanglaBook.org

ছিলাম। এফিও কোনও কথা না বলে নিজের কাজ করতে লাগলেন। ঘরে বসে ভাল লাগছিল না। তাই ব্রেকফাস্ট সেরে একটু হাঁটতে বেরোলাম।

"হাঁটতে হাঁটতে ক্রিস্টাল প্যালেস অবধি চলে গেলাম। ঘণ্টাখানেক মাঠে মাঠে ঘুরে যখন নরবেরিতে এলাম, তখন একটা বেজেছে। ওই বাড়িটা আমার ফেরার পথে পড়ল। বাড়িটার সামনে এসে আমি একটু দাঁড়ালাম। ভাবলাম, সেই অস্বাভাবিক মুখের দেখা আর একবার যদি পাই। হঠাৎ দেখলাম, আমার স্ত্রী ওই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলেন। মিঃ হোমস, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, তাঁকে এখানে দেখে আমি কী রকম আশ্চর্য হয়েছিলাম।

"আমাকে ওখানে দেখে আমার স্ত্রীও কম আশ্চর্য হননি। তিনি আমাকে দেখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি দেখলাম তাঁর হাত-পা কাঁপছে।

"আমাকে তিনি বললেন, 'আমি এঁদের কোনও দরকারটরকার আছে কিনা জানতে এসেছিলাম। তুমি ও ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?'

"'ও, তা হলে তুমি কাল রাত্রে এখানেই এসেছিলে?' আমি বললাম।

"আমার স্ত্রী বললেন, 'তুমি কী বলছ!'

"'আমি ঠিকই বলছি, তুমি এখানেই এসেছিলে। এরা কারা, যাদের সঙ্গে অত রাত্রে তুমি চুপি চুপি দেখা করতে এসেছিলে।'

"'আমি এখানে আগে কখনও আসিনি।'

"'জেনেশুনে তুমি মিথ্যে কথা বলছ কেন? তোমার বলা থেকেই আমি বুঝতে পারছি যে, তুমি সত্যি কথা বলছ না। কেন ব্যাপারটা আমার কাছে চেপে যাচ্ছ? তুমি তো আগে এ রকম ছিলে না।' আমি একটু রাগ করেই বললাম। তারপর বললাম, 'ঠিক আছে। আমি এক্ষুনি বাড়ির ভেতরে গিয়ে ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত করব।'

"আমার স্ত্রী অত্যন্ত উতলা হয়ে পড়লেন, 'না, না। ভগবানের দোহাই এমন কাজ কোরো না।' তাঁর কথা না শুনে আমি সেই বাড়ির সদর দরজার দিকে পা বাড়াতেই তিনি আমাকে হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। 'আমার কথা শোনো। ও রকম কোরো না। পরে এক সময় আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলব। কিন্তু আমার কথা না শুনে যদি এখনই তুমি ও বাড়িতে যাও তা হলে ভাল তো হবেই না, ফল উলটো হবে।'

"আমি আমার স্ত্রীর কথায় কান না দিয়ে তাঁকে একরকম জোর করে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। আমার স্ত্রী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

"'আমাকে বিশ্বাস করো, তুমি ঠকবে না। এইবারের মতো আমাকে বিশ্বাস করো, তোমার ভাল হবে। যদি তুমি আমার কথা শুনে এখান থেকে এখনই চলে আসো তো তুমি ঠকবে না। আর আমার কথা না শুনে জোর করে যদি বাড়ির মধ্যে যাও তো তুমিই পরে পস্তাবে।'

"আমার স্ত্রীর বলার ধরনে এমন একটা কিছু ছিল যে, আমি কী করব ঠিক করতে পারছিলাম না। শেষকালে বললাম, 'ঠিক আছে। একটি শর্তে আমি তোমার কথা মানতে পারি। সেটা হল এই ব্যাপারের এখানেই ইতি করতে হবে। তোমার আর এখানে আসা চলবে না। এটা করতে তুমি যদি রাজি থাকো, তবে আমি এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা জানতে চাইব না।'

"আমার স্ত্রী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি জানতুম তুমি আমার কথা শুনবে। ঠিক

BanglaBook.org

আছে, তুমি যা বলছ তাই হবে। এখন এখান থেকে চলো তো।' আমার স্ত্রী আমার হাত ধরে টানতে টানতে আমাকে সেখান থেকে নিয়ে এলেন। সেখান থেকে চলে আসবার সময়ে আমি পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম, সেই অদ্ভুত ধরনের মুখটা দোতলার জানলার বন্ধ শার্সির ভেতর দিয়ে আমাদের লক্ষ করছে। আমার মাথাটা ঘুরে গেল। ওই মুখটা কার? তার সঙ্গে আমার স্ত্রীর যোগটাই বা কী? ওই অশিষ্ট মহিলার সঙ্গে আমার স্ত্রীর কী সম্পর্ক তা আমার মাথায় ঢুকল না কোনওমতেই। অদ্ভুত একটা ধাঁধা। যে ধাঁধার সমাধান করতে পারব কি পারব না কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। অথচ এ সমস্যার সমাধান না করতে পারলে আমার মনে শান্তি হবে না।

"এর পরের দুটো দিন বেশ ভালই গেল। আমি আর আমার স্ত্রী দু'জনেই বাড়িতে বসে গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু তৃতীয় দিনে টের পেলাম যে, আমার স্ত্রী কথার খেলাপ করেছেন।

"সে দিন আমাকে ব্যবসার খাতিরে লন্ডনে যেতে হয়েছিল। আমি সাধারণত লন্ডন থেকে ৩টে ৩৬-এর ট্রেনে বাড়ি ফিরি। সে দিন কাজ সকাল সকাল শেষ হয়েছিল বলে ২টো ৪০-এর গাড়িতে ফিরে এলাম। আমি দরজার বেল টিপতে আমাদের কাজের মেয়েটি এসে দরজা খুলে দিল। লক্ষ করলাম যে, আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসায় সে বেশ ঘাবড়ে গেছে।

"'তোমার বউদিদি কোথায় গেছেন?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"'বউদিদি একটু বেড়াতে বেরোলেন।'

"আমার তখনই খটকা লাগল। নিশ্চিত হবার জন্যে আমি আর কথা না বাড়িয়ে দোতলায় চলে গেলাম। দোতলার ঘরের জানলার কাছে দাঁড়াতেই দেখলাম যে, কাজের মেয়েটি মাঠের মধ্যে দিয়ে ওই বাড়িটার দিকে ছুটছে। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আমার স্ত্রী ওই বাড়িতে গেছেন। আর কাজের মেয়েটিকে বলে গেছেন যে, আমি ফিরে এলে সে যেন তাঁকে খবর দিয়ে আসে। রাগে আমার রক্ত টগবগ করতে লাগল। আমি দৌড়ে নীচে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। আমি ঠিক করে ফেললাম যে, এ ব্যাপারের হেস্তনেস্ত আজই করে ফেলব। যেতে যেতে দেখলাম আমার স্ত্রী ও কাজের মেয়েটি মাঠ দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে আসছে। আমি ওদের দিকে লক্ষ না করে সোজা চলে গেলাম। ওই বাড়িতে কী আছে তা আমাকে জানতেই হবে। আমি দরজায় টোকা না দিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

"বাড়ির ভেতরে সব চুপচাপ। একতলায় কারও সাড়াশব্দ পেলাম না। শুধু রান্নাঘরে চায়ের কেতলিতে জল ফুটছিল। আর একটা কালো বেড়াল কুন্ডুলি পাকিয়ে শুয়েছিল। সেই অভব্য মহিলাকেও দেখতে পেলাম না। তখন অন্য ঘরগুলো দেখলাম। কেউ কোথাও নেই। দোতলায় উঠে গেলাম। সেখানেও ভোঁ-ভাঁ। বাড়িটায় সত্যি কেউ নেই। ঘরগুলো কেমন ফাঁকা ফাঁকা। শুধু দোতলার যে ঘরটার জানলায় সেই অদ্ভুত মুখের দেখা পেয়েছিলাম, সেই ঘরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরের আসবাবপত্রও বেশ ভাল। ঘরে ঢুকতেই যা দেখলাম তাতে আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। ঘরের ম্যান্টলপিসের ওপরে আমার স্ত্রীর একটা ছবি। ছবিটা আমারই কথায় মাস তিনেক আগে তুলেছিলেন। আমি যখন নিশ্চিত হলাম যে, বাড়িটাতে কেউ নেই তখন আমি সেখান থেকে চলে এলাম। কিন্তু আমার সমস্যার সমাধান তো হলই না, উলটে সব কেমন যেন জট পাকিয়ে যেতে লাগল।

BanglaBook.org

"আমি বাড়ি ফিরে এলাম। আমি বাড়িতে পা দিতেই আমার স্ত্রী আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

"'আমি কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি। এবারের মতো তুমি আমাকে মাফ করো।'

"'তা হলে আমাকে সব কথা খুলে বলো।'

"আমার স্ত্রী কেঁদে বললেন, 'তা হয় না।'

"'যতক্ষণ না তুমি আমাকে বলছ ওই বাড়িতে কারা থাকে, আর কেনই বা ওদের তুমি তোমার ছবি দিয়েছ, ততক্ষণ তোমার কোনও কথা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

"তারপর আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি। এটা কালকের কথা। সেই থেকে আমি ব্যাপারটা নিয়ে কেবলই ভেবেছি। হঠাৎ আজ সকালে আমার মনে হল, আপনি হয়তো একটা হদিস দিতে পারেন। আমি কোনও কিছু গোপন না করে সব কথা আপনাকে বলেছি। আপনার আর যদি কিছু জানবার থাকে তো আমাকে বলুন, আর এ রহস্যের একটা মীমাংসা করে দিন।"

হোমস আর আমি একটি কথাও না বলে মিঃ গ্রান্ট মনরোর অবাক করে দেওয়া অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম। হোমস আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিঃ গ্রান্ট মনরোকে জিজ্ঞেস করলে, "যে-মুখ আপনি জানলার শার্সির ওধারে দেখে ছিলেন, সেটা কোনও পুরুষ না মহিলার মুখ, তা বুঝতে পেরেছিলেন কি?"

না। প্রত্যেক বারেই এত দূর থেকে দেখেছি যে, সেটা ছেলের কি মেয়ের মুখ তা জোর করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"তবে সেই মুখটা দেখে আপনার খুবই খারাপ লেগেছিল?"

"সে কথা ঠিক। সেই মুখের রং খুবই অস্বাভাবিক। আর মুখের মধ্যে অদ্ভুত একটা কঠিন ভাব। আমি কাছাকাছি আসতেই এক ঝাঁকুনি দিয়ে মুখটা সরে গেছে প্রতিবার।"

"আপনার স্ত্রী কত দিন আগে আপনার কাছে টাকা চেয়েছিলেন?"

"তা প্রায় মাস-দুয়েক আগে তো বটেই।"

"আপনি কি মিঃ হেব্রোনের কোনও ফোটো দেখেছেন?"

"না। মিঃ হেব্রোন মারা যাবার কিছু দিন পরেই আটলান্টায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়। তাতে ওদের অনেক জিনিসপত্র পুড়ে যায়।"

"আশ্চর্য! অথচ ওদের ডেথ সার্টিফিকেটটা ওঁর কাছে রয়ে গেছে! আপনি সেই ডেথ সার্টিফিকেট তো দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। ওটা একটা ডুপ্লিকেট।"

"আচ্ছা, আপনার স্ত্রীর আমেরিকান কোনও বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে আপনার কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কি?"

"না।"

"আপনার স্ত্রী কি কখনও আমেরিকায় বেড়াতে যেতে চেয়েছেন?"

"না।"

"আমেরিকা থেকে ওঁর কি চিঠিপত্র আসে?"

"না। অন্তত আমার চোখে কখনও পড়েনি।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে। আমাকে একটু ভাববার সময় দিন। যদি ওরা বাড়ি ছেড়ে একদম চলে গিয়ে থাকে তো মুশকিল। তবে এমনও হতে পারে যে, আপনি আসছেন টের পেয়ে ওরা কাছাকাছি কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। তা যদি হয় তো ওরা আবার ফিরে আসবে। তা হলে ব্যাপারটার ফয়সালা সহজেই হতে পারে। যাই হোক, এখন আপনি নরবেরিতে ফিরে যান। যদি দেখেন যে, ওরা ফিরে এসেছে, তো আপনি আমাকে টেলিগ্রাম করে খবর দিয়ে দেবেন। আপনার টেলিগ্রাম পেলেই আমি পৌঁছে যাব। তবে আপনি নিজে থেকে কিছু করতে যাবেন না।"

"যদি বাড়িটা খালিই থাকে?"

"তা হলে কাল আমি নরবেরি যাব। সেখানে পৌঁছে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে। ওই কথাই তা হলে রইল। একটা কথা, মিছিমিছি মনখারাপ করবেন না।"

মিঃ গ্রান্ট মনরোকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে হোমস বলল, "বেশ গোলমেলে ব্যাপার, বুঝলে ওয়াটসন। তুমি কী বুঝলে বলো তো?"

"খুবই ঘোরালো ব্যাপার।"

"হ্যাঁ! আমার ধারণা ভয় দেখিয়ে টাকাপয়সা আদায় করার চেষ্টা করছে কেউ।"

"কিন্তু কে সেই লোক?"

"মনে হয় দোতলার সাজানো ঘরটিতে যে বসে থাকে, সে-ই যত নষ্টের মূল। বিশ্বাস করো ওয়াটসন, ওই অস্বাভাবিক মুখের মধ্যে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। এই মামলা আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না।"

"তুমি কি কোনও সিদ্ধান্ত করেছ?"

"হ্যাঁ, মোটামুটি সিদ্ধান্ত একটা করেছি বই কী। আমার ধারণা ভুল হলেই আমি আশ্চর্য হব। আমার মনে হয়, মিঃ হেব্রোন ওই ঘরে ঘাপটি মেরে বসে আছে।"

"কেন তুমি এ কথা বলছ?"

"এ ছাড়া মিসেস গ্রান্টের এই অদ্ভুত ব্যবহারের কোনও রকম ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি যা অনুমান করেছি, সেটা মোটামুটি এই রকম। এই মিঃ হেব্রোন লোকটি খুব সুবিধের নয়। হয় এর স্বভাবচরিত্র খুব খারাপ, নয় এর কোনও জটিল অসুখ ছিল। বিয়ের সময় ভদ্রমহিলা এসব খবর জানতেন না। পরে জানতে পারেন। আর জানতে পেরে ভদ্রমহিলা এ দেশে পালিয়ে আসেন। বছর তিনেক হেব্রোনের কোনও খবর না পেয়ে তিনি নিশ্চিত হন যে, হেব্রোন আর বেঁচে নেই। পরিচিত কারও সাহায্যে তিনি একটা ডেথ সার্টিফিকেটও জোগাড় করেন। পরে মিঃ গ্রান্টের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ইতিমধ্যে ওই লোকটা কোনও ভাবে জানতে পারে যে, ভদ্রমহিলা এখানে এসেছেন এবং গ্রান্টের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। ওই লোকটিই ইতিমধ্যে আর একটা দুষ্টু মেয়েকে বিয়ে করেছে, হয় ওই লোকটি না হয় সেই মেয়েটি মিসেস মনরোকে সব কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখায়। মিসেস মনরো একশো পাউন্ড দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। এই জন্যেই তিনি স্বামীর কাছে ওই টাকাটা চেয়েছিলেন। কিন্তু টাকা পেয়ে ওই লোকটা আরও টাকা আদায়ের জন্যে এ দেশে আসে। তাই তাঁর স্বামী যখন তাঁকে বললেন যে ওঁদের বাড়ির কাছের খালি বাড়িটা ভাড়া হয়েছে তখনই তিনি ব্যাপারটা আঁচ করেন। তারপর গ্রান্ট না ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন। তারপর তিনি ওদের কাছে গিয়ে কাতর ভাবে বলেন যে, তাঁর ওপর তারা যেন

অত্যাচার না করে তাঁকে সুখে-শান্তিতে থাকতে দেয়। মিসেস গ্রান্টের কথায় ওরা নিশ্চয়ই কান দেয়নি। তাই তিনি ফের সকালবেলায় ওই বাড়িতে যান। সেই সময় মিঃ মনরো তাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন। দিন-দুই পরে ভদ্রমহিলা আবার ওই বাড়িতে যান। সেই সময়েই বোধহয় উনিই কোনও কারণে ওঁর ছবি সঙ্গে করে নিয়ে যান। মিসেস গ্রান্ট যখন ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন সেই সময়ে কাজের মেয়েটি এসে খবর দেয় যে, মিঃ গ্রান্ট আসছেন। তখন মিসেস গ্রান্টের কথায় ওই লোকটা আর সেই বদ মহিলা বাড়ির পেছনে যে ফারগাছের জঙ্গলটা আছে, যেটার কথা গ্রান্ট আমাদের বলেছেন, সেখানে গিয়ে গা-ঢাকা দেয়। আর সেই কারণে মিঃ গ্রান্ট মনরো বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখেন চিড়িয়া ভেগেছে। খাঁচা খালি। অবশ্য আজ সন্ধেবেলায় গিয়েও মিঃ গ্রান্ট যদি দেখেন বাড়িটা খালি তা হলে আমি সত্যিই খুব অবাক হব।"

"কিন্তু এ সবই তোমার অনুমান।"

"তা ঠিক। তবে এই অনুমানই ঠিক। কেন না আমরা এখনও পর্যন্ত যা জানতে পেরেছি তা সবই এই অনুমানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। যদি এরপর এমন কোনও তথ্য আমরা জানতে পারি যেটা এই অনুমানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, তখন গোটা ব্যাপারটা নতুন করে ভাবব। এখন নরবেরি থেকে খবর না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করবার নেই।"

আমাদের অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বিকেলে চা খাচ্ছি, এমন সময় গ্রান্টের টেলিগ্রাম এল। "বাড়িতে এখনও লোকজন আছে। জানলায় মুখটা ফের দেখা গেছে। সাতটার ট্রেনে আসুন। স্টেশনে থাকব। আপনারা না আসা পর্যন্ত কিছু করব না।"

আমরা ট্রেন থেকে নামলাম। মিঃ গ্রান্ট মনরো প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। প্ল্যাটফর্মের আলোতে দেখলাম মিঃ গ্রান্ট ভীষণ উত্তেজিত।

হোমসের হাত চেপে ধরে মিঃ গ্রান্ট বললেন, "ওরা এখনও বাড়ির মধ্যে আছে। আসবার সময় দেখলাম, আলো জ্বলছে। যাই হোক, এ ব্যাপারের ফয়সালা আজ এবং এখনই করবই।"

হাঁটতে হাঁটতে হোমস বলল, "কী করবেন ভাবছেন?"

"আমি জোর করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখব বাড়িতে কারা রয়েছে। আমি চাই যে আপনারা দু'জনে সাক্ষী হিসেবে আমার সঙ্গে থাকবেন।"

"আপনার স্ত্রী কিন্তু এ রকম কিছু করতে আপনাকে বহু বার বারণ করেছেন। তা সত্ত্বেও আপনি এ কাজ করবেন?"

"হ্যাঁ, আমি মনস্থির করে ফেলেছি।"

"হয়তো আপনি ঠিকই করছেন। সন্দেহের মধ্যে থাকার চাইতে যা সত্যি তা জেনে যাওয়াই ভাল। তবে কাজটা ঘোরতর বেআইনি হচ্ছে। অবশ্য এ ছাড়া উপায়ই বা কী?

মেঘ করে চার দিক অন্ধকার হয়ে ছিল। এখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে ঢুকলাম। মিঃ গ্রান্ট উত্তেজিত ভাবে হনহন করে এগিয়ে চলেছিলেন, আমরা তাঁর পিছনে আসছিলাম।

"ওই যে, ওই দিকে আলো দেখতে পাচ্ছেন, ওটাই আমার বাড়ি। আর এটাই হচ্ছে সেই বাড়ি, যেখানে আমরা যাচ্ছি," মিঃ মনরো চুপি চুপি বললেন।

BanglaBook.org

আমরা একটা মোড় ঘুরলাম। আর একদম বাড়িটার সদর দরজার কাছে এসে পড়লাম। অন্ধকার বাগানে প্রায় বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছিল। বোঝা গেল দরজা খোলাই রয়েছে। দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছিল। আমরা দোতলার ঘরের জানলার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দেখতে পেলাম একটা ছায়ামূর্তি জানলার শার্সির সামনে থেকে সরে গেল।

"ওই যে, ওই যে সেই লোকটা। আপনারা স্বচক্ষে দেখলেন যে, বাড়িতে লোক রয়েছে। চলুন, এইবার ভেতরে যাওয়া যাক। আপনারা আমার পিছনে আসুন," বললেন মিঃ গ্রান্ট।

আমরা দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ অন্ধকার থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। আমি ভদ্রমহিলাকে ভাল দেখতে পাইনি। শুধু দেখলাম, তিনি দু'হাত জড়ো করে অনুনয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

"ভগবানের দোহাই, এমন কাজ কোরো না। আমার মনে হয়েছিল যে, আজ সন্ধেবেলায় তুমি হয়তো আবার এখানে ফিরে আসবে। আমার কথা শোনো, এতে তোমার ভালই হবে। আমাকে বিশ্বাস করলে তুমি ঠকবে না।"

মিঃ গ্রান্ট মনরো বেশ কঠিন ভাবে বললেন, "তোমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেছি। আর নয়। আমার সামনে থেকে সরে যাও। আমি আমার এই বন্ধুদের নিয়ে এ ব্যাপারের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজ আর এক্ষুনি করে ফেলব।"

ভদ্রমহিলাকে পাশ কাটিয়ে মিঃ মনরো বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও ঢুকলাম। দরজা খুলে মিঃ মনরো বাড়ির ভেতরে পা দিতেই এক মহিলা কোথা থেকে ছুটে এসে তাঁকে আটকাতে গেলেন। মহিলার বেশ বয়স হয়েছে। গ্রান্ট মনরো তাঁকে জোর করে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলাম। গ্রান্ট মনরো কোনও কথা না বলে একদৌড়ে দোতলায় গিয়ে যে-ঘরটার আলো জ্বলছিল সোজা সেই ঘরটার দিকে গেলেন। মিঃ মনরোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ও ঘরে ঢুকলাম।

বেশ সুন্দর করে সাজানো-গোছানো ঘর। একটা টেবিলের ওপর দুটো বড় মোমবাতি জ্বলছিল। আর দুটো মোমবাতি জ্বলছিল ম্যান্টেলপিসের ওপরে। ঘরের এক কোণে একটি বাচ্চা মেয়ে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছিল। মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তবে দেখলাম যে, সে একটা লাল রঙের ফ্রক আর হাত-ভরতি দস্তানা পরে আছে। মেয়েটি আমাদের দিকে মুখ ফেরাতেই আমি দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। অদ্ভুত বীভৎস একটা হলদে মুখ। সে মুখের মধ্যে কোনও রকম প্রাণের ছাপ বা ভাব নেই। পর মুহূর্তেই রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। হাসতে হাসতে হোমস মেয়েটির থুতনির পাশে হাত দিয়ে সামান্য একটু চাপ দিতেই একটা মুখোশ খসে পড়ল। আর আমি দেখতে পেলাম আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি নিগ্রো মেয়ে। সেও খুব মজা পেয়েছে। তার মুখে হাসি আর ধরছে না। কালো মুখে সাদা দাঁত খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমিও না হেসে পারলাম না। শুধু মিঃ গ্রান্ট স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

"মাই গড, এর মানে কী?" খানিকক্ষণ পরে গ্রান্টই প্রথম কথা বললেন।

আর ঠিক তখনই সেই ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন, "আমিই বুঝিয়ে বলছি। আমার স্বামী আটলান্টায় আগুনে পুড়ে মারা যান। আমাদের শিশুসন্তানটি বেঁচেছিল।"

"তোমার সন্তান!"

BanglaBook.org

গলায় ঝোলানো একটা লকেট দেখিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, "এটা আমি কোনও দিন খুলিনি।"

মিঃ মনরো বলে উঠলেন, "আমার ধারণা ওটা খোলা যায় না।"

ভদ্রমহিলা একটা স্প্রিংয়ে অল্প চাপ দিতেই লকেটটা খুলে গেল। লকেটের ভিতরে একটা ছবি। নিগ্রো ভদ্রলোকের ছবি। ভদ্রলোকের মুখটি ভারী সুন্দর।

ভদ্রমহিলা বললেন, "ইনিই জন হেব্রোন। এঁর মতো উদার, এত বড় মানুষ আমি কমই দেখেছি। মুশকিল হল কী, আমাদের মেয়েকে আমার মতো দেখতে হল না। হল তার বাবার মতো দেখতে।

"আমি যখন আমেরিকা থেকে চলে আসি, তখন একে সঙ্গে আনিনি। ছোটবেলায় এর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। আমার মনে হয়েছিল যে, ইংল্যান্ডের আবহাওয়া এর বোধহয় সহ্য হবে না। আটলান্টায় আমাদের কাজের মেয়েটি খুবই বিশ্বাসী ছিল। আমি তার জিম্মায় এই মেয়েকে রেখে আসি। তোমার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হল, তখন এর কথাটা বলব বলব করেও বলা হয়নি। তবে ভেবো না যে, আমার মেয়ের সঙ্গে আমি সম্পর্ক চুকিয়ে দিতাম। এক সময়ে তোমাকে আমি সব কথাই খুলে বলতাম। এই রকম করে চলছিল। বছর তিনেক ওকে ছেড়ে থেকে একদিন ওকে দেখবার জন্যে আমার ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল। আমি ঠিক করলাম যে, ওকে এখানে নিয়ে আসব। আমি একশো পাউন্ড পাঠিয়ে দিলাম। আমি আমাদের কাছাকাছি খালি বাড়িটার কথাও জানিয়ে দিই। আমি ওই কাজের মেয়েটিকে লিখে দিয়েছিলাম যে, একে যেন বাড়ির বাইরে না বের করে। পাড়ায় নিগ্রো মেয়ে এসেছে, এ কথাটা জানাজানি হবে। এখন মনে হচ্ছে যে, সবকিছু চেপে না গিয়ে তোমাকে খুলে বললেই বোধহয় ভাল হত।

"যাই হোক, তুমিই আমাকে খবর দিলে যে, ও বাড়িতে লোক এসেছে। সকাল হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারলাম না। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ মনে করে আমি চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। তুমি অবশ্য পরের দিন সেই রাত্রের ব্যাপারটা জানবার জন্যে কোনও রকম জোরাজুরি বা জেদাজেদি করোনি। দিন-তিনেক পরে তুমি যে-দিন ওই বাড়িতে ঢুকলে তখন মেয়েটা আর নার্স কোনও রকমে পিছনে ফারগাছের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। যাই হোক, আজ তুমি সব কথা শুনলে। এখন বলো, আমার মেয়ের আর আমার কী হবে?"

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে গ্রান্ট মনরো যা বললেন তা শুনে আমার কান জুড়িয়ে গেল। ছোট্ট মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে গ্রান্ট বললেন, "চলো, বাড়ি যাওয়া যাক। তুমি আমাকে যতটা বদ লোক বলে মনে করো, আমি ততটা বদ লোক নই।"

ওঁরা তিন জনে বাড়ির রাস্তা ধরলেন। হোমস আর আমি ওদের পিছু পিছু আসছিলাম। বড় রাস্তায় এসে হোমস আমার কানে কানে বলল, "এখানে আমাদের আর কোনও কাজ নেই। চলো, লন্ডনে ফিরে যাই।"

এরপর হোমস এই কেসটা নিয়ে আর একটি কথাও বলল না। শুধু শুতে যাবার আগে বলল, "ওয়াটসন, এর পরে কোনও রহস্যের মীমাংসার সময় তোমার যদি মনে হয় আমি একটু সবজান্তাগিরি করছি বা তদন্ত করবার সময় যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত, ততটা দিচ্ছি না, তা হলে আমার কানে কানে 'নরবেরি' কথাটা উচ্চারণ কোরো।"

BanglaBook.org

নতুন চাকরি

আমার বিয়ের কিছু দিন পরেই আমি প্যাডিংটন অঞ্চলে ডাক্তারি করতে শুরু করলাম। এই অঞ্চলে ডাঃ ফারকার প্র্যাকটিস করতেন। ডাঃ ফারকারের রীতিমতো ভাল প্র্যাকটিস ছিল। ইদানীং তাঁর প্র্যাকটিস অবশ্য পড়ে গিয়েছিল। তার এক নম্বর কারণ হল ডাঃ ফারকারের বয়স হয়েছে, আর দু'নম্বর কারণ তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। ডাঃ ফারকার 'সেন্ট ভাইটাসেস ড্যান্স' গোছের স্নায়ুরোগে বড্ডই কষ্ট পাচ্ছেন। আমার মনে হয় যে, তাঁর রুগি কমে যাবার আসল কারণ এটাই। সাধারণ লোকে বোধহয় ভাবতে লাগল যে ডাক্তারবাবু যদি নিজের অসুখই সারাতে না পারেন তো অন্য লোকের অসুখ সারাবেন কী করে? আর সেইজন্যে ডাঃ ফারকারের অসুখ বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্র্যাকটিসও কমতে লাগল। ডাঃ ফারকারের জায়গায় আমি যখন এলাম তখন তাঁর আয় বছরে মাত্র তিনশো পাউন্ড। অথচ গোড়ায় গোড়ায় তাঁর আয় ছিল বছরে বারোশো পাউন্ডেরও বেশি। তবে আমি ঘাবড়াইনি। আমার বয়স কম আর আমি খাটতেও পারি খুব। আমার মনে ভরসা আছে যে, কিছু দিনের মধ্যেই আমি প্র্যাকটিস জমাতে পারব।

প্র্যাকটিস করতে গিয়ে প্রথম মাস-তিনেক আমার যাকে বলে দম ফেলবার সময় ছিল না। আর তাই আমি বেকার স্ট্রিটের দিকে যেতে পারিনি। শার্লক হোমসের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। শার্লক হোমস আবার মহা ঘরকুনো। কাজের জন্যে ছাড়া তাকে ঘর থেকে বেরোতে আমি কখনও দেখিনি। সেটা জুন মাসের কথা। ব্রেকফাস্ট সেরে আমি ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের নতুন সংখ্যাটা পড়ছিলাম। এমন সময় সদর দরজার ঘণ্টাটা বেজে উঠল। তার পরেই শার্লক হোমসের ভরাট গলার স্বর আমার কানে যেতেই রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হোমস বলল, "ওয়াটসন, অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে কী আনন্দই যে হচ্ছে, কী বলব। মিসেস ওয়াটসন আছেন কেমন? আমাদের সেই 'সাইন অব ফোর'-এর ব্যাপারটার সব চুকে গেছে তো?"

হোমসের হাতটা আমার মুঠোয় জাপটে ধরে বললাম, "ধন্যবাদ। আমাদের খবর মোটামুটি ভাল।"

একটা রকিং চেয়ারে বসে হোমস বলল, "ডাক্তারি পেশার চাপে পড়ে তোমার গোয়েন্দাগিরির শখ একেবারে উবে যায়নি আশা করি।"

আমি বললাম, "ঠিক তার উলটো। কাল রাত্তিরেই আমি আমার পুরনো ডায়েরির পাতা উলটে উলটে দেখে কেসগুলো কী ভাবে সাজানো যায় তাই ভাবছিলাম।"

"তুমি কি তোমার ডায়েরি লেখা বন্ধ করে দিয়েছ?"

BanglaBook.org

"না, মোটেই নয়। তোমার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি করতে পেলে আমি আর কিছুই চাই না।"

"ধরো যদি ব্যাপারটা আজকেই হয়?"

"হ্যাঁ। আমি রাজি।"

"ধরো, যদি বার্মিংহাম অবধি যেতে হয়?"

"তুমি বললে আমি নিশ্চয়ই যাব।"

"তোমার প্র্যাকটিসের কী হবে?"

"কাছাকাছি আমার পরিচিত এক ডাক্তার আছেন। তিনি কোথাও গেলে আমি তাঁর রুগিদের দেখাশোনা করি। আমি বললে তিনি আমার রুগিদের চিকিৎসা করবেন।"

"বেশ, বেশ। খুব ভাল।" হোমস চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আমাকে খুব ভাল করে দেখতে লাগল। "কিছু দিন আগে তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল দেখছি। গরমকালে সর্দি লাগলে ভীষণ ভোগায়।"

"হ্যাঁ, খুব ঠান্ডা লেগে গিয়েছিল। গত সপ্তাহে তিন দিন ঘরবন্দি ছিলাম। কিন্তু অসুখের কোনও চিহ্নই আর আমার শরীরে আছে বলে আমার মনে হয় না।"

"হ্যাঁ, সে কথা ঠিক বলেছ। তোমাকে বেশ ভালই দেখাচ্ছে।"

"তা হলে শরীর খারাপের খবর তুমি জানলে কী করে?"

"বন্ধু হে, তুমি তো আমার কাজের ধরনধারণ জানো।"

"তুমি অনুমানের ওপর ভর করে বললে?"

"নিশ্চয়ই।"

"কী ভাবে অনুমান করলে?"

"তোমার চটির অবস্থা দেখে।"

হোমসের কথায় আমি আমার পেটেন্ট লেদারের নতুন চটির দিকে তাকালাম। "চটি দেখে কী ভাবে অনুমান—" হোমস আমাকে চুপ করিয়ে দিল।

হোমস বলল, "তোমার চটিজোড়া নতুন। মনে হয় অল্প কিছুদিন আগে কিনেছ। তোমার চটির সুকতলার ধারে ধারে ঝলসানির দাগ দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে ভেবেছিলাম চটিটা ভিজে গিয়েছিল বলে আগুনের তাতে শুকোতে গিয়ে এই রকম হয়েছে। কিন্তু দেখলাম যে, চটির তলায় দোকানের ছাপ মারা পাতলা কাগজটা আটকে আছে। চটিটা যদি জলে ভিজে যেত তা হলে কাগজটা খুলে যেত। তা হলে তুমি নিশ্চয়ই আগুনের দিকে পা বাড়িয়ে বসেছিলে। আর যদিও এ বছর জুন মাসে বৃষ্টি অন্য বছরের তুলনায় বেশিই হচ্ছে, তা হলেও সুস্থ শরীরে তুমি নিশ্চয়ই ওই ভাবে বসে থাকতে না।"

হোমস যখন তার কোনও একটা সিদ্ধান্তের কারণগুলো বুঝিয়ে বলে, তখন মনে হয় সব ব্যাপারটাই সোজা। এর মধ্যে বাহাদুরি কিছু নেই। হোমস আমার মনের কথাটা টের পেয়েছিল বোধহয়।

অল্প একটু হেসে হোমস বলল, "ওয়াটসন, সব কথা খুলে বলে আমি আমার নিজেরই ক্ষতি করছি। লোকে কার্যকারণ সম্পর্কটা না বুঝতে পারলে বেশি রকম সমীহ করে।" বুঝলাম হোমস মনে দুঃখ পেয়েছে। তারপর একটু থেমে বলল, "তা হলে তুমি বার্মিংহাম যাচ্ছ তো?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু মামলাটা কীসের?"

BanglaBook.org

"ট্রেনে যেতে যেতে তোমাকে সব কথা খুলে বলব। আমার মক্কেল বাইরে গাড়িতে বসে আছেন। তুমি চটপট তৈরি হয়ে নাও।"

"এক মিনিট।" আমি আমার পাশের বাড়ির ভদ্রলোককে দেবার জন্যে একটা চিরকুট লিখে ফেললাম। তারপর দৌড়ে ওপরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে সব কথা বলে এলাম। আমি নেমে এসে দেখলাম, হোমস বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

পাশের বাড়ির দরজার পেতলের নেমপ্লেটটা দেখিয়ে হোমস বলল, "তোমার প্রতিবেশী একজন ডাক্তার?"

"হ্যাঁ। আমার মতো উনিও এখানে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন আর-একজনের জায়গায়।"

"যাঁর জায়গায় উনি এসেছেন তিনি কি পুরনো কোনও ডাক্তার?"

"হ্যাঁ, আমি যাঁর জায়গায় এসেছি তিনি আর সেই ভদ্রলোক একসঙ্গে এখানে ডাক্তার হয়ে আসেন। ওঁরা যখন এখানে আসেন তখন এদিকে লোকজনের বাস সবেমাত্র শুরু হয়েছে।"

"তুমিই জিতে গেছ। তুমি যাঁর জায়গায় এসেছ তাঁর প্র্যাকটিস বেশি ছিল।"

"আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?"

"সিঁড়ির ধাপগুলো দেখে বন্ধু, স্রেফ সিঁড়ির ধাপগুলো দেখে। তোমার বাড়িতে ঢোকবার সিঁড়িগুলো এই বাড়ির সিঁড়ির চেয়ে অন্তত তিন ইঞ্চি বেশি ক্ষয়ে গেছে। যাই হোক, গাড়ির মধ্যে এই যে ভদ্রলোককে দেখছ, এঁর নাম মিঃ হল পাইক্রফট। ইনিই আমার মক্কেল। ওহে বাবু, গাড়িটা জোরে হাঁকাও দেখি, ট্রেন ছাড়তে বেশি দেরি নেই।"

গাড়ির ভেতরে একজন অল্পবয়সি ভদ্রলোক বসেছিলেন। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। গায়ের রং ধপধপে ফরসা। মুখচোখে সাধাসিধে নিরীহ ভাব। তাঁর মুখের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে ঠোঁটের ওপর খোঁচা খোঁচা হলদে গোঁফ। ভদ্রলোক কালো স্যুট আর চকচকে টপহ্যাট পরেছিলেন। চালাকচতুর চটপটে কাজের লোক বললে এক কথায় যা বোঝায় ভদ্রলোক তাইই। এঁদের সাধারণভাবে 'ককনি' বলা হয়। কিন্তু আমি জানি যে, আমাদের সেনাবিভাগের সুনাম এই ককনিদের জন্যেই। আর আমাদের দেশের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই তো ককনি। এই ভদ্রলোকের গোলগাল লাল মুখের ভাবটা বেশ হাসিখুশি। তবে ঠোঁটের দু'পাশের ভাবটা দেখলে মনে হয় যেন এই কেঁদে ফেললেন বুঝি। সব মিলিয়ে ভদ্রলোকের মুখের ভাবটা বেশ মজার। তবে ভদ্রলোকটি যে কেন শার্লক হোমসের কাছে এসেছেন, এ কথাটা জানতে পারলাম ট্রেন ছাড়বার পর।

আমরা একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে বসলাম। হোমস বলল, "আমাদের বার্মিংহাম পৌঁছোতে ঠিক এক ঘণ্টা দশ মিনিট সময় লাগবে। মিঃ হল পাইক্রফট, আপনি আপনার যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা আমাকে শুনিয়েছেন সেই কথা যদি আমার বন্ধুকে আর একবার শোনান তো বড় ভাল হয়। আপনি কোনও কিছুই বাদ দেবেন না, বরং যদি আর কোনও কথা মনে পড়ে যায় সেটাও জুড়ে দেবেন। সব ঘটনা আর একবার আগাগোড়া শুনলে আমার কাজেরও সুবিধে হবে।...বুঝলে ওয়াটসন, এটা এমনই একটা ঘটনা যে, এর মধ্যে অনেক সমস্যা থাকতে পারে আবার কোনও সমস্যা নাও থাকতে পারে। তবে যে-ধরনের উদ্ভট ব্যাপার আমরা পছন্দ করি এটা সেই ধরনের ব্যাপার। আচ্ছা মিঃ পাইক্রফট, আপনি শুরু করুন।"

BanglaBook.org

আমার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে ভদ্রলোকটি নিজের কথা বলতে লাগলেন।

"সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, এ ব্যাপারে আমি সাঙ্ঘাতিক রকম বোকামি করে ফেলেছি কিনা তা বুঝতে পারছি না। হয়তো ব্যাপারটা সে রকম কিছু নয় আর আমিও কিছু বেঠিক কাজ করিনি। কিন্তু আমার যদি চাকরিটা যায় আর তার বদলে কিছুই না পাই তা হলে বুঝব যে, আমার চেয়ে আহাম্মক এ দেশে আর কেউ নেই। ডাঃ ওয়াটসন, আমি গল্প ভাল বলতে পারি না। তাই ঘটনা যা ঘটেছে সেটা আপনাকে সাধাসিধে ভাবে বলছি।

"আমি ড্রেপারস গার্ডেনসের কক্সটন অ্যান্ড উডহাউসের আপিসে চাকরি করতাম। এ বছরের গোড়াতে ভেনেজুয়েলায় বেশ কিছু টাকা লগ্নি করে এবং সেই টাকা লোকসান করে আমাদের কোম্পানির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি ওখানে পাঁচ বছর চাকরি করেছি। কক্সটনসাহেব আমাকে একটা খুব ভাল সার্টিফিকেটও দিয়েছিলেন। কিন্তু হলে কী হবে, আপিস একদিন বন্ধ হয়ে গেল।

"আমরা সাতাশ জন কেরানি বেকার হয়ে গেলাম। আমি এখানে-ওখানে চাকরির চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার মতো আরও অনেক লোক বেকার। কোথাও কোনও আশার আলো নজরে পড়ছিল না। আমি কক্সটন অ্যান্ড উডহাউস থেকে সপ্তাহে তিন পাউন্ড মাইনে পেতাম। আমি তার থেকে প্রায় সত্তর পাউন্ড জমিয়ে ছিলাম। এক সময় সেই জমানো টাকা সব খরচ হয়ে গেল। অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ডাকে যে দরখাস্ত পাঠাব সে উপায়ও রইল না। ডাকটিকিট কেনবারও পয়সা নেই। আপিসপাড়ায় হেঁটে হেঁটে জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে গেল। কিন্তু কোথায় চাকরি!

"শেষে একদিন লম্বার্ড স্ট্রিটের স্টকব্রোকার কোম্পানি 'মসন অ্যান্ড উইলিয়ামস'-এ একটা চাকরির সন্ধান পেলাম। আপনারা জানেন কিনা জানি না, এই মসন অ্যান্ড উইলিয়ামস খুব নামজাদা কোম্পানি। লন্ডনের বোধহয় সবচেয়ে ধনী কোম্পানি। বিজ্ঞাপনে

BanglaBook.org

লেখা ছিল, ডাক-মারফত দরখাস্ত পাঠাতে। আমি তো কোনও রকমে ডাকটিকিট জোগাড় করে সার্টিফিকেট দিয়ে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম। তবে চাকরিটা যে পাব এমন কোনও আশা মনের মধ্যে ছিল না। কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল। আমাকে পরের সোমবার আপিসে গিয়ে দেখা করতে হবে। যদি অন্য কোনও বাধা-বিঘ্ন না হয় তো ওই দিনই আমাকে চাকরিতে যোগ দিতে হতে পারে। কী ভাবে যে এই চাকরি পাওয়ার ব্যাপারটা হয়, তা ভাবলে সত্যি আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আমি এমনও শুনেছি যে, আপিসের বড়কর্তা নাকি ডাঁই-করা আবেদনপত্রগুলো থেকে চোখ বন্ধ করে একটা তুলে নেন আর তারই চাকরি হয়। সে কথা যাক। আমার খুবই আনন্দ হল এই ভেবে যে, এত দিন পরে আমার সামনে আবার একটা সুযোগ এল। মাইনেও বেড়ে গেল সপ্তাহে এক পাউন্ড করে। আর কাজ কক্সটনের ওখানে যা করতাম, তাই-ই।

"এইবার আপনাকে যা বলব তা শুনে আপনিও খুব আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আমি হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে পটারস টেরেসের সতেরো নম্বর বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। যে-দিন চাকরির ব্যাপারটা পাকাপাকি হয়ে গেল সে দিন সন্ধেবেলায় ঘরে বেশ আরাম করে বসে পাইপ খাচ্ছিলাম। মনটাও বেশ খুশি খুশি ছিল। হঠাৎ আমার বাড়িওয়ালি একটা কার্ড নিয়ে এসে হাজির হলেন। কার্ডের ওপরে লেখা ছিল: 'আর্থার পিনার, ফাইনানসিয়াল এজেন্ট'। এই নামের কোনও লোককে আমি চিনি না। এ রকম কোনও নামও আমি আগে শুনিনি। তাই বুঝে উঠতে পারলাম না আমার সঙ্গে এই লোকটির কী দরকার থাকতে পারে। যাই হোক, আমি বাড়িওয়ালিকে বললাম লোকটিকে ওপরে আমার কাছে নিয়ে আসতে। যে-লোকটি ঘরে ঢুকলেন তাঁর গড়ন মাঝারি। মাথায় কালো চুল, দাড়ি কালো, চোখের তারাও বেশ কালো। নাকটা অনেকটা ইহুদিদের মতো। ভদ্রলোকের হাঁটাচলার ভঙ্গিটি তড়বড়ে। কথাগুলো কাটা কাটা। ভদ্রলোক যেন সব সময়েই সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি বাজে কথার লোক নন। তাঁর সময়ের দাম আছে।

"তিনি বললেন, "আপনিই মিঃ হল পাইক্রফট তো?"

"ভদ্রলোকের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

"'আপনি আগে কক্সটন অ্যান্ড উডহাউস কোম্পানিতে কাজ করতেন?'

"'হ্যাঁ।'

"'আপনি খুব সম্প্রতি মসনের আপিসে যোগ দিয়েছেন?'

"'হ্যাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন।'

"'বেশ।' তারপর একটু থেমে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার কাজের কথা আমি নানান লোকের কাছে শুনেছি। সকলেই আপনার ভীষণ রকম প্রশংসা করে। পারকারকে চেনেন তো, কক্সটনের ম্যানেজার ছিল? আপনার কথা বলতে শুরু করলে তাকে তো আর থামানো যায় না।'

"বুঝতেই পারছেন ডাঃ ওয়াটসন, এসব কথা শুনে আমার বেশ আনন্দই হল। আমি আপিসের কাজে কোনও দিন কোনও রকম গাফিলতি তো করিইনি, উলটে যতদূর সম্ভব ভাল করে কাজ করবার চেষ্টা করেছি। তবে আমাকে নিয়ে যে আপিসপাড়ায় এ রকম আলোচনা হয় এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

BanglaBook.org

"'আপনার স্মৃতিশক্তি নিশ্চয়ই খুব ভাল,' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"'মোটামুটি ভালই।'

"'আপনি তো এত দিন বেকার ছিলেন। শেয়ারবাজারের খোঁজখবর রাখেন কি?'

"'হ্যাঁ। স্টক এক্সচেঞ্জের পাতাটা রোজ সকালে পড়ি।'

"'ঠিক। একেই বলে কাজের লোক। এ ধরনের লোকেরাই জীবনে বড় হয়। আমি যদি আপনাকে দু'-চারটে প্রশ্ন করি, রাগ করবেন না তো? আচ্ছা বলুন তো দেখি, আয়ারশায়ারের কী দর?'

"'একশো পাঁচ থেকে একশো সওয়া-পাঁচ।'

"'আর নিউজিল্যান্ড কনসলিডেটের?'

"'একশো চার।

"'আচ্ছা, ব্রিটিশ ব্রোকেন হিলসের?'

"'সাত থেকে সাড়ে-সাত।'

"দু'হাত ছুড়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'চমৎকার। আমি যা শুনেছিলাম তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। বাপু হে, মসনের আপিসে কেরানি হবার জন্যে তোমার জন্ম হয়নি।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন পাইক্রফট। তারপর ফের শুরু করলেন তাঁর কথা। "ভদ্রলোকের কথা শুনে তো আমি অবাক। যে-চাকরি আমি পেয়েছি, ইনি তো তাকে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছেন না, অথচ এই চাকরি জোগাড় করতে আমার কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। তাই বললাম, 'মিঃ পিনার, অধিকাংশ লোক কিন্তু আমার চাকরি সম্পর্কে অমন কথা মনে করে না। নিজের কথা বলতে পারি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই যে চাকরিটি আমি জুটিয়েছি, এতেই আমি সত্যি সত্যি খুব খুশি।' কিন্তু আমার কথা শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। 'আরে ছোঃ ছোঃ। তোমাকে আরও ওপরে উঠতে হবে। এই চাকরি মোটেই তোমার উপযুক্ত নয়। আচ্ছা, আমার কথাটা তোমাকে খুলেই বলি। আমি তোমাকে যে-প্রস্তাব দিচ্ছি তা মোটেই তোমার যোগ্যতার উপযুক্ত নয়। তবে মসন তোমাকে যা দিচ্ছে তার তুলনায় অবশ্য অনেক ভাল। ভাল কথা, তুমি কবে থেকে মসনের চাকরিতে যোগ দিচ্ছ?'

"'সোমবার।'

"'হা-হা, আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে, সোমবার তুমি সেখানে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছ না।'

"'মসনের ওখানে সোমবার যাচ্ছি না?'

"'না হে, না। ওই দিন তুমি ফ্রাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়্যার কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে সবকিছু দেখাশোনা করবে। ব্রাসেলস আর সানফ্রান্সিসকোর আপিস দুটো বাদ দিলে ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের একশো চৌত্রিশটি শাখা আছে।'

"ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি তো থ। 'আমি তো এই আপিসের নাম শুনিনি,' আমি ভদ্রলোককে বললাম।

"'খুবই সম্ভব। ব্যাপারটা আমরা যথাসম্ভব গোপন রেখেছি। এর বেশির ভাগ টাকাটাই লগ্নি করেছেন কয়েক জন লোক, যাঁরা বাইরের লোককে অংশীদার করতে চান না। আমার ভাই হ্যারি পিনার এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। এই কোম্পানিটাকে দাঁড়

BanglaBook.org

করানোর পেছনে তার হাত অনেকখানি। সে যখন জানতে পারল যে আমি ইংল্যান্ডে আসছি, তখন আমাকে বলেছিল যে, চোখকান খোলা, কাজের অথচ কমবয়সি কোনও লোকের সন্ধান রাখতে। পারকার আমাকে তোমার কথা বলেছিল, সেইজন্যে আমি এখানে এসে হাজির হয়েছি। অবশ্য প্রথমে আমরা তোমাকে পাঁচশো পাউন্ডের বেশি দিতে পারছি না—'

"বছরে পাঁচশো পাউন্ড?'

"'গোড়ায় তাই। তবে বিক্রির ওপর শতকরা এক ভাগ কমিশন তুমি পাবে। আর সেটাও তোমার মাইনের চেয়ে বেশি হবে তো কম হবে না।'

"'কিন্তু হার্ডওয়ার সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই নেই।'

"'সেটা কোনও কথাই নয়। তুমি তো ব্যবসার কাজকর্ম জানো।'

"আমার তো মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। আমি চেয়ারে বসতে পারছিলাম না। হঠাৎ আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগল।

"আমি বললাম, 'দেখুন আপনাকে সত্যি কথা বলা উচিত। মসন আমাকে বছরে দুশো পাউন্ড দেবে ঠিকই, তবে বাজারে ওদের নাম আছে। মুশকিল হচ্ছে যে, আপনাদের কোম্পানির সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।'

"ভদ্রলোক খুব খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'বাঃ, বাঃ, বেশ চালাক ছোকরা তো তুমি। ঠিক তোমার মতো লোকই আমরা খুঁজছি। তোমার বেলায় শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজানো যাবে না। ঠিকই তো! যদি তুমি আমাদের কোম্পানিতে যোগ দিতে চাও, তবে এই যে একশো পাউন্ডের নোটটা দেখছ এটা তোমার জামার পকেটে রেখে দাও। এটা তোমাকে মাইনের থেকে আগাম দেওয়া হল।'

"'ধন্যবাদ। আমাকে কবে কাজে যোগ দিতে হবে?'

"'কাল একটা নাগাদ অবশ্যই বার্মিংহাম চলে এসো। আমি তোমাকে একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি, সেটা আমার ভাইকে দেখাবে। ১২৬ বি, করপোরেশন স্ট্রিটে আমরা একটা কাজ চালাবার জন্যে আপিস ভাড়া নিয়েছি। তোমার চাকরির পাকাপাকি ব্যবস্থা অবশ্য আমার ভাইই করবে। তবে চিন্তা কোরো না, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

"'সত্যি মিঃ পিনার, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব তা ভাবতে পারছি না,' আমি বললাম।

"'কিছু বলবার দরকার নেই। তুমি তোমার যোগ্যতায় এই চাকরি পেয়েছ। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নিতে হবে। একটা সাদা কাগজে এই কটি কথা তোমাকে লিখতে হবে: আমি নিজের ইচ্ছেয় পাঁচশো পাউন্ড মাইনেতে ফ্রাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানির ম্যানেজারের চাকরিতে যোগ দিচ্ছি।'

"আমি মিঃ পিনারের কথামতো একটা কাগজে কথাগুলো লিখে দিলাম। তিনি কাগজটা পকেটে পুরে নিলেন।

"'আর একটা কথা আছে। মসনের ব্যাপারটা কী করবে?'

"আনন্দের চোটে মসন কোম্পানির কথা আমার খেয়াল ছিল না। 'আমি চিঠি লিখে ইস্তফা দিয়ে দেব।'

"'ঠিক ওই কাজটি কোরো না। তোমাকে নিয়ে মসনের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার

BanglaBook.org

ঝগড়া হয়ে গেছে। আমি তোমার সম্পর্কে একটু খোঁজখবর করতে গিয়েছিলাম। লোকটা এমন অসভ্যের মতো ব্যবহার করল যে, বলা যায় না। বলে কিনা যে আমি তোমাকে ওদের ওখান থেকে ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। রাগে আমার শরীর একেবারে জ্বলে যাচ্ছিল। ভাগ্য ভাল যে, দু'-চার ঘা লাগিয়ে দিইনি।' আমি বললাম, 'সত্যি যদি কাজের লোক চাও তো ভাল মাইনে দাও।' তার উত্তরে লোকটা বললে, 'আরে বাদ দাও। ও তোমার বেশি মাইনের চাকরি ছেড়ে আমাদের কম মাইনের চাকরি করবে।' আমি বললাম, 'বেশ, পাঁচ পাউন্ড বাজি ধরছি। তোমরা ওর কাছ থেকে কোনও খবরই পাবে না।' লোকটা বলল, 'বেশ, রাজি। ওকে আমরা আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এনেছি। ও চট করে আমাদের ছেড়ে যাবে না।'

"বিশ্বাস করুন ডাঃ ওয়াটসন, কথাগুলো শুনে আমার এত খারাপ লাগল যে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। 'আচ্ছা অভব্য লোক তো। লোকটাকে আমি এর আগে কোনও দিন দেখিনি পর্যন্ত। ও ভেবেছে কী? ঠিক আছে, আপনার কথামতোই আমি কাজ করব। ওদের কোনও খবরই দেব না।'

"'ঠিক। তা হলে তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ তো যে, ওদের সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ করবে না। তবে এই নাও তোমার আগাম বেতন একশো পাউন্ড আর এই চিঠি। ঠিকানাটা মনে রেখো, ১২৬ বি, করপোরেশন স্ট্রিট। কাল দুপুর একটার সময় তোমাকে হাজির হতে হবে।...আমার ভাইয়ের জন্যে একজন সত্যিকারের কাজের লোক জোগাড় করতে পেরে আমার যে কত আনন্দ হল তা বলে বোঝাতে পারব না। আজ তবে চলি। আশা করি তোমার উন্নতির এই সবে শুরু।

"মিঃ পিনারের সঙ্গে আমার এ ছাড়া আর কোনও কথা হয়নি। ডাঃ ওয়াটসন, আপনি নিশ্চয়ই আমার মনের অবস্থা কল্পনা করতে পারছেন। আনন্দের চোটে আমার তো সারা রাত ভাল ঘুমই হল না। আমার এত সৌভাগ্য আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বার্মিংহাম যাবার প্রথম যে ট্রেনটা পেলাম সেটায় চেপেই রওনা হলাম। আমার একটার সময় পৌঁছোবার কথা। আমি তার ঢের আগে পৌঁছে গেলাম। আমি প্রথমে নিউ স্ট্রিটের হোটেলে আমার জিনিসপত্র নিয়ে উঠলাম। তারপর সেই ঠিকানার খোঁজে বেরোলাম।

"একটা বাজবার পনেরো মিনিট আগেই সেই ঠিকানায় পৌঁছে গেলাম। আমার মনে হয়েছিল একটু আগে থেকেই হাজির থাকা হয়তো ভাল। ১২৬ বি বাড়িটায় যেতে গেলে দুটো বড় দোকানের মাঝখানে একটা সরু গলি দিয়ে যেতে হয়। গলিটা দিয়ে এগিয়ে গেলেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলে তলায় তলায় নানান আপিস। সিঁড়ির এক পাশের দেওয়ালে আপিসের নাম আর কোন তলার কোন ফ্ল্যাটে সেই আপিস তা লেখা আছে। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের নাম নেই। আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। আগাগোড়া সব ব্যাপারটাই কি ধাপ্পা? সব কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। এমন সময় ওপর থেকে একজন ভদ্রলোক নেমে এলেন। আমার কাছে কাল রাত্তিরে যে-ভদ্রলোক গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে এঁর চেহারায় অদ্ভুত মিল আছে। শুধু এঁর দাড়ি-গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামানো আর মাথায় অল্প টাক।

"ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি মিঃ হল পাইক্রফট?'

BanglaBook.org

"আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

"'ও হো। আমি তো আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। আপনি অবশ্য একটু আগেই এসে পড়েছেন। আজ সকালেই আমি আমার ভাইয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। সে তো আপনার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।'

"'আমি আপিসের ঘরটা খুঁজছিলাম, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।'

"'আমরা এখনও আমাদের নাম এখানে লাগাইনি। গত সপ্তাহেই তো এই ঘরটা ভাড়া নিয়েছি। তা ছাড়া এখানে তো আমরা অস্থায়ী ভাবে আছি। আসুন, ওপরে বসেই আপনার সঙ্গে সব কথা হবে।'

"ভদ্রলোকের পিছনে পিছনে উঁচু উঁচু সিঁড়ি দিয়ে আমরা একদম চিলেকোঠায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে দুটো ঘর। ঘরগুলোর মেঝেয় কার্পেট নেই, জানলায় কোনও পরদা টাঙানো নেই। আমার ধারণা হয়েছিল, কোম্পানির আপিসটা বেশ বড়সড় হবে, সারি সারি টেবিল, সেখানে অনেক লোক কাজ করছে। ও হরি, কোথায় কী! ঘরে একটা সাধারণ টেবিল আর টেবিলের দু'পাশে দুটো খুবই সস্তার চেয়ার। টেবিলের ওপরে একটা লেজার আর নীচে একটা বাজে কাগজ ফেলার ঝুড়ি।

"আমার মুখ দেখে ভদ্রলোক বুঝতে পেরেছিলেন আমি খুবই হতাশ হয়েছি। 'ঘাবড়াবেন না মিঃ পাইক্রফট। রোম একদিনে গড়ে ওঠেনি। আমাদের টাকাপয়সার ঘাটতি নেই। আমরা এখনও পর্যন্ত সব গুছিয়ে উঠতে পারিনি। বসুন। কই আপনার চিঠিটা দেখি।'

"আমি চিঠিটা বের করে ভদ্রলোককে দিলাম। ভদ্রলোক খুব মন দিয়ে চিঠিটা পড়লেন।

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন মিঃ পাইক্রফট। তারপর ফের বলতে শুরু করলেন তাঁর কাহিনী। "ভদ্রলোক চিঠিটা পড়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার ভাই আর্থার দেখছি খুবই খুশি হয়েছে। লোকচরিত্র বুঝতে ওর জুড়ি নেই। আর্থার সব কথাতেই লন্ডনের তুলনা দেয় আর আমি বার্মিংহ্যামের। এক্ষেত্রে আমি তার মতই মেনে নেব।...আপনার চাকরি পাকা হয়ে গেছে বলে ধরে নিন।'

"আমি বললাম, 'আমাকে কী করতে হবে?'

"'আপনাকে আমাদের প্যারিস শহরের হেড আপিসের সব দায়িত্ব নিতে হবে। এই আপিস থেকে ফ্রান্সে আমাদের যে একশো চৌত্রিশটা শাখা আছে সেসব জায়গায় ইংল্যান্ডে তৈরি বাসনকোসন পৌঁছে দেওয়া হবে। কেনাকাটা যা কিছু তা এই সপ্তাহেই সাঙ্গ হবে। ইতিমধ্যে আপনি বার্মিংহ্যামে থেকে সব ব্যাপারটা তারিকি করবেন।'

"'কী ভাবে?'

"আমার কথার জবাবে ভদ্রলোক টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা লাল রঙের বড় বই বের করলেন। 'এটা প্যারিসের ডাইরেক্টরি। এতে প্রত্যেক লোকের নামের সঙ্গে সে কী করে তা লেখা আছে। আপনি এটা বাসায় নিয়ে গিয়ে এই ধরনের জিনিসপত্র যারা বিক্রি করে তাদের নামের পাশে দাগ দেবেন। এই তালিকাটা আমার ভীষণ দরকার।'

"'কিন্তু ব্যবসাদারের নামের তালিকা তো আলাদা ভাবে পাওয়া যায়,' আমি একটু আশ্চর্য হয়েই বললাম।

BanglaBook.org

"না। সেগুলোতে খুব ভুলভাল থাকে। ওদের কাজের ধরন আমাদের মতন নয়। এই কাজটা ভাল করে করুন। সোমবার বারোটার সময় আমার চাই। ঠিক আছে মিঃ পাইক্রফট, আপনি তা হলে এখন আসুন। কাজে আপনার উৎসাহ আর উদ্যম থাকলে দেখবেন যে কোম্পানি আপনাকে কী করে।'

"সেই ঢাউস বইটা বগলদাবা করে আমি তো হোটেলে ফিরলাম। মনের মধ্যে নানা রকম ভাবনাচিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। বুঝলাম যে, চাকরিটা আমি পেয়েছি। আর তার প্রমাণ হিসেবে আমার পকেটে তখনও একশো পাউন্ডের নোটটা রয়েছে। কিন্তু আপিসের ছিরি দেখে, সিঁড়ির নীচে আপিসের নাম না দেখে মনটা দমে যেতে লাগল। যাই হোক, কী আর করব। এখন এখানেই আমাকে লেগে থাকতে হবে। রবিবার দিন আমি সারাক্ষণই কাজ করলাম। সোমবার সারা সকাল চেষ্টা করে 'H' পর্যন্ত হল। আমি আমার কর্তার কাছে গেলাম। সেই ফাঁকা ঘরে উনি একলা বসেছিলেন। আমার কথা শুনে বললেন, 'ঠিক আছে, বুধবার লিস্টটা করে আনুন।' বুধবার দিনও কাজটা শেষ হল না। কাজটা শেষ হল শুক্রবার, মানে গত কাল কাগজপত্র নিয়ে আমি মিঃ হ্যারি পিনারের কাছে গেলাম।

"'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কাজটা যে এত বড় তা একদম বুঝতে পারিনি। এই লিস্টটা খুব কাজে লাগবে।'

"আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কাজটা শেষ করতে অনেক সময় লাগল।'

"'আপনাকে আর-একটি কাজ করতে হবে। অনেক ফার্নিচারের দোকানেও বাসনপত্র বিক্রি হয়। আপনাকে সেই দোকানগুলোর নামের লিস্ট করতে হবে।'

"'খুব ভাল।'

"'কাল সন্ধে সাতটা নাগাদ এসে আপনি বরঞ্চ কাজ কী রকম এগোচ্ছে সেটা আমাকে জানিয়ে যাবেন।তবে অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না। সন্ধেবেলা যদি ঘণ্টা-দুয়েক মিউজিক হল থেকে ঘুরে আসেন তো কাজেরও কোনও ক্ষতি হবে না। আর শরীর-মন দুইই ভাল থাকবে।'

"কথাটা বলেই ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। আমার নজরে পড়ল তাঁর বাঁ দিকের দ্বিতীয় দাঁতটা সোনা-বাঁধানো। দেখেই আমার শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল।'

শার্লক হোমস বেজায় খুশি হয়ে হাত ঘষতে লাগল। আর আমি ব্যাপার কী বুঝতে না পেরে আমাদের মক্কেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"ডঃ ওয়াটসন, আপনি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছেন। আসল কথাটা হচ্ছে এই, আমার কাছে লন্ডনে প্রথম যে-লোকটি এসে ছিলেন, তিনি আমি মসনেরে যেখানে যাব শুনে যখন হেসে উঠেছিলেন তখন দেখতে পেয়েছিলাম যে, তাঁর বাঁ দিকের দ্বিতীয় দাঁতটি সোনা বাঁধানো। দেখতে পেয়েছিলাম মানে আলো পড়ে দাঁতটা ঝকঝক করে উঠেছিল। দু'জনের চেহারার, গলার স্বরের মিলের সঙ্গে বাঁধানো দাঁতের মিলটা বড্ড বেশি নজরে পড়ল। দু'জনের চেহারায় যেটুকু অমিল সেটা পোশাক বা দাড়ি-গোঁফ ছাঁটবার কায়দায় হতে পারে। আমি বুঝতে পারলাম, এরা আসলে একই লোক। দু'ভাইয়ের চেহারায় বা গলার স্বরে মিল থাকতেই পারে। তবে তাদের দু'জনের একই পাটির একই দিকের একই দাঁত সোনা-বাঁধানো হওয়াটা কি একটু বেশি রকমের মিল হয়ে যায় না? যাই হোক, উনি

BanglaBook.org

তো আমাকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব কথা ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে গেল। কোনও রকমে তো হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলে ফিরে ঠান্ডা জলে ভাল করে মাথাটাথা ধুয়ে সব ব্যাপারটার একটা সমাধান করবার চেষ্টা করতে বসলাম। কেন লোকটা আমাকে লন্ডন থেকে বার্মিংহ্যামে পাঠিয়ে দিল? কেন ও এই ভাবে গোপনে আমার আসবার আগে বার্মিংহ্যামে এসে হাজির হল। কেন ও নিজেই নিজেকে একটা চিঠি লিখল? আমার মাথা ঘুলিয়ে যেতে লাগল। যতই ভাবতে লাগলাম, কোনও সমাধান পেলাম না। হঠাৎ আমার মনে হল, আমার কাছে যে-ব্যাপারটা এত গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে সেটা মিঃ শার্লক হোমস হয়তো সহজেই নিষ্পত্তি করে ফেলতে পারবেন। আমি কোনও রকমে রাত্তিরে ট্রেন ধরে লন্ডনে এসে পৌঁছেছি। তারপর আজ সকালে মিঃ হোমসের সঙ্গে দেখা করি। এখন আপনারা দু'জনে বার্মিংহ্যামে তদন্ত করে যদি আমার প্রশ্নের জবাবটা বলে দেন তো নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

BanglaBook.org

পাইক্রফট তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা শেষ করলেন। এরপর খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। শার্লক হোমস গম্ভীর মুখে চোখ বন্ধ করে বসেছিল। তার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল যে, সে খুশিতে একেবারে ডগমগ করছে। তারপর চেয়ারের সিটে হেলান দিয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বেশ মজার কাণ্ড, তাই না ওয়াটসন? এই কেসের কতকগুলো পয়েন্ট বেশ জটিল। ফ্র্যাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের আপিসে বসে মিঃ আর্থার হ্যারি পিনারের সঙ্গে আলাপ করতে পারলে তোমার আমার দু'জনেরই একটা বেশ নতুন অভিজ্ঞতা হবে বলে মনে হয়।"

"কিন্তু তা কী করে হবে?" আমি জানতে চাইলাম।

"খুব সহজেই," হল পাইক্রফট খুশি খুশি ভাবে বললেন, "আপনারা দু'জন হলেন

আমার বন্ধু। আপনাদের চাকরি নেই। তাই আমি আপনাদের আমার নতুন আপিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে এসেছি। এতে আর গোলমালের কী আছে? এটাই তো স্বাভাবিক।"

হোমস বলল, "ঠিকই তো। ভদ্রলোকের দেখা পাওয়াটা দরকার। ওঁর সঙ্গে দেখা হলে বোঝা যাবে যে ওঁর মতলবটা কী। আপনার মধ্যে ওই ভদ্রলোক এমন কী গুণ দেখলেন যে আপনাকে ডেকে চাকরি দিলেন? নাকি...।" হোমস সেই যে মুখে চাবি-তালা লাগিয়ে দিল, নিউ স্ট্রিটে পৌঁছোবার আগে আর একটি কথাও বলল না।

সন্ধে সাতটার সময় আমরা কর্পোরেশন স্ট্রিট ধরে সেই আপিসের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

আমাদের মক্কেল বললেন, "খুব বেশি আগে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। উনি আমার সঙ্গে দেখা করতেই ওখানে আসেন।"

হোমস বলল, "এটা একটা ভাববার কথা বটে।"

পাইক্রফট উত্তেজিত ভাবে বললেন, "দেখুন, দেখুন, যা বলেছি ঠিক কিনা। ওই যে আমাদের আগে আগে উনি চলেছেন।"

পাইক্রফট একটি বেঁটেখাটো লোককে দেখিয়ে দিলেন। উলটো দিকের ফুটপাত দিয়ে ভদ্রলোকটি ভিড়ের মধ্যে বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটছিলেন। একটি অল্পবয়সি ছোকরা ছুটে ছুটে খবরের কাগজের সন্ধের সংস্করণ বিক্রি করছিল। মিঃ পিনার একটা খবরের কাগজ কিনে সেটাকে বগলদাবা করে একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন।

"ওই উনি ঢুকে গেলেন। ওই বাড়িটায় অনেক কোম্পানির আপিস আছে। আমার সঙ্গে আসুন। মনে হয় সহজেই আপনাদের ওঁর কাছে নিয়ে যেতে পারব।"

মিঃ হল পাইক্রফটের ঠিক পিছনে পিছনে আমরা সিঁড়ি দিয়ে পাঁচতলা অবধি উঠলাম। পাঁচতলায় একটা ঘরের দরজা আধা-ভেজানো। পাইক্রফট সেই দরজায় টোকা দিলেন।

ভেতর থেকে আওয়াজ এল 'চলে আসুন।' আমাদের মক্কেলের কথা খাঁটি। ঘরটায় আসবাবপত্র বলতে প্রায় কিছুই নেই। যে-লোকটিকে আমরা রাস্তায় দেখেছিলাম, এখন তিনি ঘরের একমাত্র টেবিলের কাছে বসে ছিলেন। টেবিলের ওপরে খবরের কাগজটা খোলা রয়েছে। ভদ্রলোকের মুখের অবস্থা দেখে আমি তো অবাক। একবার আমার মনে হল যে, ভদ্রলোক খুবই অসুস্থ। তার পরেই মনে হল যে, ভদ্রলোক প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করছেন। আবার পরক্ষণেই মনে হল যে, তিনি যেন সাংঘাতিক ভয় পেয়েছেন। তিনি দরদর করে ঘামছিলেন। চোখগুলো বড় বড়। তাঁর চোখের দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল কোনও কিছুই যেন তাঁর নজরে পড়ছে না। তিনি পাইক্রফটের দিকে তাকিয়েছিলেন বটে, তবে তাঁকে মোটেই চিনতে পারেননি।

"মিঃ পিনার, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?" পাইক্রফট চেঁচিয়ে উঠলেন।

"হ্যাঁ। শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। আপনার সঙ্গে এঁরা কারা?" মিঃ পিনার থেমে থেমে বললেন। আমরা বুঝতে পারলাম যে, কথা বলতে ওঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। কথা বলতে বলতে তিনি জিভ দিয়ে ঠোঁটদুটি ভিজিয়ে নিচ্ছিলেন।

"এঁদের একজন মিঃ হ্যারিস। ইনি বার্মন্ডসে থাকেন। আর একজন মিঃ প্রাইস, এখানকারই লোক। এঁরা দু'জনেই আমার বন্ধু। দু'জনেই খুব কাজের লোক। কিন্তু

BanglaBook.org

দু'জনেই এখন বেকার। এঁরা আপনার কাছে এসেছেন যদি আমাদের কোম্পানিতে এঁদের কোনও চাকরি আপনি করে দিতে পারেন।"

একটু শুকনো হাসি হেসে মিঃ পিনার বললেন, "হ্যাঁ, চাকরি হতে পারে বই কী। মনে হচ্ছে আপনাদের চাকরি হয়েই যাবে। মিঃ হ্যারিস, আপনি কী কাজ করেন?"

হোমস বলল, "আমি একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট।"

"তাই নাকি। হ্যাঁ, আমাদের তো একজন অ্যাকাউন্ট্যান্টের দরকার হবে। তা মিঃ প্রাইস আপনি?"

আমি বললাম, "আমি একজন সাধারণ কেরানি।"

"আমার মনে হচ্ছে, আপনাকেও আমাদের দরকার হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের পাকা খবর দিয়ে দেব। এখন তা হলে আপনারা আসুন। ভগবানের দোহাই, আমাকে একটু একা থাকতে দিন।"

শেষের কথাগুলো যেন তাঁর ভেতর থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। নিজেকে উনি যে ভাবে এতক্ষণ সামলে রেখেছিলেন সেটা আর পারলেন না। হোমস আর আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম। মিঃ পাইক্রফট টেবিলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন।

"মিঃ পিনার, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে এখানে এই সময়ে আমাকে কাজের কথা বলার জন্যে আসতে বলেছিলেন বলেই এসেছি।"

"তা ঠিক, মিঃ পাইক্রফট, তা ঠিকই," মিঃ পিনার শান্ত ভাবে বললেন, "আপনি বরঞ্চ এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আপনার বন্ধুদেরও আপনার সঙ্গে থাকতে বলুন। আমি মিনিট-তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসছি।"

ধীরেসুস্থে চেয়ার ছেড়ে উঠে ভদ্রলোক ঘরের ভেতরের দিকের একটা দরজা দিয়ে ঢুকে গেলেন। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

হোমস ফিসফিস করে বলল, "কী ব্যাপার? উনি গা-ঢাকা দিলেন নাকি?"

পাইক্রফট বললেন, "অসম্ভব।"

"কেন?"

"ওই দরজাটা দিয়ে ভেতরের ঘরে যাওয়া যায়।"

"সে ঘর দিয়ে বাইরে যাওয়া যায় না?"

"না।"

"ঘরটা বেশ সাজানোগোছানো কি?"

"কালও ঘরটা একদম খালি ছিল।"

" তা হলে ও ঘরে উনি কী করতে গেলেন? এ ব্যাপারটার মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে যা আমি ঠিক ধরতে পারছি না। স্রেফ ভয় পেয়ে পিনার বারোআনা পাগল হয়ে গেছেন। কেন উনি এত ভয় পেলেন?"

"উনি হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছেন যে, অমিরা গোয়েন্দা," আমি বললাম।

পাইক্রফট বললেন, "তাই হবে।"

হোমস মাথা নাড়ল। "উনি আমাদের দেখে ভয় পাননি। আগে থেকেই ভয় পেয়েছিলেন। হতে পারে যে..."

হোমসের কথায় বাধা পড়ল। ভেতরের ঘর থেকে একটা অদ্ভুত 'র‍্যাট-ট্যাট র‍্যাট-ট্যাট'

BanglaBook.org

শব্দ ভেসে এল।

পাইক্রফট বললেন, "আরে, আরে, নিজেই দরজা বন্ধ করে আবার নিজেই দরজা ঠুকছেন কেন?"

আবার সেই শব্দটা শোনা গেল। এবার আরও জোরে। আমরা সকলে একদৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হোমসের দিকে তাকাতে দেখলাম যে, তার মুখচোখ একেবারে পাথরের মূর্তির মতো স্থির। শুধু চোখের তারাদুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা গেল আর তার পরেই কাঠের ওপর দমাদম করে ঘা দেবার শব্দ। হোমস একদৌড়ে ঘরের এ দিক থেকে ও দিকে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। হোমসের দেখাদেখি আমরাও দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। আমাদের চাপে দরজার কবজাগুলো ভেঙে গেল। মড়মড় করে দরজাটা পড়ে গেল। আমরা ভেতরে ঢুকে গেলাম।

ঘরটায় কেউ নেই।

একটু পরেই আমাদের ভুল ভাঙল। ঘরের এক কোণে আর-একটা দরজা। আমরা যে-ঘর থেকে এলাম সেই ঘরের দিকেই দরজাটা। হোমস এক লাফে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। ঘরের মেঝেতে একটা কোট আর ওয়েস্টকোট পড়ে রয়েছে। আর পেছন দিকে একটা হুকের সঙ্গে নিজের গ্যালিসকে দড়ির মতো করে গলায় বেঁধে ঝুলছেন হার্ডওয়্যার ম্যানেজিং কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তাঁর হাঁটু দুমড়ে গেছে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে। দরজার সঙ্গে গোড়ালির ঠোকাঠুকির শব্দই আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। আমি পিনারের কোমর জাপটে ধরে ওঁকে সোজা করে রাখলাম। হোমস আর পাইক্রফট দু'জনে মিলে গ্যালিসের ফাঁসটা আলগা করতে লাগল। ইলাস্টিক বলে জিনিসটা গলায় একেবারে চেপে বসে গেছে। তারপর আমরা ওঁকে ধরাধরি করে বাইরের ঘরটায় নিয়ে এলাম। ভদ্রলোককে মেঝেয় শুইয়ে দিলাম। মুখের রং একেবারে স্লেটের মতো হয়ে গেছে। নীলচে ঠোঁটদুটো শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে।

হোমস বলল, "কী রকম বুঝছ ওয়াটসন?"

আমি ঝুঁকে পড়ে ভদ্রলোককে ভাল করে পরীক্ষা করছিলাম। ভদ্রলোকের নাড়ি খুব ক্ষীণ। তবে শ্বাসপ্রশ্বাস খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। বন্ধ চোখের পাতাদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

"আমরা ঠিক সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম। আর-একটু দেরি হলে কী হত বলা যায় না। যাকে বলে টাচ অ্যান্ড গো আর কি। এখন ঘরের জানলাটা খুলে দাও আর জলের কুঁজোটা আমাকে এগিয়ে দাও।"

ভদ্রলোকের জামাটা খুলে দিয়ে আমি তাঁর ঘাড়ে-মুখে বেশ ভাল করে জল দিয়ে দিলাম। আর তারপরে তাঁর হাতদুটো উঁচু-নিচু করতে লাগলাম যতক্ষণ না তিনি স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেন।

"এইবার আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।" বলে আমি ভদ্রলোকের পাশ থেকে সরে এলাম।

ট্রাউজার্সের পকেটে হাত পুরে হোমস খুব গম্ভীর মুখে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছিল। হোমস বলল, "আমার মনে হয়, এখন আমাদের উচিত পুলিশকে ব্যাপারটা জানানো।

BanglaBook.org

তবে কিনা আবার এটাও মনে হয় যে, কেসটার সমাধান করে ফেলার পর পুলিশকে জানানোই বোধহয় বেশি ভাল।"

পাইক্রফট মাথা চুলকে বললেন, "আমার কাছে সব ব্যাপারটাই তো রহস্যময়। কী কাজের জন্যে ওরা আমাকে এত দূরে টেনে এনেছিল আর কেনই বা..."

হোমস একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "আরে, সে অতি সাধারণ কথা। কিন্তু শেষকালের এই ব্যাপারটার কোনও হদিস পাচ্ছি না।"

"বাকি যা কিছু সব আপনি বুঝে ফেলেছেন।"

"হ্যাঁ। গোড়ার ব্যাপারটা তো জলের মতো সোজা। ওয়াটসন কী বলছ?"

আমি কোনও কথা না বলে মাথা নাড়লাম। বললাম, "না, আমি এ রহস্যের সমাধান তো দূরে থাক, কোনও কিছুই বুঝতে পারিনি।"

"যদি তুমি ঘটনাগুলোকে পর পর সাজিয়ে নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করো তো তা হলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

"তুমি কী বুঝলে বলো তো?"

"সমস্ত ব্যাপারটার মূলে রয়েছে দুটো জিনিস। এক হচ্ছে, মিঃ পাইক্রফটকে দিয়ে সে যে এই কোম্পানির কাজই করবে এই কথাটা লিখিয়ে নেওয়া। এটা কি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না?"

"সত্যি কথা বলতে কী আমি তো কিছু দেখছি না।"

"ধরো, কেন ওরা ও রকম করল। এটা তো প্রথা নয়। এ সব কাজকর্ম মুখের কথাতেই হয়। তবে এক্ষেত্রে কেন লেখাপড়া করার দরকার ছিল? তোমরা কি বুঝছ না যে, মিঃ পাইক্রফটের হাতের লেখার একটু নমুনা তাদের দরকার হল? আর এ ভাবে ছাড়া কী ভাবেই তারা নমুনা জোগাড় করতে পারত।"

"কিন্তু কেন?"

"ঠিক প্রশ্ন করেছ। কেন, কেন তারা এ রকম করল? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব পেলে আমরা কেসটার অনেকটা সমাধান করে ফেলতে পারব। তবে একটা কারণ হতে পারে যে, মিঃ পাইক্রফটের লেখার ছাঁদটা নকল করা কারও পক্ষে খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। আর সেই জন্যেই ওই চালাকিটা করতে হয়েছিল। এটা যদি মেনে নিই, তা হলে এর থেকে আর একটা জিনিসও পরিষ্কার হয়ে যায়। সে জিনিসটা হল, কেন মিঃ পিনার বলেছিলেন যে, আপনি চাকরি করবেন না বলে মসন কোম্পানিকে জানাবেন না। তিনি চেয়েছিলেন যে, অন্য কেউ মিঃ হল পাইক্রফট সেজে সোমবার দিন মসন কোম্পানির ম্যানেজারের কাছে যাবে। ম্যানেজার ভদ্রলোক তো মিঃ পাইক্রফটকে দেখেননি, তাই সেদিক দিয়ে কোনও অসুবিধে নেই।"

"হা ভগবান! কী বোকামিটাই না আমি করেছি!" পাইক্রফট কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন।

"ধরুন, যে-লোক মিঃ হল পাইক্রফট সেজে গেল, তার হাতের লেখার যদি পাইক্রফটের হাতের লেখার সঙ্গে কোনও মিল না থাকে তো সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে। তাই ওই নমুনা দেখে সেই জোচ্চোর হাতের লেখা মকশো করে নেবার সময় পাবে। আমার ধারণা, ওই আপিসের কেউই আপনাকে চেনে না।"

BanglaBook.org

"না, কেউ না।"

"তা হলে তো ঠিকই হয়েছে। লন্ডনে থাকলে পাছে আপনি জেনে যান যে, হল পাইক্রফট নামে একজন মসন কোম্পানির আপিসে কাজ করছে, তাই ওদের প্রথম কাজই হল আপনাকে লন্ডন থেকে সরিয়ে দেওয়া। আর সেই জন্যে ওরা অত বেশি মাইনে কবুল করে আগাম দিয়ে আপনাকে মিডল্যান্ডসে পাঠিয়ে দেয়। আর সেখানে আপনাকে এমন কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল, যাতে আপনি লন্ডনমুখো আর না হতে পারেন। আপনি লন্ডনে এলেই তো ওদের খেল খতম। এ সবই, যাকে বলে, জলবৎ।"

"কিন্তু ওই লোকটা কেন নিজের ভাই সেজে থাকবে?"

"এটা বোঝা খুব শক্ত নয়। ওরা দু'ভাই-ই এই ব্যাপারটায় জড়িত। আর এক ভাই এখন পাইক্রফট সেজে আপিসে চাকরি করছে। এই লোকটি আপনার কাছে যায়, আবার পরে আপনার কর্তা হিসেবে এখানে আসে। এটা করতেই হয়েছিল, কেন না, এখানে অন্য কোনও লোককে আপিসের কর্তা খাড়া করলে তাকে সব ব্যাপারটা জানাতে হত। সেটা এরা চায়নি। তাই যতদূর সম্ভব চেহারাটা পালটে নিয়েছিল। ভেবেছিল যে, দু'জনের চেহারার সাদৃশ্য বংশগত সাদৃশ্য বলে আপনার মনে হবে। আর ঘটনাচক্রে ওই সোনা-বাঁধানো দাঁতটা আপনার চোখে না পড়লে মনে কোনও রকম সন্দেহই হত না।"

হল পাইক্রফট হাত ছুড়তে লাগলেন। "হা অদৃষ্ট, আমাকে তো আচ্ছা বোকা বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওই জাল হল পাইক্রফট মসন কোম্পানির আপিসে কী করছে? মিঃ হোমস, এখন আমরা কী করব? আপনি বলুন কী করা উচিত?" পাইক্রফট উত্তেজিত হয়ে বললেন।

"আমরা এক্ষুনি তার করে মসন কোম্পানিকে সব কথা জানিয়ে দেব।"

"শনিবার দিন ওদের আপিস বারোটার সময় বন্ধ হয়ে যায়।"

"ভাববেন না। দারোয়ান বা কেয়ারটেকার নিশ্চয়ই থাকবে।"

"ঠিক বলেছেন। অনেক মূল্যবান জিনিস আর কাগজপত্র গচ্ছিত থাকে বলে ওদের মাইনে-করা রক্ষী আছে। এ কথা লন্ডনে থাকতে শুনেছি।"

"খুব ভাল। আমরা তাকে তার করে জেনে নেব সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। আর আপনার নামের কোনও কেরানি ওদের ওখানে কাজ করছে কিনা। এ সবই বুঝতে পারছি। যেটা বুঝতে পারছি না সেটা হল, মানিকজোড়ের একজন কেন কথা নেই বার্তা নেই গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চাইছিল।"

"খবরের কাগজ," কে যেন ভাঙা খ্যাসখেসে গলায় আমাদের পিছন থেকে বলে উঠল। তাকাতেই দেখলাম লোকটি উঠে বসেছে। তার মুখটা অদ্ভুত রকমের সাদা আর বীভৎস দেখাচ্ছিল। তবে তার চোখের দিকে নজর পড়তে বুঝলাম যে, এখন ও অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে। লোকটি নিজের গলায় সন্তর্পণে হাত বোলাচ্ছিল।

"খবরের কাগজ। ঠিকই তো!" শার্লক হোমস চেঁচিয়ে উঠল, "আমি একটা ইডিয়ট, গাধা। এখানে আসবার আগে ব্যাপারটা নিয়ে আমি এত ভাবছিলাম যে, কাগজটা আমার নজরেই পড়েনি। ঠিক রহস্যের মূল চাবিকাঠি নিশ্চয়ই এই খবরের কাগজেই আছে। হোমস খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

BanglaBook.org

"ওয়াটসন, দেখো, দেখো," হোমস চেঁচিয়ে বলল, "এটা একটা লন্ডনের কাগজ। ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডের প্রভাতী সংস্করণ। এই তো এই তো, যে খবরটা আমরা চাইছিলাম। খবরের শিরোনামটা দেখো, 'শহরে বিরাট অপরাধ। মসন অ্যান্ড উইলিয়াম কোম্পানির অফিসে খুন! বিরাট চুরির চেষ্টা! অপরাধী ধরা পড়েছে!' ওয়াটসন, আমরা সকলেই কী হয়েছে জানতে ভীষণ উৎসুক। কাগজের খবর তুমি আমাদের জোরে জোরে পড়ে শোনাও।"

দুপুরে শহরে রোমহর্ষক চুরি! একজনের মৃত্যু। অবশেষে আসামি গ্রেফতার। কিছুকাল যাবৎ শহরের সবচেয়ে নামী বাণিজ্যিক আপিস মসন অ্যান্ড উইলিয়ামস কোম্পানি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দামি নথিপত্র, শেয়ার কাগজ, বন্ড—যার দাম দশ লক্ষ স্টার্লিংয়েরও বেশি হবে, নিজেদের কাছে জমা রেখে আসছেন। অফিস কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিরাট দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। আর সেই জন্যে সবচেয়ে আধুনিক ধরনের সিন্দুক তো তাঁরা এনেছেন বটেই, তার ওপর বন্দুকধারী পাহারাওয়ালাও রেখেছেন। তারা চব্বিশ ঘণ্টা অফিসের চার পাশে টহল দেয়। খবর পাওয়া গেছে যে, গত সপ্তাহে মিঃ হল পাইক্রফট নামে একজন এই কোম্পানিতে কেরানি হিসেবে যোগ দেয়। পুলিশ জানতে পেরেছে যে, এই পাইক্রফট আর কেউ নয়, নাম-করা জালিয়াত বেডিংটন। যে-কোনও ধরনের তালা বা সিন্দুক খুলতে বেডিংটনের জুড়ি নেই। বেডিংটন আর তার ভাই টানা পাঁচ বছর জেলে ঘানি টেনে মাত্র অল্প কিছুদিন আগে ছাড়া পেয়েছে। যে-কোনও ভাবেই হোক, বেডিংটন বেনামে দরখাস্ত করে মসন কোম্পানিতে চাকরিটা জোগাড় করে। ঠিক কী ভাবে যে সে চাকরিটা বাগায় তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। তবে এই চাকরির সুযোগ নিয়ে সে অফিসের সিন্দুকের তালাগুলো কী ধরনের, স্ট্রং-রুমটাই বা কোথায় সব খবর জেনে নেয়।

শনিবার দিন মসন কোম্পানির অফিস বারোটায় ছুটি হয়ে যায়। তাই পুলিশ সার্জেন্ট টসন যখন একটা কুড়ি মিনিটের সময় থলি হাতে একজন লোককে মসন কোম্পানির অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন, তখন তাঁর মনে খটকা লাগে। সার্জেন্ট লোকটির পিছু নেন। পরে কনস্টেবল পোলকের সাহায্যে তাকে ধরে ফেলেন। লোকটি অবশ্য সহজে ধরা দেয়নি। সার্জেন্ট টসন আর কনস্টেবল পোলকের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝে শেষকালে সে ধরা দেয়। সার্জেন্ট টসন অনুমান করেন যে, মসন কোম্পানিতে একটা বড় রকমের চুরি হয়েছে। লোকটির কাছ থেকে প্রায় এক লক্ষ পাউন্ড মূল্যের শেয়ার ও বন্ড পাওয়া যায়। এরপর পুলিশ কোম্পানির ঘর তল্লাশি করে। সেখানে একটা সিন্দুকের মধ্যে মৃত অবস্থায় এক প্রহরীকে পাওয়া যায়। ভারী কোনও কিছু দিয়ে মাথার পিছনে জোরে আঘাত করায় তার মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহটা এমন ভাবে রাখা ছিল যে, সোমবার দিন অফিস না খোলা পর্যন্ত সেটি কারও চোখে পড়ত না। পুলিশের অনুমান, অফিস ছুটি হয়ে যাবার পর বেডিংটন এসে ওই দরোয়ানকে বলে সে একটা জিনিস ফেলে গেছে। দরোয়ান তার কথায় বিশ্বাস করে তাকে অফিস ঘরে ঢুকতে দিলে সে দরোয়ানকে খুন করে। তারপর সিন্দুক আর স্ট্রং-রুমের চাবি ভেঙে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে। সার্জেন্ট টসনের মনে সন্দেহ না হলে ব্যাপারটার এত তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি তো হতই না, আর বেডিংটনকেও চট করে ধরা যেত না। বেডিংটনেরা দুই ভাই। তারা সব সময়ে

BanglaBook.org

একসঙ্গে কাজ করে। আশ্চর্যের কথা, এ ব্যাপারে তার ভাইয়ের কোনও হাত আছে কিনা তা জানা যায়নি। পুলিশ অবশ্য তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এতক্ষণ একটানা চেঁচিয়ে পড়ে আমি চুপ করলাম।

মেঝেয় বসে-থাকা লোকটিকে দেখিয়ে হোমস বলল, "এখন আমরা পুলিশের কাজ অবশ্যই খানিকটা হালকা করে দিতে পারি।...তবে ওয়াটসন, মানুষের স্বভাব কী অদ্ভুত! রাহাজানি জালিয়াতি খুন করতে এদের বাধে না, কিন্তু নিজের ভাই পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, খুন করার জন্যে তার ফাঁসি হবে জেনে এ লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যাচ্ছিল।...যাই হোক, এ ব্যাপারে আমাদের আর কিছু করবার নেই। মিঃ পাইক্রফট, আপনি থানায় খবর দিন। আমি আর ওয়াটসন একে ততক্ষণ পাহারা দিই।"

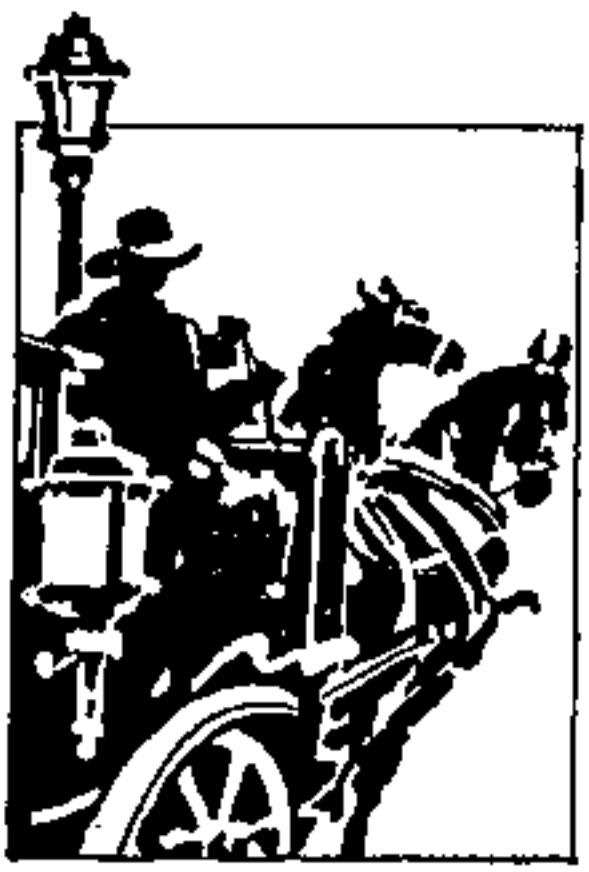

BanglaBook.org

মাসগ্রেভদের অনুষ্ঠান

আমার বন্ধু শার্লক হোমসের স্বভাবের একটা দিক আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। তার ভাবনাচিন্তায় কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা বা গোলমাল নেই। তার মতো নিখুঁত গাণিতিক মন আর দ্বিতীয় কোনও মানুষের আছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। জামাকাপড়ে তার কোনও বাবুয়ানা নেই বটে, তবে সে ছিমছাম পোশাক পরতেই ভালবাসে। কিন্তু উলটো দিকে সে অত্যন্ত এলোমেলো অগোছালো স্বভাবের মানুষ। তার সঙ্গে এক ঘরে যে বাস করবে, তার মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া কিছু অসম্ভব নয়। এর থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি খুব সেজেগুজে ফিটফাট থাকতে ভালবাসি। আফগানিস্তানে যুদ্ধের ডাক্তার হিসেবে আমাকে প্রায় ভবঘুরের মতো থাকতে হত। আর তার ফলে আমার নিজের স্বভাবেও খানিকটা ছন্নছাড়া ভাব এসে গিয়েছিল। যদিও জানি ডাক্তারের স্বভাবে এ ধরনের দোষ থাকা উচিত নয়। কিন্তু হোমসের সঙ্গে তুলনা করলে আমাকে বেশ পরিষ্কার গোছদার লোকই বলবে। বিশেষ করে যদি দেখি যে, কোনও লোক কয়লার ঝুড়িতে তার সিগার রেখে দিয়েছে, কিংবা চটির পা গলাবার জায়গায় পাইপের তামাক রেখেছে, কিংবা চিঠিপত্র একটা বড় ছুরি দিয়ে কাঠের আলমারির গায়ে আটকে রেখেছে, তখন সত্যিই আমার মনে হয় যে, আমার অনেক গুণ আছে। আমার ধারণা, পিস্তল বা রিভলভারের টিপ ঠিক করতে হলে খোলা জায়গায় গিয়েই প্র্যাকটিস করাই উচিত। কিন্তু এক এক দিন হোমসের অদ্ভুত খেয়াল চাপত। সে ঘরের মধ্যে তার বসবার চেয়ারটা দেওয়ালের কাছে সরিয়ে নিয়ে এক বাক্স কার্তুজ আর পিস্তলটা নিয়ে বসে উলটো দিকের দেওয়ালে পিস্তলের গুলি ছুড়ে ছুড়ে একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিকের মতো V. R. খোদাই করত। আমার মনে হত যে, এ রকম করায় আমাদের ঘরের সৌন্দর্যও বাড়ত না, বা ঘরের আবহাওয়া বারুদের গন্ধে কিছু মনোরম হয়ে উঠত না।

আমাদের ঘরের চারদিকে নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য, কোনও-না-কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়ানো টুকরোটাকরা সামগ্রী সব সময়েই ছড়ানো থাকে। তার ফলে হয় কী, মাখন রাখবার জায়গায় মাখন ছাড়া অন্য যে-কোনও জিনিসই পাওয়া যায়। সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে হোমসের কাগজপত্র নিয়ে। কোনও কাগজেই, বিশেষত চিঠির কাগজ যদি কোনও অপরাধের ঘটনার সঙ্গে জড়ানো থাকে, তো সে কাগজ হোমস কিছুতেই নষ্ট করতে চায় না। তার ফলে প্রায়ই পাহাড়প্রমাণ কাগজ আমাদের ঘরে জমে যায়। দু'-এক বছর অন্তর কোনও দিন খেয়াল হলে হোমস ঘরের কাগজপত্র ঠিকঠাক করে রাখত। আমি হয়তো এর আগে অন্য কোথাও হোমসের স্বভাবের আর-একটা দিকের কথা লিখেছি। সেটা হচ্ছে এই যে, হোমস যখন কোনও কাজ করত, তখন তাকে দেখে মনে হত না, সে ক্লান্তি কাকে বলে তা জানে।

BanglaBook.org

তখন সে খাওয়া-ঘুম-বিশ্রাম সব একদম ভুলে যেত। কিন্তু এক এক সময়ে তার কী যে হত, তখন সে চুপচাপ সোফায় বসে হয় বই পড়ত, না-হয় বেহালা বাজাত। মাঝে মাঝে আবার শুধুই চুপ করে বসে থাকত। আর এই জন্যে মাসের পর মাস ঘরের মধ্যে কাগজ জমে জমে পা ফেলবার আর জায়গা থাকত না। কিন্তু সমস্যাটা হল এই যে, হোমসের মত না নিয়ে এই কাগজপত্র আবার সরানো যায় না।

শীতকাল। আগুনের ধারে আমরা বসেছিলাম। একটু আগে হোমস তার টুকরো খবরের খাতায় কাগজের কাটিং গঁদ লাগিয়ে জোড়া শেষ করেছে। আমি সাহস করে বললাম, "যদি কাগজপত্রগুলো একটু গুছিয়ে ফেলো তো ঘরটা বাসযোগ্য হয়, কী বলো হোমস?"

হোমস আমার কথায় 'না' বলতে পারল না। খুব দুঃখিত মুখ করে সে উঠে গেল। তারপর তার শোবার ঘর থেকে একটা টিনের বাক্স টানতে টানতে নিয়ে এল। বাক্সটা ঘরের মাঝখানে রেখে হোমস উবু হয়ে বসে বাক্সর ঢাকনাটা খুলে ফেলল। দেখলাম বাক্সটার দুইয়ের তিন ভাগ কাগজে বোঝাই। বান্ডিল করে সব লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা।

"ওয়াটসন", আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে হোমস বলল, "এর মধ্যে তোমার লেখার অনেক মশলা আছে। বাক্সে কী আছে জানলে তুমি আমাকে সেগুলোই বের করতে বলতে। এই কাগজপত্রগুলো ঢুকিয়ে দিতে বলতে না।"

আমি বললাম, "এই এ সব তোমার রহস্য সমাধানের কাগজপত্র? আমি কতদিন ভেবেছি, এই সব তদন্তের 'নোটস' যদি আমার কাছে থাকত, কী ভালই না হত!"

"হ্যাঁ বন্ধু। এ কেসগুলো যখন আমার হাতে এসেছিল তখন আমার জীবনীকারের সঙ্গে তো পরিচয় হয়নি। ভেবো না যে, সব রহস্যেরই আমি ফয়সালা করতে পেরেছিলাম। এর মধ্যে টারলটন খুনের ব্যাপারটা আছে। ভ্যামবেরি মদওলার কেসটাও আছে। সেই বৃদ্ধা রুশ মহিলাকে নিয়ে যে কাণ্ড হয়েছিল সেটাও আছে। আর রিকোলেত্তি আর তার জাঁহাবাজ স্ত্রীর ব্যাপারটা। আ! আর এটা একটা বেশ জমাটি রহস্যভেদ বলতে পারো।"

হোমস বাক্সর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তলা থেকে একটা কাঠের বাক্স বের করল। সাধারণ একটা বাক্স। ছেলেদের খেলনা রাখার বাক্স যে রকম হয়, সেই রকম। ঢাকনাটা ঠেলে খুলতে হয়। বাক্সটার ভেতর থেকে হোমস একটা ভাঁজ-করা কাগজ, একটা পুরনো ধরনের পেতলের চাবি, একটা লম্বা সুতো-জড়ানো কাঠের গোঁজ আর দাগ-ধরা তিনটে রেকাবি বের করল।

হোমস হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এগুলো সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়?"

"অদ্ভুত ধরনের জিনিস।"

"খুবই অদ্ভুত ধরনের জিনিস। আর এই জিনিসগুলোর সঙ্গে যে কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে সেটা কিন্তু আরও অদ্ভুত।"

"এই জিনিসগুলোর মধ্যে ইতিহাস লুকিয়ে আছে বলো?"

"বরং এই জিনিসগুলোই ইতিহাসের অংশ এটা বলাই সঙ্গত।"

"কী বলতে চাইছ তুমি?"

শার্লক হোমস জিনিসগুলো একটা একটা করে তুলে টেবিলের একধারে রেখে দিল। তারপর নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। তাকে দেখে মনে হল, যে-কোনও কারণেই হোক, সে খুব খুশি হয়েছে।

BanglaBook.org

"মাসগ্রেভদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে নিয়ে যে-রহস্য গড়ে উঠেছিল, এই জিনিসগুলো সেই রহস্যভেদের সূত্র বলতে পারো।"

মাসগ্রেভদের এই ব্যাপারটার কথা হোমস আগে আমাকে দু'-একবার বলেছে। কিন্তু সব কথা খুলে কখনও বলেনি।

আমি বললাম, "মাসগ্রেভদের কথা তোমার কাছে এর আগেও শুনেছি। ব্যাপারটা যদি তুমি আমাকে খুলে বলো তো, ভাল হয়।"

"কী বলছ হে? কাগজপত্র এই রকম নোংরা ভাবে ঘরময় ছড়ানো থাকবে? তোমার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবার ইচ্ছেটা দেখছি খুব জোরালো নয়। যাই হোক, তুমি যদি এই কেসের কথা লেখো, তো ভালই হবে। এই মামলাটায় এমন অনেকগুলো পয়েন্ট আছে যা আমি নিজে কোনও কেসে পাইনি, কোথাও পড়িয়োনি। আমি যে-সব ছোটখাটো রহস্য সমাধান করেছি, সেগুলোর কথা যদি লেখো, তো এই ঘটনাটার কথাও লেখা উচিত।

"'গ্লোরিয়া স্কট' জাহাজটার কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই। সেই হতভাগ্য ভদ্রলোকটি, যিনি আমাকে আমার বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতাকে গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগাবার কথা প্রথম বলেন, তাঁর কথাও তো তোমাকে বলেছি। এখন তো আমার নাম হয়েছে, খাতির হয়েছে। সাধারণ লোকই বলো আর পুলিশই বলো, যখন কোনও রহস্যের কূল পায় না, তখন আমার কাছে ছুটে আসে। এক হিসেবে বলতে পারো, ন্যায়বিচার না পাওয়ার শেষ ভরসা আমিই। এটা পুলিশও জানে, সাধারণ লোকও জানে। তোমার সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছিল, সে কথা তো তুমি 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট' নাম দিয়ে ছাপিয়েছ, তখন তো আমার মোটামুটি নামডাক হয়ে গেছে। কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় আমাকে যে কী পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে, কত ধৈর্য ধরতে হয়েছে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

"আমি যখন প্রথম লন্ডনে আসি, তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কোণে মনটেগু স্ট্রিটে ঘর নিয়েছিলাম। সেই সময়ে আমি কেবল পড়ছি। বিশেষ করে বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখার সম্বন্ধে যতদূর জানা যায়, তা জানতে চেষ্টা করেছি। আর কখন একটা রহস্য অনুসন্ধানের সুযোগ আসবে, তার আশায় বসে থেকেছি। দু'-একটা কেস যা আসত, সেগুলো সবই বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত লোকের দৌলতে। কেন না, কলেজের শেষের দিকে আমার বন্ধুরা আমার বিশ্লেষণপদ্ধতি সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। আমার জীবনের তিন নম্বর কেস হল মাসগ্রেভদের অনুষ্ঠানের রহস্য সমাধান। এই কেসের তদন্ত করতে গিয়ে অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমার নজরে পড়েছিল। এই কেসের সঠিক সমাধানের ওপরে এমন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বলতে গেলে একজনের জীবন-মরণের সমস্যা, জড়িয়ে ছিল। আমার মনে হয়, এই রহস্য ভেদ করতে পারাই আমার গোয়েন্দা-জীবনের প্রথম বেশ বড় রকমের সাফল্য।

"রেজিনাল্ড মাসগ্রেভ আমার সঙ্গে একই কলেজে পড়ত। তার মুখ চেনা ছিল আমার। লক্ষ করতাম যে, ক্লাসের অন্য ছাত্ররা ওকে মোটেই পছন্দ করত না। সকলের ধারণা ছিল, ও খুব অহংকারী। আমার অবশ্য মনে হত, ও খুব লাজুক ধরনের ছেলে। চট করে কারও সঙ্গে মিশতে পারত না। আর সেটাকে সহপাঠীরা অহংকার বলে ভুল করত। রেজিনাল্ডের চেহারাটা খুব ভাল ছিল। একেবারে রাজার মতো দেখতে। টিকলো লম্বা নাক। বড় বড়

BanglaBook.org

চোখ। ব্যবহারটি ভারী সুন্দর, যেমন ভদ্র, তেমনই সংযত। আসলে ও আমাদের দেশের খুব প্রাচীন বংশের ছেলে। ওরা অবশ্য ওই বংশের ছোট তরফের। ষোলোশো সালের কোনও এক সময়ে ওরা উত্তর ইংল্যান্ডে ওদের গ্রাম ছেড়ে সাসেক্সের পশ্চিমে হারলস্টোনে চলে আসে। ওই অঞ্চলে ওদের চেয়ে পুরনো বাসিন্দে আর কেউ নেই। রেজিনাল্ডের চেহারায়, তার চোখেমুখে পশ্চিম সাসেক্সের আবহাওয়ার ছাপ পড়েছে। ওকে দেখলেই আমার বহু পুরনো খিলান দেওয়া গম্বুজওয়ালা, মোটাসোটা গরাদে-ঘেরা জমিদারবাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার কথাবার্তা হত। সুযোগ পেলেই ও আমার কাজের ধারা সম্বন্ধে প্রশ্ন করত। বুঝতাম যে, আমার কাজের ব্যাপারে ওর খুব কৌতূহল আছে।

"প্রায় বছর-চারেক ওর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ একদিন সকালবেলায় ও মনটেগু স্ট্রিটের বাসায় এসে হাজির। দেখলাম, ওর স্বভাবে

BanglaBook.org

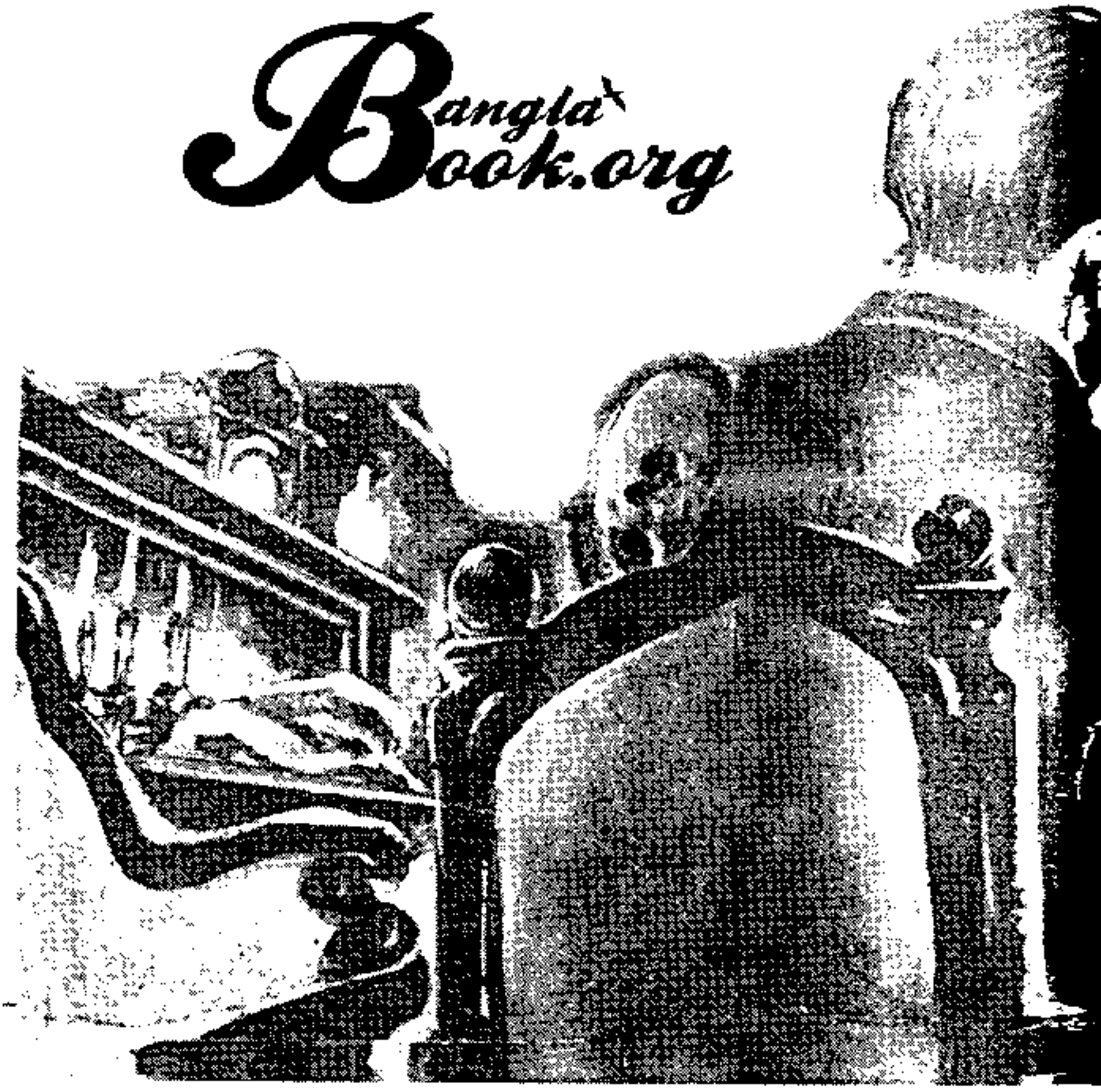

আচারে-ব্যবহারে কোনও বদল হয়নি। পোশাক-পরিচ্ছদে সেই রকমই বাবু। কথাবার্তায় সেই রকম ধীরস্থির।

"মাসগ্রেভের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করে আমি বললাম, 'তারপর রেজিনাল্ড, তোমার কী খবর?'

"'তুমি শুনেছ বোধহয় যে, বছর-দুয়েক হল আমার বাবা মারা গেছেন। তারপর থেকে আমি হারলস্টোনেই আছি। জমি-জায়গা সবই আমাকেই দেখাশোনা করতে হয়। এখন আবার আমি জেলাপরিষদের মেম্বার হয়েছি। ভীষণ কাজের চাপ। হোমস তোমার

খবরাখবর আমার কানে আসে। ওহ, তোমার অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ, চুলচেরা বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে আমরা তো তাজ্জব বনে যেতাম। শুনেছি তুমি এখন ওই ক্ষমতাকেই জীবিকা করেছ।

"'হ্যাঁ। বলতে পারো, আমি বুদ্ধি বেচে খাই।'

"'বাহ। খুব ভাল হয়েছে। তোমার পরামর্শই এখন আমার বিশেষ দরকার। হারলস্টোনে কতকগুলো উদ্ভট ব্যাপার ঘটেছে। পুলিশ তো কোনও হদিসই করতে পারেনি। অদ্ভুত ব্যাপার। মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।'

"ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝতে পারছ। আমি দম বন্ধ করে রেজিনাল্ডের কথা শুনতে লাগলাম। মাসের পর মাস চুপচাপ বসে আছি। মনে হল, এত দিন ধরে যে-ধরনের সুযোগের জন্যে আমি হাপিত্যেশ করে বসে আছি, সেই সুযোগ বুঝি এল। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অন্যেরা যে-রহস্যের সমাধান করতে পারেনি, সে রহস্যের সমাধান আমি করতে পারব। এত দিন পরে আমার মনের ইচ্ছে বোধহয় পূর্ণ হতে চলেছে।

"আমি রেজিনাল্ডকে বললাম, 'তুমি সব কথা আমাকে খুলে বলো।'

"রেজিনাল্ড যে-চেয়ারে বসে ছিল, সেটা আমার কাছে টেনে আনল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি জানো বোধহয়, আমি বিয়েটিয়ে করিনি। তবে একে তো আমাদের বাড়িটা খুব পুরনো, তার ওপর বাড়িটাও খুব বড়। তাই বাড়ি পরিষ্কার রাখবার জন্যে আমাকে অনেক লোকজন রাখতে হয়েছে। তা ছাড়া ওখানে শিকারেরও খুব সুবিধে আছে। প্রায়ই শিকার করতে বন্ধুবান্ধব পরিচিত লোকেরা আসে, আর আমার বাড়িতে থাকে। সবসুদ্ধু আট জন কাজের মেয়ে, এক জন নায়েব, দু'জন আর্দালি আর এক জন সাধারণ ফাইফরমাশ খাটবার লোক আছে। এ ছাড়া বাগান আর আস্তাবলের জন্যে অন্য লোক আছে।

"'এই যে লোকেদের কথা বললাম, এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দিন কাজ করছে নায়েব। এর নাম ব্রান্টন। আমার বাবার আমলের লোক। ব্রান্টন একটা স্কুলে পড়াত। তারপর সে চাকরি ছেড়ে দেয়। আমার বাবা তাকে চাকরি দেন। লোকটি যেমন সৎ তেমনই পরিশ্রমী। অল্প দিনের মধ্যেই এমন হল যে, ব্রান্টনকে ছাড়া আমাদের সংসার অচল। ব্রান্টনকে দেখে মনে হত, ভাল বংশের ছেলে। চেহারাটি সুন্দর। ও আমাদের বাড়িতে কুড়ি বছরেরও বেশি কাজ করছে। তবে ওর বয়স বেশি নয়। খুব বেশি হলে বছর-চল্লিশেক হবে। ও অনেকগুলো ভাষা জানে। আর হেন বাজনা নেই, যা বাজাতে পারে না। এ রকম একজন গুণী লোক যে হারলস্টোনের মতো জায়গায় সামান্য নায়েবের চাকরি করে খুশি থাকবে, তা ভাবাই যায় না। হয়তো অলস প্রকৃতির লোক বলেই শহর থেকে দূরে ওই জায়গাটা ওর এত ভাল লেগে গিয়েছিল। যাই হোক, আমাদের বাড়িতে যারা আসে, তারা সকলেই ব্রান্টনকে পছন্দ করে।

"'ব্রান্টনের চরিত্রে একটা বড় দোষ আছে। সেটা হল, একটু বেশি মাত্রায় আমুদে। বুঝতেই পারছ, ওর নানা গুণের জন্যে বন্ধুর সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না। কিছু দিন আগে ব্রান্টনের স্ত্রী মারা গেছেন। হঠাৎ একদিন আমি শুনলাম, সে র‍্যাচেল হাওয়েল বলে আমাদের যে-কাজের মেয়েটি আছে তাকে বিয়ে করবে। তবে পরে এ সম্বন্ধে আর কিছু শুনিনি। ওদের বিয়েও হয়নি। মেয়েটা খুব ভাল। তবে ওয়েলসের লোকেদের যা স্বভাব,

BanglaBook.org

র‍্যাচেল একটু বদরাগী। কিছু দিন আগে র‍্যাচেলের ব্রেন ফিভার হয়েছিল। এখন সেরে গেছে বটে তবে চেহারা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। ওকে দেখলে কষ্ট হয়। ইতিমধ্যে একদিন শুনলাম, ব্রান্টন নাকি আমার জন্তুজানোয়ারের দেখাশোনা করার যে লোকটি আছে তার মেয়েকে বিয়ে করবে। কিন্তু এরই মধ্যে একটা সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। যার ফলে ব্রান্টনকে বরখাস্ত করতে আমি বাধ্য হয়েছি।

"'ব্যাপারটা যা ঘটেছে তোমাকে বলছি: ব্রান্টন খুবই বুদ্ধিমান। আর এই অতি বুদ্ধিই তার পতনের কারণ হয়েছে। বুদ্ধি বেশি বলে ওর জানবার আগ্রহটা বেশি। এমনকী, যে-সব ব্যাপারে ওর নাক গলানোর কোনও দরকার নেই, সেসব ব্যাপারেও নাক গলাবে। তার এই অনুচিত কৌতূহল যে তাকে কত দূর বা কত নীচে নিয়ে যেতে পারে, আমার ধারণাই ছিল না।

"'আমাদের বাড়ি বেশ বড়। গত বৃহস্পতিবার রাত্রে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি, কিছুতেই ঘুম আসছে না। হয়েছিল কী, সে দিন রাতের খাওয়াদাওয়ার পর আমি দুধ ছাড়া কড়া এক কাপ কফি খেয়েছিলাম। আর তাতেই ঘুম গেল চটে। রাত দুটো অবধি চেষ্টা করেও যখন ঘুম এল না, তখন বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। ঘরের আলো জ্বেলে ভাবলাম সন্ধেবেলায় যে-বইটা পড়ছিলাম, সেটাই পড়ি। বইটি নীচের বিলিয়ার্ড রুমে ফেলে এসেছিলাম, আমি বইটা আনতে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলে একটা বারান্দা। সেই বারান্দার একপ্রান্তে একটা ঘর। সেটা লাইব্রেরি আর আমাদের অস্ত্রাগার বলতে পারো। বারান্দায় পা দিতেই আমি দেখতে পেলাম, লাইব্রেরি ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। আমি তো রীতিমতো অবাক। এ কী কাণ্ড! আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি লাইব্রেরির আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। আমার মনে হল, নিশ্চয়ই তা হলে চোর এসেছে। আমাদের হারলস্টোনের বাড়ির দেওয়ালে সাজাবার জন্যে অনেক পুরনো পুরনো তরোয়াল, ছোরাছুরি সব টাঙানো আছে। আমি দেওয়াল থেকে একটা ভারী কুড়ুল পেড়ে নিলাম। তারপর আমার হাতের মোমবাতিটা সেইখানে নামিয়ে রেখে পা টিপে টিপে লাইব্রেরি ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম।

"'লাইব্রেরির মধ্যে ব্রান্টন। সেজেগুজে সে একটা আরামকেদারায় বসে রয়েছে। তার দুই হাঁটুর ওপর একটা কাগজ ছড়ানো। দূর থেকে দেখে মনে হল, কোনও ম্যাপট্যাপ হবে। ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে ব্রান্টন গভীর ভাবে চিন্তা করছিল। টেবিলের এক কোণে একটা ছোট মোমবাতি জ্বলছিল। সেই মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, ব্রান্টন বাইরে যাবার পোশাক পরে আছে। হঠাৎ সে উঠে পড়ল। তারপর একটা আলমারির কাছে উঠে গিয়ে আলমারির তালা খুলে সেখান থেকে একটা কাগজ বের করে নিল। তারপর চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর কাগজটা বেশ ভাল করে বিছিয়ে সেটাকে খুব খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগল। ব্রান্টন আমাদের পারিবারিক কাগজপত্র এ ভাবে দেখছে দেখে আমার প্রচণ্ড রাগ হল। আমি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়লাম। ব্রান্টন চোখ তুলে তাকাতেই দেখল, আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। সে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। ভয়ে তার মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছিল। তার হাতে যে-ম্যাপের মতো দেখতে কাগজটা ছিল সেটা সে চট করে জামার মধ্যে পুরে নিল।

" 'আমি বললাম, 'তোমাকে আমরা এত বিশ্বাস করি আর তুমি কিনা এই রকম নোংরা কাজ করলে! কালই তুমি আমার চাকরি ছেড়ে চলে যাবে।'

"'ব্রান্টন মাথা নিচু করে আমাকে অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেখে মনে হল, সে একদম ভেঙে পড়েছে। টেবিলের ওপর মোমবাতিটা তখন জ্বলছিল। সেই আলোতে ব্রান্টন আলমারি থেকে যে-কাগজটা বের করেছিল, সেটা দেখলাম। কাগজটা দামি বা গোপনীয় কিছু নয়। একটা কাগজে কিছু প্রশ্ন আর তার উত্তর লেখা। আমাদের বংশে একটা অনুষ্ঠান চালু আছে। সেটাকে 'মাসগ্রেভ-অনুষ্ঠান' বলে। এই অনুষ্ঠান একদম আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠান। এটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের বংশে চলে আসছে। প্রত্যেক মাসগ্রেভকে একটা বয়সের পর এই আচার পালন করতেই হয়। এই ব্যাপারে আমাদের বংশের লোকেদের ছাড়া প্রাচীন ইতিহাস বা পুরাতত্ত্বে যাদের উৎসাহ আছে, তাদের হয়তো কিছু কৌতূহল হলেও হতে পারে। কিন্তু এটার থেকে কারও কিছু লাভ হবে বলে তো মনে হয় না।'

"আমি রেজিনাল্ডকে বললাম, 'কাগজটার কথায় আমরা পরে আসব।'

"একটু ইতস্তত করে রেজিনাল্ড বলল, 'বেশ, তুমি যা বলছ তাই হবে।...যাই হোক, আমি আলমারিটা চাবি দিয়ে দিলাম। ব্রান্টন চাবিটা টেবিলে রেখে গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি এমন সময় দেখলাম ব্রান্টন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

" 'ধরা ধরা গলায় সে বলল,"সার, আমি অপমান সহ্য করতে পারব না। জীবনে আমি সব সময় নিজের আত্মমর্যাদা বাঁচিয়ে চলেছি। এই বয়সে যদি মান খোয়াতে হয় তো আমি মরে যাব। আমার মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী হবেন। আজ যে কাণ্ড ঘটে গেল, তারপর আপনি যদি আমাকে আর রাখতে না পারেন, তবে ভগবানের দিব্যি আমাকে এক মাস সময় দিন। এক মাস পরে আমি চাকরি ছেড়ে চলে যাব। লোকে জানবে আমিই ইস্তফা দিয়ে চলে গেলাম। এখানে অনেকে আমাকে চেনে, তারা যেন জানতে না পারে যে, বদনাম মাথায় করে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে।"

" 'আমি বললাম, "দেখো, তুমি যা করেছ এরপর তোমার জন্যে এত দরদ আমার নেই। তুমি খুব অন্যায় কাজ করেছ। যাক, যে-হেতু তুমি অনেক দিন আমাদের বাড়িতে কাজ করেছ আমি তোমাকে পাঁচজনের সামনে অপমান করতে চাই না। এক মাস সময় আমি তোমাকে দিতে পারি না। বড়জোব এক সপ্তাহ দিতে পারি, এর মধ্যে তুমি যা ইচ্ছে তাই বলে চাকরি ছেড়ে দিতে পারো।"

" 'ব্রান্টন খুব কাতর ভাবে বলল, "মাত্র এক সপ্তাহ! না, না, আমাকে অন্তত পনেরোটা দিন সময় দিন।"

" 'আমি বললাম, "না, এক সপ্তাহের বেশি একটি দিনও নয়। জানবে, তোমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছি।"

" 'আর কোনও কথা না বলে ব্রান্টন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেখলাম, সে খুব ভেঙে পড়েছে। আমিও আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে এলাম।'

"রেজিনাল্ড একটু থেমে আবার বলে চলল, দুদিন কেটে গেল। আমিও আর সেই রাত্তিরের কথা তুলিনি। ব্রান্টন রোজ সকালে আমার কাছে এসে সে দিন কী কী কাজ করতে হবে জেনে যেত। তিন দিনের দিন সে সকালবেলা আমার কাছে এল না দেখে আশ্চর্য হলাম। সকালবেলা জলখাবারের পালা চুকিয়ে খাবারঘর থেকে বেরিয়েছি এমন সময় র‍্যাচেল হাওয়েলের সঙ্গে দেখা। হোমস, তোমাকে বোধহয় আগে বলেছি যে র‍্যাচেলের খুব

BanglaBook.org

অসুখ করেছিল। ওকে দেখে আমার মনে হল, ওর বোধহয় আবার শরীর খারাপ হয়েছে।

" 'আমি বললুম, "দেখো র‍্যাচেল, তোমার আরও কিছু দিন বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা ঠিক করে নেওয়া দরকার। শরীরে বল পেলে আবার কাজ কোরো।"

" 'আমার কথা শুনে র‍্যাচেল এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল যে, আমার মনে হল, ওর বোধহয় মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। ও বলল, "না, আমার শরীর ঠিক আছে।"

" 'আমি বললাম, "ঠিক আছে। ডাক্তারবাবু কী বলেন শোনা যাক। তুমি এক্ষুনি কাজ বন্ধ করে ঘরে গিয়ে বোসো।...ভাল কথা, ব্রান্টনকে বলে যাও যে, সে যেন এক্ষুনি একবার আমার সঙ্গে দেখা করে।"

" 'র‍্যাচেল বলল, "নায়েবমশাই তো চলে গেছেন।"

" 'আমি বললাম, "চলে গেছেন? কোথায় গেছেন?"

"'র‍্যাচেল বলল, "তিনি চলে গেছেন। তাঁকে কেউ দেখেনি। উনি ওঁর ঘরে নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি চলে গেছেন, চলে গেছেন," বলতে বলতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পাগলের মতো হাসতে লাগল। ওর ব্যাপারস্যাপার দেখে আমি তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি লোকজনদের ডেকে পাঠালাম। র‍্যাচেলকে তো জোর করে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ও আর তখন হাসছিল না। কাঁদছিল। আমি ব্রান্টনের খোঁজে গেলাম। সত্যিই, ব্রান্টন নেই। তার ঘরের বিছানা দেখে মনে হল যে, বিছানায় সে কাল শোয়নি। তাকে রাত্তিরবেলায় কেউ ঘর থেকে বেরোতেও দেখেনি। একতলার দরজা-জানলা সব বন্ধ ছিল। কী করে ব্রান্টন বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল সেটা বোঝা গেল না। তার কাপড়জামা, টাকাপয়সা ঘড়িটড়ি সবই তার ঘরে রয়েছে। শুধুমাত্র যে-কালো পোশাকটা সে বেশির ভাগ সময় পরত, সেটা নেই। তার জুতোজোড়া রয়েছে, কিন্তু চটিজোড়া নেই। রাত্তিরের অন্ধকারে ব্রান্টন তা হলে গেল কোথায়? আর তার হলই বা কী?

" 'আমরা তো সারা বাড়িটা, নীচের তলার ভাঁড়ারঘর থেকে, ছাদের চিলেকোঠা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু ব্রান্টনের টিকির হদিসও পেলাম না। আমাদের বাড়িটা আগেই বলেছি, খুব পুরনো। বলতে পারো একটা গোলকধাঁধার মতো। মূল বাড়িটায় এখন আর আমরা কেউ থাকি না। সেই দিকের ঘরগুলো এমনিই পড়ে আছে। আমরা সেই পুরনো বাড়ির অবশ্য যে-ঘরগুলো আছে সেগুলো খুঁজে দেখলাম। কিন্তু ব্রান্টনের চিহ্নমাত্র পেলাম না। ব্রান্টনের ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছিল না। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, কেন ব্রান্টন নিজের জিনিসপত্র ফেলে রেখে এ ভাবে কাউকে কিছু না জানিয়ে উধাও হয়ে গেল। আর তা ছাড়া ও গেলই বা কোথায়? পুলিশকে খবর দিলাম। কোনও ফল হল না। রাত্তিরবেলা বৃষ্টি হয়েছিল। আমরা বাড়ির চারপাশে অনেক খুঁজলাম, কিন্তু কোনও সন্ধানই পেলাম না। এরই মধ্যে আরও একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল।

" 'দিন-দুয়েক হল র‍্যাচেলের খুব শরীর খারাপ হয়েছিল। কখনও জ্বরের ঘোরে ভুল বকছিল, কখনও বা পাগলের মতো কাণ্ড করছিল। ওর জন্যে একজন নার্স ঠিক করে দিয়েছিলাম। ব্রান্টন উধাও হবার দিন-তিনেক পরে এক রাত্তিরে র‍্যাচেল একটু সুস্থ বোধ করছিল। তাই ওর কাছে যে-নার্সটি ছিল সে আরামকেদারায় বসে বিশ্রাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে উঠে নার্স দেখল ঘরের জানলা খোলা, বিছানা খালি, র‍্যাচেল নেই। নার্স তখনই ছুটে গিয়ে আমাকে খবর দেয়। আমি দু'জন আর্দালিকে নিয়ে

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে খুঁজতে বেরিয়ে গেলাম। র‍্যাচেল যে কোন দিকে গেছে তা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। ওর ঘরের জানলার নীচে থেকে টানা ওর পায়ের ছাপ চলে গেছে মাঠ পেরিয়ে একটা পুকুরের কাছ পর্যন্ত। তারপর আর পায়ের দাগ নেই। সেইখান থেকে একটা নুড়ি ফেলা রাস্তা বেরিয়েছে। পুকুরটা আট ফুট গভীর। যখন দেখলাম যে, র‍্যাচেলের পায়ের ছাপ পুকুরধার পর্যন্ত এসে থেমে গেছে, তখন আমার মনে কী অবস্থা হল, তা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারবে।

"'যাই হোক, আমি তো লোক দিয়ে পুকুরে জাল ফেললাম। র‍্যাচেলের দেহ বা কোনও কিছুই পাওয়া গেল না। জালে উঠে এল একটা কাপড়ের থলি। থলির ভেতর পাওয়া গেল বহুকালের পুরনো মরচে-ধরা রংচটা একতাল ধাতু আর কতকগুলো ঘষা পাথরের নুড়ি বা কাঁচের গুলি। পুকুরটা তোলপাড় করেও আমরা আর কিছু পাইনি। তারপর কাল সারা দিন ধরে আমরা সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ করেছি, কিন্তু র‍্যাচেল বা ব্রান্টন কাউকেই পাওয়া যায়নি। পুলিশও খুঁজছে বটে, তবে বিশেষ কিছু করতে পারেনি। সেই জন্যে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমিই আমার শেষ ভরসা।'

"ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, কী অধীর আগ্রহে আমি রেজিনাল্ডের কথা শুনছিলাম। ঘটনাগুলো সত্যিই খুবই অদ্ভুত। খাপছাড়া ঘটনা। আমি চেষ্টা করতে লাগলাম এই এলোমেলো খাপছাড়া ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে নিতে। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে কি কোনও যোগাযোগ আছে? থাকলে সেটা কী?

"নায়েব চলে গেছে। কাজের একটি মেয়ে অদৃশ্য হয়েছে। এই মেয়েটির সঙ্গে নায়েবের বিয়ের কথা হয়েছিল। যে-কোনও কারণেই হোক, সে বিয়ে ভেঙে যায়। মেয়েটির দেশ ওয়েলসে। এরা খুব জেদি আর রাগী হয়। নায়েব গা-ঢাকা দেবার পর ওই মেয়েটি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। মেয়েটি একটা থলিতে পুরে অদ্ভুত কিছু বস্তু পুকুরে ফেলে দিয়ে গেছে।...এই হচ্ছে ঘটনা। এই ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই জটিল রহস্যের উদ্ঘাটনের সূত্র কোনটা? কোন পথে এগোলে ফল পাব?

"আমি মাসগ্রেভকে বললাম, 'যে-কাগজটা ব্রান্টন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল সে কাগজটা আমার চাই।'

"মাসগ্রেভ বলল, 'আমাদের এই যে পারিবারিক আচার, এটার কোনও মানে আছে বলে মনে হয় না। পাগলামি বলতে পারো। তবে অনেক দিনের প্রথা। যাই হোক, আমার কাছে একটা নকল আছে। এতে কতকগুলো প্রশ্ন আর উত্তর লেখা আছে। তুমি দেখতে পারো।'

"এই যে কাগজটা ওয়াটসন দেখছ, এটা মাসগ্রেভ আমাকে দিয়েছিল। মাসগ্রেভ বংশের প্রত্যেক সন্তানকে এই আচার পালন করতেই হয়। আমি তোমাকে প্রশ্ন আর উত্তরগুলো পড়ে শোনাচ্ছি:

"'এটা কার ছিল?'

"'যে চলে গেছে তার।'

"'এটা কে পাবে?'

"'যে আসবে সে পাবে।'

"'সেটা কোন মাস?'

"'প্রথম থেকে শুরু করে ষষ্ঠ মাস।'

BanglaBook.org

"'সূর্য তখন কোথায় ছিল?'

"'ওক গাছের মাথায়।'

"'ছায়া তখন কোথায় ছিল?'

"'এলম গাছের নীচে।'

"'কী ভাবে যেতে হয়েছিল?'

"'উত্তর দিকে দশ আর দশ, পুবে পাঁচ আর পাঁচ, দক্ষিণে দুই আর দুই, পশ্চিমে এক আর এক, তারপর নীচে।'

"'এটার জন্যে আমরা কী দেব?'

"'আমাদের যা কিছু আছে সব।'

"'কেন আমরা এটা দেব?'

"'বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবার জন্যে।'

"মাসগ্রেভ বলল, 'মূল কাগজটায় কোনও তারিখ নেই। তবে লেখার ভঙ্গি আর বানান দেখে মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হবে। আমার মনে হয়, এই রহস্য-ভেদ করার ব্যাপারে এই কাগজটা তোমার কোনও কাজেই লাগবে না।'

"আমি বললাম, 'আর কিছু না হোক, এটা একটা রহস্য তো বটে। বোধহয় প্রথমটার চেয়ে বেশিই ইন্টারেস্টিং। এমন হতে পারে যে, এই রহস্যের সমাধান করতে পারলে দ্বিতীয় রহস্যটারও ফয়সালা হয়ে যাবে। রেজিনাল্ড, কিছু মনে কোরো না, তোমার পূর্বপুরুষদের চাইতে ব্রান্টন ঢের বেশি বুদ্ধিমান লোক।'

"রেজিনাল্ড মাসগ্রেভ বলল, 'দেখো হোমস, তোমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না। আমার মনে হয়, কাগজটার বিশেষ কোনও মূল্য নেই।'

"'কিন্তু আমার ধারণা, এই কাগজটা বিশেষ মূল্যবান। আর তোমার নায়েব ব্রান্টনও সেটা বুঝতে পেরেছিল। তোমার হাতে সে রাতে ধরা পড়বার আগে সে নিশ্চয়ই এই কাগজটাই দেখছিল।'

"'খুবই সম্ভব। আমরা তো কাগজটাকে লুকিয়ে রাখিনি।'

"'আমার মনে হচ্ছে শেষ বারে ব্রান্টন কাগজটা মুখস্থ করছিল। আর ওর কাছে যে কাগজটা ছিল, সেটা একটা ম্যাপ কিংবা নকশা। আসল লেখাটার সঙ্গে ও ওই ম্যাপ বা নকশাটা মিলিয়ে নিচ্ছিল।'

"'তাই হবে। তবে আমাদের বংশের ওই অদ্ভুত আচারে ওর এত কৌতূহল কেন? আর ওই উদ্ভট প্রশ্ন আর উত্তরের মানেই বা কী?'

"আমি বললাম, 'এই কাগজের লেখার মানে বোঝাটা মোটেই শক্ত নয়। এখন ও কথা থাক। তোমার আপত্তি না থাকলে আমরা প্রথম যে-ট্রেন পাব সেটা ধরে সাসেক্স যাব। এর পরের যে-কাজ সেটা ওখানে গিয়ে করতে হবে।'

"ও দিন বিকেলে আমরা দু'জনে হারলস্টোন পৌঁছে গেলাম। ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই কোথাও-না-কোথাও ওই বিখ্যাত বাড়িটার কথা পড়েছ বা বাড়িটার ছবি দেখেছ। বাড়িটা দেখতে 'এল' অক্ষরের মতো। লম্বা দিকটা নতুন। আর ছোট দিকটাই মূল বাড়ি। ওই অংশটা থেকে নতুন দিকটা আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে। মূল বাড়ির ঠিক মাঝখানে একটা ছোট দরজা। দরজার ওপরের খিলেনে ১৬০৭ খোদাই করা। তবে বাড়ির কড়িবরগা দেখে

BanglaBook.org

BanglaBook.org

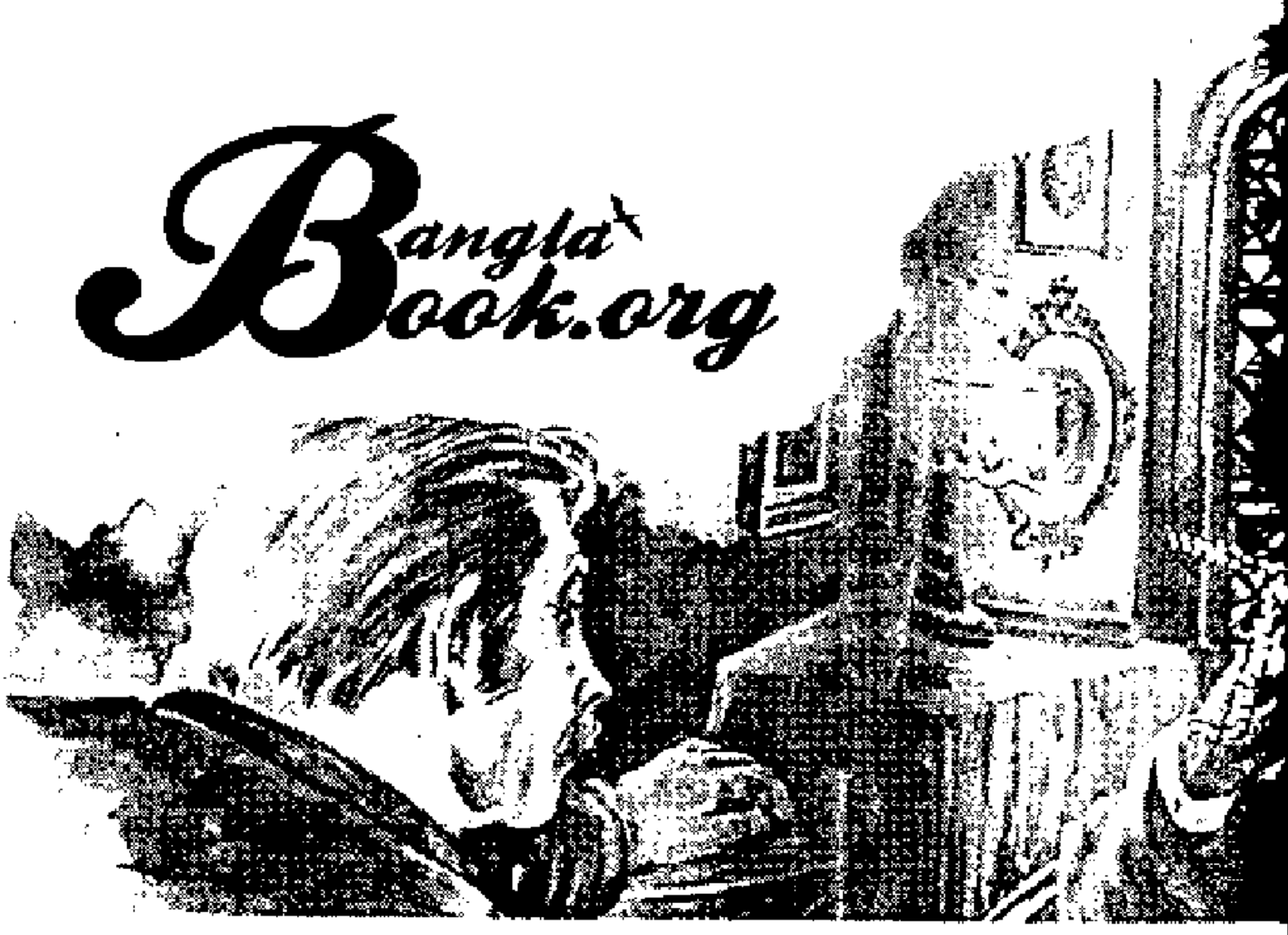

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, বাড়িটা ১৬০৭ সালের ঢের আগে তৈরি হয়েছিল। পুরনো বাড়িটার দেওয়ালগুলো খুব পুরু আর জানলাগুলো ভীষণ ছোট ছোট। সেই জন্যেই বোধহয় গত শতাব্দীতে এই নতুন বাড়িটা করা হয়েছিল। এখন পুরনো বাড়িটা গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাড়িটার চার দিকে সুন্দর বাগান। তাতে দামি দামি গাছ। বাড়িটার থেকে আন্দাজ দু'শো গজ দূরে রাস্তার ধারে একটা পুকুর। পুকুরটার কথা তো আগেই বলেছি।

"ওয়াটসন, আমি গোড়াতেই একটা কথা বুঝেছিলাম। সেটা হল রেজিনাল্ড যদিও তিনটে সমস্যার কথা বলছে, আসলে সমস্যা একটাই। আর মাসগ্রেভদের পারিবারিক যে-আচার তার মানেটা যদি বুঝতে পারি তা হলে ব্রান্টন আর র‍্যাচেলের উধাও হওয়ার ব্যাপারটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি প্রথমে মাসগ্রেভদের ওই ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কেন ব্রান্টন এই উদ্ভট প্রশ্ন আর উত্তর লেখার কাগজটার ব্যাপারে এত কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল? নিশ্চয়ই সে এর মধ্যে এমন একটা মানে খুঁজে পেয়েছিল, যেটা রেজিনাল্ডের বাপ-ঠাকুরদা ধরতে পারেননি। ব্রান্টন নিশ্চয়ই জানত যে, এই কাগজটার থেকে তার বেশ কিছু লাভ হবে। কিন্তু এই কথাগুলোর মানেটা কী? আর মানে বুঝে ব্রান্টনের লাভটাই বা হল কী?

"রেজিনাল্ডের কাগজটা পড়ে আমি আর-একটা জিনিসও বুঝতে পেরেছিলাম। সেটা হল, কাগজে যে-হিসেবটা দেওয়া আছে, সেটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোবার মাপ। আর সেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারলে যে-কথাটা মাসগ্রেভরা এমনভাবে গোপন রেখেছে, সেটা বোঝা আমার পক্ষে মোটেই কষ্টকর হবে না। দুটো নিশানা ওই লেখাটাতেই দেওয়া

আছে। একটা নিশানা হল ওকগাছ আর একটা হল এলমগাছ। ওকগাছটাকে নিয়ে কোনও সমস্যাই হল না। বাড়িটার ঠিক সামনে রাস্তার বাঁ দিকে একটা বিরাট ওকগাছ। ওই জায়গাটায় আরও ওকগাছ আছে, তবে এটার তুলনায় সেগুলো যেন নেহাতই চারাগাছ। অতবড় প্রকাণ্ড ওকগাছ আমি আগে দেখিনি।

"গাছটার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি রেজিনাল্ডকে বললাম, 'তোমাদের ওই কাগজটা যখন লেখা হয় তখন ওই ওকগাছটা ওইখানেই ছিল?'

"রেজিনাল্ড বলল, 'যতদূর জানি ওটা নরম্যান কংকোয়েস্টের সময়ও ছিল। গাছটার গুঁড়ির বেড় কত জানো? তেইশ ফুট।'

"রেজিনাল্ডের কথায় আমার একটা নিশানা স্থির হয়ে গেল।

"আমি বললাম, 'কাছাকাছি কোথাও একটা প্রাচীন এলমগাছ আছে?'

"'ওই যে ওই দিকে দেখছ, ওখানে একটা খুব বুড়ো এলম ছিল কিন্তু বছর-দশেক আগে বাজ পড়ে গাছটা মরে যায়। তারপর গাছটার গুঁড়ি থেকে কেটে ফেলা হয়।'

"'গাছটা কোথায় ছিল তুমি দেখাতে পারো?'

"'খুব পারি।'

"'এখানে আর কোনও এলমগাছ নেই?'

"'না, বুড়ো এলমগাছ আর নেই। তবে অনেক বিচি-গাছ আছে?'

"'এলমগাছটা যেখানে ছিল সেখানটা একবার দেখা দরকার।'

"আমরা গাড়ি করে যাচ্ছিলাম। রেজিনাল্ড বাড়ির কাছে গাড়ি না থামিয়ে বাগানের একটা

BanglaBook.org

জায়গায় গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল। সেখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে পুড়ে যাবার মতো কালো একটা দাগ। এই জায়গাটা বাড়ি আর সেই বিরাট ওক গাছটার মাঝামাঝি। আমি খুশি হলাম। তদন্ত বেশ ভাল ভাবেই এগোচ্ছে।

"রেজিনাল্ডকে বললাম, 'গাছটা কত উঁচু ছিল সেটা বোধহয় জানা যাবে না?'

"'হ্যাঁ। এক্ষুনি বলতে পারি। গাছটা ৬৪ ফুট লম্বা ছিল।'

"আমি সত্যিই খুব অবাক হয়ে গেলাম। রেজিনাল্ডকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী করে জানলে?'

"'আমার মাস্টারমশাই আমাকে যখনই ট্রিগোনোমেট্রি শেখাতেন তিনি সব সময়েই উচ্চতা মানে কোনও জিনিস কত উঁচু এবং সেটা কী করে মাপতে হয় তাই শেখাতেন। আমি তাই খুব অল্প বয়সে এ অঞ্চলের যত গাছ আছে সেগুলো কত উঁচু তা কষে বের করেছিলাম। আমাদের বাড়িটাও কতখানি উঁচু তাও অঙ্ক কষে বের করেছিলাম।'

"রেজিনাল্ডের কথায় মনে হল যে, আমার ভাগ্য ভাল। যত তাড়াতাড়ি দরকারি সূত্র পাব মনে করেছিলাম তার চাইতে ঢের তাড়াতাড়ি অনেক বেশি সূত্র পেয়ে গেলাম।

"'আচ্ছা রেজিনাল্ড, তোমাদের নায়েব ব্রান্টন কি কখনও এ রকম প্রশ্ন তোমায় করেছিল?'

"আমার কথা শুনে রেজিনাল্ড খুব আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'তুমি জানতে চাইলে বলে কথাটা মনে পড়ল। মাসকয়েক আগে ব্রান্টন এলমগাছটা কত উঁচু ছিল, জানতে চেয়েছিল। তার সঙ্গে আস্তাবলের সহিসের মধ্যে এ ব্যাপারে জোর তর্ক হয়েছিল।'

একটুক্ষণ থেমে শার্লক হোমস শুরু করল, "ওয়াটসন, কথাটা শুনে আমি খুব খুশি হলাম। বুঝলাম, আমি ঠিক পথেই চলেছি। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। সূর্য হেলে পড়েছে। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সূর্য গাছটার সবচেয়ে উঁচু ডালটার ওপরে চলে আসবে। তখনই মাসগ্রেভদের আচারের একটা শর্ত পূরণ হবে। আর এলমগাছের ছায়া নিশ্চয়ই উলটো দিকের সীমানা বোঝাচ্ছে না। না হলে এলমগাছের গুঁড়িটাকে নিশানা হিসেবে নেওয়া হত। এখন দেখতে হবে সূর্য যখন ওকগাছের ওপরে থাকে, তখন এলমগাছের ছায়া কোথায় পড়ত।"

"হোমস," আমি বললাম, "এ কাজটা তো সোজা নয়। গাছটাই যখন নেই, তখন তার ছায়া কোথায় পড়বে সেটা জানা যাবে কী করে?"

"ব্রান্টন যখন সেটা বের করতে পেরেছিল তখন আমি সেটা বের করতে পারব, এ বিশ্বাস আমার ছিল। আর তা ছাড়া কাজটা তো কিছু শক্ত নয়। রেজিনাল্ডের সঙ্গে ওদের বাড়িতে পৌঁছে ওর বসবার ঘরে বসে আমি প্রথমেই একটা কাগজ টুকরো জোগাড় করে সেটাকে ছুলে এই গোঁজটা তৈরি করলাম। তারপর গোঁজটার সঙ্গে এই লম্বা সুতোটা বাঁধলাম। শেষকালে এই সুতোটায় ঠিক এক গজ অন্তর অন্তর একটা করে গিঁট দিতে লাগলাম। রেজিনাল্ড একটা ছিপ নিয়ে এল। সেটা ছ'ফুট লম্বা। ছিপটিপ নিয়ে আমি আর রেজিনাল্ড এলমগাছের গুঁড়িটার কাছে গেলাম। সূর্য তখন ওকগাছের মাথায়। আমি ছিপের একটা দিক দড়ি দিয়ে বেঁধে খাড়া দাঁড় করিয়ে দিলাম। ছায়া কোন দিকে পড়ছে দেখলাম। তারপর ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপলাম। ন'ফুট।

BanglaBook.org

"এর পরের হিসেবটা সোজা। ছ'ফুট লম্বা ছিপের ছায়া যদি ন'ফুট লম্বা হয়, তবে চৌষট্টি ফুট লম্বা গাছের ছায়া হবে ছিয়ানব্বুই ফুট। আর ছিপের ছায়া যে-দিকে পড়েছে গাছের ছায়াও সেই দিকেই পড়বে। আমি গুঁড়ির কাছ থেকে যে-দিকে ছায়া পড়েছে, সে দিকে ছিয়ানব্বুই ফুট মেপে নিলাম। প্রায় বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়লাম। সেইখানে জমিতে একটা কাঠের গোঁজ পুঁতে দিলাম। ওয়াটসন, যখন দেখলাম, যে-জায়গায় আমি গোঁজ পুঁতেছি তার দু'ইঞ্চি পরিমাণ দূরে একটা ছোট মতন গর্ত তখন আমার মনের অবস্থা যে কী হল, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। বুঝলাম, এই গর্তটা ব্রান্টন ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়ে করেছে। বুঝলাম আমি ঠিক পথেই চলেছি।

"এই জায়গা থেকে আমি পা গুনে গুনে এগোতে লাগলাম। প্রথমে পকেট থেকে কম্পাস বের করে চারটে দিক ঠিক করে নিলাম। তারপর দশ দশ করে কুড়ি পা হাঁটলাম। যেখানে পৌঁছোলাম, সেটা মূল বাড়ির দেওয়ালের সমান্তরাল একটা জায়গা। সেখানে একটা গোঁজ পুঁতে দিলাম। তারপর পুবদিকে পাঁচ পা করে এবং দক্ষিণ দিকে দু'পা করে গেলাম। পুরনো বাড়ির দরজাটার কাছে পৌঁছে গেলাম। পশ্চিম দিকে দু'পা যেতে হবে। তার মানে পাথর-বাঁধানো সড়কে দু'পা যেতে হবে। এ কাগজে এই জায়গার কথা লেখা আছে।

"ওয়াটসন, জীবনে এত হতাশ আমি কখনও হইনি। একবার মনে হল যে, আমি বোধহয় হিসেবে কোনও ভুল করে ফেলেছি। সে জায়গাটা পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ভেসে যাচ্ছিল। আমি দেখলাম, এই বছরের পর বছর মানুষের পায়ে পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া ছাই ছাই রঙের পাথরগুলো সিমেন্ট দিয়ে জমাট করে বসানো। পাথরগুলো ক্ষয়ে গেছে কিন্তু আলগা হয়নি। এই পাথরগুলোর ওপর কেউ কোনও কারচুপি করেছে বলেও মনে হল না। ব্রান্টন এখানে কিছু খোঁড়াখুঁড়ি করেনি। আমি সারা জায়গাটা ঠুকে ঠুকে দেখলাম। বেজায় শক্ত। কোথাও কোনও ফাটাফুটো আছে বলে মনে হল না। রেজিনাল্ড এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। সব চুপচাপ দেখে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে পকেট থেকে কাগজটা বের করল। তারপর যে-হিসেব করেছি সেটা মিলিয়ে দেখতে লাগল।

"রেজিনাল্ড চিৎকার করে উঠল, 'আর নীচে। হোমস, তুমি 'আর নীচে' কথাটা বাদ দিয়ে গেছ।'

"আমি ভেবেছিলাম যে, আমাদের বোধহয় খুঁড়তে হবে। এখন বুঝলাম, ভুল ভেবেছিলাম। আমি বললাম, 'এর নীচে কি কোনও চোরকুঠুরি আছে?'

"'হ্যাঁ। খুব পুরনো একটা ঘর আছে। বাড়িটা যখন হয়েছিল ঘরটা তখনই করানো হয়েছিল বলে শুনেছি। এর ঠিক তলায় ঘরটা আছে। দরজা দিয়ে যেতে হবে।'

"আমরা একটা ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম। দরজার কাছে একটা কাঠের পিপের ওপর একটা লণ্ঠন বসানো ছিল। রেজিনাল্ড পকেট থেকে দেশলাই বের করে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিল। বুঝতে পারলাম যে, ঠিক জায়গায় এসে গেছি। আর আমরাই যে শেষ পর্যন্ত ঠিক জায়গায় এসেছি তাই নয়, আমরা আসবার অল্প কিছু দিন আগেই কে বা কারা এখানে এসেছিল।

"ঘরটা আস্ত একটা কাঠের গুদাম। ঘর ভরতি ডাঁই করা বিভিন্ন আকারের চেলাকাঠ। তবে ঘরে পা দিতেই প্রথমে যেটা আমার নজরে পড়ল সেটা হল, ঘরের মাঝখানে কাঠটাট

BanglaBook.org

সরিয়ে বেশ পরিষ্কার করা হয়েছে। এই জায়গায় পাথরের মেঝেয় একটা লোহার আংটা লাগানো। মরচে-ধরা আংটাটা ঠিক মাঝখানে আটকানো। আংটার সঙ্গে একটা বেশ পুরু ডোরাকাটা মাফলার জড়ানো।

"'আরে, আরে,' রেজিনাল্ড চিৎকার করে বলল, 'এটা যে ব্রান্টনের মাফলার বলে মনে হচ্ছে। এই রকম একটা মাফলার ওকে গলায় জড়াতে দেখেছি। শয়তানটা এখানে কী করছিল?'

"আমার কথায় রেজিনাল্ড দু'জন পুলিশকে ডেকে আনাল। পুলিশ যখন এসে হাজির হল তখন আমি ওই মাফলারটা টেনে পাথরটা সরাবার চেষ্টা করলাম। অনেক চেষ্টা করে সামান্য একটু নড়াতে পারলাম মাত্র। তারপর একজন পুলিশের সাহায্য নিয়ে পাথরটা সরালাম। তলায় একটা অন্ধকার গর্ত। আমরা গর্তের পাশে বসে নীচে কী আছে দেখতে চেষ্টা করলাম। রেজিনাল্ড তার লণ্ঠনটা গর্তের ভেতর দিয়ে ঝুলিয়ে দিল।

"একটা চার ফুট সাইজের ঘর। ঘরটা প্রায় সাত ফুট উঁচু। লণ্ঠনের আলোয় আমরা সবই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। ঘরের এক পাশে একটা কাঠের বাক্স। বাক্সটার গায়ে পেতলের চাকতি লাগানো। বাক্সের ডালাটা খোলা। ডালায় একটা পুরনো ধরনের চাবি লাগানো। বাক্সটার চার পাশে পুরু ধুলো। বাক্সটার ভেতরে-বাইরে ঘুণ ধরে গেছে। বাক্সর মধ্যে রয়েছে ধাতু দিয়ে তৈরি গোল গোল চাকতি। ওপর থেকে আমার মনে হল, সেগুলো টাকা হওয়াই সম্ভব। বাক্সটায় এ ছাড়া আর কিছু নেই।

"কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বাক্সটার দিকে আমাদের নজর ছিল না। খোলা বাক্সটার সামনে বসে-থাকা মানুষটার দিকে আমরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। লোকটি উবু হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে তার হাতদুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল। এই ভাবে বসে থাকার দরুন তার শরীরের সব রক্ত মুখে উঠে এসেছিল। আর তার ফলে তার মুখের চেহারা এমন কদাকার হয়ে গিয়েছিল যে, তাকে চেনাই যাচ্ছিল না। যাই হোক মৃতদেহ যখন ওপরে তোলা হল তখন জামাকাপড়, উচ্চতা আর চুলের রং দেখে রেজিনাল্ড ব্রান্টনকে চিনতে পারল। ব্রান্টন-রহস্যের একটা সমাধান হল। কিন্তু আর একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। ব্রান্টনের এমন দশা হল কী ভাবে? ব্রান্টন মারা গেছে বেশ কয়েক দিন আগে। কিন্তু সে মারা পড়ল কী ভাবে? তার শরীরে কোনও আঘাতের দাগ নেই।

"ওয়াটসন, সত্যি কথা বলতে কী, এই রহস্য সমাধানে আমি খুব যে একটা সফল হতে পেরেছি, তা নয়। আমি মনে করেছিলাম যে, মাসগ্রেভদের ওই কাগজে যে জায়গার কথা লেখা আছে সেখানে পৌঁছোতে পারলেই ওই কাগজের সমস্যাও সমাধান করতে পারব। জায়গাটা তো বের করতে পারলাম, কিন্তু সমস্যার সমাধান হল কই? ব্রান্টনের হদিস পাওয়া গেল বটে। কিন্তু ব্রান্টন কী করে মারা গেল, তা জানতে পারলাম না। ব্রান্টনের এই পরিণামের সঙ্গে র‍্যাচেলের পালানোর সম্পর্কটাই বা কী? আমি একটা পিপের ওপরে বসে বসে ভাবতে লাগলাম।

"ওয়াটসন, তুমি তো আমার কাজের ধারা জানো। আমি নিজেকে ব্রান্টনের জায়গায় কল্পনা করলাম। ভাবতে চেষ্টা করলাম, আমি হলে কী করতাম। কাজটা এমনিতে সহজ নয়। তবে এ ক্ষেত্রে কাজটা সোজা হয়ে গিয়েছিল, কেন না ব্রান্টন অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। ব্রান্টন বুঝতে পেরেছিল যে, জিনিসটা খুবই দামি। সে জায়গাটাও খুঁজে পেয়েছিল। পাথরটা যে

BanglaBook.org

রকম ভারী তাতে সেটা একলা তার পক্ষে সরানো অসম্ভব। তখন সে কী করল? বাইরে থেকে অত রাতে কাউকে ডেকে আনা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তার চেয়ে বড় কথা, চট করে বাইরের কোনও লোককে এ রকম ব্যাপারে বিশ্বাস করাও শক্ত। তা ছাড়া অত রাতে দরজা খুলে কাউকে ঢোকালে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। সব দিক থেকে সুবিধের হয়, যদি সে বাড়ির ভেতরের কোনও লোকের সাহায্য পায়। কে সেই লোক? র‍্যাচেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল। আমার মনে হল, ব্রান্টন র‍্যাচেলকেই ডেকে এনেছিল। ওরা দু'জনে পাথরটা সরায়।

"আমার ধারণা আমি এতক্ষণ ধরে যা যা কল্পনা করেছি, বাস্তবে তাই ঘটেছে। তবে পাথরটা বেজায় ভারী। আমি আর সাসেক্সের এক পুলিশ দু'জনে মিলে সেটা সরাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেছি। সুতরাং এক জন পুরুষ আর এক জন স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পাথরটা সরানো সহজ কথা নয়। তা হলে ওরা কী করল? আমি হলে এই অবস্থায় কী করতাম? আমি উঠে পড়ে ঘরে ছড়ানো চেলাকাঠগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেলাম। কতকগুলো থেঁতলে-যাওয়া কাঠ পেলাম। মনে হল, কাঠগুলোর ওপরে খুব ভারী কোনও জিনিস চাপিয়ে রাখা হয়েছিল। বুঝলাম, ওরা পাথরটা একটু করে তুলেছে আর কাঠের গোঁজ দিয়েছে। এই ভাবে গোঁজ দিতে দিতে মোটামুটি এমন একটা ফাঁক হয়েছিল যেটার মধ্যে দিয়ে একজন গলে যেতে পারে। এ পর্যন্ত আমার যুক্তিতে কোনও ফাঁক নেই।

"কিন্তু এরপর সে দিন মাঝ রাতে কী ঘটেছিল? কী ঘটে থাকতে পারে? ব্রান্টন ফাঁক দিয়ে নেমে যায়। র‍্যাচেল ওপরে দাঁড়িয়েছিল। ব্রান্টন বাক্স খুলে বাক্সের মধ্যে যা কিছু ছিল তা তুলে দেয়। কিন্তু তারপর? তারপর কী হল? পাথরটা কি কোনও কারণে আপনিই বন্ধ হয়ে যায়? তারপর কী হল? গোঁজগুলো কি নড়ে গিয়েছিল? নাকি র‍্যাচেল ইচ্ছে করে পাথরটা ফেলে দেয়। ব্রান্টন তাকে কথা দিয়ে কথা রাখেনি। সেই অপমানের শোধ কি এই ভাবে র‍্যাচেল নেয়? এই কারণেই কি তার পরের দিন র‍্যাচেল ওই রকম পাগলামি করেছিল? তা নয় হল। কিন্তু বাক্সের মধ্যে কী ছিল? সেই জিনিসগুলো নিয়ে র‍্যাচেল শেষ পর্যন্ত কী করল? নিশ্চয়ই প্রথম সুযোগেই সে জিনিসগুলো পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল।

"প্রায় মিনিট কুড়ি আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। রেজিনাল্ড গর্তের মধ্যে লণ্ঠনের আলো ফেলতে ফেলতে বলল, 'ওগুলো সব প্রথম চার্লসের সময়ের টাকা। হোমস, আমরা আমাদের ওই আচার কবে থেকে শুরু হয়েছিল তার সময়টা ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম।

"রেজিনাল্ডের কথা শুনেই কাগজে লেখা প্রশ্নোত্তরের প্রথম দুটো প্রশ্ন আর উত্তর আমার মনে পড়ে গেল। আমি বললাম, 'প্রথম চার্লসের আরও কিছু জিনিস পাওয়া যেতে পারে। পুকুর থেকে যে-থলিটা পেয়েছিলে সেটার মধ্যে যে-জিনিসগুলো ছিল সেগুলো একবার দেখব।'

"আমরা রেজিনাল্ডের পড়ার ঘরে ফিরে এলাম। রেজিনাল্ড থলিটা নিয়ে এসে জিনিসগুলো বের করল। বুঝলাম, কেন ও ওই জিনিসগুলোর মূল্য বুঝতে পারেনি। ময়লা পড়ে জিনিসগুলো একদম কালো হয়ে গেছে। আমি একটা পাথরের নুড়ি তুলে আমার কোটের হাতায় ঘষলাম। খানিক ঘষতেই নুড়িটা ঝকঝক করে উঠল। ধাতুর তৈরি জিনিসটা দুটো চাকার মতো ছিল। এটাকে বাঁকিয়ে ফেলা হয়েছে।

BanglaBook.org

"রেজিনাল্ডকে বললাম, 'দেখো প্রথম চার্লসের মৃত্যুর পরেও রাজবংশের লোকেরা কিছুদিন ইংল্যান্ডেই ছিল। পরে তারা যখন পালিয়ে যায় তারা বেশ কিছু দামি জিনিসপত্র এ দেশেই রেখে যায়। ভেবেছিল, যখন ফিরে আসবে, তখন সেই জিনিসগুলো আবার ফিরে পাবে।'

"রেজিনাল্ড বলল, 'আমাদের এক পূর্বপুরুষ স্যার রালফ মাসগ্রেভ দ্বিতীয় চার্লসের ডান হাত ছিলেন।'

"'তাই নাকি! এতক্ষণ যে ফাঁকটা ভরাতে পারছিলাম না, তোমার কথায় সেটা ভরে গেল। তোমাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি যে-জিনিস পেয়েছ তা সত্যি সত্যিই অমূল্য।'

"রেজিনাল্ড খুব অবাক হয়ে বলল, 'কী জিনিস?'

"'ইংল্যান্ডের রাজমুকুট।'

"'রাজমুকুট!'

"'হ্যাঁ। ভেবে দেখো এই কাগজে কী লেখা ছিল। 'এটা কার ছিল?' 'তার, যে চলে গেছে।' অর্থাৎ প্রথম চার্লসের হত্যার কথা। তারপরে লেখা আছে, 'এটা কে পাবে?' 'যে পরে আসবে।' এখানে দ্বিতীয় চার্লসের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় চার্লস যে ইংল্যান্ডে ফিরে আসবেন এবং রাজা হবেন, তা তারা নিশ্চিত ভাবে জানত। তাই এই বাঁকাচোরা জিনিসটাই যে স্টুয়ার্টবংশের রাজাদের মাথায় শোভা পেত, তাতে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।"

"'কিন্তু এটা পুকুরে গেল কী করে?'

"সমস্ত ব্যাপারটা আমি যে ভাবে ভেবেছি, রেজিনাল্ডকে খুলে বললাম। আমার বলা যখন শেষ হল, তখন বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হয়ে গেছে।

"রেজিনাল্ড বললে, 'আর-একটা কথা। দ্বিতীয় চার্লস যখন ফিরে এলেন, তখন মুকুটটা তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হল না কেন?'

"'এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারব না। তবে মনে হয় যে, তোমার বংশের কোনও একজন বোধহয় হঠাৎ মারা যান, তাই ও প্রশ্নোত্তরের ঠিক মানেটা তিনি বলে যেতে পারেননি।'

"ওয়াটসন, এই হচ্ছে মাসগ্রেভদের বংশের অদ্ভুত আচরণের আসল কথা। মুকুটটা হারলস্টোনে গেলে দেখতে পাবে। রেজিনাল্ড ওটা রেখে দিয়েছে। অবশ্য তার জন্যে ওকে পয়সাও কম খরচ করতে হয়নি। ভাল কথা, র‍্যাচেলের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। মনে হয়, সে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।"

BanglaBook.org

বড়লোকের কাণ্ড

১৮৮৭ সালের বসন্তকালে হোমস বেশ শক্ত রকমের অসুখে পড়ে গেল। আজ যে ঘটনার কথা বলছি সেটা যখন ঘটে হোমস কিন্তু তখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি। অবশ্য এর ঠিক আগে দুটো খুব জটিল সমস্যার সমাধান করে হোমস বেশ নাম কিনেছিল। এর একটা হচ্ছে দ্য নেদারল্যান্ড সুমাত্রা কোম্পানির রহস্য, আর একটা হচ্ছে ব্যারন মোপেরটিউসের ঘটনা। এ ঘটনা দু'টোর কথা এখনও অনেকেরই মনে আছে। আর ওই কেস দু'টোর সঙ্গে বহু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নও জড়িয়ে আছে। তাই ওই কেস দুটোর সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলবার সময় এখনও আসেনি। আজ যেটা লিখছি সেটাও কিছু কম চমক লাগানো বা কম জটিল নয়।

ডায়েরির পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখছি যে, ১৪ এপ্রিল লিয়ন্স থেকে আমার নামে একটা জরুরি টেলিগ্রাম আসে। টেলিগ্রামে লেখা ছিল যে, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শার্লক হোমস ডুলাং হোটেলে রয়েছেন। শীঘ্র আসুন। টেলিগ্রামটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লাম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই হোমস যে-হোটেলে ছিল সেখানে পৌঁছে গেলাম। প্রথমেই হোমসকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম। মারাত্মক কোনও অসুখ না হলেও শরীর বেশ খারাপ হয়েছে। বুঝলাম যে, গত দু'মাসের হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে হোমসের লোহার শরীরও কাবু হয়ে পড়েছে। পরে হোমস আমাকে বলেছিল, গত দু'মাসে সে প্রতিদিন গড়ে পনেরো ঘণ্টা পরিশ্রম করেছে। আর কাজের সময় তার স্নান-খাওয়ার কথা মনেই থাকে না। এত প্রচণ্ড খাটাখাটুনি করে হোমস রহস্যের মীমাংসা করল বটে কিন্তু নিজে পড়ে গেল অসুখে। সারা ইউরোপ হোমসের নামে পাগল। আমি যখন হোমসের ঘরে গেলাম তখন মেঝের কার্পেটে পা ফেলার জায়গা পর্যন্ত নেই। মেঝে-ভরতি টেলিগ্রাম আর টেলিগ্রাম। চেনা, আধচেনা, অচেনা লোকে অভিনন্দন জানিয়ে তারবার্তা পাঠিয়েছে। কিন্তু হোমসের কোনও হুঁশ নেই। সে একদম চুপচাপ। তিন তিনটে দেশের বিরাট পুলিশবাহিনী একসঙ্গে মিলেমিশে বহু চেষ্টা করেও যে দুর্দান্ত প্রতারককে ধরতে পারেনি, তাকে বুদ্ধির খেলায় প্রতি পদে পদে ঠকিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলার এই যে অসাধারণ কৃতিত্ব তাও হোমসকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি। হোমসকে এত কাহিল অবস্থায় আগে কখনও দেখিনি।

তিন দিন বাদে আমরা বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলাম। ডাক্তার হিসেবে আমার মনে হচ্ছিল যে, এই সময় হোমস যদি লন্ডনের বাইরে কোনও খোলামেলা জায়গায় হাওয়া বদলাতে যেত তো সেটা ওর শরীরের পক্ষে তো বটেই মনের পক্ষেও ভাল হত। বছরের এই সময়টা আমারও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। আমার বন্ধু কর্নেল হেটার সারের কাছে

BanglaBook.org

রাইগেটে একটা বাড়ি কিনেছে। সে প্রায়ই আমাকে তার ওখানে বেড়াতে যেতে বলে। আফগানিস্তানে হেটারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমি চিকিৎসা করে ওকে সারিয়ে তুলেছিলাম। শেষ বার যখন হেটারের সঙ্গে দেখা হয় তখন ও আমাকে বলেছিল যে, আমি যদি হোমসকে সঙ্গে নিয়ে তার ওখানে আসি তাতে তার তো কোনও অসুবিধে হবেই না, উলটে সে খুব খুশি হবে। আমি কায়দা করে কথাটা একদিন হোমসের কাছে পাড়লাম। হোমস প্রথমটায় রাজি হয়নি। পরে যখন শুনল যে, হেটার আমাদেরই মতো বিয়েটিয়ে করেনি তখন রাইগেটে যেতে রাজি হয়ে গেল। আমি হোমসকে বললাম, "ভয় পেয়ো না, তুমি ওখানে স্বাধীন ভাবেই থাকতে পারবে।" লিয়নস থেকে ফেরার ঠিক সাত দিন পরে আমরা রাইগেটে গেলাম। হেটার যাকে বলে অনেক পোড়-খাওয়া সৈনিক। জীবনে তার অভিজ্ঞতা প্রচুর। আমি জানতাম যে, হোমসের সঙ্গে হেটারের বন্ধুত্ব হতে দেরি হবে না। হলও ঠিক তাই।

যে দিন রাইগেটে গেলাম সে দিন রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা হেটারের অস্ত্রাগারে বসে ছিলাম। হোমস একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসেছিল। আর আমি হেটারের অস্ত্রশস্ত্র নেড়েচেড়ে দেখছিলাম।

কথায় কথায় হেটার বলল, "যদি কোনও গোলমাল হয় তাই আজ থেকে একটা পিস্তল সঙ্গে নিয়ে শুতে যাব ঠিক করেছি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "গোলমাল?"

"হ্যাঁ। কিছু দিন ধরে হাঙ্গামা হচ্ছে। বুড়ো অ্যাক্টন এ অঞ্চলের বিরাট ধনী লোক। টাকার কুমির বলতে পারো। গত সোমবার তার বাড়িতে চুরি হয়েছে। বিশেষ কোনও ক্ষতি হয়নি বটে, তবে চোর ধরা পড়েনি।"

"চুরির ব্যাপারে কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি?" হোমস নড়েচড়ে বসে হেটারকে জিজ্ঞেস করল।

"না। এখনও পর্যন্ত সে রকম কিছু পাওয়া যায়নি। তবে এ হচ্ছে পাড়াগাঁয়ের ছিঁচকে চুরি। আপনি হালে যে ভাবে বিরাট আন্তর্জাতিক জালিয়াতির পাণ্ডাকে ধরে ফেললেন তারপর এত তুচ্ছ ব্যাপারের কথা আপনাকে বলতেই লজ্জা করে।"

হেটারের কথায় হোমস মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল। তবে তার ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি দেখে বুঝলাম যে, সে মনে মনে খুবই খুশি হয়েছে।

হোমস বলল, "এই চুরির ব্যাপারে ইন্টারেস্টিং কিছু নজরে পড়েছিল কি?"

"না, আমার তো কিছু মনে হচ্ছে না। চোরেরা লাইব্রেরি ঘরটা তছনছ করেছিল। তবে তাদের পরিশ্রম পোষায়নি। বইপত্র উলটে পালটে, লেখবার টেবিলের ড্রয়ারের তালা ভেঙে শেষ পর্যন্ত চোরেরা যা হাতাতে পেরেছিল তা হল পোপের 'হোমার'-এর এক খণ্ড, দুটো রুপোর জল-করা বাতিদান, একটা হাতির দাঁতের পেপারওয়েট আর একটা ব্যারোমিটার।"

আমি বললাম, "অদ্ভুত সব জিনিস চুরি গেছে তো!"

হেটার বলল, "চোর হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে বোধহয় সরে পড়েছে!"

হোমস সোফায় আরাম করে বসে বলল, "চুরি-যাওয়া জিনিসের ধরন দেখে স্থানীয় পুলিশের তো বোঝা উচিত ছিল। ব্যাপারটা তো পরিষ্কার!"

আমি হাত তুলে হোমসকে বারণ করলাম, "হোমস, তুমি এখানে শরীর সারাতে এসেছ।

BanglaBook.org

শরীরের এই অবস্থায় তুমি আর নতুন কোনও রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাবে না।"

হোমস হতাশ ভাবে হেটারের দিকে তাকাল। তার ভাবটা হল—দেখলেন তো, আমার কী অবস্থা! এরপর আমরা অন্য ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলাম।

কিন্তু ভাগ্যের কী অদ্ভুত পরিহাস! পরদিনই এমন ঘটনা ঘটে গেল যে, আমার ডাক্তারি উপদেশ আর কোনও কাজেই এল না। আমরা আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারলাম না। আমরা বিশ্রাম নিতে এসেছিলাম, বিশ্রাম নেওয়া মাথায় উঠল। আমরা প্রাতরাশ সারছিলাম। হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো হেটারের নায়েব এসে হাজির।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আপনি কি খবরটা শুনেছেন স্যার? কানিংহামদের বাড়িতে সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে।"

কফিতে চুমুক দিতে দিতে হেটার বলল, "কী হয়েছে? চুরি?"

"খুন!"

ঠক করে কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে হেটার বলল, "সে কী! কে খুন হল? জে. পি. না তার ছেলে?"

"ওঁরা কেউ খুন হননি। খুন হয়েছে ওঁদের কোচোয়ান উইলিয়ম। গুলি একেবারে হৃৎপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে গেছে। বেচারা সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়েছে।"

"ওকে গুলি করল কে?"

"সেই চোরটা। গুলি ছুড়েই লোকটা পালিয়েছে। চোরটা রান্নাঘরের জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকেছিল। উইলিয়ম দেখতে পেয়ে তাকে ধরে ফেলে, আর তখন ও উইলিয়মকে গুলি করে পালায়। মনিবের সম্পত্তি বাঁচাতে গিয়ে বেচারা প্রাণটা দিল।"

"কখন হয়েছে?"

"কাল রাত বারোটার কাছাকাছি।"

"ঠিক আছে, একবার ওদের ওখান থেকে ঘুরে আসতে হবে," বলে হেটার কফির কাপ তুলে নিয়ে কফি খেতে লাগল। হেটারের নায়েব চলে গেল।

হেটার আমাদের বলল, "বিচ্ছিরি ব্যাপার। বুড়ো কানিংহাম এ অঞ্চলের একজন হোমরাচোমরা মানুষ। বুড়ো খুব কষ্ট পাবে। উইলিয়ম ওদের বহু দিনের পুরনো লোক। লোকটা যেমন কাজের তেমনই বিশ্বাসী। অ্যাক্টনদের বাড়িতে যারা চুরি করেছিল এটা নির্ঘাত তাদেরই কাজ।"

হোমস খুব চিন্তিত ভাবে বলল, "মানে, যারা সেই অদ্ভুত জিনিস চুরি করে পালিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"হুম। আসলে হয়তো ব্যাপারটা খুবই সরল। তবে ওপর ওপর দেখলে খাপছাড়া বলে মনে হয় না কি? কোনও চোরের দল যদি এ কাজ করে থাকে তবে সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় যে, তারা একই জায়গায় বার বার চুরি করতে আসবে কেন? এখান থেকে দূরে কোথাও গিয়ে চুরি করাটাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কেন না তাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা কম। কাল রাত্তিরে আপনি যখন পিস্তল নিয়ে শুতে যাবার কথা বলছিলেন তখন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এই রকম জায়গায় চুরি-ডাকাতি হবে ভাবা যায় না। কিন্তু দেখছি আমার এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি আছে।"

হেটার বলল, "আমার ধারণা, চোরেরা আমাদের রাইগেট অঞ্চলের লোকই হবে। আর

BanglaBook.org

তা যদি হয় তো তাদের নজর গোড়াতেই পড়বে বড়লোকদের ওপর। অ্যাক্টন আর কানিংহাম হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে নামজাদা লোক।"

হোমস বলল, "এরাই বোধহয় সবচেয়ে বড়লোকও।"

"এক সময় তো তাই ছিল। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে ওদের মধ্যে মামলা চলছে। আর মামলা চালাতে গিয়ে ওদের টাকা জলের মতো খরচ হচ্ছে। অ্যাক্টন নাকি কানিংহামদের সম্পত্তির অর্ধেকের মালিকানা দাবি করছে। উকিলরা এই সুযোগে দু'হাতে টাকা লুটছে।"

হোমস হাই তুলতে তুলতে বলল, "যদি এ কাজ এই অঞ্চলের কোনও ডাকাত করে থাকে তো তাকে ধরে ফেলা শক্ত হবে না। যাকগে, ওয়াটসন, তুমি চিন্তা কোরো না। আমি এ ব্যাপারে নাক গলাব না।"

হোমসের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেটারের নায়েব ঘরের দরজা খুলে বলল, "ইন্সপেক্টর ফরেস্টার দেখা করতে এসেছেন।"

যে-পুলিশ ইন্সপেক্টরটি ঘরে ঢুকলেন তাঁর বয়স কম, তবে চোখেমুখে বুদ্ধি আর উৎসাহের ছাপ ফুটে আছে। হেটারের দিকে তাকিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর বললেন, "গুড মর্নিং মিঃ হেটার। আশা করি অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করিনি। আমরা শুনলাম যে, বেকার স্ট্রিট থেকে মিস্টার শার্লক হোমস আপনার কাছে এসেছেন।"

হেটার মাথা নেড়ে হোমসকে দেখিয়ে দিল। ইন্সপেক্টর সামনে ঝুঁকে পড়ে হোমসকে অভিবাদন জানালেন। "মিঃ হোমস, আশা করি আমরা এই খুনের ব্যাপারে আপনার সাহায্য পাব।"

হোমস আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "ওয়াটসন, অদৃষ্টের পরিহাস!" তারপর ইন্সপেক্টরকে বলল, "আপনি আসবার ঠিক আগেই ওই ব্যাপারে আমরা কথাবার্তা বলছিলাম। ইন্সপেক্টর, আপনি বোধহয় কিছু খাঁটি খবর দিতে পারবেন।" হোমস যে ভাবে আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসল তাতে আমার বুঝতে কষ্ট হল না যে, হোমসকে ঠেকানো যাবে না।

"অ্যাক্টনের বাড়িতে যে-চুরি হয়েছে তার তদন্ত করতে গিয়ে আমরা সত্যি কথা বলতে কী কোনও সূত্রই পাইনি। তবে কালকের ব্যাপারে আমাদের হাতে প্রচুর সূত্র এসেছে। কোনও সন্দেহ নেই যে, দুটোই একই দলের কাজ। একটা লোককে দেখা গেছে।"

"আচ্ছা!"

"হ্যাঁ স্যার। তবে মুশকিল হচ্ছে যে, উইলিয়ম কিরানকে গুলি করে যে-লোকটা একেবারে হরিণের মতো দৌড় লাগিয়েছিল। মিঃ কানিংহাম লোকটাকে শোবার ঘরের জানলা দিয়ে একনজর দেখতে পেয়েছিলেন। আর অ্যালেক কানিংহাম ওকে দেখেছিলেন পেছনের গলি থেকে। গোলমালটা বাধে পৌনে বারোটা নাগাদ। মিঃ কানিংহাম তখন সবে শুয়েছেন আর মিস্টার অ্যালেক তখন ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে সবেমাত্র পাইপ খেতে শুরু করেছেন। তাঁরা দু'জনেই কোচোয়ান উইলিয়মের গলা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিলেন। উইলিয়াম তখন 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করছিল। চিৎকার শুনে ব্যাপার কী দেখার জন্যে মিস্টার অ্যালেক দৌড়ে নীচে নেমে যান। সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে এসে মিস্টার অ্যালেক দেখতে পান যে, পেছন দিকের গলির দরজাটা খোলা আর সেখানে দু'জন লোক ঝটাপটি ধস্তাধস্তি করছে। সেই সময় এক জন লোক গুলি ছোড়ে আর তার ফলে অপর

BanglaBook.org

লোকটি আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সেই সুযোগে খুনি বাগানের মধ্যে দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে পালায়। লোকটা বাগান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠতেই শোবার ঘরের জানলা দিয়ে মিঃ কানিংহাম ওকে দেখে ফেলেন। তার পরেই লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। মিঃ অ্যালেক খুনির পিছনে ধাওয়া না করে আহত লোকটিকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আর সেই জন্যে খুনেটা বিনা বাধায় পালিয়ে যায়। আমরা যেটুকু খবর পেয়েছি তা হল লোকটির দোহারা চেহারা, খুব লম্বাও নয় আবার বেঁটেও নয়। কালো রঙের পোশাক পরেছিল। এর কোনওটাই সূত্র হিসেবে কিছু নয়, তবে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি। লোকটা অন্য কোনও জায়গা থেকে এসে থাকলে ধরা পড়বেই পড়বে।"

হোমস বলল, "উইলিয়ম ওই সময়ে ওখানে কী করছিল? মরার আগে সে কি কিছু বলতে পেরেছিল?"

"না। কোনও কথাই বলতে পারেনি। উইলিয়ম আর তার মা ওখানেই থাকে। লোকটা ছিল খুব বিশ্বাসী। আমার মনে হয় শুতে যাবার আগে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার জন্যেই ও ওখানে গিয়েছিল। অ্যাক্টনের বাড়িতে চুরি হবার পর থেকে সকলেই হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। ডাকাতটা বোধহয় সবেমাত্র দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছিল, দরজার তালা ভাঙা হয়েছে, আর তখনই উইলিয়ম গিয়ে পড়ে।"

"উইয়িলম কি বেরোবার আগে ওর মা'কে কিছু বলেছিল?"

"ওর মায়ের অনেক বয়স, কানেও খাটো। ওর কাছ থেকে কোনও কথাই জানতে পারিনি। এখন আবার এই সংবাদ শুনে বুড়ি একেবারে জবুথবু হয়ে গেছে। তবে একটা খুব বড় সূত্র আমাদের হাতে এসেছে। এইটে দেখুন।"

ইন্সপেক্টর তাঁর নোটবই খুলে এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ বের করে সেটা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

"এই টুকরোটা মৃত উইলিয়মের বুড়োআঙুল আর তর্জনীর মধ্যে ধরা ছিল। মনে হচ্ছে এটা একটা বড় কাগজের ছেঁড়া অংশ। কাগজটা পড়লেই দেখবেন যে, যে-সময়ের কথা লেখা রয়েছে সেই সময়েই উইলিয়ম খুন হয়। হয় উইলিয়ম কাগজটা খুনির হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে যায়, নয়তো খুনিই উইলিয়ামের হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিতে যায়। আর সেই টানাটানিতেই এটা ছিঁড়ে গেছে। পড়লে মনে হয় এটায় যেন কোনও দেখাসাক্ষাতের কথা লেখা ছিল।"

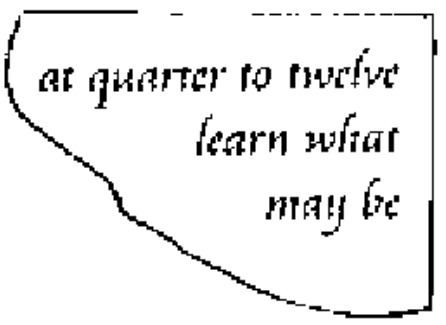

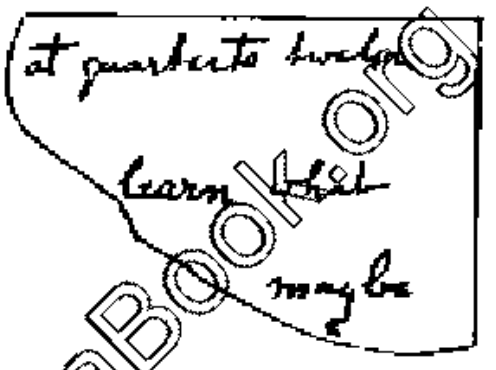

হোমস কাগজের টুকরোটা ইন্সপেক্টরের হাত থেকে তুলে নিল। টুকরোর একটা ফোটোকপি পাঠকের সুবিধের জন্যে ছেপে দিলাম।

ইন্সপেক্টর বলে চললেন, "যদি ধরে নিই যে এটা একটা দেখাসাক্ষাতের কথা তা হলে বুঝতে হবে যে, উইলিয়ম বাইরে বেশ সাধু সেজে থাকলেও আসলে একটি ভিজেবেড়াল। খুনির সঙ্গে ওর ভেতরে ভেতরে যোগসাজস ছিল। ডাকাতটার সঙ্গে উইলিয়মের ওখানেই

BanglaBook.org

দেখা হয়, কে বলতে পারে, উইলিয়মই ওকে দরজা ভাঙতে সাহায্য করেছিল কিনা, তারপর হয়তো ওদের মধ্যে কোনও কারণে ঝগড়াঝাটি লেগে যায়।"

হোমস ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে খুব খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখে বলল, "এই কাগজটা সত্যিই খুব ইন্টারেস্টিং। আমি যা ভেবেছিলাম তা তো নয়। এ বেশ গভীর জল।"

এরপর হোমস আর কোনও কথা না বলে মাথা হেঁট করে চিন্তা করতে লাগল। হোমস যে এই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমতো মাথা ঘামাচ্ছে তা দেখে তরুণ পুলিশ ইন্সপেক্টর মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

খানিক পরে ইন্সপেক্টরকে লক্ষ্য করে হোমস বলল, "আপনি একটু আগে বলছিলেন যে, ডাকাতদের সঙ্গে বাড়ির চাকরের যোগসাজস ছিল, আর এই কাগজটা ওদেরই কেউ কাউকে লিখেছিল ওখানে ও সময়ে দেখা করতে বলে, সেটা যে একদম অসম্ভব তা নয়। কিন্তু এই লেখাটা দেখে মনে হচ্ছে...," কথাটা শেষ না করেই হোমস আবার মাথা নিচু করল। বুঝলাম যে, লেখাটা হোমসকে ভাবিয়ে তুলেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে হোমস যখন মুখ তুলল তখন তার দিকে তাকিয়ে আমি তো অবাক। তার চোখেমুখে আগেকার সেই ঝকমকে ভাবটা ফিরে এসেছে। চোখদুটো ছুরির মতো চকচক করছে। এক মুহূর্তে হোমস যেন তার হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। হোমস চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। উৎসাহে সে একেবারে টগবগ করছে।

"ইন্সপেক্টর, আপনাকে আমি সব কথা বলব। তার আগে আমি সবকিছু একবার ভাল করে দেখে নিতে চাই। আজ পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে তা কিন্তু মোটেই তুচ্ছ ব্যাপার নয়। এর মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা আমাকে সত্যিই সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। কর্নেল, যদি কিছু মনে না করেন তো আপনি আর ওয়াটসন এখানে বসে গল্পগুজব করুন, আমি ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে চারধার একবার ঘুরে আসি। সব শুনে আমার কয়েকটা কথা মনে হচ্ছে। সেগুলো ঠিক কি ভুল আমি একবার যাচাই করে দেখতে চাই। আমাদের দেরি হবে না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরেই আসব।"

পাক্কা দেড়টি ঘণ্টা কেটে গেল। হোমসের টিকির দেখা নেই। কী হল ভাবছি, এমন সময় ইন্সপেক্টর এসে হাজির। "মিঃ হোমস ওই দিকের মাঠে পায়চারি করছেন। আপনাদের আমার সঙ্গে সেখানে যেতে বললেন। তাঁর ইচ্ছে আমরা চার জন একই বাড়ির ভেতরে ঢুকি।"

"বাড়ির ভেতরে ঢুকব? কার বাড়ির? মিঃ কানিংহামের?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কেন?"

ইন্সপেক্টর খুবই হতাশ ভাবে কাঁধ নাচালেন, "কেন তা আমি বলতে পারব না। নিজেদের মধ্যে কথা বলেই বলছি, কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হচ্ছে মিঃ হোমস এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। এমন উদ্ভট উদ্ভট কাণ্ড করছেন যে কী বলব! থেকে থেকে আবার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠছেন।"

ইন্সপেক্টরকে আশ্বস্ত করে আমি বললাম, "আপনি ঘাবড়াবেন না। আমি বরাবর দেখে আসছি যে, হোমসের পাগলামির মধ্যেও একটা যুক্তির পরম্পরা থাকে। কারণ না থাকলে সে কোনও কাজই করে না।"

ইন্সপেক্টর নিচু গলায় বললেন, "লোকে অবশ্য ভাবতে পারে যে, ওঁর কাজকর্মের ধারায়

BanglaBook.org

পাগলামিটাই বেশি। সে যাই হোক, এখন কাজ শুরু করার জন্যে উনি ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনারা যদি তৈরি থাকেন তো চলুন আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

আমরা যখন মাঠে এসে পৌঁছোলাম তখন হোমস ট্রাউজার্সের পকেটে হাত পুরে মুখ বুকের সঙ্গে প্রায় ঠেকিয়ে দিয়ে পায়চারি করছিল।

আমাদের দেখে হোমস বলল, "বেশ গোলমেলে ব্যাপার। ওয়াটসন, শহর থেকে দূরে হাওয়া বদলাতে আসা সার্থক হয়েছে। সকালটা আজ খুব আনন্দে কাটল।"

কর্নেল বললেন, "মনে হচ্ছে যেখানে খুন হয়েছে সেখানে আপনি গিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে এক চক্কর ঘুরে এলাম।"

"কিছু সুরাহা হল?"

"হ্যাঁ, তা হয়েছে বই কী। অনেক নতুন জিনিস দেখলাম। চলুন, যেতে যেতে সব কথা বলব। প্রথমে উইলিয়মের মৃতদেহটা পরীক্ষা করলাম। লোকটা গুলিতেই মারা গেছে।"

"আপনি কি গুলিতে মারা যাবার কথাটা বিশ্বাস করেননি?"

"তা নয়। তবে গোয়েন্দাকে সবকিছু যাচাই করে নিতে হয়। আর এই যাচাই করাটা বৃথা যায়নি। মিঃ কানিংহাম আর তাঁর ছেলের সঙ্গেও কথা হয়েছে। তাঁরা দু'জনেই বাগানের ঠিক কোন জায়গা দিয়ে বেড়া টপকে খুনি পালিয়েছিল, তা দেখিয়ে দিলেন। এই খবরটা খুবই কাজের হয়েছে।"

"তা তো বটেই।"

"তারপর আমরা গেলাম উইলিয়মের বুড়ি মায়ের কাছে। তাঁর কাছে অবশ্য নতুন কিছু জানতে পারিনি। একে তো থুত্থুড়ে বুড়ি, তার ওপর আবার এই ব্যাপারে একেবারে ভেঙে পড়েছেন।"

"তা বেশ। কিন্তু তদন্তের ফল কী হল?"

"তদন্তের ফলে এটা জানতে পেরেছি যে, এটা একটা অদ্ভুত ধরনের ক্রাইম। তবে আশা করি, সদলবলে ওখানে হাজির হয়ে আমরা এই রহস্যের কিনারা করতে পারব। ইন্সপেক্টর আর আমি দু'জনেই একমত যে, মৃত ব্যক্তির হাতে যে-কাগজের টুকরোটা পাওয়া গেছে তাতে তার মৃত্যুর সঠিক সময়টা লেখা আছে। আর এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।"

"হ্যাঁ। এই তথ্য থেকে আমরা একটা সূত্র পেয়ে যেতে পারি।"

"এটাই একটা সূত্র। যে-ই চিঠিটা লিখে থাকুক সে-ই উইলিয়ামকে অত রাত্রে ঘর থেকে বের করে এনেছিল। কিন্তু চিঠির বাকি অংশটা কোথায় গেল?"

ইন্সপেক্টর বললেন, "বাকি অংশটার জন্যে আমি চার দিক তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।"

"কাগজটা মৃত উইলিয়মের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে এই কাগজটা ফিরে পাওয়ার জন্যে কেউ খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই কাগজটাতে এমন কিছু ছিল যাতে পত্রলেখকের পরিচয় ফাঁস হয়ে যেত। কথা হচ্ছে, কাগজটা মৃতের হাত থেকে টেনে নিয়ে সে করল কী? নিশ্চয়ই কাগজটা সে তার জামার পকেটে পুরে ফেলবে। কাগজটার একটা কোণ যে ছিঁড়ে গেছে, সেটা খুব সম্ভব সে খেয়াল করেনি। যদি টুকরো কাগজের বাকি অংশটা কোনও ভাবে জোগাড় করতে পারা যায় তবে রহস্যের বারো আনাই সমাধান হয়ে যাবে।"

"সে কথা ঠিক। তবে অপরাধীকে ধরতে না পারলে তার পকেট হাতড়ানো যাবে কী

BanglaBook.org

করে?"

"হ্যাঁ। সে ব্যাপারটা অবশ্য ভেবে দেখতে হবে। তা ছাড়া একটা বড় কথা, চিঠিটা উইলিয়মকে পাঠানো হয়েছিল। চিঠিটা যে লিখেছিল সে নিজেই নিশ্চয়ই এটা পৌঁছে দেয়নি। তা হলে সে তো মুখেই কথাটা বলে আসতে পারত। চিঠি লেখার দরকার হত না। চিঠিটা কে পৌঁছে দিয়েছিল? নাকি চিঠিটা ডাকে এসেছিল?"

ইন্সপেক্টর বললেন, "আমি খোঁজখবর করেছিলাম। গতকাল বিকেলের ডাকে উইলিয়ম একটা চিঠি পেয়েছিল। সে খামটা নষ্ট করে ফেলে।"

ইন্সপেক্টরের পিঠ চাপড়ে হোমস বলল, "দারুণ! আপনি পোস্টম্যানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন? সত্যি আপনার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ আছে। যাক, আমরা উইলিয়মের বাড়ির কাছে এসে পড়েছি। কর্নেল, আপনারা যদি আসেন তো খুনের জায়গাটা আপনাদের দেখিয়ে দিই।"

যে-বাড়িতে উইলিয়ম থাকত সে বাড়ির পাশ দিয়ে আমরা চলে গেলাম। বাড়িটা ছাড়িয়ে একটু গেলেই একটা রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে ওকগাছের সারি। সেই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে কুইন অ্যানের আমলের একটা পুরনো বাড়ি। হোমস আর ইন্সপেক্টর আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলল। বাড়ির পাশে একটা দরজা। সেই দরজার পরে বাগান। বাগানের বেড়ার ধারেই রাস্তা। রান্নাবাড়ির দরজার কাছে এক জন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিল। হোমস কনস্টেবলকে বলল, "দরজাটা খুলে দাও তো অফিসার।" তারপর কর্নেলকে বলল, "ওই যে সিঁড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে অ্যালেক কানিংহাম দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখানে উইলিয়ম আর তার খুনি ধস্তাধস্তি করছিল। বাঁ দিকের ওই যে দ্বিতীয় জানলাটা দেখতে পাচ্ছেন ওখানে দাঁড়িয়ে মিঃ কানিংহাম দেখে ছিলেন যে, ওই ঝোপটা দেখছেন, ওই ঝোপের বাঁ দিক দিয়ে লোকটা ছুটে পালাচ্ছে। একই দৃশ্য অ্যালেকও দেখতে পান। ওই ঝোপটার জন্যেই কানিংহামরা জায়গাটা দেখাতে পেরেছে। মিস্টার অ্যালেক আহত লোকটির কাছে ছুটে যান। তারপর তার শুশ্রূষা করতে থাকেন। এখানকার জমিটা খুব শক্ত। তাই কোনও পায়ের ছাপ পড়েনি যা পেলে আমরা রহস্য সমাধানে এগোতে পারতাম।"

হোমস যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল তখন বাগানের রাস্তা ধরে বাড়ির পেছন দিক থেকে দু'জন লোক এগিয়ে আসছিলেন। দু'জনের মধ্যে এক জন বেশ বয়স্ক। আর এক জন কমবয়সি। বয়স্ক ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালে চোখে পড়ে তাঁর মোটা মোটা ভুরু আর বড় বড় চোখ। ভদ্রলোকের মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেছে। কমবয়সি লোকটি, যাকে বলে বেশ শৌখিন যুবক। পরনে বেশ রংদার বাহারি পোশাক। চোখেমুখে হাসিখুশির ভাব। আমার মনে হল যে, পরিবেশের সঙ্গে ছোকরা একেবারেই বেমানান।

ছোকরাটি হোমসকে লক্ষ্য করে বলল, "এখনও তদন্ত করছেন? আমার ধারণা ছিল আপনারা মানে লন্ডনওয়ালারা কখনও ভুল করেন না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি খুনিকে ঝটপট ধরে ফেলার এলেম আপনাদের নেই।"

হোমস হাসি হাসি মুখ করে বলল, "আমাকে আর একটু সময় দিন।"

অ্যালেক কানিংহাম বলল, "সময় আপনাকে দিতে হবেই তো। খুনিকে যে ধরবেন তার কোনও সূত্রই পাওয়া যাচ্ছে না।"

ইন্সপেক্টর বললেন, "না, একটা সূত্র আমরা পেয়েছি। আমাদের মনে হচ্ছে যে, যদি

BanglaBook.org

আমরা...আরে আরে আরে। মিঃ হোমস, কী হল আপনার?"

হোমসের মুখের চেহারা কী রকম যেন হয়ে গেল। চোখের তারা বড় বড় হয়ে ঘুরতে লাগল। চাউনি কেমন ঘোলাটে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে হোমস মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তার মুখ দিয়ে চাপা গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। হোমসের শরীরের অবস্থা দেখে সকলেই রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। হোমসকে ধরাধরি করে রান্নাবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে একটা বড় আরামকেদারায় তাকে শুইয়ে দেওয়া হল। বেশ কিছুক্ষণ পরে হোমস সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ দেখে বোঝা গেল যে, সে খুব লজ্জা পেয়েছে।

"আপনারা হয়তো ওয়াটসনের কাছে শুনে থাকবেন যে, কিছু দিন আগে আমার খুব বড় রকমের অসুখ করেছিল। এখন সেরে উঠেছি, তবে পুরোপুরি সুস্থ হইনি। মাঝে মাঝে শরীরটা কেমন করে, তখন এই ধরনের একটা নার্ভাস শকের মতো হয়।"

মিঃ কানিংহাম বললেন,"আমাদের গাড়ি তা হলে আপনাকে বরং বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

হোমস বলল, "যখন আমি এখানে এসেই পড়েছি একটা ব্যাপার যতক্ষণ না যাচাই করতে পারছি ততক্ষণ আমার মনে শান্তি হবে না। ব্যাপারটা সত্যি কিনা সেটা সহজেই জানা যেতে পারবে।"

"কী জানতে চান বলুন?"

"আমার মনে হচ্ছে, উইলিয়ম বেচারা হয়তো ডাকাত পড়বার আগে নয়, পরেই বাড়ির ভেতর ঢুকেছিল। আপনারা কেন ধরে নিচ্ছেন যে, দরজা ভাঙা হলেও ডাকাত বাড়িতে ঢুকতে পারেনি।"

মিঃ কানিংহাম গম্ভীর ভাবে বললেন, "এটা তো জলের মতো পরিষ্কার। আমার ছেলে অ্যালেক তখনও শুতে যায়নি। বাড়ির মধ্যে কেউ ঢুকলে সে নিশ্চয়ই টের পেত।"

"উনি ঠিক কোথায় বসেছিলেন?"

"আমি আমার বসার ঘরে বসে ধূমপান করছিলাম।"

"সে ঘরের জানলা কোনটা?"

"বাঁ দিকের শেষ জানলা। বাবার ঘরের পাশেরটা।"

"আপনার ঘরের সব আলো জ্বলছিল তো?"

"অবশ্যই।"

হোমস হেসে উঠে বলল, "হুঁ, অদ্ভুত কাণ্ড! ঘরে আলো জ্বলছে। সে আলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। তার মানে বাড়ির লোকজন এখনও জেগে আছে। এ সব জেনেও ডাকাত, যে কিনা কিছু দিন আগেই এই এলাকার আর একটি বাড়িতে চুরি করেছে, বাড়ির দরজার চাবি ভেঙে ভেতরে ঢুকবে? এটা খুবই আশ্চর্যের কথা নয় কি?"

"এমনও তো হতে পারে যে, লোকটা ঘাগি।"

"আর তা ছাড়া কেসটা বেশ গোলমেলে বলেই তো আপনার সাহায্য আমরা চাইছি। তবে," মিঃ অ্যালেক বলে চললেন, "আপনি যে বললেন ডাকাত বাড়ির ভেতর ঢোকবার পর উইলিয়ম ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয় তা কিন্তু একেবারেই অসম্ভব। তা যদি হত তা হলে হয় কোনও-না-কোনও জিনিস চুরি যেত, নয় জিনিসপত্র ওলটপালট হয়ে থাকত।"

"কোনও কিছু চুরি গেছে কিনা তা অবশ্য ধরা পড়বে কী ধরনের জিনিস চুরি গেছে তার

BanglaBook.org

ওপর। এ কথাটা ভুলবেন না যে, আমরা এমন একজন অপরাধীর খোঁজ করছি যার কাজকর্ম উদ্ভট। লোকটা হয়তো খুব খামখেয়ালি। অ্যাক্টনের বাড়ি থেকে সে কী জিনিস চুরি করেছে ভাবুন। চুরি করেছে এক বান্ডিল সুতো, একটা সাধারণ পেপারওয়েট আর এই রকমের সব বাজে জিনিস।"

মিঃ কানিংহাম বললেন, "আমরা তো আপনাদের হাতে সব দায়িত্ব যখন দিয়েছি তখন আপনি বা ইন্সপেক্টর যা করতে বলবেন আমরা তাই করব।"

হোমস বলল, "তা হলে আমি আপনাকে প্রথমেই বলব যে, আপনার দিক থেকে আপনি একটি পুরস্কার ঘোষণা করুন। সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করাতে অনেক দেরি হবে। প্রথমত কত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে সেটা ঠিক করতেই মাসখানেক লেগে যাবে। সরকারি দফতরে তাড়াতাড়ি কিছু করা যায় না। আমি একটা মুসাবিদা করেছি। আপনি যদি এটা পড়ে সই করে দেন তো কাজটা চটপট হয়ে যায়। আমি পঞ্চাশ পাউন্ড পুরস্কার দেওয়ার কথা লিখেছি।"

মিঃ কানিংহাম হোমসের হাত থেকে কাগজটা নিতে নিতে বললেন, "পঞ্চাশ পাউন্ড কেন পাঁচশো পাউন্ড দিতেও আমি রাজি আছি।"

তারপর কাগজটা পড়তে পড়তে তিনি হোমসকে বললেন, "কিন্তু আপনি এখানে যা লিখেছেন তা তো ঠিক নয়।"

BanglaBook.org

হোমস বলল, "খুব তাড়াহুড়ো করে লিখতে হয়েছে কিনা..."

"এই দেখুন না, আপনি লিখেছেন, 'গত মঙ্গলবার রাত্রে পৌনে এগারোটার সময় এক দুঃসাহসিক...।' আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল পৌনে বারোটার সময়।"

হোমসের কাণ্ড দেখে আমার মনখারাপ হয়ে গেল। আমি জানি এই ধরনের ভুলটুল হোমস মোটেই পছন্দ করে না। হোমসের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্বই হল যে-কোনও অবস্থাতেই সে কখনও তথ্য-সংক্রান্ত কোনও ভুল করে না। তার এই সামান্য ভুল থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, হোমস এখনও মোটেই সুস্থ হয়নি। হোমস নিজেও খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। ইন্সপেক্টর ভুরু কুঁচকে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন আর মিস্টার অ্যালেক হোহো করে হেসে উঠলেন। মিঃ কানিংহাম কাগজটা ঠিক করে হোমসকে ফেরত দিয়ে দিলেন।

"এটা তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে সব জায়গায় বিলি করার ব্যবস্থা করুন। খুব ভাল বুদ্ধি ঠাউরেছেন মিঃ হোমস," মিঃ কানিংহাম বললেন।

হোমস মিঃ কানিংহামের কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে যত্ন করে মুড়ে তার ডায়েরির মধ্যে ভাল করে রেখে দিল। তারপর বলল, "এবার চলুন, আমরা সকলে মিলে সারা বাড়িটা ভাল করে খুঁজে দেখি যে, পাগলা ডাকাত কিছু নিয়ে পালাতে পেরেছে কিনা।"

বাড়ির ভেতরে যাবার আগে হোমস যে-দরজার চাবি ভাঙা হয়েছে সেটাকে খুব খুঁটিয়ে দেখে নিল। বোঝা যাচ্ছিল ছুরির শক্ত ফলা অথবা উকো ঢুকিয়ে দরজার চাবিটা ভাঙা হয়েছে। যেখান দিয়ে ফলা বা উকো চাড় দিয়ে ঢোকানো হয়েছে সেখানে কাঠের গায়ে ঘষা দাগ পড়েছে।

হোমস বলল, "আপনারা দরজায় খিল লাগান না দেখছি।"

"না, কখনও খিল লাগাবার প্রয়োজন হয়নি।"

"আপনারা কুকুর রাখেননি?"

"হ্যাঁ। তবে সেটা বাড়ির অন্য দিকে চেনে বাঁধা থাকে।"

"লোকজনেরা কখন শুতে যায়?"

"দশটা নাগাদ।"

"উইলিয়মও নিশ্চয়ই ওই সময়ে শুয়ে পড়ত?"

"হ্যাঁ।"

"আশ্চর্য! কাল রাত্তিরেই উইলিয়ম অতক্ষণ জেগে ছিল। চলুন মিঃ কানিংহাম, এখন আমরা একবার সারা বাড়িটা ঘুরে দেখে নিই।"

পাথরের টাইল বসানো একটা প্যাসেজ। প্যাসেজের এক দিকে রান্নাঘর। প্যাসেজের আর-এক মাথায় একটা কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যাওয়া যায়। সিঁড়ির সামনে একটা ঢাকা চাতাল। চাতালের এক দিকে একটা কারুকার্য-করা এক ধাপের সিঁড়ি। তার পরেই বিশাল হলঘর। চাতালের আর এক পাশে সারি সারি ঘর। তারই একটা বসার ঘর। বাকিগুলো শোবার ঘর। এই ঘরগুলোর একটাতে থাকেন মিঃ কানিংহাম, আর-একটায় তাঁর ছেলে মিস্টার অ্যালেক। হোমস খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল। বাড়িটার প্ল্যানটা সে বুঝে নিচ্ছিল। হোমসের হাবভাব দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে কোনও নতুন সূত্র পেয়ে গেছে। তবে অনেক মাথা ঘামিয়েও সূত্রটা যে কী তা বুঝতে পারলাম না।

মিঃ কানিংহাম একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, "মিঃ হোমস, এটা একটু পণ্ডশ্রম হয়ে যাচ্ছে না কি? ওই যে ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন, ওইটেই আমার ঘর। তার পরের ঘরটা আমার ছেলের।

BanglaBook.org

আপনি নিজেই বিবেচনা করে দেখুন না, এখানে যদি কেউ আসত তা হলে কি আমরা টের পেতাম না?"

মিস্টার অ্যালেক তামাশা করে বললেন, "আপনি কি আবার কেঁচেগণ্ডুষ করে নতুন কোনও সূত্রের সন্ধান করছেন?"

"ঠিকই বলেছেন আপনারা। তবে আমার অনুরোধ আপনারা আর খানিকক্ষণ আমার এই পাগলামি সহ্য করুন। যেমন ধরুন ঘরের জানলা দিয়ে সামনে কত দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় সেটা জানা আমার বিশেষ দরকার। এই ঘরটা বোধহয় আপনার ছেলের?" হোমস হাত দিয়ে ঠেলে ঘরের দরজাটা খুলে ফেলল। "আর এই ঘরটা বসার ঘর বুঝি? এই ঘরে বসে উনি যখন পাইপ খাচ্ছিলেন তখনই গোলমাল শোনা গিয়েছিল, তাই না? আচ্ছা ওই ঘরের জানলা দিয়ে কী দেখা যায় দেখি তো," বলেই হোমস শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে মশমশ করে বসার ঘরে চলে গেল। তারপর ঘরের ভেতরে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।

মিঃ কানিংহাম বিরক্ত হয়ে বললেন, "এখন আপনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন তো?"

"ধন্যবাদ। আমার মনে হচ্ছে এখানে যা দেখবার ছিল দেখা হয়েছে।"

"তা হলে যদি দরকার মনে করেন তো আমার ঘরে যেতে পারি।"

"যদি অসুবিধে না হয় তো চলুন যাই—"

মিঃ কানিংহাম নাচার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর আমাদের নিয়ে ওঁর ঘরে গেলেন। ঘরটা খুবই সাধারণ ভাবে সাজানো গোছানো। ঘরের যে-দিকে জানলা রয়েছে সকলেই সে দিকে চললেন। হোমস আস্তে আস্তে হাঁটছিল বলে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। আমি তার পাশেই ছিলাম। ঘরের মাঝখানে খাট। খাটের পাশে একটা ছোট চৌকো টেবিল। টেবিলের ওপর একটা কাচের জগে জল। জগের পাশে একটা ডিশে কয়েকটা কমলালেবু রাখা ছিল। সেখান দিয়ে যাবার সময় আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে, হোমস আমার সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে ইচ্ছে করে সেই টেবিলটা উলটে ফেলে দিল। কাচের জগটা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। জল পড়ল। কমলালেবুগুলো গড়াতে গড়াতে পাশে ছড়িয়ে পড়ল।

হোমস খুব শান্ত ভাবে বলল, "তোমার কাণ্ডটা কী হে ওয়াটসন? কী করলে বলো দেখি। কার্পেটটা একদম নষ্ট করে দিলে!" আমি লজ্জা পাওয়ার ভান করে নিচু হয়ে বসে কাচের টুকরোগুলো কুড়োতে লাগলাম। বুঝলাম কাণ্ডটা হোমস ইচ্ছে করেই করেছে। আর ইচ্ছে করেই সে দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে। আমার দেখাদেখি অন্যেরাও কাচ তুলতে লেগে গেল। টেবিলটা কে একজন সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল।

"আরে, আরে," ইন্সপেক্টর হঠাৎ বলে উঠলেন, "মিঃ হোমস কোথায় গেলেন?"

হোমস উধাও।

অ্যালেক ক্যানিংহাম বললেন, "আপনারা এখানে দাঁড়ান। আমি দেখছি। ভদ্রলোকের মাথার গোলমাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আসুন, আসুন, আমরা খুঁজে দেখি ভদ্রলোক গেলেন কোথায়।" আমি, ইন্সপেক্টর আর কর্নেল কিছু বলবার আগেই ওঁরা প্রায় বাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ইন্সপেক্টর হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "বিশ্বাস করুন, আমার মনে হচ্ছে যে, অ্যালেক কানিংহাম ভুল কথা বলেননি। হয়তো অসুখের জন্যে ওঁর মাথার গোলমাল হয়ে—"

ইন্সপেক্টরের মুখের কথা শেষ হবার আগেই একটা চিৎকার, "বাঁচাও, বাঁচাও, মেরে ফেলল," আমাদের কানে এল। হোমসের গলা চিনতে আমার ভুল হল না। আমি পাগলের

BanglaBook.org

মতো ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। চিৎকারটা হঠাৎ থেমে গেল। শুধু একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমার বুঝতে ভুল হল না যে, শব্দটা প্রথম যে-ঘরে গিয়েছিলাম সেখান থেকেই আসছে। আমি বসবার ঘরে গেলাম। শার্লক হোমস মাটিতে পড়ে রয়েছে। কানিংহাম আর তার ছেলে অ্যালেক হোমসের ওপর চেপে বসে আছে। অ্যালেক দু'হাতে সজোরে হোমসের গলা টিপে ধরেছে। আর তার বাবা হোমসের ডান হাতটা মুচড়ে দিচ্ছে। আমরা তিনজনে ওদের দু'জনকে ধরে হোমসকে ছাড়িয়ে নিলাম। হোমস আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তার চোখমুখ দেখে বুঝলাম যে, রোগা শরীরের ওপর এই অমানুষিক আক্রমণে বেচারা বেশ কাহিল হয়ে গেছে।

হোমস দম নিতে নিতে বলল, "ইন্সপেক্টর, এদের দু'জনকে গ্রেফতার করুন।"

"কোন অপরাধে গ্রেফতার করতে বলছেন?"

"উইলিয়মকে খুন করার অপরাধে।"

ইন্সপেক্টর তো হোমসের কথা শুনে হাঁ। বেশ খানিকক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে বললেন, "মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয়ই তামাশা করছেন।"

হোমস বেশ রেগে উঠে বলল, "মোটেই ঠাট্টা করিনি। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। তাঁরা যে দোষী কথাটা তাঁদের মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল। মিঃ কানিংহামের হতাশা, বিস্ময় আর গ্লানি ফুটে উঠেছিল। অ্যালেকেরও সেই 'ডোন্টকেয়ার' ভাবটা নেই। উলটে তার দিকে তাকাতেই আমার বন্য জন্তুর কথা মনে পড়ে গেল। অ্যালেক কানিংহাম যেন মানুষ নয় ভয়াবহ একটা দানব। ইন্সপেক্টর কিছু না বলে পকেট থেকে একটা পুলিশের বাঁশি বের করে বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল ছুটে এল।

"মিঃ কানিংহাম, এই মুহূর্তে আপনাকে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনও রাস্তা নেই। পরে হয়তো প্রমাণ হবে যে, কোথাও একটা বড় রকমের ভুল হয়েছে। না না, আপনি ও চেষ্টা করবেন না। ওটা ফেলে দিন," বলেই ইন্সপেক্টর অ্যালেককে প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারলেন। অ্যালেকের হাত থেকে একটা রিভলভার ছিটকে পড়ল।

রিভলভারটা পা দিয়ে চেপে ধরে হোমস বলল, "এটা রেখে দিন। আদালতে মামলার শুনানির সময় প্রমাণ হিসেবে এটা দাখিল করবেন। তবে আমরা আসলে যে-জিনিসটা খুঁজছিলাম সেটা পেয়ে গেছি।" হোমস একটা দোমড়ানো কাগজ আমাদের দিকে মেলে ধরল।

ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠলেন, "ছেঁড়া কাগজের বাকি অংশটা!"

"হ্যাঁ।"

"এটা কোথায় ছিল?"

"যেখানে এটাকে পাওয়া যাবে বলে জানতাম। যাই হোক, একটু পরে সব কথা বুঝিয়ে বলব। কর্নেল, আপনি আর ওয়াটসন বাড়ি ফিরে যান। আমি ঘণ্টাখানেক পরে ফিরব। আমি আর ইন্সপেক্টর এখন বন্দিদের সঙ্গে কথা বলব। তবে দুপুরের খাবারের আগে অবশ্যই ফিরব।"

হোমস কথা রেখেছিল। বেলা একটার কিছু আগে সে ফিরে এল। তার সঙ্গে একজন বেঁটেখাটো বয়স্ক ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে হোমস বলল, "ওয়াটসন, ইনিই মিঃ অ্যাক্টন। এঁর বাড়িতে অদ্ভুত চুরির মধ্যে দিয়ে এই রহস্যের শুরু। আমার মনে হয়েছিল তোমাদের কাছে যখন সব কথা খুলে বলব তখন এঁর হাজির থাকা দরকার। কেন না, এ বিষয়ে ওঁর কৌতূহলও নিশ্চয়ই কম নয়। তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, আমাদের এখানে বেড়াতে আসতে বলে কর্নেল, আপনি বোধহয় বিপদে পড়ে গেলেন।"

BanglaBook.org

কর্নেল ভীষণ রকম আপত্তি জানিয়ে বললেন, "মোটেই নয়। বরং খুব কাছে থেকে আপনার রহস্য সমাধানের কায়দা দেখার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম আপনি তার থেকে ঢের বড়। তবে স্বীকার করছি যে, আপনার সঙ্গে থেকে এবং সবকিছু দেখেও আমি কোনও সুতো তো দূরের কথা, আঁশও দেখতে পাইনি।"

হোমস বলল, "আমি যখন সব কথা বুঝিয়ে দেব, তখন আপনি খুবই হতাশ হবেন। কিন্তু আমার বন্ধু ওয়াটসনের কাছে, যার আমার কাজের সম্বন্ধে কিছু উৎসাহ আছে, তার কাছে আমার বিশ্লেষণের পদ্ধতি কখনও আমি গোপন করি না। কিন্তু সবচেয়ে আগে শরীরটা একটু চাঙ্গা করে নিতে হবে। সারা সকাল বড্ড ধকল গেছে।"

কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে হোমসের জন্য গরম পানীয়র ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর বললেন, "আমরা চলে আসার পর আপনার কি আবার শরীর খারাপ হয়েছিল?"

হোমস হোহো করে হেসে উঠল, "সে কথায় পরে আসছি। আমি যে ভাবে ধাপে ধাপে কেসটার ফয়সালা করেছি আগে সেটা বলি। যদি বুঝতে কোথাও অসুবিধে হয় তো বলবেন।

"গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে প্রথমে অদরকারি খবরগুলো বাদ দিয়ে দরকারি খবরগুলো বেছে নিতে হয়। তা না করতে পারলে মিছিমিছি বহু পরিশ্রম করতে হয়। অনেক বাজে জিনিসের পেছনে ছুটে সময় নষ্ট হয়। এখন উইলিয়মের মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে আমি গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, রহস্যের সূত্র আছে ওই ছেঁড়া কাগজের মধ্যেই।

"তার আগে আপনাদের একটা কথা একটু ভেবে দেখতে বলি। অ্যালেক কানিংহাম যদি সত্যি কথাই বলে থাকেন আর খুনি যদি গুলি ছুড়েই সেখান থেকে পালিয়ে থাকে তো কিছুতেই সে ওই কাগজখানা মৃত ব্যক্তির হাত থেকে নিয়ে পালাতে পারে না। সে যদি কাগজটা না নিয়ে থাকে তা হলে কাগজটা নিল কে? অ্যালেক কানিংহামের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব। কেন না অ্যালেক ঘটনাস্থলে যাবার অল্প পরেই তার বাবা সেখানে গিয়ে হাজির হন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির চাকরবাকররা সেখানে গিয়েছিল। এই কথাটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়। ও ব্যাপারটা অবশ্য পুলিশ ইন্সপেক্টরের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে যে, কানিংহামদের মতো অবস্থাপন্ন নামডাকওয়ালা লোকেদের যে এই ধরনের কাজের সঙ্গে কোনও যোগ থাকতে পারে, তিনি ভাবতে পারেননি। কিন্তু আমার কাজের ধারা অন্য রকম। আমি সব সময়ে তথ্যের ওপর চলি। কে বড়লোক কে গরিব লোক, এ সব নিয়ে মাথা ঘামাই না। তাই অ্যালেক কানিংহামকে আমি গোড়া থেকেই একটু সন্দেহের চোখে দেখি।

"ইন্সপেক্টর যখন আমাকে কাগজের ছেঁড়া টুকরোটা দিলেন সেটা খুঁটিয়ে দেখে এমন কিছু দেখতে পেয়েছিলাম যে, আমার মনে হয়েছিল, এটাই রহস্য সমাধানের সব চাইতে বড় সূত্র। এই সেই টুকরোটা। আপনারা দেখুন তো এই কাগজটার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পান কিনা।"

"কাগজটা কেমন যেন খাপছাড়া লাগছে,"—কর্নেল বললেন।

"যদি একটু নজর করে দেখেন তো দেখতে পাবেন কাগজটায় দু'জন লোকের হাতের লেখা রয়েছে। প্রত্যেকে একটা করে শব্দ লিখেছে। আমি 'at' আর 'to'-এর 't'টা ভাল করে দেখুন। আর 'quarter' আর twelve'-এর 't'-এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন। তা হলেই তফাতটা নজরে পড়বে। এক জনের হাতের লেখা গোটা গোটা বলিষ্ঠ। আর এক জনের লেখা একটু জড়ানো। যদি লক্ষ করেন, দেখবেন 'learn' আর 'maybe' যে লিখেছে তার লেখার ধাঁচটা বেশ শক্তপোক্ত। কিন্তু

BanglaBook.org

what যে লিখেছে তার হাতের লেখাটা কেমন কাঁপা কাঁপা।"

"তাই তো। এ তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কিন্তু দু'জন লোক কেন এমনি করে চিঠি লিখল," কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন।

"ব্যাপারটা খুবই নোংরা। মনে হয় এদের এক জন আর-এক জনকে বিশ্বাস করে না। তাই এই ভাবে চিঠি লিখেছে। পরে কোনও কারণে কোনও গোলমাল হলে যাতে অন্য জন বলতে না পারে যে, সে কিছুই জানত না তাই এই রকম করা হয়েছিল। যে লোকটা 'at' আর 'to' লিখেছে সেই যে সবকিছুর মূলে আছে এতে কোনও সন্দেহ নেই।"

কর্নেল বললেন, "এটা কী করে অনুমান করলেন?"

"এটা দু'জনের লেখার ছাঁদ মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। তবে সেটা ছাড়াও অন্য প্রমাণ আছে। কাগজটা যদি ভাল করে লক্ষ করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, যার লেখার ছাঁদ গোটা গোটা ও বলিষ্ঠ সেই লোকটি তার ভাগের শব্দগুলো প্রথমে লিখেছিল। দ্বিতীয় লোকটির জন্যে সে ফাঁক রেখে দিয়েছিল। কিন্তু সব জায়গায় সমান ফাঁক রাখতে পারেনি। তাই দ্বিতীয় লোকটিকে at আর to এর মধ্যে quarter শব্দটা জোর করে ঢুকিয়ে দিতে হয়েছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, প্রথম যে-লোকটি লিখেছে সেই হচ্ছে পাণ্ডা।"

মিঃ অ্যাস্টন বললেন, "চমৎকার চমৎকার।"

হোমস বলল, "না না, খুবই সাধারণ ব্যাপার। তবে এবার যে কথাটা বলব সেটা কিন্তু খুবই দরকারি কথা। আপনারা জানেন কিনা জানি না, হাতের লেখা পরীক্ষা করে লেখকের বয়স বলে দেওয়া যায়। যদি সুস্থ স্বাভাবিক লোকের হাতের লেখা পরীক্ষা করতে দেওয়া হয় তা হলে তার মোটামুটি নির্ভুল বয়স বলা সম্ভব। হয়তো এক-আধ বছরের এদিক-ওদিক হবে। তবে যদি দুর্বল বা অসুস্থ লোকের হাতের লেখা হয় তবে সঠিক বয়স অনুমান করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে, যার লেখা স্পষ্ট গোটা গোটা তার বয়স কম। আর জড়ানো হাতের অক্ষরগুলো কোনও প্রবীণ লোকের লেখা।"

মিঃ অ্যাস্টন বললেন, "দারুণ। দারুণ।"

"এ ছাড়া আরও একটা পয়েন্ট আছে। দুটো লেখার মধ্যেই কতকগুলো হরফের ছাঁদে বেশ মিল আছে। 'e' অক্ষরটা একটু গ্রিক এপসিলোনের ধরনের। এ ধরনের মিল সাধারণত বংশানুক্রমিক হয়। সুতরাং দুই লেখকের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। আমি এই কাগজটা পরীক্ষা করে মোট তেইশটা সিদ্ধান্ত করতে পেরেছি। তার মধ্যে গোটাচারেক সিদ্ধান্তের কথা আপনাদের বললাম। তবে সব সিদ্ধান্ত থেকে আর-একটা সিদ্ধান্ত টানা গেলে বলা যায়, কানিংহামরাই এই চিঠি লিখেছে।

"এরপর আমার কাজ হল, যেখানে খুন হয়েছে সেখানে গিয়ে দেখা নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যায় কিনা। ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে আমি তো ওদের বাড়িতে গেলাম। যা দেখবার দেখলাম। মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখলাম যে, অন্তত চার গজ দূর থেকে রিভলভার ছোড়া হয়েছিল। জামাকাপড়ে বারুদের পোড়া দাগ নেই। তা হলে অ্যালেক যে কথা বলেছে যে, দু'জন লোক ধস্তাধস্তি করছিল এমন সময় একজন আর-একজনকে গুলি করে, তা একদম মিছে কথা। তা ছাড়া মিঃ কানিংহাম ও তাঁর ছেলে দু'জনেই ঠিক কোনখান দিয়ে খুনি পালিয়ে ছিল তা ইন্সপেক্টরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই জায়গায় গিয়ে দেখলাম যে, একটা বেশ বড় গর্ত রয়েছে। গর্তের মাটি ভিজে। সেখানে কোনও জুতোর ছাপ নেই। তা হলে এ ব্যাপারেও ওঁরা মিছে কথা

BanglaBook.org

বলেছেন। সুতরাং যে-লোকটির কথা বলা হচ্ছে সে লোকটি ওঁদেরই মনগড়া।

"এ পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। ধরে নিলাম ওঁরাই উইলিয়মকে খুন করেছেন। কিন্তু কেন খুন করলেন? কী জন্যে খুন করলেন? এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমি মিঃ অ্যাক্টনের বাড়ির চুরির কথাটা ভাবতে লাগলাম। আর তখনই মনে পড়ল যে, মিঃ অ্যাক্টনের সঙ্গে ওঁদের একটা মামলা চলছে। তখনই আমার মনে হল যে, ওঁরা হয়তো আপনার লাইব্রেরিতে গিয়েছিলেন এমন কোনও দলিল বা নথি চুরি করতে যেটা পেলে সমস্ত মকদ্দমাটা কেঁচে যাবে।"

মিঃ অ্যাক্টন বললেন, "আপনি ঠিকই ধরেছেন। ওদের সম্পত্তির বেশির ভাগ অংশের মালিকানা আমার ওপর বর্তাবে। এই মকদ্দমার একটা কাগজ ওরা সরাতে পারলে গোটা মামলাটাই ফেঁসে যেত। তবে সেই কাগজখানা আমি আগে থেকে সিন্দুকে সরিয়ে রেখে ছিলাম।"

হোমস বলল, "তাই বলুন। সেই কাগজটার জন্যেই এত বড় বিপদের ঝুঁকি ওঁরা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর এই কাজ করতে অ্যালেকই, আমার ধারণা, ওর বাবাকে জোরজুলুম করে রাজি করিয়েছিল। সেই কাগজটা না পেয়ে ওঁরা লোককে ভুল পথে চালাবার জন্যে ওই সব অদরকারি জিনিস নিয়ে চলে আসেন। এ পর্যন্ত কোথাও কোনও গোলমাল নেই। কিন্তু দু'-একটা প্রশ্নের উত্তর মিলছিল না। প্রথম প্রশ্ন হল, বাকি কাগজটা গেল কোথায়? অ্যালেকই যে কাগজটা সরিয়েছে সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। আমার ধারণা অ্যালেক উইলিয়মের মুঠো থেকে কাগজটা নিয়ে তার ড্রেসিং গাউনের পকেটে পুরেছিল। এ ছাড়া সেই সময়ে আর কোথায়ই বা সে কাগজটা রাখতে পারত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এখন সেই কাগজটা কোথায়? ওটা কি ড্রেসিং গাউনের পকেটেই আছে? আমার প্রথম কাজ হল কাগজটা উদ্ধার করা। আর সেটা করতে হলে আমাকে প্রথমে বাড়ির ভেতরে যেতে হবে।

"আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়, রান্নাঘরের দরজার কাছে কানিংহামদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। আমার প্রথম লক্ষ্য হল যে ওরা যেন কোনওমতেই কাগজটার কথা টের না পায়। ইন্সপেক্টর কথাটা ফাঁস করে ফেলছিলেন। সেই সময়ে আমি এমন একটা কাণ্ড বাধালাম যে, কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরে গেল।"

কর্নেল হেসে উঠে বললেন, "আপনার অসুখটা তা হলে সত্যি নয়? ওটা অসুখের অভিনয়? হায় হায়, আমাদের এত উদ্‌বেগ মাঠে মারা গেল।"

আমি বললাম, "অভিনয় হিসেবে দেখলে ওটা কিন্তু খুবই উঁচুদরের অভিনয় বলে মানতে হবে। হোমস আমাকে প্রতি বারই অবাক করে দেয়।"

হোমস বলল, "হ্যাঁ, অভিনয় করার ক্ষমতাটা মাঝে মাঝে খুব কাজে লেগে যায়। সুস্থ হয়ে উঠে আমি আর-একটা চালাকি করলাম। কায়দা করে মিঃ কানিংহামকে দিয়ে 'twelve'টা লিখিয়ে নিলাম। ভুলটা আমি ইচ্ছে করেই করেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল আসল কাগজটার 'twelve'-এর সঙ্গে এই 'twelve'টা মিলিয়ে নেওয়া।"

আমি বললাম, "আমি একটি আস্ত গাধা।"

হোমস হেসে বলল, "আমার ভুল দেখে তুমি যে মনে মনে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছ তাতে আমারও কষ্ট হয়েছিল। যাই হোক, আমরা তো ওপরতলায় গেলাম। অ্যালেকের ঘরে দরজার পিছনে ড্রেসিং গাউনটা ঝুলতে দেখেছিলাম। তাই মিঃ কানিংহামের ঘরে টেবিল উলটে একটা গোলমাল বাধিয়ে আমি চুপিসারে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। তারপর যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই।

BanglaBook.org

ড্রেসিং গাউনের পকেটে কাগজটা পেয়ে গেলাম। আর ঠিক তখনই ওরা দু'জন এসে আমাকে পাকড়ে ফেলল। অ্যালেক আমার গলা টিপতে লাগল আর মিঃ কানিংহাম আমার হাতে মোচড় দিতে লাগলেন যাতে আমি কাগজটা ফেলে দিই। ওহ্, গলাটা এখনও টাটিয়ে রয়েছে। সেই সময়ে আপনারা হাজির হলেন। তখন ওরা বুঝতে পারল যে খেল খতম। আর তাতেই ওদের হাবভাব সব পালটে গেল।

"পরে মিঃ কানিংহামের সঙ্গে খুনের উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলি। ওঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। কিন্তু অ্যালেকের সঙ্গে কথা বলা যায় না। সে তো খ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে আছে। হাতের কাছে যাকে পাবে তাকেই শেষ করে দেবে। যখন মিঃ কানিংহাম দেখলেন যে ওঁদের বাঁচবার আর কোনও রাস্তা নেই তখন তিনি সব কথা স্বীকার করলেন। ব্যাপারটা হয়েছিল কী, উইলিয়ম সেই রাত্রে ওঁদের কাজকর্ম সব দেখে ফেলে এবং পরে ওঁদের ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। কিন্তু উইলিয়ম বুঝতে পারেনি যে মিঃ অ্যালেক অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির লোক। চুরির ব্যাপারটাকে এ ভাবে ব্যবহার করা থেকে বোঝা যায় যে, ছোকরা কী পরিমাণ বুদ্ধিমান। উইলিয়মকে ভুলিয়ে ডেকে এনে খুন করে। যদি ওরা পুরো কাগজটা ছিনিয়ে নিতে পারত, আর পালাবার রাস্তাটা সম্বন্ধে আগে থেকে ভেবে রাখতে পারত, তা হলে ওদের ওপর সন্দেহ হত না এবং ওরা ধরাও পড়ত না।"

আমি বললাম, "গোটা কাগজটায় কী লেখা ছিল?"

হোমস জোড়া দেওয়া কাগজটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিল।

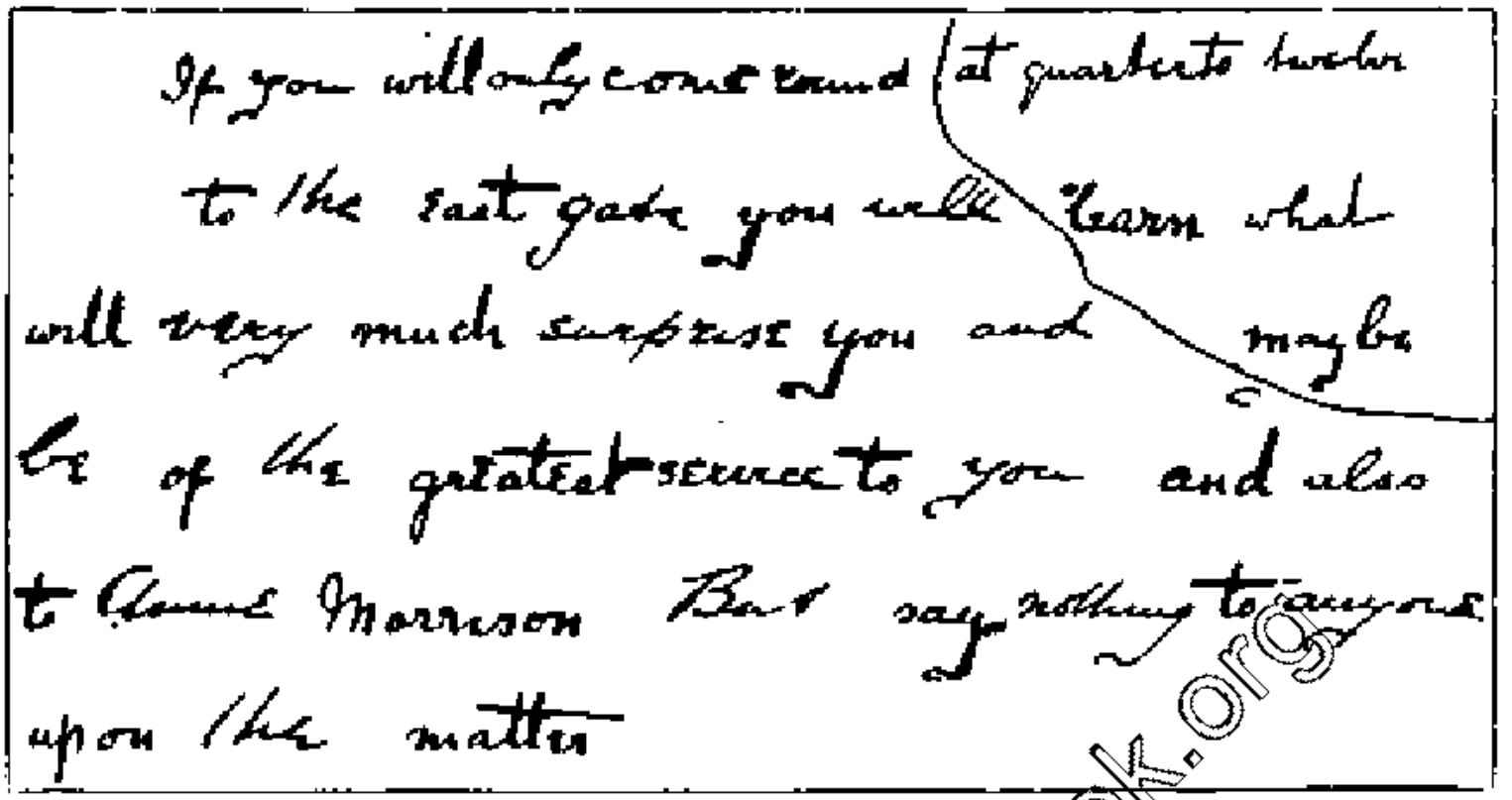
If you will only come round at quarter to twelve to the east gate you will learn what will very much surprise you and maybe be of the greatest service to you and also to Count Morrison Bar say nothing to anyone upon the matter

"জানতাম, এই রকমই কিছু লেখা থাকবে। তবে অ্যালেক কানিংহাম, উইলিয়ম কিরান আর অ্যানি মরিসনের সঙ্গে কী ধরনের যোগাযোগ ছিল তা আমি জানতে পারিনি। তবে উইলিয়মের জন্যে ভাল ফাঁদই পাতা হয়েছিল। কাগজটা পরীক্ষা করলে 'p' আর 'g' গুলোর মধ্যে এক ধরনের বংশানুক্রমিক মিল লক্ষ করবেন। তবে একটা জিনিস, মিঃ কানিংহাম 'i'-এর মাথায় ফোঁটা দেন না।...যাকগে ওয়াটসন, এখানে এসে শরীর আর মনের ভাল রকম হাওয়া বদল হয়েছে বলতে হবে। কাল আমরা বেকার স্ট্রিটে ফিরে যাব।"

BanglaBook.org

বার্কলে হত্যা-রহস্য

আমার বিয়ের অল্প কয়েক মাস পরের কথা। গরমকাল। রাত্তিরবেলায় শুতে যাবার আগে পাইপ খেতে খেতে একটা উপন্যাস নিয়ে বসেছিলাম। বোধহয় একটু ঢুলুনিও আসছিল। আজ সারা দিন বড় পরিশ্রম হয়েছে। আমার স্ত্রী আগেই শুতে গেছেন। সদর দরজায় খিল দেবার শব্দ কানে এল। বুঝলাম কাজের লোকেরাও যে-যার ঘরে শুতে চলে গেল। আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। ঠুকে ঠুকে পাইপের ছাই ফেলে দিয়ে পাইপটা পরিষ্কার করতে যাব হঠাৎ সদর দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল।

ঘড়ি দেখলাম। বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। এত রাত্রে নিশ্চয়ই কেউ বেড়াতে আসবে না। অবশ্যই কোনও রুগি। আর তার মানে সারা রাত্তির জেগে বসে থাকা। মুখটা বেজার করে আমি দরজা খুলতে গেলাম। দরজা খুলে আমি তো অবাক। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস।

"ওহ্ ওয়াটসন," হোমস বলল, "তুমি শুয়ে পড়েছ কিনা সেই কথা ভাবতে ভাবতে আসছিলাম।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি আগে ভেতরে এসো তো!"

"তুমি যে আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়েছ, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু তুমি যেন স্বস্তিও পেয়েছ মনে হচ্ছে। হুম। আর তুমি দেখছি এখনও আর্কেডিয়া তামাকই খাচ্ছ। বিয়ের আগের অভ্যেস ছাড়তে পারোনি। তোমার কোটের হাতায় যে-থোপা থোপা ছাই লেগে রয়েছে, এ ধরনের ছাই আর্কেডিয়া তামাক ছাড়া হয় না। ওয়াটসন, তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় যে, তুমি ইউনিফর্ম পরতে অভ্যস্ত। যত দিন তুমি তোমার জামার হাতায় রুমাল জড়ানোর অভ্যেস না ছাড়ছ, তত দিন তোমাকে সাধারণ নাগরিক বলে চালানো যাবে না। আজকের মতো আমাকে থাকবার জায়গা দিতে পারো?"

"এ কথা বলতে!"

"তুমি আমাকে বলেছিলে যে, এক জনকে থাকতে দেবার মতো ব্যবস্থা আছে। দেখতে পাচ্ছি, তোমার ঘরে কোনও অতিথি নেই। তোমার হ্যাট-র‍্যাক দেখেই আমি এই কথা বলছি।"

"তুমি যদি থাকো, তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হতে পারে।"

"খুব ভাল। তা হলে তোমার হ্যাট-র‍্যাকের একটা খোপা আমি অধিকার করলাম। এ হে হে, তুমি দেখছি ব্রিটিশ মিস্ত্রিকে কাজে লাগিয়েছো। ওরা তো নিষ্কর্মার ধাড়ি। নর্দমার কাজ করাচ্ছ নাকি?"

"না, গ্যাস।"

"আহা! দেখো, লোকটা তোমার মেঝের লিনোলিয়ামে জুতোর পেরেকের দাগ করে

BanglaBook.org

দিয়েছে। ওই যেখানটায় আলো পড়েছে ওখানে দেখলেই দেখতে পাবে। না, না, তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। আমি ওয়াটারলু স্টেশনে খেয়ে নিয়েছি। তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে একটু ধূমপান করব।"

হোমস একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার কাছে এসে বসল। আমি হোমসকে আমার পাইপের পাউচটা এগিয়ে দিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম যে, হোমস এত রাত্রে আমার বাড়িতে বেড়াতে আসেনি। নিশ্চয়ই সে কোনও তদন্তের ব্যাপারে এসেছে। তাই হোমস কী বলে শোনবার জন্যে চুপ করে বসে রইলাম।

আমাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে হোমস বলল, "তোমার দেখছি এখন কাজের চাপ খুব বেশি যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ। আজকে খুব পরিশ্রম হয়েছে। তুমি আমাকে খুব বোকা ভাববে, তবুও বলছি, তুমি এ কথাটা কী করে বললে বুঝতে পারছি না।"

হোমস খুকখুক করে হাসল।

"দেখো ওয়াটসন, তোমার স্বভাব আমি জানি। যখন তোমার হাতে বেশি রুগি থাকে না, তখন তুমি তোমার চরণবাবুর গাড়িতে বেড়াও। আর রুগি বেশি থাকলে তুমি গাড়ি করে ঘোরো। দেখছি তোমার জুতো জোড়া বেশি নোংরা হয়নি। এর থেকে বুঝতে পারছি যে, তোমার হাতে এখন অনেক রুগি, আর তুমি এখন গাড়ি চেপে রুগি দেখে বেড়াচ্ছ।"

"দারুণ," আমি না বলে পারলাম না।

"তুচ্ছ ব্যাপার," হোমস বলল, "সাধারণ লোককে ভড়কে দেওয়া খুব শক্ত নয়। কোনও একটা সমস্যার মূল সূত্রটা যে ধরতে পেরেছে সে ব্যাপারটা সহজে বুঝে যাবে আর সেই কথা বলে যারা সেই সূত্রটা লক্ষ করেনি তাদের চমকে দেবে। তোমার সম্বন্ধে এক্ষুনি যে-কথাটা বললাম সেটা একটা উদাহরণ বলতে পারো। আমার যে তদন্তের কথাগুলো তুমি লিখেছ, সেগুলো কিন্তু এই ধরনের কাণ্ড। পাঠকের কাছ থেকে তুমি কিছু কিছু তথ্য গোপন করেছ। ইচ্ছে করে যে তুমি তথ্য গোপন করেছ তা নয়। ঘটনাচক্রে পাঠক সব কথা জানতে পারেননি। তাই রহস্যের সমাধানও তাঁরা করতে পারেননি। এখন আমার নিজের অবস্থা হয়েছে তোমার ওই পাঠকদের মতো। একটা অদ্ভুত রহস্যের অনেক সূত্র আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু এই ছড়ানো সূত্রগুলোকে একটা পাট্যার্নে সাজাতে গেলে যে যোগসূত্রটা দরকার সেটার হদিসই আমি করতে পারছি না। রহস্যটা যেমন জটিল, তেমনই ইন্টারেস্টিং। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই ওয়াটসন। রহস্যের চাবি বা মূলসূত্র যাই বলো না সেটা আমি পাবই পাব।" হোমসের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। মুখটা এক মুহূর্তের জন্যে উত্তেজনায় থমথম করে উঠল। তবে চোখের পলকের মধ্যেই আবার হোমসের হাবভাব স্বাভাবিক হয়ে গেল। হোমস যে কী সাঙ্ঘাতিক জেদি তা বুঝতে পারলাম। ওপর থেকে হোমসকে দেখলে মনে হয় বেশ শান্তশিষ্ট, তাই তার ব্যক্তিত্ব যে কী প্রবল তা সহজে বোঝা যায় না। হোমসের আসল পরিচয় আমার সামনে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। এখন আবার হোমসের মুখ রেড ইন্ডিয়ান সর্দারের মতো ভাবলেশহীন, নির্বিকার।

"যে-তদন্তটা এখন হাতে নিয়েছি," হোমস বলল, "সেটার বেশ বিশেষত্ব আছে। সত্যি কথা বলতে কী, বিশেষত্বগুলোর মধ্যেও বেশ নতুনত্ব আছে। ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভেবেছি, কিছু খোঁজখবরও করেছি। মনে হচ্ছে শিগগিরই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই বলছি

BanglaBook.org

যে, তদন্তের এই শেষ পর্বে তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো তো আমার খুব সুবিধে হবে।"

"এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হতে পারে বলো," আমি বললাম।

"তুমি কি আমার সঙ্গে কাল অল্ডারশট যেতে পারবে?"

"অসুবিধে হবে না। জ্যাকসনকে বলে দেব। ও আমার রুগিদের দেখাশোনা করবে।"

"খুব ভাল কথা। এগারোটা দশে যে ট্রেনটা ওয়াটারলু স্টেশন থেকে ছাড়ে ওই ট্রেনটা ধরব।"

"'তা হলে তো অনেক সময় আছে।"

"'বেশ। এখন যদি তোমার ঘুম না-পেয়ে থাকে তো ঘটনাটা কী, আর কী করতে হবে তা তোমাকে বলি শোনো।"

"'তুমি আসবার আগে ঘুম এসেছিল। এখন আমার ঘুম ছুটে গেছে।"

"'খুব ভাল কথা। খুব সংক্ষেপে অথচ দরকারি কোনও কথা বাদ না দিয়ে ব্যাপারটা তোমাকে বলছি। মন দিয়ে শোনো। হয়তো এ সম্পর্কে কিছু কিছু কথা তোমার কানে গেছে। অল্ডারশটে রয়্যাল ম্যালোজ রেজিমেন্টের কর্নেল বার্কলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলছি। ওই ঘটনাটার তদন্ত আমি করছি।"

"'না। আমি তো কিছুই শুনিনি।"

"অসম্ভব নয়। ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র দু'দিন আগে। আর তা ছাড়া অল্ডারশটের বাইরে এ ঘটনার কথা বিশেষ জানাজানি হয়নি। ঘটনাটা হচ্ছে এই:

"তুমি তো জানোই যে, আমাদের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে 'রয়্যাল ম্যালোজ' রেজিমেন্টের দারুণ সুনাম। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আর সিপাহি বিদ্রোহের সময় এরা প্রায় অসাধ্য সাধন করেছিল। গত সোমবার রাত পর্যন্ত এই রেজিমেন্টের প্রধান ছিলেন জেমস বার্কলে। জেমস বার্কলে একজন প্রাইভেট হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এই রেজিমেন্টে সাধারণ বন্দুকধারী সৈন্য হিসেবে ওঁর চাকরি-জীবন শুরু। তারপর আস্তে আস্তে নিজের বুদ্ধি, সাহস আর যোগ্যতায় উনি রেজিমেন্টের প্রধান হন।

"জেমস বার্কলে যখন সবেমাত্র একজন সার্জেন্ট তখন তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ে হয় মিস ন্যানসি ডেভয়ের সঙ্গে। ন্যানসি ওই রেজিমেন্টেরই একজন বড় অফিসারের মেয়ে। একজন সার্জেন্টের সঙ্গে সিনিয়ার অফিসারের মেয়ের বিয়ে হওয়াতে রেজিমেন্টের মধ্যে একটু কানাকানিও হয়েছিল। তবে এ নিয়ে বিশেষ কোনও গোলমাল হয়নি। গোলমাল না হওয়ার বড় কারণ ন্যানসি। ন্যানসি সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মেলামেশা করতেন। রেজিমেন্টের অন্য অফিসার বা সার্জেন্টের স্ত্রী-রা তো তাঁকে পছন্দ করতেনই, জেমসের বন্ধুবান্ধবরাও তাঁকে পছন্দ করতেন। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ন্যানসি এখন এত বয়সেও দেখতে খুব সুন্দর। বুঝতেই পারছ, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে তিনি আরও সুন্দরী ছিলেন।

"বার্কলেদের বিবাহিত জীবন খুব সুখী ছিল। ওই রেজিমেন্টেরই মেজর মারফির কাছ থেকে আমি যা জানতে পেরেছি, তা হল, ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাটি তো দূরের কথা, কখনও কথা কাটাকাটি হতেও কেউ শোনেনি। রেজিমেন্টের সকলে ওঁদের আদর্শ স্বামী-স্ত্রী বলে মনে করে। তাই হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো দুর্ঘটনায় সকলেই হতভম্ব।

"কর্নেল বার্কলের চরিত্রের কতকগুলো অদ্ভুত দিক ছিল। এমনিতে তিনি বেশ হাসিখুশি

আমুদে লোক। কিন্তু কখনও কখনও তিনি এমন ব্যবহার করতেন যে, বোঝা যেত তাঁর প্রকৃতি খুব নিষ্ঠুর। বার্কলের চরিত্রের আর-একটা দোষ হল যে, তিনি কারও ওপর কোনও কিছুর জন্যে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেলে ছাড়তেন না। কিন্তু ন্যানসির সঙ্গে জেমস কখনও খারাপ ব্যবহার করেননি। জেমস সম্বন্ধে আর-একটা কথা মেজর মারফিও বলেছেন, আর অন্য অফিসাররাও আমাকে বলেছেন। সেটা হল, জেমস বার্কলে মাঝে মাঝেই ভীষণ মনমরা হয়ে পড়তেন। কখনও কখনও এমনও হয়েছে যে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে করতে হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, জেমস একদম চুপ। তখন জেমসকে দেখলে মনে হত যে, অদৃশ্য কোনও হাত যেন তাঁর মুখ থেকে হাসি আর আনন্দ একেবারে মুছে নিয়েছে। দিনের পর দিন জেমস গুম মেরে বসে থাকতেন। জেমসের সঙ্গে যাঁদের বেশ অন্তরঙ্গতা ছিল, তাঁদের কাছ থেকে আরও একটা অদ্ভুত কথা জানতে পেরেছি। অন্ধকার হয়ে গেলে জেমস কিছুতেই একলা থাকতে চাইতেন না। একজন বয়স্ক মানুষের, বিশেষত একজন উচ্চপদস্থ সৈনিকের পক্ষে অন্ধকারকে এ রকম ছেলেমানুষের মতো ভয় করার কী কারণ থাকতে পারে, তা নিয়ে সকলের কৌতূহলের শেষ ছিল না।

"দ্য রয়্যাল ম্যালোজ-এর প্রথম ব্যাটেলিয়ন বেশ কিছু দিন হল অল্ডারশটেই রয়েছে। বিবাহিত অফিসাররা সাধারণত ব্যারাকে থাকেন না। কর্নেল জেমস এইখানেই 'লাচিন' বলে একটা ভিলায় থাকতেন। বাড়িটা বেশ হাতাওয়ালা। বাড়ির পশ্চিম দিকে বড় রাস্তা চলে গেছে। বাড়ি থেকে রাস্তা তিরিশ গজের বেশি নয়। বার্কলেদের ছেলেমেয়ে নেই। বাড়িতে লোক বলতে ওঁরা দু'জন আর এক জন কোচোয়ান আর জনাদুয়েক কাজের মেয়ে। ওদের বাড়িতে বাইরের লোকজনের বিশেষ যাতায়াত নেই।

"এইবার গত সোমবার রাত্তির ন'টা থেকে দশটার মধ্যে লাচিনে কী ঘটনা ঘটেছিল সেই কথায় আসব।

"মিসেস বার্কলে রোমান ক্যাথলিক। ওঁদের বাড়ির কাছে গিল্ড অব সেন্ট জর্জ নামে একটা সংস্থা আছে। এঁদের সঙ্গে আবার ওয়াট স্ট্রিট চ্যাপেলের যোগাযোগ আছে। এই সংস্থার কাজ হচ্ছে পুরনো জামাকাপড় জোগাড় করে সেই সব জামাকাপড় সত্যি সত্যি যারা গরিব তাদের দিয়ে দেওয়া। ক্যাথলিক বলেই বোধহয় মিসেস বার্কলের সঙ্গে ওই সংস্থার খুব ভাল যোগাযোগ আছে। গত সোমবার আটটার সময় ওই গিল্ডের একটা মিটিং ছিল। রাতের খাওয়া চটপট সেরে নিয়ে মিসেস বার্কলে মিটিং করতে যান। মিসেস বার্কলে যাবার আগে তাঁর স্বামীকে বলে যান যে, তিনি সকাল সকাল ফিরবেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে উনি প্রথম যান মিস মরিসনের কাছে। ওঁদের পাশের বাড়িতেই মিস মরিসন থাকেন। তারপর ওঁরা দু'জনে মিটিং করতে যান। মিটিং চলেছিল প্রায় চল্লিশ মিনিট। রাত পৌনে ন'টা নাগাদ মিসেস বার্কলে বাড়ি ফিরে আসেন। ফেরবার সময় তিনি মিস মরিসনকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

"লাচিন ভিলার কথা তো আগে বলেছি। বাড়িটার লনের ঠিক সামনে একটা ঘর আছে। সকালবেলায় এই ঘরটায় বার্কলেরা বসতেন। ঘরের সামনে, তিরিশ গজ চওড়া লন। তারপরে একটা লোহার রেলিং দেওয়া নিচু পাঁচিল। পাঁচিলের পরেই বড় রাস্তা। ঘরটায় রাস্তার দিকে একটা দরজা। বাড়ি ফিরে মিসেস বার্কলে সোজা ওই ঘরে চলে যান। সন্ধেবেলায় ওই ঘরটায় কেউ যায় না বলে ঘরটা অন্ধকার ছিল। মিসেস বার্কলে ঘরের

BanglaBook.org

আলো জ্বালেন। তারপর জেনেট স্টুয়ার্ট বলে ওঁদের কাজের মেয়েটিকে ডেকে এক কাপ চা আনতে বলেন। মেয়েটি ওঁর কথায় বেশ অবাক হয়ে যায়। এ রকম অসময়ে চা-খাওয়া মিসেস বার্কলে মোটেই পছন্দ করেন না। কর্নেল খাবার ঘরে বসে ছিলেন। মিসেস বার্কলে ফিরে এসে ওই ঘরে বসেছেন জেনে তিনি ওই ঘরে যান। কোচোয়ান ওঁকে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে ওই ঘরে যেতে দেখে। ব্যস, তারপর জেমস বার্কলকে কেউ আর জীবিত দেখেনি।

"মিনিট দশেক পরে জেনেট স্টুয়ার্ট চা নিয়ে আসে। ঘরের কাছে আসতেই জেনেট শুনতে পায় কর্তা-গিন্নিতে জোর কথাকাটাকাটি হচ্ছে। এতে সে খুবই আশ্চর্য হয়ে যায়। ঘরের দরজায় টোকা দিতে থাকে। কিন্তু কেউই তাকে ভেতরে চলে আসতে বলছেন না দেখে সে দরজা ঠেলে খুলতে যায়। দরজা খোলে না। ভেতর থেকে বন্ধ। তখন সে রাঁধুনি আর কোচোয়ানকে ডেকে আনে। ওরা তিন জনে ফিরে আসে। তখনও ঘরের মধ্যে কথা হচ্ছিল। ওরা তিন জনেই বলেছে যে, ওরা জেমস বার্কলে আর ন্যানসি বার্কলের গলা শুনেছে। জেমস খুব আস্তে আস্তে দু'-একটা কথা বলছিলেন। কিন্তু ন্যানসি বার্কলে খুব উত্তেজিত হয়ে জোরে জোরে কথা বলছিলেন। ওঁর সব কথাই পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। ন্যানসি বার্কলে মাঝে মাঝেই বলে উঠছিলেন, 'তুমি একটা কাপুরুষ', 'এখন তুমি কী করবে!' 'কী কাজ তুমি করেছ বলো তো?' 'নীচ, কাপুরুষ।' এই রকম টুকরো টুকরো কথা শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ পুরুষ কণ্ঠের একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল। তারপরই একটা দড়াম করে শব্দ আর মহিলা কণ্ঠের আর্তনাদ।

"সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হয়েছে আশঙ্কা করে কোচোয়ান ছুটে গিয়ে দরজাটা খোলবার চেষ্টা করল। দরজা খুলল না। এদিকে ঘর থেকে মহিলা-কণ্ঠের চিৎকার শোনা যেতে লাগল। কোচোয়ান অনেক চেষ্টা করেও দরজা খুলতে পারল না। ব্যাপার দেখে কাজের মেয়েরা এতই ঘাবড়ে গিয়েছিল যে তারা কোচোয়ানকে কোনও সাহায্যই করতে পারল না। হঠাৎ কোচোয়ানের হুঁশ হল। সে লনের দিকে ছুটে গেল। তারপর লনের দিকের দরজা দিয়ে যে-ঘরে ন্যানসি আর জেমস কথা বলছিলেন সে ঘরে ঢুকল। ন্যানসি আর তখন চিৎকার করছিলেন না, একটা সোফায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। জেমস মাটিতে পড়েছিলেন। রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। একটা আরামচেয়ারে পা আটকে তিনি পড়ে রয়েছেন। মাথায় জোর আঘাত লেগে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

"কোচোয়ান যখন দেখল, কর্নেল মারা গেছেন, তখন তার মনে হল যে, খবরটা সবাইকে দেওয়া দরকার। তখন সে বাড়ির ভেতরে যাবার জন্যে ঘরের দরজা খুলতে গেল। কিন্তু দরজার 'লক' ভেতর থেকে চাবি বন্ধ। মজার কথা হচ্ছে, চাবিটা কোথাও পাওয়া গেল না। তখন কোচোয়ান যে-দিক দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল ফের সেই দিক দিয়েই বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তার আর পুলিশ অফিসারকে ডেকে আনল। ন্যানসিকে ধরাধরি করে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ওয়াটসন যে, সবাই ন্যানসিকে এই অদ্ভুত ঘটনার জন্যে সন্দেহ করতে লাগল। কর্নেলের মৃতদেহকে একটা সোফার ওপর শুইয়ে রেখে পুলিশ অকুস্থল পরীক্ষা করতে লাগল।"

একটু চুপ করে থেকে হোমস শুরু করল, "জেমসের মাথার ক্ষতটা দেখে পুলিশের অনুমান হল ভোঁতা অথচ ভারী কোনও অস্ত্র দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করার ফলে কর্নেল জেমস বার্কলে মারা পড়েছেন। অস্ত্রটা যে কী তাও বোঝা গেল। মৃতদেহের কাছেই মেঝের

BanglaBook.org

ওপর হাড়ের হাতল লাগানো কাঠের একটা ডান্ডা পড়েছিল। কাঠটায় অদ্ভুত রকমের নকশা করা। কর্নেল নানান দেশ থেকে নানা রকমের সব অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করেছিলেন। পুলিশের ধারণা হল যে, এটাও একটা সেই রকমের অস্ত্র। তবে বাড়ির কাজের লোকেরা বলল যে, এই জিনিসটা তারা কখনও দেখেনি। তবে তার থেকে কিছু প্রমাণ হয় না। বিচিত্র ধরনের সব জিনিসের মধ্যে এটা তাদের চোখে না-ও পড়ে থাকতে পারে। ঘরে এ ছাড়া আর কিছু সূত্র পুলিশের নজরে পড়েনি। তবে ঘরের চাবিটা জেমসের বা ন্যানসির কারও কাছ থেকেই পাওয়া গেল না। শেষকালে একজন চাবিওয়ালাকে ডেকে দরজা খুলতে হল।

"এই রকম অবস্থায় মঙ্গলবার সকালে মেজর মারফির কথায় আমি অল্ডারশটে যাই পুলিশকে তদন্তের কাজে সাহায্য করবার জন্যে। আমার মুখ থেকে যতটুকু শুনলে, তাতেই তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, কর্নেল জেমস বার্কলের মৃত্যু-রহস্য বেশ জটিল। ঘটনাস্থলে গিয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে, ব্যাপার যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও জটিল।

"ঘটনাস্থলে যাবার আগে আমি কাজের লোকদের জেরা করতে লাগলাম। তারা যা বলল সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। জেনেট স্টুয়ার্ট একটা কথা বলল। তোমাকে আগেই বলেছি যে, চা নিয়ে এসে জেনেট যখন দেখল কর্তা-গিন্নির ভেতরে ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, তখন সে অন্য লোকদের ডেকে আনতে যায়। প্রথমবার যখন সে একা ছিল, তখন সে ওদের গলা শুনতে পেয়েছিল বটে, তবে কী বলছেন সেটা বুঝতে পারেনি। ওঁরা খুব চুপি চুপি কথা বলছিলেন। দু'-একটা কথা জেনেট শুনতে পেয়েছিল কিনা এ কথা জানবার জন্যে আমি পীড়াপীড়ি করাতে সে বলল যে, ন্যানসি নাকি বারবার 'ডেভিড' নামটা বলেছিলেন। এটা একটা খুব বড় সূত্র। হয়তো এই নামটা থেকে ঝগড়ার শুরু। তোমার মনে আছে বোধহয় কর্নেলের নাম 'জেমস'।

"কর্নেলের মৃত্যুর ব্যাপারে একটা জিনিস বাড়ির লোকেদেরই নয়, পুলিশকেও বেশ

BanglaBook.org

ভাবিয়ে তুলেছিল। সেটা হল, কর্নেলের মুখের চেহারা। স্রেফ ভয় পেয়ে তাঁর মুখটা এমন বীভৎস হয়ে উঠেছিল যে, সেই মুখ দেখেই ভয়ে দু'জন অজ্ঞান হয়ে যায়। আমাকে অনেকেই বলেছেন মানুষের মুখ যে ও রকম হতে পারে, তা তাঁরা না দেখলে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন কী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আর তাতেই তিনি ও রকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটা পুলিশের থিয়োরির সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল। পুলিশের ধারণা, ন্যানসি যে তাঁকে খুন করতে আসছেন, তা জেমস বার্কলে দেখতে পেয়েছিলেন। আঘাতটা মাথার পিছন দিকে লাগার কারণ আর কিছু নয়, তিনি মাথাটা সরাতে গিয়েছিলেন। এ সবই অবশ্য পুলিশের ধারণা। ন্যানসির কাছ থেকে কোনও কথা জানতে পারা যায়নি। ন্যানসির 'ব্রেনফিভার' হয়েছে। তাঁর মধ্যে পাগলামির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে ডাক্তার বলেছেন যে, এটা সাময়িক। তিনি আবার সেরে উঠবেন।

"মিস মরিসন যিনি সে দিন ন্যানসি বার্কলের সঙ্গে মিটিংয়ে যান ও একসঙ্গে ফেরেন, পুলিশ তাঁকেও প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু ন্যানসি বার্কলে যে কেন অত রেগে গিয়েছিলেন তা মিস মরিসন পুলিশকে বলতে পারেননি।

"ওয়াটসন, সব কথা শুনে আমি বসে বসে পাইপ খেতে লাগলাম। আমি মনে মনে সব ঘটনা বিচার বিশ্লেষণ করে দরকারি তথ্যগুলোকে আলাদা করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সবচেয়ে বড় সূত্র হল হারানো চাবিটা। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও চাবিটা পাওয়া যায়নি। জেমস বা তাঁর স্ত্রী কেউই চাবিটা নেননি+তা হলে চাবিটা কেউ সরিয়েছে এ কথাটা জলের মতো সহজ। এর থেকে এটাও আঁচ করা যায় যে, সে সময়ে ঘরে নিশ্চয়ই অন্তত আরও এক জন লোক ছিল। আর এই লোকটি নিশ্চয় লনের দিকে যে-দরজা আছে সেটা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। আমার মনে হল, ঘরটা আর লনের দিকটা ভাল করে দেখলে এই রহস্যময় তৃতীয় লোকটির সম্বন্ধে কিছু কথা হয়তো জানা যাবে। তুমি তো আমার কাজের ধারা জানো। আমি আমার নিয়মমতো একটার পর একটা পরীক্ষা শুরু করলাম। শেষকালে কিছু কিছু কথা জানতে পারলাম। তবে যা জানতে পারব ভেবেছিলাম, তার সঙ্গে যা জানতে পারলাম তার কোনও যোগ নেই। সত্যি সত্যিই এক জন লোক ঘরে ঢুকেছিল। রাস্তার দিকের পাঁচিল টপকে লন মাড়িয়ে সে এসেছিল। পাঁচিলের কাছে আমি তার পায়ের ছাপ দেখতে পাই। লনেও একই পায়ের ছাপ। তবে একটু অস্পষ্ট। ঘরে ঢোকবার কাচের দরজার কাছেও দু' জোড়া পায়ের ছাপ। একই পায়ের ছাপ। লোকটি লনের দিক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। তবে এবারে পায়ের ছাপগুলো বেশ গভীর। মনে হয় কোনও কারণে লোকটি এক দৌড়ে লন পার হয়ে যায়। তবে লোকটি আমাকে মোটেই ভাবায়নি। ভাবিয়েছে তার সঙ্গীটি।"

"তার সঙ্গী," আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

হোমস তার পকেট থেকে বেশ বড় আকারের একটা টসু কাগজ বের করে নিজের হাঁটুর ওপর ছড়িয়ে দিল।

"এটা দেখে কী বুঝছ বলো দেখি," হোমস আমাকে জিজ্ঞেস করল। কাগজটা ভরতি ছোট কোনও জন্তুর পায়ের ছাপ। পাঁচটা ছাপ খুব স্পষ্ট। পায়ের ছাপ থেকে বোঝা যায় জন্তুটার লম্বা লম্বা নখ আছে। পায়ের ছাপ আকারে বড় চামচের মতো।

BanglaBook.org

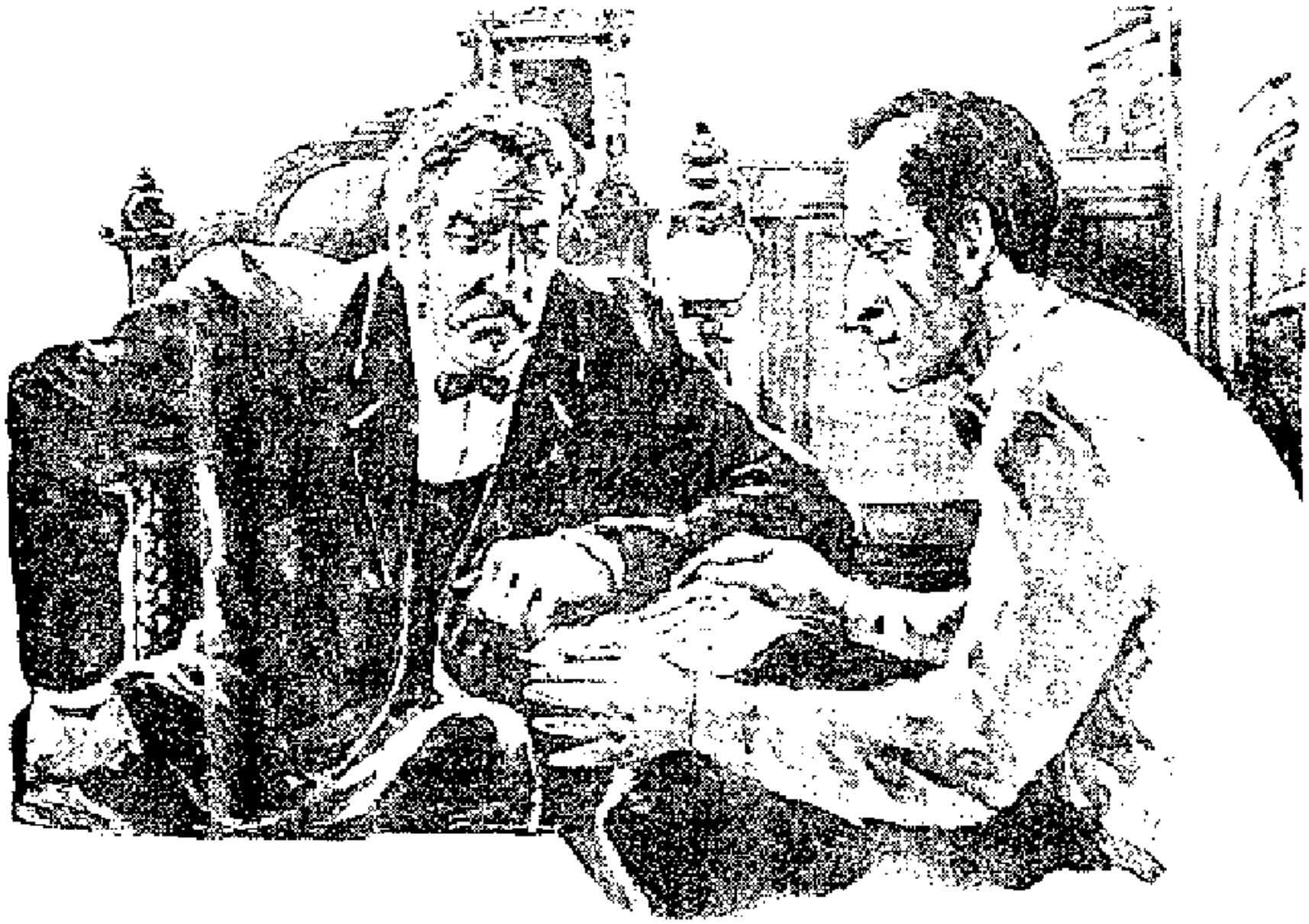

"কুকুর নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কুকুর কি পরদা বেয়ে উঠতে পারে বলে শুনেছ? এই জন্তুটা যে জানলার পরদা বেয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।"

"তা হলে কি বাঁদর?"

"কিন্তু এ তো বাঁদরের পায়ের ছাপ নয়।"

"তা হলে এটা কী?"

"এটা কুকুর নয়। বেড়ালও নয়। বাঁদরও নয়। আমাদের চেনাজানা কোনও জন্তু নয়। আমি মাপগুলোকে ধরে জন্তুটার চেহারার একটা আদল তৈরি করবার চেষ্টা করেছি। এই চারটি ছাপ দেখো। জন্তুটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখো, সামনের পা থেকে পিছনের পায়ের দূরত্ব পনেরো ইঞ্চির কম নয়। এর সঙ্গে ঘাড় আর মাথার মাপটা যোগ করো। জন্তুটা অন্তত দু'ফুট লম্বা হবে। লেজ থাকলে আরও লম্বা হবে। আচ্ছা, এবার আর একটা জিনিস দেখো। এই ছাপগুলো হচ্ছে চলার ছাপ। দুটো ছাপের মধ্যে খুব বেশি হলে তিন ইঞ্চি ফাঁক। তা হলে যে-ছবিটা পেলাম সেটা এমন একটা জন্তুর যার দেহটা বেশ লম্বা কিন্তু পাগুলো বেঁটে বেঁটে। জন্তুটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমাদের সুবিধের জন্যে দু'-একটা লোম ফেলে যেতে পারত তো? তবে চেহারাটা মোটামুটি আমি যে রকম বললাম, সেই রকমই হবে। জন্তুটা মাংসাশী। আর পরদা বেয়ে উঠতে পারে।"

"মাংসাশী জন্তু কী করে জানলে?"

"বলেছি যে জন্তুটা জানলার পরদা ধরে উঠেছিল। ওই জানলায় একটা ক্যানারি পাখির খাঁচা ছিল। জন্তুটা নিশ্চয়ই ক্যানারি পাখিটা খাবার জন্যেই উঠেছিল।"

"এটা কী ধরনের জন্তু তা হলে?"

BanglaBook.org

"জন্তুটার পরিচয় জানতে পারলে তদন্তটা অনেক দূর এগিয়ে যেত। মনে হয় এটা ভোঁদড়জাতীয় কোনও জন্তু হবে। কিন্তু এর চেহারাটা বেশ বড়।"

"কিন্তু খুনের সঙ্গে এই জন্তুটার সম্পর্ক কী?"

"সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমরা যে অনেক কথাই জানতে পেরেছি, সেটা তো তুমি স্বীকার করবে? আমরা জানতে পেরেছি যে, যখন জেমস বার্কলে আর ন্যানসি বার্কলে ঘরের মধ্যে ঝগড়া করছিলেন, তখন ঘরে আলো জ্বলছিল, ঘরের সব পরদা তোলা ছিল। আর সেই সময়ে পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়েছিল একটি লোক। লোকটি তাঁদের ঝগড়া করতে দেখেছে। আমরা আরও জানতে পেরেছি যে, লোকটি একটা অদ্ভুত জন্তুকে সঙ্গে করে লন পার হয়ে ঘরে ঢোকে। তারপর হয় ওই লোকটি কর্নেলকে আঘাত করে, নয়তো লোকটিকে দেখে কর্নেল ভয় পেয়ে পড়ে যান এবং চেয়ারের পায়ায় তাঁর মাথা ঠুকে যায়। আর সেই আঘাতেই তিনি মারা যান। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে, ওই তৃতীয় লোকটি দরজার চাবিটি নিয়ে পালায়।"

আমি বললাম, "দেখো হোমস, তুমি যে-সব কথা জানতে পেরেছ তাতে রহস্যের কোনও সমাধান তো হলই না, উলটে সবকিছু আরও ঘোরালো হয়ে গেল।"

"তুমি ঠিকই বলেছ। ব্যাপারটা যত গোলমেলে মনে করেছিলাম তার চাইতে ঢের বেশি গোলমেলে। আমি সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে আবার নতুন করে ভেবেছি। আমার মনে হচ্ছে, তদন্তটা অন্য ভাবে করতে হবে। এখন সে কথা থাক। তোমাকে অনেকক্ষণ জাগিয়ে রেখেছি। ওয়াটসন, শুয়ে পড়োগে। বাকি কথা কাল ট্রেনে যেতে যেতে হবে।"

আমি বললাম, "না। তুমি আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছ। বাকিটা না শুনলে আমার ঘুম হবে না।"

"ঠিক আছে," বলে হোমস আবার বলতে শুরু করল, "এ কথা ঠিক যে, সাড়ে সাতটা নাগাদ মিসেস ন্যানসি বার্কলে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, তখন তাঁর সঙ্গে মিঃ বার্কলের কোনও রাগারাগি হয়নি। কোচোয়ান তাঁদের স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলতে শুনেছে। আবার এটাও ঠিক যে, যাতে স্বামীর মুখোমুখি হতে না হয়, তাই বাড়ি ফিরে তিনি ওই ঘরটায় ঢুকেছিলেন। যে-কোনও কারণেই হোক তাঁর মন চঞ্চল ছিল বলে তিনি এক পেয়ালা চা খেতে চেয়েছিলেন। তাঁর স্বামী সে ঘরে আসেন। আর তার পরই তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি লেগে যায়। তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে, সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে রাত ন'টার মধ্যে এমন কিছু ঘটেছিল, যার ফলে ন্যানসি তাঁর স্বামীর ওপর ভীষণ চটে যান। মিস মরিসন সারাক্ষণ মিসেস বার্কলের সঙ্গে ছিলেন। আমার স্থির বিশ্বাস হয় যে, এই সময়টুকুর মধ্যে যা কিছুই ঘটে থাকুক না কেন, তা মিস মরিসন জানেন।

"আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে, সবকিছুর পেছনে মিস মরিসনের হাত আছে। আর তাই নিজে ভাল সাজবার জন্যে তিনি সব ঢোক গিলে বসে আছেন। রা পর্যন্ত কাড়ছেন না। তবে এ ধারণাটা শেষ পর্যন্ত বাদ দিতে হল ওই 'ডেভিড' নামের জন্যে। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হলাম। যে-সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে, তার জন্যে কোনও ভাবেই মিস মরিসনকে যে দায়ী করা যায় না, তা ঠিক। তবে কেন যে এই কাণ্ডটা ঘটল তার কারণ তিনি নিশ্চয়ই জানেন। আমি মিস মরিসনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বললাম। আরও বললাম যে, তিনি যদি এখনও চুপ করে থাকেন তো মিসেস বার্কলের হয়তো ফাঁসি হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

"মিস মরিসনকে দেখলে মনে হয়, খুব লাজুক আর ভাবুক স্বভাবের। কিন্তু ওঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম যে, মহিলা বেশ বুদ্ধিমতী। আমার কথা শুনে উনি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'বেশ, সব কথাই বলছি। ন্যানসি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, এ কথা আমি কাউকে বলব না। আর আমি যদি কাউকে কোনও কথা দিই তো সে কথার নড়চড় হয় না। তবে এ ব্যাপারে যে-হেতু ন্যানসি অসুস্থতার জন্যে কোনও কথাই বলতে পারছেন না আর তার ওপর যখন আপনি বলছেন যে, বেচারার ফাঁসি হয়ে যেতে পারে, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাটা দোষের নয়। সোমবার সন্ধেবেলায় যা যা ঘটেছিল সব কথাই আপনাকে বলব।

"'আমরা পৌনে ন'টা নাগাদ ওয়াট স্ট্রিট মিশন থেকে ফিরছিলাম। হাডসন স্ট্রিট পার হয়ে আমাদের আসতে হয়। রাস্তাটা খুব নির্জন। হাডসন স্ট্রিটে মাত্র একটা স্ট্রিটলাইট আছে। সেটা রাস্তার বাঁ দিকে। আমরা যখন আলোর কাছাকাছি এসেছি তখন দেখলাম, উলটো দিক থেকে কুঁজোমতো একটি লোক আসছে। তার কাঁধে একটা বাক্স। আমার মনে হল, লোকটি বোধহয় বিকলাঙ্গ। লোকটি হাঁটু দুমড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাঁটছিল বলেই আমার ওই ধারণা হয়েছিল। আমরা যখন সেই লোকটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সে আমাদের দিকে তাকাল। আমরা তখন রাস্তার আলোর কাছে চলে এসেছি। আমাদের দেখেই লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর প্রায় চিৎকার করে বলল, এ কী! ন্যানসি যে। লোকটির কথা শুনে মিসেস বার্কলের মুখ একদম কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। তাঁর মুখে একটি কথা নেই। ওঁর শরীর টলছিল। ন্যানসি রাস্তার ওপরেই পড়ে যেতেন যদি না ওই লোকটি টপ করে ওঁকে ধরে ফেলত। আমি 'পুলিশ' 'পুলিশ' বলে চেঁচাতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু লক্ষ করলাম, ন্যানসি সেই লোকটার সঙ্গে পরিচিত লোকের মতো কথাবার্তা বলছেন।

"'কাঁপা কাঁপা গলায় ন্যানসি তাকে বলছিলেন, 'আমার ধারণা হয়েছিল যে তিরিশ বছর আগে তুমি মারা গেছ।'

"'তাই বটে!' লোকটা এমন গম্ভীর ভাবে এই কথাটা বলল যে, তা শুনে আমার কেমন ভয় করতে লাগল। ওর মুখের দিকে তাকালে ভয় করে। ভয়ংকর ওর মুখ। আরও ভয়ংকর ওর চাউনি। চোখদুটো যেন জ্বলছে। তারপর থেকে বেশ কয়েক বার স্বপ্নের ভেতর ওর মুখ দেখে ভয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। মাথা ভরতি চুল। খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। দাড়ি-গোঁফ-চুলে পাক ধরেছে। গায়ের রং তামাটে। শরীরে চামড়া কুঁচকে গেছে। ঠিক যেন শুকনো আপেল।

"'ন্যানসি আমাকে বললেন, 'তুমি আস্তে আস্তে এগোও। আমি এর সঙ্গে কথা বলেই আসছি। না, না, ভয় পাবার কিছু নেই।' ন্যানসি স্বাভাবিক ভাবে কথা বলবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ একদম শুকিয়ে গিয়েছিল। কথা বলবার সময় তাঁর ঠোঁট কাঁপছিল।

"'ন্যানসির কথামতো আমি খানিকটা এগিয়ে গেলাম। ওরা দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট কথা বলল। তারপর ন্যানসি চলে এলেন। ন্যানসিকে দেখে আমি তো অবাক। ওঁর চোখ দিয়ে তখন যেন আগুন ঠিকরোচ্ছিল। আমি লোকটি কী করছে দেখবার জন্যে পিছন ফিরে তাকালাম। ল্যাম্পপোস্টে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে যে ভাবে ঘুসি পাকিয়ে হাত ছুড়ছিল, তাতে মনে হল যে, লোকটির নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সারা রাস্তা ন্যানসি আর কোনও

BanglaBook.org

কথা বললেন না। আমার বাড়ির দোরগোড়ায় এসে ন্যানসি আমাকে বললেন যে, লোকটি তাঁর পরিচিত। 'এখন ওর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছে বা কোনও কথা হয়েছে, এ কথা তুমি কিন্তু কাউকে বোলো না ভাই।' আমি ন্যানসিকে বললাম, 'আমি কথা দিচ্ছি এ ঘটনা আর কেউ জানবে না।' এরপর ন্যানসি বাড়ি চলে গেলেন।'

"মিস মরিসন বললেন, 'আপনাকে আমি সব কথাই খুলে বললাম। এসব কথা পুলিশকে বলিনি, কেন না ব্যাপারটা যে ন্যানসির পক্ষে এতখানি গুরুতর হয়ে উঠবে সেটা বুঝতে পারিনি। এখন বুঝছি যে, এ ঘটনার কথা প্রকাশ পেলে ন্যানসিরই ভাল হবে।'

"বুঝলে ওয়াটসন, মিস মরিসনের কথায় আমি অন্ধকারের মধ্যে আলোর হদিস পেয়ে গেলাম। যে-জিনিসগুলোকে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না, সেগুলো সব ঠিক ঠিক মিলে গেল। ঘটনাগুলো পর পর যেমন ঘটেছে, তাও খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম। এখন আমার কাজ হল এই লোকটিকে খুঁজে বের করা। লোকটির সঙ্গে দেখা হওয়াতেই যে, ন্যানসি তাঁর স্বামীর ওপর ভয়ানক রেগে যান সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই। আমি জানতাম যে, লোকটি যদি অল্ডারশটে এখনও থাকে তো তাকে খুঁজে বের করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। অল্ডারশটে অসামরিক সাধারণ লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাই একজন বিকলাঙ্গ লোককে খুঁজে বের করতে বিশেষ কষ্ট করতে হবে না। আমি সারা দিন অল্ডারশটে ঘুরে বেড়ালাম। আজ সন্ধেবেলায় তাকে খুঁজে বের করেছি। যে-রাস্তাতে ন্যানসি আর তাঁর বন্ধু ওকে দেখতে পেয়েছিলেন, ও সেই রাস্তাতেই থাকে।"

হোমস বলে চলল, "লোকটির নাম হেনরি উড। দিন-পাঁচেক সে যে-বাড়িতে ভাড়া এসেছে আমি সে বাড়িতে গেলাম। তারপর বাড়িওয়ালার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বললাম যে, রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে এসেছি। ভাড়াটেদের সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি হেনরি উডের সম্বন্ধে অনেক খবর পেলাম। লোকটি নানা রকমের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। রাত্তিরবেলায় সরাইখানায় ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়ানোই ওর পেশা। ওর সঙ্গে একটা বাক্স থাকে। সেই বাক্সে ওর একটা পোষা জন্তু আছে। এ রকম অদ্ভুত ধরনের কোনও জন্তুই ভদ্রমহিলা কোথাও দেখেননি। জন্তুটাকে দেখলে তাঁর খুব ভয় করে। জন্তুটা নানান ধরনের খেলা দেখাতে পারে বলে সেই ভদ্রমহিলা শুনেছেন। হেনরি উডের শরীরটা এমন বিকৃত যে, সে যে বেঁচে আছে, এইটেই ভদ্রমহিলার খুব আশ্চর্যের কথা বলে মনে হয়। লোকটি মাঝে মাঝে অদ্ভুত ভাষায় কী সব বলে ওঠে, তা কেউ বুঝতে পারে না। গত দু' রাত্তির লোকটি নাকি ঘরের মধ্যে কেবল 'উহ্, আহ্' করেছে আর কেঁদেছে। টাকাপয়সার ব্যাপারে লোকটি খুব সৎ। তবে ওর যে-টাকাটা জমা আছে, তার মধ্যে একটা অচল টাকা আছে। ভদ্রমহিলা আমাকে সেই টাকাটা এনে দেখালেন।...ওয়াটসন, সেটা একটা ভারতীয় টাকা।

"এখন অবস্থাটা বুঝতে পারছ তো? কেন আমি তোমার সাহায্য চাইছি, সেটাও বুঝেছ আশা করি। বোঝাই যাচ্ছে যে, হেনরি উড ন্যানসি আর মিস মরিসনকে অনুসরণ করে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ন্যানসি আর জেমসকে ঝগড়া করতে দেখে। তারপর সে যে-ঘরে বার্কলেরা ঝগড়া করছিল, সেই ঘরে ছুটে যায়। এই সময়ে ওর পোষা জন্তুটা কোনও ভাবে বাক্স থেকে বেরিয়ে পড়ে। এই পর্যন্ত সবকিছুই জলের মতো সোজা। কিন্তু

BanglaBook.org

সমস্যা হচ্ছে তারপর। তারপর যা ঘটেছিল সেটা একমাত্র ওই হেনরি উডই জানে।"

"সেই কথাটা তুমি ওর কাছ থেকে জানতে চাও।"

"ঠিক তাই। আর চাই যে সেই সময় তৃতীয় একজন লোক সাক্ষী হিসেবে থাকুক।"

"আর আমিই হব সেই সাক্ষী।"

"হ্যাঁ। আশা করি তুমি রাজি আছ। যদি উড সব কথা খুলে বলতে রাজি হয় তো ভাল। না হলে অবশ্য ওকে পুলিশের হাতে দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকবে না।"

"কিন্তু ওখানে গিয়ে আমরা যে ওকে দেখতে পাব তার কোনও ভরসা আছে কি?"

"সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত হতে পারো। আমি ব্যবস্থা করেছি। আমি আমার বেকার স্ট্রিটের খুদে গোয়েন্দাদের এক জনকে ওর পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি। সে জোঁকের মতো উডের সঙ্গে লেগে থাকবে। ওয়াটসন, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে উডকে হাডসন স্ট্রিটের বাসায় কাল আমরা পাবই। যাই হোক, আর তোমাকে আটকাব না। তুমি শুয়ে পড়ো।"

হোমসের সঙ্গে যখন অল্ডারশেটে গিয়ে পৌঁছোলাম তখন দুপুর। আমরা সোজা হাডসন স্ট্রিটের দিকে চললাম। হোমস কখনও তার মনের ভাব প্রকাশ করে না। তবে মনে মনে সে যে খুবই উত্তেজিত তা তার মুখ দেখে আন্দাজ করতে পারছিলাম। যখনই আমি হোমসের সঙ্গে কোনও তদন্তে যাই, আমার ভয়ানক উত্তেজনা হয়। এবারও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। একটা অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তায় এসে হোমস বলল, "এই হল হাডসন স্ট্রিট।" দেখলাম রাস্তার দু'দিকে দোতলা বাড়ির সারি।

"ওই তো সিম্পসন দাঁড়িয়ে আছে।"

অল্পবয়সি একটি ছেলে আমাদের দিকে দৌড়ে এসে বলল, "ও ঘরেই আছে মিঃ হোমস।" ছেলেটার পোশাক আরব দেশের ছেলেদের মতন।

হোমস ছেলেটার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "খুব ভাল, সিম্পসন খুব কাজের ছেলে।...এসো ওয়াটসন, এই বাড়ি।"

একটা কার্ডে হোমস কেন দেখা করতে এসেছে সে কথা লিখে ভেতরে পাঠিয়ে দিল। একটু পরেই আমাদের ডাক এল। আমাদের সঙ্গে হেনরি উডের দেখা হল। বাইরে যদিও বেশ গরম, উড কিন্তু ঘরের চুল্লিতে আগুন জ্বালিয়ে বসেছিল। আমরা যখন ঘরে পা দিলাম তখন ছোট্ট ঘরটা একেবারে উনুনের মতো গরম হয়ে ছিল। হেনরি উড একটা চেয়ারে তেড়াবেঁকা ভাবে বসেছিল। এ রকম অদ্ভুত বিকলাঙ্গ কোনও লোক আমি এর আগে দেখিনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, হেনরি উডের চেহারাটা বিকৃত হলেও, তার মুখ দেখলে বোঝা যায় যে, এক সময় তার মুখ সুন্দর ছিল। হেনরি উড আমাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। কোনও কথা না বলে হেনরি আমাদের বসতে বলল।

হোমস বেশ নরম গলায় বলল, "আপনি তো মিঃ হেনরি উড। কিছু দিন আগে ভারতবর্ষ থেকে ফিরেছেন, তাই না? আমি কর্নেল বার্কলের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি।"

"আমার সঙ্গে ওই ব্যাপারের কী সম্পর্ক?"

"সেইটে জানতেই তো আপনার কাছে এসেছি। আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন সত্যি কী ঘটেছিল তা যদি জানা না যায় তো মিসেস বার্কলের বিচার হবে। মিসেস বার্কলে তো আপনার পরিচিত।"

হোমসের কথা শুনে হেনরি উড ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

BanglaBook.org

সে চিৎকার করে উঠল, "আপনি কে আমি জানি না। আপনি এ সব কথা কী করে জানলেন, তাও আমি জানি না। আপনি কি সত্যি কথা বলছেন? ভগবানের দোহাই, বলুন যা বললেন তা সত্যি কিনা।"

"নিশ্চয়ই। মিসেস বার্কলে একটু সেরে উঠলেই পুলিশ ওঁকে গ্রেফতার করবে।"

"হায় ভগবান। আপনি কি পুলিশ?"

"না।"

"তা হলে এ ব্যাপারে আপনার এত মাথাব্যথা কীসের?"

"যাতে ন্যায় বিচার হয়, তা দেখা সকলের কর্তব্য নয় কি?"

"তা হলে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে, মিসেস বার্কলে সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

"তবে কি আপনিই অপরাধী?"

"না, আমি অপরাধী নই।"

"কর্নেল জেমস বার্কলেকে খুন করল কে?"

"ভাগ্যের হাতে ও মারা গেছে। তবে জেনে রাখুন, যদি ও আমার হাতে খুন হত, তবে সেটাই হত ন্যায় বিচার। যদি নিজের বিবেকের তাড়ায় ওর এ দশা না ঘটত, তবে সে দিন ও যে আমার হাতে মরত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলতে বলেছেন। বেশ, তবে শুনুন আমার সব কথা। আর এ কথা জানাজানি হলে আমার কোনও নিন্দে হবে না।

"আজকের আমাকে দেখে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না যে, একদিন এই আমি ছিলাম ১১৭ নম্বর পদাতিক বাহিনীর সবচেয়ে সেরা অফিসার। আর আমাকে দেখতে ছিল খুব সুন্দর। আর আজকে দেখুন আমার পিঠটা হয়ে গেছে উটের মতো। বুকের পাঁজরা বেরিয়ে গেছে। আমাদের বাহিনী তখন ভারতবর্ষে ছিল। ধরা যাক, সে জায়গাটার নাম ভারতি। বার্কলে, সে দিন যে মারা পড়েছে, আমাদের বাহিনীতেই ছিল। আমাদের বাহিনীর এক সিনিয়র অফিসারের মেয়ে হল ন্যানসি ডেভয়। ও রকম ভাল মেয়ে খুব কম দেখা যায়। সবাই তাকে ভালবাসত। আমার সঙ্গে ন্যানসির যে বিয়ে ঠিক ছিল, এ কথা প্রায় সকলেই জানত। আমাদের বিয়েও হত যদি না সিপাইবিদ্রোহ শুরু হয়ে যেত।

"সেই সময় ভারতিতে আমাদের ক্যান্টনমেন্টে অল্প কিছু সৈন্য আর অনেক অসামরিক লোকজন ও মহিলা ছিলেন। প্রায় দশ হাজার বিদ্রোহী সেনা আমাদের ঘেরাও করল। আমাদের সঙ্গে মহিলারা না থাকলে আমরা যুদ্ধ করতাম। কিন্তু তাদের কথা ভেবে আমরা চুপচাপ রইলাম। এই ভাবে দিন পনেরো কেটে গেল। আমাদের খাবার জলের সমস্যা দেখা দিল। আমরা একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে, কর্নেল নিল প্রচুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে আসছেন। কিন্তু তিনি কবে আসবেন, তা কেউ জানে না। এদিকে জলের অভাবে আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তখন ঠিক হল যে, আমাদের মধ্যে থেকে একজন রাতের অন্ধকারে চুপিসারে এখান থেকে বেরিয়ে বিদ্রোহীদের চোখে ধুলো দিয়ে কর্নেল নিলের সঙ্গে দেখা করে আমাদের বিপদের কথা জানিয়ে আসবে। তারপর যা করার কর্নেল নিল করবেন। আমি বললাম, আমি যাব। সকলে রাজি হল। ওই অঞ্চলের রাস্তাঘাট জেমস বার্কলের একেবারে মুখস্থ। ও আমাকে একটা ছক কেটে দিল। সেইমতো আমি সেই

BanglaBook.org

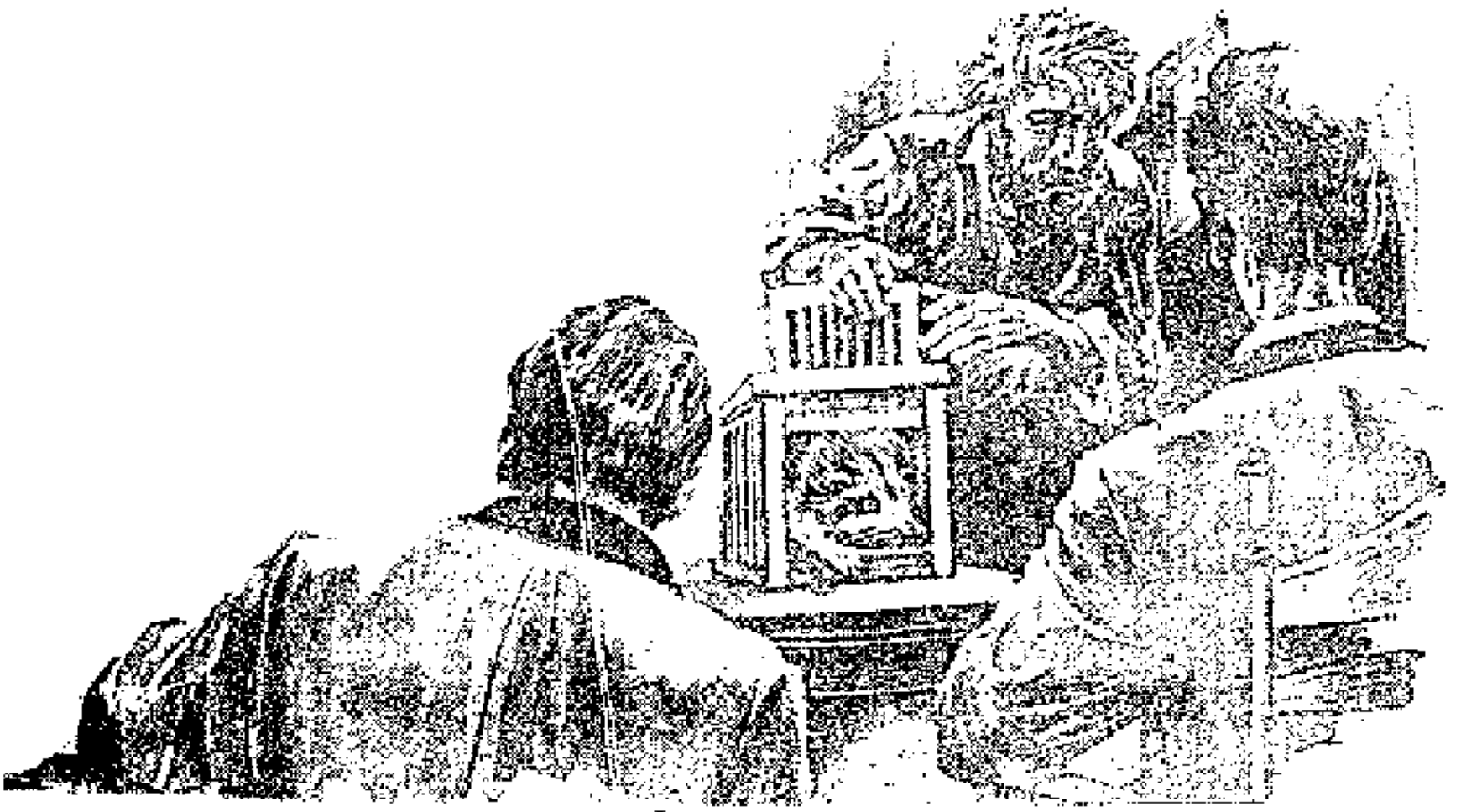

দিনই রাত দশটার সময়ে আমাদের ব্যারাকের দেওয়াল টপকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। হাজারখানেক লোকের জীবন-মরণের চাবিকাঠি আমার হাতে।

"আমাকে যেতে হবে একটা মরা নদীর সোঁতা ধরে। ওই দিক দিয়ে গেলে বিদ্রোহী ফৌজদের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে। প্রায় বুকে হেঁটে খুব সন্তর্পণে আমি এগিয়ে চললাম। বেশ খানিকটা যাবার পর একটা বাঁক। বাঁক ফিরতেই জনাছয়েক বিদ্রোহী আমাকে ঘিরে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

"জ্ঞান হবার পর আরও একটা আঘাত পেলাম। আঘাতটা আমার দেহে নয়, মনে। বিদ্রোহীদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, আমি যে এই পথে যাব তা ওরা আগে থেকেই জানত। খবরটা পেয়েছিল ওরা ব্যারাকের এক ভারতীয় ভৃত্যের কাছ থেকে। সংবাদটা পাঠিয়ে ছিল জেমস বার্কলে।

"জেমস বার্কলে যে কী করতে পারে বা না পারে, সে আলোচনা এখন আর করে লাভ নেই। এর পরে কী হল তাই বলি। পরের দিন কর্নেল নিল তাঁর ফৌজ নিয়ে এসে পড়লেন। যুদ্ধে বিদ্রোহীরা হেরে পালাল। ভারতির বন্দিরা মুক্ত হল। তবে আমি বিদ্রোহীদের হাতে বন্দি রইলাম। পালাবার সময় ওরা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। সে সময়ে আমার ওপর দিয়ে কী অত্যাচার যে গেছে, তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি পালাতে চেষ্টা করলাম। ধরা পড়ে গেলাম। তার ফলে অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। বিদ্রোহীদের একদল আমাকে নিয়ে নেপাল গেল। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে তারা এল দার্জিলিং। দার্জিলিঙে ওদের সঙ্গে পাহাড়িদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বিদ্রোহীরা হেরে যায়। পাহাড়িরা আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যায়। কিছু দিন ওদের সঙ্গে থাকবার পর আমি একদিন পালালাম। আমি দক্ষিণ দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। ঘুরতে ঘুরতে প্রথমে গেলাম আফগানিস্তানে। তারপর সেখান থেকে এলাম পঞ্জাবে। আমি আমার দেশের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনও চেষ্টা করিনি। আমি ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম। নানা রকম ছোটখাটো ম্যাজিক আর জীবজন্তুর খেলা দেখিয়ে বেড়াতাম। আমি ভাবতাম

BanglaBook.org

আমার এই বিকৃত দেহটা নিয়ে পুরনো বন্ধুবান্ধবদের কাছে গিয়ে কী লাভ! জেমস বার্কলে আমার ওপর যে-অন্যায় করেছে, তা আমি ভুলিনি। এই অন্যায়ের শোধ নেবার জন্যেও পুরনো পরিচিতদের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করত না। আমি ভাবতাম, সকলে, এমনকী ন্যানসিও যে ভাবছে আমি মারা গেছি, সেটাই ভাল। আমার হাঁটাচলাটা অনেকটা শিম্পাঞ্জির মতো হয়ে গিয়েছিল। সেই কারণেই আমি পরিচিত লোকেদের কাছে যেতে চাইতাম না। আমি যে বেঁচে নেই, এটা সকলেই ধরে নিয়েছিল। আমিও তাদের ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করিনি। এই রকম অবস্থায় শুনলাম যে, ন্যানসির বিয়ে হয়ে গেছে জেমস বার্কলের সঙ্গে। ন্যানসির বাবা অবশ্য বরাবরই চেয়েছিলেন যে, জেমসের সঙ্গে ন্যানসির বিয়ে হোক। এরপর জেমসের উন্নতি হতে লাগল। সব কথাই আমার কানে আসত। আমি কাউকে কোনও কথা বলিনি।

"বয়স বাড়লে সকলেরই বোধহয় দেশের ওপর টানটা বেড়ে যায়। কিছুদিন ধরেই আমার দেশে ফেরার ইচ্ছেটা বেড়ে যাচ্ছিল। শেষকালে একদিন জমানো টাকাপয়সা দিয়ে টিকিট কিনে জাহাজে চেপে বসলাম। এখানে এসে আমি যেখানে সৈন্যবাহিনীর আস্তানা আছে, সেখানে গিয়ে আমার খেলা দেখিয়ে বেড়াই। যা পাই তাতে আমার খরচখরচা চলে যায়।"

হোমস বলল, "আপনার জীবনের ঘটনা উপন্যাসের চেয়েও অদ্ভুত। আমি জানি যে, আপনার সঙ্গে মিসেস বার্কলের দেখা হয়েছিল। আপনারা দু'জনেই দু'জনকে চিনতে পেরেছিলেন। আমার ধারণা সেই রাত্রে আপনি মিসেস বার্কলেকে অনুসরণ করে ওঁর বাড়ি পর্যন্ত যান। তারপর আপনি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিসেস বার্কলে যে-ঘরটায় বসেছিলেন সে ঘরটা রাস্তা থেকে দেখা যায়। খানিক পরে সেই ঘরে কর্নেল বার্কলে আসেন। দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। আর আপনি নিজেকে সামলাতে না পেরে লন পার হয়ে সোজা ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েন।"

"আপনি ঠিক বলেছেন। আমি ঘরে ঢুকলাম। আমাকে দেখে বার্কলের চোখের চাউনিটা এমন হয়ে গেল, যা আমি কোনও মানুষের চোখে আগে দেখিনি। বার্কলে উলটে পড়ে গেল। পড়বার আগেই ও মারা গিয়েছিল। ওর পাপের জন্যেই ও মারা গেল। আমার চেহারা দেখে বিবেকের দংশনেই বার্কলে মারা পড়ল।"

"তারপর কী হল?"

"ন্যানসি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ওর হাতে ঘরের চাবিটা ছিল। আমি চাবিটা ওর হাত থেকে নিয়ে প্রথমে ভেবেছিলাম যে, ওকে ওর ঘরে শুইয়ে দেব। পরে মনে হল, এখুনি যদি কেউ এসে আমাকে এখানে দেখতে পায় তো সব দোষটা আমার ঘাড়ে পড়বে। দোষের চেয়ে বড় কথা, এত দিন যে-সব কথা কাউকে বলিনি সে সব কথা জানাজানি হয়ে যাবে। আমি চাবিটা পকেটে পুরে ফেলি। ইতিমধ্যে টেডি বাক্স থেকে বেরিয়ে জানলার পরদা বেয়ে উঠছিল। ওকে বাক্সে পুরে পালিয়ে আসবার সময় তাড়াহুড়োতে আমার লাঠিটা ফেলে আসি।"

হোমস বলল, "টেডি কে?"

হেনরি উড সামনে ঝুঁকে চেয়ারের কাছে রাখা একটা বাক্সর ঢাকাটা সামান্য ফাঁক করতে লালচে-খয়েরি রঙের একটা জন্তু বেরিয়ে এল। জন্তুটার চোখদুটো লাল রঙের। ভারী চমৎকার।

হোমস বলল, "নেউল।"

BanglaBook.org

উড বললেন, "অনেকে বেজিও বলে। তবে আমি বলি সাপুড়ে। সাপ ধরতে ওস্তাদ। কেউটে সাপ হলে তো কথাই নেই। আমার একটা বিষদাঁত-ভাঙা কেউটে সাপ আছে। রোজ রাত্তিরে আমি টেডির সাপ ধরার খেলা দেখাই। লোকে খুব মজা পায়।...আপনারা আর কিছু জানতে চান?"

"না। যদি মিসেস বার্কলেকে খুনের দায়ে কোর্টে হাজির করা হয়, তবে আমাকে আবার আপনার কাছে আসতে হবে।"

"তা হলে আমি নিজে থেকেই সব কথা বলব।"

"তা যদি না হয় তো পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। বার্কলে আপনার ওপর ঘোরতর অন্যায় করেছেন ঠিকই, তবে গত তিরিশ বছর ধরে তো তিনিও কম কষ্ট পাননি। বিবেকের মার বড় মার...আরে ওই যে মেজর মারফি যাচ্ছেন। আচ্ছা, মিঃ উড, আমরা আজকের মতো চলি। কাল থেকে কী হল, সে খবরটা জানতে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।"

মোড়ের কাছে এসে আমরা মেজর মারফিকে ধরে ফেললাম।

"মিঃ হোমস যে," মেজর মারফি বললেন, "আপনি শুনেছেন বোধহয় যে, ব্যাপারটা সব চুকেবুকে গেছে।"

"কী রকম?"

"আজকে ইনকোয়েস্ট হয়ে গেল। ডাক্তারি রিপোর্টে জানা গেল মৃগী রোগ থেকেই কর্নেলের মৃত্যু হয়েছে। খুব সহজ ব্যাপার।"

হোমস মুচকি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, অদ্ভুত সোজা ব্যাপার।...চলো, ওয়াটসন, অল্ডারশটে আমাদের কাজ ফুরিয়েছে।"

ফেরবার সময়ে আমি হোমসকে বললাম, "একটা জিনিস বুঝলাম না। কর্নেলের নাম জেমস। আর এই লোকটির নাম তো হেনরি। ডেভিড লোকটি তা হলে কে?"

হোমস বলল, "দেখো ওয়াটসন, আমি যদি শতকরা একশো ভাগ নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী হতাম তো এ নামটা থেকেই এই সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারতাম। তুমি বাইবেলের স্যামুয়েলের অংশের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় ভাগ উলটে দেখলেই উত্তরটা পেয়ে যাবে।"

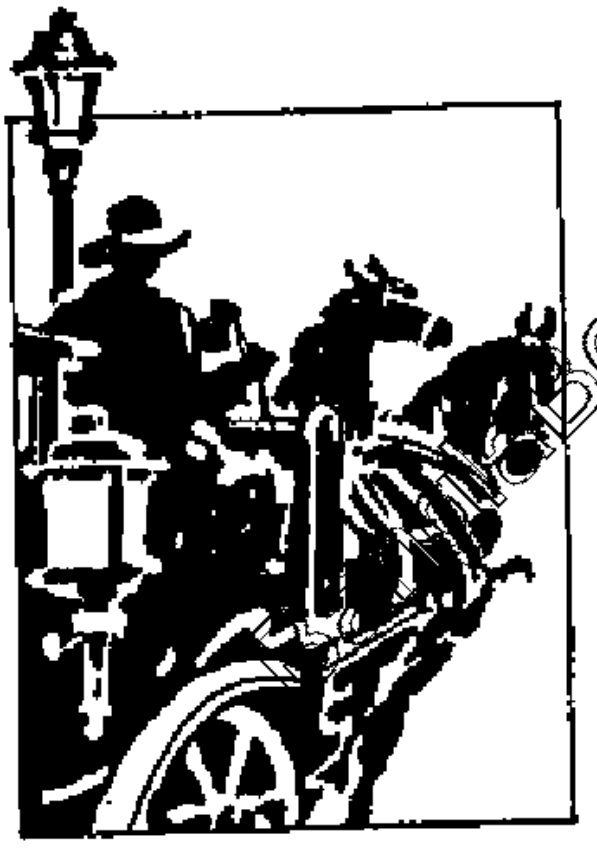

BanglaBook.org

শার্লক হোমসের প্রথম মামলা

শীতকালের রাত্তির। ঘরের চুল্লিতে গনগন করে আগুন জ্বলছে। আমরা দু'জন চুল্লির দু'ধারে দুটো চেয়ারে আরাম করে বসেছিলাম।

হোমস বলল, "আমার কাছে কিছু কাগজপত্র আছে। আমার মনে হয় সেগুলো তোমার দেখা দরকার। গ্লোরিয়া স্কটের নাম শুনেছ তো? এই কাগজে গ্লোরিয়া স্কটের অদ্ভুত কাণ্ডর হদিশ আছে। আর এই চিঠিটা পড়েই জাস্টিস অভ দি পিস ট্রেভর এমন ভয় পান যে, তিনি সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অসুখেই তাঁর মৃত্যু হয়।"

হোমস একটা ড্রয়ার খুলে তার থেকে একটা নলের মতো কী বের করল। নলটার রং চটে গেছে, গায়ে দড়ি বাঁধা। হোমস দড়িটা খুলে নলটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। সেটা একটা গাঢ় স্লেট রঙের পাকানো কাগজ। তাতে কয়েক লাইনের ছোট্ট একটা লেখা।

লেখাটা এই রকম:

The supply of game for London is going steadily up. Headkeeper Hudson, we believe, has been now told to receive all orders for fly paper and for preservation of your hen pheasants life.

আমি দু'-তিন বার পড়েও লেখাটার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। হোমসের দিকে তাকাতে দেখি সে খুকখুক করে হাসছে। "তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে, বেশ ঘাবড়ে গেছ।" হোমস বলল।

"এই লেখাটা পড়ে ভয় পাবার কী কারণ থাকতে পারে, তা তো বুঝছি না। আমার তো এটা উন্মাদের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে।"

"ঠিকই বলেছ। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, একজন সুস্থ সবল প্রাপ্তবয়স্ক ভদ্রলোক এইটি পড়েই এমন ভাবে মূর্ছা যান, যেন কেউ পিছন থেকে তাঁর মাথায় লোহার বাঁট দিয়ে ঘা মেরেছে।"

আমি বললাম, "তোমার কথা শুনে আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। তবে এ ব্যাপারটা আমার বিশেষ করে জানা দরকার, এ কথাটা কেন বললে তা বুঝতে পারলাম না।"

"বললাম এই জন্যে যে, এই সমস্যার সমাধান করতে আমার প্রথম ডাক পড়েছিল। বলতে পারো, এইটেই আমার প্রথম গোয়েন্দাগিরি।"

আমি এর আগে বহু বার আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাছে জানতে চেয়েছি, কেন কবে এবং কী ভাবে সে গোয়েন্দাগিরিকে পেশা হিসেবে বেছে নিল। হোমস কখনওই ঠিকমতো উত্তর দেয়নি। বুঝলাম, যে-কোনও কারণেই হোক, আজ হোমস খুব খোশমেজাজে আছে। হোমস তার প্রিয় আরামচেয়ারে জুত করে বসে কাগজপত্রগুলো তার কোলের উপর রাখল।

BanglaBook.org

তারপর পাইপটা ধরিয়ে চুপ করে পাইপ টানতে টানতে কাগজগুলো ওলটাতে লাগল।

"আমি বোধহয় ভিক্টর ট্রেভরের কথা তোমাকে কখনও বলিনি," হোমস আমাকে জিজ্ঞেস করল। তারপর আমি উত্তর দেবার আগেই বলতে লাগল, "কলেজে দু' বছর পড়ার সময় একমাত্র তার সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওয়াটসন, আমি কখনওই খুব মিশুকে ধরনের ছিলাম না। বেশির ভাগ সময়েই নিজের ঘরে বসে আমার নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতির কী ভাবে আরও উন্নতি করা যায়, তাই নিয়ে চিন্তা করতাম। সেই জন্যে আমার সঙ্গে যারা পড়ত, তাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়নি। তলোয়ার খেলা আর বক্সিং ছাড়া অন্য কোনও খেলাধুলোয় আমার ঝোঁক ছিল না। তা ছাড়া, আমি একেবারে আলাদা বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করতাম। সেই কারণেও আমার সহপাঠীদের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। সহপাঠীদের মধ্যে একমাত্র ট্রেভরকেই আমি চিনতাম। তার সঙ্গে আলাপও হয় অদ্ভুত ভাবে। একদিন আমি যখন চ্যাপেলের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন ট্রেভরের বুলটেরিয়ারটা আমার গোড়ালিতে কামড়ে দেয়।

"কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার পক্ষে এটা মোটেই ভাল উপায় নয়। তবে আমার বেলায় এটা যাকে বলে বেশ কাজের হয়েছিল। আমাকে পাক্কা দশটি দিন ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হয়েছিল। ট্রেভর রোজ আমার খবর নিতে আসত। গোড়ায় গোড়ায় সে দু'-এক মিনিট কথাবার্তা বলেই চলে যেত। তারপরে আস্তে আস্তে সে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করত। কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের বন্ধুত্ব বেশ গভীর হয়ে উঠল। ট্রেভর বেশ মিশুকে ফুর্তিবাজ ছটফটে ছেলে। সত্যি কথা বলতে কী, ওর স্বভাব ঠিক আমার উলটো। তবে কিছু ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মিল ছিল। আমাদের বন্ধুত্বের ভিত আরও পাকা হল, যখন জানতে পারলাম যে, ওরও কোনও বন্ধু নেই। শেষকালে একদিন ট্রেভর আমাকে তাদের দেশের বাড়িতে নেমন্তন্ন করল। ওর বাবা নরফোকের ডনিথ্রপে বাড়ি করেছিলেন। আমি রাজি হলাম। ঠিক হল যে, গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে আমি এক মাস ওখানে কাটিয়ে আসব।

"মিঃ ট্রেভর বেশ পয়সাওয়ালা আর প্রভাবশালী লোক। তিনি একজন জে.পি.। তাঁর জমিজমাও অনেক। ব্রডস জেলার ল্যাংমেআর শহরের উত্তরে ডনিথ্রপ একটা ছোট্ট গ্রাম। উনি যে-বাড়িটায় থাকেন, সেটা বেশ পুরনো ধরনের। খোলামেলা বাড়ি। বাড়িটার কড়িবরগাগুলো সব ওক কাঠের। বড় রাস্তা থেকে বাড়ির দরজায় যাবার পথটার দু'ধারে লেবুগাছের সারি। বাড়িটার কাছে একটা বিল। সেখানে প্রচুর বুনোহাঁস আর মাছ। যত খুশি শিকার করো। আর সবচেয়ে যেটা আমার ভাল লেগেছিল, সেটা হল, বাড়ির বিরাট লাইব্রেরিটা। এই লাইব্রেরিটা মিঃ ট্রেভর বাড়ির মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। ওদের যে রাঁধুনি, সে রান্নাবান্না ভালই করত। তাই খুঁত-ধরা বাতিক না থাকলে যে-কোনও লোকের পক্ষেই ওই বাড়িতে মাসখানেক থাকাটা খুবই আনন্দের।

"মিঃ ট্রেভর বিপত্নীক। আমার বন্ধু তাঁর একমাত্র সন্তান। ওর একটি মেয়ে ছিল। সে বার্মিংহামে বেড়াতে গিয়ে ডিপথিরিয়া হয়ে মারা যায়। মিঃ ট্রেভরকে দেখেই আমার খুব কৌতূহল হয়েছিল। ভদ্রলোক বেশি লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু খুব বুদ্ধিমান। আর তাঁর স্বাস্থ্যটিও ছিল খুব ভাল। তিনি ভাল বইটই বিশেষ পড়েননি। তবে শুধু ঘুরেছেন প্রচুর, দেখেছেন অনেক কিছু। আর সেই দেখা-শোনার অভিজ্ঞতা তিনি মনেই রাখেননি, তার থেকে শিখেছেন অনেক অনেক জিনিস। বেশ গাঁট্টাগোট্টা গড়ন। মাথা-ভরতি কাঁচাপাকা

BanglaBook.org

চুল। মুখের রং পোড়া তামাটে। দেখলে বোঝা যায়, অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে। চোখের তারাগুলি নীল। তাঁর দৃষ্টি এত ঝকঝকে যে, চোখের দিকে তাকাতে ভয় করে। কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীরা তো বটেই, ওই অঞ্চলের সব লোক একবাক্যে স্বীকার করে যে, ওঁর মতো ভালমানুষ হয় না। সকলকেই উনি সাহায্য করেন। জাস্টিস অভ দি পিস হিসেবে যতটা কড়া হওয়া উচিত, তাও তিনি হতে পারতেন না।

"আমি ডনিথ্রপে যাবার কয়েক দিন পরে রাত্তিরের খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা কফি খেতে খেতে গল্প করছিলাম। হঠাৎ আমার বন্ধু আমার বিচার-বিশ্লেষণ, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখবার ক্ষমতা, কী ভাবে আমি আমার এই ক্ষমতাকে একটা পদ্ধতি হিসেবে গড়ে তুলেছি, সেই সব কথা সাতকাহন করে বলতে লাগল । সত্যি কথা বলতে কী, এইটেই যে আমার জীবনে পেশা আর নেশা হয়ে যাবে, তা আমি তখন জানতাম না। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, মিঃ ট্রেভর তাঁর ছেলের কথায় বিশেষ কান দিচ্ছেন না। তিনি ভাবছিলেন যে, আমার বন্ধু তিলকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তাল করে তুলছে।

"মিঃ ট্রেভর মজা করে হাসতে হাসতে বললেন, 'হোমস, আমাকে দেখে তুমি কী অনুমান করতে পারছ বলো তো শুনি।'

"আমি বললাম, 'না, খুব বেশি কিছু বলতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তবে গত বছর থেকে আপনি খুব ভয়ে ভয়ে আছেন। আপনার ধারণা হয়েছে, কে বা কারা আপনাকে মেরে ফেলতে পারে।'

"বিশ্বাস করো ওয়াটসন, আমার কথায় ভদ্রলোকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"'হ্যাঁ। ঠিক বলেছ।' তারপর তাঁর ছেলের দিকে ফিরে বললেন, 'ভিক্টর, জানো, গত বছর আমরা যে চোরাগোপ্তা শিকারির দলটাকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম, তারা আমাদের ছোরা মারবে বলে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে। এমনকী, সার এডোয়ার্ড হবিকে ওরা একদিন আক্রমণ করেছিল। তারপর থেকে আমি সব সময়ে হুঁশিয়ার হয়ে থাকি। কিন্তু এ কথা তুমি জানলে কী করে হোমস?"

"আমি বললাম, 'আপনার ছড়িটা খুব সুন্দর। লাঠিটার গায়ের লেখা থেকে দেখতে পাচ্ছি এটা এক বছরও কেনা হয়নি। অথচ দেখছি হাতলটা কুরে গর্ত করে নিয়ে তাতে লোহা ঢেলে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে এটা লাঠিকে লাঠি, আবার হাতিয়ারকে হাতিয়ার। তার থেকে সিদ্ধান্ত করলাম, আপনার ওপরে হামলা হতে পারে আশঙ্কা করেই এই ব্যবস্থা আপনি নিয়েছেন।'

"'এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারো?' তিনি হেসে বললেন।

"'অল্প বয়সে আপনি খুব বক্সিং করতেন।'

"'আবার ঠিক বলেছ। এটা কী ভাবে জানলে? আমার নাক কি একটু বেঁকা?'

"'না,' আমি বললাম, 'নাক নয়, আপনার কানদুটো সামান্য চ্যাপটা আর পুরু। যারা বক্সিং লড়ে তাদের এই রকমই হয়।'

"'আর কিছু?'

"'আপনার গায়ের চামড়া যেরকম খসখসে আর পুরু, তার থেকে মনে হয় আপনি এক সময়ে খুব খোঁড়াখুঁড়ি করতেন।'

BanglaBook.org

"'হ্যাঁ। সোনার খনিতে কাজ করেই আমি দু' পয়সা উপার্জন করেছি।'

"'আপনি নিউজিল্যান্ডে ছিলেন?'

"'ঠিক বলেছ।'

"'আপনি জাপানও ঘুরে এসেছেন?'

"'হ্যাঁ। তাও ঠিক।'

"'এক সময়ে আপনার এমন একজনের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল, যার নামের আদ্যক্ষর হচ্ছে জে. এ.। আর এখন আপনি তার কথা একদম ভুলে যেতে চান।'

"আমার কথা শুনে মিঃ ট্রেভর চেয়ার থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের ভাব। তার পরই তিনি সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন।

"ওয়াটসন, হঠাৎ এই কাণ্ড ঘটায় আমি আর আমার বন্ধু দু'জনেই বেশ ঘাবড়ে গেলাম। যাই হোক, তাঁর এই ভাবটা বেশিক্ষণ রইল না। আমরা তাঁর জামাটামা আলগা করে চোখে-মুখে জলের ছিটে দিতেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

"খানিকটা জোর করে হাসবার চেষ্টা করে মিঃ ট্রেভর বললেন, 'তোমাদের বোধহয় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। আমার চেহারাটা বড়সড় হলেও আমার হার্টের অবস্থা ভাল নয়। একটু উত্তেজনা হলেই এই রকম অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আমি জানি না কী ভাবে তুমি এই কথাগুলো বললে। তবে এ কথা জোর গলায় বলতে পারি যে, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের যে-সব গোয়েন্দার কথা বা উপন্যাসের যে-সব কাল্পনিক গোয়েন্দার কথা আমরা পড়েছি, তোমার তুলনায় তারা একেবারে শিশু। এইটেই তোমার পথ। আমি জীবনে অনেক দেখেছি শুনেছি। আমার অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছি।'

"ওঁর এই কথা, বিশেষ করে আমার বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতির এতই প্রশংসা উনি করতে লাগলেন যে, সেই তখনই আমার প্রথম মনে হল, আমার এই নিছক খামখেয়ালি নেশাকে পেশা হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। বিশ্বাস করো ওয়াটসন, আমি যে কোনও দিন গোয়েন্দাগিরি করব এটা আমার মাথায় এর আগে আসেনি। তবে ঠিক সেই মুহূর্তে এসব কথা ভাবার সময় ছিল না। আমি মিঃ ট্রেভরকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

"আমি বিব্রত হয়ে বললাম, 'আশা করি আমার কথায় আপনি মনে কোনও কষ্ট পাননি।'

"'না। তবে তুমি আমার মনের একটা দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছ। আচ্ছা, সত্যি কথা বলো তো। এ কথা তুমি জানলে কেমন করে আর এ ছাড়া আরও কী তুমি জানো?' মিঃ ট্রেভর যদিও হাসতে হাসতে কথাগুলো বললেন, তবু তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝলাম যে, ভদ্রলোক বেশ ভয় পেয়েছেন।

"আমি বললাম, 'ব্যাপারটা খুবই সোজা। সে দিন মাছ ধরার সময় আপনি যখন মাছটাকে জল থেকে টেনে নৌকোর ওপর তুললেন, তখন আপনার জামার আস্তিন গুটোনো ছিল। তখনই আমি আপনার কনুইয়ের ভাঁজের কাছে উলকিটা লক্ষ করি, আর জে. এ. হরফ দুটোও পড়তে পারি। হরফদুটো পড়া যায় বটে, তবে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ওটাকে মুছে ফেলবার জন্যেও খুব চেষ্টা করা হয়েছে। তা হলে বোঝা যায় যে, জে. এ. একসময়ে আপনার খুবই আপনজন ছিল। পরে অবশ্য যে-কোনও কারণেই হোক, আপনি এই লোকটিকে ভুলে যেতে চেয়েছেন।'

BanglaBook.org

"স্বস্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মিঃ ট্রেভর বললেন, 'নাহ্ স্বীকার করতেই হবে যে, তোমার দেখবার চোখ আছে। তুমি যা বলেছ, তা সত্যি কথাই বটে। তবে সেসব কথা এখন আলোচনা করতে চাই না। সব ভূতের চেয়ে আমাদের ভালবাসার লোকেদের ভূতেরাই বেশি গোলমেলে। চলো, একটু বিলিয়ার্ড-রুমে গিয়ে বিশ্রাম করা যাক।'

"সে দিনের ঘটনার পর থেকে আমার মনে হতে লাগল যে, মিঃ ট্রেভর আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন। অবশ্য তাঁর কথাবার্তা বা হাবভাব আগেকার মতো ছিল। আমার বন্ধুর চোখেও এ ব্যাপারটা ধরা পড়েছিল। একদিন সে আমাকে বলল, 'তুমি তো বাবাকে বেজায় ঘাবড়ে দিয়েছ। তুমি যে কী জানো আর কী জানো না, সেটাই উনি বুঝতে পারছেন না।' মিঃ ট্রেভর তাঁর মনের ভাব অবশ্যই প্রকাশ করতে চাননি। কিন্তু তিনি ভিতরে ভিতরে এতই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর মনোভাব কিছুতেই গোপন করতে পারতেন না। শেষকালে আমার মনে হল, ওখানে থাকা আমার পক্ষে আর ঠিক হবে না। যে দিন আমি চলে আসব ঠিক করলাম, সেই দিনই, আমি চলে আসবার আগে, এমন একটা ঘটনা ঘটল যেটার তাৎপর্য বোঝা গিয়েছিল অনেক দিন বাদে।

"আমরা তিন জন রোদ্দুরে আরাম করে লনে বসে কথাবার্তা বলছিলাম। এমন সময় কাজের মেয়েটি এসে বলল যে, একজন লোক মিঃ ট্রেভরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

"মিঃ ট্রেভর বললেন, 'কী নাম?'

"'নাম বলেনি।'

"'তা হলে কী দরকার?'

"'সে বলছে যে, আপনি তাকে চেনেন। আপনার সঙ্গে তার এক মিনিটের দরকার।'

"'ঠিক আছে। তাকে এখানেই নিয়ে এসো।'

"একটু পরেই একটি লোক এসে হাজির হল। লোকটার চেহারাটা অদ্ভুত সিঁড়িঙ্গে মতন। হাবভাব দেখলে মনে হয় যেন মাটির সঙ্গে সিঁটিয়ে রয়েছে। হাঁটার ধরনটা একটু থপথপে। লোকটা শস্তার কোট আর মোটা কাপড়ের ট্রাউজার্স পরেছিল। কোটের বোতাম খোলা। তার লাল কালো ডোরাকাটা শার্টটা চোখে পড়বার মতো। লোকটার পাতলা লম্বাটে মুখে একটা ধূর্ত ভাব। লোকটার মুখে হাসি লেগেই আছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তার হলদে ছোপ-ধরা ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল। লোকটার ফাটা ফাটা হাতদুটো মুঠোর মতো করা, ঠিক জাহাজের নাবিক বা খালাসিদের যেমন হয়। লোকটা যখন লন পার হয়ে আমাদের কাছে চলে এসেছে, তখন মিঃ ট্রেভরের গলা থেকে একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড় শব্দ বেরিয়ে এল। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে তিনি এক দৌড়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই যখন মিঃ ট্রেভর ফিরে এলেন, টের পেলাম তাঁর গা দিয়ে ব্র্যান্ডির গন্ধ বেরোচ্ছে।

"মিঃ ট্রেভর আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলুন আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি!'

"লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে ঘোলাটে, বাজে ধাওয়া চোখে মিঃ ট্রেভরের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখের হাসি কিন্তু লেগেই ছিল।

"'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?' সে বলল।

"মিঃ ট্রেভর বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আরে, এ যে হাডসন দেখছি।'

BanglaBook.org

"'হ্যাঁ, সার, আমি হাডসনই বটে। ওহ্, প্রায় তিরিশ বছরেরও পরে আপনার সঙ্গে দেখা হল। দেখুন, আপনি নিজের বাড়িতে বসে আছেন আর আমি জাহাজে জাহাজে ঘুরে কোনও রকমে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছি।"

"'সে কী কথা! তুমি নিশ্চয়ই জানবে যে, আমি আমার পুরনো বন্ধুদের কথা ভুলি না।' মিঃ ট্রেভর চেয়ার ছেড়ে উঠে খালাসিটার কাছে গিয়ে চুপিসারে কী যেন বললেন। তারপর চেঁচিয়ে বললেন, 'তুমি রান্নাঘরে যাও। আগে কিছু খাও। মনে হয় তোমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

"কপালে হাত ঠেকিয়ে লোকটা বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ। দু'বছর একটা মাত্র আট-নট যেতে পারে এ রকম জাহাজে ঘুরে আমি সবেমাত্র ছুটি পেয়েছি। জাহাজটায় আবার খালাসিও ছিল কম। যা খাটুনি এই দুটো বছর গেছে! আমি জানতাম যে, আপনার কাছে কিংবা মিঃ বেডসের কাছে আশ্রয় পাবই।'

"মিঃ ট্রেভর বললেন, 'মিঃ বেডস কোথায় থাকেন তুমি জানো?'

"লোকটা একটা শয়তানি হাসি হেসে বলল, 'বিশ্বাস করুন সার, আমার পরিচিত লোকেরা কে কোথায় থাকেন সবই জানি।' তারপর সে হোঁচট খেতে খেতে কাজের মেয়েটির সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

"মিঃ ট্রেভর আমাদের বললেন, যখন তিনি পয়সা রোজগারের ধান্দায় সমুদ্রে ভেসে পড়েছিলেন, এই লোকটি তাঁদের জাহাজে ছিল। তখনই এর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। একটু পরে মিঃ ট্রেভর বাড়ির ভিতরে গেলেন। আমরা বসে রইলাম। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা বাড়িতে ফিরে এসে দেখি, মিঃ ট্রেভর বসবার ঘরে একটা সোফাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সমস্ত ঘটনাটা আমার মনে একটা গভীর ছাপ রেখে গেল। যাই হোক, এই ঘটনার পরের দিনই আমি ডনিথ্রপ থেকে চলে এলাম। আমি থাকলে মিঃ ট্রেভর আরও অস্বস্তি বোধ করতেন,"

হোমস খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ফের শুরু করল তার কথা। "এটা হচ্ছে ছুটির একেবারে গোড়ার দিকের কথা। আমি লন্ডনে ফিরে এলাম। লন্ডনে ফিরে পরের সাত সপ্তাহ আমি কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশুনো করতে লাগলাম। অর্গানিক কেমিস্ট্রির কতকগুলো জিনিস আমার ভাল করে শেখবার দরকার হয়েছিল। ছুটি শেষ হয়ে কলেজ খোলবার সময় হয়েছে। শরৎকাল আসি আসি করছে। এমন সময় ডনিথ্রপ থেকে আমার বন্ধুর একটা জরুরি টেলিগ্রাম এল। সে লিখেছে যে, আমার পরামর্শের ও সাহায্যের তার বিশেষ প্রয়োজন। আমি যেন টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্রই ডনিথ্রপে যাই। বুঝতেই পারছ, এই টেলিগ্রাম পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সব কাজ ফেলে ডনিথ্রপের দিকে পাড়ি দিলাম।

"আমার বন্ধু আমার জন্যে স্টেশনে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখেই আমি বুঝতে পারলাম যে, গত দু' মাসে তার ওপর দিয়ে বিরাট ঝড় বয়ে গেছে। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। মুখে-চোখে গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ। তার ওপর সেই প্রাণখোলা হাসি চঞ্চল স্বভাব যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে।

"'আমাকে দেখে আমার বন্ধু বলল, 'বাবা বোধহয় আর বাঁচবেন না।'

"'সে কী কথা! কী হয়েছে, কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

BanglaBook.org

"'অ্যাপোপ্লেক্সি। তাঁর স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে গেছে। আজ তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ। বাড়ি ফিরে তাঁকে দেখতে পাব কিনা জানি না।'

"তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, হঠাৎ এমন কথা শুনে আমি রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়লাম।

"আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে এই অসুখ হল?"

"'হ্যাঁ, সেইটেই তো কথা। গাড়িতে ওঠো। যেতে যেতে সব কথা বলব। তুমি চলে যাবার আগের দিন সন্ধেবেলায় যে-লোকটা এসে হাজির হয়েছিল, তার কথা তোমার মনে আছে কি?'

"'খুব মনে আছে।'

"'সেদিন কাকে আমাদের বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলাম জানো?'

"'না, জানি না।'

"আমার বন্ধু উত্তেজিত ভাবে বলল, 'ওই লোকটা হচ্ছে শয়তান।'

"আমি আমার বন্ধুর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

"'হ্যাঁ, লোকটা আস্ত শয়তান। ও আসবার পর থেকে আমাদের বাড়িতে শান্তি নেই। সেই সন্ধের পর থেকে বাবার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। এখন তো তাঁর শরীর একদম ভেঙে গেছে। তাঁর হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ। এ সবই হয়েছে ওই শয়তান হাডসনের জন্যে।'

"'ওর এমন কী ক্ষমতা?'

"আমার বন্ধু বলল, 'সেইটে জানবার জন্যে আমি সবকিছু করতে রাজি আছি। আমার বাবা সহজ সরল স্বভাবের লোক। কী ভাবে তিনি ওই পাজি নচ্ছার লোকটার খপ্পরে পড়লেন, সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না। যাক, তুমি এসে গেছ। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছি। তোমার বিচার-বিবেচনার ওপর আমার ষোলোআনা আস্থা আছে। আমি জানি তুমি আমাকে ঠিক পরামর্শ দেবে।'

"আমাদের গাড়ি সোজা রাস্তা ধরে ছুটে চলল। দু'পাশে মাঠ। সূর্যের পড়ন্ত আলোয় চার দিক ঝকমক করছে। দূর থেকে আমার বন্ধুদের বাড়ির চিমনি আর পতাকা ওড়াবার দণ্ডটা দেখা যাচ্ছিল।

"বন্ধু বলল, 'আমার বাবা প্রথমে ওই লোকটাকে বাগান দেখাশোনা করবার ভার দিলেন। সেটা ওর তেমন মনঃপূত হল না। তখন ওকে 'বাটলার' করে দেওয়া হল। আর যাবে কোথা! গোটা বাড়িতে তাণ্ডব চলতে লাগল। যা ইচ্ছে তাই করতে লাগল। বাড়ির কাজের লোকেরা চটে গেল। লোকটা নেশা করে। তারপর সকলকে গালাগালি করে। ওরা হয়তো চাকরি ছেড়ে চলেই যেত। বাবা ওদের মাইনে বাড়িয়ে দিলেন। লোকটা যখন খুশি বাবার সবচেয়ে ভাল বন্দুকটা নিয়ে নৌকোয় চেপে শিকার করতে যেত। বলার প্রয়োজন মনে তো করতই না, উলটে এমন একটা অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাত যে, এক এক সময় আমার মনে হত, ওর মাথাটা ফাটিয়ে দিই। আমি ওকে ভাল রকম উত্তমমধ্যম দিয়ে দিতাম, যদি ও আমার সমবয়সি বা আমার চাইতে ছোট হত। বিশ্বাস করো হোমস, নিজেকে সামলে রাখা আমার পক্ষে খুবই শক্ত হত। তবুও নিজেকে সংযত রেখেছি। এখন মনে হচ্ছে, তখন যদি ভালমানুষি করে চুপচাপ না থাকতাম, তা হলেই বোধহয় ভাল হত।'

"একটুক্ষণ চুপ করে রইল বন্ধুটি। তারপর বলল, 'যাই হোক, অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে

BanglaBook.org

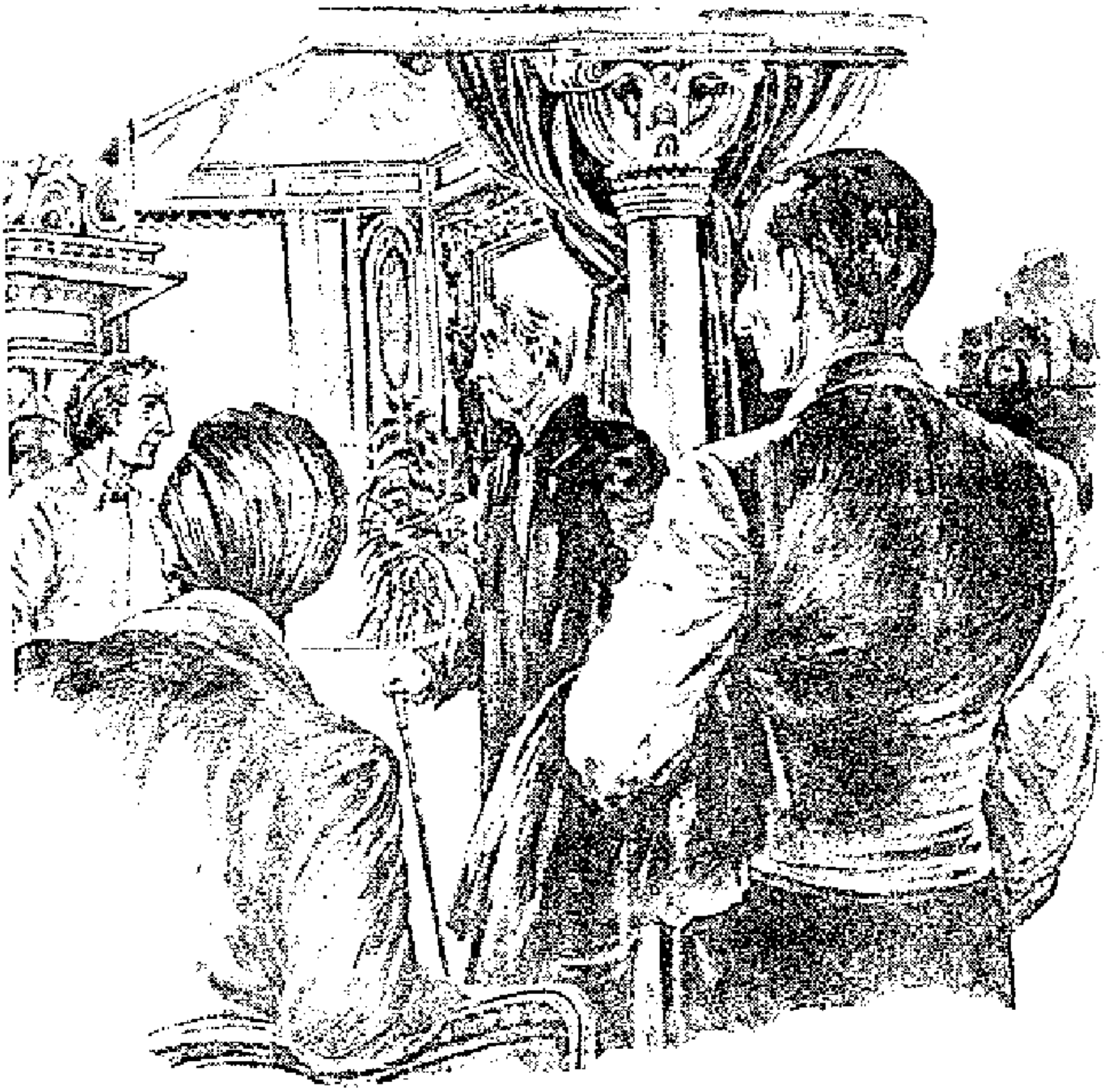

লাগল। হাডসন ছুঁচোটার দৌরাত্ম্য দিনকে-দিন বাড়তেই লাগল। একদিন হল কী, আমার সামনে ও লোকটা বাবার কথার এমন অসভ্যের মতো জবাব দিল যে, আমি ওর ঘাড় ধরে ওকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাগে ওর মুখটা কদাকার হয়ে গিয়েছিল। ওর চোখদুটো দেখে মনে হচ্ছিল, যেন সাপের চোখ। তারপরে বাবার সঙ্গে ও লোকটার কী কথাবার্তা হয়েছিল জানি না। তবে পরদিন বাবা আমাকে বললেন যে, আমি যেন আমার ব্যবহারের জন্যে হাডসনের কাছে ক্ষমা চাই। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, আমি রাজি হলাম না। উলটে আমি বাবার কাছে জানতে চাইলাম যে, এই ধরনের একটা পাজি লোককে এ ভাবে আশকারা তিনি কেন দিচ্ছেন।

"বাবা বললেন, "অনেক কথা বলা সোজা। কিন্তু তুমি তো আমার অবস্থা জানো না। ভিক্টর, একদিন তুমি সব কথাই জানতে পারবে। যতই ঘটুক না কেন, সব কথা তুমি যাতে জানতে পারো, সে ব্যবস্থা আমি করে যাব। তুমি নিশ্চয়ই তোমার বাবার সম্বন্ধে খারাপ কিছু ধারণা করবে না বলেই বিশ্বাস করি।" আমি বুঝতে পারলাম যে, বাবা খুবই বিচলিত হয়েছেন। এরপর তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন। তারপর সারা দিন ঘর থেকে আর বেরোলেন না। বাবা কী করছেন উঁকি মেরে দেখতে গেলাম। দেখলাম তিনি খুব মন দিয়ে কী সব লিখছেন।

BanglaBook.org

"'সেই দিন সন্ধেবেলায় আমাদের মুক্তি হল বলে মনে হল। হাডসন বলল যে, সে এখান থেকে চলে যেতে চায়। খাওয়াদাওয়ার পর আমরা খাবার ঘরেই চুপচাপ বসে ছিলাম। হঠাৎ হাডসন এসে হাজির। সে জড়ানো জড়ানো ভাবে বলল যে, সে চলে যাবে।

"'হাডসন বলল, "নরফোকে অনেক দিন হল। ভাবছি কিছু দিন হ্যামশায়ারে মিঃ বেডসের কাছে থাকব। অবশ্য আমি হাজির হলে তিনি যে আপনার চাইতে খুশি হবেন, তা মনে করি না।"

"'বাবা বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই মনের মধ্যে রাগ নিয়ে এখান থেকে যাচ্ছ না, হাডসন।" বাবা কথাগুলো এমন অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন যে, আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

"'আমার দিকে তাকিয়ে লোকটা কর্কশ ভাবে বলল, "আমার কাছে এখনও ক্ষমা চাওয়া হয়নি।"

"'বাবা বললেন, "ভিক্টর, তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, হাডসনের সঙ্গে তুমি খুবই দুর্ব্যবহার করেছ।"

"'আমি বললাম, "না। বরঞ্চ আমি মনে করি যে, আপনি একে অকারণে আশকারা দিয়ে মাথায় তুলেছেন।"

"'আমার কথা শুনে লোকটা বলল, "ও তাই নাকি, তাই নাকি? খুব ভাল। শেষ পর্যন্ত বোঝা যাবে কত ধানে কত চাল।"

"'লোকটা এরপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এর আধ ঘণ্টা পরে লোকটা আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেল। ও চলে যাওয়ায় বাবা ভীষণ অস্থির হয়ে পড়লেন। রাতের পর রাত আমি শুনতে পেতাম তিনি ঘরের ভেতরে পায়চারি করছেন। এই রকম করে দিন কাটতে লাগল। আস্তে আস্তে বাবার সেই অস্থির ভাবটা কেটে গেল। তিনি আবার আগের মতোই হাসিখুশি ফুর্তিবাজ হয়ে উঠছিলেন। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত হল।'

"আমি আমার বন্ধুকে থামিয়ে বললাম, 'কী হল?'

"'একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। গতকাল সন্ধের ডাকে বাবার একটা চিঠি এল। চিঠিটায় ফোর্ডিংব্রিজ পোস্টাপিসের ছাপ মারা। বাবা চিঠিটা পড়লেন। তারপর দু'হাত দিয়ে নিজের মাথাটা চেপে ধরে ঘরের মধ্যে পাগলের মতো বৃত্তাকারে দৌড়োতে লাগলেন। আমি যখন তাঁকে ধরে জোর করে সোফায় বসিয়ে দিলাম, তখন তাঁর চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, মুখটা সামান্য বেঁকে গেছে। বুঝলাম যে, বাবার স্ট্রোক হয়েছে। খবর দেওয়ামাত্রই ডঃ ফর্ডহ্যাম এসে হাজির হলেন। আমরা দু'জনে ধরাধরি করে বাবাকে শুইয়ে দিলাম। ততক্ষণে তাঁর পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। তারপর থেকে তাঁর আর জ্ঞান ফেরেনি। বাবা বাঁচবেন বলে আমার মনে হচ্ছে না।'

"'ভিক্টর, তোমার কথা শুনে তো ভয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চিঠিটায় এমন কী মারাত্মক কথা ছিল যা পড়েই উনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে বাঁচবেন কিনা সন্দেহ?'

"'কিছুই না। আর রহস্যটা তো সেইখানেই। চিঠিতে যা লেখা আছে তার না আছে মাথা না আছে মুন্ডু। একদম বাজে।...হে ভগবান, এই ভয়টাই আমি করেছিলাম।'

"আমরা ভিক্টরের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। ভিক্টরের কথায় বাড়িটার দিকে তাকাতে দেখলাম বাড়ির সব জানলার পরদা ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে সদর দরজার দিকে গেলাম। দুঃখে আমার বন্ধুর চোখ-মুখ কুঁচকে

BanglaBook.org

গিয়েছিল। আমরা দরজার কাছে যেতেই কালো পোশাক-পরা এক ভদ্রলোক বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন।

"বন্ধুটি বলল, 'ডাক্তারবাবু কখন...?'

"ডাক্তারবাবু বললেন, 'তুমি যাবার একটু পরেই।'

"'বাবার জ্ঞান ফিরেছিল কি?'

"একটু থেমে ডাক্তারবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। মারা যাবার ঠিক আগে।'

"'আমাকে কি খুঁজেছিলেন?'

"'বলে গেছেন কাগজপত্র সব জাপানি-আলমারির পিছনের দেরাজে আছে।'

"যে-ঘরে তার বাবার মৃতদেহ ছিল ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধু সে ঘরে গেল। আমি বাইরের ঘরে বসে সব কথা মনে মনে ভাবতে লাগলাম। আমার মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা দানা বেঁধে উঠছিল। এই ট্রেভরের অতীত জীবনে কী গোপন কথা আছে? কেনই বা তিনি নিজেকে এই ভাবে একটা খারাপ লোকের হাতের পুতুল করে ফেলেছিলেন? কেন তাঁর হাতে ঘষে উঠিয়ে দেওয়া উলকির কথা বলতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন? ফোর্ডিংব্রিজ থেকে একটা সামান্য চিঠি আসাতেই বা কেন এমন সাঙ্ঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে, তাতেই তিনি মারা গেলেন?

"আর ঠিক তক্ষুনি আমার মনে পড়ল যে, ফোর্ডিংহ্যাম হ্যাম্পশায়ারে। আর মিঃ বেডস, যাঁকে ব্ল্যাকমেল করবার জন্যে হাডসন লোকটা তাঁর কাছে গেছে, হ্যাম্পশায়ারেই থাকেন। চিঠিটা তা হলে হয় হাডসনের কাছ থেকে এসেছে, না-হয় মিঃ বেডসের কাছ থেকে এসেছে। যদি হাডসনের কাছ থেকে এসে থাকে, তা হলে চিঠির বয়ান নিশ্চয়ই এই রকম, সে মিঃ ট্রেভরের কেলেঙ্কারির কথা বলে দিয়েছে। আর মিঃ বেডস যদি চিঠিটা লিখে থাকেন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই পুরনো বন্ধুকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, ভিতরের কথা শিগগিরই ফাঁস হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোনও জটিলতা নেই। কিন্তু সমস্যা হল এই যে, চিঠিটা কি সত্যি সত্যিই তুচ্ছ? মনে হয় চিঠিটার আসল মানে ভিক্টর ধরতে পারেনি। চিঠিটা নিশ্চয়ই সাংকেতিক ভাষায় লেখা। চিঠিটা পড়ে যা মনে হবে সেটা কিছু নয়। চিঠিটার একটা অন্য মানে আছে। যারা সাংকেতিক সূত্র জানে তারাই ধরতে পারবে। চিঠিটা দেখা বিশেষ দরকার। চিঠিটায় যদি কোনও সাংকেতিক বার্তা থাকে তো আমি নিশ্চয়ই সেটা ধরতে পারব। প্রায় এক ঘণ্টা আমি সেই ঘরে বসে ছিলাম। টের পাইনি অন্ধকার হয়ে গেছে। টের পেলাম যখন কাজের মেয়েটি এসে ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন। তার পরেই ভিক্টর ঘরে ঢুকল। ভিক্টরকে দেখে বুঝতে পারলাম সে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে। তবে লক্ষ করলাম তার হাবভাব বেশ সংযত। এই যে কাগজগুলো দেখছ, এগুলো তার হাতে ছিল। সে টেবিলের উলটো দিকে বসে টেবিলের আলোটা একধারে সরিয়ে আমার হাতে এই যে চিঠিটা দেখছ, সেটা এগিয়ে দিল। এক টুকরো স্লেট রঙের কাগজের ওপর লেখা:

The supply of game for London is going steadily up. Headkeeper Hudson, we believe, has been now told to receive all orders for fly paper and for preservation of your hen pheasant's life.

"আমি যখন প্রথম লেখাটা পড়ি তখন তোমার মতোই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। আমি

BanglaBook.org

খুব মন দিয়ে লেখাটা বার বার পড়লাম। যা অনুমান করেছিলাম, ঠিক তাই। এর ভিতরে একটা লুকোনো অর্থ আছে। নাকি *'fly paper'* 'hen pheasant' বিশেষ কোনও অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? তা যদি হয়, তবে এই চিঠির অর্থ বের করা শক্ত হবে। তবে এ ব্যাখ্যাটা মানতে পারছিলাম না। চিঠিটায় হাডসনের উল্লেখ থাকায় বুঝতে পারছিলাম যে, এটা হয় তার কাছ থেকে নয়তো মিঃ বেডসের কাছ থেকে এসেছে। তখন আমি চিঠিটা শেষ থেকে পড়তে শুরু করলাম। তা হলে দাঁড়ায় Life pheasant's hen. এটা বিশেষ সুবিধেজনক বলে মনে হল না। তখন আমি শব্দগুলোকে এপাশে-ওপাশে বসিয়ে দেখতে লাগলাম কী হয়। আর প্রায় তক্ষুনি ধাঁধাটার সমাধান হয়ে গেল। খুব ছোট একটা সাবধানবাণী। আর এইটে পেয়েই ট্রেভর স্রেফ ভয় পেয়েই মারা গেলেন। প্রথম শব্দটা আর তার পরের প্রত্যেক তৃতীয় শব্দটা নিতে হবে। চিঠিটার আসল মানে হচ্ছে:

The game is up. Hudson has told. Fly for your life. মানে 'খেল খতম। হাডসন সব ফাঁস করে দিয়েছে। বাঁচতে চাও তো পালাও।

"আমার কথা শুনে ভিক্টর মাথা নিচু করে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'হোমস, তুমি হয়তো ঠিকই বলছ। এ তো খুবই লজ্জার কথা। কিন্তু 'headkeeper' আর 'hen pheasnts'-এর মানে কী?'

"'মূল চিঠিটার সঙ্গে এই শব্দগুলোর কোনও যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। তবে এই শব্দগুলো থেকে চিঠিটা কে পাঠিয়েছিল তা হয়তো বোঝা যেতে পারে। প্রথমে দেখো, চিঠিটা কী ভাবে শুরু হচ্ছে: The...game...is...এরপর চিঠিটায় মাঝে মাঝে কিছু ভুয়া শব্দ বসাতে হয়েছে। যে এই চিঠি লিখেছে সে প্রথমে যে-শব্দটা মাথায় এসেছে সেটাই লিখে দিয়েছে। এখন এই চিঠিটাতে এমন অনেক কথা আছে, যেগুলো সাধারণত শিকারিরাই ব্যবহার করে। তার থেকে মনে হচ্ছে যে, চিঠির লেখক হয় একজন ঝানু শিকারি, নয়তো হাঁস-মুরগির ব্যবসা করেন। মিঃ বেডসের সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো কি?'

"ভিক্টর বলল, 'তুমি বলায় মনে পড়ল যে, প্রত্যেক বছর শীত পড়বার আগে মিঃ বেডস বাবাকে তাঁর ওখানে শিকার করতে যেতে বলতেন।'

"'তা হলে নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি এ চিঠি মিঃ বেডসই লিখেছেন,' আমি বললাম, 'এখন জানতে হবে যে, হাডসন কী এমন গোপন কথা জানত যার জন্যে এ রকম ধনী-মানী দু'জন লোক তাকে এত ভয় করতেন!'

"'হোমস, নিশ্চয়ই কোনও অন্যায় কাজ।...যাই হোক, তোমার কাছে আমি কিছুই লুকোব না। বিপদ আসছে বুঝেই আমার বাবা তাঁর জীবনের সব কথা লিখে রেখে গেছেন। ডাক্তারবাবুর কথামতো জাপানি ক্যাবিনেটে এই কাগজগুলো আমি পেয়েছি। এ কাগজগুলো তুমি আমাকে পড়ে শোনাও। আমার নিজের পড়বার সাহসও নেই, শক্তিও নেই।'

"ওয়াটসন, এই সেই কাগজ, যা সেই রাতে ভিক্টর আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। আমি সে দিন যেমন ভিক্টরকে পড়ে শুনিয়েছিলাম, তোমাকেও তেমনই আজ পড়ে শোনাচ্ছি। খামের ওপর কী লেখা আছে জানো? ফালমাথ থেকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর থেকে নভেম্বরের ৬ তারিখে ১৫°২০´ উত্তর অক্ষাংশ ও ২৫°১৪´ পশ্চিম দ্রাঘিমার মধ্যে গ্লোরিয়া স্কট জাহাজের যাত্রা ও ডুবে যাওয়ার সব ঘটনা লেখা আছে। আসল লেখাটা একটা চিঠির আকারে:

"পরম কল্যাণীয়েষু,

আমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে। আজ যদি আমার অতীত জীবনের কোনও ঘটনার জন্যে আমি অপমানিত হই বা আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হই তো আমার কিছুই এসে যাবে না। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে ভেবে, আমার জন্যে তুমি হয়তো পাঁচজনের চোখে ছোট হয়ে যাবে। তুমি আমাকে এত ভালবাসো, এত শ্রদ্ধা করো! যদি দৈবদুর্বিপাকে সেই ঘটনা ঘটেই যায়, আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি এই লেখাটি পোড়ো। তা হলে আমার কথা তুমি আমার মুখ থেকেই শুনতে পাবে। আর যদি ভগবানের অসীম অনুগ্রহে সে রকম কিছু না ঘটে এবং আমার মৃত্যুর পরে এই কাগজপত্র তোমার হাতে পড়ে, তবে তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ, খামসুদ্ধু আগুনে ফেলে দিয়ো। এ চিঠি পড়বার দরকার নেই। এ নিয়ে কিছু ভাববারও তোমার দরকার নেই।

যদি এই চিঠি তোমাকে পড়তেই হয়, তবে বিশ্বাস কোরো এ চিঠির প্রতিটি কথাই সত্যি। আর আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।

আমার নাম ট্রেভর নয়। ছেলেবেলায় আমার নাম ছিল জেমস আর্মিটেজ। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, তোমার কলেজের বন্ধু যখন আমাকে এমন কতকগুলো কথা বলেছিল, যাতে মনে হয়েছিল সে আমার সব কথা জানে, তখন কেন আমি ভয় পেয়েছিলাম। জেমস আর্মিটেজ নামে আমি লন্ডনের ব্যাঙ্কে কাজ করতাম। বেআইনি কাজ করবার জন্যে আমাকে দেশ থেকে বার করে দেওয়া হয়। না, না, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। ব্যাঙ্কের টাকা থেকে আমি একজনকে কিছু ধার দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বার্ষিক হিসেবের আগে টাকাটা জমা করে দিতে পারব। তা হলে ধরা পড়বার ভয় থাকবে না। কিন্তু আমার অদৃষ্ট খারাপ। যিনি নিয়েছিলেন তিনি টাকাটা ফেরত দিলেন না। আর সেই বছরেই যে-সময় বার্ষিক হিসেব হবার কথা, তার আগেই হিসেব হয়ে গেল। হিসেব মিলল না। চুরির দায়ে ধরা পড়ে গেলাম। বিচারে আমার শাস্তি হল। লঘু পাপে গুরু দণ্ড। এতটা শাস্তি নাও হতে পারত। তবে তখনকার জজসাহেবরা ভীষণ কড়া ছিলেন। যাই হোক, যে দিন আমি তেইশ বছরে পা দিলাম, সেই দিনই অপরাধী হিসেবে আমাকে জাহাজে করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হল। আমরা সবসুদ্ধ সাঁইত্রিশ জন দাগি আসামি গ্লোরিয়া স্কট জাহাজে চেপে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি জমালাম।

সেটা ১৮৫৫ সালের কথা। তখন ক্রিমিয়ান যুদ্ধ দারুণ ভাবে চলছে। বড় বড় জাহাজ সবই যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্লোরিয়া স্কট একটা ৫০০ টনের জাহাজ। এটা চিন থেকে চা আমদানির কাজে লাগানো হত। আমরা সাঁইত্রিশ জন ছাড়া জাহাজে ছিল ক্যাপ্টেন, তিন জন মেট, এক জন ডাক্তার, এক জন পাদরি, চার জন রক্ষী, ছাব্বিশ জন খালাসি আর আঠারো জন সৈন্য। ফালমাথ থেকে আমরা যে-দিন যাত্রা করলাম, জাহাজে প্রায় একশো জন লোক।

যে-সব জাহাজে বন্দি চালান করা হয়, সেগুলোয় বন্দিদের রাখবার ঘরগুলো বেশ মজবুত ওক কাঠ দিয়ে তৈরি। কিন্তু এই জাহাজের ঘরগুলো ছিল পাতলা অপোক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি। আমার পাশের ঘরের লোকটিকে জাহাজঘাটায় দেখেই আমার ভাল লেগেছিল। লোকটির বয়স কম। পরিষ্কার দাড়িগোঁফ কামানো মুখ। চোয়ালদুটো চৌকো। বিরাট লম্বা, সাড়ে ছ' ফুটের ওপর হবে। মাথা সোজা করে যখন হাঁটে, তখন আপনিই তার

BanglaBook.org

দিকে নজর চলে যায়। আশেপাশের কয়েদিদের গোমড়া মুখের মাঝখানে ওকে দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। ওর চলায়ফেরায় 'একটা কিছু করতেই হবে' গোছের দৃঢ়তা প্রকাশ পেত। ওকে আমার পাশের ঘরে পেয়ে ভারী আনন্দ হল। পরের দিন রাতে আরও আনন্দ হল, যখন ও ওর ঘরের কাঠের দেওয়ালের ও পাশ থেকে আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'কী নাম তোমার হে? এখানে জুটলে কী করে?' আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে, ও কাঠের দেওয়ালে একটা ফুটো করেছে। আমি ওকে আমার সব কথা বললাম। তারপর ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার নাম জ্যাক পেন্ডারগাস্ট। ভগবানের নাম নিয়ে বলছি, একদিন তুমি আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করবে,' ও বলল।

জ্যাক পেন্ডারগাস্ট নামটা শুনেই আমার সব কথা মনে পড়ে গেল। ব্যাপারটা নিয়ে সারা দেশে সাঙ্ঘাতিক হইচই পড়ে গিয়েছিল। আমি ধরা পড়বার আগে এ কাণ্ডটা ঘটে। জ্যাক খুব বড় বংশের ছেলে। নানান বিষয়ে ওর খুব দক্ষতা আছে। তবে ওর স্বভাব মোটেই ভাল নয়। অত্যন্ত বদমেজাজি। বিরাট জালিয়াতির ফাঁদ পেতে ও লন্ডনের সব নামকরা ব্যবসাদারদের ঠকিয়ে প্রচুর টাকা কামিয়ে ছিল।

'আঃ-হাঃ! আমার মামলার কথাটা মনে পড়েছে?' বেশ গর্ব করে জ্যাক বলল।

'খুব পরিষ্কার মনে আছে।'

'তা হলে একটা রহস্যের কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই?'

'কোন রহস্যের কথা বলছ?'

'আমি প্রায় পঁচিশ লক্ষ পাউন্ড হাতিয়ে ছিলাম বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, বটে তো?'

'হ্যাঁ, সেই রকমই শুনেছিলাম।'

'কিন্তু সে টাকাটার হদিস পাওয়া যায়নি।'

'না।'

জ্যাক আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে সে টাকাটা গেল কোথায়?'

আমি বললাম, 'আমি কী করে জানব?'

জ্যাক বলল, 'আমার মুঠোয় লুকোনো আছে। ভগবানের দিব্যি বলছি, তোমার মাথায় যত চুল আছে তার চাইতে অনেক বেশি টাকা আমার কাছে আছে। বাপু হে, তোমার হাতে যদি টাকাটা থাকে আর সে টাকাটা খাটাবার মতো বুদ্ধি থাকে তো তুমি যা চাও তাই করতে পারো। তোমার কি মনে হয় যে-লোক যা ইচ্ছে তাই করবার ক্ষমতা রাখে, সে এই ইঁদুর আর মাছি-ভরতি পুরনো মাল-বওয়া জাহাজের নোংরা অন্ধকার কাঠের কেবিনে চুপচাপ বসে থেকে সময় কাটাবে? না মশাই। এ শর্মা নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে। আর তার বন্ধুদের ব্যবস্থাও করবে। তুমি আমার কথার ওপর বাজি ধরতে পারো। তুমি যদি একে ধরে থাকো, তবে তুমি বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করে বলতে পারো যে, সে তোমাকে টেনে তুলবেই।'

পেন্ডারগাস্টের কথাবার্তার ধরনধারণই এই রকম। গোড়াতে আমি তার কথায় কান দিইনি। ভাবতাম এ সব কথার কথা। কিছু দিন পরে তার যখন মনে হল যে, আমাকে বিশ্বাস করা যায়, তখন আমাকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়ে সে বলল যে, জাহাজটা দখল করবার একটা মতলব ভেঁজেছে। জাহাজে ওঠবার আগেই একদল কয়েদি এই ফন্দিটা করেছিল। বলাই বাহুল্য, পেন্ডারগাস্ট হচ্ছে দলের পাণ্ডা। আর সবকিছুর পিছনে রয়েছে তার টাকা।

BanglaBook.org

'আমার একজন শাগরেদ ছিল। খুব বিশ্বাসী লোক। আমরা দু'জনে যাকে বলে হরিহর আত্মা। টাকাটা তার কাছেই ছিল। আমার সেই শাগরেদটি এখন কোথায় বলো তো? বলতে পারলে না তো? সে হচ্ছে এই জাহাজের পাদরি। সে পাদরির পোশাক পরে ধর্মপুস্তকটুস্তক নিয়ে জাহাজে চেপেছে। তার বাক্সপ্যাঁটরার তলায় এত টাকা আছে, যা দিয়ে এই জাহাজ মায় ক্যাপ্টেন, মেট, খালাসিসমেত কিনে ফেলা যাবে। অবশ্য এই জাহাজের খালাসিদের দেহ মন সবই সে জয় করে ফেলেছে। দু'জন প্রহরী আর একজন মেট, তার নাম মার্শার, সেও পাদরির দলে ভিড়ে গেছে। দরকার হলে সে জাহাজের ক্যাপ্টেনকেও টাকা দিয়ে কিনে নিতে পারে।

'তা আমাদের কী করতে হবে?' আমি জানতে চাইলাম।

সে বলল, 'কী করবে ভাবছ? আমরা ওই সৈন্যদের লাল রঙের জামাগুলো আরও টকটকে লাল করে দেব।'

'কিন্তু ওদের কাছে বন্দুক আছে।'

'বাপু হে, আমাদেরও অস্ত্র আছে বই কী। আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটা করে পিস্তল থাকবে। আর তা সত্ত্বেও যদি আমরা জাহাজটা দখল করতে না পারি, তা হলে আমরা শিশু। তুমি তোমার বাঁ পাশের ঘরে যে আছে তার সঙ্গে কথা বলে দেখো, তাকে বিশ্বাস করা যাবে কিনা।'

আমি জ্যাক পেন্ডারগাস্টের কথামতো কাজ করলাম। আমার বাঁ পাশের ঘরের লোকটির অবস্থা আমারই মতো। বয়সও বেশি নয়। নকল নথিপত্র চালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। তার নাম ছিল ইভান্স। পরে অবশ্য সেও নাম বদলে নেয়। এখন দক্ষিণ ইংল্যান্ডে বাস করে। বেশ প্রতিপত্তিশালী লোক। সে আমাদের দলে যোগ দিল। অল্প দিনের মধ্যে দু'জন ছাড়া সবাই আমাদের সঙ্গে জুটে গেল। যে-দু'জন যোগ দিলে না তাদের একজন এতই দুর্বল স্বভাবের যে, তাকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে বলে মনে হল না। আর-একজনের খুব সাঙ্ঘাতিক ধরনের জন্ডিস হয়েছিল। গোড়া থেকেই এমন ছিল, আমাদের পক্ষে জাহাজটার দখল নেওয়া মোটেই শক্ত ছিল না। জাহাজের খালাসিগুলো ছিল একদম চোরগুন্ডা। এই জাহাজের জন্যে তাদের বিশেষ ভাবে বাছাই করা হয়েছিল। সেই জাল পাদরি কাগজপত্রে-ভরতি কালো ব্যাগ নিয়ে আমাদের কুঠুরিতে প্রায়ই আসতেন। তিনি এত ঘন ঘন আসতেন যে, তিন দিনের মধ্যেই আমাদের প্রত্যেকের কাছে পিস্তল, কুড়িটা কার্তুজ, আধসের মতো বারুদ আর একটা করে উকো পৌঁছে গেল। জাহাজের দু'জন রক্ষী আর একজন মেট তো পেন্ডারগাস্টের হাতের লোক। ক্যাপ্টেন, আর দু'জন মেট, দু'জন রক্ষী, লেফটেন্যান্ট মার্টিন তার আঠারো জন সৈন্য আর জাহাজের ডাক্তারবাবু এঁরাই আমাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাই আমাদের ভয়ের কিছুই ছিল না। তবু আমরা আটঘাঁট বেঁধে বা বেসুন্থে রাতের অন্ধকারে কাজ হাসিল করব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা এক দিন অদ্ভুত ভাবেই ঘটে গেল।

ফালমাথ থেকে যাত্রা করবার সপ্তাহ-তিনেক পরে একদিন সন্ধেবেলা ডাক্তারবাবু একজন অসুস্থ কয়েদিকে দেখতে তার কুঠুরিতে গেলেন। সেই রুগিকে বিছানায় শুইয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে ডাক্তারবাবুর হাতে পিস্তলটা ঠেকে যায়। ডাক্তারবাবু যদি বুদ্ধিমানের মতো চুপচাপ থাকতেন, তা হলে হয়তো আমরা সবাই ধরা পড়ে যেতাম। কিন্তু তিনি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলেন। সেই কয়েদি যখন বুঝতে পারল যে ডাক্তারবাবু

কেন চেঁচিয়ে উঠছেন তখন সে ডাক্তারবাবুকে মুখ বন্ধ করে বিছানায় শুইয়ে বেঁধে দিল। তারপর সে দরজাগুলো খুলে দিতেই আমরা সকলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলাম। যে-দু'জন সৈন্য পাহারায় ছিল তাদের একজন কী হয়েছে দেখতে আসছিল, তাকে আমরা সকলে হুড়মুড় করে মেরে ফেললাম। জাহাজের বড় ঘরটায় জনাকয়েক সৈন্য বসেছিল। তাদের বন্দুকে বোধহয় গুলি ভরতি করা ছিল না। তারা কিছু করবার আগেই আমরা আবার তাদের খতম করে দিলাম। তখন আমরা ক্যাপ্টেনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। যখন আমরা দরজা ঠেলে ক্যাপ্টেনের ঘরে ঢুকতে যাব, তখনই ঘরের ভিতর থেকে বিকট একটা আওয়াজ শোনা গেল। ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম যে, ক্যাপ্টেনের টেবিলে আটলান্টিক মহাসাগরের একটা ম্যাপ বিছানো রয়েছে, আর সেই ম্যাপের ওপর ক্যাপ্টেন ঘাড় লটকে পড়ে আছে। আর টেবিলের এক দিকে পাদরিসাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পিস্তলের নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বাকি দু'জন মেটকে খালাসিরা বন্দি করে ফেলেছিল। সুতরাং সবকিছুই আমাদের হিসেবমতো হয়ে গেল।

আমরা জাহাজের বড় ঘরে গিয়ে জড় হলাম। যে যেখানে পারলাম বসে পড়ে হইচই করে কথা বলতে লাগলাম। ওই ঘরের খাবার আলমারিতে যত ভাল ভাল খাবার আর পানীয় ছিল সেসব আলমারি ভেঙে যত না খেলাম তার চেয়ে বেশি চারপাশে ছড়িয়ে দিলাম। মুক্তি পেয়ে আমাদের সকলেরই খুব আনন্দ হয়েছিল। ঘরের চার দিকে অনেক আলমারি ছিল। উইলসন, যে এত দিন পাদরি সেজে ছিল, একটা আলমারির চাবি ভেঙে ফেলল। আলমারি ভরতি নানা রকমের ভাল ভাল খাবার জিনিস ছিল। আমরা সেগুলো বের করে এনে খেতে লাগলাম। আমাদের ফুর্তি যখন জমে উঠেছে, বাতাস তখন হঠাৎ বন্দুকের শব্দে বারুদের গন্ধে আর ধোঁয়ায় ভরে ছিল। ধোঁয়া কমে এলে দেখলাম ঘরের ভিতর একটা ঝড় বয়ে গেছে। উইলসন আর তার সঙ্গে আট জন বন্দি মেঝেতে পড়ে ছটফট করছে। ঘরের মধ্যে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে আমি তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হল অন্য সকলেই ভয় পেয়েছিল। আমরা আবার হয়তো ধরাই পড়ে যেতাম, যদি না পেন্ডারগাস্ট আমাদের সঙ্গে থাকত। সে সিংহের মতো গর্জন করে আমাদের যে-ক'জন বেঁচে ছিল তাদের নিয়ে দরজার দিকে তেড়ে গেল। ঘরের স্কাইলাইটা ফাঁক করে লেফটেন্যান্ট আর সৈন্যরা গুলি চালিয়ে ছিল। আমরা যখন তাদের দিকে এগিয়েও গেলাম তখন ওরা বন্দুকে গুলি পুরতে ব্যস্ত ছিল। ওরা আমাদের সঙ্গে জোর লড়াই করল। কিন্তু আমরা মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে ওদের শেষ করে দিলাম। জাহাজটাকে তখন একটা কসাইখানা বলে মনে হচ্ছিল। পেন্ডারগাস্টকে তখন আস্ত শয়তানের মতো দেখাচ্ছিল। সে জীবিতই হোক আর মৃতই হোক, এক-একটা সৈন্যকে ছোট ছেলের মতো দু'হাতে ধরে সমুদ্রে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছিল। যখন মারামারি কাটাকাটি শেষ হল, তখন আমাদের শত্রুপক্ষের বিশেষ কেউ আর বেঁচে ছিল না। বেঁচে ছিলেন শুধু জাহাজের ডাক্তার, একজন প্রহরী আর দু'জন মেট।

এদের নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধল। আমরা একদল বললাম যে, আমরা আমাদের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি। আর মিছিমিছি খুনখারাপি করার দরকার কী? যুদ্ধ যখন চলছে তখন মারতে পারা যায়। কিন্তু শুধু শুধু কি নিরীহ লোককে ঠান্ডা মাথায় খুন করা যায়? আমরা আট জন, পাঁচ জন কয়েদি আর তিন জন খালাসি, বললাম আর কোনও খুনোখুনিতে

BanglaBook.org

আমরা রাজি নই। কিন্তু পেন্ডারগাস্ট আর তার চেলারা আমাদের কথায় সায় দিল না। পেন্ডারগাস্ট বলল, 'আমাদের বাঁচবার একমাত্র রাস্তা হল এদের সকলকে খুন করা। কেন না এদের মধ্যে এক জনও যদি বেঁচে থাকে, আর পরে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় তো আমাদের নির্ঘাত ফাঁসি হবে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকক্ষণ কথাকাটাকাটি হল। পেন্ডারগাস্ট তো এমন রেগে গেল যে, মনে হল সে বুঝি আমাদের মেরেই ফেলবে। শেষ পর্যন্ত পেন্ডারগাস্ট বলল যে, আমরা ইচ্ছে করলে একটা নৌকো নিয়ে জাহাজ ছেড়ে চলে যেতে পারি। আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। আমাদের প্রত্যেককে একপ্রস্থ করে নাবিকদের পোশাক, এক জালা খাবার জল, একটা কম্পাস আর কিছু খাবারদাবার দিয়ে দিল। পেন্ডারগাস্ট একটা ম্যাপ দেখিয়ে বলল যে, আমরা যেন নিজেদের ডুবে-যাওয়া জাহাজের নাবিক বলে পরিচয় দিই। আমরা তখন পনেরো ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং পঁচিশ ডিগ্রি দক্ষিণ দ্রাঘিমায় ছিলাম।

এইবার আমার কাহিনীর সবচাইতে চমকপ্রদ ঘটনার কথা বলব। আমাদের নামিয়ে দিয়েই জাহাজটা পুবমুখে ভেসে চলল। জাহাজটা আস্তে আস্তে দূরে চলে গেল। আমাদের ডিঙিনৌকো সমুদ্রের ওপর ভাসতে ভাসতে জলের টানে এগিয়ে চলল। আমাদের সঙ্গে যারা ছিল তাদের মধ্যে আমি আর ইভান্স ছাড়া সকলেই একদম গোমূর্খ। এখন সমস্যা হল, আমরা কোন দিকে যাব। কেপ দ্য ভের্দ আমাদের পাঁচশো মাইল উত্তরে, আর আফ্রিকা প্রায় সাতশো মাইল পুবে। উত্তর আর পুব, দু'দিক থেকেই বাতাস বইছিল। উত্তরে বাতাসে ভর করে আমরা সিয়েরা লিওনের দিকে যাওয়াই ভাল মনে করলাম। আমরা সেই মতো নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের জাহাজটার দিকে নজর পড়াতে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জাহাজটা থেকে ভসভস করে চাপ চাপ ধোঁয়া বেরোচ্ছে। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ হল। আমাদের কানে তালা লেগে গেল। সেই জায়গায় ধোঁয়া যখন কমে গেল, তখন 'গ্লোরিয়া স্কট' জাহাজের চিহ্নটুকুও আর নেই।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে পৌঁছোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে আমাদের প্রায় একঘণ্টা সময় লেগে গেল। জাহাজটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কাঠের টুকরোগুলো সেখানকার উত্তাল ঢেউয়ের দোলায় উঠছে আর পড়ছে। মনে হল, আমরা অনেক দেরিতে এসেছি। জাহাজের এক জনকেও বোধহয় বাঁচানো যাবে না। আমরা চার দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে নৌকোর মুখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছি, এমন সময় একটা আর্ত চিৎকার কানে এল। যে-দিক থেকে আওয়াজটা এসেছিল সে দিকে ভাল করে নজর করতে লক্ষ করলাম, কাঠের একটা তক্তার ওপর এক জন লোক শুয়ে আছে। আমরা তাকে উদ্ধার করলাম। সেই লোকটাই হাডসন। লোকটার হাত-পা পুড়ে গিয়ে ছিল।

পরে হাডসনের কাছে আমরা যা জানতে পেরেছিলাম তা হল যে, আমরা চলে আসবার পর পেন্ডারগাস্ট ঠিক করে বাকি পাঁচ জনকেও মেরে ফেলবে। দু'জন প্রহরী আর এক জন মেটকে গুলি করে মেরে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর পেন্ডারগাস্ট জাহাজের ডাক্তারকে নিজের হাতে খুন করে। বাকি থাকে শুধু জাহাজের প্রথম মেট। লোকটির গায়ে ছিল যেমন ক্ষমতা, মনে ছিল তেমনই সাহস। কী ভাবে সে জানি না, তার হাতের বাঁধন আলগা করে ফেলেছিল। পেন্ডারগাস্টকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে তাকে পাশ

BanglaBook.org

কাটিয়ে জাহাজের নীচের তলার একটা ঘরে লুকিয়ে পড়ে। কয়েদিরা তাকে যে-ঘরে খুঁজে পায় সে ঘরে জালা-ভরতি বারুদ ছিল। কয়েদিদের আসতে দেখেই সে একটা জালার মুখ ফুটো করে চিৎকার করে বলল, 'এ ঘরে ঢুকলেই সব উড়িয়ে দেব।' তার হাতে একটা দেশলাই ধরা ছিল। শেষকালে অবশ্য মেটই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল না কারও হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে যাওয়া বন্দুকের গুলিতে বারুদের স্তূপে আগুন লেগে গিয়েছিল, তা হাডসন অবশ্য বলতে পারল না। যাই হোক না কেন, গ্লোরিয়া স্কটের সে দিন সেইখানে সলিলসমাধি হল।

পরের দিন 'হটসপার' জাহাজ আমাদের দেখতে পেয়ে তুলে নেয় ও সিডনিতে নামিয়ে দেয়। সেখানে আমি আর ইভান্স দু'জনেই নাম বদলে ফেলি। নতুন দেশে নতুন পরিচয়ে আমরা নতুন ভাবে জীবন শুরু করি।

এর পরের কথা বিশেষ বলবার নেই। পরিশ্রম করে প্রচুর টাকাপয়সা উপার্জন করে আমি দেশে ফিরে আসি। পঁচিশ বছর নিশ্চিন্তে জীবন কাটিয়ে দেবার পর হঠাৎ যে-দিন দুষ্টগ্রহের মতো হাডসন, যাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম, এসে হাজির হল, সে দিন থেকে আমার জীবনের সব সুখ নষ্ট হয়ে গেল। আমি চেষ্টা করেছিলাম ওকে সন্তুষ্ট রাখতে। এখন তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, কেন ওর সব অত্যাচার আমি মুখ বুজে সহ্য করতাম।

যাই হোক, একদিন ও চলে গেল। মুখে কিছু না বললও আমি ওর হাবভাব দেখে বুঝেছিলাম যে, ও আমার সর্বনাশ করবে।

এরপর আঁকাবাঁকা হরফে লেখা: এইমাত্র বেডসের চিঠি পেলাম। হাডসন সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে। ভগবান আমার অপরাধ যেন মার্জনা করেন।"

"বুঝলে ওয়াটসন, এই কাহিনী সে দিন ভিক্টরকে পড়ে শুনিয়েছিলাম আর আজকে তোমাকে পড়ে শোনালাম। ভিক্টর মনে খুবই ব্যথা পেয়েছিল। কিছু দিন পরে ও দেশ ছেড়ে চলে যায়। পরে খবর পেয়েছি তরাই অঞ্চলে চায়ের বাগান করে ও এখন বেশ ভালই আছে। হাডসন আর বেডসের কিন্তু কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। দু'জনেই একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। পুলিশের কাছে কোনও ডায়েরি করা হয়নি। তার থেকে মনে হয় বেডস হাডসনের শাসানিতে ভয় পেয়ে যায়। হাডসনকে বেডসের বাড়ির কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। পুলিশের ধারণা হাডসন বেডসকে খুন করে পালিয়েছে। আমার ধারণা, হাডসন সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে মনে করে বেডস-ই হাডসনকে হত্যা করে টাকাপয়সা যা ছিল তা নিয়ে গা ঢাকা দেয়।

"ডাক্তার, এই হচ্ছে ঘটনা। যদি তোমার ইচ্ছে হয় তো কাগজপত্রগুলো তোমার কাছে রেখে দিতে পারো।"

BanglaBook.org

ব্লুক স্ট্রিট রহস্য

খাপছাড়া ভাবে আমি যে-স্মৃতিকথা লিখে যাচ্ছি তার কারণ কিন্তু একটাই। সেটা হল আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাজের ধারা আর তার আশ্চর্য বিশ্লেষণ-ক্ষমতার কথা সাধারণ লোককে জানিয়ে দেওয়া। কিন্তু লিখতে বসে বেশ মুশকিলে পড়ে গিয়েছি। যে-ধরনের লেখা লিখতে চাই সে রকমের ঘটনা একটাও পাচ্ছি না। ডায়েরির পাতা ওলটাতে ওলটাতে দু' ধরনের 'কেস' নজরে পড়েছে। এক ধরনের রহস্যের তদন্তে হোমস এমন অসম্ভব বাহাদুরি দেখিয়েছে যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। এগুলোকে প্রায় অলৌকিক কাণ্ড বলা যায়। তবে এই ঘটনাগুলোর কোনওটাই দম-বন্ধ-করা রহস্যকাহিনী নয়। এমনকী, বেশ চমকদারও কিছু নয়। তাই এই কাহিনীগুলো লিখতে বিশেষ উৎসাহ পাই না। বুঝতে পারি না, এগুলো পড়তে পাঠকদের ভাল লাগবে কিনা। কতকগুলো ঘটনা আবার রোমহর্ষক। এই সব রহস্যের তদন্তের জন্যে হোমসের ডাক পড়েছে। হোমস ফয়সালাও করে দিয়েছে। তবে সমাধান এত সহজেই হয়ে গেছে যে, হোমস তার কেরামতি দেখাবার বিশেষ কোনও সুযোগই পায়নি। আর সেই কারণেই এই জাতীয় রহস্যের সমাধানে হোমসের 'পার্ট' খুব একটা বড় কিছু নয়।

'বোহেমিয়ায় কেলেঙ্কারি' বলে যে-ঘটনাটার কথা আগে লিখেছি, সেটা এই ধরনেরই ব্যাপার। গ্লোরিয়া স্কট জাহাজের তদন্তটাও এই ধরনের। এ ধরনের রহস্য সমাধানের ঘটনাগুলো আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমার ইচ্ছে হোমসের জীবনী লেখা। তাই যে-সব রহস্যের সমাধানে হোমস তার প্রতিভার পুরোদস্তুর পরিচয় দিতে পেরেছে, সেগুলোর দিকেই আমার ঝোঁক বেশি। আমি হোমসের এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা লিখে যেতে চাই। এসব কথা বলবার পরে আজকে যে-ঘটনার কথা লিখব বলে বসেছি সেটা অবশ্য দ্বিতীয় দফার মধ্যেই পড়ে। এই রহস্যের সমাধান করতে হোমসকে বেশি খাটাখাটনি করতে হয়নি বটে, তবে ঘটনাটা খুবই অদ্ভুত। তাই এই ঘটনার কথা না লিখে পারলাম না।

অক্টোবর মাস। আজ সারা দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে আর গুমোট করে রয়েছে। হোমস বলল, "বিচ্ছিরি আবহাওয়া। এখন একটু হাওয়া দিচ্ছে আর বৃষ্টিও ধরেছে দেখছি। ওয়াটসন, লন্ডনের পথেঘাটে খানিক ঘুরে এলে কেমন হয়?"

ঘরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে আমারও বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। হোমসের কথায় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। ঘণ্টা তিনেক আমরা ব্লুক স্ট্রিট আর স্ট্রান্ড বরাবর ঘুরে বেড়ালাম। অজস্র লোকের মিছিল। প্রত্যেকটি লোকই আলাদা। তাদের বেশবাসের ধরন, হাঁটাচলার কায়দা সবই আলাদা। সব দিক দিয়ে এক অপূর্ব বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। হোমস মাঝে মাঝেই এক এক জনকে ভাল করে দেখে নিয়ে তাদের সম্বন্ধে তার মতামত দিচ্ছিল। সে সব শুনতে

BanglaBook.org

আমার বেশ মজা লাগছিল। আর অবাক হচ্ছিলাম হোমসের দেখবার আর অনুমান করবার ক্ষমতা দেখে।

আমরা যখন বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলাম তখন রাত দশটা বেজে গেছে। দরজার কাছে এসে দেখি একটা ব্রুহাম দাঁড়িয়ে আছে।

"হুম...ডাক্তারের গাড়ি দেখছি। ভদ্রলোক জি. পি.। পারিবারিক চিকিৎসক বলেই বোধ হচ্ছে। খুব বেশি দিন ডাক্তারি শুরু করেননি। তবে পসার বেশ ভালই জমেছে," হোমস বলল। "মনে হচ্ছে আমাদের কাছেই এসেছেন। খুব ভাল সময়েই আমরা ফিরে এসেছি।"

হোমসের কায়দাকানুন আমি এখন মোটামুটি রপ্ত করেছি। তাই কী ভাবে হোমস এ কথাগুলো বলল তা আন্দাজ করতে পারলাম। গাড়ির ভেতরের বাতিদান থেকে ঝোলানো একটা বেতের বাক্সে ডাক্তারি জিনিসপত্র। বাতির আলোয় বাক্সের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। একনজরে গাড়ির ভেতরটা দেখে নিয়ে হোমস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ওটা ডাক্তারের গাড়ি। আমাদের বসবার ঘরে আলো জ্বলছিল। আলো দেখেই হোমস বুঝে নিয়েছিল যে, গাড়ির মালিক বোধহয় আমাদের কাছেই এসেছেন। হঠাৎ একজন ডাক্তার আমাদের কাছে এলেন কেন? নিজে ডাক্তার বলেই বোধহয় আমার আগ্রহ বেশি হল। কৌতূহলে টগবগ করতে করতে আমি হোমসের পিছু পিছু উঠে এলাম।

আমরা ঘরে পা দিতেই ফায়ারপ্লেসের সামনে থেকে এক ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফওলা মুখ শুকিয়ে একেবারে আমসি। ভদ্রলোকের বয়স তেত্রিশ-চৌত্রিশের বেশি হবে না। কিন্তু তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, যে-কোনও কারণেই হোক তাঁর শরীর ভাল নয়। এই বয়সের লোকের যতটা চনমনে থাকা উচিত, ভদ্রলোক মোটেই সে রকম নন। তাঁর চেহারায় একটা ক্লান্তির ছাপ, ভদ্রলোকের হাবভাবও বেশ লাজুক লাজুক। ভদ্রলোকের হাতের আঙুলগুলো এত সুন্দর যে, দেখলেই মনে হয় কোনও চিত্রকরের আঙুল, সার্জেনের আঙুল বলে বোঝা যায় না। ভদ্রলোকের পোশাকও বেশ রুচিসম্পন্ন। কালো ফ্রককোট আর গাঢ় রঙের ট্রাউজার্স। টাই রঙিন।

হোমস হেসে হেসে বলল, "গুড ইভনিং ডক্টর। আপনাকে আমাদের জন্যে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি।"

"ও, আপনি বুঝি আমার কোচোয়ানের সঙ্গে কথা বলছিলেন।"

"না। ওই যে পাশের টেবিলে মোমবাতিটা জ্বলছে, ওটা দেখেই বুঝলাম। আপনি বসুন। আর আমি আপনার কী উপকারে লাগতে পারি, যদি বলেন..."

"আমার নাম ডাঃ পার্সি ট্রেভেলিয়ন," আগন্তুক বললেন, "আমার ঠিকানা ৪০৩ ব্রুক স্ট্রিট।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা আপনিই কি সেই নার্ভের অসুখের ওপর বইটা লিখেছেন?"

আমি যে তাঁর বইয়ের কথা জানি এ কথা জেনে ভদ্রলোকের মুখ খুশিতে চকচকে হয়ে উঠল।

"বইটার কথা আজকাল কারও মুখেই শুনিনা। তাই আমার ধারণা হয়েছিল, বইটার কথা সকলেই ভুলে গেছে। প্রকাশক বিক্রির যা হিসেব দিয়েছে তা দেখেও আমার ধারণাটা আরও জোরদার হয়েছে," ভদ্রলোক বললেন, "আপনি কি ডাক্তারি লাইনের লোক?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। আমি মিলিটারিতে সার্জেন ছিলাম। এখন রিটায়ার করেছি।"

"আমার বরাবরের ঝোঁক নার্ভাস ডিজিজের ওপর। আমার ইচ্ছে ছিল যে পড়াশোনা করে আমি এই ধরনের অসুখের ওপর বিশেষজ্ঞ হব। কিন্তু অনেক সময় মানুষ হাতের কাছে যা পায় সেটাকেই আঁকড়ে ধরে। এখন সেসব কথা থাক। আমি জানি আপনাদের সময়ের দাম আছে। তাই কাজের কথায় আসি। মিঃ হোমস, কিছু দিন ধরে আমার ব্রুক স্ট্রিটের বাসায় অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে। আজ রাতে ব্যাপার এমন সাঙ্ঘাতিক হয়েছিল যে, আমার মনে হল আর কালবিলম্ব না করে আপনাকে সব কথা জানানো উচিত। আপনার সাহায্য আর পরামর্শ ছাড়া আমার কোনও গতি নেই।"

শার্লক হোমস একটা চেয়ারে আরাম করে বসে পাইপ ধরাল। "আমার সাহায্য আর পরামর্শ দুই-ই আপনি পাবেন। কোন ঘটনার জন্যে আপনি এত ঘাবড়ে গেছেন সেটা তা হলে খুলে বলুন।"

ডাঃ ট্রেভেলিয়ন বললেন, "দু'-একটা ঘটনা এতই তুচ্ছ যে, সেসব কথা আপনাকে বলতেই আমার লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা এতই গোলমেলে আর শেষটায় এমন সাঙ্ঘাতিক আকার নিয়েছে যে, আমার মনে হয় সব কথা আপনাকে খুলে বলাই ভাল। কোন কথাটা দরকারি আর কোনটা অদরকারি সেটা আপনি ঠিক বুঝে নেবেন।

"আমার ছাত্র জীবনের কথা দিয়েই শুরু করি, না হলে সব জিনিসটা হয়তো আপনার কাছে খোলসা হবে না। আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। অহংকার করছি মনে করবেন না, আমার মাস্টারমশাইরা বলতেন যে, আমার যে রকম মেধা তাতে আমার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। পাশ করবার পরই আমি কিংস কলেজের হাসপাতালে একটা চাকরি পাই। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা আরম্ভ করি। আমার বরাত ভাল বলতে হবে, আমি ক্যাটালেপসির ওপর যে-কাজ করছিলাম তা অনেকেরই নজরে পড়ে। শেষ পর্যন্ত যে-বইটার কথা আপনার বন্ধু একটু আগে বলছিলেন, সেই বইটার জন্যে ব্রুস পিংকারটন প্রাইজ আর মেডেল পাই। সবাই তখন স্বীকার করলেন যে, আমি অল্প সময়ের মধ্যে খুব নাম করব।

"কিন্তু আমার নিজের দিক থেকে একটা মস্ত বাধা ছিল। সেটা হল টাকা। আপনি তো জানেন কোনও চিকিৎসক যদি কোনও বিশেষ রোগের বিশেষজ্ঞ বলে নিজেকে দাঁড় করাতে চান, তাঁকে ক্যাভেন্ডিস স্কোয়ারের কাছাকাছি যে-সব রাস্তা আছে তারই কোনওটাতে চেম্বার খুলতে হয়। এটাও নিশ্চয়ই জানেন যে, ওই এলাকায় জায়গার ভাড়াও অসম্ভব বেশি। শুধু ঘর হলেই হবে না। উপযুক্ত আসবাবপত্র চাই। সাজসরঞ্জাম চাই। একখানা ভাল গাড়ি চাই। এ তো গেল সব বাইরের জোগাড়। এই সব নিয়ে চেম্বার খুললেই যে পসার হুহু করে জমবে তারও কোনও কথা নেই। বেশ কিছু দিন লেগে থাকতে হবে। আর এ সব করতে হলে চাই অনেক টাকা, যা আমার নেই। সুতরাং আমি ঠিক করলাম যে, বছর-দশেক চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে নিয়ে নিজের চেম্বার খুলব। হঠাৎ একদিন একটা ঘটনা ঘটল। এমন ঘটনা যা আমি কখনও কল্পনাও করতে পারিনি। আর তাতে আমার জীবনের মোড়ই ঘুরে গেল।

"ব্লেসিংটন বলে সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা এক ভদ্রলোক একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সেই হল ঘটনার সূত্রপাত। না বলে-কয়ে ব্লেসিংটন একদিন সকালে সোজা আমার ঘরে এসে হাজির।

"'আপনি কি পার্সি ট্রেভেলিয়ন? ছাত্র হিসেবে আপনার তো খুব নাম ছিল? আচ্ছা কিছু দিন আগে আপনিই তো একটা প্রাইজ পেলেন, তাই না?' ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি কোনও কথা না বলে শুধু মাথা নাড়লাম।

"ভদ্রলোক বললেন, 'আমার কথার সোজাসুজি উত্তর দেবেন। তাতে আখেরে আপনারই ভাল হবে। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যে জীবনে উন্নতি করতে গেলে যে বুদ্ধির দরকার তা আপনার আছে। কিন্তু আপনি কি যথেষ্ট রকম বিবেচক?'

"ভদ্রলোকের চাঁচাছোলা কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম।

"বললাম, 'আমার ধারণা যে আমার বিবেচনা শক্তি আছে।'

"'আপনার কোনও বদ-অভ্যেস আছে? মানে কোনও রকমের নেশাটেশা করেন কি?'

"আমি একটু রাগ করেই বললাম, 'এ সব আপনি কী বলছেন?'

"'না-না, রাগ করবেন না। ঠিক আছে। এ কথাটা তো আমাকে জানতেই হত। এখন কথা হচ্ছে যে, আপনার এত গুণ থাকা সত্ত্বেও আপনি প্র্যাকটিস শুরু করেননি কেন?'

"আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

"'বুঝেছি, বুঝেছি। আর বলতে হবে না। পেটে বিদ্যে যত আছে, পকেটে পয়সা তত নেই,' ভদ্রলোক বলে ফেললেন। 'আচ্ছা আমি যদি ব্রুক স্ট্রিটে আপনাকে একটা চেম্বার করিয়ে দিই তো কেমন হয়।'

"আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"ভদ্রলোক বললেন, 'চেম্বারটা আপনার নয়, আমার নিজের স্বার্থেই খুলব। সব কথা আপনাকে খুলে বলি। বন্দোবস্তটা যদি আপনার পছন্দ হয় তো বলুন, আমি রাজি আছি। আমি কিছু টাকা ব্যবসায় খাটাতে চাই। টাকাটা আমি আপনার ওপরেই লগ্নি করব।'

"'কিন্তু আমার ওপরে কেন,' আমি বললাম।

"'আমার কাছে এটা একটা ফাটকা খেলা। তবে অন্য ফাটকার চাইতে লোকসানের ঝুঁকিটা কম।'

"'আমাকে কী করতে হবে?'

"'সব কথাই আমি আপনাকে বলছি। আমি একটা বাড়ি ভাড়া করব। যা যা আসবাবপত্র বা সাজসরঞ্জাম লাগবে সব জোগাড় করব। লোকজনের মাইনে দেব। অন্যান্য খরচ খরচা সব আমার। আপনাকে যা করতে হবে, সেটা হল চেম্বারে বসে পসার জমানোর চেষ্টা। আপনার হাতখরচা ও অন্যান্য খরচাও আমি দেব। এ সবের বদলে আপনার যা আয় হবে তার তিন ভাগ আমার আর এক ভাগ আপনার।'

"মিঃ হোমস, ব্লেসিংটন এই অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে হাজির হল। এরপর সে আমাকে কী বলল, আমি তাকে কী বললাম, বা কী রকম দর কষাকষি চলতে লাগল সে সব কথা বলে আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করব না। যাই হোক, আর কয়েকদিন পরে আমি ব্রুক স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে গেলাম। ব্লেসিংটন যে-প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাতেই শেষ পর্যন্ত আমি রাজি হয়ে গেলাম। ব্লেসিংটন আমার এক জন আবাসিক রুগি হিসেবে ওই বাড়িতেই থেকে গেলেন। ভদ্রলোকের 'হার্ট' খুব ভাল নয়, তাই সব সময়ে ডাক্তারের চোখে চোখে থাকতে হয়। বাড়ির দোতলায় সবচাইতে ভাল ঘরদুটো ব্লেসিংটন দখল করলেন। একটা তাঁর বসার ঘর। অন্যটা শোবার ঘর। ভদ্রলোকের হালচালও তেমন স্বাভাবিক নয়। কারও সঙ্গে

BanglaBook.org

মেলামেশা করেন না। বাড়ির বাইরেও বড় একটা যান না। ভদ্রলোকের আচারব্যবহার হাবভাব সবই কেমন যেন সৃষ্টিছাড়া। তবে একটা বিষয়ে ভদ্রলোক খুব হুঁশিয়ার। প্রতি দিন সন্ধের পর তিনি আমার চেম্বারে আসতেন আর আমার সারা দিনের রোজগারের হিসেব নিতেন। তারপর পাইপয়সা হিসেব করে ওঁর নিজের অংশটা বুঝে নিয়ে সোজা ওপরে চলে যেতেন। ওঁর ঘরে একটা লোহার সিন্দুক আছে। টাকাটা সিন্দুকে পুরে ফেলতেন।

"একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না। ব্লেসিংটন আমাকে নিয়ে যে-ফাটকা খেলছিলেন তার জন্যে ওঁকে হাহুতাশ করতে হয়নি কোনও দিন। গোড়া থেকেই আমার পসার জমে গিয়েছিল। কয়েক জন রুগিকে চটপট সারিয়ে তোলার ফলে আর হাসপাতালের কাজে আমার সুনামের খাতিরে খুব অল্প দিনের মধ্যেই আমি প্রথম শ্রেণির ডাক্তারদের একজন হয়ে উঠলাম। আর শেষের দু' বছর ব্লেসিংটন তো আমার দৌলতে রীতিমতো বড়লোক হয়ে গেলেন।

"মিঃ হোমস, এই হচ্ছে আমার ইতিহাস আর ব্লেসিংটনের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কাহিনী। এইবার আপনার কাছে আজ এত রাতে কেন ছুটে এসেছি সেই কথাটাই বলি।

"কয়েক সপ্তাহ আগে একদিন সন্ধেবেলায় মিঃ ব্লেসিংটন খুব উত্তেজিত অবস্থায় এসে হাজির হলেন। তিনি ঘরে পা দিয়েই বললেন যে, ওয়েস্ট এন্ডে কাদের বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, চুরির কথা বলতে বলতে তিনি রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আমার মনে হল যে, তিনি সামান্য একটা ব্যাপারকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। ব্লেসিংটন বললেন যে, যত শিগগির সম্ভব আমাদের বাড়ির জানলা-দরজায় মজবুত খিল আর হুড়কো লাগাতে হবে। এ ঘটনার পর দিন সাতেক ব্লেসিংটন খুব ছটফট করতে লাগলেন। লক্ষ করলাম, থেকে থেকেই তিনি জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। প্রতি দিন সন্ধের পর তিনি খিদে বাড়াবার জন্যে একচক্কর বেড়াতে যেতেন। এই ঘটনার পর উনি বাইরে বার হওয়া বন্ধ করে দিলেন। মিঃ ব্লেসিংটনের হাবভাব দেখে আমার মনে হল যে, যে-কোনও কারণেই হোক তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। কীসের জন্যে বা কার জন্যে তিনি এত ভয়ে ভয়ে আছেন সে কথা জিজ্ঞেস করলাম। তাতে তিনি এত রাগারাগি আর অভব্যতা করতে শুরু করে দিলেন যে, আমি আর ওই প্রসঙ্গে কোনও কথা বললাম না। কয়েক দিন কেটে যাবার পরে অবস্থা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। ব্লেসিংটন আবার বাড়ির বাইরে যেতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোলমাল বেধে গেল। ব্লেসিংটন একেবারে ভেঙে পড়েছেন। ওঁকে দেখলে খারাপ লাগে।

"যা ঘটেছে তা বলছি। দু'দিন আগে আমি একটা চিঠি পাই। চিঠিটায় কোনও তারিখ দেওয়া নেই। কোথা থেকে আসছে সে ঠিকানাও দেওয়া নেই। চিঠিটা এখন আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। চিঠির বয়ান এই রকম: ইংল্যান্ডে বসবাসকারী অভিজাত বংশের এক রুশ ভদ্রলোক ডঃ পার্সি ট্রেভেলিয়নের সঙ্গে ব্যক্তিগত কারণে যোগাযোগ করতে চান। কিছুকাল ধরে ইনি ক্যাটালেপসি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা জানতে পেরেছি যে, ডাঃ ট্রেভেলিয়ন এই রোগের একজন বিশেষজ্ঞ। আগামী কাল সন্ধে সওয়া ছটা নাগাদ ইনি ডাঃ ট্রেভেলিয়নের চেম্বারে যাবেন। ডাঃ ট্রেভেলিয়ন যদি অনুগ্রহ করে সেই সময় চেম্বারে থাকেন তো বড় ভাল হয়।

"চিঠিটা পেয়ে আমার ভারী আনন্দ হল। আনন্দের কারণ আর কিছু নয়, ক্যাটালেপসি

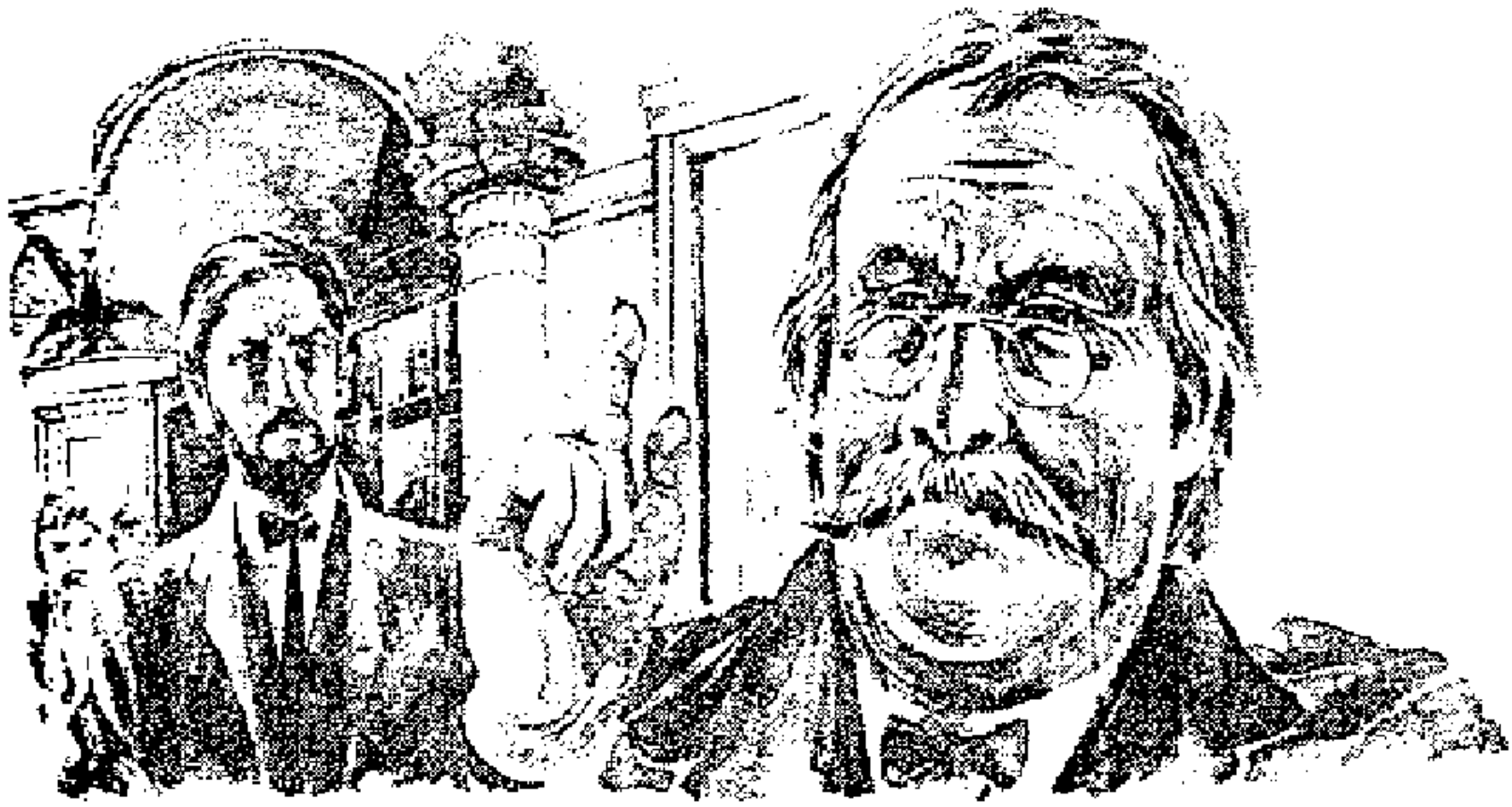

খুব কম লোকের হয়। এটাকে বলা হয় 'রেয়ার ডিজিজ'। সুতরাং আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, ওই সময় আমি অবশ্যই আমার চেম্বারে বসে ছিলাম। ঠিক সওয়া ছ'টার সময় আমার লোক রুগিকে চেম্বারে এনে হাজির করল।

ডাঃ ট্রেভেলিয়ন একটু থেমে শুরু করলেন, "রুগিকে দেখে অভিজাত রুশ বংশের লোক বলে বিশ্বাস করা কঠিন। ভদ্রলোকের সঙ্গে যে সহচরটি এসেছিল তার চেহারাটি দেখবার মতো। লোকটির বয়স কম। খুব লম্বা। সুন্দর দেখতে। হাত-পা-বুক-পিঠের গড়ন দেখলে হারকিউলিসের কথা মনে পড়ে। ছোকরাটি বৃদ্ধ লোকটিকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এল। তারপর সযত্নে অসুস্থ লোকটিকে একটা চেয়ারে বসাল।

"আমাকে লক্ষ্য করে সেই ছোকরা বলল, 'আপনার চেম্বারে ঢুকে পড়েছি বলে মাফ চাইছি।' ওর কথাটা একটু জড়ানো। বলল, 'ইনি আমার বাবা। বাবার শরীর যাতে ভাল থাকে সেটা দেখাই আমার একমাত্র কাজ।'

"ছোকরার কথা শুনে আমার বড় ভাল লাগল। এ রকম পিতৃভক্ত পুত্র আজকাল চট করে দেখা যায় না। তাই বললাম, 'ঠিক আছে। তা আমি যখন আপনার বাবাকে পরীক্ষা করব তখন আপনি এ ঘরে থাকবেন তো?'

"'না না,' প্রায় আর্তনাদ করে ছোকরা বলে উঠল। 'ঘরে আমি কিছুতেই থাকব না। আমার ভীষণ কষ্ট হয়। আমার সামনে বাবার যদি ক্যাটালেপসির লক্ষণ দেখা যায়, তা হলে আমি নির্ঘাত মারা পড়ব। আমার নার্ভ খুব দুর্বল। আপনি বাবার সঙ্গে কথা বলে ওঁকে পরীক্ষা করুন, আমি ততক্ষণ পাশের ঘরে বসি।'

"ছোকরার কথায় আমি রাজি হয়ে গেলাম। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখন আমি আমার রুগিকে নিয়ে পড়লাম। তাঁকে প্রশ্ন করে তাঁর অসুখের সূত্রপাত থেকে যা যা চিকিৎসা হয়েছে সব একে একে জেনে নিয়ে লিখে নিতে লাগলাম। ভদ্রলোককে খুব একটা চালাক-চতুর বলে মনে হল না। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বললেন, তা-ও কেমন ভাসা ভাসা। ওঁর কথা ভাল বুঝতে পারছিলাম না। এর কারণ হয়তো এই যে, ভদ্রলোক ইংরেজিটা তত ভাল জানেন না। আমি লিখতে লিখতে ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। হঠাৎ

BanglaBook.org

খেয়াল হল ভদ্রলোক আমার কথার কোনও উত্তর দিচ্ছেন না। আমি মাথা তুলে তাকাতেই দেখি ভদ্রলোক খাড়া হয়ে বসে আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে আছেন। ভদ্রলোকের চোখের পাতা পড়ছে না। তাঁর চোখের চাউনি কেমন বিহ্বল। ভদ্রলোকের মুখের চামড়া টানটান হয়ে মুখোশের মতো দেখাচ্ছিল। বুঝলাম ভদ্রলোকের মধ্যে ক্যাটালেপসির লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

"ভদ্রলোককে দেখে প্রথমে আমার কষ্ট আর আশঙ্কা হচ্ছিল। কিন্তু তার পরেই আমি আমার রুগির শরীরের তাপ নাড়ির গতি পরীক্ষা করে লিখে নিলাম। তারপর তার মাংসপেশি কতটা শক্ত হয়ে উঠেছে সেটাও পরীক্ষা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার অবচেতন প্রক্রিয়া কতটা স্বাভাবিক তাও লক্ষ করলাম। ভদ্রলোককে পরীক্ষা করে আমি এমন কিছু পেলাম না, যা অস্বাভাবিক বলা যায়। এ ধরনের বহু রুগি আমি আগে দেখেছি। আগে এই ধরনের রুগিকে অ্যামিল নাইট্রেট দিয়ে খুব ভাল ফল পেয়েছি। আমার মনে হল যে ভদ্রলোককে ওই ওষুধটা দিয়ে দেখি না কেন। ওষুধটা আমার চেম্বারে ছিল না। ছিল ল্যাবরেটরিতে। ওষুধটা আনতে গেলাম। ওষুধ খুঁজে পেতে একটু দেরি হল। খুব জোর মিনিট-পাঁচেক পরে আমি ফিরে এলাম। ঘরে ফিরে এসে আমার যা অবস্থা হল তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। ঘর খালি। রুগি নেই।

"আমি প্রথমেই পাশের ঘরে ছুটে গেলাম। ভদ্রলোকের ছেলে নেই। হলঘরের দরজাটা ভেজানো, বন্ধ করা নয়। যে-ছেলেটি রুগিদের আমার কাছে ডেকে দেয় সে খুব একটা চালাক-চতুর না। তার ওপর ও এই নতুন কাজ করতে এসেছে। কাজের ধারাটাও বুঝে উঠতে পারেনি। ছেলেটা নীচে থাকে। আমি ঘণ্টা বাজালে ওপরে এসে রুগিকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায়। ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম। না, ও কিছু জানে না। ব্যাপারটা কেমন রহস্য বলে মনে হল। খানিক পরে মিঃ ব্লেসিংটন বেড়িয়ে ফিরে এলেন। এই ব্যাপারটার সম্বন্ধে কোনও কথাই আমি ওঁকে বললাম না। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ওঁকে ইদানীং এড়িয়ে চলি। খুব দরকার না হলে ওঁর সঙ্গে কথাটথা বলি না।

"আমার ধারণা হয়েছিল যে, রুশ ভদ্রলোকের ব্যাপারটা বোধহয় শেষ হয়ে গেল। ও নিয়ে আমি তাই আর মাথা ঘামাইনি। কিন্তু হঠাৎ বলা-কওয়া নেই ওরা বাপ-ছেলে যখন আমার চেম্বারে আবার এসে হাজির হলেন তখন আমি সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। এতই অবাক হলাম যে, আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না।

"'গতকাল আপনার চেম্বার থেকে হঠাৎ না বলে কয়ে চলে যাওয়ার জন্যে আপনার কাছে মাফ চাইতে এসেছি,' আমায় বললেন।

"আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আপনাদের কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক।'

"ভদ্রলোক বললেন, 'আসল কথাটা কী জানেন, ওই রকম অবস্থার পর আমি যখন সুস্থ হয়ে উঠি আমার মাথাটা তখন কী রকম খালি হয়ে যায়। কিছুই মনে থাকে না। সুস্থ হয়ে দেখলাম যে, আমি অচেনা একটা ঘরে বসে আছি। কোথায় এসেছি, কেন এসেছি কিছুই ভেবে পেলাম না। তাই আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।'

"ভদ্রলোকের ছেলে বললেন, 'বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দেখে আমি ভাবলাম যে, কথাবার্তা সব হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। তাই আমিও কাউকে কিছু না বলে চলে গেলাম। আসল কথাটা জানতে পারলাম বাড়ি পৌঁছে।'

BanglaBook.org

"আমি হেসে বললাম, 'তাতে খুব একটা ক্ষতি হয়নি। শুধু মাঝখান থেকে আমাকে বেশ চিন্তার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তা হলে চলুন, চেম্বারে যাই। কালকের বাকি কাজটুকু আজ সেরে ফেলি।'

"প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওঁর কী হয়, কী কষ্ট, সব জেনে নিলাম। তারপর প্রেসক্রিপশন লিখে ওঁকে কী কী করতে হবে বুঝিয়ে দিলাম। তারপর ছেলের হাত ধরে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

"আপনাদের আগেই বলেছি যে, সারা দিনের মধ্যে এই সময়েই মিঃ ব্লেসিংটন শরীর চাঙ্গা রাখবার জন্যে একবার বেড়াতে যান। একটু পরেই উনি ফিরে এলেন আর সোজা ওপরে চলে গেলেন। ওপরে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উনি ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন। কাঁপতে কাঁপতে উনি আমার চেম্বারে ঢুকে পড়লেন। মিঃ ব্লেসিংটন এমন সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়েছিলেন যে, আমার মনে হল, উনি হয়তো ভয়ের চোটে পাগলই হয়ে যাবেন।

"'আমার ঘরে কে ঢুকেছিল?' উনি জানতে চাইলেন।

"'কেউ তো যায়নি,' আমি বললাম।

"'মিছে কথা,' চিৎকার করে উনি বললেন, 'এসে দেখে যান।'

"উনি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলেন বলে ওঁর এই ধরনের কথা আমি চুপ করে সয়ে গেলাম। ওঁর সঙ্গে ওপর তলায় ওঁর ঘরে গেলাম। উনি ঘরের মেঝের দিকে দেখালেন। মেঝের পাতলা কার্পেটের ওপর কতকগুলো পায়ের ছাপ।

"আমার দিকে তাকিয়ে উনি চিৎকার করে বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও যে এগুলো সব আমার পায়ের ছাপ?'

"পায়ের ছাপগুলো মিঃ ব্লেসিংটনের পায়ের ছাপের চাইতে বেশ বড়। আর দেখেই বোঝা যায় যে, ছাপগুলো পুরনো নয়, নতুন। আপনাদের খেয়াল আছে নিশ্চয়ই যে, বিকেলের দিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। রুশ ভদ্রলোক আর ছেলে ছাড়া আর কেউ আসেওনি। বুঝলাম যে, আমি যখন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন ওঁর ছেলে নিশ্চয়ই মিঃ ব্লেসিংটনের ঘরে ঢুকেছিল। তবে কেন যে সে এ কাজ করেছে তা বুঝতে পারলাম না। ঘরের কোনও জিনিস নড়ানো বা সরানো হয়নি। কোনও জিনিস খোয়াও যায়নি। তবে সে যে ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করেছে সে কথা পরিষ্কার।

"যদিও ব্যাপারটা যে-কোনও লোককেই ভাবিয়ে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট, তবুও আমার মনে হল যে, মিঃ ব্লেসিংটন ব্যাপারটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, উনি একটা আরামচেয়ারে বসে কাঁদতে শুরু করলেন। উনি এমন আবোলতাবোল বকতে লাগলেন যে, তা বলবার নয়। শেষকালে ওঁর কথা থেকে বুঝতে পারলাম যে, উনি আপনাকে এই সমস্যা সমাধানের ভার দিতে চান। যদিও ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ এবং এটা নিয়ে আপনার কাছে আসা মানে মশা মারতে কামান দাগা হয়ে যাচ্ছে, তবুও সব দিক ভেবেচিন্তে আমি আপনার কাছে আসাটাই ঠিক বলে মনে করলাম। এখন আপনি যদি আমার সঙ্গে এসে ওঁকে একটু শান্ত করতে পারেন তো ভাল হয়। আমি গাড়ি নিয়েই এসেছি।"

হোমস খুব মন দিয়ে ডাঃ ট্রেভেলিয়নের প্রতিটি কথাই শুনছিল। বুঝতে পারলাম, এই দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে সে নিশ্চয়ই কোনও জটিল রহস্যের সন্ধান পেয়েছে। তাই সে মনে মনে

BanglaBook.org

এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। অবশ্য হোমসকে দেখে তার মনের কথা বোঝবার উপায় নেই। ভাবলেশহীন মুখ। চোখের পাতাগুলো প্রায় বুজে এসেছে। কেবলমাত্র ওর পাইপ থেকে যে রকম ঘন ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছিল তাতেই বোঝা যাচ্ছিল যে ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে হোমস ভেতরে ভেতরে কী রকম অস্থির হয়ে উঠেছে। ডাঃ ট্রেভেলিয়ন থামতেই হোমস লাফিয়ে উঠে পড়ল। একটিও কথা না বলে সে আমার টুপিটা আমাকে দিয়ে নিজের টুপিটা টেনে নিয়ে ডাঃ ট্রেভেলিয়নকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মিনিট-পনেরোর মধ্যেই আমরা ডাঃ ট্রেভেলিয়নের ব্রুক স্ট্রিটের বাসায় পৌঁছে গেলাম। ওয়েস্ট এন্ডের বাড়িগুলো যেমন হয় ঠিক তেমনই গোমড়ামুখো ন্যাড়াবোঁচা বাড়ি। অল্পবয়সি একটা চাকর দরজা খুলে দিল। চওড়া কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।

হঠাৎ সিঁড়ির আলোটা নিবে গেল। হকচকিয়ে গিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। অন্ধকার থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় কে যেন বলল, "আমার হাতে পিস্তল আছে। আর এক পা এগোলেই গুলি করব।"

ডাঃ ট্রেভেলিয়ন বিরক্ত হয়ে বললেন, "মিঃ ব্লেসিংটন, আপনি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।"

"ও ডাক্তার, আপনি। ভদ্রলোকের বলার ধরন দেখে বুঝলাম যে, তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। "কিন্তু এ ভদ্রলোকেরা? এঁরা সাচ্চা লোক তো?"

আমরা বুঝতে পারলাম যে, ব্লেসিংটন আমাদের আড়াল থেকে ভাল ভাবে দেখছেন।

খানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক আছে। আপনারা ওপরে আসুন। কথায় বলে সাবধানের মার নেই। আশা করি আমার ব্যবহারে আপনারা রাগ করেননি।"

ভদ্রলোক সিঁড়ির গ্যাসের আলোটা জ্বেলে দিলেন। গ্যাসের আলোয় যে-মানুষটিকে দেখলাম তাঁর সবটাই অদ্ভুত। ভদ্রলোকের চোখে-মুখে ভীষণ একটা ভয়ের ছাপ। উনি বেশ মোটা। তবে মনে হল যে, আগে আরও মোটা ছিলেন। শরীরে চামড়া ঝুলে গেছে। মুখের চামড়া বেশি ঝুলে গেছে বলে মুখটা ব্লাড-হাউন্ডের মতো দেখাচ্ছে। মাথার চুল পাতলা হতে শুরু করেছে। ভয়ে চুলগুলো খাড়া খাড়া। ভদ্রলোকের হাতে একটা পিস্তল ছিল। আমরা এগোতেই পিস্তলটা উনি পকেটে পুরে ফেললেন।

"গুড ইভনিং, মিঃ হোমস," ভদ্রলোক বললেন, "আপনি এসেছেন বলে আমি যে কী আরাম পেয়েছি তা বলে বোঝাতে পারব না। আপনার সাহায্য ছাড়া আমার চলবে না। আমার ঘরে যে বাইরের লোক ঢুকেছিল, সে কথা ডাঃ ট্রেভেলিয়ন নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন।"

"হ্যাঁ, তা শুনেছি," হোমস বলল। "ওই লোকদুটি কে মিঃ ব্লেসিংটন? আর কেনই বা ওরা আপনাকে এ ভাবে উৎপীড়ন করছে?"

মিঃ ব্লেসিংটন ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বললেন, "সেটা বলা শক্ত। আর তা ছাড়া আপনার এ কথার আমি কী উত্তর দেব বলুন তো, মিঃ হোমস।"

"আপনি বলছেন যে ওদের আপনি চেনেন না।"

"অনুগ্রহ করে আপনারা এ দিকে আসুন। এই যে, এই ঘরে।"

ভদ্রলোক আমাদের তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা বেশ বড় আর সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানো।

BanglaBook.org

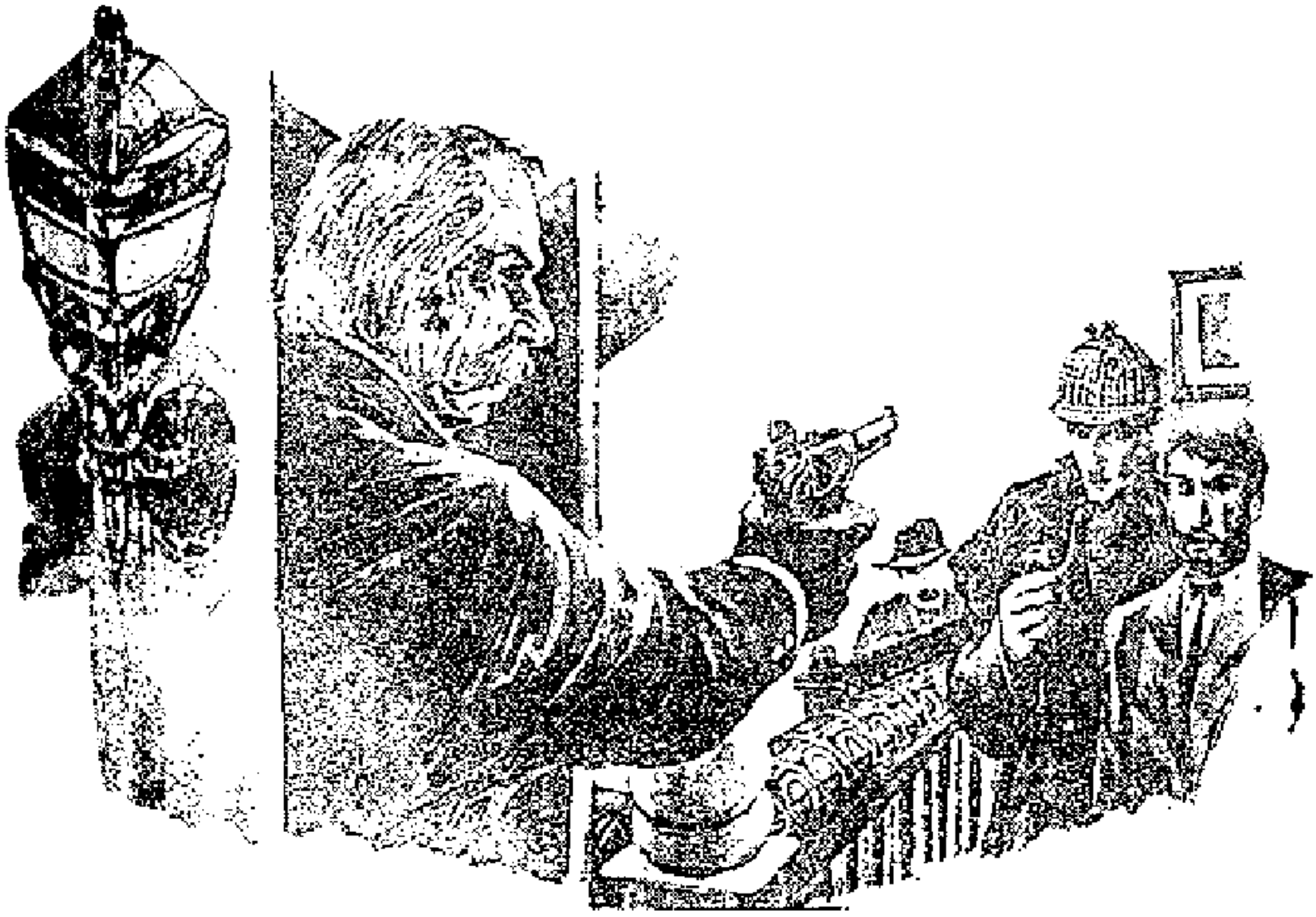

"ওটা দেখছেন?" খাটের একধারে রাখা একটা বড় কালো বাক্স ভদ্রলোক আঙুল তুলে আমাদের দেখালেন। "আমি খুব বড়লোক নই, মিঃ হোমস। জীবনে আমি ডাঃ ট্রেভেলিয়নকে সাহায্য করা ছাড়া কোনও ফাটকাও খেলিনি। আমার কথা সত্যি কিনা তা ডাঃ ট্রেভেলিয়নকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। কিন্তু আমি ব্যাঙ্কওলাদের বিশ্বাস করি না। আমি ব্যাঙ্কওলাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াই না। আপনাকে বিশ্বাস করে কথাটা বলছি, আমার যা সামান্য টাকাকড়ি আছে তা সবই ওই বাক্সের মধ্যে রাখা। তা হলে বুঝতেই পারছেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে অচেনা কোনও লোক ঘরে ঢুকেছে জানতে পারলে আমার মনের অবস্থা কী হয়!"

হোমস মিঃ ব্লেসিংটনের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "মিঃ ব্লেসিংটন, আপনি যদি সত্যি কথা না বলেন তো আমার পক্ষে আপনাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু আমি তো আপনাকে সব কথাই বলেছি।"

মুখটা অত্যন্ত ব্যাজার করে হোমস ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। "গুড নাইট, ডাঃ ট্রেভেলিয়ন," হোমস বলল।

কাতর ভাবে ব্লেসিংটন বললেন, "আপনি আমাকে কী করতে বলছেন?"

"আপনাকে একটি উপদেশ দিই। সত্যি কথা বলতে শিখুন।"

আর কোনও কথা না বলে হোমস বেরিয়ে এল। পেছনে পেছনে আমিও। রাস্তায় বেরিয়েও হোমস কোনও কথা বলল না। হনহন হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাড়ির দিকে এগোলাম। অক্সফোর্ড স্ট্রিট পার হয়ে যখন হার্লে স্ট্রিটের অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে এসেছি তখন হোমস মুখ খুলল।

BanglaBook.org

"অযথা তোমার খানিকটা হয়রানি হল, ওয়াটসন। তবে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো।"

আমি বললাম, "আমি কিন্তু মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি।"

"দেখো, বোঝাই যাচ্ছে যে এ সবের মূলে আছে দু'টি লোক। আরও বেশি লোকও থাকতে পারে। তবে দু'টি লোকই প্রধান, যে-কোনও কারণেই হোক এরা মিঃ ব্লেসিংটনের পেছনে লেগেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি যে, দু' দিনই ওই ছোকরাটি মিঃ ব্লেসিংটনের ঘরে ঢুকেছিল। আর ওর সঙ্গী কৌশলে ডাক্তারকে চেম্বারে আটকে রেখেছিল।"

"তা হলে ক্যাটালেপসির ব্যাপারটা?"

"অভিনয়, ওয়াটসন, অভিনয়। অবশ্য ডাঃ ট্রেভেলিয়নের সামনে কথাটা বলতে আমার খারাপ লাগত। এই অসুখের লক্ষণগুলো এমন যে নকল করা মোটেই শক্ত নয়। আমি নিজেই বহু বার ক্যাটালেপটিকের অভিনয় করেছি।"

"তারপর কী হল?"

"ঘটনাচক্রে দু'দিনই মিঃ ব্লেসিংটন বাড়িতে ছিলেন না। ওরা ট্রেভেলিয়নের কাছে আসবার এমন একটা সময় বেছে নিয়েছিল যে-সময় চেম্বারে রুগি বিশেষ থাকে না। আর ওই সময় ব্লেসিংটনও বেড়াতে যান। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ওরা ব্লেসিংটনের সম্বন্ধে খুব বেশি খবরাখবর রাখে। ওরা যদি ডাকাতির মতলবে আসত তা হলে ওরা ঘরের জিনিসগুলো উলটেপালটে দেখত। তা ছাড়া মানুষ যখন প্রাণভয়ে ভীত হয় তখন তার চোখের দৃষ্টি পালটে যায়। সে দৃষ্টি আমি চিনি ওয়াটসন। দু'জন লোক ব্লেসিংটনকে খুন করবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে, ব্লেসিংটন বলছেন তিনি কিছুই জানেন না। এটা কি একটা বিশ্বাস করার মতো কথা হল? আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই লোকদু'টিকে ব্লেসিংটন চেনেন। আর সে কথা যে তিনি গোপন করছেন তার পেছনেও ওঁর উদ্দেশ্য আছে। দেখা যাক কাল সকালে ব্লেসিংটন হয়তো মত বদলাতে পারেন। তখন সব কথা তাঁর কাছ থেকে জানা যাবে।

আমি বললাম, "অবশ্য ওপর ওপর দেখলে ব্যাপারটা যে অসম্ভব এবং অবাস্তব মনে হতে পারে সে কথা মানছি। তবুও ধরো এমন কী হওয়া একেবারেই অসম্ভব যে, ওই রুগি আর ছেলের ব্যাপারটা ডঃ ট্রেভেলিয়নের নিজের কল্পনা। ডাঃ ট্রেভেলিয়নই মিঃ ব্লেসিংটনের ঘরে গিয়েছিলেন।

"বন্ধু হে, এ কথা আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল। কিন্তু গোড়াতেই আমি এমন প্রমাণ পেলাম যার থেকে বুঝলাম যে, ডাক্তার সত্যি কথাই বলছে। সেই অল্পবয়সি ছোকরার জুতোর দাগ আমি সিড়ির কার্পেটে দেখতে পাই। তাই ঘরের ভেতরে ঢুকে ওর পায়ের ছাপ আর দেখতে পাইনি। আমি তোমায় বলছি শোনো, ব্লেসিংটন পরেন সুঁচলো জুতো। কিন্তু ওই জুতোর মুখটা থ্যাবড়া। তা ছাড়া ডাঃ ট্রেভেলিয়নের চাইতে ওই ছোকরার পায়ের মাপ প্রায় দেড় ইঞ্চি মতো বড়। এ দুটো কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ওই লোকটি একটি রক্তমাংসের লোক। ডাঃ ট্রেভেলিয়নের কল্পনার চরিত্র নয়। যাক, এ নিয়ে ভেবে এখন আর মাথা গরম করে লাভ নেই। আমার মন বলছে যে, কাল সকালেই ব্রুক স্ট্রিট থেকে আমাদের ডাক আসবে। ডাক না এলে বিস্মিত হব।"

শার্লক হোমসের কথা খেটে গেল। যা ব্যাপার ঘটল তা একেবারে পুরোদস্তুর নাটক।

BanglaBook.org

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল তখন সবেমাত্র সাড়ে সাতটা বাজে। ভাল করে আলো ফোটেনি। চোখ মেলতে দেখলাম যে, ড্রেসিং গাউন পরে হোমস আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে।

হোমস বলল, "ওয়াটসন, আমাদের জন্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"ব্রুক স্ট্রিটের কাণ্ড।"

"নতুন কোনও খবর আছে নাকি?"

"ঘটনা নিশ্চয়ই গুরুতর। তবে কিছুটা ধোঁয়াটে। ঘরের পরদা সরাতে সরাতে হোমস বলল, "এই দেখো। নোট বইয়ের পাতা ছিঁড়ে পেনসিলে কী লেখা আছে: "ভগবানের দোহাই এখনই চলে আসুন—পি. টি।' ডাক্তার ট্রেভেলিয়ন খুব বিপদে পড়ে এই চিঠি লিখেছেন। উঠে পড়ো, ওয়াটসন। এক মুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না।"

মিনিট-পনেরোর মধ্যেই আমরা ডাঃ ট্রেভেলিয়নের বাসায় পৌঁছে গেলাম। আমাদের দেখতে পেয়ে ডাক্তার ছুটে এলেন। ভয়ে তাঁর মুখ একদম সাদা।

দু' হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে ডাঃ ট্রেভেলিয়ন বললেন, "ওহ্, কী মারাত্মক কাণ্ড!"

"কী হয়েছে?"

"ব্লেসিংটন আত্মহত্যা করেছে।"

হোমস মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল।

"হ্যাঁ, রাত্তিরবেলায় উনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।"

ডাঃ ট্রেভেলিয়ন আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আমার মনে হল ওই ঘরটা ডাঃ ট্রেভেলিয়নের রুগিদের বসবার ঘর।

ডাঃ ট্রেভেলিয়ন বললেন, "আমি যে কী করছি তা নিজেই জানি না। পুলিশ এসেছে। ওরা এখন ওপরে রয়েছে। কাণ্ড যা হচ্ছে তাতে তো আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড়।"

"কখন জানতে পারলেন যে, উনি এই কাণ্ড করেছেন?"

"রোজ সকালে ঘরে বসে উনি এক কাপ চা খান। সাতটা-নাগাদ আমাদের কাজের মেয়েটি চা তৈরি করে ওঁর ঘরে নিয়ে যায়। ঘরে পা দিয়ে সে দেখে এই কাণ্ড। ঘরের মাঝখানে গলায় দড়ি দিয়ে উনি ঝুলছেন। ওই ঘরের ঠিক মাঝখানে ঝাড় টাঙাবার একটা আংটা আছে। সেই আংটা থেকে দড়ি গলায় বেঁধে যে-বাক্সটা কাল আমাদের দেখিয়ে ছিলেন, সেই বাক্সটার ওপরে দাঁড়িয়ে উনি ঝুলে পড়েন।"

হোমস কোনও কথা বলল না। বুঝলাম সে গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে হোমস বলল, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমরা একবার ওপরে যাব।" আমরা দোতলায় গেলাম। আমাদের পেছনে পেছনে এলেন ডাঃ ট্রেভেলিয়ন।

শোবার ঘরে পা দিতেই যা দেখলাম তা এক কথায় বীভৎস। চোখে দেখা যায় না। ঘরের মাঝখানে ব্লেসিংটনের দেহটা ঝুলছে। আগেই বলেছি যে, ব্লেসিংটন খুব মোটাসোটা লোক ছিলেন। অনেকক্ষণ ওই রকম ভাবে ঝুলে থাকার দরুণ তাঁর শরীরটা আজ অস্বাভাবিক রকমের মোটা দেখাচ্ছিল। তার ওপর মুণ্ডুটা দেখাচ্ছিল ছাড়-ছাড়ানো মুরগির মতো। ব্লেসিংটনের গায়ে রাতের পোশাক। ব্লেসিংটনের লাশের কাছে একজন চালাক চালাক দেখতে পুলিশ ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

BanglaBook.org

হোমস ঘরে ঢুকতেই ইন্সপেক্টর বললেন, "আপনাকে দেখে বড় আনন্দ হল মিঃ হোমস।"

"গুড মর্নিং লেনার," হোমস বলল। "আমি এখানে এসে পড়ায় তুমি নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হচ্ছ না। তুমি কি সব কথা শুনেছ?"

"হ্যাঁ, কিছু কিছু কথা শুনেছি।"

"ব্যাপারটার সম্বন্ধে তোমার মত কী?"

"আমার যা মনে হচ্ছে তা হল যে ভদ্রলোক স্রেফ ভয় পেয়েই এই কাণ্ডটা করেছেন। বিছানার অবস্থা দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে উনি ঘুমিয়েছিলেন। আপনি তো জানেন মিঃ হোমস যে, ভোরের দিকে—পাঁচটা নাগাদই—আত্মহত্যার ঘটনা বেশি ঘটে। এ ব্যাপারটাও মনে হয় ওই সময়েই হয়েছে। এটা একটা সাধাসিধে আত্মহত্যার কেস।"

ব্লেসিংটনকে দেখে আমি বলছিলাম, "এঁর মাংসপেশিগুলো যে রকম শক্ত হয়ে উঠেছে তার থেকে মনে হয় অন্তত ঘণ্টা-তিনেক আগেই উনি মারা গেছেন।"

"এই ঘরের মধ্যে নজরে পড়ার মতো কিছু দেখেছ কি?"

"মুখ ধোওয়ার বেসিনে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর ক'টা স্ক্রু পড়ে ছিল। ফায়ার প্লেসের কাছে গোটা চারেক চুরুটের টুকরো পেয়েছি। মনে হয় ভদ্রলোক খুব চুরুট খেয়েছেন।"

হোমস বলল, "হুঁ,...ওঁর সিগার হোলডারটা পেয়েছ?"

"না। সিগার হোলডার তো নজরে পড়েনি।"

"ওঁর সিগার কেসটা কোথায়?"

"ব্লেসিংটনের কোটের পকেটেই ছিল।"

হোমস সিগার কেসটা খুলে ফেলল। ভেতরে একটা সিগার ছিল। সেটা শুঁকে হোমস বলল, "এটা হাভানা সিগার। কিন্তু ওই চারটে সিগারের টুকরো হল অন্য তামাক দিয়ে তৈরি। ডাচরা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে এই তামাকপাতা আনিয়ে এই সিগার তৈরি করে। এগুলো সাধারণত খড়জাতীয় জিনিস দিয়ে মোড়া থাকে আর সাধারণ সিগারের চাইতে সরু হয়।"

হোমস পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং লেন্সটা বের করে সিগারের টুকরো চারটে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

"দুটো টুকরো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, সিগারদুটো হোলডারে ঢুকিয়ে খাওয়া হয়েছিল। আরও দুটো এমনিই খাওয়া হয়েছে। তা ছাড়া দুটো সিগারের তলার দিকটা ভোঁতা ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে। আর দুটো সিগার দাঁত দিয়ে ছেঁড়া হয়েছে। যে ছিঁড়েছে তার দাঁত খুব ভাল।...মিস্টার লেনার, এটা আত্মহত্যার ব্যাপার নয়। ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে খুন করা হয়েছে ওই ভদ্রলোকটিকে।"

"অসম্ভব!" লেনার চেঁচিয়ে বললেন।

"কেন অসম্ভব?"

"গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে কেউ কি কাউকে খুন করে?"

"সেইটেই তো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।"

"খুনিরা বাড়ির ভেতরে ঢুকল কেমন করে?"

"সামনের দরজা দিয়ে।"

BanglaBook.org

"কিন্তু সকালবেলা তো দরজায় খিল দেওয়াই ছিল।"

"তা হলে খুনিরা চলে যাবার পরে খিল লাগানো হয়েছিল।"

"আপনি কী ভাবে জানলেন?"

"আমি যে তাদের যাতায়াতের কিছু হদিশ পেয়েছি। একটু ধৈর্য ধরো; আমি তোমাকে আরও কিছু খবর দিতে পারব, ইন্সপেক্টর।"

হোমস দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর দরজার ল্যাচের চাবিটা বারকয়েক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর চাবিটা বের করে নিল। চাবিটাকেও বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে হোমস ঘরের মেঝে, কার্পেট, টেবিল, চেয়ার, বিছানা সব এক এক করে পরীক্ষা করল। তারপর যখন তার দেখাশোনা শেষ হল তখন আমাকে আর ইন্সপেক্টরকে ডেকে নিয়ে ব্লেসিংটনকে নামিয়ে ফেলল। তারপর একটা চাদর দিয়ে তার দেহটা ঢেকে দিল।

হোমস বলল, "এই দড়িটা এল কোথা থেকে?"

ব্লেসিংটনের খাটের তলা থেকে একটা দড়ির বান্ডিল বের করে ডাঃ ট্রেভেলিয়ন বললেন, "এইটা থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। আগুন সম্বন্ধে ব্লেসিংটনের দারুণ ভয় ছিল। যদি বাড়িতে আগুন লেগে যায়, যদি উনি ঘর থেকে বার হতে না পারেন, সেই ভয়ে এই দড়িটা রেখে দিয়েছিলেন। সে রকম অবস্থা হলে উনি দড়ি বেঁধে জানলা দিয়ে ঝুলে পড়বেন—এই ছিল ওঁর মতলব।"

হোমস গম্ভীর ভাবে বলল, "এতে করে খুনিদের পরিশ্রমই বেঁচে গেছে।...এমনিতে ব্যাপারটা খুব সোজা। মনে হয় সন্ধের মধ্যে সবকিছুর ফয়সালা করে ফেলতে পারব। ম্যানটেলপিসের ওপরে ব্লেসিংটনের যে-ছবিটা রয়েছে ওটা আমি নিয়ে যাব। আমার তদন্তের সুবিধে হবে।"

হোমসের কথায় ডাঃ ট্রেভেলিয়ন বলে উঠলেন, "কিন্তু আপনি তো আমাদের কোনও কথাই বলছেন না।"

হোমস বলল, "ঘটনা যা ঘটেছে তা তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে। তিন জন লোক ছিল। ছোকরামতো একজন, বয়স্ক একজন, আর একজন যার পরিচয় আমি পাইনি। প্রথম দু'জন যে কে তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। সেই রুশ ভদ্রলোক আর তার ছেলে যারা আপনাকে দেখাতে এসেছিল। সেই জন্যেই ওদের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই জানি। বাড়ির মধ্যে ওদের দলের একজন কেউ ছিল সে-ই খিল খুলে ওদের ঢুকতে ও বার হতে সাহায্য করেছে। ইন্সপেক্টর, আমার উপদেশ যদি শোনো তো এ বাড়ির খানসামা খটাল লোকটিকে এখনই গ্রেফতার করো। লোকটি অল্প ক'দিন আগে চাকরিতে বহাল হয়েছে। তাই না ডাঃ ট্রেভেলিয়ন?"

ডাঃ ট্রেভেলিয়ন বললেন, "সে ছোঁড়ার সকাল থেকে পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। কাজের মেয়েটি আর রাঁধুনি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

হোমস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "এই নাটকে ওই চাকরটির ভূমিকা কিন্তু মোটে তুচ্ছই নয়। বাড়ির ভেতরে ঢুকে ওই লোকগুলো পায়ের পাতার ওপর আলতো করে ভর দিয়ে সিঁড়িতে উঠেছিল। প্রথমে বৃদ্ধ, তারপরে সেই ছোকরা আর তার পিছনে তৃতীয় লোকটি—

"হোমস!" আমি না বলে পারলাম না।

"না না, পায়ের ছাপের ওপরে ছাপ যে পড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারটা কার

BanglaBook.org

পায়ের ছাপ তা দেখবার সুযোগ কাল রাতে আমার হয়েছিল। যাই হোক দোতলায় উঠে ওরা দেখে যে ব্লেসিংটনের শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে চাবি বন্ধ। সরু তার দিয়ে ওরা তালা খুলে ফেলে। খালি চোখে দেখলেও তালার গায়ে অনেক আঁচড়-কাটা দাগ দেখতে পাবেন আপনারা।

"ঘরে ঢুকেই ওরা ব্লেসিংটনের মুখ বেঁধে দেয়। ব্লেসিংটন তখন ঘুমোচ্ছিলেন। আর যদি উনি জেগেও থাকেন তো ওদের দেখে ভয়েই আধমরা হয়ে গিয়েছিলেন। এই ঘরের দেওয়াল খুব পুরু। সুতরাং উনি যদি চেঁচিয়েও থাকেন তো সে চিৎকার ঘরের বাইরে থেকে শোনা যায়নি।

"ব্লেসিংটনকে কবজা করে ওরা বেশ খানিকক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেছিল। আমার ধারণা, ওরা একটা ছোটখাটো বিচারসভা বসিয়েছিল। এই বিচারপর্ব চলেছিল বেশ খানিকক্ষণ। সেই সময় ওরা চুরুট খেয়েছিল। বৃদ্ধ লোকটি বসেছিল এই বেতের চেয়ারে। ছোকরাটি বসেছিল ওখানে। ছোকরা ওই দেরাজের গায়ে ছাই ঝেড়েছে। তৃতীয় লোকটি ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছে, বসেনি। যতদূর মনে হচ্ছে, ব্লেসিংটন বিছানার ওপর সিধে হয়ে বসেছিলেন। তবে এ কথাটা আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারছি না।

"শেষকালে ওরা ব্লেসিংটনকে ফাঁসি দেওয়াই সাব্যস্ত করে, এবং তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়। গোটা ব্যাপারটা এত ঠান্ডা মাথায় বিচার বিবেচনা করে করা হয়েছে যে, আমার স্থির বিশ্বাস ওরা কপিকল জাতীয় কোনও কিছু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। ওই স্ক্রু-ড্রাইভার আর স্ক্রু সেই জিনিসটাকে খাটাবার জন্যে আনা হয়েছিল বলে মনে হয়। ওই আংটা নজরে পড়ায় ওদের পরিশ্রম বেঁচে যায়। কাজ সেরে ওরা চলে যায়। ওরা চলে যাবার পরে ওদের সঙ্গী সদর দরজায় খিল দিয়ে দেয়।"

আমরা—যাকে বলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো হোমসের কথা শুনছিলাম। এ সবই হোমস বের করেছে তুচ্ছ সব সূত্র থেকে। সূত্রগুলো এতই তুচ্ছ যে, হোমস যখন সেগুলোকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছিল তখনও আমরা সেগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সত্যিই বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা হোমসের অসাধারণ। লেস্ট্রার গেল সেই চাকরটার খোঁজ করতে। আমি আর হোমস বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলাম।

ব্রেকফাস্ট শেষ করেই হোমস বলল, "আমি এখন বার হচ্ছি। ফিরতে তিনটে হবে। ইন্সপেক্টর আর ডাঃ ট্রেভেলিয়নের আমার কাছে আসবার কথা আছে। এই কেসটার যেটুকু জটিলতা রয়েছে ততক্ষণে পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে মনে হয়।"

যাঁদের আসবার কথা ছিল তাঁরা ঠিক সময়ে এসে হাজির হলেন। কিন্তু হোমস কই? হোমস এল সওয়া চারটের সময়। হোমসের মুখ-চোখ দেখে বুঝলাম খবর ভাল।

"ইন্সপেক্টর, কোনও খবর আছে কি?"

"সেই ছেলেটাকে ধরেছি।"

"চমৎকার। আমিও সেই লোকগুলোকে ধরেছি।"

"লোকগুলোকে ধরে ফেলেছ? ধরে ফেলেছ?" আমরা তিনজনে বলে উঠলাম।

"না আমি তাদের সত্যিকারের পরিচয় পেয়েছি। ব্লেসিংটনকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অনেকেই চেনে। এমনটা যে হবে তা আমি আঁচ করেছিলাম। ওঁকে যারা খুন করেছে তাদেরও পুলিশ ভাল করেই চেনে। ওদের তিনজনের নাম হল—বিড্ল, হেওয়ার্ড আর মেফেট।

BanglaBook.org

"অর্থিংডন ব্যাঙ্ক-ডাকাতের দল!" ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন।

"হুঁ।"

"তা হলে ব্লেসিংটনই হচ্ছে সাটন?"

হোমস বলল, "ঠিক বলেছ, ইন্সপেক্টর।"

"এখন সব ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল।"

"ইন্সপেক্টরের কাছে রহস্যের সমাধান হয়ে গেলেও আমাদের কাছে হয়নি। আমি আর ডাঃ ট্রেভেলিয়ন মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

হোমস বলল, "অর্থিংডন ব্যাঙ্কের সেই দারুণ ডাকাতিটার কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। পাঁচ জন লোকে মিলে কাজটা করেছিল। এই চার জন আর কার্টরাইট বলে একটি লোক। ব্যাঙ্কের কেয়ারটেকার টবিনকে খুন করে ডাকাতরা সাত হাজার পাউন্ড নিয়ে পালায়। ঘটনাটা ঘটে ১৮৭৫ সালে। ওরা পাঁচ জনই ধরা পড়ে। কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে জোরদার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ওদের মধ্যে সব চাইতে দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল ব্লেসিংটন ওরফে সাটন। ও রাতারাতি রাজসাক্ষী হয়ে যায়। ওর কথার ওপর ভিত্তি করে টবিনকে খুন করার দায়ে কার্টরাইটের ফাঁসি হয়ে যায়। বাকি তিন জনের প্রত্যেকের পনেরো বছরের জন্য জেল হয়ে যায়। কিছুদিন আগে মেয়াদ শেষ হবার আগেই ওরা খালাস পায়। জেল থেকে বেরিয়ে ওরা ঠিক করে যে, বিশ্বাসঘাতককে তার উপযুক্ত শাস্তি ওরা দেবেই। আর ওদের বন্ধুর ফাঁসির প্রতিশোধ নেবে। দু'দিন চেষ্টা করে ওরা ব্লেসিংটনকে ধরতে পারেনি। তৃতীয় বার ওরা ব্লেসিংটনকে ধরে ফেলে।...আর কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে? ডাঃ ট্রেভেলিয়ন কী বলেন?"

ডাঃ ট্রেভেলিয়ন বললেন, "আপনি তো সবই বুঝিয়ে দিলেন। এখন বুঝতে পারছি যে, যে-দিন ওদের খালাস পাওয়ার খবর কাগজে বার হয় সেই দিন উনি খুব ঘাবড়ে যান।"

"ঠিকই ধরেছেন। চোরের গল্প বলে উনি আসল কথাটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন।"

"কিন্তু সব কথা উনি আপনাকে খুলে বললেন না কেন?"

"দেখুন ওর শাগরেদরা যে কী সাংঘাতিক ধরনের অপরাধী ব্লেসিংটন তা জানত। সেই জন্যে ও প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখতে। ওর নিজের অতীত তো খুব ভাল নয়। তাই নিজের কথা বলতে ওর স্বাভাবিক ভাবেই সংকোচ ছিল।...যাই হোক ও যত বদলোকই হোক ও আইনের আওতায় ছিল। ইন্সপেক্টর, আইন অবশ্য ওকে বাঁচাতে পারেনি, কিন্তু ওর হত্যাকারীরা যেন আইনের হাত এড়াতে না পারে তা তুমি দেখো।"

এই হল ডাঃ ট্রেভেলিয়নের আবাসিক রুগির রহস্য এবং সেই রহস্যের সমাধান। তবে সেই রাত্রের পর থেকে ব্লেসিংটনের হত্যাকারীদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশের ধারণা, পর্তুগালের কাছে 'নোরা ক্রিনা' বলে যে-জাহাজটি ডুবে যায়, সেই জাহাজে ওরা ছিল। চাকরটা ধরা পড়েছিল বটে, তবে তার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ না থাকায় সে ছাড়া পেয়ে যায়।...এই হল ব্রুক স্ট্রিট রহস্যের আসল কথা।

BanglaBook.org

গ্রিক দোভাষীর বিপদ

শার্লক হোমসের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। শুধু পরিচয় বললে ভুল বলা হবে। খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু এত দিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সত্ত্বেও হোমস কখনও তার আত্মীয়স্বজনদের কথা বা তার ছেলেবেলার কথা আমাকে বলেনি। নিজের জীবনের সম্বন্ধে হোমসের এই ধরনের মনোভাব, এই উদাসীনতা আমাকে আশ্চর্য করে দিত। শেষকালে এমন হল যে, আমার ধারণা হয়ে গেল হোমস স্বয়ম্ভু। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি মানুষ। আত্মীয়স্বজন নেই, এমনকী নিজের অতীত জীবন বলেও কিছু নেই। এ এমন একজন লোক, যার বুদ্ধি আছে কিন্তু হৃদয় বলে কিছু নেই। এর অসামান্য ধীশক্তি, কিন্তু স্নেহ-মমতা-ভালবাসা খুবই কম। হোমস স্ত্রীলোকদের সব সময় এড়িয়ে চলত। নতুন করে কোনও লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পর্যন্ত করতে চাইত না। আর নিজের কথা কোনও সময়ে তুলতে চাইত না। এই সব দেখেশুনে আমার মনে হয়েছিল যে, ছেলেবেলাতেই হোমস বোধহয় অনাথ হয়ে পড়ে। নিকট আত্মীয় বলতে তার কেউ ছিল না। তাই যখন হঠাৎ একদিন হোমস তার দাদার কথা আমাকে বলল আমি তো একদম তাজ্জব বনে গেলাম।

গ্রীষ্মকাল। একদিন সন্ধেবেলায় আমরা দু'জন বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। গলফ ক্লাব নিয়ে কথা হতে হতে আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে গেল সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ আর খালি চোখে সূর্যের গতিপথের যে-হেরফের আমরা দেখি তা কেন হয়, এই সব কথা। তার থেকে আমরা কখন যে মানুষের ওপর তার বংশের প্রভাব বা কী ভাবে এক-পুরুষ দু'-পুরুষ বাদ দিয়ে বংশগত সাদৃশ্য দেখা দেয়, এই সব ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছি তা আমাদের খেয়াল ছিল না। কথা হচ্ছিল মানুষের কোনও ক্ষমতা তার নিজের চেষ্টায় বেড়ে ওঠে, নাকি তার সবটাই আসে বংশসূত্রে।

আমি বললাম, "তোমার নিজের কথাটাই ভেবে দেখো না। তোমার নিজের কথা যেটুকু আমায় বলেছ তার থেকে বুঝেছি যে, তোমার এই যে-কোনও ঘটনার বিশ্লেষণ বা তার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা—এটা তো তুমি নিজে চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হোমস বলল, "খানিকটা অবশ্য তাই বটে। আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন পাড়াগাঁয়ের অবস্থাপন্ন লোক। এসব লোকের স্বভাবচরিত্র যে রকম হয় এঁরাও সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন। তা হলেও আমি যে এদিকে এসেছি সেটার পেছনেও বংশের কিছু প্রভাব আছে। আমার ঠাকুমা ছিলেন ফরাসি চিত্রকর ভেরনের নিজের বোন। রক্তের নিজের বোন। রক্তের মধ্যে যদি শিল্পকলার দিকে ঝোঁক থাকে তো তার ফলাফল যে কী হতে পারে তা বলা শিবেরও অসাধ্য।"

BanglaBook.org

"কিন্তু তোমার মধ্যে যে বংশের ধারা কাজ করছে তাই বা তুমি জানলে কী করে?"

"তার কারণ হচ্ছে তুমি আমার যে-ক্ষমতার কথা বললে, সে ক্ষমতা আমার ভাই মাইক্রফটেরও আছে। আমার চেয়ে বেশিই আছে।"

এটা বাস্তবিক একটা খবর বটে। ইংল্যান্ডে এ রকম অসাধারণ লোক যদি আরও একজন থেকে থাকে তা হলে পুলিশ বা সাধারণ লোক কেউ তার সন্ধান জানবে না, এটা কী করে সম্ভব? তাই আমি একটু ঘুরিয়ে বললাম যে, এ কথাটা বলা বোধহয় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। হোমস আমার কথায় হো হো করে হেসে উঠল।

"দেখো ওয়াটসন", হোমস বলল, "যারা বিনয়কে সবচেয়ে বড় গুণ বলে মনে করে আমি তাদের দলে নেই। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যে চলে, সে সবকিছুকেই ঠিক ঠিক ভাবে দেখে। যে-জিনিসটা যে রকম সেটাকে সেই ভাবেই দেখে। তাই নিজের ক্ষমতাকে সে বাড়িয়েও দেখে না, আবার কমিয়েও দেখে না। দুটোই তার কাছে ভুল বিচার বলে মনে হয়। তোমাকে যে আমি বললাম, মাইক্রফটের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আমার চাইতে বেশি, তা কিন্তু আমি মোটেই বাড়িয়ে বলিনি। আমি সত্যি কথাই বলেছি।"

"তোমার ভাই কি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট না বড়?"

"আমার চেয়ে সাত বছরের বড়।"

"কিন্তু তার নাম-ডাক শুনিনি তো।"

"ওর গণ্ডির মধ্যে ওর খুব নাম।"

"সে গণ্ডিটা কী?"

"ধরো ডাইয়োজিনেস ক্লাবে সবাই ওকে খুব খাতির করে।"

আমি এই ক্লাবের নাম-ধাম কিছুই শুনিনি। আমার মুখ দেখে আমার মনের কথা জানতে হোমসের কোনও অসুবিধেই হয়নি। হোমস পকেট থেকে ঘড়ি বের করল।

"লন্ডনে যত ক্লাব আছে তাদের মধ্যে ডাইয়োজিনেস ক্লাবই হচ্ছে সব চাইতে বেখাপ্পা ধরনের ক্লাব। আর মাইক্রফট হচ্ছে সবচেয়ে বেখাপ্পা রকমের লোক। প্রতি দিন পৌনে পাঁচটা থেকে আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত ক্লাবে থাকে। এখন ছটা বাজে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে তো চলো একটু বেড়িয়ে আসি। বেড়াবার মতো সন্ধে আজকে। যদি রাজি থাকো তো বলো। দু'-দুটো নতুন জিনিসের সঙ্গে পরিচয় হবে।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা রিজেন্ট সার্কাসের দিকে পা চালালাম।

হোমস বলল, "ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ যে মাইক্রফটের এত প্রচণ্ড ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন সে ডিটেকটিভগিরি করে না। আসলে মাইক্রফটের ধাতে তা পোষায় না।"

"কিন্তু তুমি যেন বললে..."

"আমি বলেছিলাম, পর্যবেক্ষণ করার আর তার থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতা ওর বেশি। তবে ঘরের মধ্যে আরামকেদারায় বসে বসেই যদি ডিটেকটিভের কাজের শুরু আর শেষ দুই-ই হত, তবে আমার দাদাটি সবচাইতে বড় ডিটেকটিভ হতে পারত। কিন্তু ওর নাম করবার বাসনা বা পরিশ্রম করার ক্ষমতা কোনওটাই নেই। এমনই ওর স্বভাব যে নড়াচড়া করা বা একটু কষ্ট করে কোথাও গিয়ে কোনও একটা সিদ্ধান্ত ঠিক না ভুল সেটা পর্যন্ত যাচাই করতে ওর কোনও উৎসাহ নেই। কষ্ট করে নিজের কোনও সিদ্ধান্তকে সত্য প্রমাণ করার

BanglaBook.org

চাইতে ও হাসিমুখে স্বীকার করে নেবে যে, ও যা বলেছে তা ভুল। অনেক বার অনেক কুটকচালে সমস্যা নিয়ে আমি মাইক্রফটের সঙ্গে দেখা করেছি। প্রতি বারই ও সেই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি যে, ও যা বলেছে সেটাই ঠিক। কিন্তু সেই সমাধানকে কোর্টে দাঁড় করাবার জন্যে যে-সব পাথুরে প্রমাণ চাই তা জোগাড় করার মতো ক্ষমতা উৎসাহ বা ধৈর্য কোনওটাই ওর নেই।"

"ও। এটা তা হলে ওঁর পেশা নয়?"

"মোটেই নয়। আমার রুজিরোজগারের উপায়টা মাইক্রফটের কাছে নেহাতই একটা শখের ব্যাপার। ওর অঙ্কে খুব মাথা। ও গভর্নমেন্টের কোনও একটা দফতরের জমা-খরচের হিসেবটিসেব রাখে। পলমলের কাছে একটা বাসা নিয়ে আছে। প্রতি দিন সকালে হেঁটে হেঁটে হোয়াইট হলে যায় আর সন্ধে হলে আবার একই রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে ফিরে আসে। এ ছাড়া আর কোথাও যায় না। কোনও রকম পরিশ্রম করে না। ব্যায়ামট্যায়াম করাও ওর ধাতে নেই। আপিস আর বাড়ি ছাড়া ও নিয়মিত যায় ডাইয়োজিনেস ক্লাবে। ক্লাবটা আবার ওর বাড়ির ঠিক উলটো দিকে।"

"আমি কিন্তু এই ক্লাবের নাম কখনও শুনিনি।"

"এতে আশ্চর্য হওয়ার তো কিছু নেই। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, লন্ডন শহরে এমন অনেক লোক আছে যারা লাজুক বলেই হোক বা মানুষের ওপর চটা বলেই হোক, কারও সঙ্গে মেলামেশা করা একদম পছন্দ করে না। কিন্তু তাই বলে তারা যে গদিআঁটা চেয়ারে বসে মাসিকপত্র বা খবরের কাগজ পড়তে ভালবাসে না, তা তো নয়। এই রকমের লোকেদের জন্যে এই ডাইয়োজিনেস ক্লাবের গোড়াপত্তন হয়। লন্ডন শহরের সবচাইতে অসামাজিক আর সবচাইতে কুনো লোকদের জন্যে এই ক্লাব। এদের নিয়ম হচ্ছে কোনও সভ্য অন্য সভ্য কী করছে না করছে সেদিকে নজর দিতে পারবে না। বাইরের লোকেদের বসবার যে-ঘর আছে সে ঘর ছাড়া অন্যত্র কথা বলা যাবে না। তিন বার আইন ভাঙলেই সভ্যপদ খারিজ হয়ে যাবে। আমার দাদা হচ্ছে যাকে বলে 'ফাউন্ডার মেম্বার', যারা ক্লাব করেছে তাদের একজন। ওদের ক্লাবের পরিবেশটা আমার খুব ভাল লাগে।"

হাঁটতে হাঁটতে আমরা পলমল পৌঁছে গেলাম। আমরা সেন্ট জেমসের দিক থেকে আসছিলাম। কার্লটন থেকে একটু এগিয়ে একটা বাড়ির দরজার সামনে হোমস দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আমাকে সাবধান করে দিল আমি যেন চুপ করে থাকি। আমি ঘাড় নাড়লাম। হোমস দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। কাঁচের দরজা দিয়ে দেখতে পেলাম ছোট আয়তনের একটা ঘর। সেই ঘরে বেশ কিছু লোক আলাদা আলাদা ভাবে বসে কাগজটাগজ পড়ছে। হোমস আমাকে একটা ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। ঘরটা পলমলের দিকে। রাস্তাঘাট সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমাকে বসিয়ে হোমস চলে গেল। একটু পরে ফিরে এল। তার সঙ্গে এক ভদ্রলোক। বুঝলাম ইনিই হোমসের দাদা।

মাইক্রফট হোমসের চেহারা শার্লকের চাইতে বড়সড় শক্তসমর্থ। শার্লকের তুলনায় মাইক্রফট বেশ নাদুসনুদুস। ওঁর মুখ খুবই নরম। তবু দেখলেই বোঝা যায় যে, শার্লকের মুখের সঙ্গে ওঁর মুখের বেশ মিল আছে। মাইক্রফটের চোখের চাউনিটা বড় অদ্ভুত। আমি বরাবর দেখছি যে, হোমস যখন খুব গভীর ভাবে চিন্তা করে তখন ওর চোখের চাউনিটা

BanglaBook.org

কেমন যেন হয়ে যায়। চোখের রং হয়ে যায় খুব হালকা ছাই ছাই। মাইক্রফটের চোখ দেখলাম স্বাভাবিক অবস্থাতেই ওই রকমের।

মাইক্রফট আমার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল।" আমার মনে হল যে, আমার হাতটা যেন সিলমাছের থাবার মধ্যে আটকে গেছে। "আপনি শার্লকের কথা লেখবার পর থেকে ওর নাম তো লোকের মুখে মুখে ফেরে... ভাল কথা, শার্লক, আমি গত সপ্তাহেই ভেবেছিলাম যে, তুমি ম্যানর হাউসের রহস্য নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবে। আমার মনে হচ্ছিল যে, ব্যাপারটা বোধহয় তুমি ঠিক কবজা করতে পারছ না।"

হোমস হেসে বলল, "না, আমি ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলেছি।"

"অ্যাডমস-ই করেছিল তো?"

"হ্যাঁ। অ্যাডমস-ই সবকিছুর মূলে।"

জানলার ধারে বসতে বসতে মাইক্রফট বললেন, "আমি অবশ্য গোড়া থেকেই জানতাম।" তারপর জানলা দিয়ে রাস্তা দেখতে দেখতে তিনি বললেন, "যদি কেউ মানুষের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে জানতে চায় তো এই জায়গায় দাঁড়ালেই তার সব জানা হয়ে যাবে। কত বিচিত্র রকমের চরিত্র সব। ...ওই যে লোকদুটি এ দিকে আসছে, ওদের দেখলেই আমার কথা সত্যি কিনা বুঝতে পারবে।"

"ওই বিলিয়ার্ডমার্কার আর ওর ওই সঙ্গীর কথা বলছ তো?"

"ঠিকই। ওই লোকটি সম্বন্ধে কী বলতে পারো?"

দু'জন লোক জানলার ঠিক উলটো দিকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের এক জনের ওয়েস্ট কোটের পকেটের কাছে খড়ির গুঁড়ো লেগেছিল। এ ছাড়া বিলিয়ার্ডের আর কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না। অন্য লোকটি একটু বেঁটে। রং ময়লা। মাথার টুপিটা পেছনের দিকে হেলানো।

লোকটির হাতে-বগলে বেশ কয়েকটা কাগজের মোড়ক।

শার্লক বলল, "আমার মনে হচ্ছে ভদ্রলোক সেনাবাহিনীতে ছিলেন।"

"হ্যাঁ। অল্প কিছু দিন হল চাকরি থেকে ছাড়া পেয়েছেন।" শার্লকের দাদা বললেন।

"ভদ্রলোক দেখছি কিছু দিন ভারতবর্ষে ছিলেন।"

"উনি নন-কমিশন্ড অফিসার।"

শার্লক বলল, "রয়্যাল আর্টিলারিতে ছিলেন।"

"ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছেন।"

"কিন্তু ওঁর একটি সন্তান আছে।"

"একটি নয় হে, একের বেশি সন্তান আছে," মাইক্রফট হেসে হেসে বললেন।

আমি হেসে বললাম, "এটা কি একটু বেশি রকমের বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

হোমস বলল, "কেন, ভদ্রলোকের চেহারা, হাবভাব, তামাটে গায়ের রং এ সব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ইনি অল্প দিন হল ভারতবর্ষ থেকে ফিরেছেন আর ইনি সাধারণ সৈন্য নন।"

"উনি যে খুব বেশি দিন চাকরি থেকে ছাড়া পাননি, তা বোঝা যায় ওঁর জুতোর দিকে তাকালে। উনি যে-জুতো পরেছেন ওর নাম হচ্ছে অ্যামুনিশন বুট," মাইক্রফট বললেন।

BanglaBook.org

"ওঁর হাঁটার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় যে উনি ক্যাভালরিতে ছিলেন না। কিন্তু লক্ষ করলে দেখবে টুপিটা উনি একটু হেলিয়ে পরেছেন। আর ওই ভাবে টুপি পরাই ওঁর অভ্যেস। তার ফলে কপালের একদিকটা রোদে ঝলসে গেছে বেশি। ওঁর চেহারাটি যে রকম গোলগাল, তাতে উনি মিলিটারির ইঞ্জিনিয়ারবাহিনীতে ছিলেন বলেও মনে হয় না। উনি গোলন্দাজবাহিনীতে ছিলেন।"

"তা ছাড়া আরও লক্ষ করবার বিষয় হল, ওঁর পোশাক। কালো পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, ওঁর কেউ আপনজন মারা গেছেন। দেখতেই পাচ্ছ উনি বাজার করে ফিরছেন। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন। দেখো, ছেলেদের জন্যেও উনি জিনিস কিনেছেন। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখবে, ওঁর পকেটে একটা ঝুমঝুমি। তাতেই বোঝা যায় যে, একটি ছেলে খুব ছোট। মনে হয় ছেলে হবার অল্প দিন পরেই ওঁর স্ত্রী মারা যান। আরও দেখো, ভদ্রলোকের হাতে একটা ছবির বই। তা হলে আরও একটি ছেলে আছে বলে মনে হয়।"

এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম যে, কেন শার্লক বলেছিল তার দাদা মাইক্রফটের খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতা, বুদ্ধি, বিশ্লেষণ করার শক্তি তার চাইতে বেশি। শার্লক আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। মাইক্রফট একটা কচ্ছপের খোলা দিয়ে তৈরি নস্যির ডিবে থেকে নস্যি বের করে বেশ বড় একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর পকেট থেকে একটা লাল রুমাল বের করে কোটের থেকে নস্যির গুঁড়ো ঝাড়তে লাগলেন।

একটু থেমে মাইক্রফট ফের শুরু করলেন, "তোমার পছন্দসই একটা সমস্যার খবর আমার কাছে আছে। সমস্যাটার মধ্যে বেশ নতুনত্ব আছে। সমস্যাটার সমাধান করার দায়িত্ব আমার ওপর দিতে চেয়েছিল। কিন্তু দৌড়োদৌড়ি করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। তাই সমস্যাটা খানিকটা ওপর ওপর দেখা ছাড়া বিশেষ কিছু করতে পারিনি। তবে এই সমস্যাটা থেকে অনেক ভাবনার খোরাক পেয়েছি। তুমি যদি ব্যাপারটার সম্বন্ধে কৌতূহলী হও..."

"মাইক্রফট, তুমি তো জানোই যে, সমস্যার সমাধান করতে পারলে আমার ভাল লাগে।"

মাইক্রফট একটা কাগজে খসখস করে লিখেই ঘন্টার দড়িটা ধরে টানলেন।

মাইক্রফট বললেন, "আমি মিঃ মেলাসকে আসবার জন্যে লিখলাম। মিঃ মেলাস আমার ফ্ল্যাটের ওপরতলায় থাকেন। আমার সঙ্গে মুখচেনা আছে। সেই সুবাদে উনি কথাটা আমাকে বলতে এসেছিলেন। মেলাস জাতিতে গ্রিক। অনেকগুলো ভাষা খুব ভাল ভাবে জানেন। উনি কোর্টে দোভাষীর কাজ করেন। এ ছাড়া যেসব ধনী বিদেশিরা বেড়াতে এসে নর্দাম্বারল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ের হোটেলগুলোতে ওঠেন, তাদের গাইডেরও কাজ করেন। আমার মনে হয় ওঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা তোমার ওঁর মুখ থেকেই শোনা উচিত।"

মিনিট পাঁচেক পরে এক বেঁটেখাটো মোটাসোটা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোকের জলপাইরঙের গায়ের চামড়া আর কয়লার মতো কুচকুচে চুল দেখলেই বোঝা যায় যে, ওঁর দেশ দক্ষিণ দিকের কোনও অঞ্চলে। তবে ভদ্রলোকের ইংরেজি লেখাপড়া-জানা ইংরেজদের মতো। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি শার্লকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। শার্লক হোমস যে তাঁর সমস্যার কথা শুনতে চেয়েছে, এ কথা জেনেই ভদ্রলোকের চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করতে লাগল।

"আমার মনে হয় পুলিশ আমার কথা বিশ্বাস করছে না, মোটেই বিশ্বাস করছে না,"

BanglaBook.org

ভদ্রলোক খুব দুঃখিত ভাবে বললেন। "যে-হেতু এ রকম ব্যাপার ওরা এর আগে শোনেনি, তাই ওরা এ কথা বিশ্বাস করতে চাইছে না। কিন্তু যতক্ষণ না সেই স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে মুখ-বাঁধা লোকটির কোনও খবর পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার মনে শান্তি হচ্ছে না।"

"আপনার সব কথা শোনবার জন্যে আমি অধীর হয়ে উঠছি," শার্লক হোমস বলল।

মিঃ মেলাস বলতে লাগলেন, "আজকে হল বুধবার... তা হলে এটা হয়েছিল সোমবার রাত্রে। আজ থেকে ঠিক দু'দিন আগে সব ব্যাপারটা ঘটেছে। আমার এই প্রতিবেশী নিশ্চয়ই আপনাদের বলেছেন যে, আমি দোভাষীর কাজ করতে পারি। হয়তো বা সমস্ত য়ুরোপীয় ভাষাতেই কাজ চালাতে পারি। তবে যে-হেতু আমি গ্রিক, তাই গ্রিক ভাষার অনুবাদের কাজেই আমার ডাক পড়ে বেশি। বহু বছর ধরে লন্ডনে আমি হচ্ছি সবচেয়ে নামডাকওয়ালা গ্রিক দোভাষী। লন্ডনের সব হোটেলের মালিকই আমাকে চেনেন।

"আর তার ফলে আমার কাজের কোনও বাঁধাবরাদ্দ সময় নেই। যখন-তখন আমার ডাক পড়ে। কোনও বিদেশি হয়তো হঠাৎ এসে পড়েছেন কী অনেক দেরিতে এসে পৌঁছেছেন, কী হঠাৎ কোনও বিপদে পড়েছেন—ব্যাস, অমনি আমার ডাক এল। আর এ ধরনের ঘটনা দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে-কোনও সময়েই হতে পারে। সেইজন্যে সোমবার রাত্রে মিঃ ল্যাটিমার যখন আমার বাসায় এসে হাজির হলেন তখন আমি মোটেই বিস্মিত হইনি। মিঃ ল্যাটিমারের বয়স কম। শৌখিন জামাকাপড়। উনি এসে বললেন যে, গাড়ি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। ল্যাটিমার বললেন যে, ওঁর ব্যবসার এক অংশীদার এসেছেন। ভদ্রলোক গ্রিক ছাড়া আর কোনও ভাষাই জানেন না। সেইজন্যে একজন দোভাষীর খুব দরকার হয়ে পড়েছে। ল্যাটিমারের কথা থেকে বুঝলাম যে, কেনসিংটন থেকে একটু দূরেই ওঁর বাড়ি। মনে হল ভদ্রলোকের খুব তাড়া আছে। রাস্তায় পা দিতে-না-দিতেই উনি আমাকে প্রায় ঠেলে গাড়ির মধ্যে তুলে দিলেন।

"আমাকে তো ঠেলেঠুলে গাড়িতে তুলে দিলেন। গাড়িতে উঠে দেখলাম লন্ডন শহরে যে-ধরনের ভাড়াটে গাড়ি দেখতে পাওয়া যায় এটা সে রকম সাধারণ গাড়ি নয়। বেশ বড় আকারের গাড়ি। বড়লোকেরাই এ রকম গাড়িতে চড়ে। গাড়ির ভেতরের গদিটদি খুব আরামদায়ক, সুন্দর আর দামি, যদিও একটু পুরনো হয়ে গেছে। মিঃ ল্যাটিমার আমার উলটো দিকের সিটে বসলেন। আমাদের নিয়ে গাড়ি চেয়ারিং ক্রস পেরিয়ে শ্যাফ্‌ট্‌স বেরি অ্যাভিনিউয়ের দিকে চলল। আমরা যখন অক্সফোর্ড স্ট্রিটে পৌঁছোলাম তখন আমি বললাম যে আমরা কেনসিংটন যাব যদি তো এত ঘুরে যাচ্ছি কেন? কথাটা শেষ করেই আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

"ল্যাটিমার পকেট থেকে একটা ছোট লাঠি বের করল। লাঠিটার মাথায় একটা লোহার হাতল লাগানো। ল্যাটিমার লাঠিটা দোলাতে লাগল। বোধহয় কী ভাবে আঘাত করলে সবচেয়ে জোরে লাগবে সেটা পরখ করে নিল। তারপর কোনও কথা না বলে লাঠিটা নিজের পাশে রেখে দিল। লাঠিটা রেখে দিয়ে ল্যাটিমার যা করল তাতে আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। গাড়ির জানলার কাঁচগুলো তুলে দিল। কাঁচগুলোয় পুরু করে কাগজ লাগানো। বাইরের কিছুই দেখা যায় না।

"ল্যাটিমার বলল, 'আপনি বাইরের দৃশ্য আর দেখতে পাবেন না বলে আমার নিজের খারাপ লাগছে, মিঃ মেলাস। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা আপনি

BanglaBook.org

জেনে ফেলুন তা আমি চাই না। আপনি যদি রাস্তা চিনে চিনে পরে আবার ওখানে এসে হাজির হন তো আমার অসুবিধে হয়ে যেতে পারে।'

"মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, ল্যাটিমারের এ কথা শুনে আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। একে তো ল্যাটিমারের বয়স আমার চাইতে কম। তার ওপর ওর স্বাস্থ্যও বেশ ভাল, বেশ ষণ্ডামার্কা চেহারা। আমার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র থাকলে আলাদা কথা ছিল। খালি হাতে তো আমি ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারব না।

"আমি থতমত খাওয়া ভাবটাকে যতদূর সম্ভব চেপে রেখে বললাম, 'মিঃ ল্যাটিমার, আপনার ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, আপনি যা করছেন তা শুধু অন্যায়ই নয়, বেআইনিও বটে।' অবশ্য মিঃ হোমস কথাগুলো বলবার সময় আমার জিভ জড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি তোতলাচ্ছিলাম।

"'হ্যাঁ, কাজটা একটু খারাপই হচ্ছে বটে,' ল্যাটিমার বলল, 'কিন্তু এর জন্যে আপনাকে পুষিয়ে দেব। তবে একটা ব্যাপারে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আজ রাত্তিরে এই নিয়ে আপনি যদি কোনও হইচই বা গণ্ডগোল করেন বা এমন কিছু করেন যাতে আমার স্বার্থে আঘাত লাগে তা হলে কিন্তু আপনার পক্ষে জিনিসটা ভাল হবে না। শুধু একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে বলি। আপনি যে কোথায় রয়েছেন, সে কথা কিন্তু কেউ জানে না। আপনি এই গাড়িতেই থাকুন, আর আমার বাড়িতেই থাকুন, আপনি একদম আমার খপ্পরে পড়ে গেছেন।'

"ল্যাটিমার খুব ধীর ভাবে আস্তে আস্তে কথাগুলো বলল, তবে তার বলার ভেতরে এমন একটা চাপা নিষ্ঠুরতা ছিল যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি আর কোনও কথা না বলে চুপ করে বসে রইলাম। আর ভাবতে লাগলাম যে, কেন এ রকম ভাবে আমাকে আমার ঘর থেকে বার করে আনা হল। কিছুই বুঝতে পারলাম না। এটুকু বুঝলাম যে, বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই। এরপর যা যা ঘটবে তা চুপ করে দেখে যাওয়া ছাড়া আমার কিন্তু আর করার কিছু নেই।

"একটানা ঘণ্টা-দুয়েক গাড়ি চলল। কোথায় যে যাচ্ছি তার কোনও হদিস পেলাম না। শুধু গাড়ির চাকার আওয়াজ থেকে বুঝতে পারছিলাম যে, কখনও অ্যাসফল্ট বাঁধানো রাস্তা দিয়ে, আবার কখনও কখনও পাথর বসানো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। শুধুমাত্র গাড়ির চাকার আওয়াজের রকমফের ছাড়া আর এমন কোনও কিছুই টের পেলাম না, যার থেকে আমি কোথায় যাচ্ছি বা কোথায় রয়েছি তা বোঝা যায়। গাড়ির জানলার কাচ আগেই বলেছি, পুরু কাগজে ঢাকা দেওয়া। যেটা বলতে ভুলে গেছি সেটা হল যে, গাড়ির সামনের পেছনের কাঁচে নীল মোটা কাপড়ের পরদা আটকানো ছিল। আমরা পলমল থেকে যখন বার হই, তখন ঘড়ি দেখেছিলাম। সন্ধে সওয়া সাতটা। চলতে চলতে শেষকালে গাড়ি যখন থামল, তখন ঘড়িতে দেখলাম ন'টা বাজতে মোট দশ মিনিট বাকি। ল্যাটিমার গাড়ির দরজার কাচ নামাতেই একঝলক দেখে নিলাম। গাড়ি দাঁড়িয়েছে একটা নিচু খিলেন দেওয়া দরজার কাছে। খিলেনের মাথায় একটা আলো জ্বলছে। আমি গাড়ি থেকে নামামাত্র বাড়ির দরজা খুলে গেল। কী হচ্ছে বোঝবার আগেই আমাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। আমার যেটুকু মনে আছে তা হল বাড়ির সামনে মাঠ আর মাঠে বড় বড় গাছ। তবে সেটা ওই বাড়িরই হাতা, না বাড়িটা ওই রকম মাঠ আর বড় বড় ঝাড়ালো গাছের মধ্যে, তা আমি বলতে পারব না।

BanglaBook.org

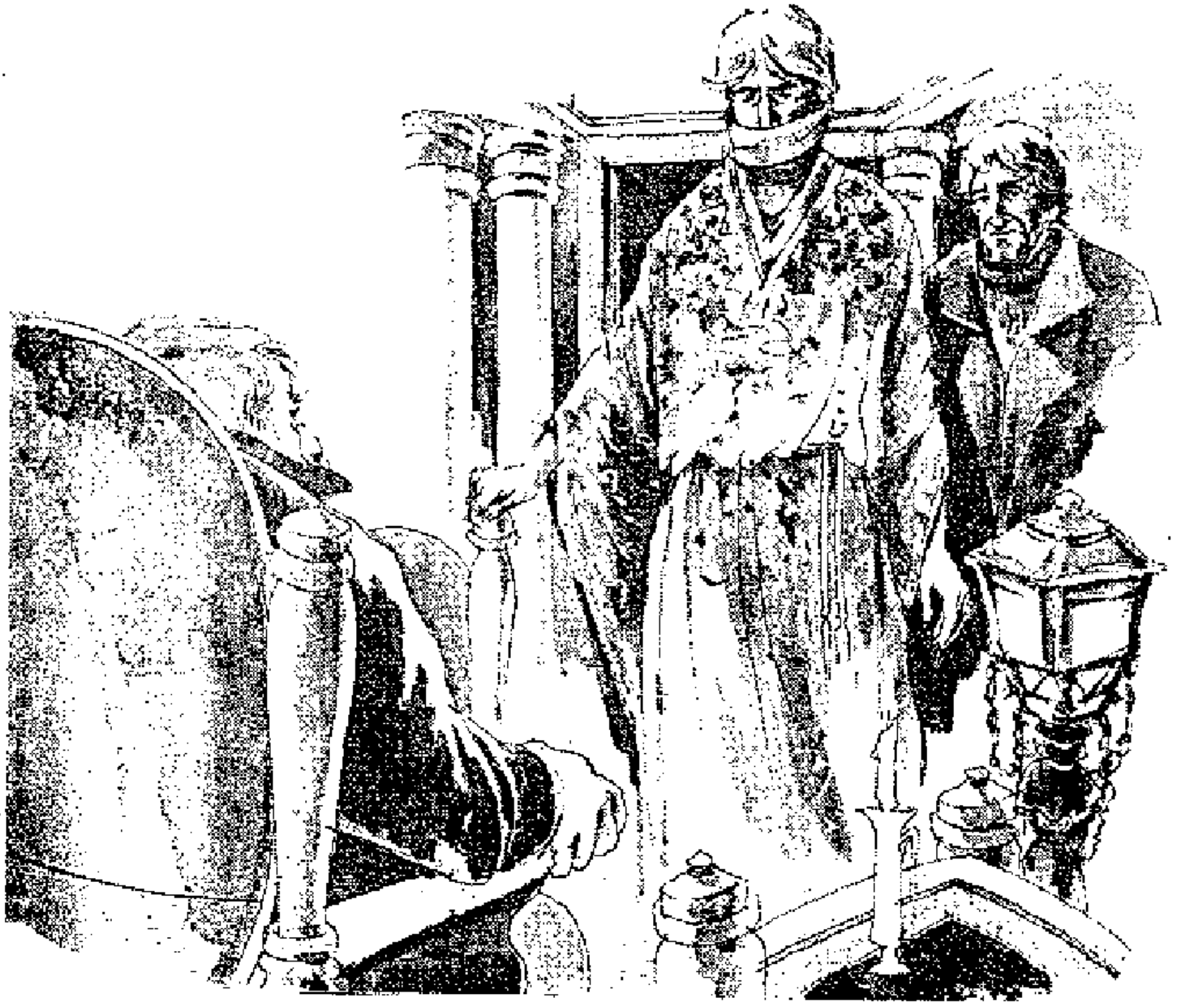

"বাড়ির মধ্যে একটা রঙিন গ্যাসবাতি খুব মিটমিট করে জ্বলছিল। সেই কম আলোতে আমি দেখলাম বেশ বড় আকারের একটা হলঘর। হলঘরের দেওয়ালে ছবি টাঙানো। সেই অল্প আলোতে যে লোকটি দরজা খুলে দিয়েছিল তাকে দেখলাম। মাঝবয়সি লোক। লম্বা নয়। কাঁধটা বেশ পুরুষ্টু। মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় অত্যন্ত নীচ, পাজি লোক। লোকটি আমার দিকে তাকাতে দেখলাম ওর চোখে চশমা।

"'হ্যারল্ড, ইনিই কি মিঃ মেলাস?' লোকটি জানতে চাইল।

"'হ্যাঁ।'

"'বাহ্, বাহ্। খুব ভাল। খুব ভাল। মিঃ মেলাস, আমাদের ওপর রাগ করবেন না। আপনাকে ছাড়া কিছুতেই আমাদের চলবে না। যদি আপনি আমাদের সঙ্গে সাধাসিধে ব্যবহার করেন তো আপনি ঠকবেন না। কিন্তু যদি কোনও রকম চালাকি করতে চান তো আপনার বিপদ হবে।'

"লোকটির কথাবার্তা তড়বড়ে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে আর খিলখিল করে হেসে ওঠে। কিন্তু এর রকমসকম দেখে আমার কেমন ভয় করতে লাগল। হ্যারল্ডকে দেখে বা তার ব্যবহারে আমার কিন্তু এ রকম ভয় হয়নি।

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার সঙ্গে আপনাদের কী দরকার?'

"'আমাদের কাছে এক গ্রিক ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছেন। তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করে তার

BanglaBook.org

উত্তর জেনে নিয়ে আমাদের বলতে হবে। আমরা যা বলতে বলব তার চেয়ে একটি কথাও বেশি বলবেন না', হাসতে হাসতে ভদ্রলোক শেষ করলেন, 'তা হলে কিন্তু আপনাকে পস্তাতে হবে। আপনার মনে হবে যে, এর চাইতে মানুষ হয়ে না-জন্মানোই ভাল ছিল।'

"কথা শেষ করেই ভদ্রলোক একটা দরজা খুলে আমাকে নিয়ে গেলেন আর একটা ঘরে। দামি আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো ঘরের মধ্যে একটা মাত্র আলো। কিন্তু সেই আলোটাও খুব মিটমিটে। এ ঘরটাও আকারে বিরাট। মেঝের কার্পেটে পা দিতেই পা যে রকম ডুবে যাচ্ছিল তাতেই টের পেলাম কার্পেট খুব দামি। চেয়ারগুলো দেখলাম ভেলভেটের গদি-মোড়া। মার্বেল পাথরের ম্যান্টেলপিস। ম্যান্টেলপিসের একধারে এক প্রস্থ জাপানি বর্ম। ঘরের সেই মিটমিটে আলোটার কাছেই একটা চেয়ার ছিল। বয়স্ক লোকটি আমাকে সেই চেয়ারে বসতে বললেন। হ্যারল্ড ছোকরা সে ঘরে ছিল না। হঠাৎ ঘরের অন্য দিকের দরজা দিয়ে সে ফিরে এল। তার সঙ্গে একটি লোক। লোকটির গায়ে একটা ঝলমলে টিলে ড্রেসিং গাউন। লোকটিকে সঙ্গে করে হ্যারল্ড আমার দিকে এগিয়ে এল। লোকটি যখন আলোর কাছাকাছি এল তখন তার চেহারা দেখে আমার শরীরে ভয়ের একটা শিহরন খেলে গেল। লোকটির চেহারা শুকিয়ে গেছে। দেখলেই বোঝা যায় শরীর খুবই দুর্বল। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে ভদ্রলোকের চোখ। চোখদুটো সামান্য একটু বেরোনো। কিন্তু অদ্ভুত চকচকে। বোঝা যায় যে, ভদ্রলোকের শরীর ভেঙে গেছে বটে, মনের জোর কিন্তু একটুও কমেনি। ভদ্রলোকের মুখ দেখে আমার ভয় হয়েছিল। ভদ্রলোকের মুখের অনেক জায়গায় কোনাকুনি করে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। তাঁর রোগা দুর্বল চেহারা দেখে আমার দুঃখ হয়েছিল। মুখের অবস্থা দেখে ভয় হল। একটা বড় কাপড়ের টুকরো দিয়ে ভদ্রলোকের মুখ বাঁধা।

"সেই লোকটিকে হ্যারল্ড একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে আসতেই লোকটি ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল। 'হ্যারল্ড তোমার কাছে স্লেট আর খড়ি আছে তো,' বয়স্ক লোকটি বলল। 'ওর হাতদুটো খোলা আছে তো? ঠিক আছে, ওকে খড়িটা দাও। ...আচ্ছা মিঃ মেলাস, আপনি এবার প্রশ্ন করতে শুরু করবেন। উনি উত্তরগুলো লিখে দেবেন।...প্রথমে ওঁকে জিজ্ঞেস করুন যে, উনি সেই কাগজগুলো সই করে দিতে রাজি আছেন কিনা।'

"লোকটির চোখদুটো জ্বলে উঠল।

"'কখনও নয়।' লোকটি গ্রিক ভাষায় স্লেটের উপর লিখলেন।

"ওদের কথায় আমি বললাম, 'কোনও অবস্থাতেই কি সই করবেন না?'

"'করতে পারি যদি আমার সামনে কোনও একজন গ্রিক পুরুতকে ডেকে ওই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়।'

"বয়স্ক লোকটা অদ্ভুত ভাবে খিলখিল করে হেসে উঠল। সেই হাসি শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

"'তা হলে তোমার অবস্থাটা কী হবে জানো কি?'

"'আমার যা হবার হোক, আমি ভয় পাই না।'

"আমাদের কথাবার্তা এই ভাবেই চলল। টুকরো টুকরো প্রশ্ন আর তার উত্তর। অর্ধেক বলা আর মাঝে লেখা। বার বারই ওরা আমাকে দিয়ে কোনও একটা কাগজে ওই ভদ্রলোক সই করবেন কিনা সেই কথাটা জানতে চাইছিল। বার বারই তিনি সেই একই রকম সাফ জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি ওদের প্রশ্নের

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে নিজের থেকে দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করলাম। প্রথমে খুবই সাধারণ কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। আমি বুঝতে চাইছিলাম যে, আমার সঙ্গীরা ব্যাপারটা বুঝতে পারে কিনা। যখন জানলাম যে, ওরা আমার এই চালাকি ধরতে পারেনি, তখন ভেতরের ব্যাপারটা কী তা জানতে চেষ্টা করলাম। এরপর আমাদের কথাবার্তার ধরনটা দাঁড়াল এই রকম।

"'এ রকম একগুঁয়েমি করে কোনও লাভ হবে না। আপনি কে?'

"'আমি তোয়াক্কা করি না। আমি একজন বিদেশি, লন্ডনে এসে পড়েছি।'

"'তা হলে তোমার অদৃষ্টে যা ঘটবে তার জন্য তুমি নিজেই দায়ী হবে। কত দিন আপনি এখানে এসেছেন?'

"'তা হোকগে। তিন সপ্তাহ হল।'

"'ও সম্পত্তি জীবনেও আর তোমার হবে না। আপনার কী হয়েছে?'

"ও সম্পত্তি শয়তানদের খপ্পরে যাবে না। ওরা আমাকে না খেতে দিয়ে আটকে রেখেছে।'

"'সই করে দিলেই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এ বাড়িটা কার?'

"'আমি কক্ষনও সই করব না। আমি জানি না।'

"'তুমি কিন্তু মেয়েটার ক্ষতি করছ। আপনার নাম কী?'

"'ও ঠিক আছে। তা হলে ও নিজে আমাকে সে কথা বলুক। ক্রাটিদেস।

"'যদি তুমি সই করো তবে ওকে দেখতে পাবে। আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

"'তা হলে ওকে আমি দেখতে চাই না। এথেন্স।'

মিঃ মেলাস একটু থেমে বললেন, "পাঁচ মিনিট সময় পেলে ওদের নাকের ডগা দিয়ে সব গোপন কথা টেনে বের করে ফেলতে পারতাম। আমি এর পরই যে-প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলাম তাতেই ব্যাপার হয়তো অনেকটা খোলসা হয়ে যেত। কিন্তু যাকে বলে বিধি বাম। আমি প্রশ্নটা করতে যাচ্ছি, এমন সময় ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন এক ভদ্রমহিলা। ঘরের সেই মিটমিটে আলোয় যা দেখলাম, তাতে মনে হল যে, ভদ্রমহিলা সুন্দরী এবং বেশ লম্বা। ভদ্রমহিলার মাথা-ভরতি কালো চুল। গায়ে সাদা ঢিলে গাউন।

"ঘরে পা দিয়েই মহিলা বললেন, 'হ্যারল্ড, আমি আর ওখানে থাকতে পারলাম না। ওহ্, ওখানটা কী সাংঘাতিক রকমের নির্জন...! এ কী! হা ভগবান, পল যে!' ভদ্রমহিলার ইংরেজিটা ভাঙা ভাঙা। শেষের কথাগুলো অবশ্য ভদ্রমহিলা গ্রিক ভাষায় বলেছিলেন। ভদ্রমহিলার কথা শুনে সেই ধনী ভদ্রলোক তাঁর গায়ে যত জোর ছিল তাই দিয়ে তাঁর মুখের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেন। 'সোফি, সোফি', ভদ্রলোক কাতর ভাবে বললেন। ভদ্রমহিলা দৌড়ে গিয়ে সেই ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই হ্যারল্ড ছোকরা এসে ভদ্রমহিলাকে ধরে টানতে টানতে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। আর হ্যারল্ডের সঙ্গী দুষ্ট প্রকৃতির লোকটা, যাকে পল বলে মহিলাটি ডেকে ছিলেন, তাঁকে ধরে ফেলল। না খেতে পেয়ে পল রীতিমতো দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই লোকটার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে পারবে কেন? লোকটা পলকে টানতে টানতে অন্য দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে গেল। ঘরের ভেতরে তখন শুধু আমি একা। আমার মনে হল যে, এই সুযোগে একটু সুলুকসন্ধান করে কী কাণ্ড হচ্ছে তা দেখা যেতে পারে। বরাত ভাল বলতে হবে যে, আমি সত্যি সে রকম কোনও চেষ্টা

BanglaBook.org

করিনি। মাথা তুলতেই দেখি সেই বুড়োটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে মিটিমিটি শয়তানি হাসি হাসছে।

"'মিঃ মেলাস, আমাদের যা জানবার ছিল তা জানা হয়ে গেছে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, আমাদের খুবই গোপন কথা আপনাকে বিশ্বাস করে বলেছি। ব্যাপারটা শুধু গোপনীয়ই নয়, ব্যক্তিগতও বটে। আপনাকে বিরক্ত করতে হল এই জন্যে যে, আমাদের যে গ্রিক-জানা বন্ধুটি এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিলেন, হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ায় তাঁকে এখান থেকে চলে যেতে হয়েছে। তাই তাঁর বদলে গ্রিক-জানা আর একজন লোকের সাহায্য আমাদের দরকার হয়ে পড়ে। আপনার কথা আমরা নানা জায়গায় শুনেছি।'

"লোকটার এ কথার আমি আর কী উত্তর দেব। তাই চুপ করেই রইলাম।

"লোকটা আমার কাছে সরে এসে বলল, 'এই খামে পাঁচ সভ্‌রেন আছে। আমার মনে হয়, আপনার কাজের মজুরি হিসেবে এটা নেহাতই কম হয়নি।' তারপর সেই রকম হাসতে হাসতে ভদ্রলোক আমার বুকে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বলল, 'কিন্তু এসব কথা ঘুণাক্ষরে যদি কাউকে...কোনও লোককে আপনি বলেন তো আপনার অদৃষ্টে কষ্ট আছে। আর সে যে কী কষ্ট, তা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন।'

"মিঃ হোমস, ওই লোকটার চেহারা যে সাংঘাতিক একটা কিছু তা কিন্তু নয়, তবুও ওর হালভাব, হাসি দেখে আমার মনে যে কী দারুণ ভয় আর ঘেন্না হচ্ছিল তা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। লোকটা তখন আলোর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বলে ওকে আমি ওই প্রথম ভাল করে দেখতে পেলাম। লোকটার চোখমুখে একটা ধূর্ত ভাব। গায়ের রং হলদেটে। মুখে দাড়িগোঁফ। কথা বললেই ওর ঠোঁট আর চোখের পাতা কাঁপে। সেন্ট ভিটাস অসুখ হলে যেমন হয় তেমনই। আমার মনে হল, কথায় কথায় ও যে ওই রকম হেসে ওঠে, তার কারণও বোধহয় কোনও স্নায়বিক দৌর্বল্য। কিন্তু যেটা দেখলে ভয় হয়, সেটা হল লোকটার চোখদুটো। ওর চোখের রং ঠিক ইস্পাতের মতো চকচকে। সেই চোখের দিকে তাকানো যায় না। চোখ থেকে একটা নিষ্ঠুর শয়তানি ভাব ঠিকরে বেরোচ্ছে।

"'আপনি যদি এসব কথা কাউকে বলেন তো সে খবর আমরা পাবই,' লোকটা বলল। 'আমাদের এমন অনেক লোক আছে যাদের কাজই হচ্ছে খবর সংগ্রহ করা। যাক, আপনার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার বন্ধু আপনাকে পৌঁছে দেবেন।'

"আমাকে আবার প্রায় গোরু তাড়ানোর মতো করে হলের ভেতর দিয়ে এনে গাড়িতে চাপিয়ে দিল। বাড়ির সামনের বাগানটা এক পলকের জন্যে দেখতে পেলাম। আমার ঘাড়ের কাছে হ্যারল্ড ল্যাটিমার। হ্যারল্ড আমাকে ঠেলে গাড়িতে তুলে দিল। তারপর আমার সামনের সিটে বসল। গাড়ির সব জানলা বন্ধই ছিল। গাড়ি চলতে শুরু করল। গাড়ি চলছে তো চলছেই। মনে হল, গাড়ি যেন আর থামবে না। গাড়ি যখন থামল তখন মাঝরাত্তির।

"'মিঃ মেলাস, আপনাকে এখানেই নেমে যেতে হবে,' হ্যারল্ড ল্যাটিমার বলল। আপনার বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে নামিয়ে দিতে হল বলে খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। একটা কথা বলি। আপনি যদি এই গাড়িটা অনুসরণ করেন তবে আপনার ভীষণ বিপদ হবে।'

"কথাটা বলেই হ্যারল্ড ল্যাটিমার গাড়ির দরজা খুলে দিল। গাড়ি থেকে আমি মাটিতে পা দিতে না দিতেই কোচোয়ান ঘোড়ার পিঠে সপাং করে চাবুক মারল। ঘোড়াটা জোরে

BanglaBook.org

ছুটতে শুরু করল। আর একটু হলে আমি পড়ে যেতাম। একটু ধাতস্থ হয়ে আমি আমার চারপাশটা দেখে নিলাম। আমাকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছে সেটা একটা বিরাট মাঠ। মাঠের মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়। আর বহু দূরে, মনে হল লোকালয় রয়েছে। দূরে লোকালয়ের দু'-একটা দোতলা বাড়ির ওপরতলায় আলো জ্বলছিল। মাঠের আর এক দিকে তাকাতে দেখি দূরে রেলওয়ে সিগন্যালের লাল আলো জ্বলছে।

"যে-গাড়িটা আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল, সেটা আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। গাড়িটা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আমি সেই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এ কোথায় আমি এসে পড়লাম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম বলতে পারব না, হঠাৎ খেয়াল হল কেউ যেন অন্ধকারে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটি কাছে আসতে দেখলাম যে, সে একজন রেলের কুলি।

"আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ জায়গার নাম কী?'

"'ওয়ান্ডস্‌ওয়ার্থ, কমন,' লোকটি বলল।

"'এখান থেকে লন্ডনে ফেরবার ট্রেন পাওয়া যাবে?' আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম।

"'যদি আপনি মাইলখানেক মতো হেঁটে ক্ল্যাপহ্যাম জংশনে পৌঁছোতে পারেন তবে লন্ডনের শেষ ট্রেনটা পেতেও পারেন।'

"মিঃ হোমস, এই ভাবে আমার সে রাতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শেষ হল। আমি কাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, কোথায় গিয়েছিলাম, কোনও কিছুই জানি না। আপনাকে যা বললাম তার চাইতে বেশি আর কিছুই জানতে পারিনি। তবে আমার মন বলছে যে, এর মধ্যে জঘন্য ধরনের কোনও ষড়যন্ত্র আছে। আর সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে যে, ওই গ্রিক ছোকরাটিকে সাহায্য করা দরকার। তাই পরের দিনই সক্কালে আমি মিঃ মাইক্রফট হোমসকে সব কথা বলি। পরে অবশ্য পুলিশকেও ব্যাপারটা জানাই।"

মিঃ মেলাস চুপ করলেন। মিঃ মেলাস যা বললেন তা তো গল্পের বইয়ে পড়া যায়। সত্যি সত্যি এসব হয় নাকি? আমরা তো শুনে একদম থ। শার্লক হোমসই কথা বলল।

মাইক্রফটের দিকে তাকিয়ে শার্লক হোমস বলল, "তুমি কী করলে?"

টেবিলের ওপর একটা 'ডেলি নিউজ' পড়েছিল। কাগজটা মাইক্রফট তুলে নিলেন।

"এই বিজ্ঞাপনটা সব কাগজেই বেরিয়েছিল। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি," বলে মাইক্রফট হোমস বিজ্ঞাপনটা পড়লেন, "পল ক্রাটিডেস নামে আথেন্সনিবাসী এক ভদ্রলোকের কোনও সন্ধান যদি কেউ দিতে পারেন তো তিনি উপযুক্ত পুরস্কার পাবেন। পল ক্রাটিডেস ইংরেজি জানেন না। সোফি নামের কোনও গ্রিক তরুণীর সম্পর্কে কোনও হদিস দিতে পারলেও উপযুক্ত পুরস্কার পাওয়া যাবে। এক্স ২৪৭৩।"

"তুমি কি গ্রিক সরকারি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করোনি?"

"ওদের কাছে খবর নিয়েছিলাম। ওরা কিছু জানে না।"

"অ্যাথেন্সের পুলিশ দফতরে টেলিগ্রাম করলে কেমন হয়?"

মাইক্রফট হোমস আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের বাপঠাকুরদা সকলেই খুব পরিশ্রমী ছিলেন। শার্লক ওঁদের ধাত পেয়েছে। তারপর শার্লকের দিকে ফিরে বললেন, "শার্লক, এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি তদন্ত করো। যদি কোনও ফয়সালা করতে পারো তো আমাকে জানিয়ো।"

BanglaBook.org

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে হোমস বলল, "তোমাকে তো জানাবই। মিঃ মেলাসকেও খবর দেব। ...ইতিমধ্যে মিঃ মেলাস, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন। এই বিজ্ঞাপন যদি ওদের চোখে পড়ে তো ওরা জানবে যে আপনি ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।"

বাড়ি ফেরার পথে হোমস একবার টেলিগ্রাফ অফিসে গেল। তারপর সেখান থেকে বেশ কয়েকটা টেলিগ্রাম পাঠাল।

হাঁটতে হাঁটতে হোমস বলল, "ওয়াটসন, সন্ধেটা বেশ ভাল ভাবেই কাটল বলতে হবে। আমার বেশ কয়েকটা ভাল কেসের খবর মাইক্রফটের কাছ থেকে পেয়েছি। যে-রহস্যের কথা এখন শুনলে তার অবশ্য একটা ব্যাখ্যাই হতে পারে। তবে ব্যাপারটার মধ্যে অনেক নতুনত্ব আছে।"

"তুমি রহস্যের সমাধান করতে পারবে মনে করছ?"

'দেখো ওয়াটসন, আমরা যে-সব কথা জানতে পেরেছি তার পরও যদি এই রহস্যের সমাধান না করতে পারি তো সেটাই খুব আশ্চর্যের কথা নয় কি? তুমি তো সব কথাই শুনেছ। হ্যারল্ড সম্বন্ধে তোমার কী মনে হচ্ছে বলো তো?"

"খানিকটা ধারণা হয়েছে বটে, তবে খুব পরিষ্কার কিছু নয়।"

"বলো শুনি।"

"আমার মনে হচ্ছে যে, ওই হ্যারল্ড ল্যাটিমার নামে ইংরেজ ছোকরাটা ওই গ্রিক মেয়েটিকে জোরজার করে আটকে রেখেছে।'

"কোথা থেকে ওকে এনেছে?"

"হয়তো অ্যাথেন্স থেকে।"

শার্লক হোমস মাথা নাড়ল, "ল্যাটিমার ছোকরা একবর্ণও গ্রিক জানে না। কিন্তু গ্রিক মেয়েটি মোটামুটি ইংরেজি বলতে পারে। তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, মেয়েটি অন্তত কিছু দিন ইংল্যান্ডে এসেছে। আর ওই ছোকরা গ্রিসে যায়নি।"

"তা হলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, মেয়েটি হয়তো ইংল্যান্ডে বেড়াতে এসেছিল। কোনও ভাবে ল্যাটিমারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তারপর ওই ছোকরা মেয়েটিকে ভুলিয়েভালিয়ে নিজের ডেরায় এনে বন্দি করে রাখে।"

"এ কথাটা যা বলছ তা খুবই সম্ভব।"

"এর মধ্যে ওই পল ক্রাটিডেস ইংল্যান্ডে এসে হাজির হল। আমার বিশ্বাস পল হল ওই মেয়েটির দাদা। ও বোধহয় বোনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই এসেছিল। তারপর ও বোকার মতো ওই ল্যাটিমার আর তার সঙ্গীর খপ্পরে পড়ে যায়। ওরা ওকেও বন্দি করে ফেলে। শুধু তাই নয়, ওর ওপর রীতিমতো অত্যাচার করতে শুরু করে। আমার মনে হচ্ছে যে, যে-কাগজে ও সই করাবার জন্যে ওরা ওদের ওপর অত্যাচার করছে, সেগুলো নিশ্চয়ই কোনও বিষয় সম্পত্তির মালিকানার কাগজ। হয়তো ওই সম্পত্তি সোফির। পল সোফির দাদা হিসেবে ওই সম্পত্তির দেখাশোনা করে। ল্যাটিমাররা চায় যে, পল এ সম্পত্তির ভার ওদেরই দিয়ে দিক। তাতে পল ছোকরা রাজি নয়। পলের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্যে একজন দোভাষীর দরকার। ওরা সেই কাজের জন্যে মিঃ মেলাসকে বেছে নেয়। এর আগে হয়তো অন্য কোনও লোকের সাহায্য ওরা নিয়ে থাকবে। পল যে ল্যাটিমারদের হাতে এ

BanglaBook.org

রকম কষ্ট পাচ্ছে তা সোফি জানত না। সেদিন নেহাতই ঘটনাচক্রে সে ব্যাপারটা জেনে ফেলে।"

"চমৎকার ওয়াটসন! চমৎকার! তুমি ঠিকই ধরেছ," শার্লক হোমস বলল, "তা হলে দেখতেই পাচ্ছ যে, সব ক'টা তাসই আমাদের হাতে। যদি ওরা দুম করে কোনও খুনজখম না করে বসে তো ওদের ধরে ফেলতে আমাদের অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।"

"কিন্তু ওরা কোথায় কোন বাড়িতে আছে, তা তুমি জানবে কী করে?"

"দেখি, আমরা যা ভাবছি তাতে যদি কোনও ভুল না থাকে, আর ওই মেয়েটির নাম যদি সত্যি সত্যি সোফি ক্রাটিডেস হয়, তবে ওই মেয়েটির সন্ধান পেতে বিশেষ অসুবিধে হবে না। আর এই রহস্যের মোকাবিলায় মেয়েটিই আমাদের প্রধান সূত্র। কেন না, ওর ভাইকে তো কেউ চেনে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, হ্যারল্ড ল্যাটিমারের সঙ্গে ওই মেয়েটির পরিচয় বেশ অনেক দিনের। অন্তত বেশ কয়েক সপ্তাহ তো হবেই। তা না হলে ওদের এই আলাপ-পরিচয়ের খবর ওর ভাই পাবে কী করে? আমার মনে হচ্ছে এই খবর পেয়েই ওই ভদ্রলোক গ্রিস থেকে চলে আসেন। যদি ওরা বরাবর একই জায়গায় থাকত তবে মাইক্রফটের বিজ্ঞাপনের একটা-না-একটা উত্তর আসতই।"

BanglaBook.org

এই রকম কথা বলতে বলতে আমরা এক সময়ে বেকার স্ট্রিট পৌঁছে গেলাম। হোমসই সিঁড়ি দিয়ে আগে আগে উঠছিল। ঘরের দরজা খুলেই হোমস বেশ চমকে গেল। হোমসের পিছন থেকে গলা বাড়িয়ে যা দেখলাম, তাতে আমি নিজেও রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ঘরের মাঝখানে একটা আরামকেদারায় বসে মাইক্রফট সিগারেট খাচ্ছেন।

"শার্লক ভেতরে এসো। আসুন ওয়াটসন," আমাদের অবাক হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ মজা পাওয়ার ভঙ্গিতে হেসে হেসে মাইক্রফট বললেন। "শালর্ক, তুমি ভাবো যে, এত নড়াচড়া করবার ক্ষমতা আমার নেই, তাই না? কিন্তু ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার খুব আগ্রহ হয়েছে।"

"তুমি এখানে এলে কী করে?"

"আমি গাড়িতে এসেছি।"

"তা হলে নতুন কোনও খবর আছে বলে মনে হচ্ছে।"

"আমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে একজন চিঠি লিখেছে।"

"আচ্ছা।"

"হ্যাঁ। তোমরা চলে যাবার একটু পরেই চিঠিটা এল।"

"চিঠিতে কী লিখছে?"

মাইক্রফট হোমস পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন।

"এই যে চিঠিটা," মাইক্রফট বললেন, "চিঠিটা রয়্যাল ক্রিম কাগজে 'জে' কলম দিয়ে লেখা। যিনি লিখেছেন তিনি একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য ভাল নয়। ভদ্রলোক লিখছেন, 'মহাশয়, আপনার আজকের তারিখের বিজ্ঞাপনের উত্তরে জানাই যে, যে-মহিলাটির কথা আপনি লিখেছেন তাঁকে আমি খুব ভাল ভাবেই চিনি। যদি আপনি আমার সঙ্গে দেখা করেন তো ওঁর জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা আমি আপনাকে বলতে পারি। এখন ওই ভদ্রমহিলা আছেন বেকেনহ্যামের দ্য মারটলসে। আপনার বিশ্বস্ত জে, ডাভেন পোর্ট।'

মাইক্রফট চিঠিটা মুড়ে রেখে বললেন, "চিঠিটা লেখা হয়েছে লোয়ার ব্রিক্সটন থেকে। শার্লক, এখন যদি আমরা ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই তা হলে কি কোনও খবরটবর পাওয়া যাবে বলে মনে করো?"

"দেখো মাইক্রফট, বোনের দুঃখের কথা শোনার চাইতে ওর ভাইয়ের জীবনের দাম অনেক বেশি। আমার মনে হয়, আমাদের এক্ষুনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর গ্রেগ্‌সনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সোজা বেকেনহ্যাম যাওয়া উচিত। এ কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন যে, একজনকে তিলে তিলে মেরে ফেলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের কাছে দামি।"

আমি বললাম, "তা হলে তো মিঃ মেলাসকে আমাদের সঙ্গে নেওয়া উচিত। আমাদের তো একজন দোভাষীর সাহায্য লাগবে।"

"ঠিক বলেছ," শার্লক হোমস বলল, "ওয়াটসন, একটা গাড়ি ডাকতে বলে দাও। আমরা এক্ষুনি বেরোব।"

আমি লক্ষ করলাম যে, কথা বলতে বলতে হোমস টেবিলের প্রথম ড্রয়ার খুলে রিভলভার বের করে পকেটে পুরে নিল। আমি ব্যাপারটা দেখেছি দেখে হোমস বলল, "এটা

BanglaBook.org

সঙ্গে থাকা দরকার। যা শুনছি তাতে লোকগুলো অত্যন্ত সাংঘাতিক প্রকৃতির।"

আমরা যখন পলমলে মিঃ মেলাসের ঘরে গিয়ে পৌঁছোলাম তখন সন্ধে পেরিয়ে গেছে। একজন ভদ্রলোক তাঁর কাছে এসেছিলেন। তিনি বেরিয়ে গেছেন।

মাইক্রফট হোমস বললেন, "কোথায় গেছেন বলতে পারেন?"

যে-মহিলাটি দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনি বললেন, "তা তো আমি জানি না। শুধু দেখলাম যে, উনি গাড়ি চেপে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে চলে গেলেন।"

"ভদ্রলোক কি নিজের নাম বলেছিলেন?"

"না তো।"

"আচ্ছা, যিনি এসে ছিলেন তাঁকে কি দেখতে খুব সুন্দর? তাঁকে দেখে কি অল্পবয়সি বলে মনে হয়েছিল?"

"না, তিনি তো অল্পবয়সি নন। মাঝবয়সি। বেঁটে। ভদ্রলোকের চোখে চশমা আছে। কথাবার্তা খুব ভাল। মুখে হাসি লেগেই আছে। কথা বলবার সময়েও ভদ্রলোক হাসছিলেন।"

"ঠিক আছে। চলে এসো," বলে শার্লক হোমস আমাদের প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলে এল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যাবার সময় গাড়িতে হোমস বলল, "ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে গেছে। ওই লোকগুলো আবার মেলাসকে পাকড়েছে। সেদিন রাত্তিরেই ওরা টের পেয়ে গেছে যে, মিঃ মেলাস খুব ভিতু। ওঁর একফোঁটা সাহস নেই। সেদিন ওই ল্যাটিমার আর তার শাগরেদকে দেখেই মেলাস ভয় পেয়ে যায়। আর সেটা ওরা বুঝতে পেরে স্রেফ ভয় দেখিয়ে ওঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে। ওরা ওঁকে নিয়ে গেছে দোভাষীর কাজ করাবার জন্যেই। তবে কাজ হয়ে গেলে ওরা যে মেলাসকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তি দেবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।"

আমরা ভেবেছিলাম যে, আমরা যদি ট্রেনে যাই তো গাড়িটা বেকেনহ্যামে পৌঁছোবার আগেই আমরা বেকেনহ্যামে পৌঁছে যাব। কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে ইন্সপেক্টর গ্রেগসনকে খুঁজে বের করতে দেরি হল। তারপর সার্চ ওয়ারেন্ট বের করতে আরও ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। কাগজপত্র নিয়ে গ্রেগসনকে সঙ্গে করে আমরা যখন লন্ডন ব্রিজে পৌঁছোলাম তখন পৌনে দশটা বাজে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে আমরা চার জন যখন বেকেনহ্যাম প্ল্যাটফর্মে নামলাম তখন সাড়ে দশটা বাজে। স্টেশন থেকে গাড়ি করে আধ-মাইলটাক যেতেই মারটলসে পৌঁছে গেলাম। বিরাট হাতাওয়ালা বাড়ি। বড় রাস্তা থেকে বাড়িটা অনেক ভেতরে। বাড়িটাও বিরাট। আমরা বাড়ির কাছে এসে গাড়িটা ছেড়ে দিলাম। তারপর আমরা বাড়ির ভেতরে চলে গেলাম। বিরাট বাড়িটা অন্ধকার।

ইন্সপেক্টর গ্রেগসন বললেন, "সব জানলা তো দেখছি বন্ধ। মনে হচ্ছে বাড়িতে লোকজন নেই।"

হোমস বলল, "পাখি উড়ে গেছে। বাসা খালি।"

"এ কথা কেন বলছেন?"

"ঘণ্টাখানেক আগে প্রচুর মালপত্র বোঝাই একটা গাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে গেছে," হোমস বলল।

ইন্সপেক্টর হো হো করে হেসে উঠলেন, "আমি গেটের আলোয় গাড়ির চাকার দাগ

BanglaBook.org

দেখতে পাচ্ছি বটে, তবে মালপত্তর নিয়ে যাওয়ার কোনও চিহ্ন দেখছি না তো!"

হোমস বলল, "একটু ভাল করে দেখলে দেখবেন দু' ধরনের ছাপ রয়েছে। একটা দাগ বাইরে থেকে গাড়ি আসার, আর একটা গাড়িটি বেরিয়ে যাওয়ার। বাইরে যাওয়ার দাগটা বেশ গভীর ভাবে পড়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, গাড়িতে অনেক জিনিসপত্র চাপানো হয়েছিল।"

ইন্সপেক্টর নাচার ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "নাহ্, আপনার কথা ঠিক ধরতে পারলাম না। কিন্তু এ দরজা খোলা সহজ হবে না। যাক, আগে তো দেখি বাড়ির ভেতরে কেউ আছে কিনা?"

ইন্সপেক্টর কড়া ধরে জোরে নাড়া দিলেন, তারপর 'বেল' বাজালেন, কিন্তু কোনও লাভ হল না। ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। হোমস কোথায় যেন গিয়েছিল। একটু পরেই ফিরে এল।

"আমি একটা জানলা খুলে ফেলেছি," হোমস বলল।

হোমস যে রকম কায়দা করে জানলার ছিটকিনি খুলে ফেলেছে তা দেখে ইন্সপেক্টর গ্রেগসন বললেন, "ভাগ্যে আপনি পুলিশের হয়ে এ কাজ করলেন তাই রক্ষে, না হলে কিন্তু ফ্যাসাদ বাধত। যাক, অবস্থা বিবেচনা করে আমরা ওই জানলা দিয়েই ঢুকতে পারি। দরজা কেউ খুলে দেবে বলে মনে হচ্ছে না।"

আমরা সকলে একে একে সেই জানলা দিয়ে একটা বড় ঘরে ঢুকলাম। দেখে মনে হল এই ঘরের কথাই মেলাস আমাদের বলে ছিলেন। ইন্সপেক্টর তাঁর লণ্ঠনটা জ্বাললেন। লণ্ঠনের আলোয় ঘরটা দেখলাম। পরদা-টাঙানো জানলা, দুটো দরজা, একটা জাপানি বর্ম, মিঃ মেলাস যা যা বলে ছিলেন। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। টেবিলের ওপর দুটো কাঁচের গেলাস, একটা খালি ব্র্যান্ডির বোতল আর কিছু খাবারের গুঁড়ো ছড়ানো হয়েছে।

হঠাৎ শার্লক হোমস বলে উঠল, "ওটা কী?"

আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলাম। আমাদের মাথার ওপর থেকে খুব চাপা একটা গোঙানির শব্দ কানে আসছিল। হোমস দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে হলের দিকে এগিয়ে গেল। হলে এসে আমরা বুঝতে পারলাম, শব্দটা ওপর তলা থেকেই আসছে। একটুও দেরি না করে হোমস সিঁড়ি টপকে টপকে ওপরে উঠে গেল। হোমসের পেছনে আমি আর ইন্সপেক্টর ছুটলাম। আমাদের পিছনে মাইক্রফট হোমস তাঁর মোটাসোটা চেহারা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব, আসছিলেন।

তিনতলায় তিনটে ঘর। মাঝের ঘরটা থেকেই আওয়াজটা আসছিল। কখনও এত আস্তে যে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। আবার এক এক সময় আওয়াজটা খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। একটা প্রচণ্ড কষ্ট যেন গলা দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দরজাটার চাবি বন্ধ ছিল। তবে ভাগ্য ভাল যে, চাবিটা লকের মধ্যে লাগানো ছিল। হোমস চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলেই ঘরে ঢুকে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে নিজের গলা চেপে ধরে ছুটে বেরিয়ে এল, "ঘর কাঠকয়লার ধোঁয়ায় ভরে গেছে। ...একটু অপেক্ষা করো। ...ধোঁয়াটা বেরিয়ে যাক।"

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে আমরা দেখলাম যে, ঘরের মাঝখানে একটা তামার তেপায়া বসানো। তেপায়ার ওপরে একটা আলো জ্বলছে। আলোর শিখাটা অদ্ভুত নীলচে ধরনের। সেই আলোয় ঘরের মাঝখানটা দেখা যাচ্ছে। ঘরের বাকিটা ছায়া আর অন্ধকার। একটা

BanglaBook.org

অদ্ভুত ভৌতিক পরিবেশ। বাইরে থেকে দেখে মনে হল যে, ঘরের এক কোণে দেওয়ালের ধারে ঘাড় গুঁজে দু'জন লোক পড়ে আছে। খোলা দরজা দিয়ে হু হু করে বিষাক্ত ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে লাগল। কাশতে কাশতে আমাদের দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। হোমস দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল খোলা বাতাসে নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে। তার পরেই নেমে এসে ঘরের মধ্যে গিয়ে হোমস ঘরের সব জানলা হাট করে খুলে দিল আর তেপায়া সমেত সেই জ্বলন্ত আগুনটা জানলা দিয়ে বাগানে ছুড়ে ফেলে দিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে হোমস বলল, "আরও দু'-এক মিনিট পরেই ঘরে ঢোকা যাবে। ... মোমবাতি আছে নাকি? ...আছে? কিন্তু ওই ঘর যে রকম গ্যাসে ভরতি হয়ে রয়েছে তাতে ওখানে দেশলাই জ্বালানো মোটেই নিরাপদ নয়। মাইক্রফট, তুমি দরজার কাছে মোমবাতিটা ধরো, আমরা ওদের ঘর থেকে বের করে আনব। নাও, ধরো বাতিটা।"

দৌড়ে গিয়ে আমরা সেই বিষের ধোঁয়ায় অসুস্থ লোক দু'জনকে কোনও রকমে টানতে টানতে বের করে আনলাম। দু'জনের ঠোঁট নীল হয়ে গেছে। চোখ-মুখ বীভৎস রকমের ফুলে গেছে। সত্যি কথা বলতে কী, ওদের দু'জনের চোখ-মুখ এমনই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, দাড়ি ছাড়া মিঃ মেলাসকে চেনবার কোনও উপায়ই ছিল না। কয়েক ঘণ্টা আগে ডাইয়োজিনেস ক্লাবে যে গ্রিক দোভাষী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে তিনি কি এই ভদ্রলোক? ভাবা যায় না যে, এত কম সময়ের মধ্যে মানুষের চোখ-মুখ এত সাংঘাতিক রকমের বদলে যেতে পারে। মিঃ মেলাসের হাত-পা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তাঁর কপালের ঠিক নীচে চোখের ওপরে একটা কাটা দাগ। বোঝা যায় যে, কোনও কিছু দিয়ে ওঁকে জোরে মারা হয়েছিল। অপর ভদ্রলোকটির হাত-পা একই ভাবে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার ওপর ভদ্রলোকের মুখে স্টিকিং প্লাস্টার কেটে কেটে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভদ্রলোক বেশ লম্বা। তবে শরীর খুবই খারাপ। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে গেছেন। আমরা

BanglaBook.org

যখন ভদ্রলোককে বের করে আনলাম তখন তাঁর কাতরানি থেমে গেছে। ভদ্রলোকের দিকে এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারলাম যে, আমাদের আসতে দেরি হয়ে গেছে। কোনও ডাক্তারের কোনও ওষুধেই ওঁকে আর জাগিয়ে তোলা যাবে না। মিঃ মেলাস অবশ্য তখনও বেঁচে ছিলেন। খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর আমোনিয়া আর ব্র্যান্ডি দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওঁকে জাগিয়ে তোলা গেল। মিঃ মেলাস চোখ মেলে তাকালেন। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বুঝলাম, যে অন্ধকার উপত্যকায় আমাদের সবাইকে একদিন-না-একদিন যেতেই হবে, সেই উপত্যকার প্রায় মুখ থেকে মিঃ মেলাসকে ফিরিয়ে আনতে পারা গেছে।

সুস্থ হয়ে মিঃ মেলাস আমাদের যে-কাহিনী শোনালেন তা আমরা যে রকম ভেবেছিলাম তার সঙ্গে মোটামুটি মিলে গেল। মিঃ মেলাসের ঘরে ঢুকেই আগন্তুক পকেট থেকে রিভলভার বের করে। ওর হাতে রিভলভার দেখেই মিঃ মেলাস এত ভয় পেয়ে যান যে, তিনি কোনও রকম আপত্তি না করে ওর সঙ্গে গুটিগুটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। এই দেখনহাসি শয়তানটা মিঃ মেলাসকে স্রেফ ভয় দেখিয়ে কী রকম বশ করে ফেলেছে তা ভাবতে পারা যায় না। ওই শয়তানটার কথা উঠলেই আমাদের এই অনেক ভাষা-জানা পণ্ডিতমশাইয়ের হাত-পা কাঁপতে শুরু করে, মুখ একদম সাদা হয়ে যায়। যাই হোক, মেলাসকে সঙ্গে নিয়ে ওই লোকটা সময় নষ্ট না করে সোজা বেকেনহ্যামে চলে আসে। বেকেনহ্যামে মিঃ মেলাসকে আবার দোভাষীর কাজ করতে হয়। মিঃ মেলাসের এবারের অভিজ্ঞতা আগের বারের অভিজ্ঞতার চেয়েও ভয়াবহ। দুই বদমায়েশ ইংরেজ সেই অসহায় গ্রিক ভদ্রলোকটিকে অনবরত শাসাচ্ছিল এই বলে যে, তাদের কথা না শুনলে ওরা ওঁকে খুন করে ফেলবে। ওরা যখন বুঝতে পারল যে, গ্রিক ভদ্রলোককে দিয়ে কোনও ভাবেই তাদের মতলব হাসিল হবে না, তখন ওরা ওঁকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। এরপরে ওরা মিঃ মেলাসকে নিয়ে পড়ল। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে উনি যে ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তার জন্যে ওঁকে ভর্ৎসনা করল। ...তারপর উনি কিছু বোঝবার আগেই লাঠির ঘায়ে ওঁকে বেহুঁশ করে দিল। ...তারপর কী ঘটেছে তা তিনি জানেন না।

এই হল গ্রিক দোভাষীর আশ্চর্য অভিজ্ঞতার আসল রহস্য। মোটামুটি ভাবে রহস্যের সমাধান হলেও কিছু কিছু ব্যাপার কিন্তু অজানাই থেকে গেল। মাইক্রফট হোমসের দেওয়া বিজ্ঞাপনের উত্তরে যে-ভদ্রলোক চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে যে-খবর পাওয়া গেল তা এই রকম:

সোফি বিরাট বড়লোকের মেয়ে। তিনি ইংল্যান্ডে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে এসে ছিলেন। ইংল্যান্ডে এসে হ্যারল্ড ল্যাটিমার নামে এক ইংরেজ ছোকরার সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। যে-কোনও ভাবেই হোক সোফি ল্যাটিমারের খপ্পরে পড়ে যান। ল্যাটিমার ওঁকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে। এই ব্যাপারে সোফির বন্ধুরা খুব ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সব কথা সোফির দাদাকে চিঠির মারফত জানিয়ে দিয়েই ওরা চুপ করে যায়। ওদের ধারণা হয় যে, ওদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। ওদের আর করবার কিছু নেই। সোফির দাদা চিঠি পেয়েই অ্যাথেন্স থেকে সোজা ইংল্যান্ডে চলে আসেন। কিন্তু উত্তেজনার বশে তিনি একটি কাঁচা কাজ করে ফেলেন। তিনি একা একাই হ্যারল্ড ল্যাটিমার আর তার সঙ্গীর, পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, ওই হাসিমুখো শয়তানটার নাম উইলিয়ম কেম্প, ঘাঁটিতে গিয়ে হাজির হন। এই উইলিয়ম কেম্প

BanglaBook.org

লোকটা ভয়ানক পাজি। হেন জঘন্য কাজ নেই যা ও করেনি। সোফির দাদা ওদের কাছে গেলে ওরা সহজেই ওকে বন্দি করে ফেলে। একে তো ভদ্রলোক বিদেশি, তার ওপর ইংরেজি জানেন না একটুও। তাই ভদ্রলোক যে ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবেন না, সেটা ওরা গোড়াতেই বুঝে গিয়েছিল। আর তাই তাঁদেরকে এক বাড়িতেই বন্দি করে রাখতে ওরা ভয় পায়নি। শুধু দাদার মুখে স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে রাখত, যাতে সোফি ওঁকে দেখতে পেলেও চিনতে না পারেন। তবে তাদের এ ধারণা যে কত মিথ্যে তা তো মিঃ মেলাসের কথা থেকেই জানতে পারা গেছে। ভাই-বোনের টান এমনই জিনিস। একনজর দেখেই সোফি তাঁর দাদাকে চিনতে পেরেছিলেন। সোফির নিজের অবস্থাও বিশেষ ভাল ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ির ভেতরে বন্দি। বাড়িতে লোক বলতে দু'জন কাজের লোক। গাড়োয়ান আর তার স্ত্রী। ওরা দু'জনেই আবার ল্যাটিমার আর কেম্পের লোক। সোফির দাদাকে বন্দি করে রাখার উদ্দেশ্য হল জোর করে ওঁকে দিয়ে ওঁর আর সোফির সব সম্পত্তি ওদের নামে লিখিয়ে নেওয়া। শেষকালে ওরা যখন দেখল যে ওদের কীর্তিকাহিনী সব ফাঁস হয়ে গেছে, আর সোফির দাদা প্রাণ গেলেও সম্পত্তি ওদের হাতে লিখে দেবেন না, তখন ওরা সোফিকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর গোঁয়ারতুমির জন্যে সোফির দাদাকে এবং কথা দিয়ে কথা না রাখার জন্যে মিঃ মেলাসকে ওরা ভাল করে শাস্তি দিয়ে যায়।

বেশ কয়েক মাস পরে বুদাপেস্ট থেকে একটা ছোট্ট খবর ছাপা হয়েছিল। খবরটা আর কিছু নয়, শুধু এইটুকু: দু'জন ইংরেজ ছোকরা আর তাদের সঙ্গিনী এক মহিলা বুদাপেস্টে বেড়াবার সময় সাংঘাতিক রকমের দুর্ঘটনায় পড়ে। দু'জন লোকই ছুরির আঘাতে মারা যায়। হাঙ্গারির পুলিশের ধারণা, দু'জনের মধ্যে কোনও একটা সামান্য বিষয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয়, তারপর মুখ থেকে ব্যাপারটা হাতে নেমে আসে। ছুরি খেয়ে পরস্পরের মৃত্যু ঘটে। আমি অবশ্য জানি হোমসের ধারণা ঠিক উলটো। হোমসের দৃঢ় ধারণা যে, যদি ওই গ্রিক মহিলাটির সঙ্গে কোনও দিন তার দেখা হয় তবেই সে জানতে পারবে যে, সোফি তার দাদার অকালমৃত্যুর ও তার নিজের কষ্টের প্রতিশোধ এইভাবে নিয়েছিল কিনা!

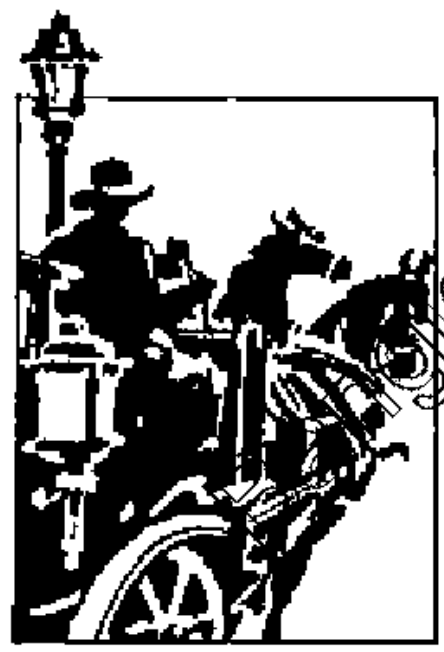

BanglaBook.org

নৌবাহিনীর চুক্তি গায়েব

আমার বিয়ের ঠিক পরের জুলাই মাসটার কথা আমি কখনও ভুলব না। এই এক মাসের মধ্যে হোমস তিন তিনটে সাংঘাতিক জটিল রকমের রহস্যের দারুণ সমাধান করে ফেলেছিল। আর তিনটে রহস্যের তদন্তের সময়েই আমি হোমসের সঙ্গে ছিলাম। শুধু যে হোমসের সঙ্গে ছিলাম তাই নয়, হোমসের কাজের ধারা খুব কাছ থেকে ভাল করে দেখবার সুযোগও পেয়েছিলাম। এই তিনটে কেসের কথাই আমার ডায়েরিতে লেখা আছে। প্রথম কেসটা 'দ্বিতীয় দাগের রহস্য' বলে লেখা আছে। আর দ্বিতীয়টা নৌবাহিনীর একটা গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিকে ঘিরে যে-রহস্যের বেড়াজাল গড়ে উঠেছিল তার কথা। আর শেষের ব্যাপারটার শিরোনামে লেখা আছে 'অবসন্ন দলপতির সমস্যা'।

প্রথম ঘটনাটার কথা আমার পক্ষে কোনও দিন লেখা সম্ভব হবে কিনা জানি না। সারা ইংল্যান্ডে এমন একটিও সম্ভ্রান্ত পরিবার নেই যার কেউ-না-কেউ, কোনও-না-কোনও ভাবে এই রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েননি। সত্যি কথা বলতে কী, সমাজের যাঁরা গণ্যমান্য ব্যক্তি, যাঁরা সমাজের মাথা, তাঁরা সকলেই এই মামলায় ফেঁসে গেছেন। তাই এই রহস্যটা যে কী, আর কী ভাবে হোমস এটার সমাধান করেছিল, সে কথা খুলে বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তবে একটা কথা ঠিক, এই তদন্তে হাত দেবার আগে হোমস বহু রহস্যের সমাধান করেছে। এগুলোর মধ্যে কোনও কোনওটার রহস্য রীতিমতো জটিল। কিন্তু এই রহস্যের সমাধান করে দিয়ে হোমস সকলকে যে রকম তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, তা সত্যি ভাবা যায় না। হোমসের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, চুলচেরা বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সকলকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল। এই রহস্য সমাধানের সময় যারা হোমসের কাছাকাছি ছিল, তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, হোমসের তুলনা নেই।

প্যারিস পুলিশের বড়কর্তা মঁসিয় দুবক আর ডানজিগের ক্রাইম-বিশেষজ্ঞ ফ্রিটস ফন ভালটবাউমের সঙ্গে এই রহস্য নিয়ে হোমসের অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল। সে কথাবার্তার আক্ষরিক অনুলিপি আমার কাছে আছে। হোমস সব ব্যাপারটা ওঁদের ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। হোমসের কথা শুনে ওঁরা তো থ। এই রহস্যের সমাধান করতে দুবক আর ভালটবাউম দু'জনেই প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, ওঁরা আসল কথাটা ধরতেই পারেননি। যে-জিনিসটাকে রহস্যের জট বলে ওঁরা ভেবে ছিলেন সেটা একটা সামান্য জিনিস। বাজে জিনিসকে আসল জিনিস মনে করে ওঁরা শুধু শুধু সময় আর শ্রম নষ্ট করেছেন। এই শতাব্দী পেরিয়ে যখন আগামী শতাব্দী আসবে তখন হয়তো এ কাহিনী সাধারণের কাছে পেশ করা যাবে। ইতিমধ্যে আমি আমার ডায়েরির দু'নম্বর কেসটার কথা বরং আপনাদের শুনিয়ে দিই। এই কেসটার কথা শুনে মনে হয়েছিল এটাও হয়তো

BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত এমন রহস্য হয়ে উঠবে যার সঙ্গে আমাদের দেশের ভাল মন্দের প্রশ্ন জড়িয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা হয়নি। তবে রহস্যটা খুবই জমজমাট হয়ে উঠেছিল। একদিক থেকে দেখলে এ রকম রহস্যের তদন্তের ভার হোমসের হাতে এর আগে কখনও আসেনি।

স্কুলে পড়বার সময় আমার একটি বন্ধু ছিল। তার নাম পার্সি ফেলপ্‌স। সে ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। পার্সি আমার বয়সি ছিল, তবে পড়ত দু'ক্লাস ওপরে। লেখাপড়ায় অসাধারণ ভাল ছেলে। পরীক্ষায় সব সময়ে ভাল রেজাল্ট করে প্রাইজ পেত। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করে সে স্কলারশিপ পেয়ে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেল। পার্সি যে লেখাপড়াতেই ভাল ছিল তাই নয়, ও খুব ভাল বংশের ছেলে। ওর অনেক আত্মীয় খুব বড় বড় চাকরি করতেন। যখন ও স্কুলে পড়ত তখনই আমরা জানতাম যে ওর মামা লর্ড হোলডহার্স্ট কনজারভেটিভ দলের একজন প্রধান নেতা। এই সব কথা ছেলেদের মধ্যে জানাজানি হওয়ায় ওর পক্ষে ফল ভাল হয়নি। অনেকেই ওকে মনে মনে হিংসে করত। আর সেই জন্যে খেলার মাঠে সুযোগ পেলেই ওকে অনেকে হেনস্থা করত। কিন্তু যখন ও লেখাপড়ার পালা সাঙ্গ করল তখন ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াল। একে তো পার্সি অসাধারণ ভাল ছাত্র তার ওপর ওর সামাজিক প্রতিপত্তিও খুব। আর তার ফলে ও সহজেই ফরেন আপিসে ভাল চাকরি পেয়ে গেল। এরপর ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ কমে আসতে লাগল। শেষকালে ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন পার্সির একটা চিঠি পেলাম। সব কথা মনে পড়ে গেল। পার্সি লিখেছে:

ব্রায়ারব্রে, ওকিং

প্রিয় ওয়াটসন,

আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি 'ব্যাঙাচি' ফেলপ্‌সকে ভুলে যাওনি। তুমি যখন থার্ড ফর্মে পড়তে আমি তখন ফিফথ ফর্মে পড়তাম। হয়তো তুমি এ কথাও শুনেছ যে, আমার মামার চেষ্টায় আমি ফরেন আপিসে একটা ভাল চাকরি পাই। আমাকে যে-পদ দেওয়া হয় সেটা খুবই উঁচু আর দায়িত্বপূর্ণ পদ। এই কাজ আমি ভাল ভাবেই করে আসছিলাম। হঠাৎ এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে যে, যার ফলে আমার চাকরিজীবন একেবারে শেষ হয়ে যেতে বসেছে। সত্যি কথা বলতে কী, আমার জীবনে কলঙ্কের ছাপ পড়তে চলেছে।

এই ঘটনার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লেখার প্রয়োজন নেই। যদি তুমি আমার অনুরোধ রাখো তো সব কথাই আমাকে তখন খুলে বলতে হবে। আমি টানা ন'সপ্তাহ ব্রেন ফিভারে ভুগলাম। এখন সবে একটু সেরে উঠেছি। তবে এখনও খুবই দুর্বল। তুমি কি তোমার বন্ধু মিঃ হোমসকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো? এই ব্যাপারটা নিয়ে মিঃ হোমসের সঙ্গে কথা বলে আমি তাঁর মতামত শুনতে চাই। আমার আপিসের কর্তারা অবশ্য আমাকে বার বার বলছেন যে, এই ব্যাপারে আর কিছুই করবার নেই। তবু তুমি মিঃ হোমসকে বুঝিয়ে বলে এখানে নিয়ে আসবার চেষ্টা কোরো। বুঝতেই পারছ যে, আমার মনের অবস্থা ভাল নয়। যতক্ষণ না এই সন্দেহ আর সংশয়ের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। এক একটা মিনিটকে মনে হয় যেন এক একটা ঘণ্টা। মিঃ হোমসকে বুঝিয়ে বোলো যে তাঁকে আগে খবর না দেবার কারণ, তাঁকে খবর দেবার মতো অবস্থা আমার ছিল না। হঠাৎ একটা অকল্পনীয় আঘাতে আমার মাথার ঠিক ছিল না। এর পরেই আমি অসুখে পড়ি। মিঃ

হোমসের ক্ষমতার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। এখন একটু সুস্থ হয়েছি, তাই লিখছি। তবে ওই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চাই না। ভয় হয় পাছে আবার অসুখে পড়ে যাই। আমি এখনও শরীরে বল পাইনি। তাই নিজের হাতে চিঠি লিখতে পারলাম না। অন্যকে দিয়ে লেখাতে হল।

ইতি
তোমার পুরনো স্কুলের বন্ধু
পার্সি ফেলপ্‌স।

চিঠি পড়ে আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। পার্সি এ ভাবে বার বার হোমসকে ওর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে কাতর ভাবে অনুরোধ করেছে তা জেনে আমার কষ্ট হল। পার্সির জন্যে আমার এতই দুঃখ হল যে, আমি ঠিক করলাম যেমন ভাবেই হোক হোমসকে নিয়ে যাব। তবে আমি জানতাম যে, আমাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে না। হোমস রহস্যের জট খুলতে এতই ভালবাসে যে, এ কাজে তার ডাক পড়লে সে সাড়া না দিয়ে পারে না। মক্কেলরা যতখানি আগ্রহ নিয়ে হোমসের কাছে আসে হোমসও ঠিক ততখানি আগ্রহ নিয়ে মক্কেলকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। সব কথা শুনে আমার স্ত্রী বললেন যে, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুবই জরুরি। এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা উচিত হবে না। তাই আমি তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে গেলাম।

হোমস ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে একটা টেবিলের কাছে বসে কেমিস্ট্রির কী একটা পরীক্ষা করছিল। একটা বুনসেন বার্নার নীল হয়ে জ্বলছিল। বার্নারের ওপরে একটা অদ্ভুত আকৃতির কাচের পাত্র। পাত্রটার ভেতরে জলীয় কোনও পদার্থ টগবগ করে ফুটছিল। কাচের পাত্রটার সঙ্গে একটা নল লাগানো। সেই নলটা গিয়ে পড়েছে একটা দু'লিটার মগের পাত্রে। নল থেকে বাষ্প বেরিয়ে এসে ফোঁটা ফোঁটা করে দ্বিতীয় পাত্রে পড়ছিল। আমি ঘরে ঢুকলাম। হোমস আমাকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হল না। বুঝলাম হোমস খুব জরুরি কোনও পরীক্ষায় ব্যস্ত। আমি কোনও কথা না বলে একটা আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হোমস কাচের একটা সরু নল দিয়ে একবার এই পাত্রটা থেকে আর একবার ওই পাত্র থেকে নানান রাসায়নিক পদার্থ তুলে নিয়ে মেশাচ্ছিল। শেষকালে হোমস একটা টেস্টটিউব নিয়ে এল। টেস্টটিউবে কী যেন একটা সলিউশন। হোমসের ডান হাতে একটা লিটমাস পেপারের টুকরো।

"ওয়াটসন, তুমি এমন একটা সময়ে এসে পড়লে যখন কিনা সত্যি সত্যিই জীবনমরণ সমস্যা। এই কাগজটার রং যদি নীল থাকে তো কোনও বিপদ নেই। কিন্তু কাগজটার রং যদি লাল হয়ে যায় তো তবে একজন লোকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে," হোমস বলল। কথাটা শেষ করেই হোমস কাগজটা সেই তরল সলিউশনে ডুবিয়ে দিল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা রক্তের মতো লাল হয়ে গেল। হোমস বলে উঠল, "এই রকমটাই যে হবে তা বুঝতে পেরেছিলাম। ওয়াটসন, এক মিনিট অপেক্ষা করো হাতের কাজটা সেরে ফেলি। ওই পার্সিয়ান চটিটার মধ্যে তুমি তামাকের থলিটা পাবে।" হোমস তার লেখার টেবিলে উঠে গিয়ে খসখস করে কয়েকটা টেলিগ্রাম লিখে ফেলল। তারপর আমাদের ফাইফরমাশ খাটার ছেলেটিকে ডেকে সেগুলি তক্ষুনি পাঠাবার ব্যবস্থা করল। ছেলেটি চলে গেল। আমি

BanglaBook.org

যে-চেয়ারটায় বসেছিলাম হোমস সেটার উলটো দিকের চেয়ারে বসে পড়ল। চেয়ারের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে হোমস বলল, "একটা খুব সাধারণ খুনের ব্যাপার। আমার মনে হচ্ছে তোমার কাছে এর চাইতে ভাল খবর আছে। ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই কোনও রহস্যের আগাম খবর নিয়ে এসেছ। বলো, বন্ধু, কী তোমার খবর।'

আমি পার্সি ফেলপ্‌সের চিঠিটা হোমসকে এগিয়ে দিলাম। হোমস খুব মন দিয়ে চিঠিটা পড়ল।

"চিঠিটার থেকে বিশেষ কিছু খবর পাওয়া গেল না।" হোমস চিঠিটা মুড়ে আমাকে ফেরত দিয়ে দিল।

"হ্যাঁ। ব্যাপারটা যে কী তা বোঝা যাচ্ছে না।"

"তবে হাতের লেখাটা অবশ্য খুব ইন্টারেস্টিং।"

"কিন্তু লেখাটা তো পার্সির নয়।"

"ঠিক কথা। এটা মহিলার হাতের লেখা।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "আমার তো মনে হচ্ছে এটা কোনও পুরুষমানুষের হাতের লেখা।"

"না, এটি যে মহিলার হাতের লেখা, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর এই মহিলা অত্যন্ত অসাধারণ চরিত্রের মহিলা। দেখো ওয়াটসন, তদন্ত শুরু করবার আগেই আমাদের হাতে একটা বড় সূত্র এসে গেল। আমরা জানতে পারলাম যে, তোমার বন্ধুর সঙ্গে এমন

BanglaBook.org

এক মহিলার যোগাযোগ আছে, যিনি ভালই হোন বা খারাপ হোন, অসাধারণ মহিলা। যাঁর চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব দুই-ই অসাধারণ। এই ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল হচ্ছে। ওয়াটসন, তুমি যদি তৈরি থাকো তো আমরা এক্ষুনি ওকিংয়ের দিকে এগিয়ে পড়তে পারি। তোমার অসুস্থ কূটনীতিক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হবে, আর ওই অসাধারণ মহিলা, যাঁকে দিয়ে তোমার বন্ধু তাঁর চিঠি লেখান, তাঁকেও দেখা হবে।"

আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। ওয়াটারলু স্টেশনে এসে পৌঁছোনো মাত্র আমরা ওকিং যাবার ট্রেন পেয়ে গেলাম। আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে ওকিং পৌঁছে গেলাম। ওকিংয়ে যে-দিকেই চাও কেবল হেদার আর ফার গাছ। ফেলপ্‌স যে-বাড়িতে আছে, ব্রায়ারব্রে, সেটাকে একটা ছোটখাটো প্রাসাদ বললেও ভুল বলা হয় না। বিরাট হাতাওয়ালা বাড়ি। বাড়িটা অবশ্য স্টেশনের কাছেই। মাত্র কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ। ব্রায়ারব্রেতে পৌঁছে আমরা আমাদের 'কার্ড' পাঠিয়ে দিলাম। আমাদের একটা সুন্দর করে সাজানো বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা সেই ঘরে গিয়ে বসতে-না-বসতেই একজন বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারার ভদ্রলোক ঘরে এলেন। ভদ্রলোক আমাদের বেশ আদর-আপ্যায়ন করতে লাগলেন। ভদ্রলোককে দেখে মনে হল ওঁর বয়স তিরিশের বেশি, তবে চল্লিশের কম। গালদুটো বেশ টকটকে লাল। আর ভদ্রলোকের চোখদুটো দেখলেই মনে হয় যে, সব সময়েই তিনি বেশ ফুর্তিতে আছেন। ভদ্রলোককে দেখেই আমার গোলগাল-মোটাসোটা দুষ্টু ছেলের ছবি মনে পড়ে গেল।

ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, "আপনারা আসাতে যে কী ভাল হল তা আর কী বলব! পার্সি সকাল থেকে খোঁজ নিচ্ছে আপনারা এলেন কিনা। বেচারা! খড়কুটোটা ধরেই এখন বাঁচতে চাইছে। পার্সির বাবা-মা আমাকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পাঠিয়ে দিলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই ওদের কাছে এত দুঃখের যে, সে বলে বোঝাতে পারব না।"

হোমস বলল, "দেখুন, ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমরা কিছুই প্রায় জানি না। তবে দেখছি যে আপনি এদের কোনও আত্মীয়টাত্মীয় নন।"

হোমসের কথায় ভদ্রলোকটি বেশ চমকে গেলেন। তারপর মাথা নিচু করে হাসতে লাগলেন।

"ও আপনারা আমার 'লকেটে' জে এইচ ছাপটা দেখেছেন। প্রথমে সত্যি সত্যি মনে হয়েছিল আপনি একটা দারুণ ভেলকি দেখালেন। আমার নাম জোসেফ হ্যাবিসন। আমার বোন অ্যানির সঙ্গে পার্সির বিয়ে হবে তো! বলতে পারেন সেই বিয়ের সুবাদে আমি ওর আত্মীয় হব। আমার বোন অ্যানিকে পার্সির ঘরে দেখতে পাবেন। গত দু'মাস নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে দিন-রাত ও পার্সির সেবা-শুশ্রূষা করেছে। চলুন, আমরা বরং পার্সির ঘরেই যাই। আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ও একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে।"

ড্রয়িংরুম থেকে আমাদের যে-ঘরে নিয়ে যাওয়া হল সেটা ওই তলাতেই। এটাও বেশ বড় ঘর। ঘরের খানিকটা বসবার ঘরের মতো করে সাজানো আর বাকিটা শোবার ঘরের মতো। ঘরের প্রত্যেক কোণে সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজানো। খোলা জানলার কাছে একটা ইজিচেয়ারে এক যুবক শুয়ে ছিল। শক্ত অসুখে ভুগে যে সে খুবই কাহিল হয়ে পড়েছে, এ কথা বলে দিতে হয় না। খোলা জানলা দিয়ে বাতাস আসছিল। বাতাসে ভেসে আসছিল

BanglaBook.org

নানা রকমের ফুলের মিষ্টি সুবাস। যে-ইজিচেয়ারে যুবকটি বসেছিল তার কাছেই একটু নিচু টুলে এক অল্পবয়সি মহিলা বসে ছিলেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই মহিলাটি উঠে দাঁড়ালেন।

"পার্সি, আমি কি বেরিয়ে যাব?" মহিলা বললেন।

পার্সি কোনও কথা না বলে হাত তুলে তাকে যেতে বারণ করল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি করে বলল, "কেমন আছ ওয়াটসন? ...তোমার ওই বিরাট গোঁফের জন্যে আমি তো তোমাকে চিনতেই পারতাম না। অবশ্য আমার শরীরের যে-হাল হয়েছে তাতে তুমিও আমাকে বোধহয় চিনতে পারতে না। ...ইনি নিশ্চয় তোমার স্বনামধন্য বিখ্যাত বন্ধু মিঃ শার্লক হোমস?"

আমি দু'-চার কথায় হোমসের সঙ্গে ফেলপ্‌সের পরিচয় করিয়ে দিলাম। তারপর আমরা দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। সেই হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর বোন টুলটা সরিয়ে নিয়ে পার্সির চেয়ারের কাছে বসলেন। ভদ্রমহিলাকে দেখতে খুব সুন্দর। প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে সেটা হল, মহিলা খুব লম্বা নন। আর হয়তো বা একটু মোটা। তবে ওঁর গায়ের রং জলপাইয়ের মতো। চোখদুটি বেশ টানা টানা, কালো। অনেকটা ইটালিয়ানদের মতো। মাথা-ভরতি ঘন কালো চুল। ওঁর পাশে বসেছিল বলেই পার্সিকে আরও দুর্বল, আরও রোগা দেখাচ্ছিল।

সোফার ওপর একটু নড়েচড়ে বসে পার্সি বলল, "আমি বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে চাই না। কোনও রকম ভূমিকা না করে আমি সোজাসুজি আসল কথায় আসি। ...মিঃ হোমস, সুখী মানুষ বললে যা বোঝায় আমি তাই ছিলাম। অল্প বয়সে জীবনে উন্নতি করেছি, লোকে যা চায় সবই আমি পেয়েছিলাম। হঠাৎ আমার বিয়ের ঠিক আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আর তার জন্যে আমার জীবনের সবকিছু একেবারে ভেঙে যাবার জোগাড়।

"ওয়াটসন হয়তো আপনাকে বলেছে যে, আমি ফরেন আপিসে কাজ করতাম। লর্ড হোল্ডহার্স্ট আমার মামা! নিজের চেষ্টায় আর মামার জোরে অল্প দিনের মধ্যেই আমি বেশ দায়িত্বপূর্ণ পদ পেয়ে গেলাম। আপনি জানেন যে, এই সরকারের আমলে আমার মামা বিদেশ দফতরের মন্ত্রী হয়েছেন। তিনি মন্ত্রী হয়ে আমাকে অনেক গোপনীয় কাজের ভার দেন। এর প্রত্যেকটাই আমি খুব ভাল ভাবে করেছি। এই কাজগুলো করতে পারায় আমার মামার মনে হয় যে, আমি রীতিমতো কাজের লোক হয়ে উঠেছি। আমার দক্ষতা ও যোগ্যতা দুইই আছে।

"মাস আড়াই আগে, সঠিক তারিখটা আমার মনে আছে, ২৩ মে, আমার মামা আমাকে তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে ডেকে পাঠালেন। আমার কাজকর্মের খুব প্রশংসা করে বললেন যে, তিনি আমাকে আর একটা বিশেষ গোপন কাজের ভার দিতে চান।

"তাঁর নিজের দেরাজ থেকে একটা ছাই রঙের কাগজ বের করে মামা বললেন, 'এটা ইংল্যান্ড আর ইটালির মধ্যে একটা গোপন চুক্তির দলিল। মুশকিল ব্যাপার এই যে, খবরের কাগজওলারা কোনও রকমে ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছে। এখন আমাদের দেখতে হবে যে, নতুন কোনও খবর যেন কাগজে বার না হয়। ফরাসি আর রুশ সরকার এই চুক্তির আসল কথাটা জানবার জন্যে প্রচুর টাকা খরচ করতে রাজি। এই চুক্তিটা সদাসর্বদা আমার নিজের দেরাজে থাকবার কথা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী, এই চুক্তির একটা নকলের বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। তোমার নিজস্ব কোনও দেরাজ আছে?'

BanglaBook.org

"আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আছে।'

"'তা হলে এই চুক্তিপত্রটা নিয়ে যাও। তোমার দেরাজে চাবি দিয়ে রাখোগে। আমি নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি যে, আর সকলে চলে গেলেও তোমাকে আপিসে থাকতে দেবে। সকলে কাজ করে চলে গেলে তুমি তোমার সুবিধেমতো এটার নকল করে ফেলবে। আসল কথাটা কেউ জানতে পারবে না, বা তুমি কী কপি করছ তাও দেখতে পাবে না। তোমার নকল করা হয়ে গেলে আসল আর নকল দুটো চুক্তিই তোমার দেরাজে চাবি-তালা দিয়ে চলে যাবে। কাল সকালে আপিসে এসেই ও দুটো আমাকে দিয়ে দেবে।'

"আমি কাগজটা নিয়ে নিলাম আর..."

পার্সিকে বাধা দিয়ে হোমস বলল, "এক মিনিট। এই যে কথাবার্তা হচ্ছিল তখন কি ঘরে আপনারা দু'জনই ছিলেন?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আর কে থাকবে?"

"ঘরটা আকারে কি খুব বড়?"

"ঘরটা লম্বায় তিরিশ ফুট। চওড়াতেও তিরিশ ফুট।"

"আপনারা কি ঘরের মাঝখানে ছিলেন?"

"হ্যাঁ, প্রায় মাঝখানেই ছিলাম।"

"আপনারা খুব নিচু গলায় কথা বলছিলেন তো?"

"আমার মামা এত আস্তে আস্তে কথা বলেন যে, ওঁর কথা একটু দূর থেকে পরিষ্কার শোনা যায় না। আর আমি সারাক্ষণ চুপ করেই ছিলাম।"

"ধন্যবাদ। আপনি বলতে শুরু করুন," হোমস বলল, তারপর সে চোখ বুজে বসে রইল।

"মামা যে রকমটি বলে দিয়েছিলেন, আমি সেই রকমই করলাম। সকলের চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার এক সহকর্মী আমার সঙ্গে একই ঘরে বসে। ওর নাম চার্লস গোরো। চার্লসের কিছু বকেয়া কাজ ছিল। ও সেই কাজগুলো সেরে ফেলছিল। ওর দেরি আছে দেখে আমি রাতের খাওয়াটা বাইরে থেকে সেরে আসতে গেলাম। আমি খাওয়াদাওয়া সেরে আপিসে ফিরে এসে দেখলাম যে, গোরো চলে গেছে। আমি কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চাইছিলাম। আমি জানতাম যোসেফ লন্ডনে এসেছে। যোসেফ হচ্ছে মিঃ হ্যারিসন যার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় একটু আগেই হয়েছে। যোসেফ সেই দিনই ওকিং ফিরবে, এগারোটার ট্রেনে। আমি চাইছিলাম কাজটা সেরে ওর সঙ্গে একই গাড়িতে ফিরতে।

"চুক্তির বয়ানটা যখন পড়লাম তখন বুঝতে পারলাম যে মামা একটি কথাও বাড়িয়ে বলেননি। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ নথি। চুক্তির ভেতরের কথাটা ফাঁস না করে এটুকু বলতে পারি যে, ত্রিপাক্ষিক যে-বোঝাপড়া হচ্ছে তার সম্বন্ধে ইংল্যান্ড কী ভাবছে সেটাই এর মোদ্দা কথা। আর একটা কথা হচ্ছে যে, যদি ফরাসি নৌবাহিনী ইটালির নৌবাহিনীর চাইতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ফরাসি নৌবাহিনীর প্রতিপত্তি বেড়ে গেলে, ইংল্যান্ড কী করবে? চুক্তির বেশির ভাগটাই নৌবাহিনীর বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় ভরতি। চুক্তির শেষে দু'পক্ষের বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের সই আছে। সবটা একবার পড়ে নিয়ে আমি দলিলটা নকল করতে বসে গেলাম।

"চুক্তিটা খুব বড়। ফরাসিতে লেখা। ছাব্বিশটা অনুচ্ছেদ আছে। আমি যতটা তাড়াতাড়ি

পারি নকল করতে লাগলাম। ঘড়িতে যখন ন'টা বাজল তখন আমার মাত্র ন'টা অনুচ্ছেদ কপি করা হয়েছে। বুঝতে পারলাম যে, এগারোটার ট্রেন ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। কেমন একটা ঝিমুনির ভাব আসছিল। সারাদিন বড্ড খাটাখাটনি গেছে। তার ওপর খাওয়াটাও বোধহয় একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হল এক কাপ গরম কফি খেলে শরীর-মন দুই-ই তরতাজা হয়ে উঠবে। রাত্তিরে একজন কেয়ারটেকার আপিসের নীচের তলায় একটা ঘরে থাকে। ওর একটা স্পিরিট ল্যাম্প আছে। কেউ যদি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে তো তার দরকারমতো ওই কেয়ারটেকার স্পিরিট ল্যাম্প ধরিয়ে চা কিংবা কফি করে দেয়। আমি ঘণ্টা বাজিয়ে কেয়ারটেকারকে ডাকলাম।

"ঘণ্টা শুনে যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে তো আমি অবাক। একজন মহিলা! দেখতে যেমন মোটাসোটা, তেমনই রুক্ষ মুখচোখের ভাব। মহিলাটি অ্যাপ্রন পরেছিল। সে বলল, যে, সে কেয়ারটেকারের স্ত্রী। সে অফিসের ঘরগুলো সাফটাফ করে। আমি তাকে এক কাপ কফি করে আনতে বললাম।

"আমি আরও দুটো অনুচ্ছেদ কোনও রকমে লিখলাম। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। হাত যেন চলতে চাইছে না। যা পড়ছি তার কিছুই মাথায় ঢুকছে না। ঘুম ছাড়াবার জন্যে আমি ঘরের ভেতর পায়চারি করতে শুরু করলাম। অনেকক্ষণ আগে কফি আনতে বলেছি। এতক্ষণেও কফি এল না দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এত দেরি হচ্ছে কেন? দরজা খুলে, ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। আমি যে-ঘরে কাজ করছিলাম সেখান থেকে টানা বারান্দা চলে গেছে। বারান্দায় আলো জ্বলছে। তবে মোটেই জোরালো আলো নয়। ঘর থেকে বাইরে যাবার ওই একটাই রাস্তা। টানা বারান্দাটা সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত চলে গেছে। কেয়ারটেকারের ঘর নীচের তলায়, সিঁড়ির পাশে। তিনতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামলে, তিনতলা আর একতলার মাঝামাঝি ছোট একটা ল্যান্ডিং। ল্যান্ডিং থেকে একটা বারান্দা সমকোণে বেরিয়ে গেছে। সেই বারান্দার একদম শেষে একটা ছোট সিঁড়ি আছে। বেয়ারা বা দরোয়ানরা এই সিঁড়ি দিয়ে বাইরে যায়। আর যে-সমস্ত কেরানিরা চার্লস স্ট্রিটের দিক থেকে আসেন তাঁরাও পথ সংক্ষেপ করবার জন্যে ওই সিঁড়িটা দিয়ে যাতায়াত করেন।

"আপনার বোঝার সুবিধের জন্য আমি একটা নকশা মতো করে রেখেছি।"

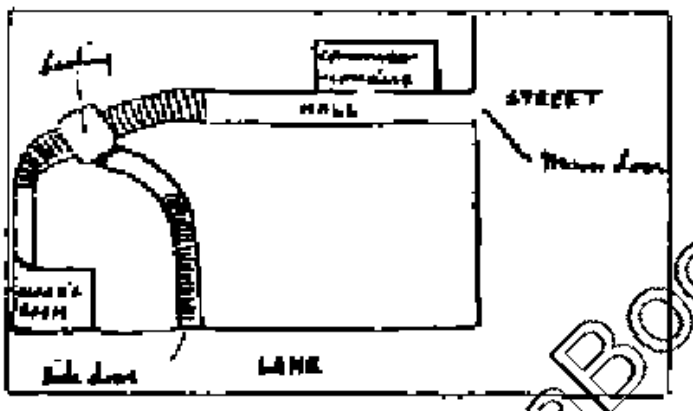

ফেলপ্‌সের হাত থেকে নকশাটা নিয়ে হোমস বলল, "ভালই করেছেন। তবে আপনার কথা থেকে আমি ছবিটা বুঝে গেছি।"

"এইবার যে-কথাটা বলছি সেটা কিন্তু আপনি খুব মন দিয়ে শুনুন। আমি সিঁড়ি দিয়ে নীচের হল ঘরে নেমে গেলাম। দেখলাম কেয়ারটেকার তার খুপরিতে বসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, স্পিরিট ল্যাম্পটা জ্বলছে। ল্যাম্পের ওপরে কেটলিতে জল ফুটছে, আর মাঝে

BanglaBook.org

মাঝে গরম জল কেটলির নল দিয়ে মেঝেতে পড়ছে। কেটলি থেকে এত জল মেঝেয় পড়ছে দেখে বুঝতে পারলাম জলটা অনেকক্ষণ ফুটে যাচ্ছে। আমি কেয়ারটেকারের কাঁধে হাত দিয়ে ওকে জাগাতে যাব এমন সময় ওর মাথার কাছে একটা ঘণ্টা টং করে বেজে উঠল। ঘণ্টার শব্দে চমকে গিয়ে কেয়ারটেকার ধড়মড় করে জেগে উঠল।

"আমাকে দেখে ভীষণ রকম আশ্চর্য হয়ে কেয়ারটেকার বলল, 'মিঃ ফেলপ্‌স! আপনি?'

"'আমি দেখতে এসেছিলাম যে, আমার কফিটা তৈরি হয়েছে কিনা।'

"'আমি কেটলিটা স্পিরিট ল্যাম্পে চড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' তারপর ও বোকার মতো একবার আমার মুখের দিকে আর একবার ওর মাথার ওপরের ঘণ্টাটার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি লক্ষ করলাম ওর মুখের ভাবটা কেমন আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে।

"'আপনি যদি স্যার এখানে ছিলেন তা হলে ঘণ্টাটা বাজাল কে?' কেয়ারটেকার ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

"'ঘণ্টা'? আমি বললাম। 'এটা কীসের ঘণ্টা?'

"'এটা স্যার আপনি যে-ঘরে কাজ করছিলেন, সেই ঘরের ঘণ্টা।'

"কেয়ারটেকারের কথা শুনে আমার মনে হল, একটা কনকনে ঠান্ডা হাত যেন আমার হৃৎপিণ্ডটা পিষে ফেলছে। যে-ঘরে আমি ওই একান্ত গোপনীয় অমূল্য দলিলটা ফেলে এসেছি, সে ঘরে তা হলে আর কেউ রয়েছে! আমি পাগলের মতো লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি টপকে বারান্দা পার হয়ে এক দৌড়ে ঘরে ঢুকলাম। বারান্দায় কেউ নেই। ঘরের ভেতরেও কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি নীচে যাবার আগে সব যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে। শুধু যে-ডেস্কে বসে আমি কাজ করছিলাম, সেই ডেস্কের ওপরে আমার দায়িত্বে যে অতি গুরুত্বপূর্ণ কাগজটা রাখা ছিল, সেইটেই নেই। আমি যে-নকলটা করছিলাম সেটা রয়েছে। নেই, আসল চুক্তিটা নেই।"

হোমস চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। তারপর নিজের হাতদুটো জোরে ঘষতে ঘষতে বলল "এরপর আপনি কী করলেন?'

আমি বুঝলাম যে, ফেলপ্‌সের এই রহস্যে হোমস খুব মজে গেছে।

"আমি তক্ষুনি অনুমান করলাম যে, চোর নিশ্চয় ওই পাশের দরজা দিয়ে এসেছে। যদি চোর সদর দরজা দিয়ে আসত তা হলে তাকে আমি দেখতে পেতামই। ল্যান্ডিং থেকে ওই বারান্দাটা একদম রাইট অ্যাঙ্গেলে বা সমকোণে। সে কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি।"

হোমস বলল, "আচ্ছা আপনি যে-ঘরে বসে এই দলিলটার কপি করছিলেন সেখানে কেউ লুকিয়ে ছিল না তো? কিংবা ধরুন বারান্দায়ও তো কেউ ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারত। বারান্দার আলো তো ছিল খুব কমজোরি।"

"না, তা একেবারেই অসম্ভব। ওই ঘরে বা বারান্দায় একটা ইঁদুর পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারে না। লুকোবার কোনও জায়গাই নেই।"

"ঠিক আছে। তারপর কী হল বলুন।"

"কেয়ারটেকার আমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখেই বুঝেছিল যে, সাংঘাতিক ধরনের কিছু একটা ঘটে গেছে। তাই আমার পেছন পেছন ও দৌড়োতে দৌড়োতে নেমে এল। আমরা চার্লস স্ট্রিটের দিকে যে-গেটটা আছে সেই দিকে ছুটলাম। দরজাটা বন্ধ ছিল বটে, তবে তালা লাগানো ছিল না। এক ধাক্কায় দরজা খুলে আমরা রাস্তায় নেমে পড়লাম। আমার খুব স্পষ্ট

BanglaBook.org

মনে আছে যে, যখন আমরা চার্লস স্ট্রিটে পা দিলাম ঠিক তখনই কাছের কোনও একটা ঘড়িতে ঢং-ঢং করে তিন বার ঘণ্টা বাজল। তখন ঠিক পৌনে দশটা।"

হোমস শার্টের কবজিতে লিখতে লিখতে বলল, "এটা একটা খুব দামি খবর।"

"চার দিক বেশ অন্ধকার হয়েছিল। একে আকাশে মেঘ করেছিল তার ওপর আবার ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছিল। চার্লস স্ট্রিটে লোকজন নেই। গোটা রাস্তাটা খাঁ-খাঁ করছে। অথচ একটু দূরেই হোয়াইট হলে গাড়ি আর লোক যাতায়াতের শেষ নেই। আমরা খালি মাথায় ফুটপাত ধরে ছুটতে লাগলাম। বেশ খানিকটা দূরে এক জন পুলিশ কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিল।

"আমি হাঁপাতে হাঁপাতে সেই কনস্টেবলকে বললাম, 'এখনই একটা চুরি হয়ে গেছে। ফরেন আপিস থেকে একটা অত; দামি সরকারি কাগজ চুরি হয়ে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছ কি'?"

"কনস্টেবল বলল, 'আমি এখানে প্রায় মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে আছি। এই সময়ের মধ্যে এক জনই এই দিক দিয়ে গেছে। শালমুড়ি-দেওয়া মোটাসোটা এক বুড়ি।'

"কেয়ারটেকার বলল, 'ওহ্! ওই বুড়ি আমার স্ত্রী। ওকে ছাড়া আর কাউকে যেতে দেখেননি?'

"'নাহ্। আর কাউকে দেখিনি?'

"কেয়ারটেকার আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'তা হলে চোরটা নিশ্চয়ই ওই রাস্তা দিয়ে পালিয়েছে।'

"কিন্তু কেয়ারটেকারের কথায় আমার মন সায় দিল না। তা ছাড়া ও যে ভাবে আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল তাতে আমার কেমন যেন সন্দেহ হল।

"আমি কনস্টেবলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই বুড়ি কোন দিকে গেল?'

"'আমি স্যার, সেটা ঠিক বলতে পারব না। আমি বুড়িকে যেতে দেখেছি। কোন দিকে গেছে তা তো লক্ষ করিনি। কেন না বুড়িকে দেখে আমার কোনও রকম সন্দেহ হয়নি। তবে মনে হয়েছিল যে, ওর বিশেষ তাড়া আছে।'

"'কতক্ষণ আগে ওকে যেতে দেখেছ, কনস্টেবল?'

"'এই তো। দু'-চার মিনিটও বোধহয় হয়নি।'

"'পাঁচ মিনিটের মধ্যে হবে?'

"'পাঁচ মিনিটের বেশি কিছুতেই হবে না।'

"কেয়ারটেকার অস্থির ভাবে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'স্যার, আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন। এখন প্রতিটি মিনিটই আমাদের কাছে খুব দামি। ...আমার কথা বিশ্বাস করুন। আমার স্ত্রী এ সমস্ত ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানে না। চলুন আমরা ওই দিকে যাই। আর আপনি যদি না যান তো আমিই যাচ্ছি।'

"আমার কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা না করেই কেয়ারটেকার উলটো দিকে পা চালাল। কিন্তু আমি ছুটে গিয়ে ওকে ধরে ফেললাম।

"আমি বললাম, 'তুমি থাকো কোথায়?'

"'ব্রিক্সটনে। আমার ঠিকানা ১৬ নং আইভি লেন। তবে মিঃ ফেলপ্‌স, মনগড়া একটা সন্দেহের পেছনে মিছিমিছি সময় নষ্ট করবেন না। তার চেয়ে চলুন আমরা বরং ওই দিকে যাই। ওখানে হয়তো কোনও খবর পাওয়া যেতেও পারে।'

BanglaBook.org

"আমার মনে হল কেয়ারটেকারের কথা শুনলে কোনও ক্ষতি নেই। কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দু'জন হোয়াইট হলের দিকে গেলাম। রাস্তায় অবিরাম গাড়িঘোড়ার যাতায়াত। দু'দিকের ফুটপাত ধরে লোকের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির জন্যে সকলেরই বাড়ি ফেরার তাড়া খুব বেশি। ওখানে এমন কাউকে পাওয়া গেল না, যার কাছ থেকে আমাদের দরকারি খবর পাওয়া যেতে পারে।

"বাধ্য হয়ে আমরা আপিসে ফিরে এলাম। সিঁড়ি আর বারান্দা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু কোথায় কী? সিঁড়ির মুখ থেকে যে-টানা বারান্দাটা চলে গেছে সেটায় এক রকমের তেলতেলে লিনোলিয়ম পাতা। এই লিনোলিয়মের ওপর সহজেই জুতোর ছাপ পড়ে যায়। আমরা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিনোলিয়মটা দেখলাম। কিন্তু কোনও পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম না।"

"সে দিন কি সন্ধে থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল?" হোমস জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, সাতটা থেকে বৃষ্টি যে নেমেছিল তা তখনও থামেনি।"

"তা যদি হয় তো ন'টার সময়ে কেয়ারটেকারের স্ত্রী যখন আপনার ঘরে এসেছিল, তার পায়ের ছাপ মেঝেতে পড়ল না কেন?"

"কথাটা বলে আপনি ভালই করলেন। এটা আমার তখনই মনে হয়েছিল। এই ধরনের কাজের মেয়েরা রাস্তার জুতো কেয়ারটেকারের আপিসে খুলে ফেলে। তারপর ওরা চটি পরে কাজ করে।"

"এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। যদিও সন্ধে থেকে একটানা বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছিল, তা হলেও ঘরে বা বারান্দায় জলকাদার চিহ্নমাত্র ছিল না। ঘটনাগুলো পর পর যা ঘটেছে তাতে গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছে। তা এরপর আপনি কী করলেন?"

পার্সি ফেলপ্‌স একটু থেমে বললেন, "ঘরের মধ্যে কোনও গুপ্ত পথ বা লুকোনো দরজা নেই। রাস্তা থেকে ঘরের জানলা প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু। রাস্তার দিকে দুটো জানলা। দুটোই ভেতরের দিক থেকে শক্ত করে ছিটকিনি দেওয়া। মেঝে কার্পেট দিয়ে মোড়া। সুতরাং মেঝের কোনও অংশে লুকনো কোনও আসা-যাওয়ার পথও নেই। ঘরের ছাত আর দেওয়াল সাধারণ হোয়াইট ওয়াশ করা। আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, যে আমার টেবিল থেকে ওই দলিল চুরি করেছে, সে দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল।"

"আচ্ছা আপনারা ফায়ার প্লেসটা দেখেছিলেন?"

"আমাদের আপিসে সেকেলে ফায়ার প্লেস আর নেই। সব ঘরেই স্টোভ। ঘণ্টা বাজাবার দড়িটা একটা তার থেকে ঝোলানো। যে-ডেস্কে বসে আমি কাজ করি ঘণ্টাটার দড়িটা তার ডান দিকে ঝোলানো থাকে। ঘণ্টাটা যেই বাজাক না কেন, তাকে আমার ডেস্কের কাছে আসতে হয়েছিল। কিন্তু যে অপরাধী, সে খামোকা ঘণ্টা বাজাতে যাবে কেন? এটাই আমার কাছে সব চাইতে জটিল রহস্য বলে মনে হয়েছে।"

"তা যা বলেছেন। বেশ রহস্যজনক ব্যাপারই বটে। এরপর আপনারা কী করলেন? আপনারা নিশ্চয়ই ঘরটা আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছিলেন যদি কোথাও কোনও রকম হদিস পাওয়া যায়! একটা সিগারেটের টুকরো বা একটা দস্তানা বা চুলের কাঁটা, এই রকমই নেহাত তুচ্ছ ধরনের কোনও সূত্র খুঁজে পাবার চেষ্টা করেননি?"

"না, সে রকম কোনও কিছুই আমরা পাইনি।"

BanglaBook.org

"কোনও রকম গন্ধও পাননি?"

"গন্ধের ব্যাপারটা অবশ্য আমাদের মনে হয়নি।"

"এই ধরনের রহস্যের তদন্তে সিগারেট কি পাইপের তামাকের বিশেষ গন্ধও আমাদের পক্ষে খুব দামি সূত্র হতে পারত।"

"আমি মিঃ হোমস, সিগারেট-টিগারেট খাই না। সুতরাং ঘরে যদি তামাকের গন্ধ থাকত নিশ্চয়ই তা আমার নাকে লাগত। কোনও রকম সুত্রই সেখানে আমরা খুঁজে পাইনি। একমাত্র ঘটনা যা তা হল যে, কেয়ারটেকারের স্ত্রী, ওর নাম মিসেস ট্যাঙি, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আপিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মিসেস ট্যাঙি যে কেন এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল, সে ব্যাপারে ওর স্বামী মানে আমাদের কেয়ারটেকার কিছু বলতে পারেনি। কেয়ারটেকারকে যখন এই প্রশ্ন করা হয় তখন ও আমতা আমতা করে বলল যে, ওই সময়েই নাকি মিসেস ট্যাঙি বাড়ি ফেরে। কনস্টেবলের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলাম, কেয়ারটেকারের স্ত্রী-ই যদি ওই দলিলটা চুরি করে থাকে তবে সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে পাকড়াও করা উচিত। দলিলটা যাতে ওই মহিলা পাচার করতে না পারে।"

"খবরটা ইতিমধ্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পৌঁছে গিয়েছিল। ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ মিঃ ফরবস অকুস্থলে এসে পড়েছিলেন। তিনি এসেই কাজে নেমে পড়লেন। আমরা একটা গাড়ি ধরে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কাছে মিসেস ট্যাঙির যে-ঠিকানা ছিল, সেখানে পৌঁছে গেলাম। অল্পবয়সি একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। পরে জেনেছিলাম যে ওই মেয়েটি মিসেস ট্যাঙির বড় মেয়ে। না, ওর মা তখনও বাড়ি ফেরেনি। মেয়েটি আমাদের বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

"মিনিট দশেক পরে দরজায় ঠক ঠক করে টোকা পড়ল। আর ঠিক তখনই আমরা বিরাট এক ভুল করলাম। আর তার জন্যে আমিই দায়ী। আমরা নিজেরা উঠে গিয়ে দরজা না খুলে ওই মেয়েটাকেই দরজা খুলতে দিলাম। আমরা শুনলাম যে, মেয়েটা ওর মাকে বলছে 'বাইরের ঘরে দু'জন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে আছেন।' তার পরেই শুনতে পেলাম সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে কারা যেন নেমে যাচ্ছে। ফরবস এক মুহূর্ত দেরি না করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সেটা রান্নাঘর বলে মনে হল। বুড়ি আমাদের আগেই রান্নাঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। বুড়ি আমাদের দিকে তেড়ে আসার মতো করে এগিয়ে এল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে, আমাদের ভস্মই করে ফেলবে বুঝি। আমাকে চিনতে পেরে বুড়ি খুব অবাক হয়ে গেল।

"'মিঃ ফেলপ্‌স কী ব্যাপার?'

"ডিটেকটিভ ফরবস বললেন, 'কাকে ভেবে তুমি পালাবার চেষ্টা করছিলে বলো তো?'

"'আমি ভেবেছিলাম যে কোনও দালাল বুঝি। সম্প্রতি কতগুলো দালাল বড্ড জ্বালাতন করছে।'

"ফরবস বললেন, 'এটা কি বিশ্বাস করবার মতো একটা কথা হল? আমরা খবর পেয়েছি যে ফরেন আপিস থেকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজ তুমি সরিয়ে ফেলেছ। কাগজটা চালান করে দেবার জন্যে তুমি এখানে এসেছ। তোমাকে আমাদের সঙ্গে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড যেতে হবে। তোমাকে তল্লাশি করে দেখা হবে।'

"বুড়ি তো কিছুতেই আমাদের সঙ্গে আসবে না। সে যত রকম ভাবে পারল আপত্তি

BanglaBook.org

করতে লাগল। একটা গাড়ি ডেকে আমরা তিন জন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দিকে চললাম। যাবার আগে আমরা ঘরদোর ভাল করে দেখে নিলাম। কোথাও সেই দলিলটা পাওয়া গেল না। রান্নাঘরটা খুব ভাল করে দেখেছিলাম। সেখানেও নেই। রান্নাঘরে উনুন খোঁচাখুঁচি করে কোনও পোড়া কাগজের টুকরো বা ছাই পাওয়া গেল না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পৌঁছে আমরা ওই বুড়িকে মেয়ে পুলিশদের জিম্মায় দিয়ে দিলাম। আমার সমস্ত শরীর তখন উত্তেজনায় থরথর করছে। মনের মধ্যে কী হয় কী হয় ভাব। সময় যেন আর কাটতে চাইছে না। খানিকক্ষণ পরে মেয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর জানালেন যে, বুড়িকে তল্লাশি করে কোনও কাগজপত্র পাওয়া যায়নি।

"এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম, আমি কী বিপদেই না পড়েছি! এতক্ষণ আমি দৌড়োদৌড়ি করেছি। শারীরিক পরিশ্রম করার জন্যে মানসিক চিন্তাটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। বুড়িই যে কাগজটা চুরি করেছে এবং ওর কাছ থেকেই যে ওটা উদ্ধার করা যাবে, এ ব্যাপারে আমার মনে কোনও রকম সন্দেহ ছিল না। তাই যদি ওর কাছ থেকে কাগজটা না পাওয়া যায় তা হলে কী হবে, এ চিন্তাটা আমার মাথায় এক বারও আসেনি। কিন্তু এখন তো আর কিছু করবার নেই! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চত্বরে দাঁড়িয়ে আমি আমার নিজের অবস্থাটা টের পেলাম। আমার সমূহ বিপদ। ওয়াটসন হয়তো আপনাকে বলেছে যে স্কুলে পড়বার সময় আমি খুব ভিতু ছিলাম। এটা আমার স্বভাব। আমার মামার কথা মনে পড়ল। মামার সঙ্গে যাঁরা মন্ত্রিসভায় কাজ করেন তাঁদের কথা মনে পড়ে গেল। বুঝতে পারলাম, কী বিরাট অপমানের বোঝা মামার মাথায় আমি চাপিয়ে দিয়েছি। শুধু মামার নয়, আমার সঙ্গে যাদের আত্মীয়তা আছে, যাদের পরিচয় আছে, তাদের প্রত্যেকের ওপরই আমি অপমানের বিরাট বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এতে আমার নিজের তো কোনও দোষ নেই। সব ঘটনাটাই একটা নিছক দুর্ঘটনা। কিন্তু আমি যেখ া চাকরি করি সেখানে এ ধরনের দুর্ঘটনাকে কেউ ক্ষমা করে না। এটা আমার গাফিলতি বলেই মনে করা হবে। আমি একদম শেষ হয়ে গেলাম! লজ্জা আর অপমানের বোঝা বয়ে আমাকে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে! ওখানে যে আমি কী কাণ্ড করেছিলাম মনে নেই। নিশ্চয়ই চিৎকার চেঁচামেচি করে ছোটখাটো নাটক করে ফেলেছিলাম। আবছা যা মনে পড়ে তা হল, আমার চার পাশে অনেক অফিসার এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক জন আমার সঙ্গে ওয়াটারলু স্টেশন পর্যন্ত এলেন। তিনি আমাকে ওকিংয়ের ট্রেনে চাপিয়ে দিলেন। কথা ছিল যে, তিনি ওকিং পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাবেন। ওয়াটারলু স্টেশনে ডঃ ফেরিয়ারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ডঃ ফেরিয়ার আমার বাড়ির খুব কাছেই থাকেন। উনিও ওই ট্রেনে ফিরছিলেন। ডঃ ফেরিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভালই হয়। স্টেশনেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। বাড়িতে যখন এলাম তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না।

"অত রাত্রে ডঃ ফেরিয়ার যখন আমাকে নিয়ে এসে বাড়ির লোকজনকে ডেকে তুললেন, তখন বাড়ির লোকেরা অবাক হয়ে গেলেন। আমাকে দেখে তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। আমার মধ্যে পুরোদস্তুর পাগলামি প্রকাশ পাচ্ছে। অ্যানি আর আমার মা তো আমাকে দেখে একদম ভেঙে পড়লেন। ডঃ ফেরিয়ার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকের কাছে কী হয়েছে তা শুনে ছিলেন। তিনি সে কথা সকলকে বললেন। সেই কথা শুনে তো সকলের মনমেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। আমার অবস্থা দেখে সকলেই বুঝতে পারলেন যে, আমার অসুখ চট করে

BanglaBook.org

সারবে না। এই ঘরটায় যোসেফ শুয়েছিল। ওকে সেই রাতেই অন্য ঘরে চালান করে দেওয়া হল। আর এই ঘরটায় আমাকে রাখা হয়। এই ঘরে ন'সপ্তাহ আমি অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে ছিলাম। আমার ব্রেন ফিভার হয়েছিল। মিস হ্যারিসনের সেবা আর ডঃ ফেরিয়ারের চিকিৎসার গুণে আমি সেরে উঠে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি। সারা দিন ধরে মিস হ্যারিসন আমার শুশ্রূষা করেছেন। আর রাতের জন্যে একজন নার্স রাখা হয়েছিল। কেন না পাগলামির ঝোঁকে আমি যে-কোনও কাজই করে ফেলতে পারতাম। আস্তে আস্তে আমি সেরে উঠলাম। পাগলামিটাও সেরে গেল। তিন-চার দিন হল আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি সব কথা ঠিক ঠিক ভাবতেও পারছি এবং যা ঘটেছে সব মনে করতেও পারছি। এক এক বার অবশ্য মনে হচ্ছে যে, অসুখটা না সারলেই বোধহয় ভাল ছিল। সেরে উঠেই আমি ফরবসকে টেলিগ্রাম করলাম। কেন না এই চুরির ব্যাপারে তদন্ত করবার ভার পড়েছে ওঁর ওপর। আমার টেলিগ্রাম পেয়েই ফরবস চলে এলেন। উনি বললেন যে, সব রকম ভাবেই চোরকে ধরার এবং চোরাই মাল উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। তবে এমন কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি যেটা দিয়ে এ ব্যাপারটার ফয়সালা করা সম্ভব হতে পারে। কেয়ারটেকার আর তার স্ত্রী-কে সব রকম ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কিন্তু কোনও হদিসই পাওয়া যায়নি। এরপর পুলিশ গোরোকে সন্দেহ করে। আপনাদের মনে আছে বোধহয়, সেই রাত্রে গোরো অনেকক্ষণ আপিসে ছিল বকেয়া কাজ শেষ করে ফেলবার জন্যে। গোরোকে পুলিশের সন্দেহ করবার কারণ দুটো। এক নম্বর হল যে, সে দিন ও অনেক রাত পর্যন্ত আপিসে ছিল। আর দু' নম্বর কারণ হল, ওর ফরাসি নাম। কিন্তু এ কথাটা ভুললে চলবে না, আমি চুক্তিটা নকল করতে শুরু করি গোরো চলে যাবার পরে, আগে নয়। তা ছাড়া গোরোর মধ্যে হিউগেনট বংশের রক্ত আছে বটে, তবে ও মনেপ্রাণে খাঁটি ইংরেজ। সুতরাং এই চুরির সঙ্গে গোরোর কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশও গোরোকে সন্দেহ করার মতো কিছু খুঁজে পেল না। ব্যাপারটা ওইখানে ধামাচাপা পড়ে গেল। মিঃ হোমস, আপনিই আমার শেষ ভরসা। আপনি যদি এ রহস্যের সমাধান করতে না পারেন তো, আমার চাকরিই শুধু নয়, মানসম্মান সবই যাবে।"

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে ফেলপ্‌স বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ও কেদারায় এলিয়ে পড়ল। মিস হ্যারিসন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ওকে গেলাসে করে কোনও ওষুধ এনে দিলেন। হোমস তার চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়ে এমন ভাবে বসে ছিল যে, যাঁরা ওর স্বভাবচরিত্র জানেন না তাঁরা মনে করবেন ও বোধহয় ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আমি জানি যে ওর বাইরের এই গা-ছাড়া ভাবটা একটা খোলস। ও মনে মনে ভীষণ ভাবে সক্রিয়। এই ব্যাপারটা নিয়ে ও এখন গভীর ভাবে চিন্তা করছে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে হোমস মুখ খুলল। "মিঃ ফেলপ্‌স, আপনি সব কথাই বেশ পরিষ্কার করে খুলে বলেছেন। আমার জিজ্ঞেস করবার বিশেষ কিছুই নেই। একটা মাত্র কথাই আমার জানবার আছে। সেটা কিন্তু খুব জরুরি কথা। আপনার ওপর যে এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে কথা কি আপনি কাউকে বলে ছিলেন?"

"কাউকে নয়।"

"এমনকী এই মিস হ্যারিসনকেও নয়?"

"না। কাজটার দায়িত্ব যখন আমাকে দেওয়া হয়, আর যখন আমি কাজটা শুরু করি, তার মাঝখানে আমি তো ওকিংয়ে আসিনি।"

BanglaBook.org

"আপনার কোনও আত্মীয় বা বন্ধু আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আপনার আপিসে যায়নি?"

"কেউ যায়নি!"

"আপনার সঙ্গে দেখা করতে পরিচিত কেউ কখনও আপনার আপিসে যাননি?"

"হ্যাঁ। অনেকেই গেছে। তারা আমার আপিস চেনে। কোথায় আমি বসি তা জানে।"

"অবশ্য এ কথাটা আপনি যদি কাউকেই না বলে থাকেন তো, এসব প্রশ্ন করার কোনও মানে হয় না।"

"না, আমি কাউকেই বলিনি।"

"আচ্ছা, আপনাদের কেয়ারটেকারটির সম্বন্ধে আপনি কিছু বলতে পারেন?"

"না। ওর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। শুনেছি যে ও সেনাবাহিনীতে কাজ করত। রিটায়ার করার পর আমাদের আপিসে বহাল হয়েছে।"

"কোন রেজিমেন্টে ছিল জানেন কি?"

"হ্যাঁ। শুনেছি কোলড স্ট্রিম গার্ডসে ছিল।"

"ঠিক আছে। ফরবসের কাছ থেকে ওর হাড়হদ্দ সব জানা যাবে। আমাদের সরকারি পুলিশ খবরাখবর জোগাড় করতে পারে খুব ভাল। যেটা পারে না সেটা হল ওই খবরের থেকে খাঁটি কথাটা বের করে নিতে। ...ওহ্, গোলাপের সত্যি তুলনা নেই। এর কাছে কিছুই লাগে না," শার্লক হোমস বলল।

কথাটা শেষ করেই হোমস চেয়ার থেকে উঠে পড়ে খোলা জানলার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর জানলায় রাখা গোলাপফুলের হেলে পড়া ডাঁটিগুলোকে সাবধানে, আলতো করে তুলে ধরে তাদের সবুজ আর লাল রঙের অপূর্ব বাহারের দিকে তাকিয়ে রইল। হোমসের কাণ্ড দেখে আমি তো থ। ওর স্বভাবের এ দিকটা আমার একদমই অজানা। গাছপালা বা প্রকৃতির শোভা রসিয়ে উপভোগ করতে আমি অন্তত হোমসকে দেখিনি কোনও দিন।

বেশ কিছুক্ষণ গোলাপের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর, জানলায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, "ধর্মের ব্যাপারে যুক্তির ব্যবহার যত খাটে অন্য কোথাও বোধহয় এত খাটে না। ধর্মকে যুক্তির ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো যায়। অন্তত পক্ষে যে-লোক নির্ভুল ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে, তার পক্ষে এটা মোটেই কঠিন কাজ নয়। ঈশ্বরই বলুন আর যাই বলুন তাঁর যে ভালত্ব সেটা সবচাইতে বেশি ফুটে উঠেছে ফুলের সৌন্দর্যে। ফুলের দিকে তাকালে আমাদের মনে ভরসা হয়। মনে হয়, যিনি বিধাতা তিনি করুণাময়, আনন্দময়। পৃথিবীতে আর যা কিছু আছে সে সবই আমাদের প্রয়োজনের জন্যে। পৃথিবীর সব জিনিসই দরকারি। কোনওটা আমাদের খাবার জন্যে চাই। কোনওটা আমাদের চাহিদা মেটাবার জন্যে চাই। আবার কোনওটা চাই আমাদের শক্তি আর ক্ষমতার আস্ফালনের জন্যে। কিন্তু এই গোলাপফুল? এটা হচ্ছে উপরি পাওনা। এটা কোনও চাহিদা মেটাবার সামগ্রী নয়। এর যে সুগন্ধ সেটা আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় নয় ঠিকই, কিন্তু এই সুগন্ধ আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তোলে। যাঁর নিজের মধ্যে ভালত্ব আছে তিনি পারেন পাওনার ওপরে উপরি দিতে। তাই বলছি ফুলের দিকে তাকালে অনেক আশার আলো দেখতে পাওয়া যায়।"

হোমস যখন এই কথাগুলো বলছিল তখন পার্সি ফেলপ্স আর মিস হ্যারিসন ওর মুখের

BanglaBook.org

দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তবে ওদের চোখ-মুখের ভাব দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হল না যে, ওরা মনে মনে রীতিমতো হতাশ হয়েছে। হয়তো বা একটু অবাকও হয়েছে। গোলাপফুলের দিকে তাকিয়ে হোমস এতই বিভোর হয়ে গেছে যে, আশপাশের কোনও কিছুর সম্বন্ধেই তার আর হুঁশ নেই। হোমসের এই ঘোরের ভাবটা হয়তো আরও চলত যদি না মিস হ্যারিসন বাধা দিতেন।

মিস হ্যারিসন বললেন, "মিঃ হোমস, আপনি কি মনে করেন যে, এই রহস্যের সমাধান আপনি করতে পারবেন?" মিস হ্যারিসন যে ভাবে কথাগুলো বললেন তাতে বুঝলাম, উনি হোমসের ব্যবহারে বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

"ও, রহস্যের কথাটা!" মুহূর্তের মধ্যে চটকা ভেঙে হোমস আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। যে-চেয়ারে বসেছিল সেই চেয়ারটায় বসে পড়ে হোমস বলল, "সমস্যাটা যে খুবই জটিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে, ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবব। আর যদি কোনও কথা আমার মনে হয় তো আপনাদের তা জানাব।"

"আপনি কি কোনও সূত্র পেয়েছেন?"

"আপনাদের কথা থেকে আমি সাতটা সূত্র পেয়েছি। তবে এর মধ্যে কোন কোনটা দরকারি সেটা এক্ষুনি বলতে পারব না। প্রত্যেক সূত্রকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

"আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?"

"আমি নিজেকেই সন্দেহ করি।"

"কী বললেন?"

"যখন কোনও ব্যাপারে আমি তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই!"

"তা হলে লন্ডনে ফিরে গিয়ে আপনার সূত্রগুলোকে খতিয়ে বিচার করুনগে।"

হোমস বলল, "ওয়াটসন, এখানে কিছু করার নেই। মিঃ ফেলপ্‌স আমি আপনাকে মিথ্যে আশা দিতে চাই না। ব্যাপারটা সত্যিই খুব ঘোরালো।"

পার্সি ফেলপ্‌স কাতর ভাবে বলল, "আপনার কাছ থেকে কোনও খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাব না।"

"আমি কালকে আবার হয়তো এই ট্রেনেই একবার আসব। তবে আপনি কোনও কিছুই আশা করবেন না। হয়তো আমি আপনার জন্যে কোনও ভাল খবরই আনতে পারব না।"

"ভগবান আপনার ভাল করুন। আপনি যে আবার আসবেন বলেছেন তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।" ফেলপ্‌স কথাগুলো এমন ভাবে বলল যে, বুঝলাম এ তার মনের কথা, মুখের কথা নয়। "এই ব্যাপারটার সম্বন্ধে কিছু করা হচ্ছে জানলে মন আর শরীরে বল পাই। ...ভাল কথা, আমি লর্ড হোলডহার্স্টের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি।"

"তাই নাকি? উনি কী লিখেছেন?"

"চিঠিতে অবশ্য কড়া কথা কিছু লেখেননি। বোধহয় আমার মারাত্মক অসুখের কথা ভেবেই উনি চিঠিতে শক্ত কথা লেখেননি। তবে চিঠির ভাষা একটু কড়া। উনি লিখেছেন, ব্যাপারটা খুবই জরুরি। যতক্ষণ না আমি একদম সেরে উঠছি, আর আমার এই গাফিলতির জন্যে যে বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটেছে তার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারছি, ততক্ষণ আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না। এর মানে তত দিন পর্যন্ত আমার চাকরিটা যাবে না।"

BanglaBook.org

হোমস বলল, "ওঁদের দিক থেকে ওঁরা অবশ্য ঠিকই করেছেন। ...চলো ওয়াটসন, যাওয়া যাক। লন্ডনে আমাদের বিস্তর কাজ পড়ে আছে।"

মিঃ যোসেফ হ্যারিসন গাড়ি করে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমরা পোর্টস মাউথ থেকে আসা ট্রেনে চেপে বসলাম। ট্রেন গড়গড়িয়ে লন্ডনের দিকে ছুটল। সারা পথটাই হোমস মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইল। ক্ল্যাপহ্যাম জংশন ছাড়াবার পর হোমস মুখ খুলল। "বুঝলে ওয়াটসন, এই লাইনে লন্ডনে ফিরলে মনটা আপনাআপনি খুশিতে ভরে যায়। দেখছ রেললাইনগুলো কত উঁচু দিয়ে গেছে। গাড়ির কামরা থেকে বাড়ির ছাত ছাড়িয়ে চোখের নজর চলে যায় বহু দূর।"

আমি ভাবলাম হোমস বুঝি ঠাট্টা করছে। কেন না চার পাশের দৃশ্য বলতে যা কিছু তা সবই অতি সাধারণ। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে হোমস তার কথাটা খুলে বলল। "ওই দূরে ছাড়া ছাড়া ওই বড় বড় বাড়িগুলোর দিকে দেখো। ওগুলো যেন চারপাশের বিস্তৃত সমুদ্রের মধ্যে কতকগুলো ইটের তৈরি দ্বীপ।"

"বোর্ডিং-স্কুলগুলোর কথা বলছ?"

"ওইগুলো স্কুল নয়, বাতিঘর। আমাদের ভবিষ্যতের আশা। এক একটা ক্যাপসুল, যার প্রত্যেকটার মধ্যে বেশ কয়েকশো করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রয়েছে। এদের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসবে ভবিষ্যতের ইংল্যান্ড। আমরা যা দেখছি তার চাইতে ঢের ভাল, মনে ও শরীরে ঢের সুস্থ ইংল্যান্ড। ...ভাল কথা, ফেলপ্‌স লোকটি নেশাটেশা করে নাকি?"

"আমার মনে হয় না।"

"আমারও ধারণা তাই। তবে কী না এ ধরনের ব্যাপারে সব দিকটাই ভেবে রাখতে হয়। তোমার বন্ধু বেচারা গভীর গাড্ডায় পড়ে গেছে। তাকে ওই গাড্ডা থেকে টেনে ওপরে তোলা যাবে কিনা সন্দেহ। ...মিস হ্যারিসনের সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?"

"বেশ শক্ত ধাতের মহিলা বলেই তো মনে হল।"

"হ্যাঁ। ওর স্বভাবটিও বেশ ভাল বলে মনে হয়। তা না হলে বুঝব যে, আমার লোক চেনবার ক্ষমতা নেই। ওরা দুই ভাইবোন। ওদের বাবা নর্দাম্বারল্যান্ডের কাছাকাছি থাকেন। গত বছর কোথাও বেড়াতে গিয়ে ফেলপ্‌সের সঙ্গে ওদের আলাপ-পরিচয় হয়। তারপর ওদের বিয়ের কথাবার্তা হয়। ফেলপ্‌সের মায়ের কথায় মিস হ্যারিসন আর তাঁর ভাই এখানে বেড়াতে আসেন। আর ওই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। ফেলপ্‌সের সেবা করবার জন্যে মিস হ্যারিসনকে থেকে যেতে হল। আর সেই সুযোগে ওঁর ভাই যোসেফও জমিয়ে বসে গেলেন। খাচ্ছেনদাচ্ছেন আর তোফা আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি আমার রহস্য অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে দিয়েছি। তবে আজকের দিনটা কেবল খোঁজখবর করতে করতেই কেটে যাবে।"

আমি বললাম, "আমার প্র্যাকটিস—"

হোমস রীতিমতো মুখিয়ে উঠে বলল, "আমার এই রহস্যের মামলার চাইতে তোমার হাতে যে-কাজ রয়েছে, তা যদি বেশি ইন্টারেস্টিং হয় তো..."

হোমসকে শেষ করতে না দিয়ে আমি বললাম, "আমি বলতে চাইছিলাম যে এখন আমার হাতে সাংঘাতিক রকমের অসুস্থ রোগী নেই। তাই আমি দু'-এক দিন ডাক্তারি বন্ধ রাখতে পারি। ...বছরের এই সময়টা আমাদের মন্দাই যায় বলতে পারো।"

BanglaBook.org

খুশি হয়ে হোমস বলল, "চমৎকার! তা হলে আমরা দু'জনে মিলে এই রহস্যের জট খুলতে লেগে যাই। আমার মনে হয় আমাদের গোড়াতেই ফরবসের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। ফরবসের কাছ থেকে আমরা সব তথ্যই পেয়ে যাব। যতক্ষণ না সব তথ্য আমাদের হাতে আসছে, ততক্ষণ মামলাটা ঠিকমতো সাজাতে পারা যাবে না।"

"তুমি একটা সূত্র পেয়েছ বললে যে?"

"সত্যি কথা বলতে কী, একটা নয় অনেকগুলো সূত্র পেয়েছি। এখন খোঁজখবর করে জানতে হবে কোন সূত্রটা কাজে লাগবে, আর কোনটা লাগবে না। যে-সব অপরাধমূলক ঘটনার পিছনে কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই রহস্য ভেদ করা খুব শক্ত ব্যাপার। কিন্তু এই নথি চুরির ব্যাপারটা তো মোটেই উদ্দেশ্যহীন নয়! এই চুরি করে কার লাভ? অনেক লোকেরই লাভ হতে পারে। প্রথম কথা, ফরাসি রাষ্ট্রদূতের লাভ হবে। রুশ রাষ্ট্রদূতেরও লাভ হবে। সবচেয়ে বড় কথা, যে নথিটা হাতিয়েছে সে যে-কোনও দেশের কাছেই এটা চড়া দামে বিক্রি করতে পারবে। তার ওপর লর্ড হোলডহার্স্টকেও বাদ দেওয়া যায় না।"

"লর্ড হোলডহার্স্ট!"

"দেখো ওয়াটসন, যে-কোনও কারণেই হোক অবস্থা হয়তো এমনই হয়েছিল যে, লর্ড হোলডহার্স্ট হয়তো চাইছিলেন ওই নথিটা কোনও ভাবে খোয়া যাক। রাজনীতির খেলায় সবই সম্ভব।"

"তা বলে লর্ড হোলডহার্স্টের মতো লোক এ কাজ করবেন? আজ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে দলের লোকেরাও তাঁর সম্বন্ধে কোনও খারাপ কথা বলেনি।"

"মানছি। কিন্তু এটাও হতে পারে। আর এটা যে হতে পারে সে কথাটা আমাদের ভুললে চলবে না। সবকিছুই হতে পারে এটা ধরে নিয়ে আমরা এগোব। যাই হোক, আজই আমরা এই মানী লোকটির সঙ্গে দেখা করব। দেখা যাক, লর্ড হোলডহার্স্ট আমাদের কোনও খবর দিতে পারেন কিনা! আমি অবশ্য ইতিমধ্যেই খোঁজখবর নেবার কাজ শুরু করে দিয়েছি।"

"এর মধ্যেই?"

"হ্যাঁ। ওকিং স্টেশন থেকে আমি লন্ডনের প্রত্যেকটি সান্ধ্য পত্রিকার আপিসে জরুরি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি। একটা বিজ্ঞাপন প্রত্যেক কাগজের বিকেলের সংস্করণে ছাপা হবে।"

হোমস তার নোটবুক থেকে ছেঁড়া একটা পাতা আমার দিকে এগিয়ে দিল। ওই কাগজে পেনসিলে এই বিজ্ঞাপনটা লেখা:

"দশ পাউন্ড পুরস্কার। ২৩ মে তারিখে রাত পৌনে দশটা নাগাদ যে গাড়ির কোচোয়ান চার্লস স্ট্রিটে ফরেন আপিসের দরজায় বা ফরেন অফিসের কাছাকাছি কোনও সওয়ারিকে নামিয়ে দিয়েছে তার জন্যে নগদ দশ পাউন্ড পুরস্কার। যোগাযোগ করার ঠিকানা ২২১বি, বেকার স্ট্রিট।"

"তোমার কি বিশ্বাস যে, চোর গাড়ি করে এসেছিল?"

"যদি গাড়ি করে না এসে থাকে, তা হলেও ক্ষতি নেই। তবে মিঃ ফেলপ্‌সের কথা যদি ঠিক হয় যে, ওই ঘরের ভেতরে বা বারান্দায় লুকিয়ে থাকবার কোনও জায়গা নেই, তা হলে চোর অবশ্যই বাইরে থেকে এসেছিল। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, সে দিন সন্ধে থেকে

BanglaBook.org

বেশ জোর বৃষ্টি হয়েছিল অথচ ঘরের লিনোলিয়মের ওপর কোনও রকম ভিজে ছাপ পাওয়া যায়নি! ছাপ অবশ্যই নজরে পড়া উচিত ছিল। কেন না চুরি যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফেলপ্স আর কেয়ারটেকার ঘরে এসেছিল এবং ঘরের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করেছিল। এটাও যদি সত্যি হয় তা হলে চোর অবশ্যই গাড়ি করে এসেছিল। ওয়াটসন, আমি বলছি যে, চোর গাড়ি চেপে এসেছিল।"

"হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে।"

"এই একটা সূত্রের কথা আমি বলেছিলাম। এর থেকে আমরা হয়তো খানিকটা হদিস পেতে পারি। তারপর ধরো, ওই ঘণ্টা বেজে ওঠার ব্যাপারটা। এই রহস্যের সমাধানে ওই ঘণ্টাটার একটা বড় ভূমিকা আছে বলে আমার মনে হয়। ওই ঘণ্টাটা হঠাৎ বেজে উঠল কেন? চোর কি বাহাদুরি করে ঘণ্টাটা বাজিয়েছে? নাকি চোরের সঙ্গে এমন কেউ ছিল যে, এই চুরিটা বন্ধ করতে চেয়েছিল! নাকি হঠাৎই ঘণ্টাটা বাজানো হয়েছিল, সবটাই একটা অ্যাকসিডেন্ট! নাকি এটা একটা...?"

হোমস যেমন হঠাৎই কথা বলতে শুরু করেছিল তেমনি হঠাৎই চুপ করে গেল। গদিতে হেলান দিয়ে বসে হোমস গভীর ভাবে কী যেন ভাবতে লাগল। হোমসের হাবভাব সবই আমার জানা। বুঝতে পারলাম যে, আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ নতুন কোনও ভাবনা ওর মনে দেখা দিয়েছে।

আমরা যখন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে পৌঁছোলাম, তখন তিনটে বেজে কুড়ি হয়ে গেছে। স্টেশনেই কোনও রকমে চটপট নাকে-মুখে আমরা কিছু গুঁজে নিলাম। তার পরেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দিকে ছুটলাম। হোমস আগেই ফরবসকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিল। ফরবস জানত যে, আমরা আসছি। ও তৈরি হয়েই ছিল। ছোটখাটো মানুষটি। দেখলেই শিয়ালের কথা মনে পড়ে। চোখ-মুখ বেশ ধারালো। তবে মুখ-চোখের ভাবটা এমনই যে, দেখলে যেচে আলাপ করতে ইচ্ছে হয় না। ফরবস আমাদের সঙ্গে বেশ খোলামেলা ভাবে মিশতে পারছিল না। কেমন যেন কাঠ কাঠ। আমরা কেন এসেছি শুনে ফরবস তো শামুকের মতো গুটিয়ে গেল।

"মিঃ হোমস, আপনার কাজকর্মের খবর আমি কিছু কিছু শুনেছি," ফরবস বেশ রাগ রাগ গলায় বলল। "পুলিশের কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়ে আপনি রহস্যের সমাধান করে ফেলেন। আর পুলিশের বদনাম হয়। লোকে ভাবে পুলিশ কিছুই করতে পারে না।"

হোমস বলল, "সত্যি কথা বলতে গেলে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক উল্টো। আমি শেষ যে তিপ্পান্নটি রহস্য ভেদ করেছি তার মাত্র চারটে কেসে আমার নাম ছিল। উনপঞ্চাশটা রহস্যের সমাধান করার বাহাদুরি পুলিশের লোকই পেয়েছে। এ কথাটা তুমি জানো না বলে তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। তোমার বয়স কম। অভিজ্ঞতাও কম। কিন্তু যদি তুমি তোমার এই নতুন চাকরিতে উন্নতি করতে চাও তো আমার সঙ্গে থেকো। আমার সঙ্গে আড়াআড়ি কোরো না।"

হোমসের কথা শুনে ফরবস একটু যেন নরম হল। "আপনি যদি আমাকে দু'-একটা 'টিপস' দিয়ে দেন তো খুব ভাল হয়। আপনাকে বিশ্বাস করে বলছি যে, এখন পর্যন্ত এই রহস্যের মাথামুন্ডু কিছুই ধরতে পারিনি।"

"তো তুমি অনুসন্ধানের ব্যাপারে কতদূর কী করেছ?"

BanglaBook.org

"কেয়ারটেকার ট্যাণ্ডিকে আমাদের লোক নজরে রেখেছে। ট্যাণ্ডি গার্ডস থেকে অবসর নিয়েছে। ওর কাজের রেকর্ড খুব ভাল। ওর স্বভাবচরিত্রও বেশ ভাল। ওর সম্বন্ধে কোনও খারাপ কথা আমরা শুনিনি। তবে ওর স্ত্রী মোটেই সুবিধের নয়। দুষ্টু প্রকৃতির। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই নথি চুরির ব্যাপারে মিসেস ট্যাণ্ডি অনেক কথাই জানে। ভাঙছে না।

"তুমি কি ওর পেছনে কোনও লোককে লাগিয়েছ?"

"হ্যাঁ, একজন মেয়ে পুলিশকে ওর ওপরে নজর রাখতে বলেছি। মিসেস ট্যাণ্ডি নেশাটেশা করেন। উনি যখন নেশা করে বেসামাল অবস্থায় ছিলেন, তখন আমাদের ওই মেয়ে পুলিশটি ওঁর কাছে গিয়ে ভাব জমায়। কিন্তু কোনও কথাই বের করতে পারেনি।"

"আমি শুনছিলাম যে ট্যাণ্ডিদের বাড়িতে পাওনাদারের যাতায়াত শুরু হয়েছিল।"

"ঠিকই শুনেছেন। ওদের টাকা বাকি পড়েছিল। ওরা টাকা মিটিয়ে দিয়েছে।"

"টাকাটা ওরা কোথা থেকে পেল?"

"টাকার সম্বন্ধে কোনও গোলমাল নেই। মিঃ ট্যাণ্ডির পেনশনের টাকা পাওনা ছিল। ওদের হাতে যে হঠাৎ অনেক টাকা এসে গেছে এ রকম কোনও প্রমাণ নেই।"

"মিঃ ফেলপ্‌স যখন কফি আনতে বলবার জন্যে ঘণ্টা বাজিয়ে ছিলেন তখন ওর স্বামী না এসে ও এসেছিল। কিন্তু ও কেন এসেছিল? এ ব্যাপারে ও কী বলে?"

"ও যা বলছে তা হল এই যে, ওর স্বামী তখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। স্বামীর কাজ একটু হালকা করে দেবার জন্যে ও এসেছিল।"

"এ কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছে। কেন না এর একটু পরেই মিঃ ফেলপ্‌স গিয়ে দেখেন যে, কেয়ারটেকার নিজের চেয়ারে বসে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তা হলে ওদের সন্দেহ করবার কোনও কারণ নেই। একমাত্র যেটা চিন্তার কথা সেটা হল, ওই স্ত্রীলোকটি একটু গোলমেলে ধরনের মানুষ। আচ্ছা, সেই রাত্রে মিসেস ট্যাণ্ডি অত তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল কেন এ কথা কি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলে? ওর ওই পালানোর ভঙ্গি দেখেই কনস্টেবল ওকে সন্দেহ করেছিল।"

"সে দিন ওর বাড়ি ফিরতে অন্য দিনের থেকে দেরি হয়েছিল। তাই ও তাড়াতাড়ি করছিল।"

"তুমি আর মিঃ ফেলপ্‌স ও চলে যাবার অন্তত কুড়ি মিনিট পরে ওকে ধাওয়া করেছিলে। ওর যদি সত্যিই বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল তা হলে তোমরা ওর আগেই ওর বাড়িতে পৌঁছে গেলে কী করে? এ নিয়ে তুমি কি মিসেস ট্যাণ্ডিকে প্রশ্ন করেছিলে?"

"হ্যাঁ। ও বলছে যে, ও বাসে গিয়েছিল আর আমরা গাড়িতে। তাই আমরা আগে আগে পৌঁছে গিয়েছিলাম।"

"বেশ তা না হয় হল। কিন্তু বাড়ি পৌঁছেই ও সাততাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে ছুটেছিল কেন?"

"পাওনাদারদের দেবার জন্যে আলাদা করে রেখে দেওয়া টাকাটা নাকি ওই রান্নাঘরে ছিল।"

"ওর দেখছি সব প্রশ্নের জবাবই তৈরি আছে। ফরেন আপিস থেকে বেরোবার পরে চার্লস স্ট্রিটে ওর সঙ্গে কি কোনও লোকের দেখা হয়েছিল? কোনও লোককে কি ও ওই জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিল?"

BanglaBook.org

"না। পুলিশ কনস্টেবল ছাড়া সে দিন সে সময় ওই জায়গায় ও আর কাউকেই দেখতে পায়নি।"

হোমস বলল, "বেশ। তুমি তো দেখছি মিসেস ট্যাঙিকে খুব ভালমতেই জেরা করেছ। এ ছাড়া আর কী করেছ?"

"গোরো বলে যে-কেরানিটি সে দিন ওই ঘরে অনেক রাত অবধি ছিল তাকে গত ন'সপ্তাহ ধরে আমরা ছায়ার মতো অনুসরণ করেছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। ও যে এই ব্যাপারটার সঙ্গে যুক্ত তা মনে করবার মতো কোনও কিছুই জানা যায়নি।

"এ ছাড়া আর কিছু?"

"নাহ্। আমাদের হাতে তো কোনও সূত্রই নেই যেটাকে ধরে এগোতে পারি। কোনও সাক্ষী, কোনও প্রমাণ, কিছুই নেই।"

"আচ্ছা আর একটা কথা। ঘরের ঘণ্টাটা বেজে উঠল কেন? কে বাজাল? কেন বাজাল? এ নিয়ে তুমি কিছু ভেবেছ কি?"

"আপনার কাছে অকপটে স্বীকার করছি যে, ওই ঘণ্টা বাজার কোনও রকম ব্যাখ্যাই আমি করতে পারছি না। যে-ই ঘণ্টাটা বাজিয়ে থাকুক, সে খুব সাংঘাতিক লোক। ওই ভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে লোককে জানান দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।"

"এটা খুবই অদ্ভুত কাণ্ড বটে। ঠিক আছে, আজ উঠি। তুমি যে সব কথা আমাকে খুলে বললে এর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার আসামির যদি হদিস করতে পারি তো অবশ্যই তোমাকে জানাব। চলো ওয়াটসন, এখন যাওয়া যাক।"

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আমি হোমসকে বললাম, "এখন যাবে কোথায়?"

হোমস বলল, "এখন আমরা ক্যাবিনেট মন্ত্রী, যিনি ভবিষ্যতে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে সাধারণ লোকের ধারণা, সেই লর্ড হোলডহার্স্টের সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

আমাদের বরাত ভাল বলতে হবে। লর্ড হোলডহার্স্ট তখনও ডাউনিং স্ট্রিটে তাঁর আপিসে ছিলেন। হোমস তার নামের কার্ড পাঠিয়ে দিল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ডাক পড়ল। আমাদের দেখেই লর্ড হোলডহার্স্ট এগিয়ে এলেন। আমি শুনেছিলাম যে, লর্ড হোলডহার্স্টের ব্যবহার নাকি অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত। সেই পুরনো দিনের খাঁটি ইংরেজি ভদ্রতা, যা এখন প্রায় উঠে যেতে বসেছে, তার পরিচয় লর্ড হোলডহার্স্টের আচারব্যবহারে পাওয়া যায়। কথাটা দেখলাম অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। লর্ড আমাদের ফায়ারপ্লেসের পাশে রাখা দুটো চেয়ারে বসতে দিলেন। সাজানো-গোছানো ঘর। লর্ড হোলডহার্স্টের চেহারাটি নজরে পড়ার মতো। রোগা, লম্বা। মুখ-চোখ চোখা চোখা। মুখ দেখলে মনে হয়, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। রগের দু'পাশের কোঁকড়া চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে। লর্ড হোলডহার্স্টকে দেখে সেই প্রাচীন যুগের অভিজাত বংশের লোকেদের কথা মনে পড়ে যায়, যাঁরা স্বভাবে ও প্রকৃতিতে সত্যিই বড় মাপের মানুষ ছিলেন।

হোলর্ডহার্স্ট সামান্য হেসে বললেন, "মিঃ হোমস, আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি। আর আপনি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তাও বুঝতে পারছি। আপনার নজরে পড়বার মতো একটা ঘটনাই তো এই দফতরে ঘটেছে। আপনি কার হয়ে এই ব্যাপারে তদন্ত করছেন বলতে কোনও আপত্তি আছে কি?"

হোমস বলল, "আমি পার্সি ফেলপ্‌সের পক্ষে তদন্ত শুরু করেছি।"

"ও। আমার ভাগনে। বেচারা! আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, ওর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা থাকার জন্যেই, ওর হয়ে কোনও কথা বলা বা ওকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাওয়া আমার পক্ষে কত শক্ত। আমার ভাবতে খারাপ লাগছে, এই ব্যাপারটার জন্যে ওর চাকরির ভবিষ্যৎ বোধহয় নষ্ট হয়ে গেল।"

"কিন্তু সেই চুক্তিপত্র বা নথিটা যদি ফেরত পাওয়া যায়?"

"তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। ওর কোনও ভয় থাকবে না।"

হোমস বলল, "লর্ড হোলডহার্স্ট, আপনার কাছে আমার দু'-একটা কথা জানবার ছিল।"

"আপনাকে আমার এক্তিয়ারের মধ্যে যা আছে তা বলতে আমার কোনও আপত্তি নেই।"

"এই ঘরেই কি আপনি আপনার ভাগনেকে ডেকে ওই চুক্তিটা নকল করবার কথা বলে ছিলেন?"

"হ্যাঁ, এই ঘরেই বলেছিলাম।"

"আপনাদের কথাবার্তা কেউ আড়ি পেতে শুনতে পায়নি তো?"

"না। তার কোনও সুযোগই নেই।"

"ওই চুক্তিটা যে নকল করতে দিচ্ছেন বা নকল করাবার কথা ভাবছেন, এ কথা কি আপনি কাউকে বলে ছিলেন?"

"নাহ্, এ কথা কাউকেই বলিনি।"

"আপনি কি নিশ্চিত ভাবে এ কথা বলতে পারেন?"

"অবশ্যই।"

"হুম। আপনি বলছেন যে, চুক্তিটা নকল করাবার কথা আপনি কাউকেই বলেননি। মিঃ ফেলপ্স বলছেন যে, তিনিও এ কথা কাউকে বলেননি। আপনারা দু'জন ছাড়া এ কথা কেউই জানত না। তা হলে চোরের ওই সময়ে ওই ঘরে যাওয়াটা একেবারেই যাকে বলে কাকতালীয় ঘটনা। সুযোগ পেয়েই চোর চুক্তিটা চুরি করে নিয়ে পালায়।"

লর্ড হোলডহার্স্ট হেসে বললেন, "এ ব্যাপার তো আমার এক্তিয়ারের বাইরে। তাই আমি কিছুই বলতে পারব না।"

হোমস খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "আর একটা কথা আপনার কাছে জানা দরকার। আমি যতদূর শুনেছি তাতে আপনি বলে ছিলেন যে, এ চুক্তির কথা যদি কোনও ভাবে ফাঁস হয়ে যায়, তো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে।"

মুহূর্তের জন্যে লর্ড হোলডহার্স্টের মুখটা ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠল। খুব আস্তে আস্তে তিনি বললেন, "খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটবে!"

"সে রকম কিছু ঘটেছে কি?"

"এখনও পর্যন্ত নয়।"

"ধরুন, চুক্তির নকলটা যদি ফরাসি বা রুশ রাষ্ট্রদূতের হাতে গিয়ে পড়ত তা হলে সে খবর আপনার কানে আসত কি?"

মুখটা অত্যন্ত গম্ভীর করে লর্ড হোলডহার্স্ট বললেন, "আমার কানে তো কথাটা আসা উচিত।"

"প্রায় দশ সপ্তাহ হয়ে গেল চুক্তির নকলটা চুরি গেছে। এখনও পর্যন্ত কোনও তরফ থেকেই ওই চুক্তির ব্যাপারে কোনও কথা শোনা যায়নি। সুতরাং এ কথাটা অনুমান করা যায়

BanglaBook.org

যে, ওই নকল চুক্তিটা শত্রুপক্ষের হাতে বা কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে পড়েনি," হোমস্ বলল।

হোলডহার্স্ট খানিকটা হতাশ ভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, "মিঃ হোমস, যে-লোকই এই চুক্তির নকলটা চুরি করে থাকুক না কেন, সে নিশ্চয়ই এটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখবে বলে চুরি করেনি।"

"হয়তো সে আরও বেশি দাম পাবে বলে আশা করছে।"

"যদি সে বেশি দাম পাবার জন্যে আরও কিছু দিন অপেক্ষা করে তা হলে শেষ পর্যন্ত একটি পয়সাও পাবে না। আর কয়েকমাস পরে এই চুক্তির কথা প্রকাশ করা হবে সরকারি ভাবে।"

"এটা একটা খুব দামি খবর বটে," হোমস বলল। "এটাও হতে পারে যে, চোর হয়তো হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

হোমসের দিকে তাকিয়ে লর্ড হোলডহার্স্ট বললেন, "ব্রেন ফিভার জাতীয় অসুখ?"

হোমস একটুও না ঘাবড়ে বলল, "আমি তো সে কথা বলিনি। আচ্ছা লর্ড হোলডহার্স্ট, আপনার অনেক সময় নষ্ট করে গেলাম, আমরা এখন উঠব। বিদায়।"

আমাদের দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু মাথা ঝুঁকিয়ে লর্ড হোলডহার্স্ট বললেন, "আমি চাই যে, এই রহস্যের সমাধান আপনি করুন। চোর যে-ই হোক না কেন, সে যেন ধরা পড়ে।"

আমরা উঠে পড়লাম। হোয়াইট হল থেকে বেরিয়ে এসে হোমস বলল, "চমৎকার লোক। কিন্তু নিজের পজিশন ঠিক রাখবার জন্যে ভদ্রলোককে দারুণ ভাবে লড়ে যেতে হচ্ছে। ভদ্রলোকের পয়সাকড়ির টানাটানি চলেছে, কিন্তু খরচাপত্তর প্রচুর। তুমি দেখেছিলে নিশ্চয়ই যে, ওর জুতোর তলায় সুকতলা লাগানো। ওয়াটসন, তোমাকে আর আটকাব না। তোমার হাতে যে কাজগুলো আছে সেগুলো তুমি সেরে ফেলো। যতক্ষণ না গাড়ির কোনও উত্তর আসছে ততক্ষণ আজ আর কিছু করবার নেই। কিন্তু কাল সকালে তুমি যদি আসতে পারো তো বড় ভাল হয়। কাল একবার ওকিং যাব। আজ যে-ট্রেনে গিয়েছিলাম সেই ট্রেনেই যাব।"

হোমসের কথামতো আমি পরের দিন ওর কাছে গেলাম। আমরা ওকিং যাবার জন্যে ট্রেন ধরলাম। হোমসের বিজ্ঞাপনের কোনও উত্তর আসেনি। এই মামলার ফয়সালার নতুন কোনও সংবাদও পাওয়া যায়নি। হোমস ইচ্ছে করলেই তার মুখের চেহারাটা রেড ইন্ডিয়ানদের মতো করতে পারে। কোনও রকম বিকার নেই। একদম ভাবলেশহীন। হোমসের মুখ দেখে আমি ধরতে পারলাম না যে, চুক্তি চুরির মামলায় অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে হোমস খুশি না দুঃখিত। সারা রাস্তা হোমস বেরতিলঁ পদ্ধতি ও মাপের সুবিধে নিয়ে কথা বলতে লাগল। এই ফরাসি পণ্ডিতের সম্বন্ধে হোমস এমন ভাল ভাল কথা বলতে লাগল।

আমরা যখন পার্সি ফেলপ্‌সের সঙ্গে দেখা করলাম তখনও মিস হ্যারিসন ওর কাছেই ছিলেন। তবে আজকে পার্সিকে অনেক চাঙ্গা দেখাচ্ছিল। আমরা ঘরে ঢুকতেই ফেলপ্‌স নিজেই সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করল।

"কোনও খবর আছে নাকি?" ফেলপ্‌স উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"আমি আপনাকে যে রকম বলেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে। আমি 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই

BanglaBook.org

বলতে পারছি না। আমি ইন্সপেক্টর ফরবসের সঙ্গে দেখা করেছি। আপনার মামার সঙ্গেও দেখা করে কথাবার্তা বলেছি। আমি ছোটখাটো দু'-একটা খবর জোগাড় করবার জন্যে তদন্ত শুরু করে দিয়েছি। এই খবরগুলো পেলেই আমি আপনাকে এই তদন্তের ফলাফল সম্বন্ধে কথা দিতে পারব।"

"তা হলে আপনি হাল ছেড়ে দেননি?"

"মোটেই নয়।"

"যে-কথা আপনি শোনালেন তার জন্যে ভগবান আপনার অবশ্যই ভাল করবেন," মিস হ্যারিসন বললেন।

"যদি আমরা আমাদের সাহস আর ধৈর্য বজায় রাখতে পারি তা হলে যা সত্যি তা বেরিয়ে পড়বেই," হোমস বলল।

ফেলপ্‌স তার সোফায় বসে পড়ে বলল, "আপনি আমাদের যা শোনালেন তার চাইতে কিছু বেশি খবর আমরাই বোধহয় আপনাদের শোনাতে পারি।"

"আপনি আমাকে আরও কিছু বলতে পারবেন বলেই আমার ধারণা ছিল।"

"গতকাল রাত্রে এখানে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। ঘটনাটা সাংঘাতিক হতে পারত।"

লক্ষ করলাম কথাগুলো বলতে বলতে ফেলপ্‌সের মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর হঠাৎই তার চোখ-মুখের ভাব এমন হয়ে গেল যে, মনে হল ফেলপ্‌স খুব ভয় পেয়ে গেছে। "জানেন মিঃ হোমস, আমার কেমন ধারণা হচ্ছে যে, আমি বোধহয় নিজের অজান্তেই কোনও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে উঠছি। আর যারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তারা আমার মান-সম্মানই নষ্ট করতে চায় না, আমাকে প্রাণেও মারতে চায়!"

হোমস বলল, "আহ-হা।"

"আপনি হয়তো আমার কথাটা বিশ্বাস করবেন না তবু আমি খুব জোর গলায় বলছি যে, আমার কোনও শত্রু নেই। কিন্তু কাল রাত্তিরের ঘটনার কথা চিন্তা করে আমার যা মনে হয়েছে তাই আপনাকে বললাম।"

"ব্যাপারটা খুলে বলুন।"

"বহু দিন পরে কালই আমি রাত্তিরে একা শুয়ে ছিলাম। এত দিন পর্যন্ত আমার ঘরে রাত্তিরবেলায় একজন নার্স থাকতেন। কালকে শরীরটা বেশ ভাল লাগছিল। তাই রাত্তিরের নার্সকে ছুটি দিয়েছিলাম। ঘরে অবশ্য একটা কমজোরি আলো জ্বলছিল। রাত দুটো নাগাদ আমার ঘুম ভেঙে গেল। একটা চাপা শব্দ শুনলাম। শরীর অসুস্থ বলে ঘুমটা আমার এখন বেশ পাতলাই। ইঁদুর কাঠ কাটলে যে রকম শব্দ হয়, ওই শব্দটাও ঠিক তেমনই। ঘরের বাইরে ইঁদুরে কাঠ কাটছে মনে করে আমি শুয়ে শুয়ে সেই শব্দ শুনতে লাগলাম। আস্তে আস্তে শব্দটা বেশ জোরে হতে লাগল। তারপর হঠাৎ একসময় জানলার কাছে বেশ জোরেই একটা খট করে শব্দ হল। রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে আমি বিছানার ওপরে উঠে বসলাম। শব্দটা কেন হচ্ছে আর কোথা থেকে হচ্ছে তা বুঝতে আমার ভুল হল না। ওই শব্দটা আর কিছু নয়, কেউ জানলার শার্সির ফাঁক দিয়ে ধারালো কোনও কিছু ঢোকাবার চেষ্টা করছিল। খট করে শব্দটা হল জানলার ছিটকিনি থেকে। ছিটকিনিটা খুলে গেল।

"এরপর মিনিট-দশেক সব চুপচাপ। আর কোনও শব্দ নেই। আমার মনে হল লোকটা বোধহয় ওই শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেছে কিনা সেটা বুঝতে চেষ্টা করছে। তারও বেশ

খানিকক্ষণ পর একটা কিচকিচ শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর দেখলাম আস্তে আস্তে জানলাটা খুলে যাচ্ছে। অসুখের জন্যে আমার মনটাও বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে জানলাটা খুলে দিলাম। জানলার নীচে একটা লোক গুঁড়ি মেরে বসে ছিল। জানলাটা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা পালিয়ে গেল। আমি তাকে একনজর দেখতে পেয়েছিলাম। লোকটা একটা অদ্ভুত ধরনের ঢিলে জামা পরে ছিল। আর তার মুখের দিকটা ঢাকা ছিল। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। লোকটার হাতে একটা অস্ত্র ছিল। আমার মনে হল জিনিসটা একটা লম্বা ছুরি। লোকটা যখন দৌড়ে পালাচ্ছিল, তখন ছুরিটা চকচক করছিল।"

"খুবই অদ্ভুত ব্যাপার বটে," হোমস বলল। "তারপর কী হল?"

"আমার যদি শরীরে কুলোত তো আমি ওই লোকটার পেছন পেছন ছুটতাম। কিন্তু তা পারলাম না। তাই আমি ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ির লোকজনদের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঘণ্টাটা রান্নাঘরে বাজে। বাড়ির কাজের লোকেরা ওপর তলায় থাকে। তাই ঘণ্টা বাজিয়ে তাদের ঘুম ভাঙানো শক্ত। আমি তাই চেঁচাতে লাগলাম। আমার চেঁচামেচি শুনে যোসেফ এল। তারপর যোসেফ আর সকলকে জাগাল। যোসেফ আমাদের কোচোয়ানকে নিয়ে বাগানে গেল। আমার ঘরের জানলার ধারে ফুলগাছের ঝাড়ের কাছে অস্পষ্ট কিছু পায়ের ছাপ ওরা দেখেছে। তবে ক'দিন বৃষ্টি না হওয়ায় জমি বেশ শুকনো। তাই ঘাসের ওপর কোনও পায়ের ছাপটাপ পাওয়া যায়নি। তবে বড় রাস্তা বরাবর আমাদের বাগানের কাঠের বেড়ার একটা জায়গা সামান্য ভেঙে গেছে। মনে হয়, কেউ লাফাতে গিয়ে ওখানকার কাঠের পাটাটা ভেঙেছে। এখানকার পুলিশকে এসব কথা আমি এখনও বলিনি। আমার মনে হয়েছিল যে, এসব কথা আপনাকে না জানিয়ে, আপনার পরামর্শ না শুনে কাউকে বলা বোধহয় ঠিক হবে না।"

পার্সির এই অভিজ্ঞতার কথা শুনে হোমস ভীষণ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগল। বুঝতে পারলাম যে, সে কোনও ভাবেই নিজেকে সামলাতে পারছে না।

পার্সিকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কালকের রাতের ঘটনায় সে বেশ ভয় পেয়ে গেছে। তবুও জোর করে হাসবার চেষ্টা করে বলল, "দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না।"

হোমস বলল, "হ্যাঁ, আপনার সময়টা খুবই খারাপ যাচ্ছে বটে। আপনি কি আমার সঙ্গে বাগানে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে পারবেন?"

"খুব পারব। রোদ্দুরে বেড়িয়ে এলে আমার খুব ভাল লাগবে। যোসেফও আমাদের সঙ্গে আসবে।"

মিস হ্যারিসন বললেন, "আমিও যাব।"

হোমস আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল, "না, তা হবে না। আমি চাই যে, আপনি যেখানে আছেন ঠিক সেইখানটিতেই বসে থাকুন।

হোমসের কথায় মিস হ্যারিসন চটে গেছেন বোঝা গেল। ওঁর ভাই যোসেফ অবশ্য আমাদের সঙ্গে এল। আমরা চার জনে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা লন পেরিয়ে পার্সি যে-ঘরে থাকে, সেই ঘরের জানলার কাছে গেলাম। পার্সি যেরকম বলেছিল ফুল গাছের কাছে কয়েকটা দাগ রয়েছে তা এত অস্পষ্ট আর জ্যাবড়ামতো যে, তার থেকে কিছুই বোঝা যায়

BanglaBook.org

না। হোমস একবার হাঁটু গেড়ে বসে দাগগুলো দেখে নিয়ে উঠে পড়ল। তারপর হতাশ ভাবে কাঁধ নাচাল।

হোমস বলল, "নাহ্, এই দাগ থেকে কেউ কিছু বুঝতে পারবে বলে মনে হয় না। চলুন, চার পাশটা ঘুরে আসি। বোঝবার চেষ্টা করা যাক, কেন চোর এই ঘরটাতে চুরি করতে এসেছিল। আমার তো মনে হচ্ছে যে, চোরের বাড়ির ভেতরে ঢোকবার পক্ষে খাবার ঘরটাই ভাল ছিল। ও ঘরের জানলাগুলোও বেশ বড় বড় আর ওখানে চট করে কারও নজরে পড়বার ভয় নেই। তার চেয়ে বড় কথা, ও ঘরে চুরি করবার মতো জিনিস অনেক আছে।"

যোসেফ হ্যারিসন বলল, "ও ঘরটা রাস্তা থেকে দেখা যায় বলে বোধহয় চোর ও ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করেনি।"

"ও! তা অবশ্য হতে পারে। এখানে তো একটা দরজা রয়েছে দেখছি। চোরটা তো এ দরজা দিয়েও ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করতে পারত," হোমস বলল, "এ দরজাটা কীসের জন্যে?"

"এটা লোকজন আর ফেরিওয়ালাদের যাবার রাস্তা। রাত্তিরবেলা দরজাটা তালা দেওয়া থাকে।"

"এ রকম চোর আসার ঘটনা কি আপনাদের বাড়িতে আগে ঘটেছে?"

"না, কখনও নয়," পার্সি বলল।

"আপনাদের বাড়িতে বাসন বা অন্য কিছু সোনা-রুপোর জিনিষ আছে, যা চোরে চুরি করতে আসতে পারে?"

"নাহ্। দামি কোনও কিছুই বাড়িতে রাখা হয় না।"

হোমস পকেটে হাত পুরে বাড়িটার চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। লক্ষ করলাম হোমসের কেমন একটা গা-ছাড়া ভাব। হোমসের স্বভাব তো এ রকম নয়। আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম।

যোসেফ হ্যারিসনের দিকে ফিরে হোমস বলল, "ভাল কথা, যে-জায়গায় বেড়া টপকে

BanglaBook.org

চোর বাগানে ঢুকেছিল, সে জায়গাটা নাকি আপনি দেখতে পেয়েছেন? চলুন তো সেখানটা দেখে আসি।"

যোসেফ হ্যারিসন আমাদের যেখানে নিয়ে গেলেন, সেখানে বেড়ার ওপর দিকের একটা কাঠের পাটা সামান্য ভেঙে গেছে। ভাঙা পাটা থেকে একটা টুকরো ঝুলছিল। হোমস সেই টুকরোটা ভেঙে নিয়ে ভাল করে দেখল।

"আপনি বলছেন এটা কাল রাত্তিরে ভেঙেছে? আমার কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে এটা কিছু দিন আগেই ভেঙেছে।"

"তা হয়তো হতে পারে।"

"বেড়ার বাইরের দিকে কারও লাফিয়ে পড়ার কোনও চিহ্ন আছে কি? আমার মনে হয় বাইরের দিকে সে রকম কিছু পাওয়া যাবে না। চলুন, আমরা আপনার শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে কথাবার্তা বলি", হোমস বলল।

পার্সি ফেলপ্‌স খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল। তার পাশেই ছিল যোসেফ হ্যারিসন। মাঝে মাঝে হ্যারিসন পার্সিকে প্রায় ধরে ধরে নিয়ে আসছিল। হোমস বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। লন পার হয়ে আমরা যখন ফেলপ্‌সের ঘরের জানলার কাছে এলাম তখন পার্সি আর যোসেফ অনেক পিছনে পড়ে গেছে।

ঘরে পা দিয়েই হোমস খুব গম্ভীর ভাবে মিস হ্যারিসনকে বলল, "মিস হ্যারিসন, আপনি যেখানে আছেন আজ সমস্ত দিন সেখানেই থাকবেন। কোনও অবস্থাতেই আপনি এখান থেকে নড়বেন না। এটা কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন।"

হোমসের কথায় মিস হ্যারিসন খুবই অবাক হয়ে গেলেন। মুখে অবশ্য বললেন, "আপনি যা বলবেন তাই হবে।"

"আপনি যখন রাত্তিরে শুতে যাবেন, তখন মনে করে ঘরটা বাইরে থেকে চাবি দিয়ে যাবেন। আর চাবিটা আপনার কাছে রেখে দেবেন। আমাকে কথা দিন যে, এ কাজটি আপনি করবেন।"

"কিন্তু পার্সি?"

"উনি আমাদের সঙ্গে লন্ডনে যাবেন।"

"আর আমি এখানে থাকব?"

"এ সমস্তই মিঃ ফেলপ্‌সের ভালর জন্যে। আপনি এখানে থেকেই তার অনেক বেশি উপকার করতে পারবেন। আপনি কোনও রকম আপত্তি করবেন না। আমার কথা শুনুন।"

হোমসের কথায় রাজি হয়ে মিস হ্যারিসন মাথা নাড়লেন আর তারপর পার্সি আর যোসেফ হ্যারিসন ঘরে ঢুকল।

"আরে অ্যানি, তুমি ঘরের মধ্যে মুখ গোমড়া করে বসে কী করছ," জোসেফ বলল। "বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসো।"

"না, জোসেফ আমার মাথা ধরেছে। তা ছাড়া এই ঘরটা বেশ ঠান্ডা আর আরামদায়ক।"

পার্সি ফেলপ্‌স বলল, "এখন আপনি কী করবেন ভাবছেন মিঃ হোমস?"

"দেখুন এই ছোট ব্যাপারটার সমাধান করতে গিয়ে আমরা যেন মূল সমস্যার কথাটা ভুলে না যাই। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে বসতে আসেন তো আসল সমস্যার সমাধান করবার সুবিধে হবে।"

"এক্ষুনি যেতে বলছেন?"

BanglaBook.org

"না, আপনি যখন তৈরি হতে পারবেন তখনই যাওয়া যাবে। ধরুন, ঘণ্টাখানেক পরে যদি বার হই।"

"আমি আপনার তদন্তের কাজে লাগতে পারব, সে কথা ভেবেই আমার শরীর সেরে গেছে।"

"আপনি লন্ডনে এলে আমার কাজের খুব সুবিধে হবে।"

"আপনি বোধহয় চান যে, আজ রাতটা আমি লন্ডনেই থাকি।"

"হ্যাঁ। আমি সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।"

"তা হলে কাল রাত্তিরে যে-মহাপ্রভু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, আজও তিনি যদি আসেন তো দেখবেন, পাখি উড়ে গেছে। মিঃ হোমস, আমরা নিজেদের আপনার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। আপনি শুধু বলে দিন আমাদের কী করতে হবে। আমাকে দেখাশোনা করবার জন্যে যোসেফও আমাদের সঙ্গে যাবে তো?"

"না, না, তার কোনও দরকার হবে না। আপনি তো জানেন যে, আমার বন্ধু ওয়াটসন একজন ডাক্তার। ওয়াটসনই আপনার দেখাশোনা করবে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমরা দুপুরের খাওয়াটা এখানেই সেরে নেব। তারপর তিন জনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।"

হোমস যা বলল সেই রকমই হল। হোমসের কথামতো মিস হ্যারিসন ওই ঘরেই বসে রইলেন। হোমস যে কেন এ কাজটা করল তা বুঝতে পারলাম না। হোমস কি চায় যে পার্সি মিস হ্যারিসনের থেকে দূরে থাকুক? শরীরটা একটু সেরে ওঠায় আর লন্ডনে গিয়ে তদন্তের কাজে অংশ নিতে পারবে বলে পার্সি মনে মনে এত খুশি হয়ে পড়েছিল যে, ও আমাদের সঙ্গে খাবার ঘরে খেতে এল। তবে হোমস এর পরে যা করল তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা তো স্টেশনে এলাম। আমি আর ফেলপ্‌স গাড়িতে ওঠবার পর কিছুই যেন হয়নি এমন একটা ভাব করে হোমস বলল যে, সে ওকিংয়ে থাকছে। আমাদের সঙ্গে লন্ডনে ফিরছে না।"

"ছোটখাটো দু'-একটা জিনিস জানবার আছে। সেগুলো না জেনে এখান থেকে যেতে পারছি না। আপনি এখানে না থাকলেই আমার কাজের সুবিধে হবে। ওয়াটসন, লন্ডনে পৌঁছেই তোমরা সোজা বেকার স্ট্রিটে চলে যাবে। আর আমি না-ফেরা পর্যন্ত বাড়িতেই থাকবে। তোমরা তো ছোটবেলায় একই স্কুলে পড়েছ। তাই তোমাদের কথা বলার বিষয়ের কোনও ঘাটতি হবে না। আমাদের গেস্টরুমে মিঃ ফেলপ্‌সের শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ো। আমি কাল সকালেই পৌঁছে যাব। এখান থেকে একটা ট্রেন আছে, সেটা আটটার সময় ওয়াটারলু পৌঁছে যায়। আমি ওই ট্রেনে যাব।"

বেশ একটু দুঃখিত ভাবে পার্সি বলল, "তা হলে লন্ডনে আমাদের তদন্ত করবার কী হবে?"

"সেটা আগামী কালও করা যেতে পারে। ঠিক এই মুহূর্তে আমার নিজের এখানে থাকাটাই বেশি দরকার বলে মনে হচ্ছে।"

গাড়ি ছেড়ে দিল। ফেলপ্‌স গাড়ির কামরা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, "তা হলে আপনি একটু 'ব্রায়ার ব্রে'তে খবর দিয়ে দেবেন যে, আমি কাল রাত্তিরে ফিরব।"

হোমস হাত নাড়তে নাড়তে হেসে বলল, "আমি 'ব্রায়ার ব্রে'র দিকে যেতে পারব বলে মনে হয় না।"

BanglaBook.org

সারা রাস্তা আমি আর ফেলপ্‌স হোমসের মতলবটা কী তা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারলাম না। এমন কী ঘটল যার জন্যে হোমস আমাদের লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ওখানে থেকে গেল?

"আমার মনে হচ্ছে যে কাল রাত্তিরে যে চোর এসেছিল সেই ব্যাপারে কোনও নতুন সূত্র বোধহয় উনি পেয়েছেন। কাল রাত্তিরের ঘটনাটা সত্যিই ছিঁচকে চোরের কাণ্ড কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে।"

"তোমার কি মনে হয় এটা ছিঁচকে চুরি নয়?"

"তুমি হয়তো মনে করতে পারো যে, অসুখে ভুগে আমার শরীর আর মনের জোর কমে গেছে। বিশ্বাস করো ওয়াটসন, আমার যেন মনে হচ্ছে আমাকে ঘিরে একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত গড়ে উঠেছে। কেউ বা কারা যেন আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। তবে কেন যে আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে তা আমার মাথায় ঢুকছে না। হয়তো তোমার মনে হবে আমি বড় বড় কথা বলছি, তা কিন্তু নয়। ভেবে দেখো, ওই ঘরে চোর আসবে কেন? ও ঘরে তো কোনও দামি জিনিস নেই। আর যদি ছিঁচকে চোরই হবে তো সে ও রকম একটা বড়সড় ছুরিই বা আনবে কেন?"

"তুমি বলছ ওটা ছুরিই, সিঁধ কাটার যন্ত্র নয়?"

"না, না। ওটা ছুরি। ছুরির লম্বা ফলাটা চকচক করছিল।"

"কিন্তু তোমাকে কেউ মেরে ফেলতেই বা চাইবে কেন?"

"হ্যাঁ, সেটাই তো প্রশ্ন।"

"হোমসের মতও যদি তাই হয় তো ও এখানে থেকে গিয়ে ভালই করেছে। যদি হোমস ওই লোকটাকে ধরতে পারে, তবে তোমার ওই নৌবাহিনী-নথি চুরি যাওয়ার রহস্যটার সমাধানও হয়ে যেতে পারে। তোমার দু'জন শত্রু আছে বলে মনে হয় না।"

"কিন্তু মিঃ হোমস যে বললেন, উনি 'ব্রায়ার ব্রে'তে যাবেন না।"

আমি বললাম, "হোমসকে আমি অনেক দিন দেখছি। কারণ ছাড়া কোনও কাজ ও করে না।"

এরপর আমরা অন্য বিষয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলাম। কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠল। ভারী অসুখে ভুগে ফেলপ্‌স খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর তার স্বভাবও খুব খিটখিটে হয়ে গেছে। আমি তাকে ভারতবর্ষের কথা, আফগানিস্থানে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। ফেলপ্‌স কেবলই তার নিজের কথা বলতে লাগল। সে বার বারই নিজের মনে বলতে লাগল, 'নকল করা নথিটা কি আর পাওয়া যাবে?" আর আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "আচ্ছা, মিঃ হোমস এখন কী করছেন? উনি ওখানে কেন থেকে গেলেন?... আচ্ছা, লর্ড হোলডহার্স্ট এই চুরির ব্যাপারে কী করছেন বলো তো?...কাল সকালে মিঃ হোমস কী খবর আনবেন বলে তোমার মনে হয় ওয়াটসন?" যত রাত বাড়তে লাগল ফেলপ্‌সের ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে শুনতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হল।

ফেলপ্‌স বলল, "তোমার কি মিঃ হোমসের ওপর পুরোপুরি ভরসা আছে?"

"ওকে আমি অনেক আশ্চর্য কাজ করতে দেখেছি।"

"কিন্তু এ রকম জটিল কোনও রহস্যের সমাধান কি উনি করেছেন?"

BanglaBook.org

"অবশ্য। হোমস খুব তুচ্ছ সূত্র থেকে অনেক কঠিন কঠিন রহস্যের সুরাহা করে দিয়েছে।"

"কিন্তু এই রহস্যের ওপরে যে দেশের অনেক ভাল-মন্দ নির্ভর করছে।"

"তা অবশ্য আমি বলতে পারব না। তবে এটুকু জানি যে ইউরোপের তিনটি নামী রাজবংশের খুব গোপন ব্যাপারে তদন্ত করার দায়িত্ব হোমসকে দেওয়া হয়েছিল।"

"ওয়াটসন, তুমি মিঃ হোমসকে জানো। কিন্তু ভদ্রলোককে দেখে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ওঁর কথাবার্তা, চালচলন সবই কেমন যেন রহস্যময়। তোমার কি মনে হয় এ ব্যাপারে ফয়সালা উনি করতে পারবেন? ওঁর সঙ্গে কথাটথা বলে তোমার কী মনে হল?

"হোমস কিছুই বলেনি।"

"তা হলে তো গতিক সুবিধের নয় বলে মনে হচ্ছে।"

"ঠিক তার উলটো। হোমস যখন কোনও রহস্যের হদিস না পায়, তখন সে কথা ও খোলাখুলি ভাবে বলে। কিন্তু যখন কোনও একটা বিশেষ সূত্র ধরে ও এগোয়, অথচ সে সূত্রটা ঠিক না বেঠিক সে ব্যাপারে ওর তখন নিজের মনেই সন্দেহ থেকে যায়, তখন ও একদম চুপ করে থাকে। তখন ওর কাছ থেকে একটি কথাও বের করা যায় না। দেখো পার্সি, হোমস কোনও সূত্র পেয়েছে কি পায়নি, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন কোনও লাভ নেই। এতে মিছিমিছি আমাদের মাথাই গরম হবে অথচ কোনও ফল হবে না। বরং এখন শুয়ে পড়া যাক। তাতে তোমার শরীর আর মনের দুয়েরই উপকার হবে। কাল সকালে যা হবার তা হবে।"

অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তো পার্সিকে শুতে পাঠালাম। কিন্তু ওর মনের যে রকম চঞ্চল অবস্থা তাতে ওর ঘুম হবে বলে আমার মনে হল না। শুতে গিয়ে দেখলাম আমার অবস্থাও পার্সির মতো। প্রায় মাঝ রাত্তির পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরতে লাগল। কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। কী ভাবে এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান হবে? নানা রকম সমাধানের কথা মাথায় আসতে লাগল। কিন্তু প্রত্যেকটা সমাধানই ভীষণ রকম অসম্ভব বলে মনে হল। হোমস কেন ওকিংয়ে থেকে গেল? কেন ও মিস হ্যারিসনকে ফেলপ্‌স যে-ঘরে ছিল সে ঘরে সারা দিন থাকতে বলল? কেন ও 'ব্রায়ার ব্রে'-র লোকেদের জানাতে চায় না যে ও ওকিংয়ে রয়েছে? হাজার মাথা ঘামিয়েও এ সব প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পেলাম না। তারপর কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সাতটা বেজে গেছে। উঠে আমি প্রথমেই ফেলপ্‌সের ঘরে গেলাম। পার্সির চেহারা দেখে বুঝলাম যে, ও সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করেনি। আমাকে দেখেই পার্সি বলল, "মিঃ হোমস ফিরেছেন?"

আমি বললাম, "হোমস যখন আসবে বলেছে ঠিক তখনই আসবে। তার আগেও আসবে না, পরেও না।"

আমার কথা ফলে গেল। ঠিক আটটার সময় আমাদের দরজার কাছে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে শার্লস হোমস নামল। ওপরের ঘরে জানলা থেকে আমরা দেখলাম হোমসের বাঁ হাতটা ভাল রকম ব্যান্ডেজ করা। হোমসের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। হোমস বাড়ির মধ্যে ঢুকল বটে, তবে ওপরে উঠে এল বেশ খানিকক্ষণ পরে।

পার্সি বলল, 'মিঃ হোমসকে দেখে মনে হচ্ছে উনি যেন সুবিধে করতে পারেননি।"

BanglaBook.org

পার্সির কথা আমাকে স্বীকার করে নিতেই হল। আমি বললাম, "হয়তো ওই ব্যাপারের মূল সূত্র লন্ডন শহরেই পাওয়া যাবে।"

ফেলপ্‌সের মুখ দিয়ে একটা কাতর শব্দ বার হল।

"কেন আমার মনে হয়েছিল বলতে পারব না, তবে আমি বড্ড আশা করেছিলাম যে, মিঃ হোমস ফিরে এলে কোনও একটা খবর আমি পাবই। কিন্তু কালকে তো ওঁর হাতে কোনও ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল না। কী ব্যাপার হল তা হলে?"

হোমস ঘরে ঢুকতে আমি বললাম, "হোমস, তুমি আঘাত পেলে কী করে?"

"ও কিছু নয়। সামান্য ছড়ে গেছে।"

আমাকে এই কথা বলেই হোমস পার্সির দিকে ফিরে বলল, "আমি যে-সব শক্ত কেস করেছি আপনার এই নথি চুরির মামলাটা সেগুলোর প্রায় সব ক'টাকেই টেক্কা দিয়েছে।"

"আমার মনে হয়েছিল যে, এ ব্যাপারে আপনি বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন না।"

"এটা একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা বটে।"

"তোমার হাতের ওই ব্যান্ডেজটা দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে," আমি বললাম, "কী হয়েছিল আমাদের বলো।"

"বন্ধু হে, চা-টা খাবার পরে বলব। ভেবে দেখো, আজ সকালে আমি তিরিশ মাইল সারের খোলা হাওয়া খেয়েছি। ...আচ্ছা, আমার সেই বিজ্ঞাপনের কোনও উত্তর আসেনি? ...কী আর করা যাবে। সব সময় সবকিছু ঠিকঠাক চলবে বলে আশা করা যায় না।"

টেবিল সাজানো হয়ে আছে। আমরা বসে আছি। চা আসতে দেরি হচ্ছে কেন খবর নিতে যাব ভাবছি, এমন সময় মিসেস হাডসন ঘরে ঢুকলেন। মিসেস হাডসন চা আর কফির পট রেখে চলে গেলেন। একটু পরেই তিনি কতকগুলো ঢাকা-দেওয়া পাত্র নিয়ে এলেন। আমরা চেয়ার এগিয়ে নিলাম। হোমসের খুব জোর খিদে পেয়েছে দেখলাম। আমার খিদের চেয়ে ওর কী হয়েছে জানার কৌতূহলটাই বেশি। পার্সি মুখ কালো করে চুপচাপ বসে আছে।

মশলা-মুরগির পাত্রটার দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, "মিসেস হাডসন দেখছি খিদে বুঝে খাবার করেছেন। উনি হয়তো অনেক রকম রাঁধতে জানেন না, তবে সকালবেলায় উত্তম জলখাবার কী করে তৈরি করতে হয়, সেটা উনি জানেন। ...ওয়াটসন, তোমার কাছে ওটা কী রয়েছে?"

"ডিম দেওয়া হ্যাম," আমি বললাম।

"বাহ্! মিঃ ফেলপ্‌স আপনি মুরগি, হ্যাম নিন! নাকি যেটা পছন্দ সেটাই নেবেন?"

"ধন্যবাদ। আমার মোটেই খিদে পায়নি;" ফেলপ্‌স বলল।

"তাই কি হয়! ওই তো আপনার কাছে যে-পাত্রটা রয়েছে ওটাতে কী আছে দেখুন না।"

"না, দেখুন, আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"আপনি যখন খাবেন না তখন...", একটা দুষ্টুমির হাসি হেসে হোমস বলল, "তা হলে ওই পাত্রটায় যা আছে তা একটু আমাকে তুলে দিন তো!"

ফেলপ্‌স ঢাকাটা খুলেই চিৎকার করে উঠল। দেখলাম, ও বড় বড় চোখ করে পাত্রটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মুখ একদম সাদা। দেখলাম, পাত্রটার মধ্যে গোল করে গোটানো একটা নীলচে ছাই রঙের কাগজ। ফেলপ্‌স কাগজটা তুলে নিল। মনে হল কাগজের মোড়কটা বোধহয় ও গিলে খাবে। তারপর কাগজটা দু'হাতে চেপে ধরে ফেলপ্‌স সারা

BanglaBook.org

ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াতে লাগল। আনন্দের চোটে ও মুখ দিয়ে নানা রকম শব্দ বার করতে লাগল। শেষকালে আনন্দের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ফেলপ্‌স একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ওর ভাবগতিক দেখে আমাদের মনে হল যে, ও বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে। আমরা তাড়াতাড়ি ওকে জোর করে খানিকটা গরম কফি খাইয়ে দিলাম।

ফেলপ্‌সের পিঠ চাপড়ে দিয়ে হোমস বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। হঠাৎ ওই ভাবে কাগজটা আপনার সামনে আনাটা আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু ওয়াটসন জানে, আমি সুযোগ পেলেই নাটকীয় ব্যাপার করে ফেলি। এটা আমার স্বভাবের দোষ বলতে পারেন।"

ফেলপ্‌স হোমসের দুটো হাত জড়িয়ে ধরল, "ভগবান আপনার ভাল করবেন। আপনি আমার মান-ইজ্জত বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"

হোমস বলল, "আমার নিজেরই মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি হচ্ছিল। বিশ্বাস করুন, আপিসের কোনও কাজের দায়িত্ব নিয়ে সে কাজ ভাল ভাবে করতে না পারলে আপনার যেমন খারাপ লাগে, আমারও ঠিক তেমনই খারাপ লাগে কোনও রহস্যের সমাধানে হাত দেবার পর সে রহস্য সমাধান করতে না পারলে।"

ফেলপ্‌স কাগজটা তার কোটের ভেতরের পকেটে পুরে রাখল।

"আপনার খাওয়ায় বাধা দিতে আমার খুব খারাপ লাগছে, অথচ কোথায় আর কী করে ওই কাগজটা আপনি পেলেন, সে কথাটা জানতেও ইচ্ছে করছে খুব।"

হোমস এক কাপ কফি আর ডিম দেওয়া হ্যাম খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। তারপর নিজের আরামকেদারাটিতে জুত করে বসে পাইপ ধরিয়ে বলল, "আগে বলি কী করলাম, কী করে করলাম সে কথাটা পরে বলব। ...আপনাদের ট্রেন ছেড়ে দেবার পর স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সারের প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। আমি হাঁটতে হাঁটতে গেলাম রিপলি বলে ছোট্ট একটা গ্রামে। গ্রামের সরাইখানায় চা খেয়ে নিলাম। তারপর আমার ফ্লাস্কে চা ভরতি করে নিলাম আর কিছু স্যান্ডউইচ কিনে নিলাম। সন্ধে পর্যন্ত আমি রিপলিতে থেকে গেলাম। যখন অন্ধকার হয়ে গেল তখন ওকিংয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। 'ব্রায়ার ব্রে'র কাছে যখন এসে পড়লাম তখন সূর্য ডুবে গেছে।

"যতক্ষণ না বুঝলাম যে, চার দিক বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, সুবিধের মধ্যে হচ্ছে যে, ওই রাস্তায় লোক চলাচল বেশি নেই। তারপর আমি বেড়া টপকে আপনাদের বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।"

ফেলপ্‌স বলে উঠল, "কিন্তু বাগানের দিকের গেটটা খোলা ছিল নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, তা ছিল। তবে এই রকম পাঁচিল কি বেড়া টপকে বাড়ির ভেতর ঢোকাটাই আমার বেশি পছন্দ। বাগানের যেখানটায় তিনটে ফার গাছ আছে আমি সেখানটায় বেড়া টপকে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওই জায়গাটা বেশ ঢাকামতন। বাড়ি থেকে কেউ আমাকে চট করে দেখতে পাবে না। আমি ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে রইলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। আমার টাউজার্সের হাঁটুর অবস্থা দেখলেই বুঝবেন, আমি কী করেছি। যাই হোক, এই ভাবে হামাগুড়ি দিয়ে আমি আপনার ঘরের জানলার কাছাকাছি যে রডোডেনড্রন গাছের ঝোপ আছে, সেখানে পৌঁছে গেলাম। ওখানে হাঁটু মুড়ে বসে রইলাম কী হয় দেখবার জন্য।

"আপনার ঘরের পরদা তোলা ছিল। আমি দেখলাম, মিস হ্যারিসন চেয়ারে বসে বই

BanglaBook.org

পড়ছেন। সওয়া দশটার সময় তিনি জানলা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে চলে গেলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করবার আওয়াজ পেলাম। মনে হল যেন দরজাটা বাইরে থেকে চাবি দিয়ে দিলেন।"

"চাবি!" ফেলপ্‌স বলে উঠল।

"হ্যাঁ, আমি মিস হ্যারিসনকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে চাবি বন্ধ করে চাবিটা যেন উনি নিজের কাছে রাখেন। উনি আমার প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। সত্যি কথা বলতে কী, উনি এই রকম সাহায্য না করলে আপনি ওই কাগজটা পকেটে পুরতে পারতেন না। আলো নিভে গেল। উনি চলে গেলেন। আমি রডোডেনড্রন ঝোপে বসে রইলাম।

"চমৎকার আবহাওয়া ছিল। কিন্তু ওই ভাবে বসে থাকাটা ভয়ানক ক্লান্তিকর। তবে ওই ভাবে বসে থাকার মধ্যেও একটা উত্তেজনা আছে। শিকারিরা যখন মাচায় বসে থাকে, কিংবা মাছ ধরার জন্যে যখন কেউ ছিপ ফেলে পুকুরপাড়ে বসে থাকে, তখন সে যে ধরনের উত্তেজনা বোধ করে, এটাও সেই রকমের। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। ওয়াটসন, সেই বুটিদার ফেট্টির রহস্যের সমাধানের জন্যে আমাদের যতক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল এবারেও প্রায় ততক্ষণই বসে থাকতে হল। ওকিং চার্চের ঘড়িটা পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর বাজছিল। কিন্তু বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হচ্ছিল যে, চার্চের ঘড়িটা বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে। বসে থাকতে থাকতে দুটো বেজে গেল। হঠাৎ খুব সন্তর্পণে ছিটকিনি খোলবার শব্দ হল। তারপর চাবি খোলবার শব্দ হল। তার পরেই লোকজনদের যাতায়াতের দরজাটা খুলে গেল। দরজা খুলে যে-লোকটি বাগানে এসে দাঁড়াল চাঁদের আলোয়, তাকে চিনতে আমার ভুল হল না। যোসেফ হ্যারিসন।

"যোসেফ।" ফেলপ্‌স চিৎকার করে উঠল।

"যোসেফের মাথায় টুপি ছিল না। তবে ওর গায়ে একটা ঝোলা জামা ছিল। দরকার হলেই যাতে মুখটা ঢেকে ফেলতে পারে। ও পা টিপে টিপে দেওয়ালের পাশ দিয়ে এগিয়ে এল। তারপর জামার ভেতর থেকে একটা বেশ লম্বা ফলাওলা ছুরি বের করে ও জানলার ছিটকিনিটা খুলে ফেলল। তারপর জানলার পাল্লা খুলে ও ঘরে ঢুকে গেল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে ঘরের ভেতরটা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। তাই ঘরের ভিতর ও কী করছিল সবই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। ঘরে ঢুকে ও ম্যান্টেলপিসে রাখা দুটো মোমবাতিই জ্বেলে দিল। তারপর ও ঘরের দরজার কাছের এক কোণে নিচু হয়ে মেঝের কার্পেটটা তুলে ফেলল। তারপর ওইখানে একটু টানতেই একটা চৌকো কাঠ খুলে গেল। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে গ্যাসের পাইপ নিয়ে যাবার জন্যে ওই রকম একটা ফাঁক মিস্ত্রিরা রেখে দেয়। পরে দেখলাম যে, ওখানে গ্যাস পাইপের একটা টি-জয়েন্ট লাগানো আছে। সেইখান থেকে আপনাদের রান্নাঘরের গ্যাস পাইপ চলে গেছে। এই গোপন জায়গা থেকে যোসেফ গোল করে রাখা কাগজটা বের করে আনল। তারপর কাঠের টুকরোটা আবার ঠিকমতো বসিয়ে কার্পেটটা পেতে দিয়ে যোসেফ মোমবাতি দুটো নিভিয়ে দিল। কাজ শেষ করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই যোসেফ আমার হাতে ধরা পড়ে গেল।

"তবে মিস্টার যোসেফের প্রকৃতি আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতে ঢের বেশি হিংস্র। ও ছুরি নিয়ে আমার দিকে তেড়ে এল। ওকে বারদুয়েক মাটিতে চিত করে ফেলে দিয়ে

BanglaBook.org

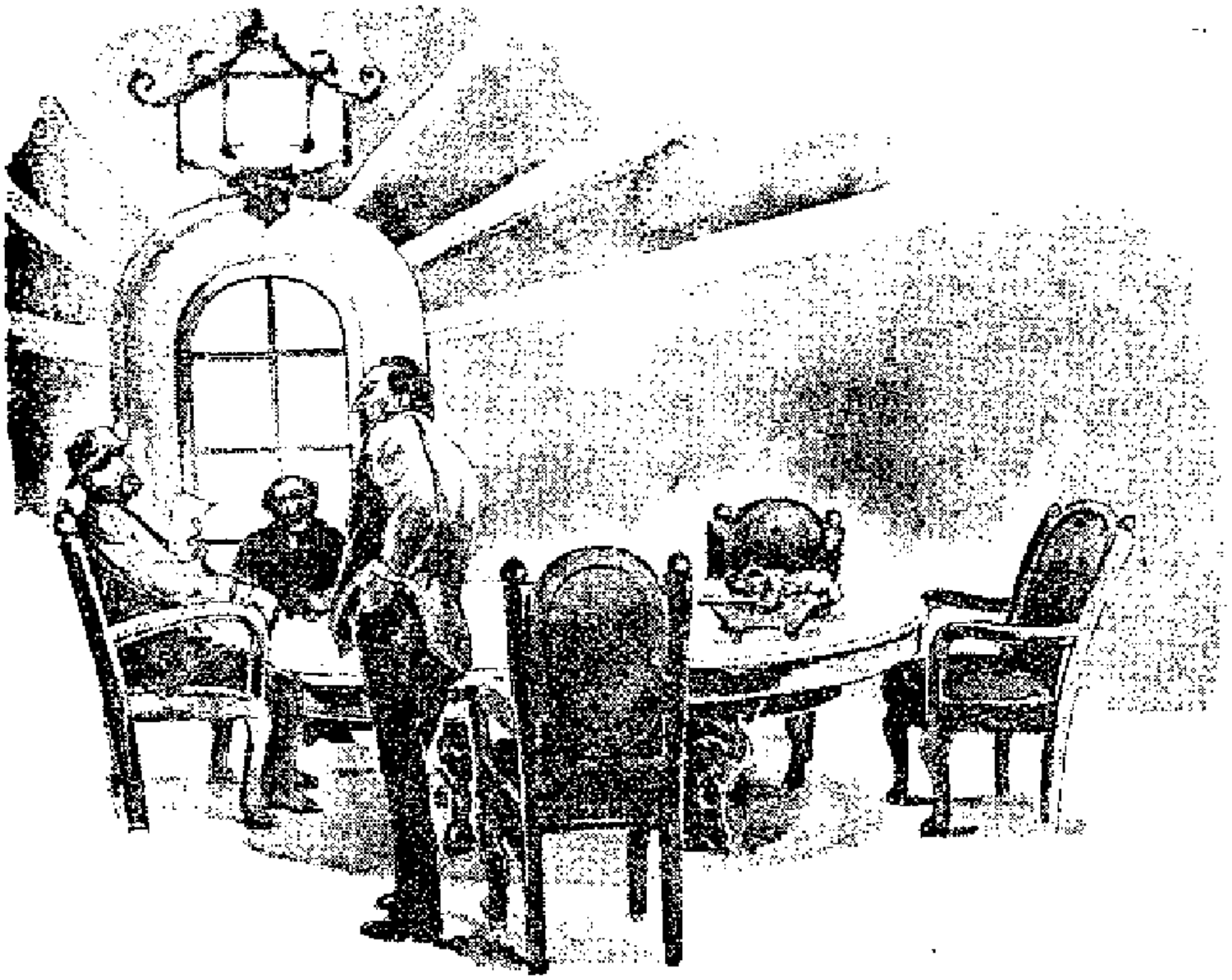

আপনার এই কাগজখানা নিয়ে নিলাম। সেই সময়ে ওর ছুরিতে আমার আঙুলের গাঁটের কাছে কেটে যায়। তবে ওকে কাবু করতে আমার বিশেষ অসুবিধে হয়নি। কাগজটা কেড়ে নিয়ে আমি ওকে পালাতে দিলাম। পালাবার আগে ও এক বার আমার দিকে একনজর তাকিয়ে ছিল। সেই চাউনি দেখে বুঝেছিলাম যে, পারলে ও আমাকে খুন করে ফেলে। আমি আজ সকালে ফরবসকে সব কথা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছি। আমার টেলিগ্রাম পেয়েই যদি ফরবস চটপট কাজে নেমে পড়ে তবে হয়তো ওকে ধরতে পারবে। তবে আমার ধারণা ফরবস গিয়ে দেখবে যে, পাখি উড়ে গেছে। অবশ্য তাতে ভালই হবে। সরকার অনেক ঝামেলার হাত থেকে বেঁচে যাবে। আমার ধারণা লর্ড হোলডহার্স্ট আর মিঃ পার্সি ফেলপ্‌সের কেউই চাইবেন না যে, এই নথি চুরির ব্যাপারটা কোর্ট-কাছারি অবধি যাক।'

ভীষণ রকম অবাক হয়ে আমাদের মক্কেল বলল, "হায় ঈশ্বর! আপনি কী বলছেন! এই দশ সপ্তাহ ধরে আমি যখন শরীর আর মনের যন্ত্রণায় ছটফট করেছি তখন ওই কাগজখানা আমি যে-ঘরে বন্দি ছিলাম সেই ঘরেই রাখা ছিল?"

"হ্যাঁ, তাই বটে।"

"কী সাংঘাতিক! যোসেফ এই রকম শয়তান!"

"হুঁ। যোসেফকে দেখে যে রকম মনে হয়, উনি মোটেই সে রকম নন। অত্যন্ত জঘন্য ধরনের লোক। ওর কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি তার থেকে বুঝেছি, ফাটকা খেলতে গিয়ে ও প্রচুর লোকসান করেছে। এখন যে-কোনও ভাবেই হোক, পয়সা রোজগার করাটাই

BanglaBook.org

ওর লক্ষ। যোসেফ অত্যন্ত স্বার্থপর। তাই যখন ঘটনাচক্রে ওই নথিটা ওর নজরে পড়ল তখন ও আপনার বা ওর বোনের ভাল-মন্দের কথাটা ভাবেনি।"

"ফেলপ্‌স চেয়ারে এলিয়ে পড়ে বলল, "আপনার কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে যাচ্ছি। আমার মাথা ঘুরছে।"

হোমস তার স্বভাব অনুযায়ী বক্তৃতায় ঢঙে বলল, "আমাদের এই রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে প্রথম যে অসুবিধেটা হয়েছে সেটা হল, সূত্রের বাড়াবাড়ি। আর তার ফলে আসল সূত্রটা অদরকারি সূত্রের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। আমাদের প্রথম কাজ ছিল যে-সব ঘটনা আমরা শুনেছিলাম তার থেকে আসল ঘটনাগুলো বেছে নিয়ে সেগুলোকে পর পর সাজিয়ে নেওয়া। আর সেই কাজ করতে পারলেই কী ভাবে এই আশ্চর্য চুরি সম্ভব হয়েছে তা জানতে পারা যাবে। আমি আপনার কথা শুনে যোসেফকে সন্দেহ করেছিলাম। আপনি বলে ছিলেন যে, আপনার যোসেফের সঙ্গে ফিরে যাবার কথা ছিল। তার থেকে আমার মনে হল হয়তো স্টেশনে যাবার পথে যোসেফ আপনাকে ডাকতে এসেছিল। কেন না আপনি বলে ছিলেন আপনার আত্মীয়-বন্ধু অনেকেই আপনার আপিস চেনেন। তারপর যখন শুনলাম যে, যে-দিন আপনি প্রথম একলা শুয়ে ছিলেন সেই রাত্তিরেই ওই ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ ঢোকবার চেষ্টা করছিল, তখন আমার মনে আর কোনও সন্দেহই রইল না। আপনি বলে ছিলেন যে, ওই ঘরে যোসেফ থাকতেন। আপনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলে যোসেফকে মাঝ রাতে ওই ঘর থেকে এক রকম বিনা নোটিসে বের করে দেওয়া হয়। তা হলে ওই ঘরে কিছু লুকিয়ে রাখলে তা রেখেছেন ওই যোসেফ। আর যে-রাত্তিরে নার্সকে ছুটি দিয়ে আপনি একাই শুলেন, সেই রাত্তিরেই ঘরে কেউ ঢুকতে চেষ্টা করল। এর থেকে বুঝলাম যে, যে-ই ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করুক না কেন সে বাড়ির ভেতরের সব খবরই রাখে। আর তখন আমার মনে যে-সন্দেহটা দানা বাঁধছিল সেটাই সত্যি মনে হল।"

"ওহ্, আমি একদম আস্ত কানা।"

"এই রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে আমি ঘটনাগুলোকে যেভাবে সাজিয়ে ছিলাম তা হল মোটামুটি এই রকম: যোসেফ হ্যারিসন চার্চ স্ট্রিটের দিকের দরজা দিয়ে আপনার আপিসে ঢোকে। আপনার আপিস ওর ভালমতোই চেনা। ও সোজা আপনার ঘরে যায়। কিন্তু তার আগেই আপনি কফি আসতে দেরি হচ্ছে কেন দেখতে গিয়েছিলেন। ঘরে কাউকে না দেখতে পেয়ে যোসেফ ঘণ্টা বাজায়। আর তখনই আপনার টেবিলের ওপর রাখা দলিলটা ওর নজরে পড়ে। নথিটা দেখেই ও বুঝতে পারে যে, কী অসাধারণ মূল্যবান জিনিস ওর হাতে এসেছে। বিন্দুমাত্র দেরি না করে নথিটি পকেটে পুরে ও আপনার আপিসঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আপনার মনে আছে বোধহয়, আপনার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলবার পরে কেয়ারটেকার ঘণ্টা বাজার কথা আপনাকে বলে। ওই অল্প সময়ের মধ্যেই যোসেফ নথিটি নিয়ে সরে পড়ে।

"আপনার আপিস থেকে বেরিয়ে যোসেফ প্রথম যে-ট্রেনটি পায় সেই ট্রেনেই ওকিংয়ে চলে আসে। তারপর ধীরেসুস্থে ওই নথিটি পরীক্ষা করে বুঝতে পারে যে, ওটার কী দাম। ও ওটাকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। ওর মতলব ছিল দু'-এক দিন পরে ওটা ফরেন রাষ্ট্রদূতের আপিসে গিয়ে বেচে দেবে। কিন্তু ওই দিনই আপনি অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি গেলেন

BanglaBook.org

আর ওকে ঘর থেকে বের করে ওর ঘরেই আপনি থাকতে লাগলেন। তারপর থেকে ওই ঘরে সব সময়েই লোক। সুতরাং যোসেফ কিছুতেই জিনিসটা সরাতে পারল না। তখন ওর মনের অবস্থা যে কী রকম তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। শেষকালে একটা সুযোগ এল, যে-দিন নার্সকে ছুটি দিয়ে আপনি একা ঘরে শুলেন। কিন্তু আপনি জেগে ছিলেন বলে সে রাতেও কাজ হাসিল হল না। আপনার মনে আছে ওই দিন আপনি শোবার আগে দুধ খাননি?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"আমার দৃঢ় ধারণা আপনার দুধে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল। যোসেফের ধারণা ছিল যে, আপনি গভীর ভাবে ঘুমোবেন। আমি জানতাম, যোসেফ আবার ওই ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করবে। আপনি ঘর থেকে চলে যাওয়ায় ও সেই সুযোগ পেয়ে গেল। কিন্তু আমি মিস হ্যারিসনকে সারা দিন ওই ঘরে বসিয়ে রাখলাম। তাতে ও আমাদের আড়ালে জিনিসটা সরাতে পারল না। তারপর এমন ভাবে আমরা চলে গেলাম যে, ওর বিশ্বাস হল পথ পরিষ্কার। আর ইতিমধ্যে আমি ফিরে এসে বাগানের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইলাম। আমি গোড়া থেকেই জানতাম, আপনার হারানিধি ওই ঘরেই আছে। কিন্তু ঘরের আসবাবপত্র ওলটপালট করতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম যে কাগজটা ওই বের করে দিক। ...আর কিছু জানতে চান?"

আমি বললাম, "আচ্ছা, যোসেফ তো বাড়ির ভেতর দিয়ে পার্সির ঘরে যেতে পারত। তা না করে ও বাগানের দিকের জানলা দিয়ে ঢুকতে গেল কেন?"

"মিঃ ফেলপ্‌সের ঘরে আসতে হলে ওকে সাতটা শোবার ঘর পেরিয়ে আসতে হত। বাগান দিয়ে ঢোকা, বার হওয়া অনেক সোজা। আর কিছু?"

ফেলপ্‌স বলল, "ছুরিটা বোধহয় যোসেফ জানলা খোলবার জন্যেই এনেছিল, আমাকে খুনটুন করার মতলব নিশ্চয়ই ওর ছিল না!"

"হতে পারে", হোমস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তবে যোসেফ হ্যারিসনকে আমি বিশ্বাস করি না।"

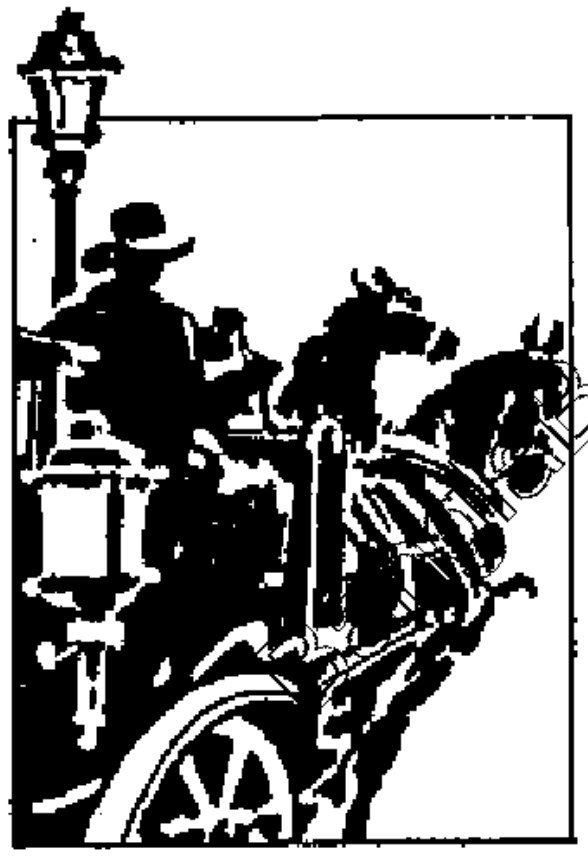

BanglaBook.org

চরম সংঘর্ষ

আমার মন খুব খারাপ হয়ে আছে। তবুও যে আজ জোর করে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছি, তার কারণ আমার বন্ধু শার্লক হোমসের অসাধারণ ক্ষমতার শেষ কাহিনীটি আপনাদের সকলকে শোনাব বলে। শার্লক হোমসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় হঠাৎই। সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে আর নৌবাহিনীর নথি চুরির ঘটনা পর্যন্ত, যে-সব তদন্তের সময়ে আমি হোমসের সঙ্গে ছিলাম, সেগুলোর কথা আমি আপনাদের শুনিয়েছি। জানি সেগুলো আরও ভাল করে লেখা যেতে পারত। আমি আমার মতো করে লিখেছি। আমি ভেবেছিলাম যে, নৌবাহিনীর নথি চুরির ঘটনাটা, যে-রহস্যের সমাধান না করতে পারলে একটা সাংঘাতিক রকমের আন্তর্জাতিক জটিলতার সৃষ্টি হত, দিয়েই আমার লেখকজীবনের ইতি ঘটাব। ওই তদন্তের পর যা ঘটেছে তা কোনও দিন লিখব না। গত দু'বছর ধরে আমার জীবনে যে-শূন্যতা নেমে এসেছে সে কথা প্রকাশ করব না। কিন্তু বিশেষ একটা কারণে নিজেকে দেওয়া কথা ভাঙতে হল। কারণ, একটা চিঠি। চিঠিটা লিখেছেন কর্নেল জেমস মরিয়ার্টি। চিঠিতে তিনি তাঁর ভাইয়ের হয়ে খুব সাফাই গেয়েছেন। প্রকৃত ঘটনা যা ঘটেছে, তা একমাত্র আমিই জানি। আর এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, সত্যকে চেপে রেখে কখনও লাভ হয় না। আমি যতদূর জানি, তাতে ওই ঘটনার কথা মাত্র কয়েক জায়গায় বেরিয়েছে। খবরটা প্রথম বার হয় জেনিভা জার্নালে। তারিখটা ৬ মে, ১৮৯১। তার পরের দিন, মানে ৭ মে, রয়টারের পুরনো একটা খবর সমস্ত ইংরেজি দৈনিকে বেরিয়েছিল। আর সম্প্রতি বেরিয়েছে এই চিঠিটা। প্রথম দুটোই খুব ছোট্ট খবর। কিন্তু যে চিঠিটার কথা বলেছি সেটা বেশ বড়, তবে সেটা ভুল আর মিথ্যে খবরে ভরা। প্রফেসর মরিয়ার্টি আর শার্লক হোমসের মধ্যে ঠিক কী ঘটেছিল, সেকথা একমাত্র আমিই জানি।

আমার বিয়ের পর, বিশেষ করে যখন আমি ডাক্তারি প্র্যাকটিস করতে শুরু করলাম, সেই সময় থেকে শার্লক হোমসের সঙ্গে আমার দেখাশোনা আগের মতো অত বেশি হত না। হোমস যখনই কোনও তদন্ত হাতে নিত, তখনই সে আমার কাছে চলে আসত। শেষের দিকে হোমস তদন্তের ব্যাপারেও আমার কাছে আসা কমিয়ে দিল। ডায়েরির পাতা উলটে দেখছি যে, ১৮৯০ সালে মাত্র তিনটি কেসের কথা লেখা আছে। ১৮৯০ সালের শেষের দিকে, আর ১৮৯১ সালের শেষকাল পর্যন্ত হোমস ফরাসি সরকারের হয়ে খুব গোপনীয় একটা কাজ করেছে। এ খবরটা আমি দৈনিক পত্রিকা পড়ে জেনেছিলাম। এরপর আমি হোমসের কাছ থেকে দুটো চিঠি পাই। একটা নরবোন থেকে লেখা। আর একটা নিমে থেকে লেখা। হোমসের চিঠি পড়ে আমি বুঝেছিলাম যে, ওকে এখন আরও কিছু দিন ফ্রান্সে থাকতে হবে। তাই ২৪ এপ্রিল সন্ধেবেলায় হঠাৎ যখন হোমস আমার চেম্বারে এসে হাজির হল, তখন আমি

BanglaBook.org

তো অবাক। লক্ষ করলাম যে, হোমস আরও রোগা হয়েছে। গায়ের রংও ময়লা হয়ে গেছে।

আমার চাউনি থেকে হোমস বোধহয় বুঝতে পেরেছিল, আমি কী বলতে চাইছি। তাই বলল, "হ্যাঁ, কিছু দিন খুব ধকল যাচ্ছে বলে শরীরটা কাহিল দেখাচ্ছে। কাজের চাপও পড়েছে সাংঘাতিক।... আমি যদি ওই জানলাটা বন্ধ করে দিই তোমার অসুবিধে হবে কি?"

ঘরের মধ্যে শুধু একটা টেবিলল্যাম্প জ্বলছিল। সেটা টেবিলের ওপরে রাখা ছিল। হোমস আসবার আগে আমি একটা বই পড়ছিলাম। হোমস সাবধানে পা টিপে টিপে দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল। জানলাটা বন্ধ করে ছিটকিনি শক্ত করে লাগিয়ে দিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কি ভয় করছে?"

"হ্যাঁ, করছে।"

"কীসের ভয়?"

"এয়ারগানের।"

"হোমস, তুমি কী বলছ?"

"ওয়াটসন, আমার ধারণা তুমি আমাকে ভাল করেই চেনো। তুমি জানো যে, আমি ভিতু স্বভাবের লোক নই। তবে এটাও ঠিক, বিপদের আঁচ পেয়ে তো সাবধান না হওয়াটা সাহসের অভাবের নয়, বোকামির পরিচয়। দেশলাইটা দাও তো।" সিগারেট ধরিয়ে হোমস এমন একটা লম্বা টান লাগাল যে, মনে হল ধূমপান করে সে একটু ধাতস্থ হল।

"এত রাত্রে এসে তোমাকে বিব্রত করছি ভেবে আমার খুব খারাপ লাগছে। ভাল কথা, আমি কিন্তু যাবার সময় তোমার সদর দরজা দিয়ে বেরোব না। তোমার বাড়ির পিছনে যে বাগান আছে, সেই বাগানের পাঁচিল টপকে বেরিয়ে যাব," হোমস বলল।

"এ সবের মানে কী, হোমস?" আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

হোমস তার হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। টেবিলল্যাম্পের আলোয় দেখলাম যে, ওর আঙুলের দুটো গাঁটে ভীষণ আঘাত লেগেছে। গভীর ক্ষত হয়ে সেখান থেকে রক্ত পড়ছে।

একটু হেসে হোমস বলল, "দেখছ তো আমি মিথ্যে ভয় পাইনি। সমস্ত ব্যাপারটা এমনই নিদারুণ সত্যি যে, একজনের হাতই ভেঙে যাবার জোগাড়। মিসেস ওয়াটসন কি ভেতরে?"

'না, কয়েক দিনের জন্যে বেড়াতে গেছে।"

'তাই নাকি! তা হলে তো তুমি একলাই রয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আমার পক্ষে সুবিধেই হল। আমি তোমাকে সপ্তাহখানেকের জন্যে আমার সঙ্গে কন্টিনেন্টে বেড়াতে যেতে বলব ভেবেছিলাম।"

"কোথায় যাবে?"

"যে-কোনও জায়গাতেই যেতে পারি। আমার কাছে সব জায়গাই সমান।"

হোমসের এই কথাগুলো আমার কানে খুব অদ্ভুত ঠেকল। এসব আবার কেমন ধরনের কথা। অকারণে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার লোক তো হোমস নয়। হোমসের চেহারা দেখে, আর তার কথাবার্তা শুনে আমার মনে হল, যে-কারণেই হোক সে মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। আমার মনের কথা বোধহয় আমার মুখ দেখেই সে টের পেয়েছিল। হাতদুটো জোড় করে হাঁটুর ওপর কনুই রেখে সব ব্যাপারটা খুলে বলল।

BanglaBook.org

হোমস বলল, "তুমি বোধহয় প্রফেসর মরিয়ার্টির নাম শোনোনি?"

"না তো।"

"হ্যাঁ। ওটাই হচ্ছে লোকটার বাহাদুরি। সমস্ত লন্ডন শহর জুড়ে লোকটা রয়েছে, অথচ আশ্চর্যের কথা ওর সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না। আর, এই জন্যে লোকটা সমস্ত অপরাধ আর অপরাধীদের মাথায় উঠে বসে আছে। ওয়াটসন তোমাকে আমার মনের কথা খুলে বলছি। আমি যদি ওই লোকটাকে ধরতে পারি, যদি আমাদের সমাজকে ওই লোকটার হাত থেকে বাঁচাতে পারি, তবে জানব যে, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। সবকিছু ছেড়েছুড়ে আমি চুপচাপ বসে থাকব। তোমাকে বলছি যে, হ্যালফিল স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজবাড়ির আর ফরাসি সরকারের হয়ে যে-তদন্ত করলাম, তার দরুন আমি যে টাকা পেয়েছি তাতে বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে বসে বসে কাটিয়ে দিতে পারব। তুমি তো জানো, চুপচাপ বসে রসায়নশাস্ত্রের আলোচনা করাটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। কিন্তু ওয়াটসন, আমি তো বিশ্রাম নিতে পারছি না। প্রফেসর মরিয়ার্টি বহাল তবিয়তে লন্ডন শহরের রাস্তায় বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে এ কথা জেনে আমি তো আমার ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকতে পারব না।"

"এই মরিয়ার্টি লোকটা কী করেছে?" আমি জানতে চাইলাম।

"লোকটার জীবন খুব অদ্ভুত। ভাল বংশের ছেলে। লেখাপড়াতেও খুব ভাল। বিশেষ করে গণিতশাস্ত্রে লোকটির অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি। মাত্র একুশ বছর বয়সে ও বাইনোমিয়াল থিয়োরেমের ওপর একটা অসামান্য প্রবন্ধ লিখেছিল। প্রবন্ধটা শুধু ইংল্যান্ডে নয়, ইউরোপের সব জায়গায় খুব প্রশংসা পেয়েছে। এই প্রবন্ধের সুবাদেই ওকে একটা ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হয়। সকলেই ভেবেছিল যে, মরিয়ার্টি ভবিষ্যতে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ হয়ে উঠবে। কিন্তু ওর রক্তে একটা শয়তানির ধারা আছে। এটা ওর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। লেখাপড়া শিখে ওর বজ্জাতি তো কমলই না, উলটে আরও বেড়ে গেল। বুদ্ধিমান লোক যদি খারাপ হয় তো সে যে কতদূর খারাপ হতে পারে, তা কল্পনা করা যায় না। ওর সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নানান খারাপ কথাবার্তা রটতে লাগল। শেষকালে এমন হল যে, ও চাকরি ছাড়তে বাধ্য হল। চাকরি ছেড়ে লন্ডনে চলে এল। লন্ডনে এসে ও একটা মিলিটারিদের জন্যে ইস্কুল খুলল। ওর সম্বন্ধে এই খবর সকলেই জানে। এরপর তোমাকে যা বলব সে খবর একমাত্র আমিই জানি।

"ওয়াটসন, তুমি তো জানো যে লন্ডনের দাগি আসামিদের সম্পর্কে আমি যত খবর রাখি, তত খবর আর কেউ রাখে না। কিছু দিন ধরে আমার মনে হচ্ছিল যে, লন্ডন শহরে যে-সব অপরাধের ঘটনা ঘটছে, তার পেছনে কোনও একজন আছে। কেউ যেন পেছন থেকে সবকিছুকে চালাচ্ছে। আইনের শাসনকে কলা দেখিয়ে একটার পর একটা অপরাধকর্ম করাচ্ছে। যদি বা কোনও অপরাধী ধরাও পড়ে তো তাকে কোনও-না-কোনও ভাবে ছাড়িয়ে আনে। একটা নয়, দুটো নয়, অনেকগুলো কেস—সে জালিয়াতির মামলাই হোক, চুরি-ডাকাতি কিংবা খুনের ব্যাপারই হোক, দেখে আমার এই ধারণাই হয়েছে। যদিও এই সব রহস্যের তদন্ত করতে আমার ডাক পড়েনি, তবুও এই কেসগুলোর সম্বন্ধে আমি অনেক ভেবেছি। আর তার থেকে আমার এই ধারণা জন্মেছে। তারপর থেকেই এই রহস্যের জাল

BanglaBook.org

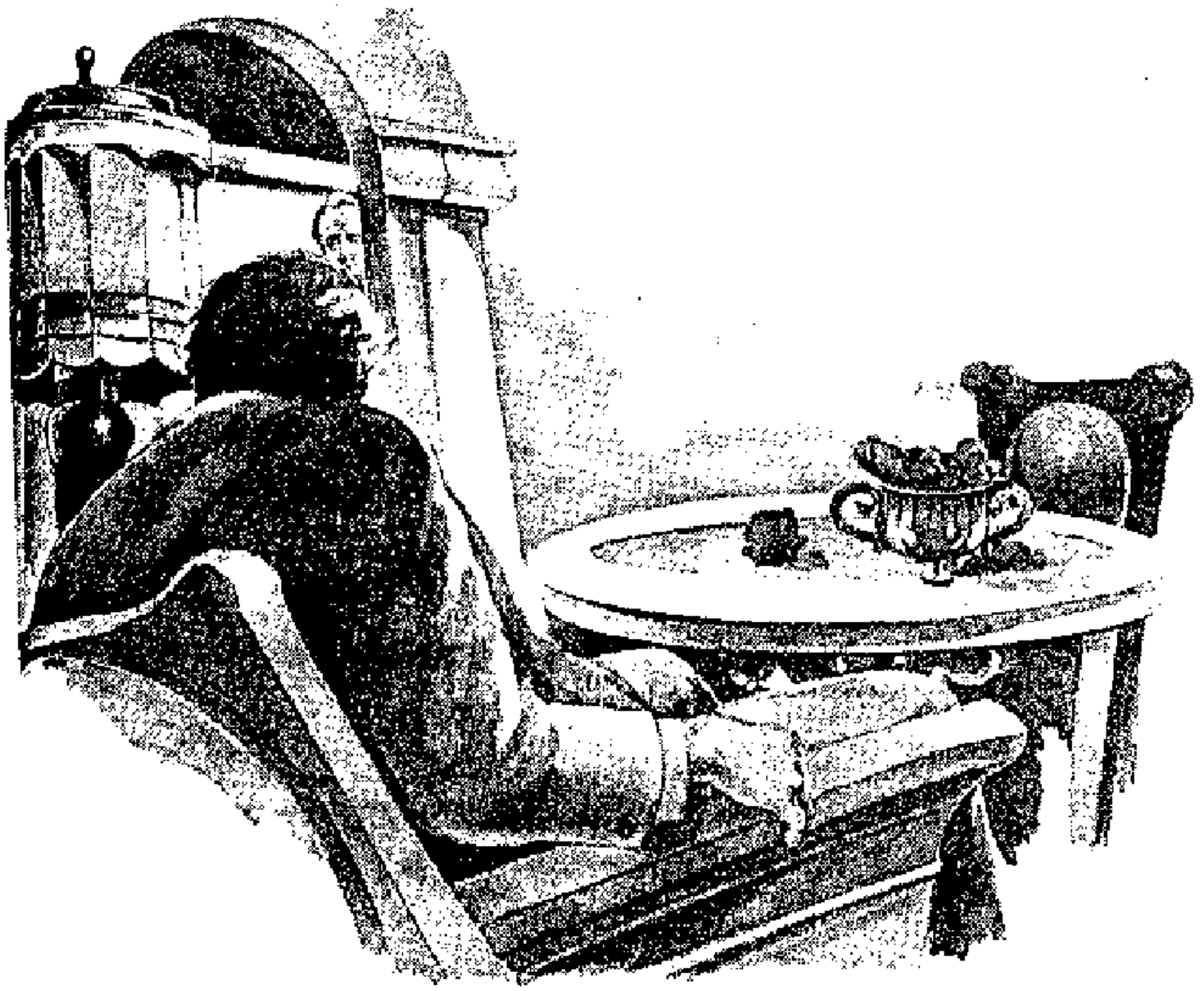

ভেদ করার চেষ্টা করছি। চেষ্টা করতে করতে একটা সূত্র আমার হাতে এল। সেই সূত্র ধরে আস্তে আস্তে গোলকধাঁধার মতো জটিল আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে শেষকালে আমি রহস্যের মূলে পৌঁছোতে পারলাম। দেখলাম যে, সবকিছুর মূলে রয়েছে গণিতের বিখ্যাত পণ্ডিত প্রফেসর মরিয়ার্টি।

"ওয়াটসন, লোকটা অপরাধ জগতের নেপোলিয়ন। চার পাশে যে-সব দুষ্কর্ম ঘটছে, তার বেশির ভাগের মূলে আছে ও। আর এই শহরে যে-সব অপরাধের ফয়সালা পুলিশ করতে পারেনি, তার সবগুলোর পেছনেই আছে ওই মরিয়ার্টি। লোকটা আসলে একটা জিনিয়াস। খুব উঁচু দরের দার্শনিক। ওর চিন্তাশক্তি আর বিশ্লেষণ ক্ষমতাও অসাধারণ। লোকটা মাকড়সার মতো। চুপচাপ বসে থাকে আর বিচিত্র নকশায় জাল বুনে যায়। সে জাল যে কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, তা কল্পনা করতে পারবে না। তবে এই জালের কোনও একটা সুতোয় সামান্যতম টান পড়লেই ও বুঝতে পারে। বসে বসে আঙুল ভাঁজা ছাড়া কোনও কাজই ও নিজের হাতে করে না। ওর একটা বিরাট দল আছে। আর তারা কাজ করে ছকমাফিক। যে-কোনও কুকর্ম করতে হলে, যেমন, কাউকে খুন করতে হলে, কোনও বাড়ি থেকে কোনও দামি কাগজপত্র সরাতে হলে, সেই খবরটা মরিয়ার্টির কাছে পৌঁছে দিলেই হবে। সেই কাজের একটা ছক তৈরি হবে, আর তার পরই কাজটা হয়ে যাবে। যে-লোকটি এ কাজ করবে, সে যদি কোনও কারণে ধরা পড়ে যায় তার জামিনের জন্যে টাকার ব্যবস্থা হবে। আদালতে তার হয়ে সওয়াল করবার জন্যে আইনজীবী এসে যাবে। কিন্তু যে-লোকটি

BanglaBook.org

পরদার আড়ালে থেকে এ সব করবে, তাকে কেউ ছুঁতে পারবে না। এ রকম যে একজন আছে, সে কথাও কেউ চট করে বিশ্বাস করবে না। আমি যখন স্থির নিশ্চিত হলাম যে, এ রকম একটা সংগঠন রয়েছে, তখন থেকে এই সংগঠনকে ধ্বংস করতে, আর এই সংগঠনের নেতাকে ধরবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলাম।

"কিন্তু মরিয়ার্টি তার চার পাশে আত্মরক্ষার এমন এক বেড়াজাল বিছিয়ে রেখেছে যে, বহু চেষ্টা করার পর আমার মনে হতে লাগল, ওর বিরুদ্ধে বোধহয় এমন কোনও প্রমাণ জোগাড় করতে পারব না, যা আদালতের সামনে পেশ করে বলা যাবে, লোকটা একজন কুখ্যাত অপরাধী। ওয়াটসন, আমি কী ভাবে কাজ করি তা তো তুমি জানো। কিন্তু তিন তিন মাস অবিরাম চেষ্টা করবার পর আমার মনে হল যে এত দিনে বোধহয় এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পেলাম যে, বুদ্ধিতে আমার সমান সমান। ওর কুকর্মের জন্যে আমার মরিয়ার্টির সম্বন্ধে যে-খারাপ ধারণা ছিল, সেটা বদলে গেল। আমি ওকে তারিফ করতে লাগলাম। এই রকম যখন অবস্থা, তখন ও একটা ভুল করে বসল। ছোট্ট ভুল। আর আমি যখন ওর পেছনে লেগে রয়েছি, তখন সেই ধরনের ভুল করা ওর উচিত হয়নি। সেই ছোট্ট ভুলটাই বিরাট চেহারা নিল। এত দিন ধরে যে-সুযোগ খুঁজছিলাম তা মিলে গেল। সেই ভুলের সূত্র ধরে আমি মরিয়ার্টির চার পাশে আমার জাল ছড়াতে লাগলাম। এইবার শুরু হয়েছে আমার জাল গোটাবার পালা। আর দিনতিনেক পরে, মানে ধরো সামনের সোমবার, সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে। দলবলসমেত প্রফেসর মরিয়ার্টিকে পুলিশ ধরে ফেলবে। আর তারপর শুরু হবে এই শতাব্দীর সবচেয়ে, যাকে বলে রোমহর্ষক বিচার। কম করে চল্লিশটা রহস্যের সমাধান হবে। ওদের সকলেরই ফাঁসি হবে। কিন্তু আমরা যদি সামান্যতম তাড়াহুড়োও করি তা হলে ওরা জাল কেটে বেরিয়ে যাবে। ওদের টিকিটি পর্যন্ত ছোঁয়া যাবে না। ঘাটে এসে তরী ডুববে।

"কথা হচ্ছে যে, আমি যা করেছি তা যদি মরিয়ার্টি আঁচ করতে না পারত, তো সবই ঠিকঠাক চলত। কিন্তু মরিয়ার্টিও অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক। ওকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে আমি যা যা করেছি, তা সবই ও জানতে পেরেছে। ও বার বার চেষ্টা করেছে, যাতে আমার পাতা ফাঁদ থেকে ও কেটে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক বারই আমি ওর থেকে এক ধাপ এগিয়ে থেকেছি বলে ওর সেই চেষ্টা সফল হয়নি। ওয়াটসন, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। মরিয়ার্টিকে ধরবার জন্যে আমি যে-সব ফন্দি এঁটেছি, আর আমার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ও যা যা করেছে, তার যদি খুঁটিনাটি বিবরণ লেখা যায় তো সেটা গোয়েন্দাগিরির ইতিহাসে একটা সাত নয়, তিন সাতে একুশ কাণ্ড রামায়ণ হবে। এর আগে কাউকে ধরবার জন্যে আমাকে এত পরিশ্রম কখনও করতে হয়নি। ও যদি যায় ডালে ডালে, তো আমি যাই পাতায় পাতায়। আজ সকালে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি। মরিয়ার্টিকে ধরবার জন্যে আর মাত্র তিনটি দিন আমার দরকার। সকালবেলা আমার ঘরে বসে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় আমার ঘরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল মরিয়ার্টি স্বয়ং।

"তুমি তো জানো ওয়াটসন, যে আমি খুব কড়া ধাতের মানুষ। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই মরিয়ার্টিকে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, আমি বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেলাম। যে-লোকটিকে ধরবার জন্যে আমি দিনরাত্তির মতলব ভাঁজছি, সে কী না

BanglaBook.org

সশরীরে আমারই বসবার ঘরের দরজায় এসে হাজির। মরিয়ার্টিকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। ওর চেহারা আমার খুবই চেনা। লোকটা যেমন লম্বা, তেমনই রোগা। ওর ধবধবে ফরসা চওড়া কপাল গোল হয়ে মাথার খুলির সঙ্গে মিশে গেছে। চোখদুটো বসা। মনে হয় যেন দুটো গর্ত। রোগা, শুকনো দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখ, দেখলেই মনে হয় যেন পণ্ডিত-অধ্যাপক। অতিরিক্ত পড়াশোনা করার দরুন ওর কাঁধদুটো ঝুলে পড়েছে। গলা আর মুখ সর্বদাই সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে। আর অধ্যাপনা করেছে বলেই ওর মাথা সব সময়েই ডান দিকে বাঁ দিকে ঘুরে যায়। দেখলেই মনে হয়, যেন একটা অতিকায় সরীসৃপ চার পাশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। মরিয়ার্টি খুব আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।"

একটু চুপ করে থেকে হোমস শুরু করল, "বেশ কিছুক্ষণ পরে ও নিজেই কথা বলতে শুরু করল। 'আপনার করোটির ওপর দিকটায় যত বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি দেখছি। ড্রেসিং গাউনের পকেটের মধ্যে গুলি-ভরতি রিভলভারের ট্রিগার নিয়ে নাড়াচাড়ার পরিণাম কিন্তু সাংঘাতিক হতে পারে।'

"মরিয়ার্টি দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার বিপদ হতে পারে। মরিয়ার্টির বাঁচবার একমাত্র রাস্তা হল, আমাকে চির দিনের জন্যে চুপ করিয়ে দেওয়া। তাই চকিতের মধ্যে ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা বের করে ড্রেসিং গাউনের পকেটে পুরে ফেলি। জামার তলায় রিভলভারটা আমি ওর দিকে তাক করে রেখেছিলাম। মরিয়ার্টি চোখ পিটপিট করে হাসছিল। কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যা দেখে আমার মনে হল, রিভলভারটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছি।

"'আপনি মনে হচ্ছে আমাকে চেনেন না,' ও বলল।

"আমি বললাম, 'ঠিক তার উলটো। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আপনাকে আমি বেশ ভাল রকমই চিনি। অনুগ্রহ করে বসুন। আমি আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারি। আপনার যদি কিছু বলবার থাকে তো আপনি তা বলতে পারেন।'

"'আমি আপনাকে কী কথা বলতে চাই সেটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন,' মরিয়ার্টি বলল।

"'তা হলে আমার উত্তরটাও আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পেরেছেন,' আমি বললাম।

"'আপনার মত পালটাবে না?'

"'কোনওমতেই নয়।'

"মরিয়ার্টি ফস করে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে আমি টেবিল থেকে রিভলভারটা তুলে নিলাম। ও কিন্তু পকেট থেকে একটা ছোট সাইজের নোটবই বের করল। মনে হল নোটবইটায় কিছু সাল তারিখ লেখা আছে।

"'চৌঠা জানুয়ারি আপনি আমার এলাকায় ঢুকে পড়েন,' ও বলল।

"'তেইশে জানুয়ারি আপনি আমার কাজে বাধা দেন। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আপনার জন্যে আমি রীতিমতো বেকায়দায় পড়ে যাই। এতে আমার খুবই অসুবিধে হয়েছিল। মার্চ মাসের শেষে আপনার জন্যে আমার একটা মতলব একদম ভেস্তে যায়। আর আপনার এই নাকগলানো স্বভাবের জন্যে এপ্রিল মাসে আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে, আমার স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ানোই দায় হয়ে উঠেছে। আমাকে হয়তো হাজতবাস করতে হতে পারে। এই অবস্থা তো আমি বরদাস্ত করতে পারি না।'

BanglaBook.org

"আমি বললাম, 'তা এ ব্যাপারে আপনার কি কোনও প্রস্তাব আছে?'

"মাথা নাড়তে নাড়তে মরিয়ার্টি উত্তর দিল, 'মিঃ হোমস, এ ব্যাপারটা নিয়ে আপনি আর মাথা ঘামাবেন না। ব্যাপারটা ছেড়ে দিন, মানে আপনাকে ছেড়ে দিতেই হবে।'

"'ছেড়ে দেব, তবে সোমবারের পর।'

"মরিয়ার্টি মুখ দিয়ে চক চক শব্দ করে উঠল। তারপর বলল, 'এই ব্যাপারের ফল শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে তা আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে বোঝা তো শক্ত নয়। ফল একটাই। আর সেই জন্যেই আপনার সরে দাঁড়ানো দরকার। আপনি এমন সব কাজ করেছেন যে, যার জন্যে আমার সামনে একটা রাস্তাই খোলা আছে। সত্যি কথা বলতে কী, যে ভাবে আপনি এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রচণ্ড রকম মানসিক পরিশ্রম করেছেন দূর থেকে বসে, তা আমি সত্যি সত্যিই তারিফ করছি। বিশ্বাস করুন, আপনার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হলে আমি আন্তরিক ভাবেই দুঃখিত হব। আপনি হাসছেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন এটা আমার মনের কথা।'

"আমি বললাম, 'আমার জীবিকা যা, তাতে বিপদ যে-কোনও সময়েই ঘটতে পারে।'

"'এটা তো বিপদ নয়,' মরিয়ার্টি বলল, 'এ নিশ্চিত ধ্বংস। আপনি তো কোনও এক ব্যক্তির পথের কাঁটা নন, আপনি একটি প্রতিষ্ঠানের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আর সে প্রতিষ্ঠান যে কত বড়, কী ভীষণ শক্তিশালী, তা আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষেও বোঝা অসম্ভব। না, মিঃ হোমস, আপনি সরে দাঁড়ান। তা না হলে কিন্তু আপনি পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যাবেন।'

"আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালই লাগছিল, কিন্তু আমার অন্য জায়গায় একটা বিশেষ দরকারি কাজ রয়েছে। সেখানে না গেলে কাজে অবহেলা করা হবে।'

"মরিয়ার্টিও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে কোনও কথা না বলে সে খুব দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

"শেষকালে বলল, 'কী আর করা যাবে। খুবই দুঃখের ব্যাপার। তবে আমার দিক থেকে যা করবার তা আমি করেছি। আপনি যে-প্ল্যান ছকেছেন তার সবই আমি জানি। এও জানি যে, সোমবারের আগে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আপনি ভাবছেন যে, আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। আমি কখনওই কাঠগড়ায় দাঁড়াব না। আপনি আমাকে বুদ্ধির খেলায় হারাতে চান। আমি বলছি আপনি আমাকে হারাতে পারবেন না। আপনার যদি আমাকে শেষ করে দেবার মতো বুদ্ধি থাকে তো এটা ভুলবেন না যে, আমিও আপনাকে শেষ করে দেব।'

"আমি বললাম, 'মিঃ মরিয়ার্টি, আপনি আমাকে অনেক কথা বলেছেন। আমি আপনাকে একটা কথাই বলতে চাই। আমি যদি নিশ্চিত হই যে, আমার মৃত্যুর বদলে আপনার মৃত্যু হবে, তবে বিশ্বাস করুন, সাধারণের কথা ভেবে আপনার এই প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে যাব।"

"রাগে গরগর করতে করতে মরিয়ার্টি বলল, 'আমার মৃত্যুর কথা বলতে পারি না, তবে আপনার দিন যে ফুরিয়ে এসেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

"আর কোনও কথা না বলে চোখ পিটপিট করতে করতে মরিয়ার্টি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

"মরিয়ার্টির সঙ্গে এই আমার অদ্ভুত সাক্ষাৎকার। তোমাকে বলতে বাধা নেই, এই ঘটনাটার পর থেকে আমার মন খুব চঞ্চল হয়ে আছে। মরিয়ার্টি খুব আস্তে আস্তে ভেবে চিন্তে কথা বলে। ওর কথা শুনলে মনে হয় যে, ও মনের কথা বলছে। কোনও রকম অহংকার বা গায়ের জোর ফলানোর চেষ্টা নেই। ওর কথাবার্তা সাধারণ খুনে-গুন্ডাদের মতো নয়। তুমি অবশ্য বলবে যে, আমি মরিয়ার্টির কথা পুলিশকে জানাচ্ছি না কেন। তার কারণ, আমার স্থির বিশ্বাস আঘাতটা আসবে তার দলের লোকেদের মারফত। আর আমার ধারণা যে ভুল নয়, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি হাতেনাতে।"

"তোমার ওপর ইতিমধ্যেই আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে?"

"ওয়াটসন, মরিয়ার্টি এমন একজন লোক, যে একটি মুহূর্তও বাজে খরচ করে না। দুপুরের দিকে আমি একটা কাজ সারতে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে গিয়ে ছিলাম। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট যেখানে ওয়েলবেক স্ট্রিটের সঙ্গে মিশেছে সেই মোড়ের মাথায় একটা দু'ঘোড়ায় টানা গাড়ি আচমকা হুড়মুড় করে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে দেখে, আমি তড়াক করে ফুটপাতে উঠে পড়ে কোনও রকমে বেঁচে গেছি। আর একটু দেরি হলে চাপা পড়ে যেতাম। গাড়িটা মেরিলিবোন লেন থেকে বেরিয়ে চোখের পলকের মধ্যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল। এরপর আমি ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগলাম। ভেরে স্ট্রিট ধরে হাঁটছি, এমন সময় একটা বাড়ির ওপর থেকে আস্ত একটা ইট খসে পড়ল। ইটটা আমার পায়ের কাছে পড়ে গুঁড়িয়ে গেল। আমি পুলিশ ডেকে বাড়িটা পরীক্ষা করালাম। বাড়িটায় মিস্ত্রি লাগবে বলে বাড়ির ওপর তলায় টালি আর ইট জড়ো করে রাখা হয়েছে। পুলিশ আমাকে বোঝাতে চাইছিল যে, হঠাৎ হাওয়ায় একটা ইট খসে পড়ে গেছে। কিন্তু আসল কথাটা যে কী, তা তো আমি জানি। মুশকিল হল এই, আমার হাতে কোনও প্রমাণ নেই। আমি একটা গাড়ি ধরে আমার দাদার ওখানে চলে গেলাম। সেখানেই আমি সারা দুপুরটা কাটালাম। দাদার ওখান থেকে তোমার কাছে আসছি. আসবার সময় রাস্তায় লাঠিধারী এক গুন্ডা আমায় তাড়া করেছিল। লোকটাকে পাকড়াও করে আমি পুলিশের জিম্মায় দিয়ে দিয়েছি। তবে একটা কথা খুব জোর দিয়েই তোমাকে বলতে পারি। আমি ঘুসি মেরে যে লোকটার সামনের দাঁতগুলো ভেঙে দিয়েছি তার সঙ্গে এই গণিত-বিশেষজ্ঞের কোনও রকম যোগাযোগের কথা পুলিশ কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবে না। দেখোগে যাও, তিনি এখন মাইল-দশেক দূরে কোথাও চুপচাপ বসে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর সব জটিল সমস্যার সমাধান করছেন। এখন বুঝতে পারছ তো ওয়াটসন, কেন আমি তোমার ঘরে ঢুকেই জানালাগুলো বন্ধ করে দিতে বলেছি। আর কেনই বা আমি চলে যাবার সময় সামনের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে বাগানের পাঁচিল টপকে পেছন দিয়ে চলে যেতে চাইছি।"

হোমসের সাহসকে আমি মনে মনে তারিফ করেছি। কিন্তু আজ যখন হোমস একটার পর একটা ঘটনা, যা আজ সারা দিন ঘটে গেছে, তার কথা বলছিল তখন আমি একদম হতবাক। কী অদ্ভুত মনের জোর, আর কী আশ্চর্য সাহস ওর!

আমি বললাম, "আজকের রাতটা তুমি এখানেই থেকে যাবে তো?"

"না হে, না। আমি তোমার এখানে থাকলে তুমিও বিপদে পড়তে পারো। আমার সব ফন্দি আঁটা হয়ে গেছে। ব্যাপার যা গড়িয়েছে, তাতে মরিয়ার্টিকে গ্রেফতার করার জন্যে আমার থাকবার দরকার নেই। এই কাজটা পুলিশই সেরে ফেলতে পারবে। তবে বিচারের

BanglaBook.org

সময় আমার থাকা দরকার, না হলে হয়তো ওর সাজা হবে না। সব দিক বিবেচনা করে মনে হচ্ছে অন্তত যতক্ষণ না পুলিশ মরিয়ার্টিকে গ্রেফতার করতে পারছে, ততক্ষণ আমার পক্ষে গা-ঢাকা দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমার খুব আনন্দ হবে, যদি এই সুযোগে তোমার সঙ্গে ক'দিনের জন্যে ইউরোপ বেড়িয়ে আসতে পারি।"

"এখন আমার কাজের চাপ বেশ হালকা। তার ওপর আমার একজন প্রতিবেশী ডাক্তার আছেন প্রয়োজনে তিনি আমার রুগিদের দেখাশোনা করতে পারবেন। তোমার সঙ্গে আমি যেতে চাই।"

"কাল সকালেই যেতে পারবে?"

"যদি দরকার হয় তো তাই যাব।"

"হ্যাঁ, কালকে যাওয়াটা বিশেষ দরকার। এবার আমার কথাগুলো তুমি খুব মন দিয়ে শোনো। তোমাকে আমি জোড়হাত করে একটি অনুরোধ করছি। আমার কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। সামান্য নড়চড়ও যেন না হয়। মনে রাখবে, আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে তুমি এমন একজনের সঙ্গে লড়তে নামলে, যে কেবল সমস্ত ইউরোপের ক্রাইম জগতের চূড়ামণি তাই নয়, তার মতো ধূর্ত অপরাধী দ্বিতীয়টি আর নেই। এখন যা বলছি মন দিয়ে শোনো। তোমার মালপত্র যা নেবে তা আজ রাত্তিরেই বিশ্বাসী কোনও লোককে দিয়ে ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছে দেবে। কোথায় যাচ্ছ তা তোমার লাগেজের গায়ে লিখবে না। সকালে তৈরি হয়েই গাড়ি ডাকতে পাঠাবে। যাকে গাড়ি ডাকতে পাঠাবে, তাকে বিশেষ করে বলে দেবে যে সে যেন প্রথম যে-গাড়িটা দেখবে সেটাকেই না ডাকে। দ্বিতীয় গাড়িটাকেও যেন না ডাকে। প্রথম দুটো গাড়ি বাদ দিয়ে যে-গাড়িটা দেখবে সেটাকে যেন ডেকে আনে। গাড়িটা এলেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে পড়বে। কোচোয়ানকে বলবে স্ট্র্যান্ড বরাবর যেন সে লোদার আর্কেডের দিকে যায়। এই কথা ক'টা কাগজে লিখে তাকে দিয়ে দেবে। বলবে যে, কাগজের টুকরোটা যেন না ফেলে দেয়। গাড়িভাড়াটা হাতে রেখে দেবে। গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তুমি একদৌড়ে আর্কেডের ভেতর দিয়ে উলটো দিকে চলে যাবে। এমন ভাবে হিসেব করে বেরোবে যে, যাতে তুমি ঠিক সওয়া ন'টার সময় ওই জায়গায় পৌঁছোতে পারো। উলটো দিকে পৌঁছোলেই দেখতে পাবে যে, ফুটপাতের গায়ে একটা ছোট ব্রুহাম দাঁড়িয়ে আছে। ব্রুহামের কোচোয়ানের গায়ে দেখবে কালো কোট। কোটের কলারের কাছে লালের ছোপ। ওই গাড়িটায় উঠলে তুমি কন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস ছাড়ার আগেই ভিক্টোরিয়া পৌঁছে যাবে।"

"তোমার সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হবে?"

"স্টেশনে। গাড়ির সামনের দিক থেকে দু'নম্বর ফার্স্ট ক্লাস কামরাটা আমাদের জন্যে রিজার্ভ করা থাকবে।"

"তা হলে ট্রেনেই আমাদের দেখা হবে?"

"হ্যাঁ।"

রাতটা আমার বাড়িতে থাকবার জন্যে আমি হোমসকে অনেক অনুরোধ করলাম। হোমস আমার কথায় কান দিল না। হোমসের কথা শুনে বুঝলাম যে, ও আমার বাড়িতে থাকলে আমিও বিপদে পড়তে পারি এই ভেবেই ও আমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে কিছুতেই রাজি নয়। এরপর আমাদের আগামী কালের প্ল্যান আমাকে আর একবার ভাল করে বুঝিয়ে

BanglaBook.org

দিয়ে হোমস উঠে পড়ল। তারপর আমার সঙ্গে আমার বাড়ির পেছন দিকের বাগানে এসে বাগানের পাঁচিল টপকে বেরিয়ে গেল। আমার বাগানের পাঁচিল টপকালেই মর্টিমার স্ট্রিট। রাস্তায় পা দিয়েই হোমস শিস দিয়ে একটা গাড়ি ডাকল। তার পরই গাড়িতে চড়ে হোমস চলে গেল শুনতে পেলাম।

পরদিন সকালে উঠেই আমি হোমসের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। খুব সাবধানে একটা গাড়ি ডেকে আনালাম। আমাদের শত্রু যদি কোনও গাড়ির ফাঁদ পেতে আমাদের ধরতে চায়, তো সেই ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্যেই আমাদের এই সতর্কতা। ব্রেকফাস্ট শেষ করেই আমি গাড়ি চেপে লোদার আর্কেডের দিকে চললাম। হোমস ঠিক যেখানে বলে দিয়েছিল, সেইখানে গাড়ি থেকে নেমে আমি একদৌড়ে উলটো দিকে গেলাম। একটা ব্রুহাম দাঁড়িয়ে ছিল। ব্রুহামের কোচোয়ান লোকটা অসম্ভব মোটা। একটা কালো রঙের ওভারকোট পরে ছিল। আমি গাড়িতে পা দেওয়ামাত্র লোকটা গাড়িটা জোরে ভিক্টোরিয়া স্টেশনের দিকে হাঁকিয়ে দিল। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছে আমি গাড়ি থেকে নামতেই সেই কোচোয়ান গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিমেষের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটা আমার দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত।

এতক্ষণ সবকিছু আমাদের পরিকল্পনামতো ঠিকঠাক চলছিল। আমার মালপত্র ঠিকমতো রাখা ছিল। যে-কামরাটায় আমরা যাব বলে হোমস ঠিক করেছিল, সে কামরাটা সহজেই খুঁজে পেলাম। সেইটাই একমাত্র প্রথম শ্রেণির কামরা যেটার গায়ে রিজার্ভেশন কার্ড লাগানো ছিল। আমার একমাত্র চিন্তার ব্যাপার হল, হোমসকে বের করা। হোমস কই? হোমসের টিকির দেখা নেই। স্টেশনের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, গাড়ি ছাড়তে আর সাত মিনিট মাত্র বাকি। বৃথাই আমি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে-থাকা সব লোকের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। হোমসের পাত্তা নেই। এরই মাঝখানে আমি একজন ইতালীয় ধর্মযাজককে একটু সাহায্য করলাম। ভদ্রলোকের ইংরেজি জ্ঞান খুবই খারাপ। তাঁর কথা কুলি কিছুতেই বুঝতে পারছে না। একে বিদেশি তার ওপর আবার খুব বুড়ো। আমি তাই কুলিকে ডেকে বুঝিয়ে বললাম যে, ভদ্রলোকের সব মালপত্র প্যারিস পাঠিয়ে দিতে হবে। তারপর প্ল্যাটফর্মের চার দিকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে আমি গাড়িতে উঠে পড়লাম। কামরায় ফিরে এসে যা দেখলাম তাতে আমি অবাক। রিজার্ভেশন কার্ড ঝোলানো থাকা সত্ত্বেও কুলিটা সেই ইতালিয়ান পাদরিকে আমাদের গাড়িতে বসিয়ে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও আমি সেই ভদ্রলোককে বোঝাতে পারলাম না যে, তিনি এই গাড়িতে উঠে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। ভদ্রলোক ইংরেজি প্রায় জানেন না বললেই চলে, তবে আমি ইতালিয়ান আরও কম জানি। তাই খানিকটা হতাশ হয়েই চুপ করে গেলাম। তা ছাড়া হোমসের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ভেতরে ভেতরে খুব চিন্তাও হচ্ছিল। বিপদের একটা আশঙ্কা আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে ঠান্ডা স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছিল। হোমসের এখনও পর্যন্ত না আসার একটা কারণই হতে পারে। নিশ্চয়ই রাত্রিতে শত্রুপক্ষের লোক কোনও রকমে ওকে ধরে ফেলেছে। গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ইঞ্জিনের বাঁশি বেজে উঠেছে। গাড়ি ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই। এমন সময় "ওয়াটসন," সেই চেনা গলা শুনতে পেলাম, "তুমি আমাকে প্রভাতী শুভকামনাটা পর্যন্ত জানালে না।"

আমি ভয়ানক চমকে গিয়ে ফিরে তাকালাম। সেই বৃদ্ধ ধর্মযাজক আমার দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

রয়েছেন। ঠিক এক মুহূর্তের জন্য সেই বৃদ্ধ লোকটির মুখের কুঁচকে-যাওয়া চামড়া টেনে গেল। নাকটা সোজা হয়ে গেল। বয়সের ভারে ঝুলে-পড়া ঠোঁটদুটো শক্ত হয়ে গেল। চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি বিদ্যুৎচমকের মতো একবার শানিত হয়ে উঠল। সারা শরীর টান টান হয়ে উঠল। কিন্তু ঠিক এক মুহূর্তের জন্য হোমস দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। তার পরেই আবার সেই বৃদ্ধ লোকটি ফিরে এল।

"ওফ্ কী সাংঘাতিক কাণ্ড! আমি তো তোমাকে একদম চিনতেই পারিনি।"

আমার কানে কানে হোমস বলল, "আমাদের কিন্তু খুব সাবধান থাকতে হবে। ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে যে ওরা আমাদের পেছনে ধাওয়া করেছে। আহ্, ওই তো মরিয়ার্টি।"

গাড়িটা সবেমাত্র চলতে শুরু করেছে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা লম্বা লোক পাগলের মতো ছুটে আসছে। লোকটা এমন ভাবে হাত নাড়ছিল যে, মনে হল ওর হাত নাড়ার জন্যে গাড়ি থেমে যাবে। কিন্তু মরিয়ার্টি দেরি করে ফেলেছে। গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে রীতিমতো জোর ছুটতে শুরু করেছে।

"দেখছ তো ওয়াটসন, সব রকম সতর্কতা নেওয়া সত্ত্বেও আমরা খুব কান-ঘেঁষে বেরিয়ে গেছি," হোমস হাসতে হাসতে বলল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে ওর জোব্বা আর টুপিটা খুলে একটা হাতব্যাগের মধ্যে পুরে রাখল। "আজকের কাগজ পড়েছ, ওয়াটসন।"

"না।"

"তা হলে বেকার স্ট্রিটের ঘটনার কথা জানো না দেখছি।"

"বেকার স্ট্রিট? সেখানে কী হয়েছে?" আমি রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

"কাল রাত্তিরে ওরা আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। অবশ্য তাতে বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হয়নি।"

"তুমি কী বলছ হোমস! নাহ্, বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে ওরা। এসব সহ্য করা যায় না।"

হোমস একটু দম নিয়ে ফের শুরু করল, "ওদের ভাড়াটে গুন্ডা পুলিশের হাতে ধরা পড়বার পর ওরা নিশ্চয়ই আমি কী করছি-না-করছি সে খবর পায়নি। তা না হলে ওরা আমি ফিরে গেছি মনে করে আমাদের ঘরে আগুন লাগাতে যেত না। বোঝা যাচ্ছে যে, ওরা তুমি কী করো না করো সে খোঁজখবরও রাখছিল। আর সেই জন্যেই মরিয়ার্টি ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসেছিল। ওয়াটসন, এখানে আসবার সময় তুমি এমন কোনও কাজ নিশ্চয়ই করোনি, যার থেকে আমাদের শত্রুরা কোনও খবর পেতে পারে।"

"তুমি যা করতে বলে ছিলে, আমি হুবহু তাই করেছি।"

"তুমি ব্রুহাম গাড়িটা দেখতে পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল।"

"তুমি কি কোচোয়ানকে চিনতে পেরেছিলে?"

"না তো!"

"আমার দাদা মাইক্রফট। এ ধরনের কাজে পয়সা দিয়ে কোনও লোককে কাজে লাগানোর বিপদ আছে। নিজেদের কোনও লোককে কাজের ভার দিলে কাজটাও হয় ভাল, আর ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার ভয় থাকে না। এখন আমাদের ঠিক করতে হবে, কী ভাবে মরিয়ার্টির চোখে ধুলো দেওয়া যায়।"

BanglaBook.org

আমি বললাম, "একে তো এটা এক্সপ্রেস ট্রেন, তার ওপর এটার সঙ্গে ইংলিশ চ্যানেলের ফেরির কানেকশন আছে। তাই মনে হয়, মরিয়ার্টির পক্ষে আমাদের নাগাল পাওয়া আর বোধহয় সম্ভব নয়!"

"বন্ধু হে, হয় তুমি আমার কথায় কান দাওনি, নয়তো তুমি আমার কথা ভুলে গেছ। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, এই লোকটা বুদ্ধিতে আমার সমকক্ষ। তোমার কি মনে হয় যে, আমি যদি কোনও অপরাধীর পেছনে ধাওয়া করতাম, আর অবস্থাটা যদি ঠিক এই রকমই দাঁড়াত তা হলে আমি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম? তা হলে কেন তুমি মরিয়ার্টিকে এত বোকা ভাবছ?"

"ও লোকটা কী করবে?"

"আমি হলে যা করতাম তাই করবে।"

"তুমি হলে কী করতে?"

"স্পেশ্যাল ট্রেন ভাড়া করতাম।"

"কিন্তু তাতে তো সময় লাগবে, দেরি হবে?"

"মোটেই নয়। আমাদের গাড়ি ক্যান্টারবেরিতে থামবে। তা ছাড়া ফেরি বোট ছাড়তে অন্তত পনেরো মিনিট দেরি হবেই। তার মধ্যে ও আমাদের কাছাকাছি এসে যাবে।"

"ব্যাপার দেখে-শুনে মনে হচ্ছে যে, আমরাই যেন অপরাধী, পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তার চেয়ে ওকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেওয়াটাই ভাল বলে মনে হয়।"

"না, তা হলে আমার তিন মাসের সব পরিশ্রমই বৃথা যাবে। বড় মাছ ধরা পড়বে ঠিকই, তবে চুনোপুঁটিগুলো সব জালের ফাঁক দিয়ে গলে পালাবে। সোমবার সবসুদ্ধু টেনে তুলব। তার আগে কাউকে গ্রেফতার করার কথা ভাবছি না।"

"তা হলে কী করতে চাও?"

"আমরা ক্যান্টারবেরিতে নেমে পড়ব।"

"তারপর?"

"ক্যান্টারবেরি থেকে চলে যাব ইংল্যান্ডের ও প্রান্তে। সেখান থেকে চলে যাব নিউ হ্যাভেনে। সেখান থেকে ডিয়েপ্পে। এ রকম অবস্থায় আমি হলে যা করতাম, মরিয়ার্টিও তাই করবে। ও সোজা প্যারিসে যাবে। সেখানে আমাদের মালপত্তরের ওপর নজর রাখবে। অন্তত দিন দুই ও প্যারিসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে আমরা খেয়ালখুশিমতো বেড়াতে বেড়াতে, গ্রামের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে লাকসেমবার্গ ও বাসেল হয়ে সুইজারল্যান্ড পৌঁছে যাব।"

আমি জীবনে প্রচুর ঘোরাঘুরি করেছি। তাই মালপত্তর সঙ্গে না থাকাতে আমার অন্তত কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমার যেটা খারাপ লাগল, সেটা হল এই যে, যে-লোকটার শয়তানির কোনও পরিমাপ হয় না, তারই জন্যে আমাদের এই ভাবে প্রায় চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। যাই হোক, বুঝতে পারলাম যে, ঘটনাটা আদ্যন্ত হোমসের কাছে যত পরিষ্কার, আমার কাছে ততটা পরিষ্কার নয়। আমরা তো ক্যান্টারবেরি স্টেশনে নেমে পড়লাম। স্টেশনে খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, নিউ হ্যাভেন যাবার গাড়ি পাওয়া যাবে এক ঘণ্টা পরে।

আমি বিষণ্ণ ভাবে রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। একটু আগেই এই লাইন ধরে

BanglaBook.org

আমাদের মালপত্তর নিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনটা চলে গেছে। কত দূরে গেছে গাড়িটা এতক্ষণে? হঠাৎ হোমস আমার জামার হাতায় টান দিয়ে আপ লাইনের দিকে তাকাল।

হোমস বলল, "দেখতে পাচ্ছ?"

দূরে কেন্টের বনজঙ্গলের ওপর ধোঁয়ার রেখা দেখা যাচ্ছিল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই একটামাত্র কামরা টানতে টানতে একটা ইঞ্জিন ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশনের দিকে ছুটে এল। আমরা পড়ি-কি-মরি করে গাদা করে রাখা পার্সেলের পেছনে লুকিয়ে পড়লাম। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝমঝম করতে করতে প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন আর কামরাটা বেরিয়ে গেল। আমাদের মুখে গরম হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্রেনটা যখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে তখন হোমস বলল, "ওই মরিয়ার্টি চলে গেল। বুঝলে ওয়াটসন, আমাদের ওই বন্ধুর বুদ্ধিতে ঘাটতি আছে। যদি এই অবস্থায় আমি কী করব সেটাও আঁচ করতে পারত, আর সেইমতো ব্যবস্থা নিতে পারত, তো সেটাই হত সত্যিকারের বাহাদুরি।"

"মরিয়ার্টি যদি আমাদের নাগাল পায় তো ও কী করবে বলে তোমার মনে হয়?"

"তা হলে যে ও আমাকে মেরে ফেলতে সব রকম চেষ্টা করবে, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহই নেই। এ খেলায় দু'দলের খেলোয়াড়কেই খেলে যেতে হবে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে, আমরা দুপুরের খাওয়াটা সকাল সকাল এখানেই সেরে নেব, না হ্যাভেন পৌঁছোনো পর্যন্ত উপোস করে থাকব?"

শেষ পর্যন্ত আমরা ওই দিন রাত্রেই ব্রাসেলস রওনা হয়ে গেলাম। ব্রাসেলসে দু'দিন থেকে তৃতীয় দিন আমরা ব্রাসেলস থেকে বেরিয়ে স্ট্রাসবুর্গ পৌঁছোলাম। সোমবার দিন সকালে হোমস লন্ডন পুলিশের সদর দফতরে একটা টেলিগ্রাম পাঠাল। টেলিগ্রামের উত্তর সন্ধেবেলা আমাদের হোটেলে এসে পৌঁছোল। হোমস খামটা ছিঁড়ে টেলিগ্রামের কাগজটা বের করে পড়ে খামসমেত কাগজটাকে মুড়ে বিরক্ত হয়ে ফায়ার প্লেসে ছুড়ে ফেলে দিল।

"আমারই বোঝা উচিত ছিল," হোমস হতাশ হয়ে বলল, "ও পালিয়েছে।"

"কে পালিয়েছে, মরিয়ার্টি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"পুলিশ মরিয়ার্টি ছাড়া ওর দলের আর সব্বাইকে ধরে ফেলেছে। মরিয়ার্টি ওদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পালিয়েছে। অবশ্য আমি যখন ইংল্যান্ড থেকে চলে আসি, তখন বুদ্ধির খেলায় পরাস্ত করে ওকে ধরবার মতো কেউই আর নেই, সে কথাও ঠিক। তবে আমি তো শিকার একরকম ওদের হাতে তুলে দিয়ে এসেছিলাম। ওয়াটসন, আমার মনে হয় তোমার এখন ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়াই উচিত।"

"কেন?"

"কেন না এরপর থেকে আমার সঙ্গে থাকলে তুমিও সাংঘাতিক বিপদে পড়বে। ওই লোকটার জীবনের সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে। এখন যদি ও লন্ডনে ফিরে যায়, তো ধরা পড়বেই। লোকটার স্বভাবচরিত্র বুঝতে যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তো জোর করে বলতে পারি যে, এখন ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ হবে, আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। আমার সঙ্গে ওর যে কথাবার্তা হয়েছিল, সে সময়েও এই কথা ও আমাকে বলেছিল। আমি সব দিক ভেবেচিন্তেই বলছি যে, তোমার লন্ডনে ফিরে প্র্যাকটিস করাই উচিত।"

হোমসের কথায় আমি কান দিলাম না। হোমস আমার অনেক দিনের বন্ধুই নয়, আমরা

BanglaBook.org

একসঙ্গে অনেক বিপদের মোকাবিলা করেছি। অনেক বার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। আমরা স্ট্রাসবুর্গের হোটেলের ডাইনিংরুমে বসে প্রায় আধঘণ্টা এই নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলাম। অনেক কথাকাটাকাটির পর শেষ পর্যন্ত ওই রাত্রেই আমরা জেনিভার পথে রওনা হলাম।

এক সপ্তাহ ধরে আমরা রোন উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। তারপর লেউক হয়ে জেমি গিরিপথের দিকে গেলাম। সমস্ত গিরিপথই বরফে ঢাকা। সেখান থেকে ইন্টারলোকেন হয়ে মাইরিংগেনের দিকে আমরা এগিয়ে গেলাম। এ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। সমতল ভূমিতে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। চারদিক সবুজের সমারোহে ভরে উঠেছে। মাথার ওপর পাহাড়ের চূড়োগুলো তখন সাদা বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে রয়েছে। তবে এমন সুন্দর রাস্তা, প্রকৃতির শোভা, সব বেশ উপভোগ করলেও হোমসের মনের মধ্যে যে একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল তা বুঝতে পারছিলাম। বিপদের ছায়া তাকে সর্বদাই ধাওয়া করছে, সে কথাটা হোমস এক মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি। আলপসের শান্ত গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়, নির্জন গিরিপথের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হোমস যে রকম সতর্ক ভাবে চারদিকে তাকাত, যে-কোনও লোককে দেখলেই যে রকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইত তার থেকে বুঝতে পারতাম, আমরা যত দূরেই যাই না কেন, যে দুষ্টগ্রহ আমাদের পেছনে তাড়া করে ফিরছে, তার হাত থেকে আমাদের নিস্তার নেই।

আমার মনে আছে যে-দিন জেমি গিরিপথ পার হয়ে আমরা যখন নির্জন ডাউবেনসে হ্রদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের ডান দিকের পাহাড় থেকে একটা পাথরের চাঁই গড়িয়ে এসে হ্রদের জলে পড়ল। হোমস সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে পাহাড়ের একটা উঁচু খাঁজে উঠে গলা বাড়িয়ে চারদিকে দেখতে লাগল। যে-লোকটি আমাদের পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সে অবশ্য বার বার বলতে লাগল যে, এতে আশ্চর্য হবার বা ভাববার কোনও কারণ নেই। বছরের এই সময়ে পাহাড়ের ওপর থেকে দু'-চারটে পাথরের চাঁই এই রকম ভাবে গড়িয়ে পড়েই থাকে। হোমস তার কথার কোনও জবাব না দিয়ে কেবল হাসতে লাগল। ওকে দেখে মনে হল, মনে মনে যে-আশঙ্কা ও করছিল, সেটা সত্যি হওয়ায় সে বোধহয় খুশিই হয়েছে।

যদিও হোমস সব সময়েই খুব সাবধানে চলাফেরা করছিল, ও কিন্তু তা বলে মোটেই দমে যায়নি। সত্যি কথা বলতে কী, ওকে এত ফুর্তিতে থাকতে আমি অন্তত আগে কখনও দেখিনি। ও প্রায়ই বলত যে, প্রফেসর মরিয়ার্টির হাত থেকে সমাজকে যদি বাঁচাতে পারে তবে ও গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেবে। ওর মনে আর কোনও খেদই থাকবে না।

"জানো ওয়াটসন, আমার মনে হয়, আমি বৃথাই এত দিন বেঁচে থাকিনি। আজকেই যদি আমার গোয়েন্দাগিরির ইতি হয়ে যায় তো, তার জন্যে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না আমার। আমি আছি বলে লন্ডন এত বাসযোগ্য সুন্দর শহর হয়েছে। আমার তদন্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এর কোনও একটা কেসেও যে অন্যায় করেছে তার পক্ষ আমি নিইনি। অপরাধীকে কখনও প্রশ্রয় দিইনি। কিছু দিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে, মানুষের সমাজে যত না সমস্যা আছে, তার চাইতে ঢের বেশি সমস্যা, ঢের বেশি রহস্য আছে প্রকৃতির রাজ্যে। এই সব প্রাকৃতিক রহস্যই আজকাল আমার মনকে বেশি করে টানে। ওয়াটসন, যে-দিন

আমি ইউরোপের সবচাইতে দক্ষ, সব চাইতে বুদ্ধিমান ধুরন্ধর অপরাধীটিকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারব, সেই দিনই আমার ছুটি। আর তোমারও লেখার পালা সাঙ্গ হবে।"

এরপর আমার নিজের খুব বেশি বলার আর কিছু নেই। তাই এর পরে যা যা ঘটেছে তা সংক্ষেপে লিখে যাব। এ ব্যাপারে কোনও কথা লিখতেই আমার মন চায় না। কলম সরে না। নেহাত কর্তব্যের তাগিদ পড়ছে বলেই লেখা। তাই, লিখছি যখন তখন খুঁটিনাটি কোনও তথ্যই বাদ দেব না।

তেসরা মে তারিখে আমরা মাইরিংগেনে পৌঁছোলাম। গ্রামটি ছোট। আমরা পিটার স্টাইলারের 'এংলিশের হোফ'-এ উঠলাম। সরাইখানার মালিক লোকটি খুব ভাল। বুদ্ধিমান। খাসা ইংরেজি বলে। লোকটি লন্ডনের গ্রোভনর হোটেলে বছর তিনেক ওয়েটারের কাজ করেছিল। ওর পরামর্শমতো আমরা চৌঠা তারিখ দুপুরের পর বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছে, পাহাড় পেরিয়ে সন্ধের আগেই 'রোজেনলাউই' গ্রামে পৌঁছে যাব। রাতটা ওই গ্রামেই কাটিয়ে দেব। আমাদের বার বার বলে দেওয়া হয়েছিল পাহাড়ের মাঝামাঝি যে রাইখেনবাখ জলপ্রপাত আছে, একটু ঘুরপথ হলেও সেটা যেন দেখে যাই।

রাস্তাটা সত্যিই ভয়ানক। পাহাড়ের ওপর থেকে বরফগলা জল হুড়হুড় করে নেমে এসে নীচে পড়ছে। সেই অতলস্পর্শী খাদ থেকে গুঁড়োগুঁড়ো জলকণা ধোঁয়ার মতো হু হু করে উঠে আসছে। মনে হয়, যেন একটা বিরাট বাড়িতে আগুন লেগে প্রচন্ড ধোঁয়া বেরোচ্ছে। যে-খাদের মধ্যে জলটা পড়ছে সেটা খুবই গভীর। তার চারপাশে কালো পাহাড়। ওপর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন কালো পাথর কেটে তৈরি করা একটা অতিকায় কাপ। সেই কাপ উপচে চার পাশে জল পড়ছে। আর সেই জল বিভিন্ন স্রোতে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ওপর থেকে অবিরাম এসে পড়ছে। সেই ভয়ংকর স্রোতের দিকে, সেই গম্ভীর গর্জনে নীচের থেকে উঠে আসা জলকণার দিকে চোখ গেলে হাত-পা ঝিমঝিম করে, মাথা ঘুরে যায়। আমরা প্রপাতের ধারে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে জলপ্রপাতের শব্দ শুনছিলাম। হঠাৎ মনে হল এটা প্রপাতের শব্দ নয়, একটা আধা-মানুষ আধা-জন্তুর চিৎকার।

জলপ্রপাতটা যাতে ভাল করে দেখা যায়, সেজন্য প্রপাতের বেড়ের অর্ধেকটা পর্যন্ত রাস্তা আছে। রাস্তাটা হঠাৎই শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং ওই পথে গেলে আবার ওই পথেই ফিরে আসা ভিন্ন কোনও উপায় নেই। ওই রাস্তা দিয়ে প্রপাতটা ভাল করে দেখে আমরা যখন ফিরে আসছি, তখন দেখলাম একটা বাচ্চা সুইস ছেলে দৌড়োতে দৌড়োতে আমাদের দিকে আসছে। ছেলেটার হাতে একটা চিঠি। চিঠির খামে, আমরা যে-হোটেলে ছিলাম, সেই হোটেলের নাম ঠিকানা লেখা। চিঠিটা হোটেলের কর্তা লিখেছে। চিঠিটা পড়ে দেখলাম যে, আমরা হোটেল থেকে চলে আসবার একটু পরেই এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় হোটেলে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর এখন-তখন অবস্থা। ভদ্রমহিলা শীতকালটা 'ডাভোস প্লাতস'-এ কাটিয়ে লুসার্ন যাচ্ছিলেন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ তাঁর প্রচণ্ড রক্তবমি হতে আরম্ভ করে। অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়ে যে, মনে হয় ভদ্রমহিলার আয়ু বুঝি ফুরিয়ে এসেছে। এই সময় যদি কোনও ইংরেজ ডাক্তারকে খবর দেওয়া যেত, তা হলে ভদ্রমহিলাকে হয়তো একটু আরাম দেওয়া সম্ভব হতে পারত। চিঠির পরে স্টাইলার লিখেছে যে, আমি যদি খবর পেয়ে এক বার আসি তা হলে সে আমার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। কেন না ভদ্রমহিলা কোনও সুইস ডাক্তারকে দেখাবেন না বলে ঠিক

BanglaBook.org

করেছেন। ভদ্রমহিলার চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা না করতে পারা পর্যন্ত স্টাইলার খুবই মনের অশান্তিতে রয়েছে।

এ ধরনের কোনও অনুরোধের উত্তরে চট করে 'না' বলা খুব মুশকিল। বিদেশে এই ভাবে আমার স্বদেশীয় কোনও মহিলা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন, তা চিন্তা করাই যায় না। কিন্তু হোমসকে একা ছেড়ে যেতেও আমার মন চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, আমি যতক্ষণ না মাইরিংগেন গ্রাম থেকে ফিরে আসি, ততক্ষণ এই সুইস ছেলেটি হোমসের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। হোমস বলল যে, সে আর কিছুক্ষণ ওই জলপ্রপাতের কাছে থাকবে তারপর আস্তে আস্তে রোজেনলাউই-এর দিকে যাবে। সন্ধেবেলায় সেখানে তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। এরপর আমি মাইরিংগেন গ্রামের দিকে গেলাম। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে নেমে আসতে আসতে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখলাম, হাতদুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে হোমস একদৃষ্টিতে জলপ্রপাতের দিকে তাকিয়ে আছে। হোমসের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

যখন আমি সমতল ভূমিতে প্রায় পৌঁছে গেছি, তখন আমি আবার পেছন ফিরে তাকালাম। এখান থেকে জলপ্রপাতটা আর দেখা যাচ্ছে না। তবে পাহাড়ের গায়ের যে-রাস্তা দিয়ে ওই জলপ্রপাতের দিকে যেতে হয়, সেই রাস্তাটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমার মনে আছে, ওই রাস্তা দিয়ে এক জন লোককে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে যেতে আমি দেখেছিলাম। সবুজ গাছে-ঢাকা পাহাড়ের গায়ে কালো পোশাক-পরা লোকটির চেহারা আমি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলাম। লোকটিকে আমি দেখেছিলাম। তার ওই ভাবে হাঁটাটাও আমার চোখে পড়েছিল বটে, তবে আমার মনে অন্য চিন্তা তখন এত বেশি ছিল যে, লোকটির সম্বন্ধে আমার কোনও কৌতূহলই হয়নি।

মাইরিংগেন পৌঁছোতে আমার এক ঘণ্টার একটু বেশি সময় লেগেছিল। বুড়ো স্টাইলার হোটেলের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি তার কাছে ছুটে গিয়ে বললাম, "ভদ্রমহিলার অবস্থা এখন কেমন?"

আমার কথা শুনে স্টাইলারের মুখের যে-অবস্থা হল তাতে আমার বুঝতে অসুবিধে হল না যে, আমার হৃৎপিণ্ডটা বোধহয় ছিঁড়ে গেল।

জামার পকেট থেকে চিঠিটা বের করে আমি বললাম, "আপনি কি এই চিঠি লেখেননি? এই হোটেলে কি মরো মরো অবস্থায় কোনও ইংরেজ মহিলা আসেননি?"

হোটেলের মালিক বলল, "না। তবে চিঠিতে দেখছি আমার হোটেলের ছাপ রয়েছে। ওহো, বুঝতে পেরেছি, আপনারা চলে যাবার একটু পরেই যে-ইংরেজ ভদ্রলোকটি এখানে এসে ছিলেন, তিনিই এই চিঠি লিখেছেন। তিনি বললেন..."

হোটেল মালিকের কথা শোনবার ধৈর্য বা সময় কোনওটাই আমার ছিল না। আমার শরীরের ভেতরে একটা ভয়ভাব ক্রমেই আমাকে চেপে ধরছিল। আমি গ্রামের রাস্তা দিয়ে দৌড়োতে শুরু করলাম সে দিকে, যেখান থেকে একটু আগেই আমি ফিরেছি। পাহাড় থেকে নামবার বেলা আমার এক ঘণ্টার একটু বেশি সময় লেগেছিল। ফেরার সময় আমার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও রাইখেনবাখ জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছোতে আমার দু'ঘণ্টা লেগে গেল। যেখানে আমি হোমসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, ঠিক সেই জায়গায় পাথরের গায়ে হোমসের পাহাড়ে ওঠার নিত্যসঙ্গী লোহার ফলা-লাগানো আলপেনস্টক লাঠিটা রাখা রয়েছে। কিন্তু হোমসের চিহ্ন নেই। আমি চিৎকার করে হোমসের নাম ধরে ডাকতে

BanglaBook.org

লাগলাম। কেউ সাড়া দিল না। কেবল আমার চিৎকারই পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

আলপেনস্টকটা দেখে আমার মন একদম ভেঙে গেল। যে-ভয় করছিলাম, সেটাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে উঠল। হোমস তা হলে রোজেনলাউইয়ের দিকে যায়নি। এই তিন ফুট চওড়া রাস্তায়, যার এক দিকে খাড়া পাহাড়, আর এক দিকে গভীর খাদ, হোমস দাঁড়িয়ে ছিল যখন ওর শত্রু ওর নাগাল পেয়েছিল। সেই সুইস ছেলেটারও টিকি দেখতে পেলাম না। ছেলেটা নিশ্চয় মরিয়ার্টির দলের। মরিয়ার্টি আসতেই ছেলেটা সরে পড়েছে। মরিয়ার্টি আর হোমসের দেখা হয়েছিল এই জায়গায়। কিন্তু তারপর কী হয়েছিল? তার পরের ঘটনার কথা কে আমাদের শোনাবে?

আমি খানিকক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। যে-সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে তা আমাকে একেবারে বিহ্বল করে দিয়েছিল। সবকিছুই কেমন অর্থহীন বলে মনে হচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর আমার মন যখন একটু শান্ত হল, আমি তখন হোমসের কাজের পদ্ধতির কথা ভাবতে লাগলাম। যে-মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে, সেটা কী ভাবে ঘটল তা বোঝবার জন্যে আমি হোমসের ধরন নকল করতে লাগলাম। কিন্তু হায়! সব ব্যাপারটাই জলের মতো সোজা। আমি আর হোমস যখন ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলাম, তখন আমরা এক বারও খাদের কিনারার কাছে যাইনি। সেই সময় আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে আলপেনস্টকের দাগ ছিল। খাদের কিনারার কালচে মাটি জলকণার দরুন সব সময়েই ভিজে, কাদা কাদা। সেখানকার মাটি এমনই নরম যে, পাখি চলে গেলেও তার পায়ের ছাপ পড়বেই। খাদের কিনারায় দিকে দু'সারি পায়ের দাগ চলে গেছে। দু'সারি পায়ের দাগই আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে জলপ্রপাতের ধারা যে-দিকে পড়ছে, সেই দিকে চলে গেছে। দুটোর কোনওটাই আর ফিরে আসেনি। খাদের কিনারার ফুটখানেক জায়গার মাটিটা যেন কেউ আচ্ছা করে চষে দিয়েছে। সেখানকার কাঁটাগাছের ঝোপের মাঝে মাঝে ধস্তাধস্তির চিহ্ন। কোথাও কোথাও ঝোপ ভেঙে গেছে। আমি সেইখানে শুয়ে পড়ে জলপ্রপাতের তলার দিকটা দেখতে লাগলাম। আমার চার পাশে কেবলই জলকণা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি চলে যাবার পর বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে। জলপ্রপাতের নীচেটা এখন পাতলা অন্ধকারে ঢেকে গেছে। এখানে-ওখানে কালো পাথরের ওপর রোদের আভাস পড়ে চিকচিক করছে। শুধু দুরন্ত জলের ধারা যেখানে আছড়ে আছড়ে পড়ছে, সেখানে সাদা ফেনা চকচক করছে। আমি চিৎকার করলাম। কিন্তু জলধারার গর্জন ছাড়া কিছুই শুনতে পেলাম না।

বিধাতার বোধহয় ইচ্ছে ছিল যে, আমার বন্ধু ও সঙ্গীর শেষ সম্ভাষণ থেকে আমি যেন বঞ্চিত না হই। আগেই বলেছি যে, হোমসের আলপেনস্টকটা একটা বড় পাথরের গায়ে ঠেসান দিয়ে রাখা ছিল। এই পাথরের ঢিবির ওপরে এমন কিছু চকচক করছিল। কী চকচক করছে দেখবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, হোমসের প্রিয় রুপোর সিগারেটের কেসটা রয়েছে। আমি কেসটা তুলে নিতেই কেসের তলায় রাখা একটা কাগজ উড়ে এসে মাটিতে পড়ল। তুলে নিয়ে দেখলাম হোমসের নোটবই থেকে ছিঁড়ে নেওয়া তিনটে পাতা ভাঁজ করে রাখা। আরও দেখলাম একটা চিঠি। চিঠিটা আমাকে লক্ষ করে লেখা। আমি হোমসের মনের জোর দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে একটুও চঞ্চল হয়নি।

BanglaBook.org

হাতের লেখা পরিষ্কার, গোটা গোটা। লাইনগুলো সোজা। মনে হয় যেন বেকার স্ট্রিটের নিজের ঘরে বসে লেখা।

হোমস লিখেছে:

প্রিয় ওয়াটসন,

মিঃ মরিয়ার্টির সৌজন্যে আমি তোমাকে এই চিঠি লিখবার সুযোগ পেয়েছি। মিঃ মরিয়ার্টি ততক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। ওঁর সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হল। এইবার সবকিছুর চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। মিঃ মরিয়ার্টি একটু আগে আমাকে বলছিলেন, কী ভাবে তিনি ইংল্যান্ডের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসেন এবং আমাদের পেছনে ধাওয়া করেন। এই কথা তাঁর মুখে শুনে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে আমার যে উচ্চ ধারণা

BanglaBook.org

ছিল তা যে সত্যি, প্রমাণ হয়েছে। আমার এই ভেবে আনন্দ হচ্ছে যে, মিঃ মরিয়ার্টির হাত থেকে আমি সমাজকে মুক্ত করতে পারছি। তবে তার জন্যে আমাকে যে দাম দিতে হচ্ছে তাতে আমার বন্ধুদের, বিশেষ করে ওয়াটসন, তোমার খুব কষ্ট হবে। আমি অবশ্য তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে, আমার জীবনে এক চরম সংকট ঘনিয়ে আসছে। আর এই ভাবে আমার জীবন শেষ হওয়ার চাইতে আনন্দের আর কিছুই হতে পারে না। যদি তোমাকে সত্যি কথা বলি তো আমাকে স্বীকার করতে হবে, মাইরিংগেন থেকে যে চিঠি এসেছিল সেটা যে জাল তা আমি বরাবরই জানতাম। আর এই রকম কিছু একটা ঘটবে অনুমান করেই আমি তোমাকে মাইরিংগেন যাবার জন্যে অত ঝোলাঝুলি করেছিলাম। ইন্সপেক্টর প্যাটারসনকে বলবে মরিয়ার্টির দলকে অভিযুক্ত করবার জন্যে যে-সব সাক্ষী প্রমাণ দরকার তা সবই 'M' লেখা খোপে একটা নীল খামের মধ্যে রাখা আছে। খামের ওপরে মরিয়ার্টির নামও লেখা আছে। ইংল্যান্ড থেকে আসবার আগে আমার সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা করে এসেছি। সে দলিল আমার দাদা মাইক্রফটের কাছে আছে। মিসেস ওয়াটসনকে আমার প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ো। আর বন্ধু, তুমি জেনো যে, আমি তোমার চির অনুরক্ত।—ইতি, শার্লক হোমস।

এরপর আমার আর কিছু লিখবার নেই। বিশেষজ্ঞরা ওই জায়গাটা পরীক্ষা করে যা বলেছেন, তার থেকে বোঝা যায়, ওই বিপদসংকুল জায়গায় ওদের দু'-জনের মধ্যে যে নিদারুণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় তার ফলে যা হবার তাই-ই হয়েছিল। দু'জনেই গড়িয়ে পড়ে যায়। ওই অতলান্ত গহ্বরে যেখানে উঁচু পাহাড় থেকে তীব্র তোড়ে জল এসে পড়ছে, সেখান থেকে ওদের দু'-জনের কারও দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ওখানে ইউরোপের সব চাইতে জঘন্য অপরাধী আর সবার সেরা গোয়েন্দা চির দিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই সুইস ছোকরার আর কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি। আমাদের গতিবিধি নজরে রাখবার জন্যে মরিয়ার্টি পয়সা দিয়ে যে-সব লোককে বহাল করেছিল, ওই ছোকরা অবশ্যই তাদের একজন। তবে হ্যাঁ, মরিয়ার্টির নিজের দল একদম শেষ হয়ে গিয়েছিল। হোমস তাদের বিরুদ্ধে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছিল, তাতেই ওদের শাস্তি হয়ে গেল। হোমসের মৃত্যু বৃথা হয়নি। অবশ্য নাটের গুরু যিনি, তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশি আলোচনা আদালতে হয়নি। আমিও সব কথা এত খোলাখুলি ভাবে হয়তো কোনও দিনই লিখতাম না, যদি না কেউ বোকামি করে আগবাড়িয়ে হোমসের সম্বন্ধে বাজে কথা লিখে মরিয়ার্টি যে একজন ভাল লোক এই কথাটা প্রমাণ করতে যেত। হোমস, যার মতো সহৃদয়, যার মতো বিচক্ষণ লোক আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি, তার সম্বন্ধে মিথ্যে কথা আর যেই পারুক, আমি সহ্য করতে পারব না।

BanglaBook.org

খালি বাড়ি

১৮৯৪ সালের বসন্তকালের ঘটনা। সারা লন্ডন শহর তোলপাড়। বিশেষ করে ধনী, শৌখিন সমাজের লোকেদের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক উত্তেজনা। উত্তেজনা রোনাল্ড অ্যাডেয়ারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। আশ্চর্য রকম পরিস্থিতিতে রোনাল্ড অ্যাডেয়ার খুন হয়েছেন। কী ভাবে যে তাঁকে খুন করা হয়েছে, সে ব্যাপারে মাথামুন্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশি-তদন্তের সূত্র ধরে এ হত্যা-রহস্যের কিছু কিছু খবর সাধারণ লোক জেনে গেছেন। কিন্তু অনেক কথাই সাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। তার কারণ আসামির বিরুদ্ধে পুলিশ ওই অ্যাডেয়ারের মৃত্যুর ব্যাপারেই যে-সব তথ্য-প্রমাণ পেয়েছিল, তাতেই অপরাধীর শাস্তি হয়েছিল। অন্য সব কথা আদালতে জানাবার দরকার হয়নি। এত দিন পরে, অন্তত দশ বছর তো হবেই, এই আশ্চর্য হত্যা-রহস্য উদ্‌ঘাটনের পেছনে যে-গোপন তথ্য ছিল, সে সব কথা সাধারণ লোককে জানাবার অনুমতি মিলেছে! রোনাল্ড অ্যাডেয়ারকে যে ভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সেটা সত্যিই খুব অদ্ভুত। কিন্তু এই হত্যার পর যে সব ঘটনা ঘটল, সেগুলো আমার কাছে আরও অনেক বেশি অদ্ভুত। আমার জীবনে অ্যাডভেঞ্চার বড় কম হয়নি। তবুও এ কথা ঠিক, এত আশ্চর্য, এমন স্তম্ভিত জীবনে আমি কখনওই হইনি। এত দিন বাদে আমি যখনই সেই ঘটনার কথা ভাবি, আমার মন আনন্দে আর বিস্ময়ে ভরে ওঠে। মনে হয় যা দেখেছি, তা যেন সত্যি নয়, স্বপ্ন। এখানে একটা কথা খুলে বলা দরকার। আমার অদ্ভুতকর্মা বন্ধুর কিছু কিছু কাহিনী আমি অনেককে শুনিয়েছি। এ সব ঘটনার কথা পড়তে তাদের ভাল লাগে, এ কথাও আমি শুনেছি। তাই আজ যে-ঘটনার কথা লিখছি, তা পড়ে পাঠকেরা দয়া করে আমার উপর রাগ করবেন না, বা আমাকে ভুল বুঝবেন না, এইটুকু শুধু অনুরোধ। আপনারা বিশ্বাস করুন, এত দিন আমি ইচ্ছে করে এ সব কথা গোপন রাখিনি। গোপন না রেখে আমার কোনও উপায় ছিল না। আমাকে কথা দিতে হয়েছিল যে, সে না-বলা পর্যন্ত এসব কথা আমি লিখব না। গত মাসের তেসরা তারিখে এই কাহিনী আপনাদের শোনাবার অনুমতি আমি পেয়েছি।

শার্লক হোমসের সঙ্গে অনেক দিন থাকবার ফলে, আর তার তদন্তের কাজে তাকে কিছু কিছু সাহায্য করার জন্য, ক্রাইম বা অপরাধমূলক ঘটনার সম্বন্ধে আমার নিজের মনেও একটা কৌতূহল জেগে উঠেছিল। তার ফলে শার্লক হোমস যখন আমার জীবন থেকে চিরবিদায় নিল, তখনও অপরাধমূলক ঘটনার ওপর আমার টান একটুও কমল না। কাগজে যে-সব অপরাধের কথা ছাপা হত, আমি সেগুলো খুব মন দিয়ে পড়তাম। আবার কখনওসখনও স্রেফ নিজের কৌতূহল মেটাবার জন্যে নিজেই একটু-আধটু গোয়েন্দাগিরি করতাম। অবশ্য তাতে যে খুব একটা বড় রকমের কোনও ফল হত, তা নয়। তবে রোনাল্ড অ্যাডেয়ারের হত্যার ব্যাপারটা নিয়ে আমার মনে সত্যিই খুব কৌতূহল হয়েছিল। রোনাল্ড অ্যাডেয়ারের

BanglaBook.org

মৃত্যুর পর যে ইনকোয়েস্টের খবর কাগজে ছাপা হয়েছিল, তা পড়েছিলাম। মৃত্যুর সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে, এটা একটা ঠান্ডা মাথায় খুনের ঘটনা। তবে কে বা কারা খুন করেছে, তা অবশ্য ঠিক বলা যায়নি। অর্থাৎ খুনি বা খুনিদের পরিচয় জানা যায়নি। এই ঘটনার বিবরণ কাগজে পড়তে পড়তে হোমসের কথা আমার আরও বেশি করে মনে পড়তে লাগল। হোমসের মৃত্যুতে সাধারণ মানুষের কত ক্ষতিই না হয়েছে। আমার মনে হল, এই রোনাল্ড অ্যাডেয়ারের হত্যার ব্যাপারটা হোমসের নিশ্চয়ই একটা পছন্দসই 'কেস' হত। ব্যাপারটা রীতিমতো ঘোরালো। আজ যদি হোমস থাকত, তা হলে পুলিশ যে-কাজ করতে পারছে না তা সহজেই হয়ে যেত। পুলিশের ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে হোমস যে কত বার অপরাধীকে ধরতে পুলিশকে সাহায্য করেছে, তা বোধহয় পাঠকরা এত দিনে জেনে গেছেন। কিন্তু এখন হাহুতাশ আর আক্ষেপ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। সারা দিন রুগি দেখার ফাঁকে ফাঁকে আমার মাথায় এই খুনের ব্যাপারটা ঘুরতে লাগল। নানা দিক থেকে ভেবেও আমি এমন কোনও সমাধান বের করতে পারলাম না, যা দিয়ে সব ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায় বা রহস্যের জট খুলতে পারা যায়। সকলেরই ঘটনাটা হয়তো জানা, তবুও আমি কাগজে পুলিশ কোর্টের যে-রিপোর্ট বেরিয়েছিল, সেটা সংক্ষেপে লিখছি।

মহামান্য রবার্ট অ্যাডেয়ার আর্ল অফ মেনাথ-এর মেজো ছেলে। যে-সময় এই ঘটনা ঘটে, তখন তিনি অস্ট্রেলিয়ার একটি রাজ্যের গভর্নর। অ্যাডেয়ারের মা চোখের ছানি কাটাবার জন্যে কিছু দিন আগেই অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছেলে রোনাল্ড আর তাঁর মেয়ে হিলডা। ওঁরা তিন জন ৪২৭ নম্বর পার্ক লেনে থাকতেন। রোনাল্ড সৎসঙ্গে মেলামেশা করতেন। যতদূর জানা গেছে, ওঁর কোনও বাজে নেশা বা খারাপ অভ্যেস ছিল না। ওঁর কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল বলেও জানা যায়নি। রোনাল্ডের সঙ্গে কারস্টেয়ার্সের মিস এডিথ উলি-র বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্বন্ধ ভেঙে যায়। তবে এর জন্যে পাত্রীপক্ষের সঙ্গে ছেলের বাড়ির লোকের কোনও রকম মন কষাকষি বা রাগারাগি হয়নি। রোনাল্ড এমনিতে খুব শান্ত প্রকৃতির। তাঁর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও বেশি নয়। আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়েই তাঁর সময় কাটত। ধীর স্থির, বিচক্ষণ যুবক। অথচ এই রকম একটি নিরীহ-ভদ্র-শান্ত-সম্ভ্রান্ত যুবক ১৮৯৪ সালের ৩০ মার্চ তারিখে রাত্রি দশটা থেকে এগারোটা কুড়ির মধ্যে রহস্যজনক ভাবে খুন হয়ে গেলেন।

রোনাল্ড অ্যাডেয়ারের জীবনে প্রধান শখ ছিল তাস খেলা। বন্ধুবান্ধব মহলে বাজি রেখে তিনি তাস খেলতেন। তবে বাজি ধরা হত সামান্যই। তাই বাজিতে হেরে গেলেও তাঁর কোনও ক্ষতি হত না। রোনাল্ড বলডুইন, ক্যাভেনডিস আর ব্যাগাটেল তিনটে ক্লাবেরই মেম্বার। পুলিশি-তদন্তে জানা গিয়েছিল যে, যে-দিন রাত্রে তিনি খুন হন, সেই দিন ডিনারের পর রোনাল্ড ব্যাগাটেল ক্লাবে অনেকক্ষণ তাস খেলে ছিলেন। ওঁর সঙ্গে আর যাঁরা তাস খেলে ছিলেন তাঁরা হলেন মিঃ মারে, সার জন হার্ডি এবং কর্নেল মোরান। তাঁদের কথা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা হুইস্ট খেলছিলেন। আর সকলের হাতেই মোটামুটি সমান তাস ছিল। সেদিন রোনাল্ড খুব কম টাকাই বাজি হেরে ছিলেন। বড় জোর পাঁচ পাউন্ড। রোনাল্ডের অবস্থা বেশ ভাল। পাঁচ পাউন্ডের লোকসান ওঁর কাছে কিছুই নয়। তা ছাড়া রোনাল্ড খুব হিসেবি স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি রোজই তাস খেলতেন, জিততেন বেশি, হারতেন কম। পুলিশ অনুসন্ধান করে জানতে পারে যে, কয়েক সপ্তাহ আগে ক্যাপ্টেন

BanglaBook.org

মোরানকে জুটি নিয়ে রোনাল্ড প্রায় ৪২০ পাউন্ড জিতে ছিলেন। ওঁদের সঙ্গে খেলতে এসে গডফ্রে মিলনার আর লর্ড বালমোরাল গোহারান হেরে যান। পুলিশ তদন্তের সময় রোনাল্ড অ্যাডেয়ার সম্বন্ধে এইটুকু খবরই জোগাড় করতে পেরেছে।

খুনের দিন রোনাল্ড অ্যাডেয়ার রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর মা আর দিদি তাঁদেরই এক আত্মীয়দের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়ির কাজের মেয়েটি সাক্ষী দিতে গিয়ে বলেছে যে, রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে রোনাল্ড দোতলার সামনের দিকে যে-ঘরটা আছে, সেই ঘরে চলে যান। ঘরে ঢুকে তিনি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেন। ওই ঘরটা রোনাল্ড বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন। ওই ঘরের ফায়ার প্লেসে মেয়েটি আগুন দিয়ে রেখেছিল। ঘরের ভেতরে খুব ধোঁয়া হচ্ছিল বলে কাজের মেয়েটিই ঘরের জানলাগুলো খুলে দেয়। এগারোটা কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের আগে ঘর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। এ সময়ে লেডি মেনাথ আর তাঁর মেয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। শুতে যাবার আগে রোনাল্ডের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে লেডি মেনাথ ওই ঘরের দিকে যান। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় উনি দরজায় ধাক্কা দেন। কিন্তু ধাক্কাধাক্কি বা ডাকাডাকিতে ঘরের ভেতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। তখন বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে লোক ডেকে এনে দরজা ভেঙে ফেলা হয়। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখা যায় যে, হতভাগ্য রোনাল্ডের মৃতদেহ টেবিলের কাছে পড়ে আছে। রিভলভারের গুলি লেগে তাঁর মাথা একদম থেঁতলে গেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ঘরের মধ্যে কোনও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়নি। সেই ঘরের টেবিলে দুটো দশ পাউন্ডের নোট ছাড়াও, নোট আর খুচরো মিলিয়ে আরও সতেরো পাউন্ড দশ শিলিং রাখা ছিল। পাউন্ড আর শিলিং থাক থাক করে রাখা। টেবিলের ওপরে একটা কাগজে রোনাল্ডের কয়েক জন বন্ধুর নাম, আর তাঁদের প্রত্যেকের নামের পাশেই একটা করে টাকার অঙ্ক লেখা। এঁরা প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনও তাসের ক্লাবের মেম্বার। এই কাগজটা পরীক্ষা করে পুলিশের ধারণা হয় যে, মারা যাবার আগে রোনাল্ড হয়তো তাস খেলায় লাভ-লোকসানের হিসেবনিকেশ করছিলেন।

সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখে পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এই হত্যার ব্যাপারটা খুবই জটিল, গোলমেলে। প্রথমত, রোনাল্ড কেন যে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসেছিলেন তার কোনও রকম যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। প্রথমে মনে হয়েছিল যে, খুনি খুন করে ঘরের দরজা বন্ধ করে জানলা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জানলাটা জমি থেকে কম করে কুড়ি ফুট উঁচু। তার ওপর জানলার ঠিক তলায় ক্রকাস ফুলের ঝোপ। ক্রকাস ফুটে রয়েছে প্রচুর। সেই জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, ক্রকাস ঝোপের বা জমিতে এমন কোনও চিহ্ন নেই, যার থেকে বোঝা যেতে পারে যে, কুড়ি ফুট উঁচু থেকে কেউ সেখানে লাফ দিয়ে পড়েছিল। ফুলগাছের পরেই খানিকটা ঘাসের জমি। সেই জমিটার পরেই রাস্তা। সেই জমিটার ওপরও কোনও পায়ের ছাপটাপ কিছুই পাওয়া গেল না। সব দিক দেখে মনে হয় যে, রোনাল্ড নিজেই দরজা বন্ধ করে ছিলেন। কিন্তু তা হলে তিনি খুন হলেন কী করে? জানলা দিয়ে ঘরে কেউ ঢুকলে তার প্রমাণ বাইরে থেকে পাওয়া যেতই। তা ছাড়া জানলার ও পাশ থেকে যদি কেউ রিভলভার ছুড়েও থাকে, তো সেই রিভলভারের গুলিতে এ রকম প্রচণ্ড আঘাত লাগা সম্ভব বলে মনে হয় না। তা ছাড়া খুব পাকা হাত না হলে এত দূর থেকে রিভলভারে এ রকম নির্ভুল নিশানায় গুলি ছুড়তে কেউ পারবে না। তার ওপর পার্ক লেন

দিয়ে সর্বদাই গাড়ি আর লোকজন যাতায়াত করে। রোনাল্ডের বাড়ির কাছেই একটা ভাড়াটে গাড়ির আড্ডা। সেখানে কেউই গুলির শব্দ শুনতে পায়নি। অথচ ঘরের মধ্যে রোনাল্ডের মৃতদেহ পড়েছিল। রিভলভারের গুলিতে যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সে ব্যাপারেও সন্দেহ নেই। বিশেষ এক ধরনের গুলি ব্যবহার করা হয়েছে রোনাল্ডকে খুন করতে। একে বলে 'সফট নোজড বুলেট'। দেহের মধ্যে প্রবেশ করেই বুলেটটা ফেটে যায়। ফলে সে লোক প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। অল্প কথায় এই হল পার্ক লেন হত্যা-রহস্য। রহস্যটা আরও জটিল হয়ে গেল এই জন্যে যে, রোনাল্ড যে কেন খুন হলেন সে কথাটা মোটেই বোঝা গেল না। অ্যাডেয়ারের সঙ্গে কারও শত্রুতা নেই। আর যে-ঘরে তাঁকে খুন করা হয়েছিল, সেখান থেকে কোনও কিছু চুরি যায়নি।

ঘটনার বিবরণ কাগজে পড়বার পর সারা দিন এই কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। এই রহস্যের সমাধান বের করবার জন্যে আমি নানা ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। শার্লক হোমসের একটা কথা মনে পড়ল। হোমস বলত, রহস্য ভেদ করতে গেলে অনেক সূত্রের মধ্যে যে-সূত্র ধরে সব ব্যাপারটা সহজে ব্যাখ্যা করা যায়, সেটাই আসল সূত্র। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আমি সে রকম কোনও সূত্র খুঁজে বের করতে পারলাম না। সন্ধে ছ'টা নাগাদ আমি পার্ক পেরিয়ে পার্ক লেনের যে-মুখটা অক্সফোর্ড স্ট্রিটের দিকে শেষ হয়েছে সেই মোড়ের কাছে পৌঁছে গেলাম। একদল বেকার লোক ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে হাঁ করে একটা জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের দেখেই রোনাল্ড অ্যাডেয়ারের বাড়ি চিনতে আমার কোনও অসুবিধে হল না। ওই ভিড়ের মধ্যে কালো চশমা-পরা, রোগা-ঢ্যাঙা একটা লোক অ্যাডেয়ার হত্যা-রহস্য সম্বন্ধে তার নিজের ধারণার কথা বেশ জোর গলায় বলছিল। লোকটার বোলচাল শুনে আমার মনে হল যে, ও বোধহয় সাদা পোশাক-পরা কোনও পুলিশ কনস্টেবল হবে। আমিও ভিড়ের মধ্যে জুটে গিয়ে লোকটার কথা শুনতে লাগলাম। তবে ও যা বলল, তা আমার এতই আজগুবি বলে মনে হল যে, আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। জটলা থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি, এমন সময় এক বয়স্ক লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। এ লোকটি আবার প্রতিবন্ধী। লোকটির হাতে কয়েকটি বই ছিল। আমার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে বইগুলো রাস্তায় পড়ে গেল। আমি বইগুলো কুড়িয়ে তুলে দিতে গেলাম। তুলতে গিয়ে একটা বইয়ের মলাটের দিকে চোখ পড়ে গেল। বইটার নাম দেখলাম 'দি অরিজিন অফ ট্রি ওয়রশিপ'। বইয়ের নাম দেখে আমার মনে হল যে লোকটি হয় সাঙ্ঘাতিক রকমের পড়ুয়া, নয়তো বইয়ের ব্যবসা করে। তা না হলে এই ধরনের অদ্ভুত ব্যাপারের ওপর লেখা বই কেউ পড়ে নাকি? আমি না দেখে ধাক্কা দেওয়ার জন্যে ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা চাইলাম। ভদ্রলোকটি আমার দিকে একনজর তাকিয়ে মুখ দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে তাড়াতাড়ি উলটো রাস্তায় চলে গেল। বুঝলাম, ওর যে-বইগুলো আমি ফেলে দিয়েছি, সে বইগুলো ওর চোখের মণি, প্রাণের থেকেও প্রিয়। আমি কী করব, না করব ভাবতে ভাবতেই সে লোকটি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। লোকটির পিঠের কুঁজ আর সাদা দাড়ি ছাড়া আমি আর ভাল করে কিছু দেখতে পাইনি।

BanglaBook.org

পার্ক লেনের ৪২৭ নম্বর বাড়িটা ভাল করে ঘুরে দেখেও আমি অ্যাডেয়ার হত্যা-রহস্যের কোনও সুরাহা করতে পারলাম না। বাড়িটা নিচু পাঁচিলের ওপর রেলিং দিয়ে ঘেরা। পাঁচিল

আর রেলিং মিলিয়ে পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। পাঁচিল টপকে কারও পক্ষে বাড়িতে ঢোকা মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু দোতলার জানলার নাগাল বাইরে থেকে পাওয়া কোনও লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। নর্দমার পাইপ নেই। এমন কোনও খাঁজখোঁজ নেই যা বেয়ে কেউ বাইরে থেকে জানলার কাছে যেতে পারে। অ্যাডেয়ারের বাড়ি দেখবার আগে সমস্যাটা যত জটিল মনে হয়েছিল, বাড়ি দেখবার আগে সমস্যাটা আরও বেশি জটিল মনে হল। কোনও হদিস করতে না পেরে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে সবেমাত্র বসবার ঘরে এসে বসেছি, এমন সময় কাজের মেয়েটি এসে খবর দিল যে, একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আগন্তুককে ভেতরে নিয়ে আসতে বললাম। ঘরে যে ঢুকল তাকে দেখে আমি তো অবাক। সেই বয়স্ক প্রতিবন্ধী লোকটি। লোকটির দিকে তাকালাম। বয়সের দরুন চামড়া কুঁচকে গেছে। মাথার চুল-দাড়ি সব শন-পাকা। তবে তার চোখের চাউনি খুব জ্বলজ্বলে। লোকটির দু'বগলে অনেকগুলো বই। মনে হল, বইয়ের চাপে সে রীতিমতো বেঁকে গেছে।

"আপনি আমাকে দেখে নিশ্চয়ই খুবই আশ্চর্য হয়েছেন।" লোকটির গলার স্বর বেজায় কর্কশ।

আমাকে মানতেই হল, আমি অবাক হয়েছি।

"আমার মশাই বিবেক বলে একটা জিনিস আছে। যখন হঠাৎই দেখে ফেললাম যে, আপনি এই বাড়িতে ঢুকলেন তখনই আপনার পিছু পিছু নেংচাতে নেংচাতে এসে হাজির হলাম। আমি নিজেকেই বললাম যে, ভদ্রলোক যখন আমার সঙ্গে অত ভাল ব্যবহার করলেন তখন ওঁকে বলা দরকার, আমার হাবভাবটা গাঁইয়াদের মতো বটে তবে আমি ওঁকে অপমান করতে চাইনি। ভদ্রলোক যে আমার বইগুলো কুড়িয়ে দিয়ে উপকার করেছেন সেজন্য আমি সত্যি সত্যিই কৃতজ্ঞ।"

"আপনি সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছেন," আমি বললাম। "কিন্তু আমার পরিচয়টা আপনি কী ভাবে পেলেন জানতে পারি কি?"

"যদি বেয়াদপি মনে না করেন তো বলি যে, আমি আপনার এখন পড়শি। চার্চ স্ট্রিটের মোড়ে নজর করলেই আপনি আমার ছোট্ট বইয়ের দোকানটি দেখতে পাবেন। আপনি যদি একদিন আমার বইয়ের দোকানে পা দেন, তো বড় খুশি হব। বইটই সংগ্রহ করার বাতিক আপনারও আছে নাকি? এই দেখুন না, আমার সঙ্গে 'ব্রিটিশ বার্ডস', 'কাটুল্লুস' আর 'দ্য হোলি ওয়র' রয়েছে। প্রত্যেকটা বইই অমূল্য। আর খানপাঁচেক বই হলেই আপনি আপনার ওই র‍্যাকের দ্বিতীয় থাকটা ভরতি করে নিতে পারেন। ওই জায়গাটা ফাঁকা থাকায় কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাচ্ছে, তাই না?"

লোকটির কথা শুনে আমি ঘাড় ফিরিয়ে র‍্যাকটার দিকে তাকালাম। মুখ ফিরিয়ে দেখি, টেবিলের ওপাশে হাসি হাসি মুখে শার্লক হোমস দাঁড়িয়ে। আমি তো একদম হতবুদ্ধি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। কী কাণ্ড! তারপর জীবনের প্রথম আর শেষ বারের মতো আমি জ্ঞান হারালাম। আমার চোখের সামনে একটা ভারী কুয়াশার পরদা ঝুলছিল। সেই কুয়াশাটা কেটে গেলে টের পেলাম যে, আমার মাথের কলারটা আলগা আর ঠোঁটে ব্র্যান্ডির স্বাদ। হোমস আমার চেয়ারের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে তারই ব্র্যান্ডির ফ্লাস্ক।

"ওয়াটসন," সেই বহু দিনের চেনা গলা শুনলাম, "তোমার কাছে আমি সত্যিই মাফ চাইছি। তুমি যে এতটা বিহ্বল হয়ে পড়বে, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।"

BanglaBook.org

আমি হোমসের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলাম।

"হোমস," আমি চিৎকার করে উঠলাম। "সত্যিই কি আমি তোমাকে দেখছি? তুমি কি সত্যি সত্যিই বেঁচে আছ? তুমি কি শেষ পর্যন্ত কোনও রকমে ওই জলপ্রপাতের গহ্বর থেকে উঠে আসতে পেরেছিলে?"

হোমস বলল, "এক মিনিট ধৈর্য ধরো। তুমি কি এখন সুস্থ বোধ করছ? এসব কথা আলোচনা করলে আবার তোমার শরীর খারাপ হবে না তো? আমার এই নাটুকেপনার জন্যে তোমার যে এত প্রচণ্ড 'শক' হবে তা বুঝতে পারিনি।"

আমি বললাম, "আমি ঠিক আছি। কিন্তু হোমস আমি কি সত্যি সত্যি ঠিক দেখছি। ওহ্, তুমি...তুমি... আমারই বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে আছ।" আবার আমি হোমসের হাতটা চেপে ধরলাম। সেই চেনা হাত। রোগা, মোটা মোটা হাড়। "যাক, তুমি অন্তত প্রেতাত্মা নও," আমি খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বললাম। "বন্ধু, তোমাকে ফিরে পেয়ে আমার যে কী আনন্দ হয়েছে, তা তোমাকে কী করে বোঝাব? বোসো, বোসো। তারপর আমাকে বলো কী করে সেই অতলস্পর্শী খাদ থেকে তুমি উঠে এলে।"

হোমস একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার সামনে বসল। তারপর তার নিজস্ব ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরাল। হোমস সেই পুরনো নোংরা ফ্রককোটটা পরেছিল। তবে সেই বইওলার ছদ্মবেশের সাদা চুলের রাশ তার বইগুলোর সঙ্গে আমার পড়বার টেবিলে খুলে রাখা ছিল। হোমসকে আগের চেয়ে অনেক রোগা দেখাচ্ছিল। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম যে, ওর মুখের রং প্রায় কাগজের মতো সাদা। বুঝতে পারলাম যে, ওর শরীর রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়েছে।

হোমস বলল, "শরীরটা বেশ ভাল করে এখন এলিয়ে দিতে পেরে আমি সত্যি সত্যি ভারী আরাম পাচ্ছি, ওয়াটসন। খুব লম্বা লোককে যদি বেশ কিছু দিন কয়েক ঘণ্টা ধরে বেঁটে লোক সেজে থেকে ঘোরাঘুরি করতে হয় তো তার চাইতে কষ্টকর আর কিছু নেই। কিন্তু এ সব কথার আগে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। আজ রাতে আমাদের এমন একটা অভিযানে যেতে হবে, যেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আজ রাতের এই অভিযানে আমি তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চাই। তাই মনে হয় যে, আজকের রাতের অ্যাডভেঞ্চার চুকেবুকে গেলে সব কথা তোমাকে খুলে বললে ভাল হবে।"

"না, সব কথা শুনতে আমার ভীষণ আগ্রহ হচ্ছে। তুমি আমাকে এখনই বলো," আমি বললাম।

"তা হলে তুমি আজ রাতে আমার সঙ্গে যাচ্ছ?"

"নিশ্চয়ই। তুমি যখন যেখানে যেতে বলবে, আমি তখনই সেখানে যেতে তৈরি আছি।"

"এই তো সবই ঠিক আগেকার মতোই আছে দেখছি। তা হলে বেরোবার আগে কিন্তু আমাদের কিছু খেয়ে নিতে হবে। প্রথমে সেই খাদের কথা বলি। সত্যি বলছি, সেই খাদ থেকে উঠে আসতে আমার মোটেই কোনও কষ্ট হয়নি। তার কারণ হল যে, আমি মোটেই খাদের মধ্যে পড়ে যাইনি।"

"তুমি খাদের ভেতরে পড়ে যাওনি?"

"না, ওয়াটসন। আমি তলিয়ে যাইনি। তোমাকে যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেটা কিন্তু খাঁটি। তাতে ছিটেমাত্র ভেজাল ছিল না। যখন দেখলাম যে, পালাবার রাস্তা আটকে প্রোফেসর

BanglaBook.org

মরিয়ার্টি দাঁড়িয়ে আছে, তখন আমার স্থির বিশ্বাস হল যে, আমার বাঁচবার আর কোনও আশাই নেই। মরিয়ার্টির চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, একটা চূড়ান্ত হেস্তনেস্ত না করে সে ক্ষান্ত হবে না। তাই ওর সঙ্গে দু'-চার কথা কয়ে আমি তোমাকে চিঠি লেখার মত চাইলাম। মরিয়ার্টি রাজি হল। চিঠিটা লিখে আমি সেটা আমার সিগারেট-কেস চাপা দিয়ে রাখলাম। তার পাশে আমার লাঠিটা রেখে দিলাম। তারপর আমি প্রপাতের দিকে এগিয়ে গেলাম। মরিয়ার্টি আমার পিছনে পিছনে আসছিল। যখন প্রপাতের প্রায় কিনারায় এসে গেছি তখন আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। মরিয়ার্টি কোনও অস্ত্রটস্ত্র বের করল না। খালি হাতে আমার দিকে ছুটে এল। মরিয়ার্টি বুঝতে পেরেছিল যে, ওর কোনও নিস্তার নেই। আর যে-হেতু আমি ওর ধ্বংসের কারণ তাই ওর সব রাগ গিয়ে পড়েছিল আমার ওপর। ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল, নিজে শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও শেষ করে দেওয়া। আর সেইজন্য ওই প্রপাতের কানায় ও আমাকে সবলে জাপটে ধরল। আমরা দু'জনে ওই ওখানে ঝটাপটি করতে লাগলাম। এক সময়ে আমি জাপানি কুস্তি শিখেছিলাম। এই কুস্তির প্যাঁচ এর আগে আমাকে অনেক বার বাঁচিয়ে দিয়েছে। এবারেও অব্যর্থ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। আমি মরিয়ার্টির হাত ফসকে বেরিয়ে এলাম। আর সেই প্যাঁচের ধাক্কায় টাল সামলাতে পারল না মরিয়ার্টি। শূন্যে হাত পা ছুড়তে ছুড়তে একটা তীব্র চিৎকার করে মরিয়ার্টি পড়ে গেল। আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, আস্তে আস্তে মরিয়ার্টির দেহটা প্রপাতের তলায় তলিয়ে গেল।"

সিগারেটে টান দিতে দিতে হোমস যখন কথাগুলো বলছিল, তখন আমি সত্যিই যাকে বলে বাক্যহারা, তাই হয়ে গিয়েছিলাম।

"কিন্তু পায়ের ছাপ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "আমি তো নিজের চোখে দেখেছিলাম যে, দু'সারি পায়ের দাগ প্রপাতের দিকে চলে গেছে। প্রপাতের দিক থেকে কোনও পায়ের ছাপ তো দেখতে পাইনি।"

"ব্যাপারটা কী হয়েছিল বলি। মরিয়ার্টির দেহটা যখন প্রপাতের তলায় মিলিয়ে গেল, আমি তখন বুঝতে পারলাম যে, ভাগ্যদেবী আমার সামনে একটা মস্ত বড় সুযোগ এনে দিয়েছেন। আমি জানতাম যে, মরিয়ার্টি ছাড়াও আরও অন্তত তিন জন লোক আছে, যারা সর্বদাই আমার মৃত্যু কামনা করছে। মরিয়ার্টি মারা গেছে, এই কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে ওই তিন জনের আমার ওপর রাগ আরও বেড়ে যাবে। ওরা তিন জনই খুব সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির লোক। মরিয়ার্টি ওদের দলের নেতা। সুতরাং মরিয়ার্টির মৃত্যুর প্রতিশোধ ওরা যে ভাবেই হোক নেবে। কিন্তু মরিয়ার্টির সঙ্গে সঙ্গে আমিও মারা গেছি, এই কথাটা যদি প্রচার হয়ে যায় তা হলে ওরা নিশ্চিন্ত হবে। ওরা আর গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে না। বাইরে বেরিয়ে ওদের কাজকর্ম শুরু করবে। আর তা হলেই সুযোগমতো আমি ওদের এক-এক জনকে পাকড়ে ফেলতে পারব। ওদের পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারলেই আমি আবার ইহলোকে ফিরে আসতে পারব।

"জানো ওয়াটসন, মরিয়ার্টির দেহ রাইখেনবাখ জলপ্রপাতের তলদেশ স্পর্শ করবার আগেই আমার মাথায় এত চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল! মানুষের বুদ্ধি যে কত তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে পারে, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। যাই হোক, খানিক পরে আমি আমার পিছন দিকের যে-পাহাড় ছিল, তার গা'টা ভাল করে দেখতে লাগলাম। এই জায়গাটা সম্বন্ধে তুমি

BanglaBook.org

যে সুন্দর বিবরণ দিয়েছ, তা কয়েক মাস পরে আমার নজরে পড়েছিল। তবে একটা কথা তুমি ঠিক লেখোনি। তুমি লিখেছ, পাহাড়টা একদম খাড়া। সেটা অবশ্য ঠিক নয়, কোনও রকমে পা রাখার মতো কিছু কিছু খাঁজ আছে। আর তা ছাড়া একটু ওপরে উঠলে খুব সরু একটা তাকের মতো আছে। পাহাড়ের চূড়াটা এত উঁচু যে সেই চূড়ায় ওঠা একেবারেই অসম্ভব। আবার যে-রাস্তা দিয়ে এসেছি সেই রাস্তায় ফেরাও চলে না। সেখানে আর-এক জোড়া পায়ের দাগ পড়লে যে-জন্য আমি লুকিয়ে থাকতে চাইছি সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। আমি হয়তো উলটো মুখ করে হাঁটতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে, একই দিকে তিন জোড়া পায়ের ছাপ দেখলেও লোকের মনে সন্দেহ হতে পারে যে, ব্যাপারটা সাজানো। সব দিক ভেবেচিন্তে মনে হল যে, পাহাড়ে চড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

"বিশ্বাস করো ওয়াটসন, পাহাড় চড়তে গিয়ে দেখি দারুণ কঠিন ব্যাপার। নীচ থেকে জলপ্রপাতের ক্রুদ্ধ গর্জন উঠে আসছিল। তুমি তো জানো যে, আমি খুব শক্ত ধাতের মানুষ। বিশ্বাস করো, পাহাড়ে চড়তে গিয়ে আমার বার বার মনে হচ্ছিল যে, জলপ্রপাতের শব্দকে ছাপিয়ে প্রোফেসর মরিয়ার্টির বুকফাটা আর্তনাদ আমার কানে আসছিল। একচুল ভুল হলেই আমি খতম। বেশ কয়েক বার আমি যেই একগোছা ঘাস ধরতে গেছি, অমনি সেই জায়গার ঘাস আমার হাতের মুঠোয় উপড়ে এসেছিল। পাহাড়ের ফাটলে বা খোঁদলে পা রাখতে গিয়ে পা-ও ফসকালাম বেশ ক'বার। এক বার তো আর একটু হলেই পা ফসকে যাচ্ছিল। ভাগ্য সেদিন খুব ভাল ছিল বলতে হবে। যাই হোক, কোনও রকমে আমি পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম। এক সময় আমি সেই খাঁজের নাগাল পেলাম। খাড়াই পাহাড়ের মাঝখানে কয়েক ফুট চওড়া একটা সমতল জায়গা। জায়গাটা নরম শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে। সেখানে এক জন লোক অনায়াসেই শুয়ে থাকতে পারে। আর মজাটা হচ্ছে এই যে, সেখান থেকে নীচে কী হচ্ছে পরিষ্কার দেখা গেলেও নীচে থেকে ওই জায়গাটা কেউই দেখতে পারে না। তুমি যখন আবার কয়েক জনকে নিয়ে জলপ্রপাতের কাছে ফিরে এলে তখন আমি বেশ আরামে ওইখানে শুয়ে শুয়ে তোমাদের কার্যকলাপ দেখছিলাম। তোমার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছিল। বিশেষ করে যখন দেখলাম যে, তোমার গোয়েন্দাগিরির ধারাটা একদম ভুল দিকে যাচ্ছে।

"তারপর শেষকালে যে-ভুল সিদ্ধান্তটি তোমরা করবে বলে আমি মনে মনে আশা করেছিলাম, তোমরা সেই ভুলটিই করলে আর দুঃখিত হয়ে হোটেলে ফিরে গেলে। তখন আমি একদম একলা হয়ে গেলাম। তোমরা চলেটলে গেলে ভাবলাম যে, সে দিনের মতো ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট বোধহয় চুকল। কিন্তু তার পরেই এমন একটা কাণ্ড ঘটল যে, বুঝলাম আমার ধারণা একদম ভুল। একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঙড় ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে এসে আমার পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল জলপ্রপাতের তলায়। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে, এটা একটা নিছকই দুর্ঘটনা। কিন্তু ওপরের দিকে তাকাতেই একটা মাথা আমার চোখে পড়ল। আকাশে তখন অন্ধকারের ছোপ লেগেছে। সেই অন্ধকারের পেছনে আমি সেই মাথাটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা পাথরের চাঁই আমার প্রায় কান ঘেঁষে পড়ল যেখানে আমি বসে ছিলাম। ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। মরিয়ার্টি একলা আমার সঙ্গে মোকাবিলা করতে আসেনি। প্রোফেসরের সঙ্গে তার এক চেলা ছিল। চেলার যে-পরিচয়টুকু পেলাম তাতে বুঝতে ভুল হল না যে, চেলাটির প্রকৃতিও কম সাঙ্ঘাতিক নয়। আরও বুঝলাম যে, মরিয়ার্টি যখন আমাকে আক্রমণ করে

BanglaBook.org

তখন সে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমার অজ্ঞাতে ব্যাপার যা ঘটেছে তা সবই ও দেখতে পেয়েছে। তারপর ও ঘাপটি মেরে দেখেছে, আমি কী করি। আমাকে পাহাড়ের ওই জায়গাটায় আশ্রয় নিতে দেখে ও ওপর থেকে আমাকে টিপ করে পাথর ছুড়ে মরিয়ার্টি যে-কাজটা শেষ করতে পারেনি সেই কাজটা শেষ করতে চেয়েছে।"

একটু থেমে হোমস বলল, "বুঝলে ওয়াটসন, গোটা ব্যাপারটাই এক পলকে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আমি দেখলাম, সেই লোকটা পাহাড়ের ওপর থেকে গুড়ি মেরে দেখছে আমি কী করছি। ওর মতলব টের পেতে আমার ভুল হল না। ও আর-একটা পাথর ফেলবার জন্য তৈরি হচ্ছে। আমি পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামতে লাগলাম। স্বাভাবিক অবস্থায় ঠান্ডা মাথায় আমি ওই ভাবে কিছুতেই নামতে পারতাম না। ওই পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা শক্ত। নামাটা দেখলাম আরও অনেক বেশি শক্ত। কিন্তু তখন এই সব কথা ভাববার অবস্থা আমার ছিল না। আমি যখন খাঁজের প্রান্ত ধরে ঝুলছি, ঠিক তখনই একটা পাথর আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। আধাআধি যখন নেমে এসেছি, তখন আমার হাত ফসকাল। সে দিন আমার ওপর ভগবানের অসীম করুণা ছিল বলতে হবে। আমি জলপ্রপাতের দিকে না পড়ে রাস্তার ওপর পড়লাম। হাত-পা ছড়ে রক্ত পড়তে লাগল। জামাকাপড় ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেল। কিন্তু সে সব গ্রাহ্য না করে সেই অন্ধকারে আমি পথ চলতে লাগলাম। আমি কোনও দিকে না তাকিয়ে সেই রাতে দশ মাইল পাহাড়ি পথ হাঁটলাম। এক সপ্তাহ পরে আমি ফ্লোরেন্স পৌঁছে গেলাম। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। আমার যে কী হয়েছে তা কিন্তু কেউই জানতে পারেনি।

"শুধুমাত্র এক জন লোকই আসল কথাটা জানত। সে হল আমার দাদা মাইক্রফট। তোমাকে সেসব কথা জানাতে পারিনি বলে আমার নিজেরও কম কষ্ট হয়নি। কিন্তু বিশ্বাস করো ওয়াটসন, এ ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না। আমি চেয়েছিলাম যে, সবাই বিশ্বাস করুক, আমার মৃত্যু হয়েছে। আর এটা ঠিক যে, তুমি যে ভাবে রাইখেনবাখ ফলসের কথা লিখেছিলে, সে ভাবে কখনওই লিখতে পারতে না যদি তুমি জানতে যে, আমি বেঁচে আছি। তোমার লেখাটা খুবই আন্তরিক হয়েছিল। গত তিন বছরে অনেক বার আমার তোমাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু লিখতে বসে লিখিনি। ভয় হয়েছে, পাছে তুমি এমন কিছু কথা কাউকে বলে ফেলো বা এমন কিছু লিখে ফেলো যাতে সত্যি কথাটা জানাজানি হয়ে যেতে পারে। তা হলে আমার সব চেষ্টা একদম ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই একই কারণে আজ সন্ধেবেলা যখন তুমি আমার বইপত্তর উলটে ফেলে দিলে, তখন আমি তোমাকে চেনা দিইনি। তখন আমার শত্রু আমার কাছেই ছিল। তোমার মুখের সামান্য ভাব-পরিবর্তনও তার নজর এড়াত না। আর তা হলেই আমার এই যে মিথ্যে পরিচয় সেটা ফাঁস হয়ে যেত। আর তাতে যা ক্ষতি হত, তা কিছুতেই পূরণ করা যেত না। মাইক্রফটকে সব কথা জানাতেই হয়েছিল টাকাপয়সার ব্যবস্থা করার জন্য। লন্ডনে যেসব ঘটনা ঘটছিল, তাতে আমি নিজেও খুব ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম। পুলিশ যখন মরিয়ার্টির দলকে গ্রেফতার করতে চায় তখন শুধু যে মরিয়ার্টি একলাই পালাতে পেরেছিল তাই নয়, ওর দুজন শাগরেদও পালিয়েছিল। এই দু'জনই অত্যন্ত জঘন্য ধরনের ক্রিমিনাল। আমার পয়লা

নস্বরের শত্রু। আর এই দু'জনেই বেশ বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরপর আমি তিব্বতে বছর-দুয়েক কাটিয়ে এলাম। সেই সময়ে লাসায় খুব আনন্দে ছিলাম। লামাদের যিনি প্রধান, তাঁর কাছেও কিছু দিন থেকে গেলাম। এই সময়ে তুমি নিশ্চয়ই নরওয়ের বাসিন্দা মিঃ সিগারসনের নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতার টুকরোটাকরা খবর কাগজে পড়ে থাকবে। কিন্তু এই সিগারসনই যে তোমার বন্ধু, এ চিন্তাটা তোমার মাথায় নিশ্চয়ই একবারও ঢোকেনি। তিব্বত থেকে আমি গেলাম পারস্যে। সুযোগমতো মক্কাটা ঘুরে নিলাম। মক্কা বেড়িয়ে গেলাম খার্তুম। খার্তুমের খলিফার সঙ্গে অনেক দরকারি কথা হল। খলিফার সঙ্গে আমার যে-কথা হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ আমি আমাদের পররাষ্ট্র সচিবের আপিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ওখান থেকে আমি ফ্রান্সে ফিরে এলাম। ফ্রান্সে এসে আমি কয়লা থেকে যে-সব জিনিস উৎপন্ন হয়, তাদের রাসায়নিক গুণাগুণের ওপর রিসার্চ করছিলাম। আমি সে-সময়ে মনট্পেনিয়ে ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিলাম। কাজটা যখন আমার পছন্দমাফিক হল, তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খবর পেলাম যে, আমার শত্রুদের মধ্যে কেবল এক জনই বেঁচে আছে। আমি ঠিক করলাম, এইবার লন্ডন ফিরব। ঠিক এই রকম সময় পার্ক লেনের অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের খবরটা আমার চোখে পড়ল। ব্যাপারটা বেশ নতুন ধরনের তো বটেই তা ছাড়া আমার কেমন মনে হতে লাগল যে, এই রহস্যের সমাধানের সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের সুযোগও এসে গেছে, তাই কালবিলম্ব না করে লন্ডনে ফিরে এলাম। শার্লক হোমসের পরিচয়ে যখন বেকার স্ট্রিটে এসে হাজির হলাম, তখন মিসেস হাডসনের আনন্দ দেখবার মতো। তিনি পাগলের মতো নাচানাচি আর কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। মাইক্রফট ভাড়াটাড়া দিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটটা ঠিকঠাক করে রেখে দিয়েছিল। ফ্ল্যাটে এসে দেখলাম, আমার কাগজপত্র যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম, তেমনই আছে। তারপর শেষকালে আজ দুটোর সময় আমি আমার নিজের আরামচেয়ারে বেশ আরাম করে বসলাম। বসে বসে ভাবছিলাম, ষোলোকলা পূর্ণ হত যদি আমার বন্ধু ওয়াটসন তার আরামচেয়ারটা আমার চেয়ারের সামনে টেনে নিয়ে বসত।"

এপ্রিল মাসের এক সন্ধেবেলায় আমার বসার ঘরে আমি এই সব কথা শুনলাম। হোমস যদি নিজের মুখে এসব কথা না বলত, তা হলে আমি ওর একটি অক্ষরও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু হোমস আমার সামনেই বসে ছিল। হোমস খুব রোগা হয়ে গেছে বলে তাকে আরও লম্বা দেখাচ্ছে। তবে তার চোখের দৃষ্টি তেমনই উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ। বুঝলাম যে, স্বপ্ন ও কল্পনা সত্য ছাড়িয়ে যেতে পারে। হোমসকে যে আবার দেখতে পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি কোনও দিন। আমার জীবনে যে শোকের আঘাত এসেছে, সে খবরও দেখলাম হোমস জানে। হোমস মুখে কিছু না বললেও আমার শোকে যে সে খুবই দুঃখ পেয়েছে, তা বুঝলাম ওর হাবভাব দেখে। হোমস বলল, "জানো ওয়াটসন, শোকদুঃখের একমাত্র ওষুধ কাজ। আজ রাত্তিরে আমাদের হাতে একটা কাজ আছে। যদি সেই কাজটা আমরা ঠিক ভাবে সারতে পারি, তা হলে জানব যে আমাদের মানুষ হয়ে জন্মানো সার্থক হল।"

কাজটা যে কী তা বলবার জন্যে আমি অনেক পীড়াপীড়ি করলাম। কিন্তু হোমস কোনও কথাই বলল না। "রাত শেষ হবার আগেই তুমি সবকিছু দেখবে, শুনবে। মনে রেখো, আমাদের দু'জনেরই তিন বছরের জমানো কথা বলবার আছে। সুতরাং সেই কথা মনে রেখে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকো। সাড়ে ন'টা নাগাদ আমরা নৈশ অভিযানে বেরোব।

BanglaBook.org

আমাদের গন্তব্যস্থল একটা খালি বাড়ি।"

সাড়ে ন'টা নাগাদ আমরা যখন বার হলাম তখন আমার সেই সব পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যেতে লাগল। সেই রকম ভাড়া গাড়ির সিটে পাশাপাশি বসে আমরা যাচ্ছি। আমার পকেটে রিভলভার। বুকে একটা চাপা দুরুদুরু উত্তেজনা। হোমসের চোখেমুখে উত্তেজনার কোনও ছাপই নেই। একদম শান্ত। নির্বিকার। রাস্তার আলো এসে পড়ছিল মাঝে মাঝে, সেই আলোতে হোমসের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তার কপাল কুঁচকে রয়েছে। হোমস সামনের দিকে তাকিয়ে আছে বটে, তবে কোনও কিছু যে তার নজরে পড়ছে তা মনে হল না। বুঝলাম যে, ও অত্যন্ত ভীষণ রকম চিন্তিত। লন্ডনের অপরাধ-জগতের গভীর জঙ্গলে কোন বন্যজন্তুটিকে শিকার করতে যে আমরা বেরিয়েছি, তা আমি নিজেও জানি না। তবে পাকা শিকারি হোমসকে ওই ভাবে বসে থাকতে দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে, আমাদের আজকের শিকার চুনোপুঁটি তো নয়ই, রীতিমতো রাঘববোয়াল। তবে হোমসের ঠোঁটের কোণে যে একটুকরো হাসি লেগে ছিল, তার থেকে বুঝতে পারলাম, আমাদের শিকারের বাঁচবার আজ আর কোনও আশা নেই। ঘায়েল সে আজ হবেই।

আমি ভেবেছিলাম আমরা বুঝি বেকার স্ট্রিটের দিকেই যাচ্ছি। কিন্তু ক্যাভেন্ডিস স্কোয়ারের মোড়ের কাছে আসতেই হোমস গাড়ি থামাতে বলল। লক্ষ করলাম, গাড়ি থেকে নেমেই হোমস ডান দিকে বাঁ দিকে খুব ভাল করে তাকিয়ে দেখল। তারপর প্রত্যেক মোড়ে পৌঁছেই হোমস চার দিক ভাল করে দেখে নিতে লাগল। বুঝলাম আমাদের কেউ অনুসরণ করছে কিনা দেখে নিচ্ছে। আমরা নানান রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। লন্ডন শহরের অলিগলি সম্বন্ধে হোমসের জ্ঞান অসাধারণ। আজ রাতে যে-সব গলি-আস্তাবলের পাশ দিয়ে আমাকে নিয়ে চলল, সেসব রাস্তায় আমি আগে কোনও দিন আসিনি। শেষকালে আমরা এসে পড়লাম একটা সরু রাস্তায়। রাস্তার দু'দিকেই খুব পুরনো পুরনো অন্ধকার বাড়ি। দেখলেই মনে হয় পোড়োবাড়ি। সেই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আমরা ম্যানচেস্টার স্ট্রিটে পড়লাম। সেখান থেকে গেলাম ব্ল্যান্ডফোর্ড স্ট্রিটে। সেখানে পৌঁছেই হোমস একছুটে একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল। গলি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আমরা একটা কাঠের গেট দেখলাম। হোমস গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। একটা উঠোন। সেখানে কোনও জনপ্রাণী আছে বলে মনে হল না। হোমস কোনও দিকে না-তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেল। তারপর পকেট থেকে একটা চাবি বের করে বাড়ির খিড়কি-দরজাটা খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। হোমসের পিছু পিছু আমিও ঢুকলাম। হোমস দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ভেতরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। বুঝতে পারলাম বাড়িতে কোনও লোকজন নেই। একদম খালি বাড়ি। মেঝেতে কার্পেট নেই। তাই পা ফেললেই খ্যাচখ্যাচ শব্দ হচ্ছিল। আমি হাত বাড়াতেই দেওয়ালে হাত লাগল। দেখলাম, দেওয়ালের কাগজ ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে। হোমস তার সরু সরু আঙুল দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হোমসের হাত কনকনে ঠান্ডা। হোমস আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। একটু যেতেই একটা বিরাট হলঘর। এই ঘরটা তত অন্ধকার নয়। হোমস ডান দিকে বেঁকল। আমরা আর-একটা ঘরে এলাম। এ ঘরটা এইটা সাইজের। আকারেও বেশ বড়। ঘরের মাঝখানটা রাস্তার আলোয় আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। তবে ঘরের চার পাশে গাঢ় অন্ধকার। ঘরের ভেতরে বা কাছাকাছি কোনও আলো নেই। রাস্তার দিকে একটা জানলা।

BanglaBook.org

তবে বাইরে থেকে যেটুকু আলো জানলার ধুলো-পড়া কাচ ভেদ করে আসছিল, তাতে আমরা দু'জন দু'জনকে আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। হোমস আমার কাঁধে হাত রেখে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "আমরা কোথায় বুঝতে পারছ?"

আমি সেই অপরিষ্কার জানলার কাচের ভেতর দিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এটা তো বেকার স্ট্রিট।"

"ঠিক বলেছ। আমরা 'ক্যামডেন হাউসে' এসেছি। এই বাড়িটা আমাদের ফ্ল্যাটের ঠিক উলটো দিকে।"

"কিন্তু আমরা এখানে এলাম কেন?"

"এখান থেকে আমাদের বাড়িটা খুব ভাল ভাবে দেখা যায়। ওয়াটসন, তুমি সাবধানে জানলার কাছে এগিয়ে এসো। দেখো বাইরে থেকে তোমাকে যেন কেউ দেখতে না পায়। আমার ফ্ল্যাটের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখো। সেই ফ্ল্যাট, যেখান থেকে আমাদের অনেক রহস্য-অভিযানের শুরু হয়েছে, তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখো। দেখা যাক, তোমাকে আগেকার মতো অবাক করে দিতে পারি কিনা।"

আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। জানলা দিয়ে আমি বাইরে তাকাতেই ফ্ল্যাটের জানলাটা নজরে পড়ল। পরদাটা নামানো ছিল। ঘরের ভেতরে খুব জোরালো একটা আলো জ্বলছিল। ঘরের ভেতর চেয়ারে এক জন কেউ বসে ছিলেন। সেই লোকটির ছায়া জানলার পরদার ওপর পড়েছিল। ভুল হতেই পারে না আমার! ওই ভাবে মাথা হেলাবার ভঙ্গি, কাঁধের চৌকো আদল, বসবার ভঙ্গি সবই আমার চেনা: মুখটা সামান্য ফেরানো। জানলায় সেই মুখের পরিষ্কার সিল্যুট দেখা যাচ্ছে। আমি তো অবাক! অবিশ্বাস্য কাণ্ড। আমি জেগে আছি তো? আমি হোমসের দিকে তাকালাম। হোমস তখন হাসির দমকে দমকে অস্থির হয়ে পড়েছে।

হোমস বলল, "তারপর ওয়াটসন, কী বুঝলে?"

আমি বললাম, "দারুণ হয়েছে।"

হোমস বলল, "তা হলে স্বীকার করছ তো, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভোঁতা হয়ে যাইনি, আর অনবরত কাজ করে গেলে নতুন নতুন কৌশল বের করবার জন্যে যে কল্পনাশক্তির দরকার তাও আমার নষ্ট হয়ে যায়নি।"

হোমসের বলার ধরনে বুঝলাম যে, সে খুবই খুশি হয়েছে। কাজ নিখুঁত ভাবে করতে পারলে একজন শিল্পীর যে রকম আনন্দ হয় এ আনন্দ সেই রকম। "ওই চেয়ারে-বসা লোকটাকে অনেকটা আমার মতোই দেখতে, তাই না?"

"আমি তো হলফ করে বলতে পারি যে, হ্যাঁ, ওখানে তুমিই বসে আছ।"

"এর সব কৃতিত্বটুকুই গ্রেনোবলের মঁসিয়ে অস্কার মুজিরে দাবি করতে পারেন। এই মূর্তিটা মোম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বাকি কাজটুকু আমি আজ বিকেলে বেকার স্ট্রিটে গিয়ে সেরে এসেছি।"

"কিন্তু এত কাণ্ড কেন?"

"কারণ আর কিছু নয়, আমি চাই কিছু লোক বিশ্বাস করুক যে ঠিক এই মুহূর্তে আমি শার্লক হোমস বেকার স্ট্রিটের ঘরে বসে আছি, আমি যে ওখানে নেই, সে কথাটা যেন ওরা কিছুতেই টের না পায়।

BanglaBook.org

"তোমার ধারণা, বেকার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের ওপরে কেউ নজর রেখেছে?"

"ধারণা নয়, আমি নিশ্চিত জানি সে কথা।"

"কিন্তু কারা?"

"আমার পুরনো শত্রুরা। যাদের নেতা রাইখেনবাখ হ্রদের জলের তলায় চির দিনের জন্যে তলিয়ে গেছে। ওয়াটসন, এ কথা ভুলো না, ওরা আগাগোড়াই জানে আমি সে দিন মরিনি। তাই ওরা ধরে নিয়েছিল, আজ হোক কাল হোক আবার আমি আমার বাড়িতে ফিরে আসব। তাই আমাদের ফ্ল্যাটে নজর রাখবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা লোক লাগিয়ে রেখেছিল। আজ সকালে ওরা আমায় বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে।"

একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, "তুমি কী করে টের পেলে?"

হোমস বলল, "জানলা দিয়ে উঁকি মেরে রাস্তার দিকে তাকাতেই আমি ওদের পাহারাদারকে দেখতে পেলাম। যে-লোকটাকে ওরা কাজে লাগিয়েছে, তাকে আমি চিনি। ওর নাম পার্কার। লোকটা বোকা ধরনের। ও হচ্ছে নামকরা ফাঁসুড়ে। লোকের গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করে। তবে ও তারের বাজনা খুব ভাল বাজাতে পারে। ওকে নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। আমার মাথাব্যথা ওকে যে বহাল করেছে তাকে নিয়ে। সেই লোকটি প্রোফেসর মরিয়ার্টির ডান হাত। সে দিন ওই লোকটিই পাথরের চাঁই ফেলে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। লন্ডন শহরে ওর মতো ধূর্ত আর জঘন্য স্বভাবের দ্বিতীয় কোনও অপরাধী আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। ওয়াটসন, সেই লোকটিই আজ আমার পিছু নিয়েছে। কিন্তু একটা কথা ও জানে না। সেটা হল যে, আমরাই ওর পিছু নিয়েছি।"

হোমসের মতলব আমার কাছে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে এল। এই নির্জন খালি বাড়ির মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে বসে আমরা, যারা হোমসকে তাড়া করছে, তাদের ওপর নজর রাখতে পারছি। মানে, যারা শিকারি হয়ে হোমসকে শিকার করতে চেয়েছে তারাই এখন শিকার আর হোমসই শিকারি হয়ে গেছে। বেকার স্ট্রিটের বাড়ির ওই ছায়ামূর্তি আসলে টোপ। অন্ধকারে আমরা দু'জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে বেকার স্ট্রিট ধরে যে-সব লোক হেঁটে যাচ্ছিল, তাদের ওপর নজর রাখতে লাগলাম। হোমসের মুখে একটি কথা নেই। সে পাথরের মূর্তির মতো স্থির। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে, মনে মনে সে খুব অধীর হয়ে উঠেছে। পথচারীদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে। সন্ধে থেকেই আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করেছে। এখন তো রীতিমতো ঝোড়ো হাওয়া বইছে। লোকজন ওভারকোট-মাফলার মুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটছে। লোকজনদের দিকে তাকাতে তাকাতে আমার মনে হল যে, দু'-একটি লোক বোধহয় বেশ কয়েক বার একই ভাবে আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। দুটি লোককে দেখে আমার তো রীতিমতো সন্দেহ হল। লোক দুটি ঝোড়ো হাওয়ার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য আমাদের ফ্ল্যাট থেকে একটু দূরে একটা বাড়ির দরজার কাছে জড়োসড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি হোমসকে ওই লোক দুটিকে ভাল করে দেখতে বললাম। হোমস আমার কথা তো শুনলই না, উলটে মুখ দিয়ে এমন একটা শব্দ করল যে, বুঝতে পারলাম সে খুব বিরক্ত হয়েছে। হোমস মাঝে মাঝে হাত দিয়ে দেওয়ালে ঠুক ঠুক করে শব্দ করছিল আর মেঝেতে পা ঠুকছিল। বুঝতে পারলাম যে, হোমস মনে মনে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। সে যে-মতলব ভেঁজেছিল সেটা ঠিকমতো না হওয়ায়

BanglaBook.org

সে ভেতরে ভেতরে খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে। বারোটা বাজল। রাস্তায় লোকচলাচল কমে আসছে। হোমস ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করছিল। বুঝলাম যে, ওর মনের উত্তেজনাকে দমাতে হোমসকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

আমি হোমসকে একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার চোখ গেল আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে। আমি একদম তাজ্জব। আমি হোমসের হাতটা আঁকড়ে ধরে ওকে জানলার দিকে দেখতে বললাম।

"ছায়াটা সরে গেছে!"

এখন আর মুখের প্রোফাইলটা দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে মাথার পেছন দিকটা। তার মানে মাথাটা ঘুরে গেছে ঘরের দিকে।

দেখলাম তিন বছর অজ্ঞাতবাস করলেও হোমসের রাগ কমেনি। ওর কাজকর্মের হদিস করতে না পারলে ও এখনও আগের মতো চটে যায়।

হোমস বলল, "নিশ্চয়ই ছায়াটা সরে গেছে। তুমি কি ভাবো যে, আমি একটা আস্ত গাধা। একটা সাজানো পুতুলের টোপ ফেলে অতিশয় ধূর্ত একটি শয়তানকে ধরতে চেষ্টা করব। আমরা এই ঘরে ঘণ্টা-দুয়েক এসেছি, আর এই সময়ের মধ্যে মিসেস হাডসন পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর মূর্তিটাকে একটু একটু করে নড়িয়ে চড়িয়ে দিয়েছেন। উনি সামনের দিক থেকে মূর্তিটাকে নড়াচড়া করছেন বলে ওঁর ছায়া জানলার পরদায় পড়ছে না। আহ্!" হোমস খুব উত্তেজিত ভাবে দম নিল। ঝাপসা আলোয় দেখলাম, হোমস সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। ওর শরীর একদম শক্ত হয়ে গেছে। এই লোকদুটিকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। ওরা হয়তো অন্য কোনও ঘরের দরজায় ঘাপটি মেরে বসে আছে। চার দিক চুপচাপ। অন্ধকার। শুধু আমাদের ফ্ল্যাটটায় আলো জ্বলছে। আর সেই আলো পড়েছে জানলার পরদায়। পরদার মাঝখানে একটি মূর্তির ছায়া। অন্ধকারে হোমসের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ হোমস আমাকে টেনে সরিয়ে ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণে টেনে নিয়ে গেল। তারপর আমার মুখের ওপর তার আঙুলটা চেপে ধরল। হোমস আমাকে ধরে ছিল। টের পেলাম যে, ওর হাতটা কাঁপছে। হোমসকে এত বেশি উত্তেজিত হতে আগে কখনও দেখিনি। অথচ জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হবার মতো কোনও কিছুই আমি দেখতে পেলাম না।

একটু পরেই আমি বুঝতে পারলাম যে, কেন হোমস অত অস্থির হয়েছিল। হোমসের অনুভূতি যে আমার চেয়ে অনেক বেশি প্রখর এই কথাটা ফের একবার বুঝতে পারলাম। আমার মনে হল, খুব সন্তর্পণে কেউ যেন আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে আসছে। শব্দটা বেকার স্ট্রিটের দিক থেকে আসেনি। আসছে আমরা যে-বাড়িতে এসে লুকিয়েছি, সেই বাড়িরই পেছন দিক থেকে। একটা দরজা খোলার শব্দ হল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সে শব্দও পেলাম। আর-একটু পরেই বাড়ির বারান্দায় ফের পায়ের শব্দ শুনলাম। চাপা আর সতর্ক। এমনিতে এই শব্দ কানে আসবার কথা নয়। তায় একে বাড়িটা পুরনো তার ওপর মেঝেয় কার্পেট নেই। তাই আগন্তুক যতই চেষ্টা করুক না কেন, তার পায়ের শব্দ খালি বাড়িতে বেশ ভাল ভাবেই শোনা যাচ্ছিল। হোমস দেওয়ালের সঙ্গে একদম সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও তাই করলাম। হঠাৎ আমার খেয়াল হল যে, নিজের অজান্তেই আমি রিভলভারের বাঁটটা চেপে ধরেছি। অন্ধকারের মধ্যে ঠাহর করে দেখলাম, ঘরের দরজায়

BanglaBook.org

একটা গাঢ় ছায়া এসে দাঁড়াল। সেই ছায়ামূর্তি দরজার কাছে এক মুহূর্তের জন্যে চুপ করে দাঁড়াল। তারপর সেই ছায়ামূর্তি খুব সাবধানে গুড়ি মেরে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ওর হাবভাব অনেকটা হিংস্র বন্য জন্তুর মতো। মনে হয় শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্য তৈরি হয়েই আছে। ওর আর আমাদের মধ্যে দূরত্ব গজ-তিনেকের বেশি নয়। ও আমাদের ওপর লাফিয়ে পড়লে আমি কী করব, তা ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম যে, আমরা যে ঘরে আছি, তা ও জানে না। আমাদের পাশ দিয়ে ও ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল জানলার দিকে। তারপর খুব সাবধানে আস্তে আস্তে ও জানলার কাচটা ফুটখানেক ঠেলে তুলে দিল। তারপর ও খোলা জানলার কাছে হাঁটু গেড়ে বসল, যাতে ওর মাথা জানলার ফ্রেমের আড়ালে থাকে। ধুলো-পড়া নোংরা কাচটা সরিয়ে দেওয়ার জন্য রাস্তার আলো ওই ফাঁক দিয়ে এসে সোজাসুজি ওর মুখের ওপর পড়ছিল। মনে হল লোকটা এতই উত্তেজিত যে, বোধহয় এক্ষুনি বেসামাল হয়ে পড়বে। ওর চোখদুটো নীল আকাশের উজ্জ্বল তারার মতো চকচক করছিল। একটা চাপা উত্তেজনায় ওর সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

লোকটির বেশ বয়স হয়েছে। খাড়া নাক। চওড়া কপাল। চুল উঠে যাবার দরুন কপাল আরও চওড়া দেখাচ্ছে। পুরু খোঁচা খোঁচা গোঁফ। লোকটার মাথায় একটা অপেরা-হ্যাট। সেটা আবার মাথার পিছন দিকে ঠেলা। খোলা ওভারকোটের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম যে, লোকটা বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার সান্ধ্য পোশাক পরা। বেশ ভারী গম্ভীর মুখ। মুখের ওপর খুব স্পষ্ট বলিরেখা ফুটে উঠেছে। তাতে ওকে আরও ভীষণ দেখাচ্ছে। লোকটার হাতে একটা লাঠির মতো কিছু ছিল। সেটা মাটিতে নামিয়ে রাখতেই ঠং করে একটা ধাতব আওয়াজ হল। তারপর ওভারকোটের পকেট থেকে ও একটা বড়সড় ভারী জিনিস বের করল। এরপর মেঝেয় বসে লোকটা কী করছিল, তা দেখতে পেলাম না বটে তবে কিছুক্ষণ পরে হুড়কো বা ছিটকিনি ঠিকমতো লেগে গেলে যে রকম আওয়াজ হয়, সেই রকম একটা ঠক করে শব্দ হল। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে লোকটা গায়ের জোরে কোনও জিনিস চাড় দিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে বলে মনে হল। অনেকক্ষণ একটা ঘড়ঘড় শব্দ হবার পর আবার একটা খট করে শব্দ হল। শব্দটা বেশ জোরেই হল।

লোকটা এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল। ওর হাতের জিনিসটা এইবার দেখতে পেলাম। একটা বন্দুক। তবে বন্দুকের কুঁদোটা সাধারণ বন্দুকের কুঁদোর মতো নয়। একটু অদ্ভুত ধরনের। লোকটা বন্দুকের নলের পেছন দিকটা খুলে ফেলল। তারপর কোনও কিছু পুরে দিয়ে আবার কুঁদো আর নলটা ঠিক খাপে খাপে লাগিয়ে দিল। তারপর ধীর হামাগুড়ি দিয়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। জানলার কাছে গিয়ে লোকটা বন্দুকের নলটা খোলা জানলার ফ্রেমের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে রাখল। দেখলাম, ওর বিরাট গোঁফ বন্দুকের কুঁদোর সঙ্গে প্রায় ঠেকে গেছে। আর বাইরের দিকে তাকিয়ে লোকটা যেন কিছু যেন খুঁজছিল। হঠাৎ ওর চোখদুটো জ্বলে উঠল। বন্দুকের কুঁদোটা বেশ জুত করে বাগিয়ে ধরে লোকটা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। লোকটা যে কাকে তাক করেছে দেখতে পেলাম। লোকটা মিনিট দুয়েক পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইল। তার পরই ওর আঙুল ট্রিগারের ওপর চেপে বসল। একটা আশ্চর্য রকমের হাওয়া-কাটা শব্দ হল। আর তার পরই ঝনঝন করে কাচভাঙার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে হোমস বাঘের মতো সেই লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে

BanglaBook.org

চিত করে ফেলল। লোকটার গায়ের জোরও কম নয়। তক্ষুনি উঠেই দু'হাতে হোমসের গলা টিপে ধরল। আমি রিভলভারের বাঁট দিয়ে লোকটার মাথায় ঠক করে এক মোক্ষম ঘা লাগালাম। এক ঘা খেয়েই লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি লোকটাকে মাটির সঙ্গে চেপে ধরে রইলাম। হোমস পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করে জোরে ফুঁ দিল। রাস্তায় পুলিশের ভারী জুতোর ছোটাছুটির শব্দ শুনতে পেলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল আর এক জন সাদা পোশাক পরা ডিটেকটিভ সদর দরজা ঠেলে বাড়িতে ঢুকে সোজা আমরা যে-ঘরে ছিলাম, সেই ঘরে এসে হাজির হল।

"কে, লেস্ট্রেড নাকি?" হোমস জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ মিঃ হোমস। ডিউটিটা আমি নিজেই নিয়েছিলাম। আপনি লন্ডনে ফিরে এসেছেন দেখে খুব ভাল লাগল।"

"দেখো লেস্ট্রেড, আমার মনে হচ্ছে যে, তলায় তলায় বেসরকারিভাবে তোমাকে কিছু সাহায্য করা দরকার। এক বছরে তিন তিনটে খুন হল, অথচ একটারও খুনি ধরা পড়ল না। এটা তো ভাল কথা নয়। তবে হ্যাঁ, মোলসে রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে তুমি সাধারণত যে রকম করো, তার তুলনায় বেশ ভালই করেছ, সে কথা মানতেই হয়।"

আমরা সকলেই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। দু'জন কনস্টেবলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের বন্দি ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল। গোলমাল শুনে দু'-চার জন লোক বাড়ির সামনের রাস্তায় জড়ো হয়েছিল। হোমস জানলার কাছে গিয়ে শার্সি বন্ধ করে দিয়ে জানলার ভারী পরদা টেনে দিল। লেস্ট্রেড সঙ্গে দুটো মোমবাতি এনেছিল। সে মোমবাতি দুটো জ্বালিয়ে

BanglaBook.org

দিল। কনস্টেবলরা ওদের ঢাকা দেওয়া লণ্ঠনগুলো জ্বালল। এতক্ষণে ধরা পড়া লোকটিকে বেশ ভাল করে দেখতে পেলাম।

লোকটা আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। ওর মুখটা দেখলে প্রথমেই দুটো কথা মনে হয়। ওর গায়ে অসম্ভব ক্ষমতা আর ওর স্বভাব অত্যন্ত খারাপ। ওর মুখের ওপর দিকটা দেখলে দার্শনিকের চেহারা মনে পড়ে যায়। আর মুখের নীচের দিকটা দেখলে মনে হয় যে, লোকটা যেমন লোভী আর তেমনই নীচ প্রকৃতির। সুপথে বা কুপথে যাবার সব লক্ষণই ওর চেহারায় ফুটে উঠেছে। তবে ওর নীল প্রায়-বুজে-থাকা চোখের চাউনি আর মুখের বাঁকা হাসি দেখলে যে-কেউই বুঝতে পারবে, এর থেকে সহস্র হাত নয়, নিযুত হাত দূরে থাকা উচিত। লোকটা আমাদের দিকে এক বারও তাকায়নি। একদৃষ্টিতে ও শার্লক হোমসকে দেখছিল। ওর চাউনি দেখে বুঝলাম যে, শার্লক হোমসকে বাগে পেলে ও এক্ষুনি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ দেখে এটাও বুঝলাম যে, হোমসের হাতে ধরা পড়ে ও ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। ও কেবলই বিড়বিড় করে বলছিল, "শয়তান, ধূর্ত শয়তান।"

জামার কলার ঠিক করতে করতে হোমস বলল, "ওহ্ কর্নেল, সেই পুরনো যাত্রায় পালা শেষ হলে বন্ধুবান্ধবের যেমন মিলন হয়, আমাদের ব্যাপারটাও ঠিক সেই রকম হল, তাই না?—সেই রাইখেনবাখ জলপ্রপাতের ধারে আপনি যখন আমাকে তাক করে পাথর, চাঙড় গড়িয়ে দিচ্ছিলেন, তারপর বোধহয় আমাদের আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, কী বলেন?"

কর্নেল ভূতে-পাওয়ার মতো একদৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকিয়ে রইল। "ঘোড়েল, ফিচেল, ঘুঘু, শয়তান," ছাড়া আর কোনও কথা ওর মুখ দিয়ে বার হল না।

হোমস বলল, "এই যাঃ, আপনাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। এঁর নাম কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান। ইনি আমাদের রানির ভারতীয় সেনা বিভাগে ছিলেন। বন্যপ্রাণী শিকারে একেবারে সিদ্ধহস্ত। কত যে বাঘ মেরেছেন, তা বলা যায় না। তবে একটা কথা বলতে পারি, এঁর মতো এত বেশি বাঘ বোধহয় আর কেউ মারতে পারেননি।"

হোমসের কথার জবাবে কর্নেল কোনও কথাই বলল না। শুধু হোমসকে লক্ষ করতে লাগল। তবে ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর জ্বলজ্বলে চোখের হিংস্র ভাব দেখে আমার বাঘের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

হোমস বলল, "কর্নেল, আপনার মতো একজন ঝানু শিকারি আমার এই অতি সাধারণ ফাঁদে যে কী করে পা দিলেন তা ভেবে আমি নিজেই আশ্চর্য হচ্ছি। এ তো আপনার জানা ফাঁদ। আপনি কি গাছের তলায় ছাগলছানা রেখে গাছের ওপর মাচা বেঁধে বাঘের জন্যে বসে থাকেননি? এই ফাঁকা বাড়িটা হল আমার মাচা, আর আপনি হলেন সেই বাঘ। যখন আপনি বাঘ শিকারে যেতেন তখন একটা বন্দুক যদি ঠিকমতো কাজ না করে বা যদি একটার বেশি বাঘ এসে হাজির হয় তো, এই ভেবে আপনি নিশ্চয়ই সঙ্গে দু'-একটা বাড়তি বন্দুক নিয়ে যেতেন। এই এঁদের যে দেখছেন, এঁরা হচ্ছেন আপনার সেই বাড়তি বন্দুক। ব্যাপারগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে।"

কর্নেল মোরান হোমসের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। কনস্টেবলরা ওকে টেনে ধরল। রাগে প্রতিহিংসায় ওর মুখটা তখন কদাকার দেখাচ্ছিল।

হোমস বলল, "স্বীকার করতে লজ্জা নেই, একটা ব্যাপারে আমি ঠকে গেছি। আপনি যে

BanglaBook.org

এই বাড়ির সামনের জানলাটা আপনার কাজের জন্যে বেছে নেবেন, এটা ভাবতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিল যে, আপনি রাস্তা থেকেই কাজ সারবেন, তাই লেস্ট্রেডকে তার দলবল নিয়ে রাস্তায় নজর রাখতে বলেছিলাম। হিসেবের এই গরমিলটুকু ছাড়া আমি যা ভেবেছি, ঠিক তাই হয়েছে।"

কর্নেল লেস্ট্রেডের দিকে তাকাল, তারপর বলল, "আমাকে কোন অভিযোগে আপনি গ্রেফতার করছেন জানি না। তবে এই ভদ্রলোকের এই ধরনের ভাঁড়ামি সহ্য করতে আমি মোটেই রাজি নই। আমি যদি অপরাধী হই, তবে আইন অনুযায়ী আমার বিচার হোক।"

লেস্ট্রেড বললেন, "এটা খুবই যুক্তিযুক্ত কথা বটে। মিঃ হোমস আপনি আমাকে আর কিছু বলবেন, নাকি আমরা যাব!"

হোমস এক সময়ে মেঝে থেকে এয়ারগানটা কুড়িয়ে নিয়েছিল। দেখলাম, সেটা ও খুব ভাল করে দেখছে।

একটু থেমে হোমস বলল, "এটা একটা অসাধারণ অস্ত্র," তারপর বলল, "দারুণ জোরে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করবে, অথচ শব্দ হবে না একটুও। অন্ধ জার্মান কারিগর ফন হার্ডারকে আমি জানতাম। প্রোফেসর মরিয়ার্টি এই অস্ত্রটা ওকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিল। এটার কথা আমি অনেক দিন ধরে শুনছি, তবে আজই প্রথম জিনিসটা চাক্ষুষ করলাম। লেস্ট্রেড এই এয়ারগানটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করবে। আর কী ধরনের বুলেট এতে লাগে সেটাও দেখবে।"

"সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, মিঃ হোমস," বলে লেস্ট্রেড চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল, "আর কিছু বলতে চান নাকি?"

"হ্যাঁ, একটা কথা। কর্নেলের নামে কী অভিযোগ আনবে ভাবছ?"

"কেন?" লেস্ট্রেড রীতিমতো অবাক হয়ে হোমসের দিকে চাইল। "মিঃ শার্লক হোমসকে খুন করার চেষ্টার জন্যে কর্নেলকে অভিযুক্ত করা হবে।"

"না, লেস্ট্রেড। এ ব্যাপারটার সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না। আজকের এই আশ্চর্য উপায়ে গ্রেফতার করার সমস্ত কৃতিত্ব তোমার, শুধু তোমারই। হ্যাঁ লেস্ট্রেড, আমি তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সত্যি, যে রকম বুদ্ধির প্যাঁচে আর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তুমি একে গ্রেফতার করলে, তার জন্য তোমাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না।"

"গ্রেফতার করলাম? কাকে গ্রেফতার করলাম, মিঃ হোমস?"

"যাকে ধরবার জন্যে সমস্ত পুলিশবাহিনী হন্যে হয়ে ঘুরছে। সেই কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান, যিনি অনারেবল রোনাল্ড অ্যাডেয়ারকে তাঁর ৪২৭ নম্বর পার্ক লেনের বাড়ির দোতলা ঘরে এয়ারগানের এক্সপ্যান্ডিং বুলেট দিয়ে খুন করেছিলেন গত মাসের ৩০ তারিখে। এই অভিযোগেই তুমি কর্নেলকে অভিযুক্ত করবে। এখন ওয়াটসন, যদি ভাঙা জানলা দিয়ে বয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসে তোমার ঠান্ডা লাগবার ভয় না থাকে তো চলো সিগার খেতে খেতে একটু গল্পটল্প করা যাক।"

মাইক্রফট জেমস আর মিসেস হাডসনের চেষ্টায় আমাদের পুরনো বাসাটি আগের মতোই আছে। তবে ঘরে পা দিতেই প্রথমে যেটা নজরে পড়ে সেটা হল যে, ঘরদোর বড় বেশি সাজানো-গোছানো। কিন্তু আগেকার অগোছালো দিনের কিছু কিছু ছাপ ঘরের চার পাশে ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরের যে-দিকটায় হোমস তার নানান ধরনের রাসায়নিক

BanglaBook.org

পরীক্ষানিরীক্ষা করত, সেই দিকের দেওয়ালেও কাচের একটা টেবিলে নানান রাসায়নিক দ্রব্যের ছাপছোপ লেগে রয়েছে। ঘরের এক পাশে বইয়ের র‍্যাকে বড় আকারের দুটো বিরাট বিরাট টুকরো খবরের খাতা। আমি জানি লন্ডনে এমন বহু লোক আছে যারা ওই খাতাদুটো নষ্ট হয়ে গেলে খুবই খুশি হবে। হোমসের বিচিত্র সব নকশাকরা বেহালার বাক্স, পাইপের তাক, এমনকী সেই পার্সিয়ান চটিটি যার মধ্যে হোমসের তামাকের থলি থাকে, সবকিছুই আমার নজরে পড়ল। ঘরের ভেতরে দু'জনকে দেখতে পেলাম। এক জন মিসেস হাডসন। আর এক জন নকল শার্লক হোমস। আজকের সন্ধের এই অ্যাডভেঞ্চারে এই অদ্ভুত মূর্তিটার পার্টও বড় কম নয়। মূর্তিটা শার্লক হোমসের একটা মোমের আবক্ষ প্রতিমূর্তি, খুব সুন্দর করে তৈরি। একটা নিচু টেবিলের ওপর ওই আবক্ষ মূর্তিটা রাখা। হোমসের একটা ড্রেসিং গাউন মূর্তিটার গায়ে চাপানো। তাতে সব ব্যাপারটা বেশ স্বাভাবিক আর জীবন্ত হয়ে উঠেছে।"

"মিসেস হাডসন, আমি যেমন যেমন বলেছিলাম আপনি সেগুলো ঠিকমতো করেছিলেন তো?"

"হ্যাঁ। আপনার কথামতো আমি হামাগুড়ি দিয়ে ওটার কাছে গিয়েছিলাম।"

"চমৎকার। আপনি একদম নিখুঁত ভাবে সবকিছু করেছেন। বুলেটটা কোন দিকে গিয়েছিল, খেয়াল করেছিলেন কি?"

"হ্যাঁ। আপনার এই সুন্দর আবক্ষ মূর্তিটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। গুলিটা মূর্তির মাথা ভেদ করে দেওয়ালে গিয়ে লাগে। কার্পেটের ওপর গুলিটা পড়েছিল দেখে তুলে রেখেছি। এই যে সেই গুলিটা।"

হোমস বুলেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিল, "ওয়াটসন, তুমি জানো নিশ্চয়ই যে এ ধরনের বুলেটকে বলে সফট রিভলভার বুলেট। লোকটা সত্যিই প্রতিভাশালী। এয়ারগান থেকে এ ধরনের বুলেট ছোড়ার কথা কারও মাথাতেই আসবে না। ঠিক আছে মিসেস হাডসন, আপনি যা করেছেন তার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার ছুটি। আপনি এখন যেতে পারেন। আর ওয়াটসন, তুমি তোমার নিজের চেয়ারে গিয়ে বোসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এই কেসটার বেশ কটা পয়েন্ট তোমার সঙ্গে আলোচনা করে নিতে চাই।"

হোমস গা থেকে সেই পুরনো তেল চিটচিটে ওভারকোটটা খুলে ফেলেছিল। এখন হোমসকে ঠিক আগের মতো দেখাচ্ছিল। হোমস মূর্তির গা থেকে ওর ধূসর রঙের ড্রেসিং গাউনটা তুলে গায়ে চাপিয়ে নিল।

"এ কথা মানতে হবে যে, বয়স হলেও আমাদের এই বৃদ্ধ শিকারির নার্ভ এখনও বেশ শক্ত আছে, আর চোখের দৃষ্টিও রীতিমতো প্রখর।" নিজের আবক্ষ মূর্তির প্রায় উড়ে-যাওয়া খুলিটার দিকে তাকিয়ে হোমস হাসতে হাসতে বলল।

"ঠিক খুলির পিছনে গিয়ে বুলেটটা লেগেছে। তারপর মাথা ছেঁদা করে বেরিয়েছে। ভারতবর্ষে ওর মতো অব্যর্থ লক্ষ আর দ্বিতীয় কোনও লোকের ছিল না। তুমি কি ওর নাম শুনেছিলে?"

"না, আমি ওর নাম শুনিনি।"

"সে কী! এত নাম! অবশ্য আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তুমি তো প্রোফেসর জেমস মরিয়ার্টির নামই শোনোনি। মরিয়ার্টির মতো এ রকম ধুরন্ধর শয়তান তো এই শতাব্দীতে জন্মায়নি। বইয়ের র‍্যাক থেকে জীবনীর যে নির্ঘণ্টটা আছে সেটা দাও তো।"

BanglaBook.org

হোমস তার আরামচেয়ারে বসে আরাম করে হেলান দিয়ে সিগারের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তার জীবনীসংগ্রহের নির্ঘণ্টের পাতা ওলটাতে লাগল।

"এম' দিয়ে শুরু নামের তালিকাটা বেশ জবরদস্ত। মরিয়ার্টির জীবনের সবকিছু লেখা আছে। শুধু মরিয়ার্টিকে নিয়েই একটা বই লেখা যায়। তারপর হচ্ছে মরগান। লোকটা বিষ দিয়ে লোক মারতে পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। তারপর দেখছি মেরিডিউ। লোকটা এত জঘন্য প্রকৃতির যে, ওর নাম উচ্চারণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। তারপর ম্যাথিউজ। লোকটা চেয়ারিং ক্রশ স্টেশনে আমার বাঁ দিকের শ্বদন্তটা উপড়ে ফেলেছিল। তারপর রয়েছে আমাদের আজকের সন্ধ্যার অতিথি।"

হোমস খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি পড়লাম: মোরান, সেবাস্টিয়ান, কর্নেল। এখন বেকার। আগে বাঙ্গালোর পাইওনিয়ারের প্রথম বিভাগে চাকরি করত। লন্ডনে আঠারোশো তিরিশ সালে জন্ম। বাবার নাম স্যার অগস্টস মোরান, সি বি। (ইনি কিছুকাল পারস্যদেশে ব্রিটিশ মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলেন) শিক্ষা চিনে ও অক্সফোর্ডে। জোওয়াকি যুদ্ধে ও আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া চরসিয়ার, শেরপুর এবং কাবুলেও কাজ করেছেন। হেভি গেমস ইন ওয়েস্টার্ন হিমালয়াস (১৮৮১) এবং থ্রি মান্থস ইন দ্য জাঙ্গল (১৮৮৪) নামে দুটি বইয়ের লেখক। ঠিকানা কনডুইট স্ট্রিট। দি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, দ্য ট্যাংকারভিল, দ্য ব্যাগাটেল কার্ড ক্লাবের সভ্য।'

এরপর হোমসের হাতের গোটা গোটা অক্ষরে পরিষ্কার লেখা: 'লন্ডন শহরের দু' নম্বর সাঙ্ঘাতিক লোক।'

হোমসকে খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "খুব আশ্চর্য ব্যাপার তো! লোকটির সম্বন্ধে যা লেখা, তাতে তো বেশ সম্ভ্রান্ত ও সাহসী সৈনিক বলেই মনে হয়।"

হোমস বলল, "সে কথা ঠিক বটে। অনেকদিন পর্যন্ত ও বেশ সহজ সরল লোক ছিল। তবে লোকটার ধাত খুব কড়া। ওর সম্বন্ধে একটা কথা এখনও ভারতবর্ষে চলে। সেটা হল যে, একবার ও একটা আহত নরখাদক বাঘকে নর্দমার ভেতরে তাড়া করেছিল। বুঝলে ওয়াটসন, অনেক গাছ দেখবে যেগুলো কিছু দূর পর্যন্ত খাড়া উঠে গেছে আর তার পরই গাছটা বেঁকেচুরে একটা কিম্ভূত রূপ ধরেছে। এই ব্যাপারটা মানুষের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। আমার একটা থিয়োরি আছে। সেটা হল যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তার বংশের আকৃতি আর ধারা প্রকাশ পায়। তবে কখনও কখনও হঠাৎ কোনও একজনের মধ্যে তার পূর্বপুরুষের একজনের চরিত্রের দোষগুণ, ভালমন্দ খুব বেশি ভাবে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ সেই লোকটি হঠাৎ খুব বেশি রকমের ভাল বা খারাপ হয়ে উঠতে পারে। ফলে সেই লোকটি তার বংশের ভাল-মন্দের প্রতীক হয়ে ওঠে।"

আমি বললাম, "এটা একটু মাত্রাছাড়া কল্পনা হয়ে যাচ্ছে না।

"যাকগে, এ ব্যাপারে আমি তোমার ওপর জোর জবরদস্তি করতে চাই না। তবে কারণ যাই হোক না কেন, কর্নেল মোরান ক্রমশ খারাপ হয়ে যেতে লাগল। শেষকালে অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে, ওর পক্ষে ভারতবর্ষে বাস করাই দায় হল। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে মোরান লন্ডনে ফিরে এল। কিছু দিনের মধ্যেই লন্ডন শহরের কুখ্যাত লোকেদের মধ্যে মোরান বেশ আসর জমিয়ে বসল। ক্রিমিনালদের মধ্যে ওর যখন বেশ নামডাক হয়েছে, তখনই মরিয়ার্টি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিছুদিনের মধ্যেই ও মরিয়ার্টির ডান হাত হয়ে ওঠে। মরিয়ার্টি

BanglaBook.org

ওকে প্রচুর টাকাপয়সা দিত। আর খুব দরকার না পড়লে মোরানকে কোনও কাজে লাগাত না। যে-সব কাজ খুব শক্ত, যে-সব কাজ সাধারণ খুনে-গুন্ডাদের দিয়ে হবার নয়, সেই ধরনের কাজের ফয়সালা করতেই মোরানের ডাক পড়ত। আঠারোশো সাতাত্তর সালের মিসেস স্টুয়ার্টের খুনের ব্যাপারটা তোমার মনে আছে কি? বুঝলে ওয়াটসন, আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, ওটা মোরানেরই কাজ। তবে কোনও কিছুই প্রমাণ করা যায়নি। মোরানকে ওরা এমন লুকিয়ে লুকিয়ে রাখত যে মরিয়ার্টির দল যখন ধরা পড়ল তখন মোরানের সঙ্গে মরিয়ার্টির কোনও যোগাযোগই আমরা প্রমাণ করতে পারলাম না। যে-দিন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে তোমার বাড়ি যাই, সে দিনের কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই। সেদিন আমি এয়ারগানের ভয়ে ঘরের সব জানলা বন্ধ করে দিই সে কথাও তুমি ভোলোনি নিশ্চয়ই। সে দিন তোমার মনে হয়েছিল যে, আমি রজ্জুতে সর্পভ্রম করছি। কিন্তু আমি যা করে ছিলাম, তা ভেবেচিন্তেই করে ছিলাম। আমি এয়ারগানের খবর জানতে পেরেছিলাম। আর এয়ারগান যে ছুড়বে, তার নিশানা যে অব্যর্থ তাও আমি জানতাম। আমরা যখন সুইজারল্যান্ডে যাই তখন মরিয়ার্টির সঙ্গে মোরানও আমাদের ধাওয়া করেছিল। আর রাইখেনবাখ জলপ্রপাতে মরিয়ার্টির মৃত্যুর পর ও-ই যে আমাকে পাথর চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল সে ব্যাপারে আমার মনে অন্তত কোনও সন্দেহই নেই।

"তারপর আমি যখন লুকিয়ে লুকিয়ে ফ্রান্সে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন আমি রোজ খবরের কাগজ খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে ওঁর কার্যকলাপের দিকে নজর রাখতাম। যত দিন এই লোকটি লন্ডন শহরে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করবে তত দিন আমার বেঁচে থাকাটাই একটা সমস্যা হয়ে থাকবে। দুষ্টগ্রহের মতো ও আমাকে সব সময় তাড়া করে ফিরবে। আর চেষ্টা করতে করতে একদিন হয়তো ও আমাকে খতম করে দেবে। উলটো দিকে আমার সমস্যা হল, আমি কী করব? আমি তো আর ওকে মেরে ফেলতে পারি না। তাতে লাভের মধ্যে লাভ হবে এই যে, আমিই ফাঁসিকাঠে ঝুলব। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরবার করেও লাভ নেই। কারণ আমার কথা সব সত্যি হলেও সেগুলোকে অন্যের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার মতো কোনও প্রমাণ আমার হাতে নেই। সাধারণ ভাবে লোকের মনে হতে পারে যে, এ সবই আমার নিছক সন্দেহ। যাকে ফ্যাক্ট বলে তা তো নয়। তাই আমার দিক থেকে ঠিক তখনই করবার কিছুই ছিল না। গা-ঢাকা দিয়ে আমি শুধু অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি যেখানে যত অপরাধমূলক কাজ-কারবার হচ্ছে তার খবর জোগাড় করতে লাগলাম। আমি জানতাম যে, আজই হোক আর কালই হোক ধরে আমি ওকে ফেলবই। এই রকম যখন অবস্থা তখন রবার্ট অ্যাডেয়ার খুন হল। এতদিন ধরে যে-সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম, সে সুযোগ এল। আমি বুঝতে পারলাম যে এই খুন কর্নেল মোরান ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। মোরান অ্যাডেয়ারের সঙ্গে ক্লাবে তাস খেলেছিল। ওরা দু'জনে একই সঙ্গে ক্লাব থেকে বেরিয়েছিল। তারপর ও রবার্ট অ্যাডেয়ারকে অনুসরণ করে ওর বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল। ও-ই খোলা জানলা দিয়ে গুলি ছুড়ে রবার্টকে খুন করে। ব্যাপারটা যে এই রকমই ঘটেছে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। ওই ঘরের মধ্যে যে-বুলেট পাওয়া গেছে, তার দ্বারাই কর্নেলকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আমি আর দেরি না করে লন্ডনে ফিরে এলাম। লন্ডনে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর লোকেরা আমাকে দেখে ফেলল। আর আমার আসবার খবরও মোরানকে জানিয়ে দিল। আমার হঠাৎ লন্ডনে ফিরে আসবার কারণ যে কী হতে পারে তা বুঝতে ওর ভুল হল না। আমি

BanglaBook.org

এই'ভাবে হঠাৎ ফিরে আসায় ও যে খুব ভয় পাবে তা আমি জানতাম। আর এ কথাও জানতাম যে, প্রথম সুযোগেই ও আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে। আমাকে খুন করবার জন্যে যে ও ওই এয়ারগানটা ব্যবহার করবে তা-ও আমি জানতুম। তাই আমি ওর সুবিধের জন্যে একটা নিশানা রেখে এলাম আমার ঘরের জানলার কাছে। ইতিমধ্যে পুলিশকেও সব কথা জানিয়ে রাখলাম। ভাল কথা ওয়াটসন, আমাদের বাড়ির দরজার কাছে যাদের ঘোরাঘুরি করতে দেখে তুমি সন্দেহে করেছিলে তারা আসলে পুলিশের লোক। পুলিশকে রাস্তায় মোতায়েন করে আমি ঠিক করলাম যে, এই খালি বাড়ি থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব লক্ষ করব। যে-কথাটা আমার একবারও খেয়াল হয়নি সেটা হল এই যে, মোরান তার কাজ হাসিল করবার জন্যে এইখানেই আসতে পারে। সব ব্যাপারটা হল যাকে বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।...ওয়াটসন, আর কিছু ব্যাখ্যা করে বলতে হবে কি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। একটা কথা বুঝলাম না। রবার্ট অ্যাডেয়ারকে মোরান খুন করল কেন? খুনের পেছনে উদ্দেশ্যটা কী?"

"দেখো ওয়াটসন, খুনের 'মোটিভ'টা আন্দাজ করতে পেরেছি। তবে আন্দাজ করার ক্ষেত্রে অসাধারণ বুদ্ধিমান লোকেরও ভুল হতে পারে। তাই প্রত্যেকেরই এ সম্বন্ধে নিজের নিজের মত থাকতে পারে। আর এই সব ভিন্ন ভিন্ন মতের যে-কোনও একটা ঠিক হতে পারে। আমার মতটাই ঠিক আর তোমারটা ভুল এ কথা জোর করে বলা যাবে না।"

"তা তোমার মতটা কী শুনি।"

"জানা গেছে যে, অ্যাডেয়ার আর মোরান জুটি তাস খেলায় অনেক টাকার বাজি জিতেছিল। মোরান এই খেলার সময় জোচ্চুরি করত, সে কথা আমি জানতাম। আমার মনে হয় সে দিন খেলতে খেলতে মোরানের এই জোচ্চুরি অ্যাডেয়ার কোনও ভাবে টের পেয়ে যায়। খেলার পর দু'জনে যখন ক্লাব থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে আসে তখন অ্যাডেয়ার মোরানকে সরাসরি চেপে ধরে। হয়তো ওকে এই বলে ভয় দেখায় যে, মোরান যদি তাস খেলা আর ক্লাবের সদস্যপদ ছেড়ে না দেয় তো অ্যাডেয়ার এই জালজোচ্চুরির কথা ফাঁস করে দেবে। অ্যাডেয়ার আসলে অত্যন্ত শিক্ষিত সজ্জন ভদ্র যুবক। ওর পক্ষে কোনও বয়স্ক লোককে পাঁচজনের সামনে খোলাখুলি ভাবে চোর বদনাম দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তাই এই নিয়ে ও কোনও রকম হইচই করতে চায়নি। অ্যাডেয়ারের কথা শুনে মোরানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তাস খেলা বন্ধ হলে ওর সমূহ বিপদ। তাসে লোক ঠকিয়ে পয়সা উপায় করেই এখন ওর দিন চলে। তাই প্রাণের দায়ে ও অ্যাডেয়ারকে খুন করতে বাধ্য হয়। যে-সময় অ্যাডেয়ারকে মোরান খুন করে সেই সময়ে অ্যাডেয়ার যারা খেলায় হেরেছে তাদের থেকে নিজের ভাগের টাকাটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে হিসেব করছিল। পাছে সেই সময় তার মা-বোন এসে পড়ে আর তাকে জিজ্ঞেস করে যে, সে লোকের নামের তালিকা আর টাকাপয়সা নিয়ে কী করছে তাই অ্যাডেয়ার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল। কী হে, কথাটা মনে ধরল?"

"তুমি যা বললে তাই হয়েছে বলে মনে হয়।"

"আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে তা বিচারের সময় জানা যাবে। যাই হোক মোরান আর আমাদের বিরক্ত করবে না। ইতিমধ্যে ফন হার্ডার এই অদ্ভুত এয়ারগান স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিউজিয়মে শোভা পাবে। আর মিঃ শার্লক হোমসও লন্ডন শহরের এই বিচিত্র জনসমারোহের মধ্যে দু'-একটা ছোটখাটো সমস্যার সমাধান বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে করতে পারবে।"

BanglaBook.org

নরউডের ঠিকেদার

শার্লক হোমস বলল, "অপরাধ-বিশেষজ্ঞের দিক থেকে যদি দেখো তা হলে তোমাকে মানতেই হবে যে, প্রোফেসর মরিয়ার্টি মারা যাবার পর থেকেই লন্ডন শহরের সব আকর্ষণই নষ্ট হয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "শহরের যে হাজার হাজার লোক আইনটাইন মেনে ভদ্র ভাবে বাস করেন, তাঁরা তোমার কথায় সায় দেবেন বলে মনে হয় না।"

চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে উঠতে উঠতে হোমস মুচকি হেসে বলল, "ঠিক আছে, আমি আর স্বার্থপরের মতো কথা বলব না। সমাজের লাভ হয়েছে নিশ্চয়ই। একমাত্র বেকার-বিশেষজ্ঞ ছাড়া আর কারও ক্ষতি হয়নি। শুধু সেই হতভাগ্য বিশেষজ্ঞের আর কিছু করবার রইল না। যতদিন মরিয়ার্টি বেঁচে ছিল প্রতিদিন সকালবেলায় খবরের কাগজ হাতে নিলেই মনে হত একটা কোনও ঘটনা ঘটতে চলেছে। বেশিরভাগ সময়ই খুব সামান্য একটা ব্যাপার বুঝলে ওয়াটসন, অতি সাধারণ একটা ব্যাপার থেকেই আমি টের পেয়ে যেতাম যে, এর পেছনে সেই শয়তানি বুদ্ধি কাজ করছে। বিরাট একটা মাকড়সার জালের একটা সুতো অল্পমাত্র কেঁপে উঠলেই কুৎসিত মাকড়সার হদিস যেমন পাওয়া যায়, মরিয়ার্টির খবরটাও ঠিক তেমনই। সামান্য ছিঁচকে চুরি, ছোটখাটো হাঙ্গামা, ভীষণ মারামারি, কোনওটার সঙ্গেই কোনওটার যোগ আছে বলে সাধারণ ভাবে মনে হবে না। তবে রহস্যের সূত্র যার হাতে আছে তার কাছে সব ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার। যে লোক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অপরাধতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চায়, তার কাছে ক'দিন আগে পর্যন্ত লন্ডনই ছিল যাকে বলে স্বর্গ। এ ব্যাপারে লন্ডনের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাজধানীর কোনও তুলনাই হয় না। আর এখন—"

তার কথা শেষ না করে হোমস নাচার ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। হোমসের মুখ-মশকরার ভাব দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে মরিয়ার্টির হাত থেকে লন্ডনবাসীদের উদ্ধার করে সে নিজেও কম খুশি হয়নি।

যে-সময়ের কথা বলছি, হোমস তার মাসকয়েক আগে বাজেল ফিরে এসেছে। হোমসের কথায় আমি আমার ডাক্তারি প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিয়ে আবার বেকার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছি। ভারনার নামে এক ছোকরা ডাক্তার আমার কেনসিংটনের ছোট্ট প্র্যাকটিস বেশ মোটা দামেই কিনে নিয়েছিল। কোনও রকম দরাদরি না করে ওই ছোকরা এককথায় অত দাম দিতে রাজি হওয়ায় আমি খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। পরে অবশ্য ভেতরের কথা টের পাই। ভারনার ছোকরা হোমসের কী রকম যেন আত্মীয়। আর ওই টাকাটা হোমসই ওকে জোগাড় করে দেয়।

BanglaBook.org

হোমস যে-কথাটা একটু আগেই বলছিল সেটা কিন্তু ঠিক নয়। এই ক'মাস আমি যে বেকার হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসেছিলাম তা কিন্তু নয়। আমার ডায়েরির পাতা ওলটাতে গিয়ে নজরে পড়ল যে, ওই সময়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মুরিল্লোর কাগজপত্র সংক্রান্ত মামলার দায়িত্ব হোমসকে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও আর একটা ঘটনার তদন্তও হোমস এই সময়ে করেছিল। আর এই তদন্ত করতে গিয়ে আমরা দু'জনেই অল্পের জন্যে বেঁচে যাই। রহস্যটা হল ওলন্দাজ জাহাজ ফ্রিজল্যান্ডকে নিয়ে। হোমসের স্বভাব এমনই যে, ও লোকজনের সঙ্গে বেশি মেশামেশি করা পছন্দ করে না। ওর স্বভাবে খানিকটা অহংকারও আছে। আর তাই ওর রহস্য অনুসন্ধানের সব কথা সাধারণ লোকে জানুক বা তা নিয়ে সবাই হইচই করুক এটা ও ভীষণ রকম অপছন্দ করে। তাই ও আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে, ও নিজে থেকে মত না-দেওয়া পর্যন্ত এ সব রহস্যভেদের কথা আমি লিখতে পারব না। কিছু দিন হল হোমস মত দিয়েছে।

হাসি-ঠাট্টার পালা শেষ করে হোমস তার নিজস্ব আরামকেদারায় বেশ করে এলিয়ে বসে তারিয়ে তারিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। এমন সময় সদর দরজার ঘণ্টাটা জোরে বেজে উঠল। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ কানে এল। মনে হল কেউ যেন দরজার পাল্লায় গুম গুম করে কিল মারছে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা হট্টগোল আর সিঁড়িতে দুদ্দাড় শব্দ শুনতে পেলাম। কী হচ্ছে বুঝে ওঠবার আগেই এক যুবক ঘরে ঢুকল। যুবকের চোখে-মুখে একটা ভয়ের ভাব ফুটে উঠেছে। মাথার চুল উসকোখুসকো। জামাকাপড় আলুথালু। যুবক ঘরে পা দিয়েই আমাদের দু'জনের দিকে তাকাল। হঠাৎ ওর খেয়াল হল যে, এই ভাবে না বলে-কয়ে দুম করে ঘরে ঢুকে পড়ার জন্যে ওর আমাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

যুবক বলল, "মিঃ হোমস, আপনারা আমার অপরাধ নেবেন না। আমার মাথার ঠিক নেই। মিঃ হোমস, আমিই হচ্ছি হতভাগ্য জন হেক্টর ম্যাকফারলেন।"

যুবকটি এমন ভাবে নিজের নাম বলল যে, তাতে মনে হয় ওর নাম শোনামাত্র আমরা ও কেন এসেছে তা বুঝে যাব। হোমসের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে ওর অবস্থাও আমার মতো। যুবক যে কেন এসেছে তা ও টের পায়নি।

নিজের সিগারেট-কেসটা এগিয়ে দিয়ে হোমস বলল, "মিঃ ম্যাকফারলেন, আপনি একটা সিগারেট ধরান। আপনার শরীর-মনের যা অবস্থা দেখছি তাতে আমার বন্ধু ডঃ ওয়াটসন নিশ্চয়ই আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দেবেন। গত কয়েক দিন যা ঝড় বয়ে গেছে তার জন্যেই বোধহয় আপনার শরীরে জুত নেই। আপনি আগে এই চেয়ারে বসুন। একটু জিরিয়ে নিন। তারপর আপনার সব কথা—কী আপনার পরিচয়, কেনই বা আপনি আমাদের কাছে এসেছেন—আমাদের খুলে বলুন। আপনি আপনার নাম এমন ভাবে বললেন যে মনে হল, নাম শুনেই আমরা আপনাকে চিনতে পারব। কিন্তু বিশ্বাস করুন যে, আপনি অবিবাহিত, আইনজীবী, ফ্রি মেসন দলের সভ্য আর আপনার হাঁপানি আছে, এ ছাড়া আপনার সম্বন্ধে আমি আর কিছুই জানি না।"

শার্লক হোমসের কাজের ধারার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। হোমস যে কেন ওই কথাগুলো বলল তা বুঝতে পারলাম। ম্যাকফারলেনের জামাকাপড় অগোছালো, বগলে একতাড়া আদালতের কাগজ, ঘড়ির ব্যান্ডে ফ্রি মেসন দলের ব্যাজ লাগানো। ও বেশ জোরে

BanglaBook.org

জোরে দম নিচ্ছিল। হোমসের কথা শুনে আমাদের মক্কেল তো রীতিমতো হাঁ হয়ে গেল।

"মিঃ হোমস, আপনি যা যা বললেন আমি তাই। আর ঠিক এই মুহূর্তে আমি হচ্ছি লন্ডন শহরের সবচেয়ে দুর্ভাগা লোক। ভগবানের নাম নিয়ে বলছি মিঃ হোমস, আপনি আমাকে বাঁচান। আমার যা বলবার আছে তা আপনাকে সব বলবার আগে ওরা যদি আমাকে গ্রেফতার করতে আসে তো আপনি ওদের বাধা দেবেন। তা না হলে আসল কথা আমার আর বলা হবে না। আপনাকে সব কথা জানাবার পরে যদি পুলিশ আমাকে জেলে পুরে দেয় তো আমার কোনও আক্ষেপ থাকবে না। আমি জানব যে, জেলখানার বাইরে আপনি আমার হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।"

"আপনাকে গ্রেফতার করবে!" হোমস বলে উঠল। "এ তো খুবই আনন্দের—মানে গুরুতর কথা। কীসের জন্যে পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করবে বলে মনে করছেন?"

"লোয়ার নরউডের জন ওলডেকারকে খুন করবার অভিযোগে।"

শার্লক হোমসের মুখ দেখে মনে হল যে, ম্যাকফারসনের জন্যে ওর দুঃখ হচ্ছে ঠিকই, তবে হঠাৎ একটা রহস্যের সন্ধান পেয়ে ও মনে মনে খুবই খুশি হয়ে উঠেছে।

"কী কাণ্ড!" হোমস বলল। "একটু আগেই চা খেতে খেতে আমি আমার বন্ধু ডঃ ওয়াটসনকে বলছিলাম যে, আজকাল খবরের কাগজে সে রকম গায়ে-কাঁটা-দেওয়া খবর বড় একটা থাকে না।"

আমাদের মক্কেল কাঁপা কাঁপা হাতে হোমসের কোলের ওপর থেকে 'ডেলি টেলিগ্রাফ' কাগজটা তুলে নিল।

"আপনি যদি কাগজটা পড়তেন তো আপনি একনজরে বুঝতে পারতেন যে, আমি কে আর কেনই বা আমি আপনার কাছে এসেছি। আমার ধারণা হয়েছিল যে, আমার নাম আর আমার বিপদের কথা বোধহয় লোকের মুখে মুখে ফিরছে।" ম্যাকফারলেন কাগজের মাঝখানের পাতাটা বের করে কাগজটা মুড়ে রাখল। তারপর বলল, "খবরটা আমি আপনাদের পড়ে শোনাই। মিঃ হোমস, আপনি দয়া করে শুনুন। কাগজের হেডলাইন হচ্ছে: লোয়ার নরউডে রহস্যজনক ঘটনা। বিখ্যাত এক ঠিকাদার উধাও। খুন করা ও আগুন লাগানো হয়েছে বলে অনুমান। অপরাধীকে শনাক্ত করবার সূত্র পাওয়া গেছে। এই সূত্র ধরেই ওরা এগোচ্ছে আর আমি জানি যে শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকেই গ্রেফতার করবে। লন্ডন ব্রিজ স্টেশন থেকে পুলিশ আমাকে ধাওয়া করেছে। ওরা বোধহয় এখনও গ্রেফতার পরোয়ানাটা জোগাড় করতে পারেনি। সেটা পেলেই ওরা আমাকে ধরবে। এই কথা আমার মায়ের কাছে পৌঁছোলে তিনি যে কী আঘাত পাবেন তা বলতে পারি না। এই দারুণ আঘাত তিনি হয়তো সহ্যই করতেই পারবেন না।" ম্যাকফারলেন চেয়ারে বসে হাত কচলাতে লাগল।

আমি যুবকটিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম। যেমন-তেমন নয়, এর বিরুদ্ধে একেবারে মানুষ খুন করার অভিযোগ। ম্যাকফারলেনের চেহারা বেশ ভাল। তবে আহামরি গোছের নয়। নীল চোখদুটো দেখলেই বোঝা যায় যে, ভয়ে একদম আধমরা হয়ে গেছে। দাড়ি-গোঁফ বেশ নিখুঁত ভাবে কামানো। পোশাক ভদ্রলোকের মতো। ওর কোটের পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বেরিয়ে ছিল। সেই কাগজগুলো দেখলেই ও কী কাজ করে যে-কেউ বুঝতে পারবে।

BanglaBook.org

হোমস বলল, "আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। তাই চটপট সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। ওয়াটসন, তুমি কি খবরের কাগজ থেকে খবরটা পড়ে শোনাবে?"

আমাদের মক্কেল মোটা হরফে ছাপা হেডলাইনগুলো আমাদের পড়ে শুনিয়ে ছিল। হেডলাইনের নীচে যে খবর ছাপা হয়েছিল সেটা আমি পড়তে লাগলাম:

গত রাত্রে বা আজ খুব ভোরে লোয়ার নরউডে যে দারুণ ঘটনা ঘটে গেছে তা দেখে মনে হয় এটি একটি পরিকল্পিত ক্রাইম। মিঃ জোনাস ওলডেকারকে ওই অঞ্চলের সকলে চেনে। দীর্ঘকাল ওখানে তিনি ঠিকাদারের কাজ করছেন। মিঃ ওলডেকার বিয়ে করেননি। বয়স বাহান্ন বছর। মিঃ ওলডেকার সিডেনহ্যামে ডিপ ডেন স্ট্রিটের শেষ বাড়ি ডিপ ডেন হাউসে থাকেন। ভদ্রলোক বেশ খামখেয়ালি স্বভাবের মানুষ, চুপচাপ থাকেন। কারও সঙ্গে মেলামেশা করেন না। কিছু দিন হল ঠিকাদারির কাজ তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। লোকে বলে ঠিকাদারি করে তিনি বেশ ভাল পয়সাই রোজগার করেছেন। মিঃ ওলডেকারের বাড়ির পেছনের উঠোনে ভাঙাচোরা বেশ কিছু কাঠের পাটা জড়ো করে রাখা আছে। গত রাত্রে বারোটা নাগাদ সেই কাঠের গাদায় আগুন লেগে যায়। আগুন লাগতেই লোকজন হইহই করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দমকলে খবর দেওয়া হয়। দমকলের লোকরাও তক্ষুনি এসে পড়ে, কিন্তু শুকনো কাঠের গাদায় আগুন হুহু করে ছড়িয়ে পড়ে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দমকলের লোকজন আগুন নিভিয়ে ফেলে। তবে ততক্ষণে সব কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত পাড়ার লোকেরা ব্যাপারটাকে নিছক একটা দুর্ঘটনা বলেই মনে করেছিল। কিন্তু পরে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যা দেখে মনে হয় যে ব্যাপার রীতিমতো জটিল। প্রথমত আগুন লাগবার পর থেকে ঘটনাস্থলে বাড়ির মালিককে একবারও দেখা যায়নি। এতে সকলেই খুব আশ্চর্য হয়ে যায়। তখন মিঃ ওলডেকারের খোঁজ পড়ে যায়। মিঃ ওলডেকারকে পাওয়া

BanglaBook.org

যায়নি। তিনি একদম উধাও হয়ে গেছেন। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা যায় যে, তিনি রাত্রে ঘুমোতে যাননি। ঘরের মধ্যে একটা সিন্দুক ছিল। সিন্দুক খোলা। ঘরের মেঝেতে দরকারি কিছু কাগজপত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঘরের অবস্থা দেখে মনে হল, ঘরের মধ্যে বেশ জোর একচোট ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে। ঘরের আসবাবপত্রে রক্তের ছিটে ছিটে দাগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে একটা ওক কাঠের ছড়ি পাওয়া গেছে। ছড়িটার হাতলে রক্তের ছাপ লেগে আছে। খবরে জানা গেছে যে, ওই রাত্রে মিঃ ওলডেকারের সঙ্গে দেখা করতে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। খবরে আরও জানা গেছে যে, ওই লাঠিটি সেই ভদ্রলোকের। ভদ্রলোকের পরিচয়ও জানা গেছে। ভদ্রলোকের নাম জন হেক্টর ম্যাকফারলেন। লন্ডনে আইন ব্যবসা করেন। ৪২৬ নং গ্রেসাম বিলডিংয়ে গ্রেহাম আর ম্যাকফারলেন, কোম্পানির যে অফিস আছে তার ছোট অংশীদার এই ভদ্রলোক। পুলিশ বলছে, যে-তথ্য তাদের হাতে আছে তাতে এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য তাদের কাছে পরিষ্কার। যাই হোক না কেন, সব মিলিয়ে রহস্য যে-জমাট বেঁধে উঠেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সংযোজন: অসমর্থিত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে যে, পুলিশ মিঃ জোনাস ওলডেকারকে খুন করার অপরাধে মিঃ জন হেক্টর ম্যাকফারলেনকে গ্রেফতার করেছে। তবে মিঃ ম্যাকফারলেনের নামে যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে এ কথা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ইতিমধ্যে নরউডের রহস্য বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। মিঃ ওলডেকারের শোবার ঘরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া ছাড়াও জানা গেছে যে, তাঁর শোবার ঘরের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো খোলা ছিল। সেখান দিয়ে মনে হয় ভারী কোনও জিনিস টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জিনিসটা যে কাঠের গাদার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে-প্রমাণও পুলিশ পেয়েছে। ছাইয়ের সঙ্গে পুড়ে যাওয়া কিছু জিনিসও পাওয়া গেছে। পুলিশের ধারণা সেই রাত্রে জঘন্য ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। ওলডেকারকে লাঠির আঘাতে খুন করে তার কাগজপত্র হাতিয়ে নিয়ে খুনি মৃতদেহ টানতে টানতে কাঠের গাদার কাছে এনে হাজির করে। তারপর আগুন লাগিয়ে দেয়। তার মতলব ছিল যে, আগুনে মৃতদেহ পুড়ে গেলে খুনের ব্যাপারে কোনও প্রমাণ থাকবে না। এই খুনের তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দক্ষ গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর লেস্ট্রেডের হাতে।

শার্লক হোমস চোখ বুজে হাতের আঙুলে আঙুল ঠেকিয়ে এই আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনল।

তারপর ধীরে-সুস্থে তার নিজস্ব ঢঙে বলল, "আপনার ব্যাপারটায় বেশ নতুনত্ব আছে। কিন্তু একটা কথা—আপনার বিরুদ্ধে যে-সব প্রমাণ রয়েছে সেগুলো খুবই গুরুতর। তা সত্ত্বেও পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করেনি কেন?"

"আমি আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে ব্ল্যাকহিথের টরিংটন লজে থাকি। কাল রাত্রে জোনাস ওলডেকারের সঙ্গে কাজ সারতে অনেক দেরি হয়ে যায়। আমি নরউডেরই একটা হোটেলে রাত কাটাই। সেখান থেকে সকালের ট্রেনে লন্ডনে চলে আসি। আমি কোনও খবরই পাইনি। ট্রেনে খবরের কাগজে ঘটনাটি প্রথম পড়ি। আমি বুঝতে পারি যে, খুব বিপদে পড়ে গেছি। আমি যদি বাড়িতে থাকতাম কি আপিসে যেতাম তা হলে পুলিশ আমাকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ধরে ফেলত। লন্ডন ব্রিজ স্টেশন থেকে একটা লোক আমার পিছু নিয়েছে। আমার

BanglaBook.org

ধারণা যে-কোনও মুহূর্তে—ওই যে দরজায় কে যেন ঘণ্টা বাজাল।"

দরজায় ঘণ্টা বাজার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে দুমদুম করে পা ফেলার শব্দ পেলাম। আর তার পরেই দরজার গোড়ায় লেস্ট্রেডের মুখ দেখতে পেলাম। লেস্ট্রেডের পেছনে দু'জন য়ুনিফর্ম পরা কনস্টেবল।

লেস্ট্রেড বলল, "মিঃ জন হেক্টর ম্যাকফারলেন।"

আমাদের মক্কেল উঠে দাঁড়ালেন। ভয়ে ওঁর মুখ একদম সাদা।

একটু থেমে লেস্ট্রেড বলল, "লোয়ার নরউডের বাসিন্দা মিঃ জোনাস ওলডেকারকে খুন করার অভিযোগে আমি আপনাকে গ্রেফতার করছি।"

ম্যাকফারলেন হতাশ ভাবে আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। বুঝলাম বেচারা খুবই মুষড়ে গেছে।

হোমস বলল, "দেখো লেস্ট্রেড, আধ ঘণ্টার এদিক-ওদিকে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হবে না। লোয়ার নরউডে যে-ব্যাপার ঘটেছে ভদ্রলোক সেই বিষয়েই কথা বলতে আমাদের কাছে এসেছেন। আমার মনে হয়, ওঁর কথা শুনলে ব্যাপারটার ফয়সালা করা সহজ হবে।"

লেস্ট্রেড গম্ভীর ভাবে বলল, "ব্যাপারটার ফয়সালা করতে এমনিতেই বিশেষ কোনও কষ্ট করতে হবে না।"

"তা হতে পারে। তবে তোমার অনুমতি নিয়ে আমি ভদ্রলোকের কাছ থেকে সব কথা শুনতে চাই।"

লেস্ট্রেড বলল, "তাই হোক। আপনার কথা ঠেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি দু'-একটা মামলায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে খুব সাহায্য করেছেন। তাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। তবে হ্যাঁ একটা কথা। আমি কিন্তু হাজির থাকব। আর ইনি যা বলবেন তা কিন্তু ওঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হবে।"

আমাদের মক্কেল বলল, "আমি রাজি। আমি শুধু চাই যে আমার সব কথা আপনারা শুনুন আর আসল ব্যাপার যা হয়েছে তা বুঝুন।"

লেস্ট্রেড নিজের হাতঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল, "আমি কিন্তু আধ ঘণ্টার বেশি সময় দিতে পারব না।"

ম্যাকফারলেন বলল, "গোড়াতেই একটা কথা আপনাদের কাছে পরিষ্কার করে বলা দরকার। আমি মিঃ জোনাস ওলডেকারের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ওঁর নাম আমার শোনা ছিল। বহু বছর আগে আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিল। তারপর অবশ্য আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। তাই কাল বিকেলে তিনটে নাগাদ উনি যখন হঠাৎ আমার অফিসে এসে হাজির হলেন, আমি তখন রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তবে তিনি যখন তাঁর আসার কারণটা আমাকে খুলে বললেন, তখন আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। ওঁর হাতে একগাদা কাগজপত্র ছিল। সেই কাগজগুলোয় টুকরো টুকরো অনেক লেখা ছিল। ভদ্রলোক কাগজের তাড়া আমার টেবিলের ওপর রাখলেন। এই যে সেই কাগজ।

"উনি বললেন, 'এই হল আমার খসড়া উইল। মিঃ ম্যাকফারলেন, আমি চাই যে আপনি আইন-মোতাবেক আমার উইলটা তৈরি করে দিন। আমি এখানে বসছি।'

"আমি উইল তৈরি করতে লেগে গেলাম। আপনারা নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারবেন যে, আমি কী সাংঘাতিক রকমের অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম যে, ভদ্রলোক তাঁর

BanglaBook.org

সম্পত্তির সামান্য কিছু অংশ বাদে সবই আমাকে দান করে দিচ্ছেন। ভদ্রলোকের ধরনধারণ সবই অদ্ভুত। ছোটখাটো চেহারা, চোখের পক্ষ্ম সব সাদা। লিখতে লিখতে দু'-একবার মাথা তুলতে নজর করলাম যে, ভদ্রলোক একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন হাসি হাসি মুখে। মনে হল তিনি যেন বেশ রসিয়ে রসিয়ে মজা উপভোগ করছেন। উইলটা পড়ে আমি এতই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম যে, ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। উনি আমাকে বললেন যে, উনি বিয়ে করেননি। নিজের বলতে ওঁর কেউ নেই। উনি অল্প বয়সে আমার বাবা-মাকে চিনতেন। সবচেয়ে বড় কথা, আমার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে উনি জানতে পেরেছেন যে, আমি খুব ভাল ছেলে। আমাকে যদি উনি ওঁর বিষয়আশয় দিয়ে যান তো তা আমি উড়িয়ে দেব না। ওঁর এই সব কথা শুনে আমি তো ঢোক গিলে তোতলাতে তোতলাতে আমার কৃতজ্ঞতা ওঁকে জানালাম। যাই হোক, উইল তৈরি হয়ে গেল। সই করা হল। সাক্ষী হলেন আমার অফিসের কেরানি। এই নীল কাগজটাই হল সেই দলিল আর এই সাদা কাগজগুলো মিঃ ওলডেকারের খসড়া। দলিলের কাজ শেষ হয়ে গেলে উনি আমাকে বললেন যে, এ-ছাড়া আরও কিছু কাগজপত্র ওঁর আছে। সেগুলো বেশির ভাগই জমির দলিল বা বন্ধকির দলিল। সেই কাগজগুলো আমার নাকি একবার ভাল করে দেখে বুঝে নেওয়া দরকার। উনি বার বার বলতে লাগলেন যে, যতক্ষণ না আমি কাগজগুলো সব দেখব, ততক্ষণ উনি শান্তি পাবেন না। সেই জন্য উনি আমাকে বিশেষ করে বললেন যে, আমি যেন অবশ্যই সেই রাত্রে নরউডে ওঁর বাড়িতে যাই। যাবার সময় আমাকে উইলটাও উনি নিয়ে যেতে বলেন। 'তবে শোনো বাপু, সবকিছু যতক্ষণ না চুকেবুকে যাচ্ছে ততক্ষণ তোমার বাবা-মার কাছে এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য কোরো না। সব মিটে গেলে আমরা ওঁদের একদম অবাক করে দেব।' এই কথাটা তিনি বার বার বলতে লাগলেন। শেষকালে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, আমি সব ব্যাপারটা গোপন রাখব।

"মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, ঠিক সেই সময়ে ওই ভদ্রলোকের কথায় সায় না দিয়ে আমার কোনও উপায় ছিল না। উনি আমার এত উপকার করছেন আর আমি ওঁর এই সামান্য আবদারটুকু রাখব না? তাই আমি টেলিগ্রাম করে বাড়িতে খবর দিয়ে দিলাম যে, রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। কত দেরি হবে বলতে পারি না। মিঃ ওলডেকার বলে ছিলেন যে, রাত্রি ন'টা নাগাদ আমি যেন তাঁর বাড়ি যাই। কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে ওঁর ন'টা বাজবে। আমরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করব। ওঁর বাড়ি খুঁজে পেতে আমার একটু অসুবিধে হয়েছিল। যখন ওঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম তখন সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। আমি দেখলাম—"

"এক মিনিট।" ম্যাকফারলেনকে বাধা দিয়ে হোমস বলল, "আপনাকে সদর দরজা খুলে দিয়েছিল কে?"

"একজন মাঝবয়সি স্ত্রীলোক। আমার মনে হয় ওই স্ত্রীলোকটি ঘরসংসারের কাজকর্ম করে।"

"ওই স্ত্রীলোকটি বোধহয় আপনিই ম্যাকফারলেন কিনা জানতে চেয়েছিল?"

"আপনি ঠিক বলেছেন তো?"

"ঠিক আছে, আপনি বলুন।"

ম্যাকফারলেন কপালের ঘাম মুছে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল। স্ত্রীলোকটি আমাকে

BanglaBook.org

বসবার ঘরে নিয়ে গেল। সেই ঘরে টেবিলের ওপর খাবার সাজানো ছিল। সাদামাটা সব রান্না। খাওয়াদাওয়ার পর মিঃ ওলডেকার আমাকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে একটা সিন্দুক ছিল। উনি সিন্দুক খুলে একগাদা দলিল বের করে আমাকে দেখাতে লাগলেন। কাগজপত্র দেখা যখন শেষ হল তখন এগারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। বারোটা বাজতে বেশি দেরি নেই। উনি বললেন যে, এত রাত্রে কাজের ওই স্ত্রীলোকটিকে জাগানো ঠিক হবে না। উনি আমাকে ওঁর ঘরের ফ্রেঞ্চ উইন্ডোটা দেখিয়ে দিলেন। সেটা খোলাই ছিল।"

"ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর পরদাটা কি ফেলা ছিল?" হোমস জানতে চাইল।

"সেটা পরিষ্কার মনে নেই। তবে মনে হয় যে, পরদা অর্ধেক ফেলা ছিল। হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে বটে। আমি যখন যাচ্ছিলাম উনি পরদাটা গুটিয়ে দিয়েছিলেন। আমি আমার লাঠিটা পাচ্ছিলাম না। উনি বললেন, "লাঠির জন্যে ব্যস্ত হোয়ো না; এখন আমাদের ঘন ঘন দেখাশোনা হবে। আমি তোমার লাঠি খুব যত্ন করে রেখে দেব। এর পরের বার যখন আসবে তখন ওটা নিয়ে নিয়ো, কেমন?" মিঃ ওলডেকারের কাছ থেকে আমি চলে এলাম। আমি যখন চলে আসি তখন ওলডেকার ওই ঘরেই ছিলেন। ওঁর সিন্দুক খোলা ছিল। আর ওঁর সব দলিল-দস্তাবেজ টেবিলের ওপর বান্ডিল করে করে গুছিয়ে রাখা ছিল। মিঃ ওলডেকারের কাছ থেকে যখন আমি বেরোলাম তখন ব্ল্যাকহিথ যাবার আর কোনও উপায় নেই। তাই আমি 'অ্যানারলি আরমস' হোটেলে রাতটা থেকে গেলাম। তারপর ট্রেনে খবরের কাগজ পড়বার আগে আমি এ ব্যাপারটার কিছুই জানতাম না।"

ম্যাকফারলেনের কথা শুনতে শুনতে লক্ষ করছিলাম যে লেস্ট্রেডের ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে। এতক্ষণে ও প্রথম কথা বলল। "মিঃ হোমস, আপনি আর কিছু জানতে চান কি?"

"যতক্ষণ না ব্ল্যাকহিথ থেকে ঘুরে আসছি ততক্ষণ আমার কিছু জানবার নেই।"

লেস্ট্রেড বলল, "আপনি নরউডে যাবার কথা বলছেন নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ, আমি নরউডে যাবার কথাই ভাবছিলাম।" হোমস মুচকি হেসে বলল। ওর মুখ দেখে কিছু বুঝবার উপায় নেই। লেস্ট্রেড মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে জানে যে, হোমসের অতি ক্ষুরধার বুদ্ধি, অনেক জটিল রহস্যের জাল অতি সহজেই ছিঁড়ে ফেলে খাঁটি কথাটা টের পেতে পারে যার হদিস করা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। লক্ষ করলাম, লেস্ট্রেড হোমসের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে।

"মিঃ হোমস, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে," লেস্ট্রেড বলল। তার পরেই ম্যাকফারলেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "মিঃ ম্যাকফারলেন, দরজার কাছে দু'জন সিপাই দাঁড়িয়ে আছে। নীচে একটা চার-চাকার গাড়ি আপনার জন্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।"

বেচারা ম্যাকফারলেন আমাদের দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বেরিয়ে গেল। লেস্ট্রেডের সঙ্গে যে-দু'জন ইন্সপেক্টর এসেছিল, তারা ম্যাকফারলেনকে নিয়ে চলে গেল। লেস্ট্রেড ঘরে থেকে গেল।

হোমস উইলের খসড়াটা তুলে নিল। তারপর প্রত্যেকটা পাতা খুব ভাল করে দেখতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ দেখবার পর কাগজগুলো লেস্ট্রেডের দিকে এগিয়ে দিয়ে হোমস বলল, "খসড়ার কাগজগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। লেস্ট্রেড ভাল করে দেখো।"

লেস্ট্রেড অবাক হয়ে হোমসের দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

"আমি প্রথম পাতার প্রথম লাইনগুলো পড়তে পারছি। দ্বিতীয় পাতার মাঝের কয়েক লাইন পড়া যাচ্ছে। শেষ পাতার এই কয়েকটা লাইন তো দিব্যি ছাপার মতো পরিষ্কার লেখা। কিন্তু বাকি লেখাগুলো তো কিছুই পড়তে পারছি না। হাতের লেখাটা জায়গায় জায়গায় এত খারাপ যে, একটা অক্ষরও বোঝা যাচ্ছে না।"

হোমস বলল, "এর থেকে কিছু বুঝতে পারলে কি?"

"আপনি নিজে কিছু বুঝতে পেরেছেন কি?" লেস্ট্রেডের বলার ধরনে একটা ব্যঙ্গের ভাব ছিল, তা আমার কান এড়াল না।

"এই খসড়াটা করা হয়েছিল ট্রেনে বসে। গাড়িটা যখন স্টেশনে দাঁড়িয়েছে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যখন ট্রেনটা চলছিল তখন লেখাটা খারাপ হয়েছে। যখন ট্রেনটা পয়েন্টের, মানে যে-জায়গায় দুটো লাইন মিশেছে বা যেখান থেকে দুটো লাইন আলাদা হয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে গেছে তখন ঝাঁকুনি বেশি হওয়ায় হাতের লেখা এখন যাচ্ছেতাই রকমের খারাপ হয়ে গেছে। তুমি যদি এই ব্যাপারে কোনও বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলো তা হলে জানতে পারবে যে, এই খসড়া সাবার্বান লাইনে বসে লেখা হয়েছে। কেন না লন্ডন শহরের রেললাইনে যত পয়েন্ট আছে তত বেশি পয়েন্ট বোধহয় আর কোথাও নেই। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এই খসড়াটা নরউড থেকে লন্ডনে আসার সময়টুকুর মধ্যেই করা হয়েছে, তা হলে বলা যায় যে, ভদ্রলোক এক্সপ্রেস ট্রেনে লন্ডনে এসেছিলেন। আর ট্রেনটা নরউড থেকে লন্ডনে আসবার মধ্যে একবার মাত্র থেমেছিল।"

হোমসের কথা শুনে লেস্ট্রেড হো হো করে হেসে উঠল। "হোমস, আপনি যখন কোনও একটা ব্যাপারে আপনার থিয়োরি—অর্থাৎ আপনার বিশেষ ভাবনার কথা খুলে বলেন তখন সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারি না।... এ ব্যাপারের সঙ্গে এ-সব কথার যোগাযোগ কী?"

"এইটে অন্তত জানা যাচ্ছে যে, এই ভদ্রলোক সত্যি কথাই বলেছেন। লন্ডনে আসবার পথেই জোনাস ওলডেকার তাঁর সম্পত্তির 'উইল'-এর খসড়া তৈরি করেছিলেন। উইলের মতো দরকারি একটা কাগজ এই রকম দায়সারা ভাবে লেখাটা একটু অদ্ভুত নয় কি? এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এই সম্পত্তি দেওয়ার ব্যাপারে ওলডেকার কোনও গুরুত্বই দেননি। এ রকম কাজ একটা তখনই করতে পারেন যখন তিনি জানেন যে, এই উইলটার কোনও দামই নেই।"

"ভাল কথা। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে ওলডেকার কি নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করেননি?" লেস্ট্রেড বলল।

"ও। আপনার কি তাই মনে হয়েছে?"

"আপনি মনে করেন না?"

"তা হয়তো হতে পারে। তবে কেসটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়।"

"স্পষ্ট নয়? এই কেসটা যদি স্পষ্ট না হয় তবে এর চাইতে স্পষ্ট কেস আর কী হতে পারে? একজন অল্পবয়সি ছোকরা হঠাৎ জানতে পারল যে, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক মারা গেলে প্রচুর সম্পত্তি তার হাতে আসবে। সে কী করল? এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ সে কাউকে জানাল না। একটা ছুতো করে সে রাত্তিরবেলা সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে গোপনে দেখা করবার ব্যবস্থা করল। তারপর বাড়িতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ছাড়া অন্য যে থাকে সে শুয়ে না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেলে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে তাঁরই ঘরে

BanglaBook.org

খুন করে কাঠের গাদায় আগুন লাগিয়ে লাশটা পুড়িয়ে ফেলে কাছাকাছি একটা হোটেলে গিয়ে রাত কাটিয়ে দিল। ঘরে আর লাঠির হাতলে রক্তের যে দাগ পাওয়া গেছে, তা খুবই অস্পষ্ট। ছোকরা হয়তো ভেবেছিল কোনও রকম রক্তারক্তি না করেই সে হয়তো বৃদ্ধকে সাবাড় করে ফেলতে পারবে। আর মৃতদেহটা যদি পুড়িয়ে ফেলতে পারা যায় তো কে আর তাকে সন্দেহ করবে? এ সব কি জলের মতো সোজা নয়, মিঃ হোমস?"

হোমস বলল, "দেখুন, লেস্ট্রেড, আমার মনে হচ্ছে সব ব্যাপারটা বড্ড বেশি রকম সোজা। আমি জানি যে, আপনি মোটেই কল্পনাপ্রবণ মানুষ নন। কিন্তু যদি আপনি ওই ছোকরার অবস্থায় পড়তেন তা হলে কল্পনা করে দেখুন আপনি কী করতেন। যে-দিন আপনাকে উইল করে সব সম্পত্তি দিয়ে দেওয়া হল, সেই রাত্রেই আপনি কি সম্পত্তির মালিককে খুন করতেন? দুটো ঘটনা পর পর ঘটলে যে-কোনও ভাবেই হোক পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করত। তা ছাড়া আপনি কি লোক জানিয়ে খুন করতেন? বাড়ির কাজের লোক আপনাকে সদর দরজা খুলে দিয়েছে। আপনি যে বাড়িতে আছেন সে কথাও কাজের লোকটি জানে। এরকম অবস্থায় আপনি কি সেই বাড়ির মালিককে খুন করবেন? তার পরেরটাও ভাবুন। আপনি মৃতদেহটা গায়েব করবার সব রকম চেষ্টা করলেন, অথচ আপনার ছড়িটা ঘরের ভেতরে এমন ভাবে ফেলে গেলেন যাতে আপনাকে অত্যন্ত সহজেই খুনি বলে শনাক্ত করা যায়। লেস্ট্রেড, আমি স্বীকার করছি যে, ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়, বরং খুবই ধোঁয়াটে।"

"ছড়িটার কথা যদি বলেন মিঃ হোমস, আমি বলব যে, অপরাধীরা উত্তেজনার ঝোঁকে এমন ভুল প্রায়ই করে ফেলে, যা সাধারণ কেউই করে না। আমার ধারণা যে, ওই ঘরে ফিরে যাবার মতো মনের জোর ছোকরার আর ছিল না। সে কথা থাক। আপনি কি অন্য কোনও ভাবে যা ঘটেছে তার ব্যাখ্যা করতে পারেন?"

"একটা কেন? আমি এক্ষুনি আপনাকে আধ ডজন ব্যাখ্যা দিতে পারি," হোমস বলল। "একটা ব্যাখ্যা আপনাকে আমি উপহার দিচ্ছি। এটা খুবই সঙ্গত ব্যাখ্যা। বৃদ্ধ লোকটি নিশ্চয়ই দামি কোনও জিনিস মিঃ ম্যাকফারলেনকে দেখাচ্ছিলেন। ঘরের পরদা তোলা ছিল। রাস্তা দিয়ে সেই সময়ে উটকো কোনও লোক যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজর পড়ল ঘরের ভেতরে। মিঃ ম্যাকফারলেন চলে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সেই উটকো লোকটা ঘরে ঢুকল। ঘরের ভেতরে ঢুকতেই ছড়িটা সে দেখতে পেল। ছড়িটার এক ঘায়ে সে বৃদ্ধকে খতম করে তার মৃতদেহটা আগুনে পুড়িয়ে দিল।"

চুপ করে একটু ভেবে নিয়ে লেস্ট্রেড বলল, "কিন্তু সেই উটকো লোকটা মৃতদেহটা পোড়াতে যাবে কেন?"

"তা যদি বলেন তা ম্যাকফারলেনই বা কেন মৃতদেহটা পোড়াবে?"

"প্রমাণ লোপাট করবার জন্যে।"

"সম্ভবত উটকো লোকটাও মৃতদেহ পুড়িয়ে দেয় যাতে খুনের ব্যাপারটা কারও চোখে না পড়ে।"

"কিন্তু উটকো লোকটা কিছু নিল না কেন?"

"বেশির ভাগই তো দলিল বা হ্যান্ডনোট। ওসব নিয়ে সে কী করবে?"

লেস্ট্রেড মাথা নাড়তে লাগল। তবে আমার মনে হল যে, হোমসের কথায় ও বেশ

BanglaBook.org

ভাবনায় পড়ে গেছে।

"ঠিক আছে মিঃ হোমস, আপনি আপনার সেই উটকো লোকটার খোঁজ করতে থাকুন। আমি ততক্ষণ আমার হাতের লোকটাকে ধরে থাকি। ভবিষ্যৎই প্রমাণ করবে কে ঠিক আর কে ভুল। তবে একটা কথা বিবেচনা করুন মিঃ হোমস। ওলডেকার খুন হলেন কিন্তু কোনও কাগজপত্র হারাল না, চুরি হল না। যে-লোকটাকে আমি গ্রেফতার করেছি সেই একমাত্র লোক যার দিক থেকে চুরি না-হওয়াটা সব চাইতে লাভজনক। কেন না এ সবকিছুরই মালিক তো সে নিজেই।"

লেস্ট্রেডের কথায় হোমস কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল।

"আমাদের হাতে যে-তথ্য আছে তাতে আপনার ধারণাটা যে মিথ্যে সে কথা আমি বলছি না। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, ঘটনাটাকে অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। তবে আপনি যা বললেন সেই কথাটাই সত্যি। ভবিষ্যৎই বলে দেবে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। আচ্ছা, এখন আর আপনাকে আটকাব না। কোনও এক সময়ে আমি নরউডে গিয়ে হাজির হব। তখন জানতে পারব আপনার তদন্ত কেমন এগোচ্ছে।"

লেস্ট্রেড চলে গেল। হোমস বাইরে বেরোবার জন্যে তৈরি হতে লাগল। ওর চনমনে ভাব দেখে বুঝতে পারলাম, মনের মতো একটা কাজ পেয়ে ও বেজায় খুশি।

কোট পরতে পরতে হোমস বলল, "বুঝলে ওয়াটসন, আমার প্রথম গন্তব্যস্থান হল ব্ল্যাকহিথ।"

"সে কী! তুমি নরউডে যাবে না?"

"না। এই কেসটা যদি ভাল করে দেখো তো দেখবে যে, পর পর দুটো খুব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের ভুল হচ্ছে কোথায় জানো? ওরা দ্বিতীয় ঘটনাটার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। দ্বিতীয় ঘটনাটা একটা অপরাধমূলক ঘটনা বলেই ওটার ওপর পুলিশের নজর পড়েছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই রহস্যের জট খুলতে গেলে আমাদের আগে প্রথম ঘটনাটার তাৎপর্য বুঝতে হবে। হঠাৎ এই ভাবে এ রকম একটা উদ্ভট উইল করার মানে কী? এমনও হতে পারে যে, প্রথম ঘটনাটা ঘটেছে বলেই দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল। না ওয়াটসন, এই তদন্তে ঠিক এই মুহূর্তে তোমার কিছু করবার নেই। কোনও বিপদের আশঙ্কাই নেই। থাকলে তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আমি ঘর থেকে বার হতাম না। মনে হচ্ছে সন্ধে নাগাদ ফিরে এসে ম্যাকফারলেনের জন্যে কতটা কী করতে পারলাম তার একটা হিসেব দিতে পারব। বেচারা আমাদের ওপর বিশ্বাস করে বসে আছে।"

হোমস ফিরে এল অনেক দেরিতে। হোমসের দিকে তাকাতে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে বেশ দমে গেছে। সকালে হোমসের চোখে-মুখে যে খুশির ভাব ছিল এখন সেটা আর নেই। বুঝলাম যে ওর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। হোমস ঘণ্টা খানেক বেহালা বাজাল। তারপর এক সময়ে বেহালা তুলে রেখে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

"ওয়াটসন, সবটাই ভুল হয়েছে। ব্যাপারটা আগাপাশতলা কিছুই ধরতে পারিনি। লেস্ট্রেডের কাছে আমি স্বীকার করিনি বটে, তবে মনে হচ্ছে যে, এই একবার বোধহয় লেস্ট্রেড ঠিক রাস্তায় এগিয়েছে। আমি ভুল করেছি। আমার বুদ্ধি এক কথা বলছে, কিন্তু আমার হাতে যা প্রমাণ রয়েছে তা অন্য কথা বলছে। ম্যাকফারলেন যে নির্দোষ সে ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহই নেই। অথচ এই কথাটা লোককে বোঝাবার মতো কোনও তথ্য

BanglaBook.org

আমার হাতে নেই। ব্রিটিশ জুরিরা যে রকম বুদ্ধিমান তাতে যে তারা লেস্ট্রেডের প্রমাণকে খারিজ করে আমার মতকে মেনে নেবে সে বিশ্বাস আমার নেই।"

"তুমি কি শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাকহিথে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। আমি ব্ল্যাকহিথে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রথমেই যে খবরটা পাই সেটা হল যে, ওলডেকার লোকটা ছিল পাজির পা-ঝাড়া। আমাদের মক্কেলের বাবা তাঁর ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়িতে মক্কেলের মা ছিলেন। ছোটখাটো গোলগাল ভদ্রমহিলা। ওঁর নীল রঙের চোখদুটি ভারী সুন্দর। উনি খুব জোর গলায় বললেন যে, তাঁর ছেলে এ কাজ করতে পারে না। তবে ওলডেকার যে ওই ভাবে আগুনে পুড়ে মারা গেছে সে কথা শুনে ওঁর মনে কোনও কষ্ট হয়েছে বলে মনে হল না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, খবরটা শুনে ভদ্রমহিলা মোটেই অবাক হলেন না। উলটে ওলডেকারের সম্বন্ধে তিনি এমন সব কথা বলতে লাগলেন যা পুলিশের কানে গেলে পুলিশের পক্ষে ম্যাকফারলেনকে দোষী প্রমাণ করার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ম্যাকফারলেন যদি ওর মায়ের মুখ থেকে ওলডেকারের সম্পর্কে ওই সব মন্তব্য শুনে থাকে তো ওর পক্ষে ওলডেকারকে খুন করাটা খুবই স্বাভাবিক। ভদ্রমহিলা বললেন, 'ওলডেকার মানুষ নয়। মানুষের শরীরে একটা শয়তান। যেমন ধূর্ত তেমনই পাজি। ছেলেবেলা থেকেই ওর নষ্টামির পরিচয় সবাই পেয়েছে।'

"এই কথা শুনে আমি ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি তা হলে ওকে ছেলেবেলা থেকেই চিনতেন?'

"'হ্যাঁ চিনতাম বই কী। ভাল করেই চিনতাম। সত্যি কথা বলতে কী ওর সঙ্গে একবার আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। আমার ওপর ভগবানের অশেষ দয়া বলতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত যার সঙ্গে আমার বিয়ে হল সে গরিব হলেও খুব ভাল মানুষ। ওর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল কেন জানেন? যখন বিয়ের কথাবার্তা চলছে তখন একদিন আমি শুনলাম যে, একটা পাখির খাঁচার মধ্যে ও একটা বেড়াল ছেড়ে দিয়েছে। ওর এই নিষ্ঠুর কাজের কথা শুনেই আমি ঠিক করে ফেলি যে, ওই লোককে কিছুতেই বিয়ে করব না।'

"এরপর ভদ্রমহিলা আমাকে একটা ছবি দেখালেন। ছবিটা এক অল্পবয়সি ভদ্রমহিলার। ছবির ভদ্রমহিলার মুখ ধারালো ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে কাটা।"

"'এটা আমার তখনকার একটা ছবি। আমার সঙ্গে বিয়ে হবে না জেনে আমার বিয়ের দিন উপহার হিসেবে ও ছবিটা এই ভাবে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়।'

"আমি বললাম, 'শেষ পর্যন্ত ওলডেকারের স্বভাব-চরিত্র বোধহয় বদলে গিয়েছিল। পুরনো দিনের রাগটাগ পড়ে গিয়েছিল। আর সেইজন্যে তাঁর সব সম্পত্তি তিনি আপনার ছেলেকে দিয়ে গেছেন।'

"ভদ্রমহিলা বেশ জোর গলায় আমাকে বললেন, 'জোনাস ওলডেকার বেঁচে থাকুক বা না থাকুক ওর সম্পত্তির কানাকড়িও আমি বা আমার ছেলে ছুঁতে চাই না। মিঃ হোমস, আমাদের মাথার ওপর ভগবান আছেন। ওলডেকারের মতো পাজি লোককে তিনি অবশ্যই শাস্তি দেবেন আর আমার ছেলে যে সম্পূর্ণ নির্দোষ তাও তিনিই প্রমাণ করে দেবেন।"

"ভদ্রমহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি অন্য দু'-চার জায়গায় একটু খোঁজখবর করতে লাগলাম। কিন্তু এমন কোনও খবরই পেলাম না যার দ্বারা আমাদের থিয়োরিটা প্রমাণ

BanglaBook.org

করতে পারা যায়। উলটে যে-সব খবর পেলাম তা সবই আমাদের মক্কেলের বিরুদ্ধে যায়। শেষকালে একরকম হাল ছেড়ে দিয়েই, বলতে পারো, আমি ওখান থেকে চলে গেলাম নরউডে।

"ডিপ ডেন হাউস হাল ফ্যাশানের কেতাদুরস্ত বড় বাড়ি। বাড়ির সামনে মস্ত লন। লনে গাছপালা আছে। বাড়ির ডান দিকে রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা দূরে সেই কাঠের গুদাম। এই দেখো আমার নোটবইতে আমি বাড়িটার একটা কাজ-চলা-গোছের নকশা করে এনেছি। এই যে ফ্রেঞ্চ উইন্ডোটা দেখছ এটাই ওলডেকারের ঘরের জানলা। এটা খোলা ছিল। তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই রাস্তা থেকে এই জানলাটা পরিষ্কার দেখা যায়। আজ সারা দিন ঘোরাঘুরি করে এইটুকুই যা ভাল খবর আমি জোগাড় করতে পেরেছি। লেস্ট্রেড ওখানে ছিল না। ওর একজন হেড কনস্টেবল সবকিছু দেখাশোনা করছে। ওদের হাবভাব দেখে আমার মনে হচ্ছিল ওরা যেন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। সারা সকাল ধরে ওরা ছাইয়ের গাদায় খোঁজাখুঁজি করে যা পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কতকগুলো বোতাম। বোতামগুলো আমি দেখেছি। বোতামগুলো পুড়ে গেছে। তবে ভাল করে দেখতে দেখলাম যে, বোতামের গায়ে লেখা রয়েছে হায়ামস। এই হায়ামসের দোকান থেকেই ওলডেকার তাঁর জামাকাপড় তৈরি করতেন। বলতে ভুলে গেছি, বোতামগুলো প্যান্টের। এরপর আমি লনটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। পরীক্ষা করে নতুন কিছুই জানতে পারলাম না। যেখান দিয়ে একটা ভারী মোট বা কোনও মানুষকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—সে জায়গাটা দেখলাম। এ পর্যন্ত যা সূত্র আমার চোখে পড়েছে তা কিন্তু লেস্ট্রেডের ধারণাকেই সত্যি বলে প্রমাণ করে। এই অগাস্ট মাসের গরমে সারা দুপুর রোদে পুড়ে লনের প্রতি ইঞ্চি মাটি আমি চষে ফেললাম, কিন্তু কোনও লাভই হল না।

"এই পণ্ডশ্রমের পর আমি ওলডেকারের শোবার ঘরে গেলাম। ঘরের মধ্যে রক্তের ছিটে লেগে আছে। জল দিয়ে রক্তের দাগ মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, তবে দাগগুলো যে খুব হালের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ছড়িটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছড়িটাতেও রক্তের দাগ আছে। ছড়িটা যে আমাদের মক্কেলের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ছড়িটা যে ওর সে কথা ম্যাকফারলেন নিজেই স্বীকার করেছে। ঘরের মেঝের কার্পেটে দু'জন লোকের পায়ের দাগ আছে। তৃতীয় কোনও ব্যক্তির পায়ের ছাপ নেই। এটাও পুলিশের পক্ষে একটা খুব বড় প্রমাণ। বুঝলে ওয়াটসন, এই মামলায় পুলিশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আর আমরা? যেখানে ছিলাম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। আলোর একটিমাত্র ক্ষীণ রেখা নজরে পড়ছে। তা শেষ পর্যন্ত সেটা আলো না আলেয়া কী দাঁড়াবে বলতে পারছি না। সিন্দুকের জিনিসপত্রগুলো আমি খুব খুঁটিয়ে দেখলাম। ওগুলো অবশ্য সিন্দুক থেকে বের করে টেবিলের ওপর বেশ ভাল করে গুছিয়ে রাখা ছিল। বেশির ভাগই সিলমোহর-করা খাম। দু'-একটা খাম মনে হয় পুলিশ খুলেছিল। খোলা খামের থেকে কাগজগুলো বের করে নিয়ে পড়লাম। পড়ে মনে হল যে, কাগজগুলো নেহাতই বাজে কাগজ। কোনও দামই নেই। মিঃ ওলডেকারের ব্যাঙ্কের পাশবইটা টেবিলে ছিল। পাশবইটা উলটেপালটে দেখলাম। ওলডেকার যে মোটামুটি সম্পন্ন লোক, তা মনে হল না। দেখেশুনে আমার মনে হল ওলডেকারের সব কাগজপত্র ওখানে নেই। কয়েকটা দলিলে হুন্ডির কথা লেখা ছিল। কিন্তু সে কাগজগুলো কই? এই খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটা যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি তবে

BanglaBook.org

লেস্ট্রেডের যুক্তিকে কাটান দেওয়া যাবে। যে-লোক অল্প দিনের মধ্যেই সবকিছুর মালিক হবে সে কি সেই জিনিস চুরি করতে যাবে?

"যাই হোক শেষ পর্যন্ত সব দিক দিয়ে তদন্ত করেও আমি যখন কোনও সূত্র পেলাম না তখন ঠিক করলাম যে, ওলডেকারের বাড়িতে যে-স্ত্রীলোকটি কাজ করত তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। আমার কেমন মনে হল যে, ইচ্ছে করলে ও হয়তো কিছু নতুন খবর দিতে পারে। কিন্তু কথা কইতে গিয়ে দেখলাম মহিলা একেবারে কাঠের পুতুলের মতো। মহিলা স্বীকার করল যে, রাত্রি সাড়ে ন'টা নাগাদ ও মিঃ ম্যাকফারলেনকে সদর দরজা খুলে দিয়েছিল। 'ওহ্ সদর দরজা খুলে দেবার আগে আমার হাতে কেন পক্ষাঘাত হল না!' ও আমাকে বলল। তারপর সাড়ে দশটার সময় ও শুয়ে পড়ে। ওর ঘর বাড়ির একদম পেছন দিকে। তাই পরে যা ঘটেছে তার কিছুই ও টের পায়নি। ওর যত দূর মনে আছে তাতে মিঃ ম্যাকফারলেন, তাঁর টুপি ও ছড়ি হলঘরে রেখে গিয়েছিলেন। এরপর 'আগুন', 'আগুন' চিৎকার শুনে ওর ঘুম ভেঙে যায়। ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ওর মনিবকে কেউ খুন করেছে। মিঃ ওলডেকারের কি কোনও শত্রু ছিল? আমি জানতে চাইলাম। তার উত্তরে ও বলল, 'সব মানুষেরই কোনও-না-কোনও শত্রু থাকে। তবে মিঃ ওলডেকার বাইরের লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতেন না। ওঁর কাছে যারা আসত তারা কাজের জন্যেই আসত। বোতামগুলো দেখে ও চিনতে পারল। মিঃ ওলডেকার রাত্তিরবেলায় যে পোশাক পরেছিলেন তাতেই এই বোতামগুলো লাগানো ছিল। গত মাসখানেকের মধ্যে একছিটে বৃষ্টিও হয়নি। শুকনো কাঠ একেবারে জ্বালানি হয়েই ছিল। আগুন লাগতেই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ও যখন কাঠগুদামের কাছে গিয়ে পৌঁছোয় তখন আগুন চার পাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। জ্বলন্ত আগুন থেকে মাংস পোড়ার গন্ধ বেরোচ্ছিল। শুধু এই মহিলাই নয়, ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরাও সেই উৎকট গন্ধ পেয়েছিল। মিঃ ওলডেকারের দলিলটলিল কি টাকাকড়ির কোনও খবর ও জানে না।

"এই হচ্ছে, ওয়াটসন, আমার আজকের সারা দিনের কাজের হিসেব। দেখছ তো কোথাও এতটুকু সুবিধে করতে পারিনি। সবই ব্যর্থ। কিন্তু তা হলেও," হোমস শূন্যে হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "আমি নিশ্চিত ভাবে জানি যে, পুলিশের ধারণা ভুল। আমার শরীরের প্রতি কণা দিয়ে আমি বুঝতে পারছি যে, ম্যাকফারলেন ছোকরা সত্যিই নির্দোষ। ভেতরের সব কথা পুলিশ জানতে পারেনি। আর সে কথা ওই কাজের লোকটি জানে। ওর ধূর্ত চোখে আমি এমন একটা ভাব দেখেছি, যা একমাত্র অপরাধীর চোখেই দেখা যায়। যাই হোক, এই ব্যাপারে বেশি কথা বলে কোনও লাভ নেই। ভাগ্যদেবী যদি খুব তাড়াতাড়ি আমাদের দিকে মুখ তুলে না তাকান তো ওলডেকার নিখোঁজ হওয়ার রহস্যটা তোমার খাতায় আমার ব্যর্থতার কাহিনী হিসেবেই থাকবে। আর তার ফলে সাধারণ পাঠককে তোমার লেখাটি আর কষ্ট করে পড়তে হবে না।"

আমি বললাম, "কিন্তু ম্যাকফারলেনের চেহারা দেখে জুরিদের মন হয়তো একটু নরম হতেও পারে।"

"তুমি তো সাঙ্ঘাতিক কথা বলছ ওয়াটসন। বার্ট স্টিভেন্সকে তোমার মনে আছে? ১৮৮৭ সালে লোকটা অনেকগুলো খুনের দায়ে ধরা পড়ে আমাদের কাছে ছুটে এসেছিল যাতে আমরা ওকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে পারি। ও রকম শান্ত, সৌম্য চেহারার

BanglaBook.org

লোককে দেখলে কি খুনি বলে মনে হয়?"

"সে কথা অবশ্য ঠিক।"

"না হে, না। অন্য কোনও ভাবে এই রহস্যের সমাধান না করতে পারলে আমাদের মক্কেলের বাঁচবার কোনও রাস্তাই নেই। ওর বিরুদ্ধে পুলিশ যে-সব অভিযোগ এনেছে সেগুলো কোনও ভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সব চেয়ে মুশকিল হচ্ছে যে, যে-সব তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে তা সবই ছোকরার বিপক্ষে যাচ্ছে।...ভাল কথা, তোমাকে একটু আগে ওলডেকারের কাগজপত্তরের কথা বলছিলাম। ওই কাগজপত্তরের সঙ্গে ওলডেকারের ব্যাঙ্কের পাশবইটাও ছিল। ব্যাঙ্কের পাশবইয়ের পাতায় চোখ বোলাতে গিয়ে একটা জিনিস আমার চোখে পড়েছে। আমার মনে হচ্ছে, যে, ওই সূত্রটা ধরে এগোলে আমরা হয়তো নতুন একটা পথের সন্ধান পেতে পারি। আর তা হলে ম্যাকফারলেন ছোকরাকে হয়তো বাঁচানো যেতে পারবে। ব্যাঙ্কের খাতায় দেখলাম গত বছর মিঃ কর্নেলিয়াস বলে একজনকে অনেক টাকা ওলডেকার দিয়েছেন। একবার নয়, খেপে খেপে চেক কেটে টাকা দেওয়া হয়েছে। আর তার ফলে ওলডেকারের জমানো টাকার বেশ মোটা অংশটাই খরচ হয়ে গেছে। এখন কথা হচ্ছে, এই কর্নেলিয়াস লোকটি কে? তার সঙ্গে ওলডেকারের কী সম্পর্ক? কেন ওলডেকার তাকে অত টাকা দিয়েছিল? এমন হতে পারে যে, এই কর্নেলিয়াস শেয়ার বাজারে দালালি করে। কিন্তু ওলডেকার যে অনেক টাকার শেয়ার কিনেছিল তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অন্য কোনও ভাবে কর্নেলিয়াসের হদিস না পাওয়া যায় তো আমাকে ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যাঙ্ক হয়তো কোনও খবর দিতে পারবে। তবে এখনও পর্যন্ত যা অবস্থা, তাতে মনে হচ্ছে লেস্ট্রেডই জিতে যাবে। বেচারা ম্যাকফারলেনকে হয়তো ফাঁসিকাঠেই ঝুলতে হবে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তো জাঁকে ফেটে পড়বে।"

গত রাতে শার্লক হোমস দু'চোখের পাতা এক করেছিল কিনা জানি না। সকালবেলা আমি চায়ের টেবিলে এসে দেখি হোমসের চেহারা আরও শুকিয়ে গেছে। মুখ শুকনো। চোখ বসে গেছে। গভীর ভেতর থেকে চোখের তারাদুটো শুধু অস্বাভাবিক দীপ্তিতে ঝকঝক করছে। হোমস যে চেয়ারে বসে ছিল তার চারপাশে অসংখ্য সিগারেটের টুকরো ছড়ানো। সামনের টেবিলে খবরের কাগজগুলো রয়েছে, আর তার পাশেই একটা খোলা টেলিগ্রাম।

হোমস টেলিগ্রামটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "কী বুঝছ বলো দেখি ওয়াটসন?"

দেখলাম টেলিগ্রামটা এসেছে নরউড থেকে। টেলিগ্রামটা পড়লাম।

"নতুন গুরুতর প্রমাণ হাতে এসেছে। ম্যাকফারলেন যে দোষী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। আমার মনে হয় এই তদন্ত নিয়ে আপনার আর না এগোনোই ভাল।—লেস্ট্রেড।"

টেলিগ্রামটা দেখে নিয়ে আমি বললাম, "ব্যাপার বেশ সিরিয়াস মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ। লেস্ট্রেড তার সাফল্যের খবরটা কায়দা করে জানিয়েছে।" হোমস হেসে বলল। "তবুও এখনই তদন্ত বন্ধ করে দেওয়াটা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যাই বলো না কেন, নতুন তথ্য হল ছুরি। এমনও হতে পারে যে এই নতুন তথ্য হয়তো কেসটাকে নতুন দিকে ঘুরিয়ে দেবে। আর সেটা যে লেস্ট্রেডের পক্ষে তা কি জোর করে কেউ বলতে পারে! ওয়াটসন, চটপট খেয়ে নাও। চলো আমরা গিয়ে একবার দেখে আসি কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। আমার মনে হচ্ছে আজ তোমার সাহায্যের দরকার হবে।"

BanglaBook.org

হোমস কিছুই খেল না। হোমসের এই এক অভ্যেস। তদন্তের সময় যখনই কোনও জটিল সমস্যা দেখা দেয়, হোমস তখন খাওয়াদাওয়া একদম ছেড়ে দেয়। এমনও হয়েছে যে, এই ভাবে উপোস করতে করতে দু'-একবার অজ্ঞান পর্যন্ত হয়ে গেছে। ডাক্তার হিসেবে আমি ওকে বহু বার বলেছি যে, এতে শরীরের ক্ষতি হয়। আর হোমস বলে যে, যখন কোনও জটিল সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় তখন ও শরীরের একবিন্দু ক্ষমতাও বাজে খরচ করতে চায় না। হজম করতে গেলে নাকি অনেকটা শারীরিক ক্ষমতার বাজে খরচ হয়। সেই জন্যে ও যখন ব্রেকফাস্ট না করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, তখন আমি মোটেই আশ্চর্য হলাম না। নরউডে পৌঁছে 'ডিপডেন হাউস' খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। বাড়িটার চার পাশে তখনও কিছু কৌতূহলী লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। মফস্সলের বাগানবাড়ি যেমন হয় এ বাড়িটা সেই রকমের। গেটের কাছে লেস্ট্রেড দাঁড়িয়ে ছিল। সাফল্যের আনন্দে ওর চোখ-মুখ চকচক করছে।

"কী মিঃ হোমস, আপনি কি এবারেও আমাদের তদন্ত যে ভুল রাস্তায় এগিয়েছে তা প্রমাণ করতে পেরেছেন? আপনার সেই 'উটকো' লোকটির হদিস মিলল কি?"

হোমস বলল, "আমি এখন পর্যন্ত কোনও রকম সিদ্ধান্তেই পৌঁছোতে পারিনি।"

"কিন্তু আমরা ও কাজটা গত কালই করে ফেলেছিলাম। আর আজ প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আমাদের সিদ্ধান্তই ঠিক। তা হলে এই রহস্যের সমাধানে আমরা আপনার চেয়ে খানিকটা এগিয়ে আছি, কী বলেন মিঃ হোমস?"

"আপনার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে সাঙ্ঘাতিক রকমের কিছু-একটা ঘটেছে?"

হোমসের কথায় লেস্ট্রেড হো হো করে হেসে উঠল।

"দেখছি আর পাঁচজনের মতো আপনিও হার মেনে নিতে চান না। কিন্তু কী আর করা যাবে? প্রতি বারই যে আপনি জিতবেন আর অন্য লোক হারবে তা কি হয়? আপনি কী বলেন

BanglaBook.org

ডঃ ওয়াটসন? যাই হোক, এখন আপনারা যদি অনুগ্রহ করে এ দিকে আসেন তো আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব যে, ম্যাকফারলেন ছোকরা ছাড়া অন্য কেউই এ কাজ করেনি।"

লেস্ট্রেড একটা বারান্দা দিয়ে আমাদের নিয়ে এল অন্ধকার একটা হলঘরে।

"খুন করে ম্যাকফারলেন ছোকরা তার টুপিটা নিতে নিশ্চয়ই এ দিকে এসেছিল," লেস্ট্রেড বলল, "এবার এই দিকে দেখুন।" হঠাৎ বেশ নাটকীয় ভাবে লেস্ট্রেড ফস করে একটা দেশলাই জ্বালাল। দেশলাইয়ের আলোয় দেওয়ালের এক জায়গায় রক্তের দাগ নজরে পড়ল। দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি লেস্ট্রেড ওই দাগের কাছে নিয়ে গেল। দূর থেকে অল্প আলোয় যা দেখিনি সেটা দেখতে পেলাম। এ রক্তের দাগ নয়। একটা রক্তমাখা বুড়োআঙুলের ছাপ। বেশ পরিষ্কার ছাপ।

"মিঃ হোমস, ছাপটা আপনার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ভাল করে দেখুন।"

"হ্যাঁ। আমি দেখছি।"

"আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে, দুটো বুড়োআঙুলের ছাপ কখনও এক রকম হয় না।"

"হ্যাঁ, ওই রকম একটা কথা আমিও শুনেছি বটে।"

"তা হলে আপনি কি এই দেওয়ালের ছাপের সঙ্গে এই ছাপটা মিলিয়ে দেখবেন? এই ছাপটা ম্যাকফারলেনের বুড়োআঙুলের ছাপ। আমারই নির্দেশে আজ সকালে মোমের ওপর ম্যাকফারলেনের বুড়োআঙুলের এই ছাপ নেওয়া হয়েছে।"

লেস্ট্রেড ম্যাকফারলেনের বুড়োআঙুলের ছাপটা দেওয়ালের ছাপের পাশে রাখল। আমার কাছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছিল না। কিন্তু খালি চোখে দেখেই আমার বুঝতে অসুবিধে হল না যে, এই ছাপদুটো একই আঙুলের। আমার মনে হল যে আমাদের মক্কেলকে বোধহয় আর বাঁচানো গেল না।

লেস্ট্রেড বলল, "এই এক প্রমাণেই সব শেষ।"

আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে উঠলাম, "হ্যাঁ, সব শেষ।"

হোমস বলল, "হ্যাঁ, সব শেষ হয়ে গেল।"

হোমস যে ভাবে কথাটা বলল তাতে আমার মনে খটকা লাগল। আমি ওর দিকে তাকালাম। ওর মুখের চেহারাটাই সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ওর চোখ-মুখ থেকে একটা চাপা খুশির ভাব ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। ওর চোখের তারাদুটো আকাশের তারার মতো ঝকঝক করছিল। আমার মনে হল হাসির দমকে ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাজার চেষ্টা করেও হোমস কিছুতেই হাসি চাপতে পারছে না।

শেষকালে হোমস আর পারল না। "উফ্...ওহো, কী কাণ্ড।...ওহ্ ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এই রকম দাঁড়াবে তা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল? সত্যি, আমাদের চোখের দেখাটা যে কী মারাত্মক রকমের ভুল তা আজ বুঝে গেলাম। ওহ্, এই রকম সুন্দর, শান্ত একজন যুবক! এর থেকে একটা শিক্ষা পাওয়া গেল। সেটা হল যে আমাদের বিচারবুদ্ধির ওপর খুব আস্থা না রাখাই ভাল। লেস্ট্রেড এ সম্বন্ধে কী বলেন?"

"হ্যাঁ, মিঃ হোমস। আমাদের মধ্যে কারও কারও হামবড়া ভাবটা একটু বেশি," লেস্ট্রেড একটু হেসে বলল। লোকটার মুরুব্বিয়ানা একেবারে অসহ্য। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ওর কথার প্রতিবাদ করার কোনও উপায় নেই।

"সত্যি," হোমস বলল, "একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তা না হলে দেওয়ালের

BanglaBook.org

আংটা থেকে টুপিটা তুলে নিতে গিয়ে ও ছোকরা ওখানেই বা হাত দিতে যাবে কেন? আবার যদি ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো তো দেখবে এই ছাপের ব্যাপারটায় অস্বাভাবিক কিছুই নেই। বরং ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক।"

হোমসকে দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হল না যে, মুখে না বললেও যে-কোনও কারণেই হোক ও ভেতরে ভেতরে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। "ভাল কথা। এই ছাপটা প্রথম কে দেখতে পেয়েছিল?" হোমস লেস্ট্রেডকে জিজ্ঞেস করল।

"মিসেস লেক্সিংটন বলে যে কাজের মেয়েটি আছে সে-ই দেখতে পায়। আর সঙ্গে সঙ্গে রাত্তিরে যে কনস্টেবল বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল তাকে ডেকে এনে ছাপটা দেখায়।"

"কনস্টেবলটি তখন কোথায় ছিল?"

"যে-ঘরে ওলডেকার খুন হয়েছেন সেই ঘরে পাহারা দিচ্ছিল। যাতে কেউ চুপি চুপি এসে কোনও কিছু নিয়ে পালাতে না পারে।"

"কিন্তু গত কাল পুলিশ যখন খোঁজাখুঁজি করেছে তখন এ দাগটা তাদের চোখ এড়িয়ে গেল কী করে?"

"হলটা খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা দরকার বলে বোধ হয়নি। আর তা ছাড়া দেখতেই তো পাচ্ছেন দাগটা দেওয়ালের এমন জায়গায় রয়েছে যে চট করে নজরে পড়ে না।"

"হ্যাঁ, সে কথাটা ঠিক বটে। আচ্ছা দাগটা যে গত কাল দেওয়ালে ছিল এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই তো?"

লেস্ট্রেড এমন ভাবে হোমসের দিকে তাকাল, তাতে মনে হয় ও ভাবছে হোমসের মাথার গোলমাল হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী হোমস এতক্ষণ যে রকম ভাবভঙ্গি করছিল আর তারপর এখন যা বলল তাতে আমি নিজেও রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম।"

লেস্ট্রেড বলল, "মিঃ হোমস, আপনি কি বলতে চাইছেন যে গভীর রাত্তিরে ম্যাকফারলেন জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোরদার করবার জন্যে দেওয়ালে ওই ছাপ দিয়ে গেছে।...আমি চাই যে, হাতের ছাপ সম্বন্ধে কোনও বিশেষজ্ঞ এসে বলুন এটা ম্যাকফারলেনের হাতের ছাপ কিনা।"

"এটা যে ম্যাকফারলেনের হাতের ছাপ তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

"ব্যাস। তবেই তো ব্যাপার চুকে গেল। মিঃ হোমস, আমি কাজের লোক। যখন আমার হাতে সূত্র এল আমি তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম," লেস্ট্রেড বলল, "আপনার আর কিছু বলার বা জানার থাকলে বসবার ঘরে আসবেন। আমি ওই ঘরে বসে আমার রিপোর্ট তৈরি করছি।"

হোমস এখন নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। তবু আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে, ভেতরে ভেতরে ও বোধহয় খুব মজা পাচ্ছে।

"ওয়াটসন, তোমার কি মনে হচ্ছে না যে ব্যাপারটা হয়তো একটু গোলমাল হয়ে গেল? তবে এরই মধ্যে এমন কিছু একটা ইঙ্গিত রয়েছে যেটা হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাদের মক্কেলের পক্ষেই যাবে।"

হোমসের কথায় আমার খুব আনন্দ হল। বললাম, "এটা বেশ ভাল কথা। আমি তো ভেবেছিলাম যে, ছেলেটাকে বোধহয় কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।"

"না, ওয়াটসন, অত খুশি হোয়ো না। তবে আমাদের বন্ধু লেস্ট্রেড যে প্রমাণের ওপর

BanglaBook.org

সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে সেটার ভেতরেই গলদ রয়েছে।"

"তাই নাকি হোমস। গলদটা কী বলো তো?"

"গলদটা হচ্ছে এই যে, গত কাল আমি যখন হলঘর পরীক্ষা করি তখন ওই জায়গায় কোনও রক্তমাখা বুড়োআঙুলের ছাপ ছিল না। এসো না একটু রোদ পোহাতে পোহাতে বেড়িয়ে আসি।"

হোমসের সঙ্গে আমি বাগানের দিকে গেলাম। মনটা এখন বেশ হালকা লাগছে। তবে মাথাটা বেজায় রকম ঘুলিয়ে গেছে। কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। হোমস বাইরে থেকে বাড়ির চারটে দিক বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। তারপর বাড়ির ভেতরে ঢুকল। এবার সে বাড়ির একতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। বাড়ির বেশির ভাগ ঘরই খালি। আসবাবপত্রও নেই। তবুও হোমস প্রত্যেকটি ঘর খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। তারপর যখন আমরা ওপরের তলায় বারান্দায় গিয়ে পৌঁছোলাম হোমস তখন আবার ফুর্তিতে চনমন করে উঠল। হঠাৎ তার এই ফুর্তির কোনও কারণই বুঝতে পারলাম না। এই তলার শোবার ঘরগুলোও ফাঁকা।

"ওয়াটসন, আমার মনে হচ্ছে যে, একদিক থেকে এই রহস্যটা সাঙ্ঘাতিক রকমের নতুন। আমার অন্য কোনও তদন্তের সঙ্গে এর তুলনাই চলে না। যাই হোক, চলো লেস্ট্রেডকে ব্যাপারটা বলি। আজ সকালে লেস্ট্রেড আমাদের খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তো এখন লেস্ট্রেডের ওপরে আমরা শোধ নিতে পারব। ঠিক, ঠিক, এই কায়দা করলেই হবে।"

আমরা যখন হলে এসে পৌঁছোলাম লেস্ট্রেড তখন লিখছিল।

"লেস্ট্রেড, আপনি কি এই রহস্যের সম্বন্ধে আপনার রিপোর্ট লিখছেন?" হোমস প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, আমি রিপোর্টই লিখছি বটে।"

"কিন্তু এটা রাম না হতেই রামায়ণ হয়ে যাচ্ছে না কি? আমার মনে হচ্ছে যে, আপনি সব তথ্য-প্রমাণ এখনও জোগাড় করতে পারেননি।"

"মিঃ হোমস, আপনি কী বলতে চাইছেন?"

"আমি বলতে চাই যে, এক জন খুব গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর সাক্ষাৎ আপনি পাননি।"

"আপনি তাকে হাজির করতে পারেন?"

"চেষ্টা করে দেখতে পারি," হোমস বলল।

"তবে তাই করুন!"

'আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা অবশ্যই করব। এখানে আপনার সঙ্গে ক'জন কনস্টেবল আছে?"

"কাছাকাছির মধ্যে তিন জন আছে। আমি হাঁক দিলেই তারা শুনতে পাবে।"

হোমস বলল, "বাহ্, চমৎকার! তাদের সকলের স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই খুব ভাল? তারা নিশ্চয়ই প্রয়োজনে খুব জোর চেঁচাতে পারবে?"

'এদের স্বাস্থ্য যে খুবই ভাল সে কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। তবে এ ব্যাপারের সঙ্গে তাদের গলায় কী যোগ, তা বুঝতে পারছি না।"

BanglaBook.org

"এ যোগাযোগটা না হয় আমিই আপনাকে পরে বুঝিয়ে দেব। এ ছাড়াও আরও দু'-একটা জিনিস আপনাকে দেখাব। এখন দয়া করে আপনার কনস্টেবলদের এখানে ডাকুন। তারপর আমি আমার কাজ শুরু করব।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পুলিশ কনস্টেবলরা ঘরে এসে জড়ো হল।

হোমস তাদের বলল, "বাড়ির পেছন দিকে প্রচুর খড় গাদা করা রয়েছে। সেখান থেকে কয়েক আঁটি খড় নিয়ে এসো তো দেখি। যে-সাক্ষীর কথা বলছি তাকে খুঁজে পেতে হলে খড়ের দরকার হয়—ধন্যবাদ, এতেই হবে। ওয়াটসন, তোমার কাছে দেশলাই আছে তো। লেস্ট্রেড আমার সঙ্গে চলুন। আমরা এখন ওপরতলায় যাব।"

আমি তো আগেই বলেছি যে, ওপরতলায় একটা বেশ চওড়া বারান্দা আছে। বারান্দার এক দিকে তিনটে ঘর। ঘর-তিনটেই অবশ্য খালি। হোমস তাদের সকলকে বারান্দার এক কোণে এনে হাজির করল। কনস্টেবলরা হোমসের কাণ্ড দেখে ফিক ফিক করে হাসছিল। লক্ষ করলাম লেস্ট্রেড একদৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখে নানা রকম ভাব ফুটে উঠেছিল। হোমসের কথাবার্তা শুনে ওর মনে হচ্ছিল যে, হয়তো চমকপ্রদ ব্যাপার কিছু ঘটতে চলেছে। আবার খড় নিয়ে এসে হোমস যে-কাণ্ড করছিল তা দেখে ওর মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল। হোমস আমাদের সামনে এমন ভাবে দাঁড়াল যে, অন্য কেউ দেখলে ভাবত যে, একজন জাদুকর যেন আমাদের খেলা দেখাতে যাচ্ছে।

"লেস্ট্রেড, আপনার একজন কনস্টেবলকে দু'বালতি জল আনতে বলুন। আচ্ছা, দেওয়াল থেকে সরিয়ে খড়গুলো এবার ভাল করে বিছিয়ে দাও। বাহ, ঠিক হয়েছে। এইবার শুরু করা যায়।"

লেস্ট্রেডের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছিল।

"মিঃ হোমস, আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করছেন কিনা। আপনি সত্যিই যদি কিছু জানেন তো ভাঁড়ামি না করে সে কথাটা বলে ফেলুন।"

"লেস্ট্রেড, বিশ্বাস করুন আমি যা করছি তার পেছনে অবশ্যই কারণ আছে। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, একটু আগে আপনি আমার সম্বন্ধে বেশ কিছু মিঠেকড়া মন্তব্য করে ছিলেন। এখন পাশার দান উলটে গেছে। আমি যদি একটু নাটুকেপনা করেই থাকি, তাতে আপনার রাগ করা উচিত নয়। ওয়াটসন, ওই জানলাটা খুলে দিয়ে খড়ে আগুন লাগিয়ে দাও তো।"

আমি তাই করলাম। হাওয়ায় খড়ে দপ করে আগুন লেগে গেল। গলগল করে ধোঁয়া উঠতে লাগল।

"এইবার দেখা যাক লেস্ট্রেড আপনার সাক্ষীকে আমি হাজির করতে পারি কিনা। সকলে মিলে 'আগুন, আগুন' বলে চেঁচিয়ে উঠুন তো। নিন, এক দুই তিন—"

"আগুন।" আমরা সকলে চেঁচিয়ে উঠলাম।

"ধন্যবাদ। আর একবার।"

"আগুন, আগুন।"

"আর এক বার সকলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলুন।"

"আগুন।"

আমার ধারণা আমাদের চিৎকার বোধহয় পাঁচ মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

আমাদের চিৎকার থামবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। বারান্দার একদম শেষ প্রান্তে যেখানটা এতক্ষণ নিরেট দেওয়াল বলে মনে হচ্ছিল, সেখানে হঠাৎ একটা দরজা দমাস করে খুলে গেল। আর সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ছোটখাটো চেহারার একটা লোক।

"দারুণ হয়েছে।" হোমস একটুও আশ্চর্য হয়েছে বলে মনে হল না। "ওয়াটসন, এক বালতি জল খড়ের ওপর ঢেলে দাও। ঠিক আছে, এতেই হবে। ওহো...লেস্ট্রেড, আসুন আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন আপনার সেই হারানো সাক্ষী মিঃ জোনাস ওলডেকার।"

লেস্ট্রেড অবাক হয়ে এই আকাশ-থেকে-পড়া আগন্তুকের দিকে তাকিয়েছিল। আর ওলডেকার নিজেও কম অবাক হয়নি। সে চোখ পিটপিট করে আমাদের সবাইকে দেখছিল। লোকটার মুখের দিকে তাকালেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ওর চোখের পাতার লোমগুলো সাদা। চোখের তারা বেড়ালের মতো কটা। মুখের মধ্যে লোভ, শয়তানি, মতলববাজি ফুটে বেরোচ্ছে।

"এ সব কী ব্যাপার", লেস্ট্রেড এতক্ষণে মুখ খুলল । "আপনি এত দিন কী করছিলেন, অ্যাঁ?"

ওলডেকার বোকার মতো হাসল। তবে ও যে-ভাবে এক পা সরে গেল তাতে বুঝলাম যে, লেস্ট্রেডের কথার ধরন দেখে মনে মনে ভয় পেয়েছে।

"আমি তো কোনও অন্যায় করিনি।"

"কোনও অন্যায় করেননি—বটে? আপনি যে কাণ্ড করেছেন তাতে আর একটু হলেই একজন নিরপরাধ লোকের ফাঁসি হয়ে যেত। এই ভদ্রলোক যদি না এসে পড়তেন তা হলে আপনার মতলব হাসিল হয়ে যেতেও পারত।"

লোকটা লেস্ট্রেডের কথা শুনে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

"না না, আপনি বিশ্বাস করুন ইন্সপেকটর, আমি একটু মজা করছিলাম।"

"ও, আপনি মজা করছিলেন? তবে আপনি নিজে যে খুব বেশি মজা পাবেন তা মনে হচ্ছে না। এই—এঁকে নিয়ে যাও। বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখো, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

ওলডেকারকে এক রকম টানতে টানতে কনস্টেবলরা নিয়ে গেল। ওরা চলে যাবার পর লেস্ট্রেড হোমসকে বলল, "আমি কনস্টেবলদের সামনে বলতে চাইনি, তবে ডঃ ওয়াটসনের সামনে স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, রহস্যের এ রকম অসামান্য সমাধান করতে আপনাকে আগে আর কখনও দেখিনি। অবশ্য কী ভাবে যে এই রহস্যের সমাধান আপনি করলেন তা আমি জানি না। আপনি যে একজন নিরপরাধ লোকের প্রাণ বাঁচালেন তাই নয়, আমাকে কেলেঙ্কারির হাত থেকে রক্ষা করলেন। এ সব কথা জানাজানি হয়ে গেলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হত।"

হোমস হেসে লেস্ট্রেডের পিঠ চাপড়ে দিল।

"না, না, লেস্ট্রেড, আপনার চাকরি নিয়ে টানাটানি হওয়া তো দূরের কথা, আপনার খাতির খুব বেড়ে যাবে। আপনি যে-রিপোর্টটা লিখছিলেন সেটা বদলে নিন, তা হলেই আপনার বড়কর্তারা বুঝবেন যে কী কৌশলে আপনি এই রহস্যের সমাধান করেছেন। আপনার বড়কর্তাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আপনার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়।"

"তা হলে আপনি কি বলছেন যে, আমার রিপোর্টে আপনার কথা কিছু লিখব না?"

BanglaBook.org

হোমস বলল, "মোটেই নয়, মোটেই নয়। রহস্যের সমাধান করেই আমার আনন্দ।...তবে হ্যাঁ, দূর ভবিষ্যতে কোনও একদিন আমার একনিষ্ঠ জীবনীকার এই রহস্য সমাধানের ব্যাপারটা তার নিজের মতো করে হয়তো লিখবেন। এখন চলুন তো, ওই ছুঁচোটা যেখানে লুকিয়ে ছিল সেই জায়গাটা দেখে আসি।"

দেওয়ালের গায়ে লুকোনো দরজা দিয়ে আমরা ঢুকে গেলাম। বারান্দাটার ছ'ফুট আন্দাজ পার্টিশন করা। বাইরে দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে ছোট ছোট গর্ত কাটা। সেই ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। সেখানে সামান্য কিছু আসবাবপত্র। কিছু খাবারদাবার। জল। খবরের কাগজ আর কিছু বই।"

আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

হোমস বলল, "কনট্রাক্টর হওয়ার এইটেই সুবিধে। কাউকে না জানিয়ে ও নিজেই নিজের গা-ঢাকা দেবার জায়গা ঠিক করে রেখেছিল। অবশ্য ঘরের কাজের মেয়েটি সবকিছুই জানে। লেস্ট্রেড, দেখবেন ও যেন আপনাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে না পারে।"

"আপনার পরামর্শমতো আমি এখনই মিসেস লেক্সিংটনকে আটকাবার জন্যে বলে দিচ্ছি। তার আগে আপনি বলুন তো কী করে এই ঘরটার কথা আপনি জানতে পারলেন।"

"গোড়া থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল যে, বাড়ির মালিক ওলডেকার বাড়ির ভেতরেই কোথাও লুকিয়ে আছে। বাড়িটা ভাল করে ঘুরে দেখতে দেখতে আমি লক্ষ করলাম যে, বাড়ির তিনতলার বারান্দাটা দোতলার বারান্দার চাইতে ছ'-ফুট কম লম্বা। আর তখনই আমি টের পেলাম যে, ওলডেকার বুড়ো কোথায় লুকিয়েছে। আমার মনে হল যে, বাড়িতে আগুন লেগেছে শুনলে ও নিশ্চয়ই ওর চোরাকুঠুরিতে লুকিয়ে বসে থাকতে পারবে না। আমরা অবশ্য সোজাসুজি দরজা ভেঙে ঢুকে ওকে ধরতে পারতাম কিন্তু আমার মনে হল যে, ও যদি নিজে থেকেই ধরা দেয় তো সেটা আরও ভাল হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা সকালবেলায় আপনি আমাকে অনেক কথা শুনিয়েছিলেন, তারও একটা বেশ যোগ্য জবাব দেওয়া গেল—কী বলুন?

"হ্যাঁ, মিঃ হোমস, আমাকে আপনি যাকে বলে মুখের মতো জবাবই দিয়েছেন। কিন্তু লোকটা যে বাড়িতেই গা ঢাকা দিয়ে আছে সেটা আপনি বুঝলেন কী করে?"

"ওই বুড়োআঙুলের ছাপ। লেস্ট্রেড, আপনি আমাকে বলেছিলেন যে, ওই বুড়োআঙুলের ছাপ থেকেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। আপনি কথাটা ঠিকই বলেছিলেন। তবে সমাধানটা আপনি যে ভাবে ভেবেছিলেন সে ভাবে হল না। আমি জানতাম যে আগের দিন ওই দেওয়ালের ওই জায়গায় কোনও রকম ছাপই ছিল না। আপনি তো আমার সঙ্গে আগেও কাজ করেছেন। আপনি তো জানেন যে, এই ধরনের ছোটখাটো ব্যাপারও আমি খুব খুঁটিয়ে নজর করি। আমি হলঘরটা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছিলাম। কোনও দাগই আমার চোখে পড়েনি। আর তা হলে দাগটা পড়েছে রাত্তিরবেলায়।"

"কিন্তু ছাপটা ওখানে এল কী করে?"

"খুব সহজেই। ওই সব দলিলপত্রগুলো যখন সিলমোহর করা হচ্ছিল তখন ওলডেকার কায়দা করে ম্যাকফারলেন ছোকরার বুড়োআঙুলের একটা ছাঁচ তুলে নিয়েছিল। আমার মনে হয়, সিলমোহর করার কাজটা ওলডেকার ইচ্ছে করেই ম্যাকফারলেন ছোকরার ওপর দিয়েছিল। আর সব ব্যাপারটা এমন ঘরোয়া ভাবে হয়েছিল যে ম্যাকফারলেন ছোকরার হয়তো কথাটা মনেও নেই। ওই গোপন আস্তানায় বসে থাকতে থাকতে ওলডেকারের মাথায় ওই

BanglaBook.org

ছাঁচটা কাজে লাগাবার মতলব আসে। এই রকম একটা প্রমাণ যদি পুলিশের নজরে আনা যায় তবে ম্যাকফারলেনের বাঁচবার আর কোনও রাস্তা থাকবে না। এরপর ওই ছাঁচটা থেকে ওলডেকার আর একটা ছাঁচ তুলে নেয়। তারপর একটা পিন ফুটিয়ে রক্ত বের করে সেই রক্ত ছাঁচটায় লাগিয়ে সেটা দেওয়ালে মেরে দেয়। ওলডেকারের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলে ম্যাকফারলেনের হাতের ছাপ যে পড়ে যাবে তাতে আমার মনে কোনও সন্দেহই নেই।"

"চমৎকার! সত্যিই চমৎকার! এখন সব ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু এ রকম পেজোমি ও বুড়োটা করল কেন মিঃ হোমস?"

লেস্ট্রেডকে দেখে আমার খুব মজা লাগছিল। একটু আগেই ও বেশ মুরুব্বিয়ানা করছিল। এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছিল স্কুলের একটা ছেলে যেন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়া বুঝে নিচ্ছে।

"এটার ব্যাখ্যা খুব সোজা। ওলডেকার অত্যন্ত বদ প্রকৃতির লোক। অন্যের ক্ষতি করতে পারলেই ওর আনন্দ। জানেন বোধহয়, এক সময় ম্যাকফারলেনের মায়ের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হয়েছিল। যে-কোনও কারণেই হোক সে বিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়নি। আপনি জানেন না? মিঃ লেস্ট্রেড, আমি তো প্রথমেই আপনাকে ব্ল্যাকহিথে আর পরে নরউডে যেতে বলে ছিলাম। ওই বিয়ে না হওয়ার রাগ ওলডেকার মনে মনে পুষে রেখেছিল। সারা জীবন ধরে ও ভেবেছে কী ভাবে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। কিন্তু হয় সে কোনও রাস্তা খুঁজে পায়নি, নয়তো কোনও সুযোগ সে পায়নি। কিন্তু গত বছর ওর জীবনে একটা বড় রকমের ধাক্কা লাগে। কেনাবেচার দালালি করতে গিয়ে ও বেশ মোটা টাকা জালিয়াতি করে। ও ঠিক করে যে, ওর পাওনাদারদের ঠকিয়ে ও সরে পড়বে। আর তাই করবার জন্যে ও মিঃ কর্নেলিয়াসের নামে মোটা টাকার চেক কাটে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কর্নেলিয়াস আর ওলডেকার একই ব্যক্তি। এই চেকগুলোর কোনও হদিস করবার সময় পাইনি। তবে খোঁজ করলে দেখা যাবে যে, কোনও ছোটখাটো শহরে কর্নেলিয়াসের অ্যাকাউন্টে সেই টাকা জমা পড়েছে। সেই শহরে সকলে ওলডেকারকে কর্নেলিয়াস নামেই চেনে। ওলডেকারের মতলব ছিল সব টাকাটা কর্নেলিয়াসের নামে চালান করে শেষকালে নিজে গা-ঢাকা দেবে।"

"হ্যাঁ, এটা খুবই সম্ভব বটে।"

"শেষকালে এক ঢিলে দুই পাখি মারবার মতলবটা ওর মাথায় খেলে যায়। যদি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যায় যাতে লোকের মনে হয় যে, ম্যাকফারলেনই তাকে খুন করেছে আর ম্যাকফারলেনকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারলে ম্যাকফারলেনের মায়ের ওপর পুরনো রাগের ঝালটাও মেটানো যায় আর কর্নেলিয়াস সেজে গা ঢাকা দেবারও সুবিধে হয়। শয়তানিবুদ্ধির একটা চরম দৃষ্টান্ত। ম্যাকফারলেনকে উইল করে সব সম্পত্তি দিয়ে দেওয়ার এই প্যাঁচটা একবারে অসাধারণ। এতে ম্যাকফারলেনের খুন করবার মোটিভটা বেশ জোরদার হয়ে উঠবে। আর সেই জন্যেই ও ম্যাকফারলনকে ওর সঙ্গে চুপি চুপি দেখা করতে বলেছিল। আর একই উদ্দেশ্যে ও ম্যাকফারলেনের লাঠিটা সরিয়ে ফেলেছিল। লাঠি, রক্তের দাগ, পোড়া বোতাম সবই বেশ এমন সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছিল যাতে ম্যাকফারলেন ছোকরার পক্ষে খালাস পাবার কোনও রাস্তাই না থাকে। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমার নিজেরই সন্দেহ ছিল ম্যাকফারলনকে বাঁচাতে পারব কিনা। ওলডেকার নিজের পাকা ঘুঁটিকে কাঁচিয়ে ফেলল। লোকটা থামতে জানে না। ও যে মতলব ভেঁজেছিল তাতেই ওর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত। কিন্তু ম্যাকফারলনকে ফাঁসিকাঠে

ঝোলাবার জন্যে ও অতি চালাকি করতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল। চলুন লেস্ট্রেড, আমরা এবার নীচে যাই। ওলডেকারকে দু'-একটা প্রশ্ন করবার আছে।"

শয়তানটা বাইরের ঘরে চেয়ারে বসেছিল। ওর দু'পাশে দু'জন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে।

"বিশ্বাস করুন ইন্সপেক্টর, আমি স্রেফ মজা করছিলাম। আমি আত্মগোপন করেছিলাম নিছক মজার জন্যে। আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। বিশ্বাস করুন, সত্যি সত্যি যদি ম্যাকফারলেনের বিচার হত তা হলে আমি সব কথা নিজের মুখে কবুল করতাম। এটা একদম ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার। কোনও বদ মতলব নেই।" এই কথাগুলোই ওলডেকার লেস্ট্রেডকে বার বার বলতে লাগল।

লেস্ট্রেড বলল, "এ সব কথা জুরিদের বলবেন। তারা যা করবার করবে। আমরা আপনাকে খুনের অভিযোগে যদি নাও করি খুন করার ষড়যন্ত্র করছিলেন, এই অভিযোগে গ্রেফতার করছি।"

হোমস বলল, "ইতিমধ্যে আপনার পাওনাদাররা যে কর্নেলিয়াসের ব্যাঙ্কের জামানত বাজেয়াপ্ত করে ফেলবে সে বিষয়ে কোনও ভুল নেই।"

হোমসের কথায় ওলডেকার বেশ চমকে গেল। তারপর হোমসের দিকে কটমট করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "যা করেছেন তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। হয়তো একদিন আমার ঋণ শোধের পালা আসবে।"

হোমস হেসে ফেলল। "কিন্তু এখন কিছু দিন তো আপনাকে অন্য ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে বলে আমার মনে হচ্ছে।...ভাল কথা, কাঠের গাদায় আপনার ট্রাউজার্সের সঙ্গে আর কী রেখেছিলেন? মরা কুকুর না খরগোশ? ওহ্, আপনি বলবেন না? আপনি কিন্তু আমার সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করলেন না। গোটাদুয়েক খরগোশই যথেষ্ট। ওয়াটসন, এ কাহিনী তুমি যদি লেখো তো খরগোশই লিখো।"

BanglaBook.org

অদ্ভুত লিপি

টেবিলের ওপরে একটা কাচের পাত্রে কী একটা তরল রাসায়নিক পদার্থ ফুটছিল। পদার্থটার বেজায় বিটকেল গন্ধ। হোমস সেই ফুটন্ত পদার্থটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে ছিল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, হোমসের লম্বা শরীরটা ক্রমেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। ওর মাথা বুকের কাছে নেমে এসেছে। পেছন থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন একটা অদ্ভুত অচেনা পাখি স্থির দৃষ্টিতে কিছু একটা লক্ষ করছে। অনেকক্ষণ একই ভাবে থাকবার পর হোমস হঠাৎ বলে উঠল, "ওয়াটসন, তুমি দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসার বাজারে টাকা লগ্নি করবে না বলেই শেষ পর্যন্ত ঠিক করলে?"

আমি চমকে উঠলাম। তাজ্জব কাণ্ড। হোমসের এই অদ্ভুত, যা নাকি প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার কথা আমি জানি। তা সত্ত্বেও আমার মনের এই গোপন কথাটা যে ও কী ভাবে টের পেল, তা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারলাম না।

"তুমি কী করে ব্যাপারটা জানলে?" আমি হোমসকে জিজ্ঞেস করলাম।

হোমস যে-টুলের ওপর বসে ছিল সেটা আমার দিকে ঘুরিয়ে নিল। ওর হাতে একটা টেস্টটিউব। টিউবের থেকে হুহু করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। খুশিতে হোমসের চোখদুটো চিকচিক করছে। বুঝলাম আমার কথায় ভারী মজা পেয়েছে।

"তা হলে ওয়াটসন স্বীকার করছ তো, যে, বেকুব বনে গেছ?"

"স্বীকার করছি।"

"আমার উচিত তুমি যে বেকুব বনে গেছ, এই কথা একটা কাগজে লিখিয়ে নিয়ে তোমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া।"

"এ কথা বলছ কেন?"

বলছি এই জন্য যে, পাঁচ মিনিট পরেই তুমি বলবে যে ব্যাপারটা যাকে বলে জলবৎ তরল সোজা।"

"না আমি কখনওই তা বলব না।"

টেস্টটিউবটা ঠিক জায়গায় রেখে দিয়ে হোমস বলতে আরম্ভ করল। ওর হাবভাব, বলার ধরনধারণ দেখে মনে হল যেন কলেজের অধ্যাপক কোনও ক্লাসে ছেলেদের সামনে বক্তৃতা করছেন। "দেখো ওয়াটসন, যে-কোনও একটা সূত্র থেকে একটা সিদ্ধান্ত করতে পারলে সেই সিদ্ধান্ত থেকে আর-একটা এবং তার থেকে আরও একটা এবং এই ভাবে পর পর অনেকগুলো সিদ্ধান্ত করাটা মোটেই কোনও শক্ত কাজ নয়। এই সিদ্ধান্তগুলোর প্রত্যেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই পর্যন্ত করে যদি প্রথম সূত্রটা আর শেষ সিদ্ধান্তটা ঠিক রেখে মধ্যের সব সিদ্ধান্তকে উড়িয়ে দেওয়া যায়, আর সেই সূত্রটি এবং শেষ সিদ্ধান্তটি কারও কাছে

BanglaBook.org

বলা যায় তো, সে লোক অবাক হয়ে যাবেই যাবে। এখন তোমার বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়োআঙুলের মাঝখানটা ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনিতে তুমি তোমার জমানো অর্থ লগ্নি করতে চাও না।"

"এ দুটোর মধ্যে সম্বন্ধটা যে কী তা বুঝতে পারলাম না।"

"না বুঝতে পারাটাই স্বাভাবিক। সম্বন্ধটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। মাঝখানের হারানো সূত্রগুলো বলে দিলেই বুঝতে পারবে। (১) কাল রাত্রে যখন তুমি ক্লাব থেকে ফিরে এলে তখন তোমার বাঁ হাতের বুড়োআঙুল আর তর্জনীর মধ্যে দাগ লেগে ছিল। (২) বিলিয়ার্ড খেলার সময় কিউকে সোজা রাখবার জন্যে তুমি ওইখানে চক রেখে দাও। (৩) তুমি থার্স্টন ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলো না। (৪) সপ্তাহ চার আগে, তুমি আমাকে বলেছিলে যে, থার্স্টন দক্ষিণ আফ্রিকার একটা সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারে, যদি তুমি তার অংশীদার হও। (৫) তোমার চেকবইটা আমার ড্রয়ারে চাবি বন্ধ আছে। আর সে চাবি তুমি চাওনি। (৬) এই ব্যাপারে তুমি তোমার টাকা খাটাতে চাও না।"

"সব ব্যাপারটাই অত্যন্ত সহজ সরল," আমি বললাম।

একটু বিরক্ত হয়ে হোমস বলল, "সেই কথাই তো বললাম। প্রত্যেক সমস্যাকেই বুঝিয়ে বললে অত্যন্ত সহজ সরল বলে মনে হয়। আচ্ছা, তোমাকে একটা সমস্যা দিচ্ছি। দেখো, এটার কোনও অর্থ বের করতে পারো কিনা।"

টেবিলের ওপরে একটা কাগজ ছুড়ে দিয়ে হোমস তার রাসায়নিক পরীক্ষায় মন দিল। আমি কাগজটা তুলে নিলাম। কাগজটা দেখে আমি তো থ। কতগুলো ছবি আঁকা। তার না আছে মাথা, না আছে মুন্ডু।"

কাগজটা দেখে আমি বললাম, "এ কোনও ছোট ছেলে নিজের খেয়ালে এঁকেছে। এর কোনও মানে নেই।"

"তুমি তাই মনে করছ?"

"হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কী? এর কোনও মানে আছে নাকি?"

"মানে আছে কি না তা জানবার জন্যে নরফোকের রিভলিং ম্যানরের মিঃ হিলটন ক্যুবিট খুবই আগ্রহী। এই কাগজটা সকালের প্রথম ডাকে এসেছে। মিঃ ক্যুবিট পরের ট্রেনেই এসে পড়বেন। ওই শোনো, ওয়াটসন, কে যেন দরজার বেল টিপলেন। ইনিই যদি সেই মিঃ হিলটন ক্যুবিট হন তা হলে আমি মোটেই আশ্চর্য হব না।"

সিঁড়িতে ভারী পায়ের ধপ ধপ শব্দ শুনতে পেলাম। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোক। গায়ের রং টকটকে লাল। দাড়ি-গোঁফ নিখুত ভাবে কামানো। নীল উজ্জ্বল চোখ। দেখলেই বুঝতে পারা যায়, ভদ্রলোক এমন জায়গায় থাকেন সেখানে বেকার স্ট্রিটের মতো ধোঁয়াশা নেই। ভদ্রলোক ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ঘরের আবহাওয়াটাই যেন পালটে গেল। আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে ভদ্রলোক যেই চেয়ারে বসতে গেলেন, অমনি তাঁর দৃষ্টি পড়ল টেবিলের ওপর রাখা সেই কাগজটার ওপর, যেটা আমি একটু আগেই দেখছিলাম।

ভদ্রলোক হোমসকে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ হোমস, এটার কোনও মানে বের করতে পারলেন কি? আমি শুনেছি আপনি যত উদ্ভট রহস্যের খোঁজ করে বেড়ান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ রকম উদ্ভট রহস্যের সন্ধান আপনিও খুব বেশি পাননি। আমি কাগজখানা আগেই

BanglaBook.org

পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে করে আপনি এর একটা হদিস করতে পারেন।"

হোমস বলল, "হ্যাঁ, ব্যাপারটা যে একটু অদ্ভুত ধরনের তাতে কোনও সন্দেহই নেই। প্রথম বার দেখলে মনে হয়, কোনও ছোট ছেলে তার মনের খেয়ালে কাগজের ওপর এই নাচুনে লোকগুলোর ছবি এঁকেছে। সাধারণ ভাবে এই কাঁচা হাতের আঁকা ছবিগুলোর কোনও মানে আছে বলে মনে হয় না।...প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই কাগজটার ওপর আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?"

"মিঃ হোমস, আমি কোনও গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু আমার স্ত্রী দিচ্ছেন। এইটে পাবার পর থেকে তিনি ভয়ে একেবারে আধমরা হয়ে গেছেন। মুখে কিছু বলছেন না বটে, তবে তাঁর চোখ-মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি যে, তিনি ভয় পেয়েছেন। আর সেই জন্যই আমি এই ব্যাপারে ফয়সালা করতে চাই।"

হোমস সূর্যের আলোর সামনে কাগজটা তুলে ধরল। কাগজটা খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া একটা পাতা। পেনসিলে আঁকা ছবিগুলো এমনি ভাবে সাজানো:

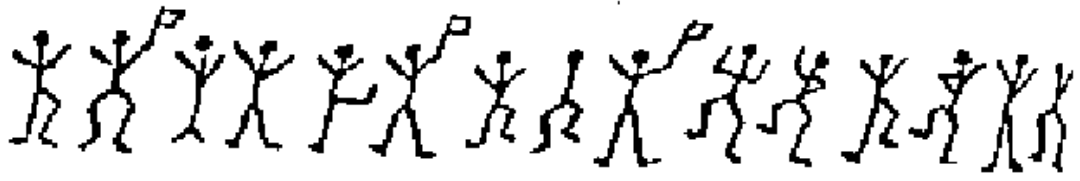

হোমস অনেকক্ষণ ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর কাগজটা যত্ন করে তার পকেট-বইয়ের ভেতর মুড়ে রেখে দিল।

"মনে হচ্ছে, এই রহস্যটা সব দিক দিয়েই বেশ অভিনব আর চিত্তাকর্ষক তদন্ত হয়ে উঠবে। মিঃ ক্যুবিট, আপনার চিঠিতে আপনি আমাকে কিছু কিছু খবর দিয়েছেন। কিন্তু আমার এই বন্ধু ডঃ ওয়াটসন কিছুই জানেন না। আপনার সব কথা আপনি এঁর সামনে আবার বলেন যদি তো খুব ভাল হয়।"

হোমসের কথায় আমাদের অতিথি বেশ ঘাবড়ে গেলেন। তিনি হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, "আমি মোটেই ভাল বক্তা নই। আমার কথা শুনতে শুনতে যদি আপনাদের মনে কোনও খটকা লাগে তো বলবেন। আমি যথাসম্ভব গুছিয়ে বলারই চেষ্টা করব।...গত বছর আমার বিয়ে হয়েছে। আমি সেই ঘটনা দিয়েই আমার কথা বলতে শুরু করি। তবে গোড়ায় একটা কথা পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই। আমি যাকে বলে ধনী লোক, তা নই, তবে রিডলিং থর্পে আমরা পাঁচশো বছর টানা বাস করে আসছি। ওই অঞ্চলে আমাদের চেয়ে মানী লোক আর কেউ নেই। বলতে গেলে গোটা নরফোকেই আমাদের নাম সকলে জানে। গত বছর জয়ন্তী উৎসব দেখবার জন্যে আমি লন্ডনে এসেছিলাম। আমি রাসেল স্কোয়ারে একটা বোর্ডিং হাউসে উঠেছিলাম। ওখানে উঠেছিলাম, কেন না আমাদের অঞ্চলের ভিকার পার্কার ওখানে ছিল। ওই বোর্ডিং হাউসে প্যাট্রিক, এলসি প্যাট্রিক নামে এক আমেরিকান তরুণীও ছিলেন। আমার সঙ্গে ওই তরুণীর আলাপ পরিচয় হয়। তারপর লন্ডনে থাকতে থাকতেই আমি ওকে বিয়ে করি। লন্ডন থেকে যখন আমি নরফোকে ফিরে এলাম, তখন আমি একজন রীতিমতো বিবাহিত ভদ্রলোক। আপনি হয়তো ভাবছেন যে, এই ভাবে বিয়ে করাটা আমার পক্ষে ঠিক হয়নি। আমার বংশগৌরবের কথা সকলেই জানে, আর এই তরুণী তো যাকে বলে অজ্ঞাতকুলশীলা। কিন্তু যদি এলসির সঙ্গে আপনার কখনও সাক্ষাৎ হয়, তো

BanglaBook.org

আপনি বুঝতে পারবেন কেন আমি তাকে বিয়ে করেছি।

"এ ব্যাপারে এলসিও আমার সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার করেছে। সে আমাকে বার বার সবকিছু বিচার বিবেচনা করে দেখতে বলেছিল। সে আমাকে বলেছিল, 'এক সময় আমার জীবনে এমন কিছু লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল, যারা মোটেই ভাল লোক নয়। তাদের কথা আমি একদম ভুলে যেতে চাই। সত্যি কথা বলতে কী আমি আমার অতীত জীবনের সবকিছুই ভুলে যেতে চাই। পুরনো দিনের কথা মনে করলে আমার খুব কষ্ট হয়। তুমি যদি আমাকে বিয়ে করো তো এ কথা বলতে পারি যে, আমার জন্যে তোমাকে কখনও লজ্জা পেতে হবে না। তবে আমার অতীত-জীবন সম্বন্ধে তুমি কোনও দিন কোনও কথা জানতে চেয়ো না। যদি আমার কথা মেনে নেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তো তুমি একাই নরফোকে ফিরে যাও। আমি যেমন একলা আছি তেমনই একলাই থাকব।'...বুঝলেন, আমাদের বিয়ের ঠিক আগের দিন এলসি আমাকে এই সব কথা বলল। আমি বললাম যে, আমি তার সব কথায় রাজি আছি। আজ পর্যন্ত আমি আমার কথার খেলাপ করিনি।

"আমাদের প্রায় এক বছর হল বিয়ে হয়েছে। আমরা বেশ সুখে শান্তিতেই আছি। কিন্তু মাসখানেক আগে, জুন মাসের শেষাশেষি, প্রথম গোলমালের সূত্রপাত হল। একদিন আমেরিকা থেকে আমার স্ত্রী'র নামে একটা চিঠি এল। আমি আমেরিকার ডাকটিকিট নিজে দেখেছি। চিঠিটা পেয়েই আমার স্ত্রী একদম ভয়ে কাঠ। চিঠিটা পড়েই সে ফায়ারপ্লেসের আগুনে ছুড়ে ফেলে দিল। এ বিষয়ে সে আমাকে কোনও কথা বলেনি। আমিও কোনও প্রশ্ন তাকে করিনি। কথা যখন দিয়েছি, সেটা রাখতেই হবে। কিন্তু তারপর থেকে সে সব সময়ই কেমন যেন ভয়ে ভয়ে আছে। ওর চোখ-মুখে সব সময়েই একটা আশঙ্কার ভাব। যেন সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেল বুঝি। সব-সময়েই যেন মনে মনে সে বিপদের জন্যে তৈরি হয়ে আছে। আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বললে ও ভালই করত। আমার চাইতে বড় বন্ধু তার আর কেউ নেই। কিন্তু এলসি নিজের থেকে কিছু না বললে আমিও কিছু বলতে পারি না। তবে একটা কথা হলফ করে বলতে পারি, এলসি অত্যন্ত সত্যবাদী ও সৎ মহিলা। ওর অতীত জীবনে যে-ঘটনাই ঘটে থাকুক না কেন, তার জন্যে ও কোনও মতেই দায়ী নয়। আমি নরফোকের একজন অতি সাধারণ গেঁয়ো লোক। তবে আমার বংশের মর্যাদাকে আমি যে ভাবে রক্ষা করতে জানি, তা সারা ইংল্যান্ডে খুব বেশি লোক জানে বলে আমার মনে হয় না। আর এ কথাটা এলসি খুব ভাল করেই জানে। আমাকে বিয়ে করবার আগেই সে আমার মনের ভাব জানত। আমার খুব বিশ্বাস যে, এলসি এমন কোনও কাজ কখনওই করবে না, যা আমার বংশগৌরবের ক্ষতি করতে পারে।

"যাকগে, এইবার আসল ঘটনায় আসি। সপ্তাহখানেক আগে, গত মঙ্গলবার, আমি লক্ষ করলাম যে, একটা জানলার কাচে এই রকম কতগুলো নাচওলা ছবি আঁকা রয়েছে। ছবিগুলো খড়িতে আঁকা। আমার মনে হল, আস্তাবলের দেখাশোনা যে করে সেই ছোকরাই এই ছবিগুলো এঁকেছে। তাকে ডেকে পাঠালাম। সে দিব্যি করে বলল যে, এ ব্যাপারের আদ্যন্ত সে কিছুই জানে না। এটা যে রাত্রিবেলায় এসে কেউ এঁকে দিয়ে গেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যাই হোক আমি সেই ছবিগুলো মুছে দিতে বললাম। পরে আমি এই ঘটনার কথা এলসিকে বলি। আমার কথা শুনে এলসি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। সে আমাকে কাকুতিমিনতি করে বলল যে, এ রকম ছবি আমার নজরে পড়লে আমি যেন

BanglaBook.org

অবশ্যই তাকে দেখাই। সত্যি কথা বলতে কী, এলসির ভাবগতিক দেখে আমি নিজেই থ হয়ে গেলাম। এরপর সপ্তাহখানেক আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। ছবি আঁকা কোনও কাগজও আসেনি। গত কাল সকালে বাগানে যে-সূর্য ঘড়ি আছে তার কাছে এই কাগজটা পড়ে ছিল। কাগজটা আমিই দেখতে পাই। আমি কাগজটা এনে এলসিকে দেখাই। কাগজটা দেখেই এলসি অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর থেকে এলসি কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। চোখে-মুখে তার ভয়ের ছাপ। আর তখনই আমি আপনাকে চিঠি লিখি আর চিঠির সঙ্গে ওই কাগজটা পাঠিয়ে দিই। এ এমনই একটা আজগুবি ব্যাপার যে, আমার পক্ষে পুলিশের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। পুলিশ হেসেই সব ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবে। তাই আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমি আগেই আপনাকে বলেছি যে, আমি ধনী লোক নই, তবে আমার স্ত্রী'র যদি কোনও বিপদ হয় তো সেই বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে আমি আমার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খরচা করতে রাজি আছি।"

মিঃ হিলটন ক্যুবিট একজন অসাধারণ মানুষ। খাঁটি ইংরেজ বলতে যা বোঝায় ভদ্রলোক তাই। সহজ, সরল, সহৃদয়। ওই সুন্দর নীল চোখ আর সারল্যে ভরা মুখ। ভদ্রলোকের কথাবার্তায় চোখে-মুখে, হাবেভাবে বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি স্ত্রীকে খুব ভাল বাসেন। হোমস খুব মন দিয়ে মিঃ ক্যুবিটের কথা শুনছিল। ক্যুবিট চুপ করে ওর দিকে তাকালেন। হোমস কোনও কথা না বলে চুপ করেই রইল।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর হোমস বলল, "মিঃ ক্যুবিট, এই অবস্থায় আপনার কি মনে হয় না যে, সব ব্যাপারটা নিয়ে আপনার স্ত্রী'র সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে একটা আলোচনা করাই ভাল? এর গোপন কথা যদি কিছু থাকে তা জেনে নেওয়াই উচিত।"

হিলটন ক্যুবিট তাঁর বিরাট মাথাটা নাড়লেন।

"মিঃ হোমস, প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই। এলসি যদি বলতে চাইত তো ও নিজে থেকেই কথাটা আমাকে বলত। ও যদি স্বেচ্ছায় না বলে তো জোর করে ওর কাছ থেকে কথা জেনে নিতে আমি চাই না।...কিন্তু আমার কী কর্তব্য তা ঠিক করার অধিকার আমার আছে। আর তা আমি করবই।"

"তা হলে মিঃ ক্যুবিট আমি আপনাকে সব রকম ভাবে সাহায্য করব। আচ্ছা, আপনাদের পাড়ায় বা ওই অঞ্চলে নতুন কোনও লোককে সম্প্রতি দেখেছেন কি?"

"না।"

"আমার মনে হয় আপনাদের রিডলিং থর্প গ্রামটি যাকে বলে বেশ নির্জন। নতুন কোনও লোক এলে তা নিশ্চয়ই গ্রামের কারও না কারও চোখে পড়বে।"

"হ্যাঁ, আমাদের গ্রামে কেউ এলে অবশ্যই সে খবর চাপা থাকবে না। তবে আমাদের গ্রাম থেকে অল্প দূরেই কিছু ঘরবাড়ি আছে, যেখানে বাইরে থেকে লোকেরা প্রায়ই দু'-চার দিনের জন্যে হাওয়া বদলাতে আসে।"

"এই ছবিগুলো বোধহয় এক ধরনের হিয়েরোগ্লিফ। আর তা যদি হয় তো এগুলোর মানে আছে। আর তা যদি না হয়, মানে এগুলো যদি কেউ খেয়ালখুশিতে এলোমেলো ভাবে এঁকে থাকে, তো এর অর্থ বের করা যাবে না। তবে এগুলো যদি ভেবেচিন্তে নির্দিষ্ট একটা পদ্ধতি অনুসরণ করে আঁকা হয়ে থাকে, তো এর অর্থ বের করতে আমি পারবই। কিন্তু এই কাগজের টুকরোর লেখাটা এত ছোট যে, এর থেকে কোনও অর্থ বের করা সম্ভব নয়। তা

BanglaBook.org

ছাড়া আপনি আমাকে যে-তথ্য দিলেন তাও মোটেই যথেষ্ট নয়। আমার পরামর্শ যদি চান তো বলি যে, আপনি নরফোকে ফিরে যান। যদি ইতিমধ্যে আর কোনও এই ধরনের ছবি আঁকা কাগজ আপনার নজরে পড়ে তো তার হুবহু নকল করে নেবেন। আপনার বাড়ির জানলায় চক দিয়ে যে-ছবি আঁকা ছিল, তার যদি একটা নকল পাওয়া যেত তো বড় ভাল হত। এ ছাড়া যা আপনাকে করতে হবে তা হল সাবধানে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে চেষ্টা করবেন পাড়ায় কোনও অচেনা লোককে দেখতে পাওয়া গেছে কিনা। যখনই নতুন কোনও তথ্য আপনার হাতে আসবে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। এই মুহূর্তে আমি আপনাকে আর কোনও পরামর্শ দিতে পারছি না। তবে এর মধ্যে যদি হঠাৎ কোনও নতুন ঘটনা ঘটে তো আমাকে জানাবেন, আমি তৎক্ষণাৎ আপনার ওখানে চলে যাব।"

মিঃ হিলটন ক্যুবিটের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর থেকেই হোমস ভীষণ চুপচাপ হয়ে গেল। দেখেই বোঝা যায় যে, ও খুব চিন্তিত। হিলটন ক্যুবিটের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ক'দিন হয়ে গেল। হোমস সেই রকমই চুপচাপ। শুধু মাঝে মাঝেই পকেট বুক থেকে সেই ছবি আঁকা কাগজটা বের করে স্থির দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। দিন পনেরোর মধ্যে হোমস ওই প্রসঙ্গে একটি কথাও উচ্চারণ করল না। হঠাৎ একদিন আমি যখন বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছি হোমস বলে উঠল, "ওয়াটসন, তুমি বরং এখন ঘরেই থাকো।"

"কেন?"

"কেন না, আজ সকালেই আমি হিলটন ক্যুবিটের কাছ থেকে একটা তার পেয়েছি। সেই যে হিলটন ক্যুবিট, সেই ছবি আঁকা কাগজের ব্যাপারটা, মনে আছে তো। উনি লিভারপুল স্ট্রিট স্টেশনে এসে পৌঁছোবেন একটা বেজে কুড়ি মিনিটে। উনি এক্ষুনি এসে পড়লেন বলে। ওঁর টেলিগ্রাম থেকে যা জানতে পেরেছি, তার থেকে মনে হচ্ছে ওখানে বড় রকমের কিছু একটা ঘটেছে।"

আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আমাদের নরফোকের মক্কেল লিভারপুল স্ট্রিট স্টেশন থেকে একটা ভাড়া গাড়ি ধরে সোজা আমাদের আস্তানায় এসে হাজির। মিঃ ক্যুবিটকে দেখলেই বোঝা যায় যে, ভদ্রলোক রীতিমতো চিন্তিতই নন, খুব মনমরাও বটে। চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্তির ছাপ। কপাল কুঁচকে আছে।

"মিঃ হোমস, এই ব্যাপারটা আমার স্নায়ুর ওপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করছে।" কথাগুলো বলেই ভদ্রলোক হতাশ ভাবে একটা আরামকেদারায় বসে পড়লেন। "অচেনা, অজানা কিছু লোক কোনও একটা মতলব হাসিল করবার জন্যে আপনাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলছে এই রকম চিন্তা যে-কোনও লোককেই অস্থির করে তুলবে। তার ওপর যদি জানতে পারেন যে, তাদের এই কাণ্ডকারখানা আপনার স্ত্রীকে তিলে তিলে মেরে ফেলছে, তা হলে মনের কী রকম অবস্থা হয় বলুন তো? আমার চোখের সামনে আমার স্ত্রী ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে। এ কি কেউ সহ্য করতে পারে?"

"আপনার স্ত্রী কি কোনও কথা আপনাকে বলছেন?"

"না মিঃ হোমস, সে কোনও কথাই আমাকে বলছে না। এক এক সময়ে আমার মনে হয়েছে এলসি যেন কোনও একটা কথা আমাকে বলি বলি করেও বলতে পারছে না। বলাটা ঠিক হবে কিনা সে বিষয়ে ও মনস্থির করতে পারছে না। আমি অনেক সময় তাকে কথার

BanglaBook.org

খেই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। তাতে ও আরও চুপ করে গেছে। ও প্রায়ই আমার কাছে আমাদের বংশের প্রাচীনত্ব, আমাদের বংশের গৌরব, ঐতিহ্য এই সব প্রসঙ্গ তুলেছে। আমার মনে হয়েছে এইবার বোধহয় ও কিছু বলবে। কিন্তু না। পরক্ষণেই ও প্রসঙ্গ বদলে ফেলছে।"

"কিছু কিছু কথা আপনি তো নিজেই জানতে পেরেছেন।"

"হ্যাঁ, আমি অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। আমি আরও অনেকগুলো ছবি-আঁকা কাগজ পেয়েছি। সেগুলো সঙ্গে করে এনেছি। আপনি দেখুন, যদি কোনও কিনারা করতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা, সেই লোকটাকে আমি দেখতে পেয়েছি।"

"কাকে? যে-লোকটা ছবি আঁকে তাকে?"

"হ্যাঁ, যখন লোকটা ছবি আঁকছিল, সেই সময়ে তাকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম। সব কথাই আমি একে একে আপনাকে বলছি। আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফিরে যাবার পরের দিনই আমি আমার বাড়ির ভেতরে যে-মালখানা আছে তার দরজায় একসার ছবি দেখতে পাই। মালখানার কালো দরজায় খড়ি দিয়ে আঁকা ছবি। মালখানার দরজাটা আমার বাড়ির সোজাসুজি। বাড়ির যে-কোনও জানলা থেকে তাকালেই সেটা চোখে পড়বে। আমি সেটার হুবহু নকল করে এনেছি। এই যে সেই কাগজটা।" ভদ্রলোক একটা কাগজের ফালি টেবিলের ওপর রাখলেন। কাগজের ফালিতে এই ছবিগুলো আঁকা ছিল:

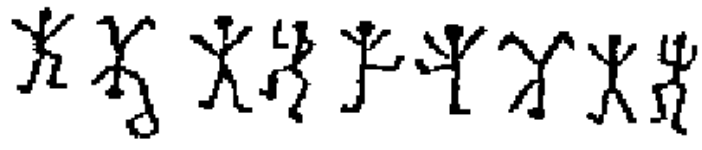

"চমৎকার! চমৎকার!" হোমস বলে উঠল। "এরপর কী হল বলুন।"

"যখন নকল করা হয়ে গেল আমি মূল ছবিগুলো মুছে ফেললাম। কিন্তু ঠিক দু'দিন পরে আবার একসার ছবি আমার নজরে পড়ল। সেটার নকলও আমি এনেছি। এই যে সেই নকলটা।"

হোমস খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। তারপর দু'হাত ঘষতে ঘষতে বলল, "আমাদের হাতে অনেক তথ্যই এসে গেছে দেখছি।"

"তিন দিন পরে আমাদের বাগানের সূর্যঘড়ির ওপরে একটা মোড়ক-করা কাগজে আবার ওই ধরনের ছবি কুড়িয়ে পাই। এই যে সেই কাগজটা। দেখছেন ছবিগুলো আঁকার ধরন একদম এক। এই কাগজটা পাবার পর আমি ঠিক করলাম যে, এরপর থেকে ঘাপটি

BanglaBook.org

মেরে বসে থাকব, যাতে করে যে ছবি আঁকছে তাকে হাতেনাতে ধরতে পারি। আমি রিভলভার সঙ্গে নিয়ে আমার বসবার ঘরের জানলার সামনে বসে রইলাম। এখান থেকে গোটা বাগানটা, মালখানার দরজা সবই স্পষ্ট দেখা যায়। রাত্তির তখন দুটো হবে। চার পাশ অন্ধকার। বাইরে অল্প অল্প জ্যোৎস্না। হঠাৎ আমার পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমার স্ত্রী। বিছানা থেকে উঠে এসেছে। সে আমাকে শুয়ে পড়বার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম যে, কে আমাদের সঙ্গে এই ধরনের বদমাইসি করছে তা আমি দেখতে চাই। আমার স্ত্রী বলল যে, এটা নিশ্চয়ই রসিকতা করে কেউ করছে। এটাকে কোনও রকম গুরুত্ব দেওয়াই উচিত নয়।

"'এ ব্যাপারটায় তুমি যদি সত্যি সত্যি বিরক্ত বোধ করো, তবে বেশ তো চলো না আমরা কোথাও থেকে কিছু দিনের জন্যে বেড়িয়ে আসি? তা হলে এই বাজে রসিকতার অত্যাচার সহ্য করতে হবে না।' আমার স্ত্রী বলল।

"আমি বললাম, 'এ তুমি কী বলছ? একটা খারাপ লোকের বাজে রসিকতার ভয়ে আমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাব? পাড়ার লোকেরা একথা শুনলে যে আমাদের নিয়ে তামাশা করবে।'

"আমার কথা শুনে আমার স্ত্রী বলল, 'ঠিক আছে এখন তো তুমি শোবে এসো, কাল সকালে না হয় এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলা যাবে।'

"হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম যে, কথা কইতে কইতে আমার স্ত্রীর সাদা মুখ আরও সাদা হয়ে গেল। আমার কাঁধের ওপর ওর একটা হাত ছিল। ও সেই হাত দিয়ে আমার কাঁধটা শক্ত করে চেপে ধরল। মালখানার কাছে অন্ধকারে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। ভাল করে লক্ষ করতে দেখলাম যে, কালো ছায়ামূর্তি অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে মেরে এসে মালখানার দরজার সামনে উবু হয়ে বসল। আমি রিভলভার তুলে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার স্ত্রী তার গায়ের সব জোর দিয়ে আমাকে জাপটে ধরল। আমি তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী'ও নাছোড়বান্দা। শেষকালে যখন আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে মালখানার দরজার কাছে এলাম, তখন সেই ছায়ামূর্তিও উধাও। কিন্তু লোকটা যে এসেছিল তার প্রমাণ পেলাম। দরজার পাল্লায় একই রকমের নৃত্যরত মানুষের ছবি। এই ধরনের ছবি এর আগে আমি দেখেছি। তার নকলও নিয়েছি। সুতরাং ওই ছবি চিনতে আমার ভুল হয়নি। আমি সমস্ত বাগান তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম কিন্তু লোকটার কোনও হদিস করতে পারলাম না। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, আমি যখন ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তখন ও কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে ছিল। এটা ধরতে পারলাম, কেন না পর দিন সকালে আমি যখন মালখানার দরজার কাছে গেলাম তখন আরও কতকগুলো নতুন ছবি দেখতে পেলাম। এই ছবিগুলো আগে ছিল না।"

"সেই ছবিগুলোর নকল আপনার কাছে আছে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু এটা খুবই সংক্ষিপ্ত। আমি সেটা নকল করে এনেছি। এই যে সেই নকলটা।"

মিঃ হিলটন ক্যুবিট পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দিলেন। কাগজে এই ছবিগুলো আঁকা ছিল:

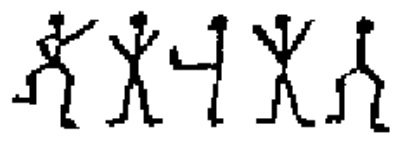

BanglaBook.org

হোমস বলল, "আচ্ছা ভেবে বলুন তো এই ছবিগুলো আগের ছবিগুলোর সঙ্গে আঁকা হয়েছিল, নাকি আলাদা আঁকা ছিল।" লক্ষ করলাম উত্তেজনায় হোমসের চোখদুটো ঝকঝক করছে।

"এই ছবিগুলো দরজার অপর পাল্লায় আঁকা ছিল।"

"চমৎকার। এই খবরটা আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এইবার আমার মনে হচ্ছে যে, আশার আলো দেখতে পেয়েছি। যাই হোক, আগে আপনি আপনার কথা শেষ করুন।"

"না, আমার আর কিছু বলার নেই। তবে সেই রাত্রে আমি আমার স্ত্রী'র ওপর অসম্ভব চটে গিয়েছিলাম। সে রাতে ও বাধা না দিলে আমি ওই ছুঁচোটাকে ধরে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতে পারতাম। আমার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যে, পাছে ওই ছুঁচোটার কোনও ক্ষতি হয় তাই বোধহয় আমার স্ত্রী আমাকে যেতে দিতে চায়নি। তবে আমার স্ত্রী যে ওই লোকটাকে চেনে এবং ওই ছবিগুলো এঁকে ওই লোকটা যা বলতে চাইত তার মানেও যে আমার স্ত্রী বোঝে, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। আমার স্ত্রী'র কথা থেকে, তার হাবভাব থেকে, আমি নিঃসন্দেহ যে, আমার পাছে কোনও বিপদ হয় সেই চিন্তাতেই বেচারা অস্থির। এই হল আমার কাহিনী। এখন আপনি আমাকে বলুন আমি কী করব। আমার নিজের ইচ্ছে যে, আমার খামারের জনাছয়েক লোককে বাগানের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। তারপর বাছাধন যখন আসবে তখন তাকে ধরে আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিই।"

হোমস বলল, "না, ঠ্যাঙানি দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এ জটিল ব্যাপার।...আচ্ছা, আপনি লন্ডনে কত দিন থাকতে পারেন?"

"আমাকে আজ ফিরে যেতেই হবে। কোনও অবস্থাতেই আমি আমার স্ত্রীকে একলা ফেলে রাখতে পারি না। ও খুব ভয় পেয়ে গেছে। আমাকে বার বার অনুরোধ করছে আমি যেন অবশ্যই ফিরে যাই।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে আপনি যদি থাকতে পারতেন, তা হলে দু'-এক দিন পর আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম। যাই হোক, আপনি ওই কাগজগুলো রেখে যান। আমার মনে হচ্ছে, দু'-চার দিনের মধ্যেই আমি আপনার ওখানে যেতে পারব, আর আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারব।"

যতক্ষণ আমাদের মক্কেল ঘরে ছিলেন, ততক্ষণ শার্লক হোমস খুব শান্ত ভাবে কথাবার্তা বলছিল। আমি কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে, যে-কোনও কারণেই হোক, হোমস ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ক্যুবিট ঘর থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে হোমস ছবি-আঁকা কাগজের টুকরোগুলোকে একসঙ্গে করে নানা রকম হিসেব করতে লেগে গেল।

ঘণ্টা-দুই হোমস ওই কাগজগুলো নিয়ে মত্ত হয়ে রইল। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নানা রকম ছবি আর হরফ লিখতে লাগল। হোমস এমনই মশগুল হয়ে পড়ল যে, আমি যে জলজ্যান্ত একটা লোক ঘরে বসে রয়েছি, সে কথা যেন সে একদম ভুলেই গেল। যখনই হোমস সঠিক সমাধানের দিকে এগোচ্ছিল, তখন সে হয় মনের খুশিতে শিস দিয়ে উঠছিল, অথবা গান করছিল। কখনও কখনও আবার খুব গম্ভীর হয়ে চুপচাপ বসে থাকছিল। তার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠছিল। বুঝতে পারছিলাম যে, কোথাও এসে হোমস আটকে গেছে।

BanglaBook.org

শেষকালে হোমস চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। ওর হাবভাব দেখে বুঝলাম যে, হোমস বেশ খুশি হয়েছে। তারপর হোমস একটা টেলিগ্রামের ফর্মে মস্ত একটা টেলিগ্রাম লিখল। "আমার এই টেলিগ্রামের উত্তর যদি আমি যা আশা করছি তাই হয়, তবে ওয়াটসন, তোমার ডায়েরির পাতায় একটা নতুন ধরনের রহস্য সমাধানের ঘটনা লিখে রাখতে পারবে। আমার বিশ্বাস, আগামী কাল আমাদের নরফোকের বন্ধুকে এমন কিছু খবর দিতে পারব যার থেকে তার জীবনে যে-উৎপাত শুরু হয়েছে তার অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, ব্যাপারটা জানবার জন্যে আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু হোমসের স্বভাব আমি জানি। রহস্যের সমাধানটা যে কী, এবং কী ভাবে রহস্যের সমাধান হল, তা সে নিজে থেকে যখন বলবে তখনই জানতে পারা যাবে। তার আগে হাজার প্রশ্ন করলেও তার কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যাবে না। তাই আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম, যতক্ষণ না হোমস নিজের থেকে আমাকে কিছু বলে।

কিন্তু হোমসের টেলিগ্রামের উত্তর আসতে অনেক দেরি হল। মাঝের দুটো দিন হোমস ঘরের ভেতর উদ্‌ভ্রান্তের মতো পায়চারি করত। আর দরজার বেল বাজলেই কান-খাড়া করে থাকত। দ্বিতীয় দিন সন্ধের ডাকে হিলটন ক্যুবিটের একটা চিঠি এল। সবকিছুই চুপচাপ। শুধু সেই দিন সকালে সূর্য-ঘড়ির স্তম্ভের গায়ে একটা নতুন চিত্রলিপি পাওয়া গেছে। এটা আকারে বেশ বড়। লিপির অনুলিপি চিঠির সঙ্গে দেওয়া ছিল। সেটা এই রকম:

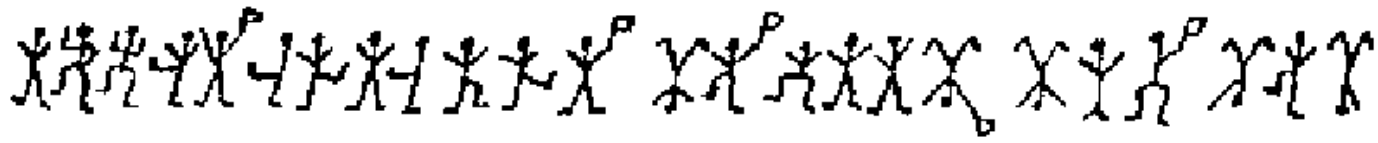

হোমস কাগজটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কতকগুলো নৃত্যরত ভাষ্কর্য মূর্তি যেন। দেখলেই অস্বস্তি হয়। তারপর হঠাৎ ধড়ফড় করে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। দেখো তো ওয়াটসন, আজ রাত্রে নর্থ ওয়ালশাম যাবার আর কোনও ট্রেন আছে নাকি?"

আমি টাইম টেবিলটা দেখলাম। "নাহ, শেষ গাড়ি ছেড়ে গেছে।"

"তা হলে আমরা কাল সকাল সকাল উঠে প্রথম যে-ট্রেন পাব সেটাই ধরব। বুঝলে ওয়াটসন," হোমস বলল, "আমাদের ওখানে হাজির থাকাটা বিশেষ দরকার।...ওই বুঝি যে-টেলিগ্রামটার জন্যে হাপিত্যেশ করে বসে আছি, সেটা এল। এক মিনিট, মিসেস হাডসন, এর উত্তর দিতে হবে কিনা দেখি।...নাহ, আমি যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। যে-খবর পেলাম, তাতে আমাদের পক্ষে আর এক মিনিট দেরি করাও উচিত নয়। আমাদের সহজ সরল বন্ধুটি

BanglaBook.org

হলেন না, তার চার পাশে কী প্রচণ্ড ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে রয়েছে।"

শেষ পর্যন্ত তাই হল। এই গল্পের যে এমন সাঙ্ঘাতিক পরিণতি হবে তা গোড়াতে আমি আঁচ করতে পারিনি। যে-জিনিসটা নেহাতই ছেলেমানুষি বা বাজে রসিকতা বলে মনে করেছিলাম, তার কী করুণ পরিণতি। আমি যদি আমার পাঠকদের এই পরিণতি না শুনিয়ে অন্য পরিণতির কথা শোনাতে পারতাম, তা হলে কী ভালই না হত। কিন্তু আমি তো কাল্পনিক কোনও কাহিনী বলছি না। এ হল নিছক সত্য। তাই ঘটনা যা যা ঘটেছে এবং যেমন যেমন ঘটেছে, তা যতই দুঃখজনক হোক, তা বলতেই হবে। আমাকে ইচ্ছে না করলেও লিখতে হবে কেমন করে, কী পরিস্থিতিতে, কী দুর্ঘটনা ঘটল, যার জন্যে সমস্ত ইংল্যান্ডবাসীর মুখে মুখে রিডলিং থর্পের ম্যানর হাউসের কথা আলোচিত হতে লাগল।

আমরা নর্থ ওয়ালশাম স্টেশনে নেমে আমাদের গন্তব্যস্থলে যাবার রাস্তার খোঁজ করতেই স্টেশনমাস্টার ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "আপনারাই কি লন্ডনের ডিটেকটিভ?"

ভদ্রলোকের কথায় হোমস যে বেজায় চটে গেছে, তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম।

"এ কথা জিজ্ঞেস করার কারণ জানতে পারি কি?"

"কেন না নরউইচের পুলিশ ইন্সপেক্টর মার্টিন একটু আগে এদিক দিয়ে গেলেন। আপনারা কি তা হলে সার্জেন? আমি যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলা হয়তো এখনও বেঁচে আছেন। আপনারা যদি তাড়াতাড়ি করেন তা হলে তাঁকে হয়তো বাঁচাতেও পারেন। অবশ্য ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে পারবেন কিনা জানি না।"

হোমসের মুখ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল।

"আমরা রিডলিং থর্প ম্যানরেই যাচ্ছি। তবে সেখানে কী ঘটেছে না ঘটেছে তা জানি না।"

স্টেশনমাস্টার বললেন, "সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়েছে। মিঃ হিলটন ক্যুবিট আর তাঁর স্ত্রী দু'জনেই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কাজের লোকেরা বলছে যে, ভদ্রমহিলা প্রথমে স্বামীকে গুলি করেন। তারপর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। মিঃ ক্যুবিট মারা গেছেন। মিসেস ক্যুবিটের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। ইস, কী কাণ্ড! এত দিনের পুরনো আর এত নামী বংশে কী সব অশ্লেতাই ব্যাপার।"

হোমস একটি কথাও আর বলল না। সোজা গিয়ে একটা ভাড়া-গাড়িতে উঠে পড়ল। স্টেশন থেকে রিডলিং থর্প সাত মাইল। এই সাত মাইল হোমস একটি কথাও বলল না। হোমসকে এত বেশি ভেঙে পড়তে আগে কখনও দেখিনি। এর আগে ট্রেনেও লক্ষ করেছিলাম যে, হোমস খুবই অস্থির হয়ে রয়েছে। খবরের কাগজটা আঁতিপাতি করে পড়ছিল। এখন তার আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হওয়ায় সে একদম চুপ হয়ে গেছে। গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে হোমস বসে ছিল। তার মন খুব খারাপ। অথচ আমরা যে-রাস্তা ধরে যাচ্ছিলাম, সেখানে দেখবার মতো অনেক কিছু রয়েছে। চার পাশে সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে 'কটেজ' আর চার্চের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। সেই প্রাচীন কাল থেকে ইস্ট অ্যাভলিয়ার একই ছবি। আমরা চলছি তো চলছি। শেষকালে নরফোকের সমুদ্রতীর চোখে পড়ল। আরও কিছুটা যাবার পর আমাদের গাড়োয়ান চাবুকটা তুলে একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, "ওই যে রিডলিং থর্প ম্যানর হাউস।"

আমাদের গাড়ি সোজা গিয়ে পোর্টিকোর কাছে থামল। গাড়ি থেকে নামতেই মালখানার

BanglaBook.org

কালো দরজাটা চোখে পড়ল। একটু দূরেই সেই সূর্য-ঘড়িটাও দেখতে পেলাম। এই রহস্যের সঙ্গে ওই সূর্য-ঘড়িটা আর মালখানার দরজাটা ভীষণ রকম জড়িয়ে গেছে। আমরা পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নামলেন এক ছোটখাটো ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চলাফেরার মধ্যে বেশ একটা সতর্ক অথচ ক্ষিপ্র ভাব আছে। তিনি নিজেই এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করলেন। জানলাম, ইনিই নরফোক পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর মার্টিন। আমার সঙ্গীর সঙ্গে যখন পরিচয় হল, তখন তিনি রীতিমতো হাঁ হয়ে গেলেন।

"সে কী মিঃ হোমস, এই খুনোখুনির কাণ্ড ঘটেছে আজ ভোর তিনটেয়, আর আপনি লন্ডনে বসে এরই মধ্যে খবরই বা পেলেন কী করে আর এখানে হাজিরই বা হলেন কী করে?"

"আমি এই রকম একটা কিছু ঘটতে পারে আশঙ্কা করেছিলাম। আর সেটা যাতে না ঘটে, সেই চেষ্টা করতেই সকাল হতেই লন্ডন থেকে বেরিয়ে পড়েছি।"

"তা হলে আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভেতরের খবর কিছু জানেন বলে মনে হচ্ছে। আমি যত দূর খবর পেয়েছি, তাতে মিঃ আর মিসেস ক্যুবিট যাকে বলে আদর্শ স্বামী-স্ত্রী ছিলেন।"

ইন্সপেক্টর মার্টিনের কথার জবাবে হোমস বলল, "আমার হাতে শুধু নৃত্যরত লোকগুলির ছবির তথ্য আছে। এ সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করব। ইতিমধ্যে যে দুর্ঘটনাকে চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারলাম না, সেটার কিনারা করতে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি সেটা আপনাকে জানাতে চাই। যাতে ন্যায়বিচার হয়, সেই জন্যেই আমি এসব কথা আপনাকে বলছি। আপনি কি এই রহস্য সমাধানে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, নাকি আমরা আলাদা আলাদা ভাবে তদন্ত করব?"

ইন্সপেক্টর বললেন, "আপনি আর আমি একই মামলায় একই সঙ্গে তদন্ত করছি এ আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার।" ইন্সপেক্টরের গলার আন্তরিকতা আমার কান এড়াল না।

"তা হলে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কী ঘটেছিল, সেটা শুনেই আমি অকুস্থলে যেতে চাই।"

ইন্সপেক্টর মার্টিন বেশ বিচক্ষণ লোক। উনি হোমসের কাজকর্মে কোনও বাধা দিচ্ছিলেন না। উলটে হোমস যা করছিল সেগুলো খুব মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। স্থানীয় ডাক্তার ভদ্রলোক মিসেস হিলটন ক্যুবিটকে দেখে নেমে এলেন। ভদ্রলোকের বেশ বয়স হয়েছে। মাথার চুলগুলো সব শন-সাদা। তিনি বললেন যে, ভদ্রমহিলার আঘাত খুব গুরুতর বটে, তবে তাঁর প্রাণের আশঙ্কা নেই। বুলেট তাঁর মস্তিষ্কের সামনেটা ছুঁয়ে গেছে। তাই জ্ঞান হতে হয়তো দেরি হবে। তবে গুলিটা উনি নিজে ছুড়েছিলেন না অন্য কেউ ওঁকে লক্ষ্য করে ছুড়েছিল সে বিষয়ে ডাক্তারবাবু হলফ করে কিছু বলতে চাইলেন না। তবে একটা কথা ঠিক যে, গুলিটা খুব কাছ থেকেই ছোড়া হয়েছে। অস্ত্র একটাই পিস্তল। পিস্তল থেকে দুটো গুলিই ছোড়া হয়েছে। মিঃ হিলটন ক্যুবিটের হৃৎপিণ্ডে গুলিটা গিয়ে সোজা লাগে। তবে এমনও হতে পারে যে, মিঃ ক্যুবিট প্রথমে তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন এবং তারপর নিজে আত্মহত্যা করেন। মিসেস ক্যুবিটও এ কাজ করে থাকতে পারেন। রিভলভারটা দু'জনের দেহের মাঝখানে পড়ে ছিল।

BanglaBook.org

হোমস জিজ্ঞেস করল, "মিঃ ক্যুবিটের মৃতদেহ কি সরানো হয়েছে?"

"না, মিসেস ক্যুবিটকে ছাড়া কোনও কিছুই সরানো বা নড়ানো হয়নি। মিসেস ক্যুবিটকে তো ওখানে ওই অবস্থায় ফেলে রাখা যায় না। তা হলে ওঁকে বাঁচানো যেত না।"

"ডাক্তার আপনি এখানে কখন এসেছেন?"

"সেই ভোর চারটের সময়।"

"আর কেউ?"

"হ্যাঁ, এই কনস্টেবলটি।"

"আপনারা কোনও কিছুতে হাত দেননি?"

"না।"

"আপনি খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন। আপনাকে কে খবর দিয়েছিল?"

"সন্ডার্স বলে যে কাজের মেয়েটি আছে, সে।"

"বাড়িতে যে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে সে খবরটাও কি সে-ই দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। সে আর মিসেস কিং বলে রাঁধুনিটি, তারাই খবর দেয়।"

"তারা এখন কোথায়?"

"খুব সম্ভবত রান্নাঘরে।"

"তা হলে গোড়ায় তারা কী বলে, সেটাই শোনা যাক!"

পুরনো হলঘরে আমরা জড়ো হলাম। ওক কাঠের প্যানেল করা ঘর। বিরাট বিরাট সব জানলা। প্রাচীন ঘরটা আজ বিচারসভার রূপ নিয়েছে। হোমস একটা পুরনো ধাঁচের বড় চেয়ারে বসল। তার শুকনো মুখের দিকে তাকালেই নজর পড়ে যায় তার চোখে। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। সেই চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়, হোমসের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল, যে-মক্কেলকে সে বাঁচাতে পারেনি তার হত্যাকারীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে তার মক্কেলের আত্মার শান্তি ঘটানো। সেই ঘরে হোমস ছাড়া আমি ছিলাম আর ছিলেন ইন্সপেক্টর মার্টিন, সেই বৃদ্ধ ডাক্তার আর-এক জন মোটাসোটা কনস্টেবল।

মহিলা দু'জন ওদের বক্তব্য মোটামুটি সহজ সরল ভাবেই বলল। দুম করে একটা শব্দ হয় আর তাতেই ওদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। প্রথম শব্দটা হবার এক মিনিট পরেই আর একটা শব্দ হয়েছিল। ওরা পাশাপাশি ঘরে শোয়। মিসেস কিং সন্ডার্সের ঘরে ছুটে যায় এবং দু'জনে নীচে নেমে আসে। পড়ার ঘরের দরজা খোলা ছিল। ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপরে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। বাড়ির কর্তা ঘরের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন। তাঁর দেহে প্রাণের কোনও চিহ্ন ছিল না। জানলার কাছে বাড়ির গিন্নি দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে পড়ে ছিলেন। তিনি ভীষণ রকম আহত হয়েছিলেন। মুখের এক দিকটা রক্তে একদম ভেসে যাচ্ছিল। উনি তখন খুব হাঁফাচ্ছিলেন। কথা বলার মতো অবস্থা ওঁর ছিল না। ঘরের ভেতরে আর ঘরের সংলগ্ন বারান্দা তখন ধোঁয়ায় ভরতি হয়েছিল। ঘরের জানলা ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানো ছিল। এ ব্যাপারে সন্ডার্স এবং মিসেস কিং দু'জনেই একমত হল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ও পুলিশে খবর পাঠিয়ে ছিল। তারপর কাজের লোকেদের ডেকে এনে ওরা গিন্নিকে ধরাধরি করে ওঁর ঘরে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, সে রাতে কর্তা-গিন্নি দু'জনেই যে বিছানায় শুয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মিসেস ক্যুবিট শোবার পোশাক পরেননি। মিঃ ক্যুবিট স্লিপিং স্যুটের ওপর ড্রেসিং গাউন পরে ছিলেন। না, ঘরের কোনও জিনিসপত্র

BanglaBook.org

সরানো হয়নি। না ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনও ঝগড়াঝাঁটি হতে ওরা দেখেনি, ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে বলেও শোনেনি। ওঁদের মধ্যে খুব মিল ছিল।

লোকজনদের সাক্ষ্য থেকে এর বেশি আর কিছু জানা গেল না। ইন্সপেক্টর মার্টিনের কথার উত্তরে সবাই একবাক্যে বলল যে, সব দরজাই বন্ধ ছিল। সুতরাং বাড়ি থেকে কারও পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। হোমসের কথার উত্তরে ওরা বলল যে ওপর থেকে নামবার সময়েই সিঁড়িতে ওরা বারুদের গন্ধ পেয়েছিল। হোমস ইন্সপেক্টরকে বলল, "এই কথাটা আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন। চলুন, এবার আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখি।"

ঘরটা ছোট। তিন দিকে বইয়ের আলমারি। জানলার কাছে একটা সাধারণ রাইটিং টেবিল। সেই জানলা দিয়ে বাগানটা দেখতে পাওয়া যায়। ঘরে পা দিতেই মিঃ ক্যুবিটের মৃতদেহর দিকে আমাদের নজর পড়ল। ভদ্রলোকের বিরাট শরীরটা ঘরের মাঝখানে পড়ে ছিল। ওঁর জামাকাপড়ের অবস্থা দেখে মনে হল যে, উনি বোধহয় বিছানা থেকে তাড়াহুড়ো করে উঠে এসেছেন। গুলিটা সামনে থেকে ছোড়া হয়েছিল। সোজা হৃৎপিণ্ডে ঢুকে গুলিটা আটকে গেছে। বুঝলাম ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছেন। যন্ত্রণা পাননি। ওঁর ড্রেসিং গাউনে বা হাতে বারুদের দাগ নেই। ডাক্তারবাবুর কথা অনুযায়ী মিসেস ক্যুবিটের মুখে বারুদের দাগ আছে, হাতে নেই।

"বারুদের দাগ না থাকাটা কিছুই প্রমাণ করে না। তবে দাগ থাকলে অবশ্য অন্য কথা হত," হোমস বলল। "যদি গুলির মধ্যে বারুদ ভাল ভাবে ঠাসা না থাকে, তবেই গুলি ছুড়লে অনেক সময় বারুদের গুঁড়ো পেছন দিকে ছিটিয়ে যেতে পারে। ভাল গুলি হলে অনেকগুলো গুলি ছুড়লেও বারুদের দাগ হাতে পড়বে না। মিঃ ক্যুবিটের দেহ এখন সরিয়ে ফেলতে পারেন।...ডাক্তার, মিসেস ক্যুবিটের শরীরে যে-গুলিটা আঘাত করেছিল সেটা কি আপনি পেয়েছেন?"

"গুলিটা বের করতে হলে একটা জটিল অপারেশন করতে হবে। রিভলভারে তো চারটে গুলি রয়েছে, তা হলে নিশ্চয়ই দুটো গুলি খরচ হয়েছে।"

"তাই মনে হয় বটে," হোমস বলল। "জানলার এক কোণে ওই যে গুলিটা লেগে আছে সেটা কী করে ওখানে গেল, তাও বোধকরি আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন?"

হোমস বোঁ করে ঘুরে গিয়ে একটা জানলার দিকে তার লম্বা সরু আঙুলটা বাড়িয়ে দিল। দেখলাম, জানলার নীচের দিকের পাটায় একটা বুলেটের গর্ত।

ইন্সপেক্টর মার্টিন আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, "আপনি ওটা কী করে দেখতে পেলেন?"

"আমি তো এটাই খুঁজছিলাম।"

"চমৎকার", ডাক্তারবাবু গদগদ স্বরে বলে উঠলেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন। তা হলে তৃতীয় একটা বুলেট ছোড়া হয়েছিল। আর তার মানে ঘরখানে তৃতীয় একজন লোক হাজির ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, সে লোকটি কে এবং কী ভাবেই বা সে পালাল?"

"এই প্রশ্নের উত্তরটাই এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে," শার্লক হোমস উত্তর দিল। "ইন্সপেক্টর মার্টিন, আপনার মনে আছে বোধহয় যে, বাড়ির কাজের মেয়েরা বলেছে যে, সিঁড়িতে নামতে নামতেই তারা বারুদের গন্ধ পেয়েছিল। আমি তখনই বলেছিলাম যে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ স্যার। কিন্তু আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"এর থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে, ঘরের জানলা-দরজা দুই-ই খোলা ছিল। তা না হলে বারুদের গন্ধ অত তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে ছড়িয়ে যেত না। ঘরের ভেতর এক ঝলক হাওয়া বয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। ঘরের জানলা-দরজা খুব অল্প সময়ের জন্য যে খোলা ছিল, এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহই নেই।"

"এ কথাটা আপনি কী ভাবে প্রমাণ করবেন?"

"প্রমাণ করব মোমবাতি দিয়ে। লক্ষ করুন মোমবাতিটা গলে যায়নি।"

"দারুণ," ইন্সপেক্টর মার্টিন বলে উঠলেন, "দারুণ!"

"যখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, ঘটনা ঘটবার সময় ঘরের জানলা খোলা ছিল, তখনই বুঝতে পারলাম যে, সেই সময়ে তৃতীয় একজন লোকও হাজির ছিল। জানলার বাইরে থেকে সে নিশ্চয়ই গুলি ছুড়েছিল। সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে সে গুলি ওই জানলায় বিঁধে যাবার আশঙ্কা খুব বেশি। আমি সেই গুলির দাগটা খুঁজছিলাম। পেয়েও গেলাম।"

ইন্সপেক্টর মার্টিন একটু থেমে বললেন, "কিন্তু জানলাটা এ ভাবে বন্ধ হল কী করে?"

"মহিলাদের স্বভাবই হল জানলা-দরজা ভাল করে বন্ধ করা। আরে আরে, ওখানে ওটা কী?"

পড়ার টেবিলের ওপর মহিলাদের একটা হাতব্যাগ পড়েছিল। রুপোর হাতল-লাগানো কুমিরের চামড়ার একটা ছোট অথচ ভারী সুন্দর হাতব্যাগ। হোমস ব্যাগটা খুলে টেবিলের ওপর উপুড় করে ফেলল। ব্যাগের ভেতরে রবার-লাগানো কুড়িটা পঞ্চাশ পাউন্ডের নোট। এ ছাড়া আর কিছু নেই।

ব্যাগ আর টাকার বান্ডিলটা ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দিয়ে হোমস বলল, "এগুলো ভাল করে রাখুন। বিচারের সময় এগুলো কাজে লাগবে।...এখন আমাদের কাজ হল, এই তৃতীয় বুলেটটা সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর করা। জানলার কাঠের চোকলা যে ভাবে উঠে গেছে তাতে মনে হচ্ছে যে গুলিটা ঘরের ভেতর থেকে ছোড়া হয়েছিল। আমি একবার মিসেস কিং-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই।...আচ্ছা মিসেস কিং, আপনি বলছিলেন যে, একটা জোরালো শব্দ শুনে আপনার ঘুম ভেঙে যায়। জোরালো বলতে আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন? দ্বিতীয় যে শব্দটা শুনেছিলেন প্রথম শব্দটা কি তার চেয়ে জোরে হয়েছিল?"

"না, সে কথাটা আমি জোর করে বলতে পারছি না।"

"আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা সেই রকমই ঘটেছিল। ইন্সপেক্টর মার্টিন, এই ঘর থেকে আর নতুন কিছু জানবার নেই। চলুন, এইবার আমরা বাগানটা ভাল করে দেখে আসি। হয়তো সেখান থেকে নতুন কিছু খবর জানা যাবে।"

পড়ার ঘরের জানলার কাছে একসার ফুলগাছ লাগানো। সেই ফুলগাছের কাছে যেতে আমরা সকলেই চমকে উঠলাম। ছোট ছোট ফুলগাছগুলোর ওপর কে যেন মই চালিয়ে দিয়েছে। নরম মাটির ওপর পায়ের দাগ। পুরুষমানুষের পায়ের ছাপ। ছাপগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, লোকটির চেহারা বিরাট আর তার পায়ের জুতোটা ছুঁচোলো। হোমস বাগানের প্রত্যেকটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল। এক সময়ে বেশ খুশি হয়ে শিস দিয়ে উঠল। তার হাতে একটা পোড়া লম্বাটে জিনিস।

BanglaBook.org

"আমি এই রকমই ভেবেছিলাম। রিভলভারের সঙ্গে ইজেকটর লাগানো ছিল। এই সেই তিন নম্বর বুলেটটা। ইন্সপেক্টর মার্টিন, আমার মনে হচ্ছে যে, আমাদের তদন্ত সম্পূর্ণ হয়ে গেল।"

শার্লক হোমসের কাজের ধারা আর গতি দেখে ইন্সপেক্টর মার্টিন একদম স্তম্ভিত। গোড়ার দিকে তদন্তের ব্যাপারে তিনি নাক গলাবার চেষ্টা করছিলেন। খানিক পর সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে হোমস যা করছিল তিনি তাই মেনে নিচ্ছিলেন।

"আপনি কাকে সন্দেহ করছেন, মিঃ হোমস?"

"সে কথায় পরে আসব। এই খুনের ব্যাপারের অনেক রহস্যই এখন আপনাকে খুলে বলতে পারিনি। তবে যে-হেতু আমার নিজের মতো কাজ করে আমি একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোতে পেরেছি, তাই বলি, বাকিটাও আমাকে নিজের মতো করতে দিন।"

"সে আপনার ইচ্ছে। আমি খুনিকে ধরতে পারলেই খুশি।"

"আমি ব্যাপারটাকে মোটেই ঘোরালো করে তুলতে চাই না। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে কথা বলে আমি সময় নষ্টও করতে চাই না। এখন হচ্ছে, যাকে বলে, কেবল অ্যাকশন। এই রহস্য সমাধানের সব সূত্রই আমার হাতে। মিসেস ক্যুবিটের জ্ঞান যদি না-ও ফেরে, তবুও কাল রাত্রে যা যা ঘটেছে, তা আমি প্রমাণ করতে পারব। আর তার দ্বারাই অপরাধীর সাজা হবে। তার আগে আমাকে জানতে হবে যে, এখানে 'এলরিজেস' বলে কোনও হোটেল কাছাকাছি আছে কিনা।"

বাড়ির লোকজনদের ডেকে প্রশ্ন করা হল। কিন্তু ওই নামে কোনও হোটেল আছে বলে কারও জানা নেই। শেষ পর্যন্ত যে-ছেলেটা আস্তাবল পরিষ্কার করে, সে বলল যে, ইস্ট রাস্টন থেকে অনেক দূরে ওই নামে একজন চাষি থাকে।

"আচ্ছা, ওই চাষি যে-বাড়িতে থাকে সেটা কি বেশ নির্জন জায়গায়?"

"হ্যাঁ, খুব নির্জন।"

"তা হলে কাল রাত্রে এখানে যে-সব কাণ্ড ঘটেছে তার খবর ওখানে পৌঁছোয়নি?"

"খুব সম্ভব নয়।"

হোমস কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। একটা রহস্যময় হাসি ওর মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

"শোনো বাছা, আস্তাবলে যাও, আর একটা ঘোড়াকে লাগাম জিন পরিয়ে নিয়ে এসো। একটা চিঠি এক্ষুনি তোমাকে এলরিজের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

হোমস জামার পকেট থেকে নৃত্যরত ছবি ও কাগজগুলো বের করল। পড়ার ঘরের টেবিলে সেই কাগজগুলো ছড়িয়ে রেখে সে অনেকক্ষণ ধরে কী সব করল। বিশেষ করে বলে দিল যে, এটা যেন যার নাম লেখা আছে কেবলমাত্র তার হাতেই দেওয়া হয়। আর তাকে যদি কেউ কোনও প্রশ্ন করে সে যেন উত্তর না দেয়। খামটা দেখলাম। কাঁপা কাঁপা আঁকাবাঁকা অক্ষরে নাম-ঠিকানা লেখা। হোমসের নিজের লেখার ধরনের সঙ্গে কোনও মিল নেই। খামের ওপর লেখা—মিস্টার অ্যাবে স্লেনি। এলরিজের খামার। ইস্ট রাস্টন। নরফোক।

হোমস বলল, "ইন্সপেক্টর, আমার মনে হয় আপনি হেড আপিসে খবর পাঠিয়ে একজন

BanglaBook.org

বেশ শক্ত সমর্থ কনস্টেবলকে আনিয়ে নিন। যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তবে বলছি যে, আপনার আসামি খুব সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির লোক। এই ছেলেটির হাতেই আপনি বরং একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিন। ওয়াটসন, দুপুরের পরেই যদি এখান থেকে লন্ডন ফেরবার কোনও ট্রেন থাকে তো আমরা সেই গাড়িটাই ধরব। লন্ডনে আমি একটা খুবই জরুরি রাসায়নিক পরীক্ষা শেষ না করেই চলে এসেছি। এই রহস্যের যবনিকা পড়তে আর দেরি নেই।"

ছেলেটি চিঠি নিয়ে চলে গেল। হোমস বাড়ির অন্য সব কাজের লোকেদের ডেকে বলল, যদি অচেনা কোনও লোক এসে মিসেস ক্যুবিটের খোঁজ করেন তো তাঁকে যেন মিসেস ক্যুবিটের আঘাতের কথা জানানো না হয়। আর তাঁকে যেন সোজাসুজি বসবার ঘরে নিয়ে আসা হয়। প্রতিটি লোককে ডেকে আলাদা আলাদা করে হোমস এই কথাগুলি বলল। তাদের সাবধান করে দিয়ে বলল যে, তারা যেন কিছুতেই তার কথা অমান্য না করে। এরপর হোমস আমাদের নিয়ে বসবার ঘরে এল। বলল, এখন আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। দেখা যাক, এরপর কী ঘটে। ডাক্তারবাবুর রুগি দেখতে যাবার তাড়া ছিল। তিনি চলে গেলেন। আমি আর ইন্সপেক্টর মার্টিন বসে রইলাম।

"আমি ঘণ্টাখানেক আপনাদের জমিয়ে রাখতে পারি," বলে হোমস তার চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে আনল। তারপর পকেট থেকে সেই অদ্ভুত নাচনেওলা লোকেদের ছবিগুলো বের করে টেবিলের ওপর রাখল। "ওয়াটসন, তোমার কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, তুমি এতক্ষণ তোমার সহজাত কৌতূহলকে চেপে রাখতে পেরেছ। ইন্সপেক্টর, আপনার কাছে সব ব্যাপারটাই দারুণ আকর্ষণীয় মনে হবে, কেন না আপনার চাকরি জীবনে এ রকম অদ্ভুত আর জটিল রহস্যের সন্ধান আর পাবেন বলে মনে হয় না। আপনাকে আমি সব কথা খুলে বলছি। আমার সঙ্গে মিঃ হিলটন ক্যুবিটের পরিচয় কী সূত্রে হল, তা আপনার জানা দরকার।"

হোমস প্রথম দিকের ঘটনার কথা ইন্সপেক্টরকে খুলে বলল, "এই দেখুন, আমার সামনে সেই বিচিত্র ছবিআঁকা কাগজগুলো রয়েছে। এগুলোকে সহজেই ছেলেমানুষি খামখেয়ালিপনা বলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যেত, যদি না এই ছবির মধ্য দিয়ে একটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনার পূর্বাভাস পাওয়া যেত। পৃথিবীতে যত রকমের গুপ্তলিপির চলন আছে, তা সবই মোটামুটি ভাবে আমার জানা। এ বিষয়ে আমি একটা বইও লিখেছি। তাতে প্রায় একশো ষাটটি গুপ্তলিপি পাঠোদ্ধারের হদিস দেওয়া আছে। এই লিপি যাঁরা আবিষ্কার করেন তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, এই ছবিগুলো দেখে লোকে যেন মনে করে এগুলো কোনও ছেলেমানুষের আঁকা কাঁচা হাতের ছবি। এর মধ্যে কোনও লুকোনো অর্থ নেই।

X

"কিন্তু যখনই বুঝতে পারলাম যে, এগুলো গুপ্তলিপি আর তার এক একটা ছবি এক একটা হরফ, তখন গুপ্তলিপি বিশ্লেষণ করে ছকে ফেলে এর পাঠোদ্ধার করতে আমার দেরি হল না। এবং লিপিটা এত ছোট যে, তার থেকে এই ছবিটার মানে ছাড়া আর কোনও কিছু বুঝতে পারলাম না। ওই ছবিটা ব্যবহার করা হয়েছে ইংরেজি 'E' হরফের জন্য। আমরা জানি, ইংরেজিতে E এই হরফটার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। সামান্য একটা লাইন লিখতে

BanglaBook.org

গেলেও E ব্যবহার করতেই হয়। প্রথম লিপিতে পনেরোটা ছিল। তার মধ্যে এই ছবিটা আছে চারবার। তাই ধরে নিলাম যে e-ই হবে। অবশ্য কোনও কোনও ছবিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে লোকটার হাতে একটা পতাকা আছে। আবার কোনও কোনও ছবিতে পতাকাটা নেই। পতাকাটা যে ভাবে আছে, তার থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে, ওটা যতি-চিহ্ন। লাইনটা যে শেষ হল তাই বোঝাচ্ছে। এই ভাবে আমি এগোতে শুরু করলাম।

"কিন্তু এর পরই আসল গোলটা বাধল। E-এর পর T, A, O, I, N, S, H, R, D আর I এই হরফগুলোর ব্যবহার মোটামুটি একই। তবে T, A, O, আর I-এর ব্যবহার অন্যগুলোর চাইতে সামান্য বেশি। কিন্তু এই চারটের ব্যবহার প্রায় সমান। তাই যে-ছবিগুলো আছে তাদের বিশ্লেষণ করে কোনও হদিস পেলাম না। সুতরাং নতুন কোনও নমুনা না পাওয়া পর্যন্ত আমার অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না। মিঃ হিলটন ক্যুবিটের সঙ্গে আমার যখন দ্বিতীয় বার দেখা হল, তখন তিনি আমাকে আরও দুটি এই ধরনের লেখা দিলেন। আর-একটা লেখা দিলেন, যেটা আমার ধারণা, একটি মাত্র শব্দ। কেন না, এখানে কোনও পতাকা ছিল না। এখন শেষে যে লেখাটার কথা বললাম, তার পাঁচটা অক্ষরের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষরটা E। শব্দটা never, lever বা sever বা অন্য কিছু হতে পারে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, এটা কোনও একটা আর্জির জবাব। সব কিছু বিচার করে আমি সিদ্ধান্ত করলাম, এটা নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলারই লেখা। আমার বিশ্লেষণ নির্ভুল বিবেচনা করে ঠিক করলাম, এই তিনটে হল N, V এবং R.

"এখনও পর্যন্ত ব্যাপারটার কোনও কিনারা করতে পারছিলাম না। কিন্তু হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। আর তার ফলে আমি আরও অনেকগুলো অক্ষর পড়ে ফেলতে পারলাম। আমার মনে হল যে, যদি এই সব বার্তা কোনও মহিলার উদ্দেশে পাঠানো হয়ে থাকে, এবং তাই হয়েছে বলে আমার ধারণা, তবে এই লিপির মধ্যে elsie নামটা অবশ্যই থাকবে। আর তা যদি হয়, তবে দুটো E-এর মধ্যে তিনটি অক্ষর থাকলে সেটাই ELSIE হবার সম্ভাবনা। খুঁজতে খুঁজতে তিনটে বার্তার নীচে একই ধরনের কিছু পেলাম, যার গোড়ায় ও শেষে E, এই ভাবে L, S আর I এই তিনটে অক্ষর পড়ে ফেললাম। কিন্তু বাকিগুলোর কী হবে। চারটে লিপিতে দেখলাম elsie-এর আগে একটিমাত্র শব্দ আছে। আর সেই শব্দটির শেষে E আছে। এই শব্দটা নিশ্চয়ই come। আর E তে শেষ হওয়া যে-সব চার অক্ষরের শব্দ আছে সেগুলোর কোনওটাই ওই শব্দের মতো নয়। যখন CO, আর M এই তিনটে অক্ষর পড়ে ফেললাম তখন আমি প্রথম যে লিপিটা এসেছিল, সেটা পড়তে চেষ্টা করলাম। প্রথম লিপিটা এই রকম:

M. ERE. E, SL. NE

BanglaBook.org

"প্রথম অক্ষরটা A হওয়াই সম্ভব বলে আমার ধারণা হল এবং এই অক্ষরটা এই ছোট্ট বার্তাটিতে তিন বার ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় শব্দের প্রথম হরফটা H হওয়াই সম্ভব বলে আমার মনে হল। আর তা যদি হয় তো লিপিটার পাঠ মোটামুটি দাঁড়াল এই রকম:

"AM HERE A. E. SLANE. নামের শেষ অক্ষরটা Y হওয়াই স্বাভাবিক। তা হলে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল, তা হল AM HERE A. E. SLANEY। অনেকগুলো অক্ষরই পড়ে ফেলার দরুন আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। আমি দ্বিতীয় বার্তাটা পড়ে ফেললাম। সেটা এই রকম A. ELRL. ES। ফাঁকা জায়গা দুটোয় T আর G বসালে মোটামুটি একটা মানে খাড়া করা যায়। মানেটা বেশ লাগসই হয়, যদি দ্বিতীয় শব্দটা কোনও বাড়ি বা হোটেলের নাম হয়। আমার মনে হল, পত্রলেখক কোন জায়গায় রয়েছে সেই কথাটাই এখানে বলা হয়েছে।"

ইন্সপেক্টর মার্টিন আর আমি হোমসের কথা গোগ্রাসে গিলছিলাম। যে-ব্যাপারটার মাথামুন্ডু কিছুই আমরা বুঝতে পারিনি, হোমস সেটা কত সহজেই বুঝে ফেলেছে।

"আপনি তখন কী করলেন স্যার?" ইন্সপেক্টর মার্টিন প্রশ্ন করলেন।

"আমার স্থির বিশ্বাস হল যে, এই অ্যাবে স্লেনি নিশ্চয়ই কোনও আমেরিকান। কেন না, এই নামটা আমেরিকানদের মধ্যেই বেশি চালু। আর সব গোলমালের সূত্রপাত হয়েছিল আমেরিকা থেকে আসার পর। আমি আরও অনুমান করলাম যে, এর ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ-সংক্রান্ত ব্যাপার আছে। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে নিজের অতীত জীবনের কথা বলতে না চাওয়াটাও আমার ধারণাটিকে ঠিক বলে প্রমাণ করে। তাই আমি নিউ ইয়র্ক পুলিশের কর্তা আমার বন্ধু উইলসন হারগ্রিভকে টেলিগ্রাম করলাম। আমি তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম যে অ্যাবে স্লেনি বলে কাউকে সে চেনে কিনা। হারগ্রিভ কী লিখছে শুনুন, 'শিকাগোর সব চাইতে জঘন্য অপরাধী।' যে-দিন এই টেলিগ্রামটা পেলাম, সেই দিনই সন্ধেবেলা হিলটন ক্যুবিট স্লেনির কাছ থেকে পাওয়া শেষ চিঠিটা আমায় দিয়ে গেলেন। আমার পদ্ধতিতে পড়তে চিঠিটা এই রকম দাঁড়াল: ELSIE. RE. ARE TO MEET THY GO, শূন্য স্থানে যদি P আর D বসানো যায় তা হলে এই চিঠির বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যায়। বুঝলাম পাজিটা ভয় দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করতে চায়। শিকাগোর গুন্ডাদের কাজের ধারা আমার অজানা নয়। আমি বুঝলাম যে, স্লেনি আর দেরি করতে চায় না। যা করবার তা ও চটপট সেরে ফেলতে চায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধু ও সহকারী ডঃ ওয়াটসনকে নিয়ে নরফোকে চলে এলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে ইতিমধ্যে যা ঘটবার তা ঘটে গেছে।"

ইন্সপেক্টর গদগদ কণ্ঠে বললেন, "এ রকম একটা রহস্যের মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে কাজ করা একটা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাই আমি যদি খোলাখুলি ভাবে কিছু কথা বলি তো দয়া করে অপরাধ নেবেন না। আপনাকে কারও কাছে কোনও কিছুর জন্য জবাবদিহি করতে হবে না, কিন্তু আমাকে হবে। সত্যি যদি এই অ্যাবে স্লেনি, যে কিনা এলরিজে রয়েছে, সে যদি খুনি হয় আর আমি অকুস্থলে থাকা সত্ত্বেও সে যদি এখান থেকে পালিয়ে যায়, তবে আমার ওপরওলারা আমাকে ছেড়ে কথা বলবেন না।"

"না, অযথা ভয় পাবেন না। ও পালাবার চেষ্টা করবে না।"

"আপনি কী করে জানলেন?"

BanglaBook.org

BanglaBook.org

"ও যদি পালায় তো ও যে অপরাধী, সে কথাটা প্রমাণ হয়ে যাবে।"

"তা হলে চলুন, ওকে গ্রেফতার করে ফেলি।"

"ও এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে বলে মনে হয়।"

"ও এখানে আসবে কেন?" আপনার কথাটা মানতে পারলাম না, মিঃ হোমস। আপনি আসতে বলেছেন বলেই ও এখানে আসবে? আমার তো মনে হয় যে, আপনার চিঠি পেয়ে ও ঘাবড়ে গিয়ে এখান থেকে সরে পড়বে।"

"আমার মনে হয়, কোন টোপ দিলে ও খাবে সেটা আমি ধরতে পেরেছি।...আমার যদি খুব ভুল না হয় তো ওই বোধহয় ব্লেনি আসছে," শার্লক হোমস বেশ খুশি হয়ে বলে উঠল।

সামনের রাস্তা দিয়ে একজন দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটি খুব লম্বা। বেশ সুদর্শন। গায়ের রং ময়লা। লোকটির গায়ে ছাই রঙের ফ্ল্যানেলের স্যুট। মাথায় পানামা টুপি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। খাড়া নাকটা সামনের দিকে উদ্ধত ভাবে এগিয়ে আছে। লোকটির হাতে একটা মোটা বেতের লাঠি। লোকটি এমন ভাবে হাঁটছে যেন এ বাড়িটা ওর নিজের। লোকটা বেশ জোরে বেলটা টিপল।

হোমস চুপি চুপি বলল, "আসুন, এইবেলা আমরা দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। এই রকম লোককে মোকাবিলা করতে গেলে খুব সাবধান হতে হয়। ইন্সপেক্টর, হাতকড়াটা ঠিক করে রাখুন। ওর সঙ্গে কথাবার্তা যা বলবার, তা আমিই বলব।"

আমরা বোধহয় মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। তবে এ কথাটা ঠিক যে, এ রকম দমবন্ধ করা মিনিটের কথা আমি জীবনে ভুলব না। তার পরই দরজা খুলে গেল। লোকটি

BanglaBook.org

ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল। আর চোখের পলকে হোমস তার পিস্তলটা লোকটির মাথায় চেপে ধরতেই ইন্সপেক্টর মার্টিন হাতকড়াটা পরিয়ে দিল। সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, লোকটি কিছু বুঝবার আগেই সে ইঁদুরের মতো জাঁতাকলে পড়ে গেল। লোকটি আমাদের দিকে খানিকক্ষণ স্থির ভাবে চেয়ে রইল। আর তারপর হো হো করে হেসে উঠল।

"নাহ্, এবার আপনারা সত্যিই আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, এবার শক্ত ঘানির পাল্লায় পড়েছি। কিন্তু আমি তো মিসেস হিলটন ক্যুবিটের চিঠি পেয়েই এখানে এসেছি। তিনি নিশ্চয়ই কিছু জানেন না। আপনারা যদি বলেন যে, তিনিই আমাকে এই ভাবে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন, আমি তা বিশ্বাস করব না।"

"মিসেস হিলটন ক্যুবিট খুব গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। তিনি বেঁচে উঠবেন কিনা বলা শক্ত।"

লোকটি আর্তনাদ করে উঠল। সেই চিৎকারে গোটা বাড়িটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল।

লোকটা চিৎকার করে বলল, "আপনি ভুল বলছেন। মিঃ ক্যুবিট আহত হয়েছেন, মিসেস ক্যুবিটের কিছু হয়নি। এলসিকে কেউ আঘাত করতেই পারে না। আমি হয়তো ওকে শাসিয়েছি, কিন্তু ওর মাথার একগাছি চুল স্পর্শ করার কথাও আমি ভাবতে পারি না।"

"ওঁর স্বামীর দেহের পাশে উনি পড়ে ছিলেন। উনি সত্যিই খুব বেশি রকমের চোট পেয়েছেন।"

হোমসের কথা শুনে লোকটি হতাশ ভাবে সোফায় বসে পড়ল। তারপর কড়ালাগানো দু'হাতে মুখ গুঁজে রইল কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় নিজেই কথা বলতে লাগল। ওর ধরা ধরা গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলাম যে, বেচারা একদম ভেঙে পড়েছে।

"আপনাদের কাছে আর আমার গোপন করার কিছুই নেই," ও বলল। "আমাকে যদি কেউ গুলি করে মারতে চায়, আর সেই কারণে আমি যদি আত্মরক্ষার জন্যে গুলি ছুড়ে থাকি, তা হলে তা আইনের বিচারে কোনও অপরাধ নয়। কিন্তু আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে, আমি কোনও ভাবে ওই মহিলাকে কষ্ট দিয়েছি তা হলে আপনারা আমাকেও চেনেন না আর ওই মহিলাকেও চেনেন না। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল। এই ইংরেজটি আমাদের মধ্যে এসে পড়ল কেন? আমার সঙ্গে ওর প্রথমে বিয়ের ঠিক হয়েছিল আর তাই ওকে নিয়ে যাবার জন্যে আমি এসেছি।"

তিরস্কারের ভঙ্গিতে হোমস ওকে বলল, "আপনার ভয়েই ভদ্রমহিলা আমেরিকা থেকে পালিয়ে আসেন। ইংল্যান্ডে এসে তিনি একজন সৎ লোককে বিয়ে করেছিলেন। আপনি ওঁকে তাড়া করে ওঁর জীবনকে অশান্তিতে ভরিয়ে তুলেছিলেন। আপনি হয়তো জানেন না যে, ভদ্রমহিলা ওঁর স্বামীকে যেমন ভালবাসতেন তেমনই শ্রদ্ধাও করতেন। আপনি একজন সৎ নাগরিককে খুন করেছেন আর এক মহীয়সী মহিলাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছেন। মিঃ অ্যাবে স্লেনি, এর জন্য আপনাকে আইনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।"

"এলসি যদি মারা যায়, তা হলে আমার যাই হোক না কেন, কিছু এসে যায় না," অ্যাবে স্লেনি কথাটা নিজের মনেই বলল। তারপর হাতের মুঠো খুলে একটা দুমড়ানো কাগজের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখুন মশাই, আপনি আমাকে ধাপ্পা দিতে চাইছেন বলে মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

এলসি যদি মরণাপন্নই হবে, তো সে এই চিঠি লিখল কী করে?"

কথাটা শেষ করেই ও কাগজের টুকরোটা আমাদের দিকে ছুড়ে দিল।

"আপনাকে এখানে টেনে আনবার জন্যে এই চিঠি আমি লিখেছি।"

"আপনি লিখেছেন? আমাদের দলের বাইরে এই গুপ্তলিপির কথা কেউ জানে না। আপনি জানলেন কী করে?"

"একজন মানুষ যদি মাথা খাটিয়ে কোনও কিছু আবিষ্কার করে তবে চেষ্টা করলে আর-একজনও সেটা বের করতে পারে।...যাই হোক মিঃ স্লেনি, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে নরউইচ থেকে গাড়ি আসছে। আপনি অনেক অন্যায় করেছেন। তবে যাবার আগে আপনি অন্তত একটা ভাল কাজ করে যান। আপনি অকপটে স্বীকার করুন যে, যা ঘটেছে তার জন্যে মিসেস হিলটন ক্যুবিট কোনও মতেই দায়ী নন।"

"এর চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না। সত্যি কথা খুলে বললেই বোধহয় আমি এ যাত্রা রক্ষা পেতে পারি।"

ইন্সপেক্টর মার্টিন বললেন, "একটা কথা আপনাকে বলা দরকার। এখন আপনি যা বলবেন তা আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হতে পারে।"

"সে ঝুঁকি নিতে আমি রাজি আছি। এলসিকে আমি খুব ছোটবেলা থেকেই জানি। ওর বাবার নাম প্যাট্রিক। প্যাট্রিকের একটা দল ছিল। দলে আমরা মোট সাত জন ছিলাম। এই গুপ্তলিপি প্যাট্রিক বুড়োই মাথা খাটিয়ে বের করে। সাধারণ ভাবে দেখলে মনে হয়, কোনও বাচ্চা ছেলে বুঝি নৃত্যরত কয়েকজন লোকের ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছে। আমাদের দলের কাজকর্মের কিছু কিছু খবর এলসি রাখত। কিন্তু আমাদের কাজকর্ম তার ভাল লাগত না। এলসির কিছু সৎপথে আয় করা টাকা ছিল। সেই টাকা নিয়ে সে ইংল্যান্ডে চলে এল। আমি যদি অন্য কোনও কাজ করতাম, তা হলে এলসি হয়তো আমাকেই বিয়ে করত। প্রথমে আমি ও কোথায় গেছে জানতে পারিনি। ওই ইংরেজটির সঙ্গে বিয়ে হবার পর আমি এলসির খোঁজ পাই। আমি ওকে চিঠি লিখি। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি। তারপর আমি এখানে চলে আসি। যখন দেখলাম চিঠিতে কোনও কাজ হচ্ছে না, তখন আমি এই গুপ্তলিপিতে আমার কথা এমন ভাবে লিখতে লাগলাম যাতে লেখাগুলো ওর নজরে পড়ে।

"প্রায় মাসখানেক হল আমি এখানে এসেছি। আমি ওই বাড়ির নীচের তলায় একখানা ঘর নিয়ে আছি। ঘরটার সুবিধে হচ্ছে যে, কাউকে না জানিয়ে যখন তখন বাইরে যাওয়া-আসা করা যায়। আমি প্রত্যেক রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতাম। কিন্তু কিছুতেই এলসির সঙ্গে সামনাসামনি যোগাযোগ করতে পারতাম না। অথচ আমার লেখাগুলো যে ওর চোখে পড়েছে, সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। কেন না একটা চিঠির জবাব ও দিয়েছিল। তারপর আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। আমি ওকে শাসাতে লাগলাম। শেষকালে আমাকে ও খুব কাতর ভাবে একটা চিঠি লিখল। ও আমাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করল। শেষকালে এলসি একদিন বলেছিল যে, রাত্রে ওর স্বামী যখন ঘুমোবে তখন ও আমার সঙ্গে দেখা করবে। তারপর ও সত্যি সত্যিই এল। আমাকে কিছু টাকা দিয়ে ও ভাগাতে চাইল। আমার ভয়ানক রাগ হয়ে গেল। আমি কোনও ভাবনাচিন্তা না করে ওর হাত ধরে টানলাম। আর ঠিক তখনই কোথা থেকে ওর স্বামী এসে হাজির হল। এলসি মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। আমি লক্ষ করেছিলাম যে, ওর স্বামীর হাতে পিস্তল

BanglaBook.org

আছে। ভয় দেখিয়ে পালাবার জন্যে আমি এলসির স্বামীর দিকে আমার পিস্তল তাক করলাম। ও আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। আমিও ছুড়লাম। ওর গুলিটা আমার গায়ে লাগেনি, কিন্তু আমার গুলিটা ওকে ঘায়েল করল। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, এই হল আসল ব্যাপার। তারপর আজ সকালে ছেলেটি যখন ওই চিঠি নিয়ে গেল, তখন আমি খুশিতে ডগমগ করতে করতে এখানে এসে হাজির হলাম। আর আপনাদের হাতে ধরা পড়লাম।"

ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে গিয়েছিল। মার্টিন অ্যাবে ব্লেনিকে বললেন, "এবার থানায় যেতে হবে।"

যাবার আগে ওর সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে কি?"

"না, উনি এখন অজ্ঞান হয়ে আছেন। মিঃ হোমস, আশা করব যে এই রকম জটিল রহস্যের তদন্তের ব্যাপারে আপনার সাহায্য পাব।"

গাড়িটা ওদের নিয়ে চলে গেল। পিছন ফিরে তাকাতেই টেবিলের ওপর কাগজের মোড়কটা আমার নজরে পড়ল। এই কাগজের টোপ দিয়েই হোমস ব্লেনিকে টেনে এনেছিল।

হোমস হেসে বলল, 'দেখো তো ওয়াটসন, চিঠিটা পড়তে পারো কিনা।"

কাগজে কিছুই লেখা নেই, শুধু কতকগুলো নৃত্যরত লোকের ছবি এই ভাবে সাজানো:

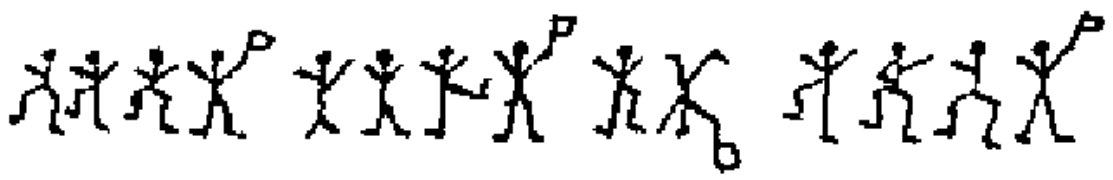

"আমি যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছি সেই ভাবে যদি পড়ো", হোমস বলল, "তা হলে এর মানে দাঁড়ায় COME HERE AT ONCE। আমি জানতাম এই বার্তা এই ভাবে পাঠালে ব্লেনি না এসে থাকতে পারবে না। আমার আনন্দ এইটুকু যে, গুন্ডাদের গুপ্তলিপির সাহায্যেই একটা বদমাশকে পাকড়াও করলাম। চলো, এবার যাওয়া যাক। তিনটে চল্লিশের ট্রেনটা ধরতে পারলে সন্ধের আগেই বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে যাব।"

শেষ করার আগে দুটো কথা বলা দরকার। অ্যাবে ব্লেনির ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় আর মিসেস ক্যুবিট সুস্থ হয়ে উঠে তাঁর স্বামীর যাবতীয় অর্থ ব্যয় করেন গরিব লোকেদের সাহায্যের জন্য।

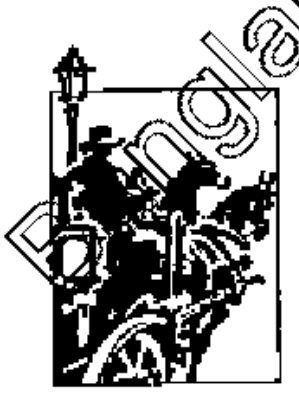

BanglaBook.org

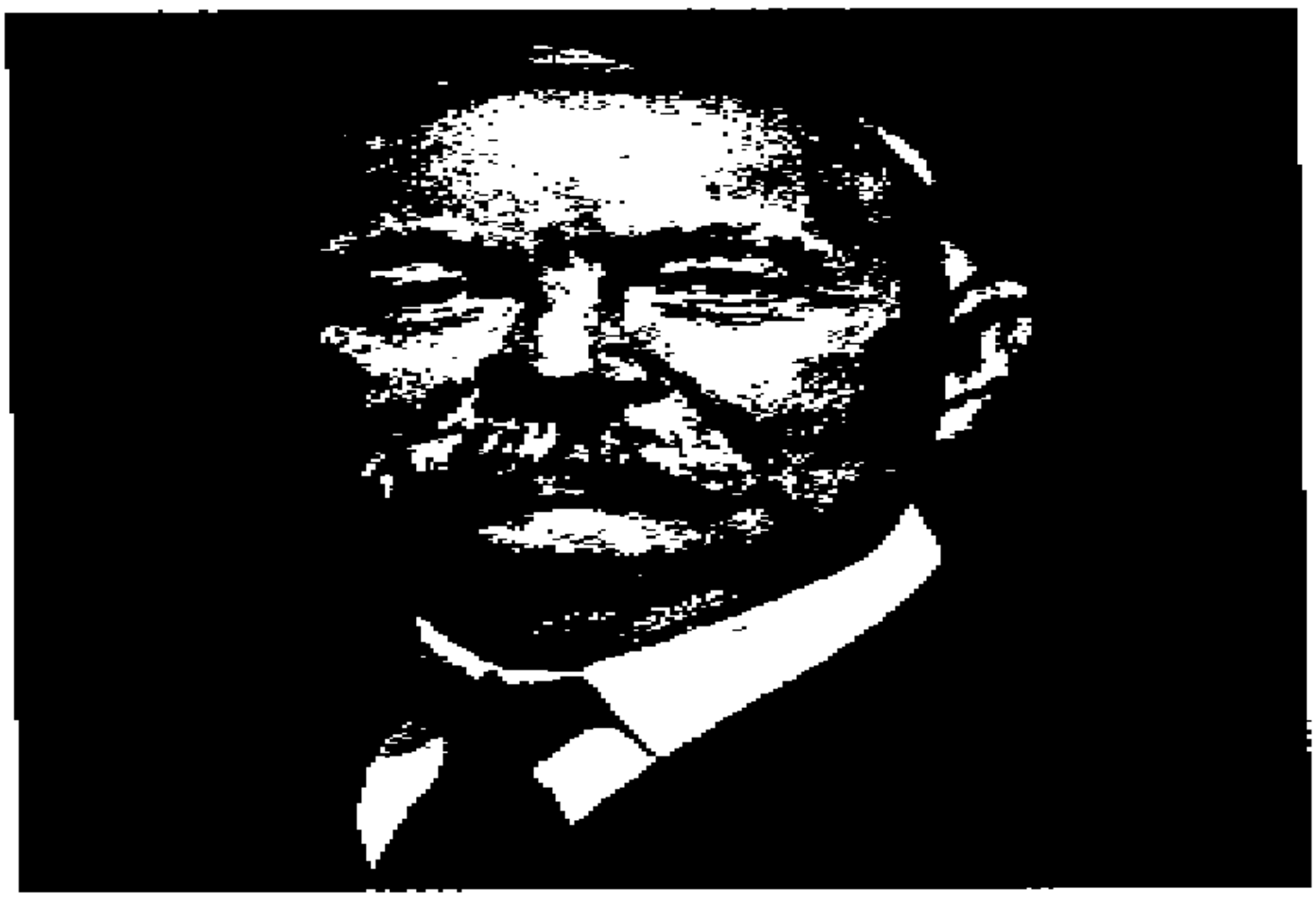

সার আর্থার কোনান ডয়েলের জন্ম ১৮৫৯-এ, এডিনবরায়। তিনি পেশায় ছিলেন ডাক্তার, নেশায় সাহিত্যিক। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে খ্যাতিলাভ করা, কিন্তু ডয়েলের বিশ্বখ্যাতি হয় সখের গোয়েন্দা শার্লক হোমসের স্রষ্টা রূপে।

শার্লক হোমসের প্রথম আবির্ভাব 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট' (১৮৮৭) উপন্যাসে। এরপর প্রকাশিত হয় 'অ্যাডভেঞ্চার অফ শার্লক হোমস', 'মেমোয়ার্স অফ শার্লক হোমস', 'দি রিটার্ন অফ শার্লক হোমস' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ এবং 'দি সাইন অফ ফোর', 'দি হাউন্ড অফ বাস্কারভিলস' প্রভৃতি উপন্যাস। গোয়েন্দাকাহিনী ছাড়া ডয়েল ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস, ভূতের গল্প ও অন্যান্য ধরনের রচনাও লিখেছেন। তবে তাঁর গোয়েন্দা গল্পগুলিই জনপ্রিয়। শার্লক হোমসকে নিয়ে পাঠকদের যত মাতামাতি, তা আর কোনও গোয়েন্দার ভাগ্যে জোটেনি।
সার ডয়েলের মৃত্যু ১৯৩০ সালে।

অনুবাদক সুভদ্রকুমার সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক। গোয়েন্দা গল্পে আগ্রহী। কয়েকটি গোয়েন্দাকাহিনীর রচয়িতা।

BanglaBook.org

প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্ভেদ্য কিংবা দুঃসাহসিক যে কোনও রহস্য উদ্ঘাটনে শার্লক হোমস অদ্বিতীয়। অপরাধ ও তার অপরাধীকে আবিষ্কার করার জন্য কয়েকটি অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন সন্ধানসূত্রকে কাজে লাগিয়ে হোমস যেভাবে রহস্য উন্মোচন করেছেন তার জুড়ি মেলা ভার।

লন্ডনের বেকার স্ট্রিটের সেই জনপ্রিয় গোয়েন্দার নানা জনপ্রিয়তম কাহিনীগুলি থেকে বাছাই করা একগুচ্ছ গল্প নিয়ে সাজানো হয়েছে এই বই।

BanglaBook.org